আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞান।

চতুর্থ খণ্ড।

(নিদান-চিকিৎসিতস্থান)

কবিরাজ শ্রীবিনোদলাল সেন মহাশয়

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

কবিরাজ শ্রীপুলিনকৃষ্ণ সেন কর্ত্তৃক

সংশোধিত ও প্রকাশিত।

ইহাতে প্রত্যেক রোগের উৎপত্তির কারণ, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার চিকিৎসা ও

পথ্যাপথ্য-ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় সমস্ত বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

[তৃতীয় সংস্করণ]

AYURVEDA VIJNANA.

OR,

HINDU SYSTEM OF MEDICINE.

COMPILED AND TRANSLATED FROM

SANSKRIT TREATISES ON MEDICINE, SURGERY, CHEMISTRY.

WITH THE ORIGINAL TEXTS.

BY

KAVIRAJ BINOD LALL SEN.

REVISED AND PUBLISHED BY

Kaviraj PULIN KRISHNA SEN.

[THIRD-EDITION.]

PART. IV.

কলিকাতা

৩৬নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ফৌজদারী-বালাখানা,

আদি-আয়ুর্ব্বেদ মেসিন প্রেসে

শ্রীমদনগোপাল দাস দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ৪৲ চার টাকা।

সন ১৩৩২ সাল।

সূচীপত্রম্।

অকারাদিক্রমে অধিকারসূচীপত্র ।

অকারাদিক্রমে ঔষধ সূচীপত্র।

আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞানম্।

নিদানচিকিৎসিত-স্থানম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

রোগস্বরূপং তস্যাপি জ্ঞানোপায়াদিকং ভিষক্।
জ্ঞাতুং যতেত সিদ্ধ্যর্থং দেহস্য প্রকৃতিং তথা॥

চিকিৎসকের পক্ষে প্রথমতঃ রোগের স্বরূপ, রোগপরিজ্ঞানের উপায়াদি এবং দেহের প্রকৃতি পরিজ্ঞান বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

রোগস্বরূপনির্ণয়ঃ।

দেহেঽসাত্ম্যস্য সংযোগস্ততঃ সাত্ম্যস্য সংচ্যুতিঃ।
ব্যাধি দুঃখ বিকারাদি ভাষয়া পরিভাষ্যতে॥

দেহে অসাত্ম্য পদার্থের সংযোগ অথবা দেহ হইতে সাত্ম্য পদার্থের বিচ্যুতিকে ব্যাধি কহে। ব্যাধির অপরাপর নাম দুঃখ ও বিকার ইত্যাদি।

যদ্ দেহস্য শুভায় স্যাল্লিপ্সী যস্য চ জায়তে।
যস্যালাভে ভবেদ্ দুঃখং তৎ সাত্ম্যং তস্য কথ্যতে॥

যাহা দেহের শুভজনক, দেহ যাহা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করে এবং যাহার অলাভে দেহের দুঃখ হয়, তাহাই দেহের সাত্ম্য বলিয়া কথিত হয়। যথা, অন্নাদি।

যদ্ দেহস্যাশুভং কুর্য্যাদ্ যস্মিন্ দ্বেষশ্চ জায়তে।
দুঃখঞ্চোপস্থিতৌ যস্য তস্যাসাত্ম্যং তদুচ্যতে॥

যাহা দেহের অশুভ উৎপাদন করে, যাহাতে দ্বেষ উপস্থিত হয়, এবং যাহার উপস্থিতিতে অর্থাৎ সংযোগে দুঃখ হয়, তাহা দেহের অসাত্ম্য বলিয়া উক্ত হয়। যথা, বিষাদি।

অতএব ব্যাধির্দ্বিবিধঃ দেহাসাত্ম্যসংযোগরূপো দেহসাত্ম্যবিভাগরূপশ্চ। বিভাগো বিয়োগঃ। ননু বিকৃতদেহ এব ব্যাধিঃ। অতোঽসাত্ম্যসংযোগেন দেহস্য বিকৃতিরেব ব্যাধিরিতি নোক্তা কথং দেহাসাত্ম্যসংযোগ এব ব্যাধিরিত্যুক্তম্। অত্রোচ্যতে, বস্তুনি বস্ত্বন্তরসংযোগস্ততো বা তদংশবিচ্যুতিরেব বিকৃতিরিতি পরিভাষ্যতে। বিকৃতিশব্দস্য এতদতিরিক্তার্থস্য সর্ব্বথৈবাসম্ভবঃ। অতএব তাদৃশসংযোগস্য তাদৃশবিভাগস্য চ বিকৃতিশব্দবাচ্যত্বাৎ তাদৃশসংযোগস্তাদৃশবিভাগশ্চৈব ব্যাধিরিতি মীমাংসা। দেহসাত্ম্যবিভাগ ইত্যত্র সাত্ম্যশব্দেন দেহস্যাংশোঽপি বোধ্যঃ।

অতএব দেহে অসাত্ম্যসংযোগরূপ ও সাত্ম্যবিচ্যুতি রূপ ভেদে ব্যাধি দুই প্রকার। পরন্তু বিকৃত দেহই ব্যাধি ইহা নির্ণীত আছে। অতএব ব্যাধিলক্ষণে অসাত্ম্য সংযোগ জন্য দেহের বিকৃতিই ব্যাধি এইরূপ না বলিয়া দেহাসাত্ম্য সংযোগই ব্যাধি এইরূপ কথিত হইবার কারণ কি? ইহার মীমাংসা এই— কোন বস্তুতে বস্ত্বন্তর সংযোগ অথবা উহা হইতে উহার কিয়দংশ বিচ্যুতিই বিকৃতি শব্দে উক্ত হয়। বিকৃতি শব্দের এতদতিরিক্ত অর্থই নাই। ইহার একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত

হইতেছে। মনে কর, কোন পাত্রে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ আছে, ঐ দুগ্ধে কিঞ্চিৎ বিষ প্রক্ষিপ্ত হইল, দুগ্ধ ও বিষ একত্র হইয়া যেন নীলবর্ণ দ্রব্যান্তর উৎপন্ন হইল। এস্থলে লৌকিক কথায় বিষসংযোগে দুগ্ধ বিকৃত হইল এইরূপ বলা যায়। এক্ষণে প্রণিধান করিয়া দেখ, ঐ বিকৃতি কি পদার্থ। সচরাচর বলা যায়, পাত্রে বিকৃত দুগ্ধ আছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পাত্রে দুগ্ধ ও বিষ উভয়ই আছে, অর্থাৎ একটী দুগ্ধাণু, তৎপরে একটী বিষাণু, এই ক্রমে দুগ্ধাণু ও বিষাণু সমস্ত সংযুক্ত হইয়াছে। উহারা পরস্পর একত্র হইলে বিশেষ শক্তি বা নিয়মানুসারে ঐ রূপই হইয়া থাকে। সুতরাং বিকৃত দুগ্ধও যে পদার্থ, একত্র সংযুক্ত দুগ্ধ এবং বিষও সেই পদার্থ। অতএব বিকৃত দুগ্ধ, দুগ্ধবিকৃতি ও দুগ্ধবিষসংযোগ একই কথা। এইরূপ কোন বস্তু হইতে তাহার কিয়দংশ বিচ্যুতিকেও বিকৃতি বলে। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, দেহে অসাত্ম্য সংযোগ ও দেহসাত্ম্য বিচ্যুতি বিকৃতি শব্দের বাচ্য বলিয়া তাদৃশ সংযোগ ও তাদৃশ বিভাগই ব্যাধি।

"দেহসাত্ম্য বিভাগ" এস্থলে সাত্ম্য শব্দে দেহের অংশও বুঝিতে হইবে।

ব্যাধিঃ স ত্রিবিধো নাশ্যো দম্যোঽবার্য্যস্তথা স্মৃতঃ॥

ব্যাধি তিন প্রকার, যথা নাশ্য, দম্য ও অবার্য্য।

স নাশ্যঃ সর্ব্বথা যস্তু নাশ্যতে ভেষজাদিভিঃ॥

ঔষধ বা পথ্যাদি দ্বারা যে ব্যাধিকে সর্ব্বতোভাবে নাশ করিতে পারা যায়, তাহাকে নাশ্য ব্যাধি কহে।

দম্যতে ক্রিয়য়া যস্তু ন নাশ্যেত কথঞ্চন।
নিবৃত্তায়াং ক্রিয়ায়াঞ্চ যঃ কালেন প্রকুপ্যতি।
দম্যোঽসৌ কীর্ত্তিতো ব্যাধিশ্চিরকালানুবন্ধনঃ॥

যে ব্যাধিকে চিকিৎসা দ্বারা দমন করিয়া রাখিতে পারা যায়, কিন্তু কোন মতেই নাশ করিতে পারা যায় না এবং চিকিৎসার নিবৃত্তিতে যাহা কালান্তরে পুনর্ব্বার প্রকুপিত হইয়া উঠে, তাহাকে দম্য ব্যাধি কহে। দম্য ব্যাধি চিরকালানুবন্ধী।

ভেষজেনাথ পথ্যেন যঃ কেনাপি ন বার্য্যতে।
অবার্য্যোঽসৌ গদঃ প্রোক্তঃ প্রাণহন্তা মহাবলঃ॥

যাহা ঔষধ, পথ্য বা অন্য কোন উপায়ে নিবারিত হয় না, তাহাকে অবার্য্য রোগ বলে। অবার্য্য রোগ অধিকবলসম্পন্ন ও প্রাণহন্তা।

নাশ্যঃ সাধ্যাখ্যয়া ব্যাধির্দম্যো যাপ্যাখ্যয়া তথা।
অসাধ্যাভিধয়াঽবার্য্যঃ কথ্যতে শাস্ত্রবেদিভিঃ॥

নাশ্য ব্যাধির নামান্তর সাধ্য, দম্য ব্যাধির নামান্তর যাপ্য এবং অবার্য্য ব্যাধির নামান্তর অসাধ্য।

সাধ্যো গচ্ছতি যাপ্যত্বং যাপ্যো গচ্ছত্যসাধ্যতাম্।
অসাধ্যস্তু হরেৎ প্রাণান্ নরস্যাপ্রতিকারিণঃ॥

প্রতিকার না করিলে সাধ্য ব্যাধি যাপ্য ও যাপ্য ব্যাধি অসাধ্য হইয়া থাকে। অসাধ্য ব্যাধি প্রাণ নাশ করে।

জাতমাত্রশ্চিকিৎস্যঃ স্যান্নোপেক্ষ্যোঽল্পতয়া গদঃ।
বহ্নিশত্রুবিষৈস্তুল্যঃ স্বল্পোঽপি বিকরোত্যসৌ॥

অতএব ব্যাধি উৎপন্ন হইবামাত্র তাহার চিকিৎসার্থ যত্নবান্ হওয়া উচিত। যে হেতু উহা, অগ্নি, শত্রু ও বিষের ন্যায় অতি সামান্য হইলেও মহৎ অনিষ্ট উৎপাদন করিতে পারে।

ব্যাধাবসাত্ম্যসংযোগে দেহাৎ তস্যাপসারণম্।
গদে সাত্ম্যচ্যুতৌ কার্য্যং তত্র তজ্জনকার্পণম্॥

অসাত্ম্যসংযোগরূপ ব্যাধিতে দেহ হইতে ঐ অসাত্ম্য পদার্থের অপসারণ করা এবং

সাম্যাচ্যুতি রূপ ব্যাধিতে তজ্জনক দ্রব্য দেহে অর্পণ করা উচিত। তাহা হইলেই ব্যাধির নাশ হয়।

রোগবিজ্ঞানোপায়াঃ।

নিদানমথ সম্প্রাপ্তিঃ পূর্ব্বরূপঞ্চ লক্ষণম্।
তদ্বচ্চোপশয়ো ব্যাধিবিজ্ঞানং পঞ্চধা মতম্॥

নিদান, সম্প্রাপ্তি, পূর্ব্বরূপ, লক্ষণ ও উপশয় এই পাঁচটী ব্যাধি পরিজ্ঞানের উপায়।

নিদানম্।

যদ্ ভবেন্ন বিনা যেন নিদানং তস্য তন্মতম্।
হেতুনিমিত্তমুত্থানং প্রত্যয়ঃ কারণং তথা।
বীজমায়তনঞ্চাপি পর্য্যায়াস্তস্য ভাষিতাঃ॥

যাহা ব্যতিরেকে যাহা হইতে পারে না, তাহাকে তাহার নিদান কহে। হেতু, নিমিত্ত, উত্থান, প্রত্যয়, কারণ, বীজ ও আয়তন এইগুলি নিদান শব্দের পর্য্যায়।

সম্প্রাপ্তিঃ।

যথা দুষ্টেন দোষেণ যথা চানুবিসর্পতা।
নিবৃত্তিরাময়স্যাসৌ সম্প্রাপ্তির্জাতিরাগতিঃ॥

যেন কারণেন যস্য দোষস্য (বায়োঃ পিত্তস্য কফস্য বা) যাদৃশী দুষ্টিঃ স্যাৎ তাদৃশ্যা দুষ্ট্যা বিশিষ্টেন, যাদৃশ্যা দুষ্ট্যা বিশিষ্টস্য দোষস্য যাদৃক্ প্রসরণং প্রকৃতিঃ, তথা বিসর্পতা চ দোষেণ আময়স্য যা নিবৃত্তির্নিষ্পত্তিঃ সা সম্প্রাপ্তিঃ।

যে কারণে যে দোষ, যে ভাবে দুষ্ট অর্থাৎ কুপিত হয় এবং যে ভাবে দুষ্ট দোষের যেরূপ প্রসরণ করা নিয়ম, তাদৃশ দুষ্ট ও তাদৃশ বিসর্পী দোষ দ্বারা ব্যাধির নিষ্পত্তিকে সম্প্রাপ্তি বলা যায়। অর্থাৎ ব্যাধির কারণসমূহের একত্র মিলনের নাম সম্প্রাপ্তি, কারণচয়ের মিলন হইলেই কার্য্যের অর্থাৎ ব্যাধির উৎপত্তি হইল। জাতি অর্থাৎ জন্ম ও আগতি এই শব্দদ্বয় সম্প্রাপ্তি শব্দের পর্য্যায়।

পূর্ব্বরূপম্।

পূর্ব্বরূপন্তু তদ্ব্যাধিং ভাবিনং জ্ঞাপয়েদ্ধি যৎ।
দ্বিবিধং তচ্চ সামান্যবিশেষপরিভেদতঃ॥

ভাবি ব্যাধিসূচক লক্ষণকে পূর্ব্বরূপ বা পূর্ব্বলক্ষণ বলে। পূর্ব্বরূপ দ্বিবিধ, যথা সামান্য পূর্ব্বরূপ ও বিশেষ পূর্ব্বরূপ।

সামান্যপূর্ব্বরূপম্।

বায়ুনা বাপি পিত্তেন বলাসেন কৃতেন বা।
অসাধারণলিঙ্গেন যন্ন যুক্তন্তু লক্ষণম্।
ব্যাধিমাত্রং বদেত্তব্যং তৎ সামান্যমুদাহৃতম্॥

যে পূর্ব্বরূপ বায়ুকৃত, পিত্তকৃত বা কফকৃত কোন অসাধারণ লক্ষণের সহিত মিলিত না হইয়া ভবিষ্যৎ কোন ব্যাধিমাত্রের সূচনা করে, তাহাকে সামান্য পূর্ব্বরূপ বলে।

বিশেষপূর্ব্বরূপম্।

যস্য যল্লক্ষণং ব্যাধেস্তদীষদ্ব্যক্ততাং গতম্।
যচ্চ বিশেষদোষস্য বোধকং তৎ পরং মতম্॥

যে ব্যাধির যে লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত না হইয়া ঈষৎ ব্যক্ত হইলে এবং কোন বিশেষ দোষের বোধক হইলে তাহাকে বিশেষ পূর্ব্বরূপ বলে।

রূপম্ ।

তদেব ব্যক্ততাং যাতং রূপমিত্যভিধীয়তে ।
সংস্থানং ব্যঞ্জনং লিঙ্গং লক্ষণং চিহ্নমাকৃতিঃ ॥

বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হইলে তাহাকে রূপ বলা যায়। সংস্থান, ব্যঞ্জন, লিঙ্গ, লক্ষণ, চিহ্ন ও আকৃতি এইগুলি রূপ-বাচক শব্দ।

নিদান সেবনানন্তর ব্যাধির উপাদান সামগ্রী সমুদায়ের যথাযথ সম্মিলনকে ব্যাধির সম্প্রাপ্তি বা জন্ম বলে। তৎপরে পূর্ব্বরূপা-বস্থা ও তদনন্তর রূপাবস্থা, বস্তুতঃ জন্মাবস্থা হইতেই রোগাবস্থা বলিয়া গণ্য, কেবল রোগপরিজ্ঞানের ও চিকিৎসাদির সুবিধার জন্য বিশেষ বিশেষ করিয়া বর্ণনা করা যায়। নচেৎ যখন পূর্ব্বরূপ উপস্থিত হইয়াছে, তখন যে ব্যাধি উপস্থিত হয় নাই এরূপ নহে। প্রকৃত পক্ষে পূর্ব্বরূপ ও রূপ উভয়ই ব্যাধির রূপ।

উপশয়ঃ ।

ঔষধান্নবিহারাণামুপযোগং সুখাবহম্ ।
বিদ্যাদুপশয়ং ব্যাধেঃ স হি সাত্ম্য ইতি স্মৃতঃ ।

অত্রোপশয়লক্ষণে প্রথমতো "হেতুব্যাধিবিপর্য্যস্ত বিপর্য্যস্তার্থকারিণাম্" ইতি পাঠো দৃশ্যতে। পরন্তু বৈয়র্থ্যাৎ কৈশ্চিৎ সুবিজ্ঞৈর্গ্রন্থকারৈঃ পাঠোঽসৌ পরিত্যক্তঃ। অস্য বৈয়র্থ্যং প্রদর্শ্যতে—হেতুব্যাধি-বিপর্য্যস্ত বিপর্য্যস্তার্থকারিণাম্ ইতি পদম্ ঔষধান্ন-বিহারাণামিত্যস্য বিশেষণম্। হেতুশ্চ ব্যাধিশ্চ হেতুব্যাধী তয়োর্ব্যস্তসমস্তয়োর্বিপর্য্যস্তাঃ প্রতি-কূলাঃ বিপরীতা ইতি যাবৎ, তথা বিপর্য্যস্তার্থ-কারিণঃ বিপরীতপ্রয়োজনসাধকাঃ হেত্বোঃ সমান-গুণাঃ ব্যাধের্নিদানসমানধর্ম্মিণশ্চ রোগিণোঽ-নিষ্টজনকত্বেন প্রসিদ্ধাঃ ইতি যাবৎ। এবম্ভূ-তানামৌষধান্নবিহারাণাং সুখাবহ উপযোগ আচরণমুপশয় ইতি। অতএবায়মর্থঃ ফলতি। ঔষধাদিকং হেতুব্যাধ্যোর্বিপরীতং বা ভবতু তয়োর্বিপরীতার্থকারি বা ভবতু যদি তস্য প্রয়োগেণ রোগশান্তির্ভবেৎ তর্হি স এব প্রয়োগ উপশয় ইতি। অতএব সর্ব্ববিধস্যৈব ঔষধাদিকস্য সুখাবহ উপযোগ উপশয় ইতি নিষ্কৃষ্টোঽর্থঃ। যদি সর্ব্ববিধস্যৈব ঔষধাদিকস্য সুখকর উপযোগ এব উপশয়স্তৎ কথং এবম্ভূতস্য ঔষধাদিকস্য সুখাবহ উপযোগ উপশয় ইত্যুচ্যতে? কেষাঞ্চি-দৌষধান্নবিহারাণাং সুখাবহোপযোগস্য উপশয়ত্বে কেষাঞ্চিন্ন তথাত্বে এবম্ভূতানামুপযোগ উপশয়ঃ। অতোঽতিরিক্তানামনুপশয় ইত্যেবং পৃথঙ্নির্দ্দেশ উচিতঃ। সর্ব্বেষামেব তথাত্বে সামান্যনির্দ্দেশ এব সন্তোষকরঃ। হেতুব্যাধ্যোর্বিপরীতার্থকারি ভিরৌষধাদিভির্ব্যাধিশান্তৌ তদুপযোগ উপশয়াখ্যো বা ন বা ইতি সন্দেহনিরাসার্থং স্পষ্টমুক্তমিতি চেদুচ্যতে, তদপি ন প্রতিকরম্। যদি সামান্য-নির্দ্দেশেন সর্ব্ববিধানামৌষধাদীনাং সুখাবহ উপযোগ উপশয়াখ্য ইত্যর্থো গম্যতে তৎ কথং কতিপয়ানাং তাদৃশোপযোগস্য তথাত্বং ন বা ইতি সন্দেহঃ স্যাৎ। সংশয়োৎপত্তৌ সর্ব্বথৈব-কারণাভাবঃ। বস্তুতস্তন্ত্রমুপদেশশ্চিকিৎসাবিধ্যুপ-দেশাধ্যায়ে বাচ্যঃ নতুপশয়লক্ষণ ইতি।

কোন ঔষধ, আহার ও বিহার সেবন দ্বারা রোগের উপশম হইলে তাহাকে উপশয় কহা যায়। উপশয়ের নামান্তর সাত্ম্য।

বিপরীতোঽনুপশয়ো ব্যাধ্যসাত্ম্যেতি সংজ্ঞিতঃ ॥

উপশয়ের বিপরীত পদার্থ অনুপশয়। উহার পর্য্যায় ব্যাধি ও অসাত্ম্য।

সংখ্যা বিকল্প প্রাধান্য বলকালবিশেষতঃ।
সম্প্রাপ্তির্ভিদ্যতে যথা পঞ্চ চাষ্টৌ জ্বরা যথা ॥
দোষাণাং সমবেতানাং বিকল্পোঽংশাংশকল্পনা।
স্বাতন্ত্র্যপারতন্ত্র্যাভ্যাং ব্যাধেঃ প্রাধান্যমাদিশেৎ ॥

হেত্বাদি কার্ৎস্ন্যাবয়বৈর্বলাবলবিশেষণম্ ।
নক্তং দিনর্ত্তুভুক্তাংশৈর্ব্যাধিকালো যথামলম্ ॥

ব্যাধির সম্প্রাপ্তি, সংখ্যা, বিকল্প, প্রাধান্য, বল ও কালানুসারে পৃথক্ পৃথক্ হয়। সংখ্যা যথা, গুল্ম পাঁচপ্রকার ও জ্বর আটপ্রকার ইত্যাদি। পরস্পর মিলিত দোষ সকলের অংশাংশ কল্পনা করাকে বিকল্প বলে। যথা, রুক্ষতা, শৈত্য, লঘুত্ব ও বৈষম্য প্রভৃতি চিহ্নদর্শনে বায়ুর প্রকোপ নিশ্চয় করিবে। এইরূপ উপায়ে কোন্ দোষের কি পরিমাণে প্রকোপ, তাহা নির্ণয় করিয়া তদনুসারে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। সমবেত দোষ সকলের স্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ স্বাধীনতা ও পারতন্ত্র্য অর্থাৎ অধীনতা দ্বারা ব্যাধির প্রাধান্য বা অপ্রাধান্য নিরূপিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ কোন দোষ কুপিত হইয়া ব্যাধি উৎপাদন করিলে অন্যান্য দোষও কুপিত হইয়া তাহার অনুধাবন করে। এইরূপ সকল দোষেরই প্রকোপ হইলেও কোন্ দোষ স্বতন্ত্র অর্থাৎ প্রধান রোগোৎপাদক ও কোন্ দোষ পরতন্ত্র অর্থাৎ তদধীন, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। নিদান, পূর্ব্বরূপ ও রূপ ইহাদের সমগ্রতা ও অবয়ব দ্বারা ব্যাধির বলবত্তা বা ক্ষীণবলতা অবধারণ করিতে হইবে। অর্থাৎ সমুদায় নিদান সেবন দ্বারা উৎপন্ন এবং সমুদায় পূর্ব্বরূপ ও রূপ যুক্ত ব্যাধিই বলবান্। এইরূপ যাহা অল্প নিদান সেবন দ্বারা জাত এবং যাহাতে কতিপয় মাত্র পূর্ব্বরূপ ও রূপ প্রকাশ পায়, তাহা দুর্ব্বল ব্যাধি। রাত্রি, দিন, ঋতু ও আহার ইহাদের যে অংশে যে দোষের প্রকোপ বা প্রশম হওয়া নিয়ম, তদ্দোষোৎপন্ন ব্যাধিরও সেই নিয়মানুসারে বৃদ্ধি বা হ্রাসাবস্থা হইয়া থাকে।

কালে যথাস্বং সর্ব্বেষাং প্রবৃত্তির্বৃদ্ধিরেব বা ॥
সর্ব্বেষাং দোষাণাং রোগাণাঞ্চ।

দোষ ও রোগ সকলের এইরূপে যথাকালে প্রবৃত্তি বা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

কোন্ দোষের কোন্ সময়ে বৃদ্ধি ও কোন্ সময়ে হ্রাস হয় এবং কোন্ দোষের কিরূপ প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয় এই গ্রন্থের (আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞানের) প্রথম খণ্ডে বিশেষ রূপে লিখিত হইয়াছে।

সর্ব্বেষামেব রোগাণাং নিদানং কুপিতা মলাঃ।
তৎপ্রকোপস্য তু প্রোক্তং বিবিধাহিতসেবনম্ ॥
মলাঃ বাতাদয়ো দোষাঃ।

কুপিত বায়ু, পিত্ত ও কফই যাবতীয় রোগের নিদান অর্থাৎ হেতু এবং বিবিধ অহিত সেবাই ইহাদের (বাতাদির) প্রকোপের কারণ।

বিপ্রকৃষ্টং সন্নিকৃষ্টং নিদানং দ্বিবিধং মতম্।
বিরুদ্ধভোজনাদ্যাদ্যং পরং বাতাদয়ো মলাঃ ॥

রোগের নিদান দ্বিবিধ, বিপ্রকৃষ্ট ও সন্নিকৃষ্ট। বিরুদ্ধ ভোজনাদিকে বিপ্রকৃষ্ট নিদান এবং কুপিত বাতাদি দোষ সকলকে সন্নিকৃষ্ট নিদান কহে। বিপ্রকৃষ্ট শব্দের অর্থ দূরবর্ত্তী এবং সন্নিকৃষ্ট শব্দের অর্থ নিকটবর্ত্তী বা অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী।

নিদানার্থকরো রোগো রোগস্যাপ্যুপজায়তে।
তদ্ যথা জ্বরসন্তাপাদ্রক্তপিত্তমুদীর্য্যতে ॥
রক্তপিত্তাজ্জ্বরস্তাভ্যাং শ্বাসশ্চাপ্যুপজাতে।
প্লীহাবিবৃদ্ধ্যা জঠরং জঠরাচ্ছোথ এব চ ॥
অর্শোভ্যো জঠরং দুঃখং গুল্মশ্চাপ্যুপজায়তে।
প্রতীশ্যায়াদথো কাসঃ কাসাৎ সঞ্জায়তে ক্ষয়ঃ ॥
ক্ষয়রোগস্য হেতুত্বে শোষশ্চাপ্যুপজায়তে।
তে পূর্ব্বং কেবলা রোগাঃ পশ্চাদ্ধেত্বর্থকারিণঃ ॥

কখন কখন কোন কোন রোগ অপর রোগের নিদানস্বরূপ হইয়া থাকে। যথা, জ্বরসন্তাপ হইতে রক্তপিত্ত উপস্থিত হয়।

এইরূপ রক্তপিত্ত হইতে জ্বর, রক্তপিত্ত ও জ্বর হইতে শ্বাস, প্লীহাবিবৃদ্ধি হইতে জঠর অর্থাৎ উদরী, জঠর হইতে শোথ, অর্শঃ হইতে জঠর ও গুল্ম, প্রতীশ্যায় হইতে কাস, কাস হইতে রাজযক্ষ্মা ও ধাতুশোষ হইতেও রাজযক্ষ্মা উৎপন্ন হইতে পারে ইত্যাদি। উহারা (প্রথমোক্তেরা) প্রথমে রোগমাত্র থাকে, পরে পশ্চাদুক্ত রোগ সকলের নিদানভূত হয়।

কশ্চিদ্ধি রোগো রোগস্য হেতুর্ভূত্বা প্রশাম্যতি।
ন প্রশাম্যতি চাপ্যন্যো হেতুত্বং কুরুতেঽপি চ॥

কোন কোন রোগ অপর রোগের হেতুভূত হইয়া অর্থাৎ অন্য রোগ উৎপাদন করিয়া স্বয়ং নিবৃত্ত হয়। আবার কোন রোগ অন্যরোগও উৎপাদন করে, স্বয়ংও বর্ত্তমান থাকে।

নাড়ীজিহ্বাপরীক্ষা তু সূত্রস্থানে প্রকীর্তিতা।

নাড়ী, জিহ্বা প্রভৃতির পরীক্ষা এবং রোগনির্ণয়ের অন্যান্য উপায় সূত্রস্থানে বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে।

দেহপ্রকৃতিঃ।

জীবদেহেষু সর্ব্বেষু শক্তিঃ প্রকৃতিরক্ষণী।
অনির্ব্বাচ্যাদ্ভুতা নিত্যা বীজং সংসারশাখিনঃ॥
জীবয়ত্যনিশং জীবান্ বর্ত্ততে সংহরন্ত্যপি।
সাত্ম্যগ্রহণসাত্ম্যাপসারণ্যেকৈব সা দ্বিধা॥
সা সাত্ম্যগ্রহণী দেহো যয়া গৃহ্ণাতি সাত্ম্যকম্।
খ্যাতা সান্যা যয়া চায়মপসারয়তীতরৎ॥
অনয়ৈবাজপাং জীবঃ শক্ত্যা জপতি সন্ততম্।
বুভুক্ষা চ পিপাসা চ জায়েতে হ্যত এব হি॥
স্বেদ মূত্র পুরীষাণি দেহাদপসরন্তি চ।
অতিভুক্তে বিষে পীতে ছর্দ্দিশ্চাশু প্রজায়তে॥
শ্বাসমার্গগতং ভোজ্যং বহির্যাত্যনয়ৈব হি।
ঔষধেন বিনা ব্যাধিরনয়ৈব প্রশাম্যতি॥

সকল জীবদেহে সংসারবৃক্ষের বীজস্বরূপ, আদি ও অন্তবর্জ্জিত, অদ্ভুত ও অনির্ব্বচনীয় একটী শক্তি বর্ত্তমান আছে। উহা জীবগণকে যথানিয়মে জীবিত রাখিয়া ও যথাকালে সংহার করিয়া নিত্য বিরাজমান রহিয়াছে। উহার দ্বারা দেহের প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাব রক্ষিত হয় বলিয়া উহাকে প্রকৃতিরক্ষণী বা স্বভাবরক্ষণী শক্তি বলে। ঐ শক্তি এক হইয়াও ক্রিয়ার প্রকৃতি অনুসারে দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে, যথা সাত্ম্যগ্রহণী ও অসাত্ম্যাপসারণী। যে শক্তি দ্বারা দেহ সাত্ম্য অর্থাৎ আত্মরক্ষার ও আত্মবর্দ্ধনের উপযোগী পদার্থ গ্রহণ করে, তাহাকে সাত্ম্যগ্রহণী, আর যদ্দ্বারা অসাত্ম্য অর্থাৎ আত্মনাশের বা আত্মহ্রাসের হেতুভূত পদার্থকে অপসারণ করে, তাহাকে অসাত্ম্যাপসারণী শক্তি বলে। এই শক্তিদ্বারাই প্রতিনিয়ত শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইতেছে। ইহারই সত্তাতে যথাসময়ে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার উদয় হইয়া থাকে। এই হেতুই স্বেদ, মূত্র ও পুরীষ দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া যায়। অপরিমিত আহার বা বিষপান করিলে এই শক্তিতেই বমন হইয়া যায়, শ্বাসমার্গে আহার দ্রব্য প্রবিষ্ট হইলে এই হেতুই ক্রমাগত কাস উপস্থিত হইয়া উহাকে নিঃসারিত করে এবং ইহারই সত্তা হেতু ঔষধ সেবন ব্যতিরেকে ব্যাধির শান্তি হইয়া থাকে।

যদা প্রকৃতিরক্ষণ্যা শক্ত্যা ব্যাধির্ন শাম্যতি।
তদৈব ভেষজং সেব্যমন্যথা তদ্ বিগর্হিতম্॥

প্রকৃতিরক্ষণী শক্তিদ্বারা ব্যাধির শান্তি না হইলে ঔষধ সেবনীয়, নতুবা ঔষধ দ্বারা অনিষ্টই হইয়া থাকে, ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

শক্তেঃ প্রকৃতিরক্ষণ্যাঃ প্রতিঘাতাৎ পুনঃ পুনঃ।
ব্যাধিঃ সঞ্জায়তে তস্মাত্ততোঽনুসরণং হিতম্॥

ঐ প্রকৃতিরক্ষণী শক্তির পুনঃ পুনঃ প্রতিঘাত করিলে ব্যাধি উৎপন্ন হয়। অতএব উহার অনুসরণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। অর্থাৎ শরীর যখন যে বিষয় প্রাপ্তির জন্য বা যাহা পরিত্যাগ করিবার জন্য উন্মুখ হয়, তখনই তদনুকুল অনুষ্ঠান করা বিধেয়।

মানবৈরবশৈর্নিত্যং যথা সা প্রতিহন্যতে।
শক্তিঃ প্রকৃতিরক্ষিত্রী জন্তুভির্ন তথেতরৈঃ॥
অতস্তএব নিয়তং কৃচ্ছ্রৈঃ সর্ব্বার্থনাশকৈঃ।
ব্যাধিভিঃ পরিভূয়ন্তে দুর্ভাগা ইব সৃষ্টিষু॥

অবশৈর্বহুনিয়মপরতন্ত্রৈঃ। দুর্ভাগা ইবেত্যত্র ইব শব্দপ্রয়োগাদ্ বস্তুতো ন দুর্ভাগা ইত্যর্থঃ। তেষামেব সর্ব্বজীবেভ্যঃ প্রভুত্বামোক্ষাধিকারিত্বাচ্চ।

মনুষ্যদিগকে নানা নিয়মপরতন্ত্রতা হেতু যেরূপ সর্ব্বদা ঐ শক্তির প্রতিঘাত করিতে হয়, ইতর জীবগণকে তাদৃশ করিতে হয় না। এই নিমিত্ত ইহারা সর্ব্বদাই অতি কষ্টপ্রদ সর্ব্বপুরুষার্থনাশক ব্যাধি দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে। ইহাদিগের রোগাভিভব দেখিয়া বোধ হয়, যেন ইহারাই ঈশ্বরের সৃষ্টি মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভাগা জীব।

বিহারাহারবৃত্ত্যাদিভেদেন বহুধা নৃণাম্।
চিকিৎসা ভিদ্যতে দেশকালজাতিবশাৎ তথা॥

আহার, বিহার ও জীবিকাদি ভেদে এবং দেশ, কাল ও জাতি ভেদ অনুসারে চিকিৎসা পৃথক্ পৃথক্ হয়।

জীবনম্।

জীবনং জীবধাত্বর্থঃ প্রাণনং তস্য নাম চ।
আহরণং নির্হরণং শ্বসনং স্বননং গতিঃ॥
হ্রাসো বৃদ্ধিঃ সন্ততীনাং সমুৎপাদনমেব চ।
ইত্যাদ্যাস্তু ক্রিয়াঃ সর্ব্বা জ্ঞেয়া জীবনসংজ্ঞয়া॥
মনুষ্যাঃ পশবঃ কীটাঃ পক্ষিণশ্চ সরীসৃপাঃ।
জীবন্তি জন্তবঃ সর্ব্বে জীবন্তি চ মহীরুহাঃ॥

আহরণমাহারঃ দেহাভ্যন্তরে দেহপোষকপদার্থপ্রবেশনম্। নির্হরণং নির্হারস্ততো জাতদোষপদার্থাপসারণম্। আহরণাদয়ঃ কতিচিৎ ক্রিয়া বৃক্ষাদীনামপ্যস্তি অতস্তেঽপি জীবন্তি।

জীবধাতুর অর্থই জীবন পদার্থ। জীবন শব্দের পর্য্যায় প্রাণন। আহার, নির্হার (মলাদিত্যাগ), শ্বাসক্রিয়া, শব্দোচ্চারণ, গতি, হ্রাস, বৃদ্ধি ও সন্ততির উৎপাদন ইত্যাদি ক্রিয়া জীবনশব্দে উক্ত হয়। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, ও সরীসৃপ প্রভৃতি জন্তুগণের এবং বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদ সকলেরও জীবন আছে। বৃক্ষাদিরও আহার (ভূরসাদি আকর্ষণ রূপ) প্রভৃতি কতিপয় জীবনক্রিয়া থাকাতে উহারাও জীবনবান্ বলিয়া কথিত হয়।

আদাবুপচয়স্তেষাং ততশ্চাপচয়ো ভবেৎ।
ততঃ স্যান্মরণং তেনৈতে ধর্ম্মত্রয়সমাবৃতাঃ॥

জীবদিগের প্রথমতঃ কিছুকাল ব্যাপিয়া উপচয় অর্থাৎ বৃদ্ধি, তৎপরে ক্রমশঃ অপচয় এবং পরিণামে মৃত্যু উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব সকল জীবই উল্লিখিত উপচয়, অপচয় ও মরণ রূপ ধর্ম্মত্রয় বিশিষ্ট।

সুখেন তাসামখিলক্রিয়াণাং
নির্ব্বাহ এবাভিহিতং বুধৈস্তু।
স্বাস্থ্যং সদা সৌখ্যকরং ততোঽন্যা
ব্যাধির্হ্যবস্থা বিপরীতধর্ম্মা॥

ঐ সকল জীবনক্রিয়ার নির্বিঘ্নে নির্ব্বাহ হওয়াকে স্বাস্থ্যাবস্থা কহে। স্বাস্থ্য সর্ব্বদা সুখপ্রদ। ইহার বিপরীত অবস্থার নাম ব্যাধি।

সঞ্জীবকোপাদানানাং শোণিতং নরবর্ম্মসু।
প্রধানং প্রকৃতিস্তস্য বর্ণ্যতে প্রথমং ততঃ॥

নরদেহে সঞ্জীবক উপাদান সমস্তের মধ্যে শোণিতই প্রধান বলিয়া গণ্য। অতএব প্রথমে শোণিতের প্রকৃতি বর্ণিত হইতেছে।

সৌত্রিকৈরণুভিঃ শোণৈরণুভিশ্চ তথা সিতৈঃ।
শোণিতং তোয়বহুলং সৃষ্টঞ্চ লবণাদিভিঃ ॥

সৌত্রিক পরমাণু, লোহিত বর্ণ পরমাণু, লবণাদি পদার্থ এবং জল এই সকল দ্বারা রক্ত সৃষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে জলের ভাগই অধিক।

যৈরেষ মানবঃ কায়ঃ পদার্থৈর্বেধসা কৃতঃ।
তৈরেব শোণিতং সৃষ্টং যতস্তৎ তস্য পোষণম্ ॥
পোষণমত্র সজাতীয়পদার্থৈঃ পরিমাণবৃদ্ধ্যাদিঃ ॥

যে সকল পদার্থ দ্বারা নরদেহ সৃষ্ট হইয়াছে, রক্তেও সেই সকল পদার্থের সত্তা আছে, কারণ রক্তের দ্বারাই সমুদায় দেহের পোষণ (বর্দ্ধনাদি) হইতে দেখা যাইতেছে।

হৃৎকোষ্ঠাচ্ছোণিতং কৃৎস্নং দেহং ভ্রমতি রংহসা।
ধমন্যাদিপথৈর্নিতাং ফুপ্‌ফুসে তদ্ বিশুধ্যতি ॥

শোণিত হৃৎকোষ্ঠ হইতে ধমনী প্রভৃতি পথে অতিবেগে সর্ব্বদা সমস্ত দেহে ভ্রমণ করিয়া থাকে। ইহা ফুস্‌ফুসে সংস্কৃত ও দোষরহিত হয়। শ্বাসবায়ু দ্বারা রক্তের সংশুদ্ধি, দেহভ্রমণ ও দেহের পোষণাদি ক্রিয়ার বিষয় শারীরস্থানে সবিস্তার ও বিশদ রূপে বিবৃত হইয়াছে।

অজপা মন্ত্রঃ।

নাসাপথসমাকৃষ্টঃ পবনঃ ফুপ্‌ফুসং গতঃ।
শোধয়েচ্ছোণিতং দুষ্টং তেন জীবন্তি জন্তবঃ ॥
সোঽহংশব্দেন জীবানাং শ্বাসোচ্ছ্বাসৌ নিরন্তরম্।
স্যাতাং বা হংসশব্দেনোচ্ছ্বাসশ্বাসৌ বিপর্য্যয়াৎ।
ইত্যয়ং দ্ব্যক্ষরো মন্ত্রো জীবজপ্যোঽজপা মতা।
তদারম্ভো হি জননং মরণং তৎসমাপনম্ ॥

তথাচ দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায়াম্——
একবিংশতি সাহস্রং ষট্ শতাধিকমীশ্বরি!।
জপতে প্রত্যহং প্রাণী সান্দ্রানন্দময়ীং পরাম্ ॥
বিনা জপেন দেবেশি জপো ভবতি মন্ত্রিণঃ।
অজপেয়ং ততঃ প্রোক্তা ভবপাশনিকৃন্তনী ॥
অন্যচ্চ।
ষট্ শতানি দিবারাত্রৌ সহস্রাণ্যেক বিংশতিম্।
এতৎসংখ্যান্বিতং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা ॥
জাতঃ "স" ইতি বৈ শব্দমুচ্চার্য্যারভতে জপম্।
মহাপ্রয়াণসময়ে "হম্" উচ্চার্য্য সমাপয়েৎ ॥

নাসিকাদ্বারা আকৃষ্ট বাহ্য বায়ু ফুস্‌ফুসে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য সদোষ শোণিতকে বিশুদ্ধ করাতে জীবগণ জীবিত থাকে। ইহাদিগের জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত নিরন্তর শ্বাস ও উচ্ছ্বাসক্রিয়া হইতে থাকে। ঐ শ্বাস ও উচ্ছ্বাসকালে সোঽহং এইরূপ শব্দ নির্গত হয় অথবা ইহার বিপর্য্যয়ে (উচ্ছ্বাস ও শ্বাসকালে) "হংস" এইরূপ শব্দ হইয়া থাকে। এই অক্ষরদ্বয়াত্মক "সোঽহং অথবা হংসঃ" জীবজপ্য মন্ত্রকে অজপা বলে। এই জপের আরম্ভের নাম জন্ম এবং সমাপ্তির নাম মৃত্যু। প্রতি দিবারাত্রে ন্যূনাধিক ২১৬০০ বার এই মন্ত্রের জপ হয়। জীবগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক না করিলেও স্বভাবতঃই এই মন্ত্রের জপ করা হয়, এই নিমিত্ত ইহার নাম অজপা। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র "সঃ" এই শব্দের উদ্গম এবং মৃত্যুক্ষণে "হম্" এই শব্দের নিঃসরণ হইয়া থাকে।

শরীরমেতন্নিয়তং প্রকৃত্যা যাতি সংক্ষয়ম্।
শ্বাসভাষগতিস্পন্দ চিন্তনাদ্যৈশ্চ কর্ম্মভিঃ ॥
ক্ষয়ং তস্মিন্ সমাপন্নে ক্লেশঃ কোঽপি প্রজায়তে।
ক্ষুধাতৃষ্ণাদিরূপেণ স একো হি বিভিদ্যতে ॥
দ্রবক্ষয়াৎ পিপাসা স্যাদ্ বুভুক্ষান্নপরিক্ষয়াৎ।
পানাৎ তৃষ্ণা ভোজনাচ্চ প্রণশ্যতি তথা ক্ষুধা ॥
পূরয়িত্বা প্রনষ্টাংশং পীতং ভুক্তঞ্চ সন্ততম্।
দেহং বর্দ্ধয়তে চাপি স্বৈস্তৈর্দেহপোষণৈঃ ॥

উষ্ণক্ষয়ে চোষ্ণলিপ্সা হ্যন্যথা শীতকামিতা ।
সর্ব্বত্র কারণং জ্ঞেয়ং শক্তিঃ প্রকৃতিরক্ষিণী ।

জীবগণের দেহ, প্রকৃতিবশতঃ এবং শ্বাসক্রিয়া, শব্দোচ্চারণ, গমন, স্পন্দন ও চিন্তন প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারা প্রতিনিয়ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। ঐরূপে দেহের অংশ ক্ষয় হইলে ক্লেশ বিশেষ উপস্থিত হয়। ঐ ক্লেশ ক্ষুধা তৃষ্ণাদিরূপে উদিত হইয়া থাকে। দ্রবাংশের ক্ষয় হেতু পিপাসা এবং অদ্রবাংশের ক্ষয়হেতু বুভুক্ষা উপস্থিত হয়। পান ও ভোজন দ্বারা তৃষ্ণা ও ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়। পীত ও ভুক্ত-দ্রব্য দেহের প্রনষ্ট অংশের পূরণ করিয়া দেহ পোষণোপযোগী স্বীয় উপাদান দ্বারা দেহকে বর্দ্ধিত করে। দেহে তাপাংশের ক্ষয় হইলে তাপসেবাভিলাষ এবং ইহার বিপর্য্যয়ে শীত-সেবনেচ্ছা হইয়া থাকে। শরীরের এইরূপ ক্ষয়, পূরণ ও বৃদ্ধি, পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতিরক্ষিণী শক্তি দ্বারাই হইয়া থাকে।

সন্তাপঃ ।

কায়ঃ প্রাণভৃতাং নিত্যং বর্ত্তেতোষ্ণগুণান্বিতঃ ।
তস্যাতিক্ষয়বৃদ্ধিভ্যাং মৃত্যুর্বৈ ভবতি ধ্রুবম্ ॥
শোণিতস্য প্রবাহেণ স্পন্দাদ্যৈর্দেহকর্ম্মভিঃ ।
শ্বাসানিলাস্রসংযোগাদ্ ভুক্তানাং পরিণামতঃ ॥
দেহান্তর্বহুধা যোগবিয়োগৈরপি সন্ততম্ ।
উৎপদ্যতে স তাপো হি মুখ্যং জীবনলক্ষণম্ ॥

প্রাণিগণের দেহ সর্ব্বদা সন্তপ্ত থাকে। দৈহিক সন্তাপের অতি ক্ষয় বা অতি বৃদ্ধি হইলে মৃত্যু নিশ্চিত। শোণিতের বেগে দেহভ্রমণ, দৈহিক স্পন্দনক্রিয়া সমস্ত, শ্বাস-বায়ুর সহিত রক্তের সংযোগ, ভুক্তদ্রব্যের পরিণাম এবং দেহান্তর্গত বিবিধ সংযোগ বিয়োগ, এই সকল কারণে দৈহিক তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ তাপ জীবনের একটী প্রধান লক্ষণ।

বালকাঃ স্থবিরাশ্চাপি যুবভ্যস্তাপবত্তরাঃ ।
পুরুষেভ্যস্তথা নার্য্যো রাত্রৌ প্রাতৈরুদাহৃতম্ ॥
নিশায়ামপি কল্যে চ তাপঃ শারীরিকো নৃণাম্ ।
হ্রাসমায়াতি চ তথা সায়াহ্নে বর্দ্ধতে পুনঃ ॥
মূত্রং পুরীষং নিষ্ঠ্যূতং যদ্‌যদন্যচ্চ দেহতঃ ।
নির্যাতি তৈঃ সহোত্তাপঃ কিয়ানপ্যপসার্য্যতে ॥

যুবাদিগের অপেক্ষা বালক ও বৃদ্ধগণের দেহে উত্তাপ অধিক। পুরুষাপেক্ষা নারীরা অধিক উষ্ণাঙ্গী। রাত্রিতে ও প্রত্যূষে দৈহিক তাপের হ্রাস ও সায়াহ্নে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মূত্র, পুরীষ, নিষ্ঠ্যূত (থুথু প্রভৃতি) এবং অন্যান্য যে সকল পদার্থ দেহ হইতে নির্গত হইয়া যায়, তাহাদের সহিত কিয়ৎ পরিমাণে তাপও নিঃসারিত হইয়া থাকে।

তাপো রক্ষ্যঃ প্রযত্নেন নিয়তং জীবনৈষিভিঃ ।
অঙ্গত্রাণাদিভির্যস্মাৎ তৎক্ষয়াদ্ ব্যাধিসম্ভবঃ ॥
শীতমারুতসংস্পর্শাৎ প্রয়াতি স চ সংক্ষয়ম্ ।
তথোষ্ণানিলযোগেনানৈসর্গীং বৃদ্ধিমেব চ ॥
বৃদ্ধিরপ্যশুভায় স্যাৎ তাপস্য ক্ষয়বৎ সদা ।
অতঃ সাম্যেন তং রক্ষেৎ সমঃ স্বাস্থ্যকরো হি সঃ ॥

জীবিতেপ্সু ব্যক্তিগণের অঙ্গত্রাণাদি ধারণ দ্বারা নিয়ত যত্নপূর্ব্বক দৈহিক তাপ রক্ষা করা উচিত। কারণ উহার ক্ষয় হইলে পীড়া জন্মে। গাত্রে শীতল বায়ু লাগাইলে উহার ক্ষয় এবং উষ্ণ বায়ুসংযোগে উহার অনৈসর্গিক বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তাপের ক্ষয় যেরূপ, পীড়ার কারণ, উহার বৃদ্ধিও তদ্রূপ রোগ-জনক। অতএব উহাকে সর্ব্বদা সাম্যভাবে রক্ষা করা উচিত। কারণ সমতাই স্বাস্থ্যরক্ষক।

শক্তেঃ প্রকৃতিরক্ষিণ্যাঃ প্রতিঘাতেন সর্ব্বদা ।
তাপস্য হ্রাসবৃদ্ধিভ্যাং শোণিতাদেশ্চ দোষতঃ ॥

জায়ন্তে ব্যাধয়ো নৃণাং জ্বরাদ্যা বহুদুঃখদাঃ ।
তে ভিষগ্‌ভির্বিশেষেণ জ্ঞাতব্যাঃ সচিকিৎসিতাঃ ॥

প্রকৃতিরক্ষিণী শক্তি সর্ব্বদা প্রতিঘাত করিলে দৈহিক তাপের ক্ষয়বৃদ্ধি ও শোণিতাদির দোষ উপস্থিত হইয়া বহু দুঃখপ্রদ জ্বর প্রভৃতি নানা পীড়া উপস্থিত হয়। চিকিৎসকদিগের বিশেষরূপে ঐ সকল পীড়ার নিদান, লক্ষণাদি এবং চিকিৎসা জানা আবশ্যক।

অতো জ্বরাদিরোগাণাং সর্ব্বথা কারণাদিকম্
প্রভাষ্যতে চিকিৎসা চ তত্র পথ্যাদিকং তথা

অতঃপর জ্বরাদি রোগ সকলের নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয় প্রভৃতি, চিকিৎসা ও পথ্যাদি বিশেষরূপে বর্ণিত হইতেছে।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

জ্বরাধিকারঃ ।

যতঃ সমস্তরোগাণাং জ্বরো রাজেতি বিশ্রুতঃ ।
অতো জ্বরাধিকারোঽত্র প্রথমং লিখ্যতে ময়া ॥
জন্মাদৌ নিধনে চাপি প্রায়ো বিশতি দেহিনম্ ।
ঋতে দেবমনুষ্যাভ্যাং নান্যো বিসহতে হি তম্ ॥

যাবতীয় ব্যাধি আছে, তন্মধ্যে জ্বরই রাজা অর্থাৎ সর্ব্ব প্রধান বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। অতএব সর্ব্বাগ্রে জ্বরাধিকার লিখিত হইতেছে। জীবগণের জন্ম ও মৃত্যুকালে প্রায়ই জ্বর উপস্থিত হইয়া থাকে। দেবতা ও মনুষ্য ভিন্ন আর কাহারও জ্বরের প্রভাব সহ্য করিবার শক্তি নাই।

দেহেন্দ্রিয়মনস্তাপী সর্ব্বরোগাগ্রজো বলী ।
জ্বরোঽষ্টধা পৃথগ্দ্বন্দ্ব সংঘাতাগন্তুজঃ স্মৃতঃ ॥

জ্বর, দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের তাপকর সর্ব্বরোগাগ্রজ ও বলবান্। ইহা পৃথক্ পৃথক্ দোষজ, দ্বন্দ্বজ, সন্নিপাতজাত ও আগন্তু কারণোৎপন্ন ভেদে অষ্টবিধ। যথা, বাতজ্বর, পিত্তজ্বর, শ্লেষ্মজ্বর, বাতপিত্তজ্বর, বাতশ্লেষ্মজ্বর, পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, সান্নিপাতিক অর্থাৎ ত্রিদোষজ জ্বর ও আগন্তুজজ্বর এই আট প্রকারে বিভক্ত।

জ্বরস্য নিদানং সংপ্রাপ্তিশ্চ ।

মিথ্যাহারবিহারাভ্যাং দোষা হ্যামাশয়াশ্রয়াঃ ।
বহির্নিরস্য কোষ্ঠাগ্নিং জ্বরদাঃ স্যুঃ সামগাঃ

অযোগ্য আহার বিহার দ্বারা বায়ু, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয় আমাশয়ে উপস্থিত হইয়া কোষ্ঠাগ্নির উষ্মাকে বহির্নিঃসারিত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে।

জ্বরস্য পূর্ব্বরূপম্ ।

শ্রমোঽরতির্বিবর্ণত্বং বৈরস্যং নয়নপ্লবঃ ।
ইচ্ছাদ্বেষৌ মুহুশ্চাপি শীতবাতাতপাদিষু ॥
জৃম্ভাঙ্গমর্দ্দো গুরুতা রোমহর্ষোঽরুচিস্তমঃ
অপ্রহর্ষশ্চ শীতঞ্চ ভবত্যুৎপৎস্যতি জ্বরে ॥
সামান্যতো বিশেষাত্তু জৃম্ভাত্যর্থং সমীরণাৎ ।
পিত্তান্নয়নয়োর্দাহঃ কফাদন্নারুচির্ভবেৎ ॥
রূপৈরন্যতরাভ্যাস্তু সংসৃষ্টৈর্দ্বন্দ্বজং বিদুঃ ।
সর্ব্বলিঙ্গসমাবায়ঃ সর্ব্বদোষপ্রকোপজে ॥

জ্বর হইবার পূর্ব্বে শ্রান্তিবোধ, অসুস্থচিত্ততা, বিবর্ণতা, মুখে বিকৃত আস্বাদ, নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ, শীত, বায়ু ও রৌদ্রাদিতে কখন ইচ্ছা, কখন বা দ্বেষ, জৃম্ভা (হাইওঠা), অঙ্গমর্দ্দ, দেহভার, রোমাঞ্চ, অরুচি, অন্ধকার প্রবেশের ন্যায় বোধ, হর্ষাভাব ও শীত এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়। বাতজ্বর উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে এই সকল লক্ষণের সহিত অতিশয় জৃম্ভা, পিত্তজ্বর উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে

নেত্রদাহ ও কফজ্বর উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে অন্নে অরুচি হইয়া থাকে।

দ্বন্দ্বজ পীড়া উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে দোষদ্বয়ের লক্ষণ ও সান্নিপাতিক পীড়া জন্মিবার পূর্ব্বে দোষত্রয়ের মিলিত লক্ষণ সংঘটিত হইয়া থাকে।

উল্লিখিত পূর্ব্বরূপের যে, সমস্ত চিহ্নই উদিত হয়, তাহা নহে। যে পীড়ার পূর্ব্বরূপ ও রূপ সমস্ত সমগ্রভাবে ও প্রবলরূপে উদ্গত হয়, তাহা দুশ্চিকিৎস্য হইয়া থাকে।

জ্বরস্য সামান্যলক্ষণম্‌।

স্বেদাবরোধঃ সন্তাপঃ সর্ব্বাঙ্গগ্রহণং তথা।
যুগপদ্ যত্র রোগে তু স জ্বরো ব্যপদিশ্যতে॥

ঘর্ম্মানির্গম, সন্তাপ ও সর্ব্বাঙ্গবেদনা এই লক্ষণত্রয় যুগপৎ উপস্থিত হইলে তাহাকে জ্বর কহা যায়।

বাতজ্বরলক্ষণম্‌।

বেপথুর্বিষমো বেগঃ কণ্ঠৌষ্ঠপরিশোষণম্।
নিদ্রানাশঃ ক্ষবস্তম্ভো গাত্রাণাং রৌক্ষ্যমেব চ॥
শিরোহৃদ্ গাত্ররুগ্ বক্ত্রবৈরস্যং গাঢ়বিট্কতা।
শূলাধ্মানে জৃম্ভণঞ্চ ভবত্যনিলজে জ্বরে।

কম্প, বিষমবেগ, কণ্ঠ ও ওষ্ঠের শুষ্কতা, নিদ্রানাশ, ক্ষবথুরোধ, গাত্রের রূক্ষতা, সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ মস্তক ও হৃদয়ে অত্যন্ত বেদনা, মলকাঠিন্য, শূল, উদরাধ্মান ও জৃম্ভা এইগুলি বাতজ্বরের লক্ষণ।

পিত্তজ্বরলক্ষণম্‌।

বেগস্তীক্ষ্ণোঽতিসারশ্চ নিদ্রাল্পত্বং তথা বমিঃ।
কণ্ঠৌষ্ঠমুখনাসানাং পাকঃ স্বেদশ্চ জায়তে॥
প্রলাপো বক্ত্রকটুতা মূর্চ্ছা দাহো মদস্তৃষা।
পীতবিণ্মূত্রনেত্রত্বং পৈত্তিকে ভ্রম এব চ॥

পিত্তজ্বরে তীক্ষ্ণবেগ, তরল মলভেদ, নিদ্রার অল্পতা, বমি, কণ্ঠ, ওষ্ঠ, মুখ ও নাসিকার পাক, ঘর্ম্মনির্গম, প্রলাপ, মুখে তিক্তাস্বাদ, মূর্চ্ছা, দাহ, মত্ততা, তৃষ্ণা, মল, মূত্র ও নেত্রের পীতবর্ণতা ও ভ্রম এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়।

কফজ্বরলক্ষণম্‌।

স্তৈমিত্যং স্তিমিতো বেগ আলস্যং মধুরাস্যতা।
শুক্লমূত্রপুরীষত্বং স্তম্ভস্তৃপ্তিরথাপি চ॥
গৌরবং শীতমুৎক্লেদো রোমহর্ষোঽতিনিদ্রতা।
প্রতিশ্যায়োঽরুচিঃ কাসঃ কফজেঽক্ষ্ণোশ্চ শুক্লতা॥

গাত্রে জলার্দ্র বস্ত্রাবরণবৎ বোধ, মন্দবেগ, আলস্য, মুখে মধুরাস্বাদ, মূত্র ও পুরীষ শুক্লবর্ণ, স্তব্ধতা, আহার না করিয়াও কৃতাহারের ন্যায় তৃপ্তিবোধ, গাত্রভার, শীতবোধ, বমনোদ্রেক, রোমাঞ্চ, নিদ্রাধিক্য মুখ নাসিকাদি হইতে জলস্রাব, অরুচি, কাস ও চক্ষুর শুক্লবর্ণতা এই সমস্ত কফজ্বরের লক্ষণ।

বাতপিত্তজ্বরলক্ষণম্‌।

তৃষ্ণা মূর্চ্ছা ভ্রমো দাহঃ স্বপ্ননাশঃ শিরোরুজা।
কণ্ঠাস্যশোষো বমথু রোমহর্ষোঽরুচিস্তমঃ।
পর্ব্বভেদশ্চ জৃম্ভা চ বাতপিত্তজ্বরাকৃতিঃ॥

বাতপৈত্তিক জ্বরে তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ, নিদ্রানাশ, শিরোবেদনা, কণ্ঠ ও মুখের

শোষ, বমি, রোমাঞ্চ, অরুচি, অন্ধকার প্রবেশের ন্যায় জ্ঞান, পর্ব্বসকলে ভঙ্গবৎ বেদনা ও জৃম্ভা এই সকল উপস্থিত হয়।

বাতশ্লেষ্মজ্বরলক্ষণম্।

স্তৈমিত্যং পর্ব্বণাং ভেদো নিদ্রা গৌরবমেব চ।
শিরোগ্রহং প্রতিশ্যায়ঃ কাসঃ স্বেদাপ্রবর্ত্তনম্।
সন্তাপো মধ্যবেগশ্চ বাতশ্লেষ্মজ্বরাকৃতিঃ॥

গাত্রে আর্দ্রবস্ত্রাবরণবৎ বোধ, পর্ব্বসকলে ভঙ্গবৎ বেদনা, নিদ্রা, দেহভার, শিরোবেদনা, প্রতিশ্যায় অর্থাৎ নাসিকাদি হইতে জলস্রাব, কাস, অধিক ঘর্ম্মনির্গম, সন্তাপ ও মধ্যম বেগ এই গুলি বাতশ্লেষ্ম জ্বরের লক্ষণ।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরস্য লক্ষণম্।

লিপ্ততিক্তাস্যতা তন্দ্রা মোহঃ কাসোঽরুচিস্তৃষা।
মুহুর্দাহো মুহুঃ শীতং পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাকৃতিঃ॥

মুখ কফলিপ্ত ও তিক্ত, তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, কাস, অরুচি, তৃষ্ণা এবং কখন দাহ কখন বা শীত এই গুলি পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরের লক্ষণ।

সান্নিপাতিকজ্বরস্য লক্ষণম্।

ক্ষণে দাহঃ ক্ষণে শীতমস্থিসন্ধিশিরোরুজা।
সাস্রাবে কলুষে রক্তে নির্ভুগ্নে চাপি লোচনে॥
সস্বনৌ সরুজৌ কর্ণৌ কণ্ঠঃ শূকৈরিবাবৃতঃ।
তন্দ্রা মোহঃ প্রলাপশ্চ কাসঃ শ্বাসোঽরুচিভ্রমঃ॥
পরিদগ্ধা খরস্পর্শা জিহ্বা স্রস্তাঙ্গতা পরম্।
ষ্ঠীবনং রক্তপিত্তস্য কফেনোন্মিশ্রিতস্য চ॥
শিরসো লোঠনং তৃষ্ণা নিদ্রানাশো হৃদি ব্যথা।
স্বেদমূত্রপুরীষাণাং চিরাদ্দর্শনমল্পশঃ॥
কৃশত্বং নাতিগাত্রাণাং প্রততং কণ্ঠকূজনম্।
কোঠানাং শ্যাবরক্তানাং মণ্ডলানাঞ্চ দর্শনম্॥
মূকত্বং স্রোতসাং পাকো গুরুত্বমুদরস্য চ।
চিরাৎ পাকশ্চ দোষাণাং সন্নিপাতজ্বরাকৃতিঃ॥

কখন দাহ, আর কখন বা শীত, অস্থি, সন্ধিসমূহ ও মস্তকে বেদনা, চক্ষুর্দ্বয় স্রাবযুক্ত, আবিল ও বক্র, কর্ণে বেদনা ও বিবিধ শব্দানুভব, কণ্ঠদেশ ধান্যশূকাদি দ্বারা আবৃতবৎ বোধ, তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, কাস, শ্বাস, অরুচি, ভ্রম, জিহ্বা দগ্ধবৎ ও খরস্পর্শ, অঙ্গশৈথিল্য, কফমিশ্রিত রক্তপিত্ত নিষ্ঠীবন, ইতস্ততঃ মস্তকচালনা, তৃষ্ণা, নিদ্রানাশ, হৃদয়ে বেদনা, দীর্ঘকালান্তে ঘর্ম্ম, মূত্র ও মলের অল্প পরিমাণে প্রবৃত্তি, গাত্র বিশেষ কৃশ হয় না, নিরন্তর কণ্ঠ হইতে শব্দবিশেষ নির্গম, গাত্রে শ্যাব বা রক্তবর্ণ বিবিধ চিহ্নোৎপত্তি, বাগরোধ, মুখ নাসাদি স্রোতঃপথের পাক, উদর ভার ও দীর্ঘকালে দোষের পরিপাক এই সমস্ত সান্নিপাতিক জ্বরের লক্ষণ।

দোষে বিবদ্ধে নষ্টেঽগ্নৌ সর্ব্বসম্পূর্ণলক্ষণঃ।
সন্নিপাতজ্বরোঽসাধ্যঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যস্ততোঽন্যথা॥

দোষ সমস্ত অনিঃসৃত, অগ্নি নষ্ট এবং উল্লিখিত লক্ষণ সমস্ত সম্পূর্ণভাবে ও প্রবল রূপে উদিত হইলে রোগীর মৃত্যু নিশ্চয়। অন্যথা কৃচ্ছ্রসাধ্য জানিবে।

সপ্তমে দিবসে প্রাপ্তে দশমে দ্বাদশেঽপি বা।
পুনর্ঘোরতরো ভূত্বা প্রশমং যাতি হন্তি বা॥
সপ্তমী দ্বিগুণা চৈব নবম্যেকাদশী তথা।
এষা ত্রিদোষমর্য্যাদা মোক্ষায় চ বধায় চ॥

সান্নিপাতিক জ্বর উৎপন্ন হইবার দিন হইতে সপ্তম, দশম বা দ্বাদশ দিবসে উহা পুনর্ব্বার ঘোরতর হইয়া হয়ত প্রশান্ত হইয়া যায়, অথবা রোগীর প্রাণসংহার করে।

চতুর্দ্দশ দিবস, অষ্টাদশ দিবস বা দ্বাবিংশ দিবস পর্য্যন্ত সান্নিপাতিক জ্বরের ভোগসীমা। এই নিয়মিত সময়ের মধ্যে রোগমুক্তি বা মৃত্যু ঘটনা হইয়া থাকে। দ্বাবিংশতি দিবস অতীত হইলে রোগীর জীবনের আশা করা যাইতে পারে।

সন্নিপাতজ্বরস্যান্তে কর্ণমূলে সুদারুণঃ।
শোথঃ সঞ্জায়তে তেন কশ্চিদেব প্রমুচ্যতে॥

সান্নিপাতিক জ্বরান্তে কর্ণমূলে অতি দুশ্চিকিৎস্য শোথ উৎপন্ন হয়। উহা হইতে দৈবাৎ মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

অন্যচ্চ। জ্বরস্য পূর্ব্বং জ্বরমধ্যতো বা
জ্বরান্ততো বা শ্রুতিমূলশোথঃ।
সুখেন সাধ্যঃ খলু কৃচ্ছ্রসাধ্যো-
ঽপ্যসাধ্যতশ্চ ক্রমশঃ প্রদিষ্টঃ॥

জ্বরের পূর্ব্বে কর্ণমূলে শোথ প্রকাশ হইলে সুখসাধ্য, জ্বরের মধ্যে কষ্টসাধ্য এবং জ্বরান্তে কর্ণমূলে শোথ হইলে প্রায় অসাধ্য হইয়া থাকে।

সন্নিপাতজ্বরস্য ত্রয়োদশ ভেদাঃ।

একোল্বণাস্ত্রয়স্তেষু দ্ব্যুল্বণাশ্চ তথেতি ষট্।
ত্র্যুল্বণশ্চ ভবেদেকো বিজ্ঞেয়ঃ স তু সপ্তমঃ॥
প্রবৃদ্ধমধ্যহীনৈস্তু বাতপিত্তকফৈশ্চ ষট্।
সন্নিপাতজ্বরস্যৈবং স্যুর্বিশেষাস্ত্রয়োদশ॥
বিস্ফারকশ্চাশুকারী কম্পনো বভ্রুসংজ্ঞকঃ।
শীঘ্রকারী তথা ভল্লুঃ সপ্তমঃ কূটপালকঃ॥
সম্মোহকঃ পালকশ্চ যাম্যঃ ক্রকচ ইত্যপি।
ততঃ কর্কটকঃ প্রোক্তস্ততো বৈদারিকাভিধঃ॥

সামান্য সন্নিপাত জ্বরের ত্রয়োদশটা প্রকারভেদ আছে। যথা, একদোষোল্বণ ৩ তিন প্রকার, দ্বিদোষোল্বণ ৩ তিন প্রকার ও ত্রিদোষোল্বণ ১ এক প্রকার এবং বায়ু, পিত্ত, কফ এই দোষত্রয়ের প্রবৃদ্ধত্ব, মধ্যত্ব ও হীনত্বানুসারে ৬ ছয় প্রকার হইয়া থাকে। সুতরাং সমুদায়ে সন্নিপাতজ্বরের ত্রয়োদশ প্রকার ভেদ হইল। ইহারা যথাক্রমে বিস্ফারক, আশুকারী, কম্পন, বভ্রু, শীঘ্রকারী, ভল্লু, কূটপালক, সম্মোহক, পালক, যাম্য, ক্রকচ, কর্কটক ও বৈদারিক নামে অভিহিত হয়। ইহাদের বিস্তারিত বিবরণ পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে, তাহা পাঠ করিলেই কোন্‌টাতে কোন্ দোষের প্রাধান্য ইত্যাদি বিষয় বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

বিস্ফারকস্য লক্ষণম্।

শ্বাসঃ কাসো ভ্রমো মূর্চ্ছা প্রলাপো মোহবেপথূ।
পার্শ্বস্য বেদনা জৃম্ভা কষায়ত্বং মুখস্য চ॥
বাতোল্বণস্য লিঙ্গানি সন্নিপাতস্য লক্ষয়েৎ।
এষ বিস্ফারকো নাম্না সন্নিপাতঃ সুদারুণঃ॥

বিস্ফারক অর্থাৎ বাতোল্বণ, বায়ুপ্রকোপ প্রধান, সন্নিপাত জ্বরে শ্বাস, কাস, ভ্রম, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, মোহ, কম্প, পার্শ্ববেদনা, জৃম্ভা ও মুখে কষায়াস্বাদ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

আশুকারিণো লক্ষণম্।

অতিসারো ভ্রমো মূর্চ্ছা মুখপাকস্তথৈব চ।
গাত্রে চ বিন্দবো রক্তা দাহোঽতীবপ্রজায়তে॥
পিত্তোল্বণস্য লিঙ্গানি সন্নিপাতস্য লক্ষয়েৎ।
ভিষগ্‌ভিঃ সন্নিপাতোঽয়মাশুকারী প্রকীর্ত্তিতঃ॥

আশুকারী অর্থাৎ পিত্তোল্বণ সন্নিপাতে অতিসার, ভ্রম, মূর্চ্ছা, মুখপাক, গাত্রে রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্নোৎপত্তি ও অতিশয় দাহ এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হইয়া থাকে।

কম্পনস্য লক্ষণম্।

জড়তা গদ্গদা বাণী রাত্রৌ নিদ্রা ভবত্যপি।
প্রস্তব্ধে নয়নে চৈব মুখমাধুর্য্যমেব চ॥
কফোত্থণস্য লিঙ্গানি সন্নিপাতস্য লক্ষয়েৎ।
মুনিভিঃ সন্নিপাতোঽয়মুক্তঃ কম্পনসংজ্ঞকঃ॥

কম্পন অর্থাৎ কফোল্বণ সন্নিপাতে জাড্য, গদ্গদ বাক্য, রাত্রিতে অগাধনিদ্রা, নয়নদ্বয় স্তব্ধ অর্থাৎ নিমেষরহিত ও মুখে মধুরাস্বাদ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

ভ্রুবাখ্যস্য লক্ষণম্।

বাতপিত্তাধিকো যস্য সন্নিপাতঃ প্রকুপ্যতি।
তস্য জ্বরো মদস্তৃষ্ণা মুখশোষঃ প্রমীলকঃ॥
আধ্মানারুচিতন্দ্রাশ্চ কাসশ্বাস ভ্রমশ্রমাঃ।
মুনিভির্বক্রনামায়ং সন্নিপাত উদাহৃতঃ॥

বক্র অর্থাৎ বাতপিত্তোল্বণ সন্নিপাতজ্বরে, মত্ততা, তৃষ্ণা, মুখশোষ, প্রমীলক, আধ্মান, অরুচি, তন্দ্রা, কাস, শ্বাস, ভ্রম ও শ্রান্তিবোধ এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়।

শীঘ্রকারিণো লক্ষণম্।

বাতশ্লেষ্মাধিকো যস্য সন্নিপাতঃ প্রকুপ্যতি।
তস্য শীতজ্বরো মূর্চ্ছা ক্ষুৎতৃষ্ণা পার্শ্বনিগ্রহঃ॥
শূলমস্বিদ্যমানস্য তন্দ্রা শ্বাসশ্চ জায়তে।
অসাধ্যঃ সন্নিপাতোঽয়ং শীঘ্রকারীতি কথ্যতে।
নহি জীবত্যহোরাত্রমেতেনাবিষ্টবিগ্রহঃ॥

শীঘ্রকারী অর্থাৎ বাতশ্লেষ্মোল্বণ সন্নিপাতে সশীত জ্বর, মূর্চ্ছা, ক্ষুধা, তৃষ্ণারাহিত্য, পার্শ্ববেদনা, অঙ্গে শূলবৎ বেদনা, স্বেদাভাব, তন্দ্রা ও শ্বাস এই সকল চিহ্ন উদিত হইয়া থাকে। শীঘ্রকারী সন্নিপাত জ্বর অসাধ্য। ইহা অহোরাত্র মধ্যে রোগীর জীবন নাশ করে।

ভল্লুনাম্নো লক্ষণম্।

পিত্তশ্লেষ্মাধিকো যস্য সন্নিপাতঃ প্রকুপ্যতি।
অন্তর্দাহো বহিঃ শীতং তস্য তৃষ্ণা প্রবর্দ্ধতে॥
তুদ্যতে দক্ষিণে পার্শ্বে উরঃ শীর্ষগলগ্রহঃ।
ষ্ঠীবতি শ্লেষ্মপিত্তঞ্চ কৃচ্ছ্রাৎ কোঠশ্চ জায়তে॥
বিড়্ভেদঃ শ্বাসহিক্কাশ্চ বর্দ্ধন্তে সপ্রমীলকাঃ।
ঋষিভির্ভল্লুনামায়ং সন্নিপাত উদাহৃতঃ॥

ভল্লু অর্থাৎ পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ সন্নিপাতে অন্তর্দাহ, বাহ্যশীত, অতিশয় তৃষ্ণা, দক্ষিণ পার্শ্বে সূচীবেধবৎ বেদনা, বক্ষঃস্থলে, মস্তকে, ও গলদেশে বেদনা, কষ্টের সহিত পিত্তশ্লেষ্ম নিষ্ঠীবন, গাত্রে কোঠনামক চিহ্নোৎপত্তি, মলভেদ, শ্বাস, হিক্কা ও প্রমীলক এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হইয়া থাকে।

কূটপালকস্য লক্ষণম্।

সর্ব্বদোষোত্থণো যস্য সন্নিপাতঃ প্রকুপ্যতি।
ত্রয়াণামপি দোষাণাং তস্য রূপাণি লক্ষয়েৎ॥
ব্যাধিভ্যো দারুণশ্চৈব বজ্রশস্ত্রাগ্নিসন্নিভঃ।
কেবলোচ্ছ্বাসপরমঃ স্তব্ধাঙ্গঃ স্তব্ধলোচনঃ॥
ত্রিরাত্রাৎ পরমেতস্য জন্তোর্হরতি জীবিতম্।
তদবস্থস্তু তং দৃষ্ট্বা মূঢ়ো বাহরতে জনঃ॥
ধর্ষিতো রাক্ষসৈর্নূনমবেলায়াং চরন্তি যে।
অথবা ক্রবতে কেচিদ্ যক্ষিণ্যা ব্রহ্মরাক্ষসৈঃ॥
পিশাচৈগুহ্যকৈশ্চৈব তথান্যৈর্মস্তকে হতম্।
কুলদেবার্চ্চনাহীনং ধর্ষিতং কুলদৈবতৈঃ॥
নক্ষত্রপীড়ামপরে গরকর্ম্মেতি চাপরে।
সন্নিপাতমিমং প্রাহুর্ভিষজঃ কূটপালকম্॥

কূটপালক অর্থাৎ ত্রিদোষোল্বণ সন্নিপাতে কুপিত দোষত্রয়েরই রূপ লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহা বজ্র, শস্ত্র ও অগ্নির ন্যায় অতিযন্ত্রণাদায়ক ও সাংঘাতিক ব্যাধি। ইহাতে রোগীর নিরন্তর শ্বাস নির্গত এবং অঙ্গ সমস্ত ও নয়নদ্বয় স্তব্ধীভূত হইয়া যায়।

এই পীড়ায় আক্রান্ত রোগীর তিন দিবসের পর মৃত্যু সংঘটিত হয়। ইহাতে অতি ভয়াবহ লক্ষণ সমস্ত উপস্থিত হইয়া থাকে। রোগকৃত সেই সকল ভীষণ লক্ষণ দর্শন করিয়া অজ্ঞ লোকে বিবেচনা করে, অবেলাচারী রাক্ষস, মাতৃকা, যক্ষিণী, ব্রহ্ম রাক্ষস, পিশাচ, গুহ্যক অথবা অন্য কোন যোনিবিশেষের ধর্ষণ ও আবেশহেতু ইহার এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করে, কুলদেবতার যথাবিধি অর্চ্চনা না করাতেই ইহার এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। কেহ বা নক্ষত্র পীড়া, কেহ বা বিষপ্রয়োগ এই ঘটনার কারণ মনে করে। প্রকৃতপক্ষে ঐ সমস্ত কিছুই ইহার কারণ নহে, কেবল রোগের ধর্ম্মেই ঐরূপ বিভীষিকাজনক লক্ষণ সমস্ত উপস্থিত হইয়া থাকে।

সম্মোহকস্য লক্ষণম্।

প্রবৃদ্ধমধ্যহীনৈস্তু বাতপিত্তকফৈশ্চ যঃ।
তেন রোগাস্তএবোক্তা যথাদোষবলাশ্রয়াঃ॥
প্রলাপায়াস সংমোহ কম্প মূর্চ্ছারতিভ্রমাঃ।
একপক্ষাভিঘাতশ্চ তত্রাপেয়্যুত বিশেষতঃ।
এষ সংমোহকো নাম্না সন্নিপাতঃ সুদারুণঃ॥

প্রবৃদ্ধ বায়ু, মধ্যাবস্থপিত্ত ও দুর্ব্বল কফকৃত সম্মোহক নামা সন্নিপাতজ্বরে বায়ুর কার্য্য প্রবল, পিত্তের কার্য্য অনতিপ্রবল ও কফের কার্য্য হীনভাবাপন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে প্রলাপ, আয়াস, মোহ, কম্প, মূর্চ্ছা, অস্বস্থচিত্ততা, ভ্রম ও একপক্ষবধ অর্থাৎ পক্ষাঘাত এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

পাকলস্য লক্ষণম্।

মধ্যপ্রবৃদ্ধহীনৈস্তু বাতপিত্তকফৈশ্চ যঃ।
তেন রোগাস্তএবোক্তা যথাদোষবলাশ্রয়াঃ॥
মোহ প্রলাপ মূর্চ্ছাঃ স্যুর্মন্যাস্তম্ভঃ শিরোগ্রহঃ।
কাস শ্বাসো ভ্রমস্তন্দ্রা সংজ্ঞানাশো হৃদিব্যথা॥
স্রোতোভ্যো রক্তং সরতি চ সংরক্তস্তব্ধনেত্রতা।
তত্রাপ্যেতে বিশেষাঃ স্যুর্মৃত্যুবর্জ্জ্যাক্ ত্রিরাত্রতঃ।
ভিষগ্ভি সন্নিপাতোঽয়ং কথিতঃ পাকলাভিধঃ॥

মধ্যবল বায়ু, প্রবল পিত্ত ও হীনবল কফকৃত পাকলনামক সন্নিপাতজ্বরে বায়ুকৃত কার্য্য অনতিপ্রবল, পিত্তকৃত কার্য্য প্রবল ও কফকৃত কার্য্য হীনবল হইয়া থাকে। এই-রূপ ব্যাধিতে মোহ, প্রলাপ, মূর্চ্ছা, মন্যাস্তম্ভ, শিরোগ্রহ, কাস, শ্বাস, ভ্রম, তন্দ্রা, সংজ্ঞানাশ, হৃদয়ে বেদনা, এবং খ অর্থাৎ নাসা প্রভৃতি রন্ধ্র সমস্ত হইতে রক্তস্রাব এবং চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ ও স্তব্ধ হয়। ঈদৃশ পীড়াক্রান্ত ব্যক্তির তিন দিবসের মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে।

যাম্যস্য লক্ষণম্।

হীনপ্রবৃদ্ধমধ্যৈস্তু বাতপিত্ত কফৈশ্চ যঃ।
তেন রোগাস্তএবোক্তা যথাদোষবলাশ্রয়াঃ॥
হৃদয়ং দহ্যতে চাস্য যকৃৎপ্লীহান্ত্রফুস্ফুসাঃ।
পচন্ত্যাত্যর্থমূর্দ্ধাধঃ পূয়শোণিতনির্গমঃ॥
শীর্ণা দন্তাশ্চ মৃত্যুশ্চ তত্রাপ্যেতদ্ বিশেষতঃ।
ভিষগ্ভিঃ সন্নিপাতোঽয়ং যাম্যো নাম্না প্রকীর্ত্তিতঃ॥

দুর্ব্বল বায়ু, প্রবল পিত্ত ও মধ্যবল কফকৃত যাম্যনামক সন্নিপাত জ্বরে বায়ুকৃত লক্ষণ সমস্ত দুর্ব্বল, পিত্তকৃত লক্ষণ সমস্ত প্রবল ও কফকৃত লক্ষণ সমস্ত মধ্যবল সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই প্রকার পীড়ায় হৃদয়ে সূচীবেধবৎ বেদনা, যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্র ও ফুস্ফুসের পচন ও তজ্জন্য

ঊর্দ্ধাধঃ পথ দিয়া পূয় রক্ত নির্গম এবং দন্ত সকল পতিত হইয়া যায়। দন্ত পতিত হইলেই তৎক্ষণাৎ রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে।

ক্রকচস্য লক্ষণম্।

প্রবৃদ্ধহীনমধ্যৈস্তু বাতপিত্তকফৈশ্চ যঃ।
তেন রোগস্তএবোক্তা যথা দোষবলাশ্রয়াঃ॥
প্রলাপায়াস সংমোহকম্প মূর্চ্ছারতিভ্রমাঃ।
মন্যাস্তম্ভেন মৃত্যুঃ স্যাৎ তত্রাপ্যেতদ্ বিশেষতঃ।
ভিষগ্ভিঃ সন্নিপাতোঽয়ং ক্রকচঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ॥

প্রবল বায়ু, দুর্ব্বল পিত্ত ও মধ্যম বল কফকৃত ক্রকচনামক সন্নিপাতজ্বরে উক্ত দোষত্রয়ের যথাশক্তি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রলাপ, শ্রান্তিবোধ, মোহ, কম্প, মূর্চ্ছা, অসুস্থচিত্ততা, ভ্রম ও মন্যাস্তম্ভ হয় এবং মন্যাস্তম্ভ হইলেই রোগীর মৃত্যু সংঘটিত হয়।

কর্কটকস্য লক্ষণম্।

মধ্যহীন প্রবৃদ্ধৈস্তু বাতপিত্তকফৈশ্চ যঃ।
তেন রোগাস্ত এবোক্তা যথাদোষবলাশ্রয়াঃ॥
অন্তর্দাহো বিশেষোঽত্র ন চ বক্তুং স শক্যতে।
রক্তমালক্তকেনেব লক্ষ্যতে মুখমণ্ডলম্॥
পিত্তেনাকর্ষিতঃ শ্লেষ্মা হৃদয়ান্ন প্রসিচ্যতে।
ইষুণেবাহতং পার্শ্বং তুদ্যতে খন্যতে হৃদি॥
প্রমীলক শ্বাস হিক্কা বর্দ্ধন্তে তু দিনে দিনে।
জিহ্বা দগ্ধা খরস্পর্শা গলঃ শূকৈরিবাবৃতঃ॥
বিসর্গং নাভিজানাতি কূজেচ্চাপি কপোতবৎ।
অতীব শ্লেষ্মণা পূর্ণঃ শুষ্করক্তোষ্ঠতালুকঃ॥
তন্দ্রা নিদ্রাতিযোগার্ত্তো হতবাঙ্ নিহতদ্যুতিঃ।
ন রতিং লভতে নিত্যং বিপরীতানি চেচ্ছতি॥
আগম্যতে চ বহুশো রক্তং ষ্ঠীবতি চাল্পশঃ।
এষ কর্কটকো নাম্না সন্নিপাতঃ সুদারুণঃ॥

প্রবল বায়ু, দুর্ব্বল পিত্ত ও মধ্যবলসম্পন্ন কফকৃত কর্কটনামা সন্নিপাত জ্বরে বায়ু, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয়ের বলাবলানুসারে তত্তদ্-দোষকৃত পীড়া সমস্তের বলাবল দৃষ্ট হয়। ইহাতে অতীব যন্ত্রণাদায়ক, অবক্তব্য অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়, মুখমণ্ডল অলক্তকরসাক্তবৎ লোহিতবর্ণ হয়। পিত্তকর্ত্তৃক আকৃষ্ট থাকাতে হৃদয় হইতে শ্লেষ্মা নির্গত হইতে পারে না। পার্শ্বদেশ বাণাহতবৎ ও হৃদয় নিখাতবৎ বোধ হয়। নেত্রদ্বয় সর্ব্বদা নিমীলিত থাকে। ঐ নেত্র নিমীলন, শ্বাস ও হিক্কা ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ ও খরস্পর্শ হয়, গলদেশ ধান্যশূকাদি দ্বারা আবৃতবৎ বোধ হয়, মল মূত্রাদির নির্গম হয় না, কণ্ঠ হইতে কপোতধ্বনির ন্যায় অব্যক্ত ধ্বনিবিশেষ নির্গত হইতে থাকে। দেহ কফব্যাপ্ত এবং মুখ, ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া যায়, সর্ব্বদা তন্দ্রা, নিদ্রা, বাগ্রোধ, শ্রীহীনতা, অধীরচিত্ততা, বিপরীতেচ্ছা, দেহে আকর্ষণবৎ যাতনা ও মুহুর্মুহুঃ অল্প পরিমাণে রক্ত নিষ্ঠীবন হইতে থাকে। ইহাও অতি দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি।

বৈদারিকস্য লক্ষণম্।

হীন মধ্যপ্রবৃদ্ধৈস্তু বাতপিত্তকফৈশ্চ যঃ।
তেন রোগাস্ত এবোক্তা যথাদোষবলাশ্রয়াঃ॥
অল্পশূলং কটীতোদো মধ্যে দাহো রুজা ভ্রমঃ।
ভৃশং ক্লমঃ শিরোবস্তি মন্যা হৃদয় বাগ্রুজঃ॥
প্রমীলকশ্বাস কাস হিক্কা জাড্যং বিসংজ্ঞতা।
প্রথমোৎপন্নমেনন্তু সাধয়ন্তি কদাচন॥
এতস্মিন্ সন্নিবৃত্তে তু কর্ণমূলে সুদারুণঃ।
পিড়কা জায়তে জন্তোর্যথা কৃচ্ছ্রেণ জীবতি॥
স বৈদারিকসংজ্ঞোঽয়ং সন্নিপাতঃ সুদারুণঃ।
ত্রিরাত্রাৎ পরমেতস্য ব্যর্থমৌষধকল্পনম্॥

হীনবল বায়ু, মধ্যবল পিত্ত ও প্রকৃষ্টবল কফ কৃত বৈদারিক নামক সন্নিপাত জ্বরে বাতাদি দোষত্রয়ের বলাবলানুসারে তত্তদ্-দোষকৃত পীড়া সমস্তের বলাবল দৃষ্ট হয়। ইহাতে অল্প শূল, কটিদেশে সূচীবেধবৎ যাতনা, অন্তর্দাহ, অঙ্গবেদনা, ভ্রম, অতিশয় ক্লান্তি, মস্তক বস্তি মন্যা ও হৃদয়ে ব্যথা, বাক্যোচ্চারণে অত্যন্ত কষ্ট, নেত্রনিমীলন, শ্বাস, কাস, হিক্কা, জড়তা ও চেতনালোপ এই সকল লক্ষণ সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। উৎপত্তিমাত্র বিশেষ চিকিৎসা হইলে কখন কখন এই ব্যাধি প্রশান্ত হয়। এই পীড়ার নিবৃত্তির পর কর্ণমূলে দুশ্চিকিৎস্য শোথ জন্মিয়া থাকে, তাহা হইতে কদাচিৎ কেহ পরিত্রাণ পায়। রোগ উৎপন্ন হইবার সময় হইতে তিন দিবসের মধ্যে চিকিৎসা করা না হইলে আর ঔষধ কল্পনা নিরর্থক।

অথ তন্ত্রান্তরোক্তানাং বাতোল্বণাদীনাং সন্নিপাত জ্বরবিশেষাণাং ত্রয়োদশানাং শীতাঙ্গাদীনি ত্রয়োদশ [redacted]াণি লক্ষণান্তরাণি চোচ্যন্তে। যথা—
শীতাঙ্গস্ত্রিমলোদ্ভবো জ্বরগণে তন্দ্রী প্রলাপী ততো-
রক্তষ্ঠীবয়িতা চ তত্র গণিতঃ সম্ভুগ্ননেত্রস্তথা।
সাভিন্ন্যাসকজিহ্বকশ্চ কথিতঃ প্রাক্সন্ধিগোঽ-
থান্তকো
রুগ্দাহঃ সহচিত্তবিভ্রম ইহ দ্বৌ কর্ণকণ্ঠগ্রহৌ॥

তন্ত্রান্তরোক্ত বাতোল্বণাদি ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাতজ্বরের নাম ও লক্ষণ সমস্ত লিখিত হইতেছে। ঐ জ্বর সমস্ত যথাক্রমে শীতাঙ্গ, তন্দ্রিক, প্রলাপক, রক্তষ্ঠীবী, ভুগ্ননেত্র, অভিন্যাস, জিহ্বক, সন্ধিগ, অন্তক, রুগ্দাহ, চিত্তবিভ্রম, কর্ণিক ও কণ্ঠকুব্জক নামে অভিহিত হয়। ক্রমশঃ ইহাদের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

শীতাঙ্গস্য লক্ষণম্।

হিম শিশির শরীরঃ সন্নিপাতজ্বরী যঃ
শ্বসন কসন হিক্কা মোহ কম্প প্রলাপৈঃ।
ক্লম বহুকফবাতা দাহ বম্যঙ্গপীড়া-
স্বরবিকৃতিভিরার্ত্তঃ শীতগাত্রঃ স উক্তঃ॥

শীতাঙ্গনামক সন্নিপাত জ্বরে রোগীর শরীর হিমের ন্যায় অতিশয় শীতল, শ্বাস, কাস, হিক্কা, মোহ, কম্প, প্রলাপ, ক্লান্তি, কফ ও বায়ুর প্রকোপাধিক্য, অল্প দাহ, বমি, গাত্রবেদনা ও স্বরবিকার এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

তন্দ্রিকস্য লক্ষণম্।

তন্দ্রাতীব ততস্তৃষাতিসরণং শ্বাসোঽধিকঃ কাসরুক্
সন্তপ্তাতি তনুর্গলে শ্বয়থুনা সার্দ্ধঞ্চ কণ্ডুঃ কফঃ।
সুশ্যামা রসনা ক্লমঃ শ্রবণয়োর্মান্দ্যঞ্চ দাহস্তথা
যত্র স্যাৎ সহি তন্দ্রিকো নিগদিতো দোষত্রয়োত্থো
জ্বরঃ॥

অতিশয় তন্দ্রা, তৃষ্ণা, অতিসার, অধিক শ্বাস, কাস, গাত্র অত্যন্ত উষ্ণ, গলদেশে শোথ, কণ্ডু ও কফ সম্বন্ধ, জিহ্বা অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, ক্লান্তিবোধ, শ্রবণশক্তির অল্পতা ও দাহ এই সমুদায় তন্দ্রিকনামক সন্নিপাতের লক্ষণ।

প্রলাপকস্য লক্ষণম্।

যত্র জ্বরে নিখিল দোষ নিতান্ত রোষ-
জাতে প্রলাপবহুলাঃ সহসোত্থিতাশ্চ।
কম্প ব্যথা পতন দাহ বিসংজ্ঞিতাঃ স্যু-
র্নাম্না প্রলাপক ইতি প্রথিতঃ পৃথিব্যাম্॥

প্রলাপক জ্বরে সহসা কম্প, গাত্রে বেদনা, পতন, দাহ, সংজ্ঞানাশ ও সর্ব্বদা

অতিশয় প্রলাপ এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হইয়া থাকে।

রক্তষ্ঠীবিনো লক্ষণম্‌ ।

নিষ্ঠীবো রুধিরস্য রক্তসদৃশং কৃষ্ণং তনৌ মণ্ডলং
লৌহিত্যং নয়নে তৃষারুচি বমি শ্বাসাতিসারভ্রমাঃ।
আধ্মানঞ্চ বিসংজ্ঞতা চ পতনং হিক্কাঙ্গপীড়া ভৃশং
রক্তষ্ঠীবিনি সন্নিপাতজনিতে লিঙ্গং জ্বরে জায়তে ॥

রক্তষ্ঠীবিজ্বরে রক্তনিষ্ঠীবন, শরীরে লোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডলাকার চিহ্নোৎপত্তি, নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ, তৃষ্ণা, অরুচি, বমি, শ্বাস, অতিসার, ভ্রম, আধ্মান, সংজ্ঞালোপ, পতন, হিক্কা ও গাত্রে অতিশয় পীড়া এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

ভুগ্ননেত্রস্য লক্ষণম্‌ ।

ভৃশং নয়নবক্রতা শ্বসন কাস তন্দ্রা ভৃশং
প্রলাপ মদ বেপথু শ্রবণহানি মোহাস্তথা।
পুরো নিখিলদোষজে ভবতি যত্র লিঙ্গং জ্বরে
পুরাতন চিকিৎসকৈঃ স ইহ ভুগ্ননেত্রো মতঃ ॥

ভুগ্ননেত্রনামক সন্নিপাত জ্বরে নয়নের অতিশয় বক্রতা, শ্বাস, কাস, তন্দ্রা, প্রলাপ, মত্ততা, কম্প, শ্রবণশক্তির অল্পতা ও মোহ এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

অভিন্যাসস্য লক্ষণম্‌ ।

দোষাস্তীব্রতমা ভবন্তি বলিনঃ সর্ব্বেঽপি যত্র জ্বরে
মোহোঽতীববিচেষ্টতা বিকলতা শ্বাসো ভৃশং
মূকতা।
দাহশ্চিক্কণমাননঞ্চ দহনো মন্দো বলস্য ক্ষয়ঃ
সোঽভিন্যাস ইতি প্রকীর্ত্তিত ইহ প্রাজ্ঞৈর্ভিষগ্‌ভিঃ
পুরা ॥

অভিন্যাস জ্বরে বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিন দোষই প্রবলরূপে কুপিত হয়। ইহাতে অতিশয় মোহ, ইন্দ্রিয়চেষ্টারাহিত্য, বৈকল্য, অতিশয় শ্বাস, বাগ্‌রোধ, দাহ, মুখের চিক্কণতা, অগ্নিমান্দ্য ও বলক্ষয় এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হইয়া থাকে।

জিহ্বকস্য লক্ষণম্‌ ।

ত্রিদোষজনিতে জ্বরে ভবতি যত্র জিহ্বা ভৃশং
বৃতা কঠিনকণ্টকৈস্তদনু নির্ভরং মূকতা।
শ্রুতিক্ষতি বলক্ষতি শ্বসন কাস সন্তপ্তয়ঃ
পুরাতন ভিষগ্‌বরাস্তমিহ জিহ্বকং চক্ষতে ॥

জিহ্বকনামক সন্নিপাত জ্বরে জিহ্বা মলকণ্টকসমূহে ব্যাপ্ত, সম্পূর্ণ বাগ্‌রোধ, শ্রবণশক্তির লোপ, বলক্ষয়, শ্বাস, কাস ও সন্তাপ এই সকল লক্ষণ প্রাদুর্ভূত হয়।

সন্ধিগস্য লক্ষণম্‌ ।

ব্যথাতিশয়িতা ভবেচ্ছ্বয়থুসংযুতা সন্ধিষু
প্রভূতকফতা মুখে বিগতনিদ্রতা কাসরুক্‌।
সমস্তমিতি কীর্ত্তিতং ভবতি লক্ষ্ম যত্র জ্বরে
ত্রিদোষজনিতে বুধৈঃ স হি নিগদ্যতে সন্ধিগঃ ॥

সন্ধিগনামক সন্নিপাত জ্বরে সন্ধিস্থান সকলে শোথ ও অতিশয় বেদনা, মুখ কফব্যাপ্ত, নিদ্রানাশ ও কাস এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অন্তকস্য লক্ষণম্‌ ।

যস্মিন্‌ লক্ষণমেতদস্তি সকলৈর্দোষৈরুদীর্ণে জ্বরেঽ-
জস্রং মূর্দ্ধবিধূননং সকসনং সর্ব্বাঙ্গপীড়াধিকা।
হিক্কাশ্বাস সদাহ মোহসহিতা দেহেঽতিসন্তপ্ততা
বৈকল্যঞ্চ বৃথা বচাংসি মুনিভিঃ সংকীর্ত্তিতঃ
সোঽন্তকঃ ॥

অন্তকনামক সন্নিপাত জ্বরে নিরন্তর শিরশ্চালন, কাস, অত্যন্তগাত্রবেদনা, হিক্কা, শ্বাস, দাহ, মোহ, সন্তাপাধিক্য, চিত্তবৈকল্য ও প্রলাপ এই সকল লক্ষণ আবির্ভূত হয়।

রুগ্‌দাহস্য লক্ষণম্ ।

দাহোঽধিকে ভবতি যত্র তৃষা চ তীব্রা
শ্বাস প্রলাপ বিরুচি ভ্রম মোহ পীড়াঃ ।
মন্যা হনুব্যথন কণ্ঠরুজঃ শ্রমশ্চ
রুগ্দাহসংজ্ঞ উদিতস্ত্রিভবো জ্বরোঽয়ম্ ॥

রুগ্দাহনামক সন্নিপাত জ্বরে অত্যন্ত দাহ, প্রবল পিপাসা, শ্বাস, প্রলাপ, অরুচি, ভ্রম, মোহ, মন্যা ও হনুদেশে বেদনা, কণ্ঠ হইতে অব্যক্ত ধ্বনি বিশেষের নির্গম ও শ্রান্তি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

চিত্তবিভ্রমস্য লক্ষণম্ ।

গায়তি নৃত্যতি হসতি
প্রলপতি বিকৃতং নিরীক্ষতে মুহ্যেৎ ।
ভয়ার্ত্তো নরস্ত চিত্তভ্রমে জ্বরে ভবতি ॥

চিত্তবিভ্রম নামক সন্নিপাত জ্বরে রোগী নৃত্য, গীত ও হাস্যপরায়ণ হয়, প্রলাপ বাক্য বলে, বিকৃত দর্শন করে ও মোহ প্রাপ্ত হয় এবং দাহ, ব্যথা ও ভয়দ্বারা অতিশয় ব্যাকুল হইয়া থাকে।

কর্ণিকস্য লক্ষণম্ ।

দোষত্রয়েণ জনিতা কিল কর্ণমূলে
তীব্রা জ্বরে ভবতি তু শ্বয়থুর্ব্যথা চ ।
কণ্ঠগ্রহো বধিরতা শ্বসনং প্রলাপঃ
প্রস্বেদ মোহ দহনানি চ কর্ণিকাখ্যে ॥

কর্ণিকাখ্য সান্নিপাতিক জ্বরে কর্ণমূলে শোথ ও বেদনা, কণ্ঠবেদনা, বধিরতা, শ্বাস, প্রলাপ, স্বেদনির্গম, মোহ ও দাহ এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

কণ্ঠকুব্জকস্য লক্ষণম্ ।

কণ্ঠঃশূকশতাবরুদ্ধবদতিশ্বাসঃ প্রলাপোঽরুচি-
দাহো দেহরুজা তৃষাপি চ হনুস্তম্ভঃ শিরোঽর্ত্তিস্তথা ।
মোহো বেপথুনা সহেতি সকলং লিঙ্গং ত্রিদোষজ্বরে
যত্র স্যাৎ সহি কণ্ঠকুব্জ উদিতঃ প্রাচ্যৈশ্চিকিৎ-
সাবুধৈঃ ॥

কণ্ঠকুব্জক নামক সান্নিপাতিক জ্বরে কণ্ঠ বহু শূকাবরুদ্ধবৎ বোধ, অতিশয় শ্বাস, প্রলাপ, অরুচি, দাহ, গাত্রবেদনা, তৃষ্ণা, হনুস্তম্ভ, শিরোবেদনা, মোহ ও কম্প এই সকল লক্ষণ প্রাদুর্ভূত হয়।

এতেষু সাধ্যাসাধ্যনির্দ্দেশঃ ।

সন্ধিগস্তেষু সাধ্যঃ স্যাৎ তন্দ্রিকশ্চিত্তবিভ্রমঃ ।
কর্ণিকো জিহ্বকঃ কণ্ঠকুব্জঃ পঞ্চাপি কষ্টদাঃ ॥
রুগ্দাহস্ত্বতিকষ্টেন সংসাধ্যস্তেষু ভাষিতঃ ।
রক্তষ্ঠীবী ভুগ্ননেত্রঃ শীতগাত্রঃ প্রলাপকঃ ।
অভিন্যাসোঽন্তকশ্চৈতে ষড়সাধ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

এই ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাতজ্বরের মধ্যে সন্ধিগ নামক জ্বর সাধ্য, তন্দ্রিক, চিত্তবিভ্রম, কর্ণিক, জিহ্বক ও কণ্ঠকুব্জ এই পঞ্চপ্রকার জ্বর কষ্টসাধ্য, রুগ্দাহ জ্বর অতিশয় কষ্টসাধ্য এবং রক্তষ্ঠীবী, ভুগ্ননেত্র, প্রলাপক, অভিন্যাস ও অন্তকনামক এই ছয়টী জ্বর অসাধ্য।

অথ তন্ত্রান্তরোক্তানাং বাতোল্বণাদীনাং সন্নিপাতজ্বরবিশেষাণাং ত্রয়োদশানাং কুম্ভীপাকাদীনি ত্রয়োদশ নামান্তরাণি লক্ষণান্তরাণি চোচ্যন্তে।

কুম্ভীপাকঃ প্রোর্ণুনাবঃ প্রলাপী-
হ্যন্তর্দাহো দণ্ডপাতোঽন্তকশ্চ।
এণীদাহশ্চাথ হারিদ্রসংজ্ঞো
ভেদা এতে সন্নিপাতজ্বরস্য ॥
অজঘোষভূতহাসৌ যন্ত্রাপীড়শ্চ সন্ন্যাসঃ।
সংশোষী চ বিশেষাস্তন্ত্রোক্তাস্ত্রয়োদশান্যত্র ॥

তন্ত্রান্তরোক্ত বাতোল্বণাদি ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত জ্বরের নামান্তর ও লক্ষণান্তর লিখিত হইতেছে। ঐ ত্রয়োদশ প্রকার জ্বর যথাক্রমে কুম্ভীপাক, প্রোর্ণুনাব, প্রলাপী, অন্তর্দাহ, দণ্ডপাত, অন্তক, এণীদাহ, হারিদ্র, অজঘোষ, ভূতহাস, যন্ত্রাপীড়, সন্ন্যাস ও সংশোষী নামে অভিহিত হয়। ক্রমশঃ ইহাদের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

তত্র কুম্ভীপাকস্য লক্ষণম্‌।

ঘোণাবিবরঝরদ্বহু শোণাসিতলোহিতং সান্দ্রম্‌।
বিলুঠমস্তকমভিতঃ কুম্ভীপাকেন পীড়িতং বিদ্যাৎ ॥

কুম্ভীপাকনামক সন্নিপাত জ্বরে নাসারন্ধ্র দিয়া বহু পরিমাণে রক্তবর্ণ অথবা কৃষ্ণরক্ত-মিশ্রিতবর্ণ ও ঘন রক্ত নির্গত হয় এবং রোগী মস্তক লুণ্ঠিত করিতে থাকে।

প্রোর্ণুনাবস্য লক্ষণম্‌।

উৎক্ষিপ্য যঃ স্বমঙ্গং ক্ষিপত্যধস্তান্নিতান্তমুচ্ছ্বসিতি।
তং প্রোর্ণুনাবজুষ্টং বিচিত্রকষ্টং বিজানীয়াৎ ॥

প্রোর্ণুনাবনামক সন্নিপাত জ্বরপীড়িত রোগী আপনার অঙ্গ ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া তৎক্ষণাৎ অধোদিকে নিক্ষেপ করে ও অত্যন্ত শ্বাসপীড়িত হয়। এতদ্ভিন্ন এই জ্বরে অন্যান্য নানাপ্রকার দারুণ যন্ত্রণার আবির্ভাব হয়।

প্রলাপিনো লক্ষণম্‌।

স্বেদ ভ্রমাঙ্গভেদাঃ কম্পো দবথুর্বমির্ব্যথা কণ্ঠে।
গাত্রঞ্চ গুর্ব্বতীব প্রলাপিজুষ্টস্য জায়তে লিঙ্গম্‌ ॥

প্রলাপীনামক সন্নিপাত জ্বরে ঘর্ম্মনির্গম, ভ্রম, অঙ্গসমস্তে ভঙ্গবৎ পীড়া, কম্প, সন্তাপ, বমি, কণ্ঠবেদনা ও গাত্রভার এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

অন্তর্দাহস্য লক্ষণম্‌।

অন্তর্দাহঃ শৈত্যং বহিঃ শ্বয়থুররতিরপি তথা শ্বাসঃ।
অঙ্গমপি দগ্ধকল্পং সোঽন্তর্দাহার্দ্দিতঃ কথিতঃ ॥

অন্তর্দাহনামক সন্নিপাত জ্বরে দেহাভ্যন্তরে দাহ, কিন্তু বহির্দেশে শীতবোধ, শোথ, অধীরচিত্ততা, শ্বাস এবং অঙ্গ সমস্ত দগ্ধবৎ কৃষ্ণবর্ণ হয়।

দণ্ডপাতস্য লক্ষণম্‌।

নক্তং দিবা ন নিদ্রামুপৈতি গৃহ্লাতি মূঢ়ধীর্নভসঃ।
উত্থায় দণ্ডপাতো ভ্রমাতুরঃ সর্ব্বতো ভ্রমতি ॥

দণ্ডপাতনামক সন্নিপাত জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির দিবা বা রাত্রিতে নিদ্রা হয় না, বুদ্ধিশক্তি বিলুপ্ত হয়। রোগী করপ্রসারণ করিয়া যেন আকাশ হইতে কিছু গ্রহণ করে, উত্থিত হইয়া দণ্ডবৎ পতিত হয় এবং কখন বা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে।

অন্তকস্য লক্ষণম্‌।

সম্পূর্য্যতে শরীরং গ্রন্থিভিরভিতস্তথোদরং মরুতা।
শ্বাসাতুরস্য সততং বিচেতনস্যান্তকার্ত্তস্য ॥

অন্তকনামক সন্নিপাত জ্বরে শরীরে বহু পরিমাণে গ্রন্থি উৎপন্ন ও বায়ুদ্বারা

উদর পূর্ণ হয় এবং কষ্টপ্রদ শ্বাস উপস্থিত ও চেতনা বিলুপ্ত হইয়া থাকে।

এণীদাহস্য লক্ষণম্।

পরিধাবতীব গাত্রে রুক্পাত্রে ভুজঙ্গপতঙ্গহরিণগণঃ।
বেপথুমতঃ সদাহস্তৈণীদাহ-জ্বরার্ত্তস্য ॥

এণীদাহনামক সন্নিপাত জ্বরে রোগীর বোধ হয় যেন তাহার গাত্রে সর্প, পতঙ্গ ও হরিণগণ পরিধাবিত হইতেছে। ইহাতে কম্প ও দাহ হইয়া থাকে।

হারিদ্রকস্য লক্ষণম্।

যস্যাতিপীতমঙ্গং নয়নে সুতরাং মলস্ততোঽপ্যধিকম্।
দাহোঽতিশীততা বহিরস্য স হারিদ্রকো জ্ঞেয়ঃ ॥

হারিদ্রকনামক সন্নিপাত জ্বরে গাত্র পীতবর্ণ, নেত্রদ্বয় পীততর এবং মল পীততম হয়। ইহাতে গাত্রের অভ্যন্তরে দাহ, কিন্তু বাহ্যদেশে অতিশয় শীতানুভব হইয়া থাকে।

অজঘোষস্য লক্ষণম্।

ছগলকসমানগন্ধস্কন্ধরুজাবান্ নিরুদ্ধগলরন্ধ্রঃ।
অজঘোষসন্নিপাতাত্তাম্রাক্ষঃ পুমান্ ভবতি ॥

অজঘোষনামক সন্নিপাতজ্বরে রোগীর গাত্র হইতে ছাগের ন্যায় গন্ধনির্গম, স্কন্ধদেশে বেদনা, গলরন্ধ্ররোধ ও চক্ষু পীতবর্ণ হইয়া থাকে।

ভূতহাসস্য লক্ষণম্।

শব্দাদীনধিগচ্ছতি ন স্বান্ বিষয়ান যদীন্দ্রিয়গ্রামৈঃ।
হসতি প্রলপতি পরুষং স জ্ঞেয়ো ভূতহাসার্ত্তঃ ॥

ভূতহাসনামক সন্নিপাত জ্বরে ইন্দ্রিয়-সমস্তের স্ব স্ব বিষয় অর্থাৎ শব্দাদি গ্রহণে শক্তি থাকে না এবং বিকট হাস্য ও প্রলাপ উপস্থিত হইয়া থাকে।

যন্ত্রাপীড়স্য লক্ষণম্।

যেন মুহুর্জ্বরবেগাদ্ যন্ত্রেণেবাবপীড্যতে গাত্রম্।
রক্তং পীতঞ্চ বমেদ্ যন্ত্রাপীড়ঃ স বিজ্ঞেয়ঃ ॥

যন্ত্রাপীড়নামক সন্নিপাত জ্বরে রোগীর গাত্র মুহুর্মুহুঃ যন্ত্রপীড়িতবৎ এবং লোহিত বা পীতবর্ণ বমি হইতে থাকে।

সন্ন্যাসস্য লক্ষণম্।

অতিসরতি বমতি কূজতি
গাত্রাণ্যভিতশ্চিরং নরঃ ক্ষিপতি।
সন্ন্যাসসন্নিপাতে
প্রলপত্যুগ্রাক্ষিমণ্ডলো ভবতি ॥

সন্ন্যাসনামক সন্নিপাত জ্বরে অতিসার, বমন, কণ্ঠ হইতে অব্যক্ত শব্দনির্গম, ইতস্ততঃ অঙ্গবিক্ষেপণ, প্রলাপ ও নেত্রমণ্ডলের উগ্রতা উপস্থিত হইয়া থাকে।

সংশোষিণো লক্ষণম্।

মেচকবপুরতিমেচকলোচনযুগলো মলোৎসর্গাৎ।
সংশোষিণি সিতপিড়কামণ্ডলযুক্তো জ্বরেনরো ভবতি ॥

সংশোষীনামক সন্নিপাত জ্বরে অতিসার হইয়া সমুদায় অঙ্গ বিশেষতঃ নেত্রদ্বয় অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহাতে গাত্রে শ্বেতবর্ণ পিড়কা-সমূহ উদ্গত হইয়া থাকে।

আগন্তুজ্বরস্য নিদানম্।

অভিঘাতাভিচারাভ্যামভিষঙ্গাভিশাপতঃ।
আগন্তুর্জ্জায়তে দোষৈর্যথাস্বং তং বিভাবয়েৎ॥

অতঃপর আগন্তু জ্বরাধিকার লিখিত হইতেছে। আঘাতপ্রাপ্তি, অভিচার অর্থাৎ অনিষ্ট সাধনার্থ শত্রুকৃত যাগ বিশেষ, কামক্রোধাদির আবির্ভাব এবং ব্রাহ্মণ ও গুরু প্রভৃতির অভিশাপ দ্বারা আগন্তু জ্বর উৎপন্ন হয়। যে হেতুতে আগন্তুজ্বরের উৎপত্তি হয়, সেই হেতুর স্বভাবে যে দোষের প্রকোপ সম্ভাবিত, ঐ জ্বরকে তদ্দোষসংসৃষ্ট বলিয়া জানিবে। যথা, কাম ও শোকাদি কারণে জ্বর উৎপন্ন হইলে পশ্চাৎ উহাতে বায়ুর সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়া থাকে।

অন্যবিধাগন্তুজ্বরস্য লক্ষণম্।

শ্যাবাস্যতা বিষকৃতে তথাতীসার এব চ।
ভক্তারুচিঃ পিপাসা চ তোদশ্চ সহ মূর্চ্ছয়া॥
ওষধীগন্ধজে মূর্চ্ছা শিরোরুগ্ বমথুস্তথা।
কামজে চিত্তবিভ্রংশস্তন্দ্রালস্যমভোজনম্॥
ভয়াৎ প্রলাপঃ শোকাচ্চ ভবেৎ কোপাচ্চ বেপথুঃ।
অভিচারাভিশাপাভ্যাং মোহস্তৃষ্ণা চ জায়তে॥
ভূতাভিষঙ্গাদুদ্বেগো হাস্য রোদন কম্পনম্।
কামশোকভয়াদ্ বায়ুঃ ক্রোধাৎ পিত্তং ত্রয়ো মলাঃ।
ভূতাভিষঙ্গাৎ কুপ্যন্তি ভূতসামান্যলক্ষণাঃ॥

এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন কারণোৎপন্ন আগন্তু জ্বর সমস্তের লক্ষণ লিখিত হইতেছে। যথা, বিষসেবন জন্য আগন্তু জ্বরে মুখ শ্যাববর্ণ, অতীসার, অন্নে অরুচি, পিপাসা, গাত্রে সূচীবেধবৎ বেদনা ও মূর্চ্ছা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ওষধি গন্ধাঘ্রাণজন্য জ্বরে মূর্চ্ছা, শিরোবেদনা ও বমি, কামজ জ্বরে চিত্তবিভ্রংশ, তন্দ্রা, আলস্য ও আহার-পরিবর্জ্জন, ভয় ও শোক জন্য জ্বরে প্রলাপ, ক্রোধজ জ্বরে প্রলাপ ও কম্প, অভিচার ও অভিশাপজন্য জ্বরে মোহ ও তৃষ্ণা এবং ভূতাবেশ জন্য জ্বরে উদ্বেগ, হাস্য, রোদন ও কম্প এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। কাম, শোক ও ভয় জন্য জ্বরে বায়ু, ক্রোধজ জ্বরে পিত্ত এবং ভূতাভিষঙ্গজন্য জ্বরে দোষত্রয় কুপিত হয়। যে ভূতের আবেশে যেরূপ লক্ষণ উপস্থিত হয়, সেইরূপ লক্ষণ প্রকাশ যে দোষের স্বভাব, সেই ভূতের আবেশে সেই দোষের প্রকোপ হইয়া থাকে।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

বিষমজ্বরাধিকারঃ।

বিষমজ্বরস্য সম্প্রাপ্তিঃ।

দোষোঽল্পোঽহিতসম্ভূতো জ্বরোৎসৃষ্টস্য বা পুনঃ।
ধাতুমন্যতমং প্রাপ্য করোতি বিষমজ্বরম্॥

নিত্য জ্বরে চিকিৎসা দোষে সমুদায় দোষ নির্ম্মূল না হইয়া কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিলে উহা কালান্তরে অযোগ্য আহারাদি দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া রসাদি সপ্তধাতুর মধ্যে ধাতু বিশেষকে দূষিত করিয়া বিষমজ্বর উৎপাদন করে।

বিষমজ্বরস্য লক্ষণম্।

যঃ স্যাদনিয়তাৎ কালাৎ শীতোষ্ণাভ্যাং তথৈব চ।
বেগতশ্চাপি বিষমো জ্বরঃ স বিষমঃ স্মৃতঃ॥

যে জ্বরকাল, শীতোষ্ণতা ও বেগ সমুদায় বিষয়েই বৈষম্যভাবাবলম্বী হয়, তাহার নাম বিষমজ্বর।

যদাস্য সূক্ষ্মতঃ।
স চাপি বিষমো দেহং ন কদাচিৎ প্রমুঞ্চতি।
গ্লানি গৌরবকার্শ্যেভ্যঃ স যস্মান্ন প্রমুচ্যতে॥
বেগে তু সমতিক্রান্তে গতোঽয়মিতি লক্ষ্যতে।
ধাত্বন্তরেষু লীনত্বাৎ সৌক্ষ্ম্যান্নৈবোপলভ্যতে॥

বিষম জ্বর সমস্ত বিরামকালেও রোগীর দেহ পরিত্যাগ করে না, ধাতু মধ্যে সূক্ষ্মভাবে লীন থাকাতে উপলব্ধ হয় না এই মাত্র। জ্বর সম্যক্‌ প্রকারে নিবৃত্ত হইলে রোগীর শরীরে গ্লানি, ভার ও কৃশতা থাকিত না। জ্বরের বেগ নিবৃত্ত হইলে জ্বরও দেহ ত্যাগ করিয়া গেল এইরূপ বোধ হয়।

সন্ততঃ সততোঽন্যেদ্যুস্তৃতীয়কচতুর্থকৌ।
পঞ্চ স্যুর্বিষমাঃ কেচিদ্‌ব্রুবন্তি চতুরঃ পরান্‌॥

সন্তত, সততক, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চাতুর্থক এই পাঁচ প্রকার বিষমজ্বর আছে। কোন কোন আচার্য্যেরা সন্ততকে পরিত্যাগ করিয়া শেষোক্ত চারি প্রকারকেই বিষমজ্বর বলিয়া গণ্য করেন। তাহার কারণ এই, বিষমজ্বরের সাধারণ লক্ষণ **মুক্তানুবন্ধিত্ব, মুক্তানুবন্ধি শব্দের অর্থ, যাহা ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার আবিষ্ট হয়, সন্তত জ্বর সপ্তাহ, দশাহ বা দ্বাদশাহ পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে রোগীর দেহ আশ্রয় করিয়া থাকে, তৃতীয়কাদির ন্যায় তাহার পর্য্যায় দৃষ্ট হয় না, এই জন্য ইহাকে নিত্যজ্বর বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। কিন্তু চরকাদির মতে ইহাও বিষম অর্থাৎ সবিচ্ছেদ জ্বর, ইহা দ্বাদশ দিবসে বিরাম প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার রোগীকে আক্রমণ করিয়া থাকে। যাহা হউক ইহার চিকিৎসা নিত্যজ্বরের ন্যায়ই করা হইয়া থাকে।**

সন্ততাদীনাং নিদানম্‌।

সন্ততং রসধাতুস্থঃ সততং রক্তধাতুগঃ।
দোষো কুর্য্যো জ্বরং পুংসাং সোঽন্যেদ্যুঃ পিশিতাশ্রিতঃ॥
মেদোগতস্তৃতীয়েঽহ্নি অস্থিমজ্জগতঃ পুনঃ।
কুর্য্যাচ্চাতুর্থকং ঘোরমন্তকং রোগসঙ্করম্‌॥

এক্ষণে দোষ যে ধাতুগত হইয়া যে জ্বরের উৎপাদন করে, তাহা লিখিত হইতেছে। দোষ রসধাতুগত হইলে সন্তত জ্বর, রক্ত গত হইলে সততক জ্বর, মাংসগত হইলে অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর, মেদোগত হইলে তৃতীয়ক এবং অস্থি ও মজ্জাগত হইলে চাতুর্থক জ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত জ্বর প্রতীকৃত না হইলে বিবিধ রোগোৎপাদক ও প্রাণনাশক হইয়া থাকে। এই পঞ্চবিধ জ্বরের প্রত্যেকের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

সন্ততাদীনাং লক্ষণানি।

সপ্তাহং বা দশাহং বা দ্বাদশাহমথাপি বা।
সন্তত্যা যোঽবিসর্গী স্যাৎ সন্ততঃ স নিগদ্যতে॥
আহোরাত্রে সততকো দ্বৌ কালাবনুবর্ত্ততে।
জীবেদ্‌ ভাগ্যবলাৎ কশ্চিদেতেনাবিষ্টবিগ্রহঃ॥
অন্যেদ্যুষ্কস্ত্বহোরাত্র এককালং প্রবর্দ্ধতে।
তৃতীয়কস্তৃতীয়েঽহ্নি চতুর্থেঽহ্নি চতুর্থকঃ॥
কেচিদ্‌ ভূতাভিষঙ্গোত্থং ব্রুবতে বিষমজ্বরম্‌।
প্রায়শঃ সন্নিপাতোত্থা বিজ্ঞেয়া বিষমজ্বরাঃ॥

যে জ্বর সাত দিবস, দশ দিবস বা বারো দিবস পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে রোগীর দেহ আশ্রয় করিয়া থাকে; তাহাকে সন্তত জ্বর বলে। **যে জ্বর দিবা রাত্রের মধ্যে দুইবার আইসে ও দুইবার বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে সততক অর্থাৎ দ্বৈকালীক জ্বর বলা যায়,**

রোগীর প্রায় জীর্ণ অবস্থায় এইরূপ জ্বর উপস্থিত হইয়া থাকে, এই জ্বর উপস্থিত হইলে দৈবাৎ কেহ ভাগ্যবলে জীবন লাভ করিতে পারে। যে জ্বর প্রত্যহ কোন সময়ে আগত হইয়া কিয়ৎকাল ভোগানন্তর বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে অন্যেদ্যুষ্ক, যে জ্বর প্রতি তৃতীয় দিবসে অর্থাৎ একদিন অন্তর হয়, তাহাকে তৃতীয়ক এবং সে জ্বর প্রতি চতুর্থ দিবসে অর্থাৎ দুই দিন অন্তর হয়, তাহাকে চাতুর্থক জ্বর বলা যায়। কেহ কেহ ভূতাভিষঙ্গ জন্য জ্বরকেও বিষমজ্বর বলিয়া থাকেন। বিষমজ্বরসমস্ত প্রায়ই সান্নিপাতিক অর্থাৎ ত্রিদোষ প্রকোপ জন্য হইয়া থাকে।

তৃতীয়কস্য ত্রৈবিধ্যম্।

কফপিত্তাত্ত্রিকগ্রাহী পৃষ্ঠাদ্বাতকফাত্মকঃ।
বাতপিত্তাচ্ছিরোগ্রাহী ত্রিবিধঃ স্যাৎ তৃতীয়কঃ॥

তৃতীয়ক জ্বর তিন প্রকারে আক্রমণ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ এই জ্বরে কফ ও পিত্তের প্রাধান্য থাকিলে ত্রিক (পৃষ্ঠবংশের নিম্নস্থ গুহ্যদেশের পশ্চাদ্বর্ত্তী অস্থিখণ্ড) স্থানে, বায়ু ও কফের প্রাধান্য থাকিলে পৃষ্ঠদেশে এবং বায়ু ও পিত্তের প্রাধান্য থাকিলে মস্তকে বেদনা হইয়া জ্বর হয়।

চাতুর্থকস্য বিশিষ্টা বিবৃতিঃ।

চাতুর্থকো দর্শয়তি প্রভাবং দ্বিবিধং জ্বরঃ।
জঙ্ঘাভ্যাং শ্লৈষ্মিকঃ পূর্ব্বং শিরস্তোঽনিলসম্ভবঃ॥
বিষমজ্বর এবান্যশ্চাতুর্থকবিপর্য্যয়ঃ।
স মধ্যে জ্বরয়ত্যহ্নী আদাবন্তে চ মুঞ্চতি॥

চাতুর্থক জ্বর দুই প্রকার প্রভাব প্রদর্শন করে। কফপ্রধান হইলে জঙ্ঘাদ্বয়েও বায়ুপ্রধান হইলে মস্তকে বেদনা উপস্থিত হইয়া জ্বর প্রকাশ হয়। চাতুর্থক বিপর্য্যয় নামে এক প্রকার বিষমজ্বর আছে, তাহাতে প্রথম এক দিবস জ্বর হয় হয় না, তাহার পর দুই দিন উপর্য্যুপরি জ্বর হয় এবং চতুর্থ দিবসে জ্বর হয় না। অর্থাৎ চাতুর্থক জ্বরের ভোগকাল বিরামের ও বিরামকাল ভোগের হইলে তাহাকে চাতুর্থকবিপর্য্যয় বলা যায়।

চাতুর্থক-বিপর্য্যয়ের ন্যায় সকল বিষম জ্বরেরই বিপর্য্যয় আছে, উহাদেরও বিপর্য্যয়ে ভোগকাল বিরামের ও বিরামকাল ভোগের হইয়া থাকে। উল্লিখিত পাঁচ প্রকার ভিন্ন আরও কয়েক প্রকার বিষমজ্বর আছে, পশ্চাৎ তাহাদের লক্ষণাদি লিখিত হইবে।

ত্বকস্থৌ শ্লেষ্মানিলৌ শীতমাদৌ জনয়তো জ্বরে।
তয়োঃ প্রশান্তয়োঃ পিত্তমন্তে দাহং করোতি চ॥
করোত্যাদৌ তথা পিত্তং ত্বকস্থং দাহমতীব চ।
তস্মিন্ প্রশান্তে ত্বিতরৌ কুরুতঃ শীতমন্ততঃ॥
দ্বাবেতৌ দাহশীতাদী জ্বরৌ সংসর্গজৌ স্মৃতৌ।
দাহপূর্ব্বস্তয়োঃ কষ্টঃ সুখসাধ্যতমোঽপরঃ॥

উল্লিখিত সন্ততাদি জ্বর সমস্ত শীতপূর্ব্ব ও দাহপূর্ব্ব এই দুই প্রকার হইয়া থাকে। কফ ও বায়ু ত্বগ্‌গত হইলে জ্বরের প্রথমাবস্থায় শীত হয় এবং উহারা নিবৃত্ত-বেগ হইলে পিত্ত বেগবান্ হইয়া পশ্চাৎ দাহ উপস্থিত করে। এইরূপ পিত্ত ত্বগ্‌গত থাকিলে প্রথমে দাহ উপস্থিত হয় এবং উহা নির্বেগ হইলে কফ ও বায়ু ক্রিয়াবান্ হইয়া পশ্চাৎ শীত উৎপাদন করে। এই দুই প্রকার জ্বরের মধ্যে দাহপূর্ব্ব জ্বর দুশ্চিকিৎস্য এবং শীতপূর্ব্ব জ্বর সুখসাধ্য।

কায়ে দুষ্টং যদা পিত্তং শ্লেষ্মা চান্তে ব্যবস্থিতঃ।
তেনোষ্ণত্বং শরীরস্য শীতত্বং হস্তপাদয়োঃ॥
কায়ে শ্লেষ্মা যদা দুষ্টঃ পিত্তঞ্চান্তে ব্যবস্থিতম্।
শীতত্বং তেন গাত্রাণামুষ্ণত্বং হস্তপাদয়োঃ॥

কুপিত পিত্ত কোষ্ঠে ও শ্লেষ্মা হস্ত পদে অবস্থিত থাকিলে হস্তপদ শীতল ও গাত্র উষ্ণ হয়। এইরূপ কুপিত শ্লেষ্মা কোষ্ঠে ও পিত্ত হস্তপদে অবস্থিত হইলে গাত্র শীতল ও হস্তপদ উষ্ণ হইয়া থাকে। জ্বরের আক্রমণের প্রারম্ভে প্রায় প্রথমোক্ত লক্ষণ ও ত্যাগকালে শেষোক্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

সমৌ বাতকফৌ যস্য ক্ষীণপিত্তস্য দেহিনঃ।
রাত্রৌ প্রায়ো জ্বরস্তস্য দিবা হীনকফস্য তু॥

যাহার দেহে বায়ু ও কফের সাম্যভাব কিন্তু পিত্তের ক্ষীণতা থাকে, তাহার প্রায় রাত্রিতে জ্বর হইয়া থাকে এবং তদ্রূপ কফক্ষীণ ব্যক্তির দিবসে জ্বর হইয়া থাকে।

বাতবলাসকাখ্য বিষমজ্বরস্য লক্ষণম্।

নিত্যং মন্দজ্বরো রুক্ষঃ শূনকস্তেন সীদতি।
স্তব্ধাঙ্গঃ শ্লেষ্মভূয়িষ্ঠো নরো বাতবলাসকী॥

বাতবলাসক নামক বিষমজ্বরে সর্ব্বদা মৃদুজ্বর, দেহরুক্ষ, শোথ, অবসন্নতা, স্তব্ধাঙ্গতা, ও কফবাহুল্য এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্রলেপকস্য লক্ষণম্।

প্রলিম্পন্নিব গাত্রাণি ঘর্ম্মেণ গৌরবেণ বা।
মন্দজ্বর বিলেপী চ সশীতঃ স্যাৎ প্রলেপকঃ॥

প্রলেপকজ্বরে স্বেদনির্গম, গাত্রভার, সর্ব্বদা মৃদুবেগ জ্বর ও শীত এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়। এইরূপ জ্বর যক্ষ্মারোগে হইয়া থাকে।

অর্দ্ধাঙ্গজ্বরস্য লক্ষণম্।

বিদগ্ধেঽন্নরসে দেহে শ্লেষ্মপিত্তে ব্যবস্থিতে।
তেনার্দ্ধং শীতলং দেহে চার্দ্ধঞ্চোষ্ণং প্রজায়তে॥

দেহে আহারজ রস বিদগ্ধ এবং কফ ও পিত্ত কুপিত হইয়া অবস্থিত হইলে, শরীরের অর্দ্ধাংশ শীতল ও অর্দ্ধাংশ উষ্ণ হইয়া থাকে। অর্দ্ধনারীশ্বরাকারে বা নরসিংহাকারে এইরূপ লক্ষণ উপস্থিত হয়। (ঈদৃশ জ্বর প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না)।

অতঃপর রসাদি সপ্তধাতুগত জ্বরের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

রসগতজ্বরস্য লক্ষণম্।

গুরুতা হৃদয়োৎক্লেশঃ সদনং ছর্দ্দ্যরোচকৌ।
রসস্থে তু জ্বরে লিঙ্গং দৈন্যং চাস্যোপজায়তে॥

রসধাতুগত জ্বরে গাত্রভার, বমির বেগ, অবসন্নতা, বমি, অরুচি ও ক্লান্তচিত্ততা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

রক্তগতস্য লক্ষণম্।

রক্তনিষ্ঠীবনং দাহো মোহশ্ছর্দ্দন বিভ্রমৌ।
প্রলাপঃ পিড়কা তৃষ্ণা রক্তপ্রাপ্তে জ্বরে নৃণাম॥

রক্তগত জ্বরে রক্তনিষ্ঠীবন, দাহ, মূর্চ্ছা, বমি, ভ্রম, প্রলাপ ও গাত্রে পিড়কা অর্থাৎ ব্রণের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

মাংসগতস্য লক্ষণম্।

পিণ্ডিকোদ্বেষ্টনং তৃষ্ণা সৃষ্ট-মূত্র-পুরীষতা।
উষ্মান্তর্দাহ বিক্ষেপৌ গ্লানিঃ স্যান্মাংসগে জ্বরে॥

মাংসগত জ্বরে পিণ্ডিকা অর্থাৎ জানুর অধঃস্থ মাংসপিণ্ডের উদ্বেষ্টন (দণ্ডাদি দ্বারা পীড়নবৎ বেদনা), পিপাসা, মলমূত্রের অধিক প্রবর্ত্তন, অতিশয় গাত্র-সন্তাপ, অন্তর্দাহ, হস্তপদের ইতস্ততঃ চালনা ও গ্লানি এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়।

মেদোগতস্য লক্ষণম্।

ভৃশং স্বেদস্তৃষা মূর্চ্ছা প্রলাপশ্ছর্দ্দিরেব চ।
দৌর্গন্ধ্যারোচকৌ গ্লানির্মেদঃস্থে চাসহিষ্ণুতা॥

মেদোগত জ্বরে অতিশয় ঘর্ম্মনির্গম, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বমি, গাত্রদৌর্গন্ধ্য, অরুচি, গ্লানি ও অধীরতা এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অস্থিগতস্য লক্ষণম্।

ভেদোঽস্থ্নাং কূজনং শ্বাসো বিরেকশ্ছর্দ্দিরেব চ।
বিক্ষেপণঞ্চ গাত্রাণামেতদস্থিগতে জ্বরে॥

অস্থিগত জ্বরে অস্থিসকলে ভঙ্গবৎ বেদনা, কূন্থন শব্দোচ্চারণ, শ্বাস, মলভেদ, বমি ও গাত্রবিক্ষেপণ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

মজ্জগতস্য লক্ষণম্।

তমঃপ্রবেশনং হিক্কা কাসঃ শৈত্যং বমিস্তথা।
অন্তর্দাহো মহাশ্বাসো মর্ম্মভেদশ্চ মজ্জগে॥

মজ্জাশ্রিত জ্বরে অন্ধকার প্রবেশের ন্যায় বোধ, হিক্কা, কাস, শীতানুভব, বমি, অন্তর্দাহ, মহাশ্বাস ও মর্ম্মস্থান সকলে ভঙ্গবৎ বেদনা এই সমস্ত লক্ষণ উৎপন্ন হয়।

শুক্রগতস্য লক্ষণম্।

মরণং প্রাপ্নুয়াৎ তত্র শুক্রস্থানগতে জ্বরে।
শেফসঃ স্তব্ধতা মোক্ষঃ শুক্রস্য তু বিশেষতঃ॥

শুক্রগত জ্বরে লিঙ্গের স্তব্ধতা ও অধিক পরিমাণে শুক্রস্খলন হইয়া থাকে। মজ্জগত ও শুক্রগত জ্বর অসাধ্য।

প্রাকৃত-বৈকৃতয়োর্লক্ষণম্।

বর্ষা শরদ্ বসন্তেষু বাতাদ্যৈঃ প্রাকৃতঃ ক্রমাৎ।
বৈকৃতোঽন্যঃ স দুঃসাধ্যঃ প্রাকৃতশ্চানিলোদ্ভবঃ॥
বর্ষাসু মারুতো দুষ্টঃ পিত্তশ্লেষ্মান্বিতো জ্বরম্।
কুর্য্যাৎ পিত্তঞ্চ শরদি তস্য চানুবলঃ কফঃ॥
তৎপ্রকৃত্যা বিসর্গাচ্চ তত্র নানশনাদ্ ভয়ম্।
কফো বসন্তে তমপি বাতপিত্তং ভবেদনু॥

বর্ষাঋতুতে উৎপন্ন বাতিক জ্বর, শরৎকালের পৈত্তিক জ্বর ও বসন্তকালের শ্লৈষ্মিক জ্বরকে প্রাকৃত কহে, ইহার ব্যতিক্রমকে বৈকৃত কহাযায়। প্রাকৃত রোগ সুখসাধ্য ও বৈকৃত রোগ কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ষাকালীন জ্বরে বায়ু প্রধান এবং পিত্ত শ্লেষ্মা অপ্রধান ভাবে থাকে। শরৎকালীন জ্বরে পিত্ত প্রধান এবং কফ অপ্রধান থাকে। পিত্ত ও শ্লেষ্মার স্বভাবতঃ লঙ্ঘনসহত্ব শক্তি আছে এবং বর্ষা ও শরৎ এই দুই ঋতু বিসর্গ কালান্তর্গত, এই হেতু বর্ষা ও শরৎকালের জ্বরে নির্ভয়ে উপবাস কর্ত্তব্য, বসন্তকালীন জ্বরে কফ প্রধান এবং বায়ু ও পিত্ত তাহার অনুবল রূপে অবস্থিতি করে।

অন্তর্ব্বেগবহির্ব্বেগয়োর্জ্বরয়োর্লক্ষণম্ ।

অন্তর্দাহোঽধিকস্তৃষ্ণা প্রলাপঃ শ্বসনং ভ্রমঃ ।
সন্ধ্যস্থিশূলমস্বেদো দোষবর্চ্চোবিনিগ্রহঃ ॥
অন্তর্বেগস্য লিঙ্গানি জ্বরস্যৈতানি লক্ষয়েৎ ।
সন্তাপো হ্যধিকো বাহ্যস্তৃষ্ণাদীনাঞ্চ মার্দ্দবম্ ।
বহির্ব্বেগস্য লিঙ্গানি সুখসাধ্যত্বমেব চ ॥

অতিশয় অন্তর্দাহ, পিপাসা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম, সন্ধি ও অস্থিতে বেদনা এবং ঘর্ম্ম ও মলাদির অপ্রবৃত্তি, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে সেই জ্বরকে অন্তর্বেগ বলাযায়। বহির্বেগ জ্বরে বাহ্য সন্তাপ অধিক কিন্তু তৃষ্ণা প্রভৃতি উপদ্রব অল্প থাকে। বহির্বেগ জ্বর সুখসাধ্য।

অতঃপর জ্বরের আম, পচ্যমান ও পক্ক লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

আমজ্বরস্য লক্ষণম্ ।

লালাপ্রসেকো হৃল্লাসহৃদয়াশুদ্ধ্যরোচকাঃ ।
তন্দ্রালস্যাবিপাকাস্য-বৈরস্যং গুরুগাত্রতা ॥
ক্ষুন্নাশো বহুমূত্রত্বং স্তব্ধতা বলবান্ জ্বরঃ ।
আমজ্বরস্য লিঙ্গানি ন দদ্যাত্তত্র ভেষজম্ ।
ভেষজং হ্যামদোষস্য ভূয়ো জ্বলয়তি জ্বরম্ ॥

আম অর্থাৎ অপক্ক জ্বরে, লালাস্রাব, বমির বেগ, হৃদয়ে কফসঞ্চয়, অরুচি, তন্দ্রা, আলস্য, অন্নের অপরিপাক, মুখবৈরস্য, গাত্রভার, ক্ষুধানাশ, মূত্রাধিক্য, গাত্রের স্তব্ধতা ও জ্বরের প্রবলতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। আমজ্বরে কাথাদি শমন ঔষধ প্রয়োগ করিবে না, কারণ তদ্দ্বারা জ্বরের বৃদ্ধিই হইয়া থাকে।

পচ্যমানস্য জ্বরস্য লক্ষণম্ ।

জ্বরবেগোঽধিকস্তৃষ্ণা প্রলাপঃ শ্বসনং ভ্রমঃ ।
মলপ্রবৃত্তিরুৎক্লেশঃ পচ্যমানস্য লক্ষণম্ ॥

পচ্যমান জ্বরে জ্বরের অধিক বেগ, তৃষ্ণা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম, মলনির্গম ও বমির বেগ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

পক্কস্য লক্ষণম্ ।

ক্ষুৎক্ষামতা লঘুত্বঞ্চ গাত্রাণাং জ্বরমার্দ্দবম্ ।
দোষপ্রবৃত্তিরষ্টাহো নিরামজ্বরলক্ষণম্ ॥

ক্ষুধাকাতরতা অথবা ক্ষুধা ও ক্ষীণতা গাত্রের লঘুতা, জ্বরের প্রবলতাহ্রাস এবং বায়ু, শ্লেষ্মা ও মলাদির নির্গম এই গুলি নিরাম অর্থাৎ পক্ক জ্বরের লক্ষণ। সপ্তাহ গত হইলেই জ্বর নিরাম হইয়া থাকে।

আসপ্তরাত্রং তরুণং জ্বরমাহুর্মনীষিণঃ ।
মধ্যং দ্বাদশরাত্রন্তু জীর্ণজ্বরমতঃ পরম্ ॥

জ্বরের উৎপত্তি হইতে ৭ দিবস পর্য্যন্ত তরুণ জ্বর, ১২ দিবস পর্য্যন্ত মধ্যজ্বর এবং তৎপরে জীর্ণজ্বর বলাযায়।

বলবৎস্বল্পদোষেষু জ্বরঃ সাধ্যোঽনুপদ্রবঃ ॥

রোগী বলবান্ এবং রোগ অল্পদোষ-সম্পন্ন ও উপদ্রবরহিত হইলে তাহাকে সুখ-সাধ্য জানিবে।

অরিষ্ট লক্ষণম্ ।

হেতুভির্বহুভির্জাতো বলিভির্বহুলক্ষণঃ ।
জ্বরঃ প্রাণান্তকৃদ্ যশ্চ শীঘ্রমিন্দ্রিয়নাশনঃ ॥
জ্বরঃ ক্ষীণস্য শূনস্য গম্ভীরো দৈর্ঘ্যরাত্রিকঃ ।
অসাধ্যো বলবান্ যশ্চ কেশসীমন্তকৃজ্জ্বরঃ ।

গম্ভীরস্তু জ্বরো জ্ঞেয়ো হ্যন্তর্দাহেন তৃষ্ণয়া।
আনদ্ধত্বেন দোষাণাং শ্বাসকাসোদ্গমেন চ॥
আরম্ভাদ্ বিষমো যস্তু যশ্চ বা দৈর্ঘ্যরাত্রিকঃ।
ক্ষীণস্য চাতিরুক্ষস্য গম্ভীরো যশ্চ হন্তি তম্॥
বিসংজ্ঞস্তাম্যতে যস্তু শেতে নিপতিতোঽপি বা
শীতার্দ্দিতোঽন্তরুষ্ণশ্চ জ্বরেণ ম্রিয়তে নরঃ॥
যো হৃষ্টরোমা রক্তাক্ষো হৃদি সংঘাতশূলবান্।
বক্ত্রেণ চৈবোচ্ছ্বসিতি তং জ্বরো হন্তি মানবম্॥
হিক্কাশ্বাসতৃষাযুক্তং মূঢ়ং বিভ্রান্তলোচনম্।
সন্ততোচ্ছ্বাসিনং ক্ষীণং নরং ক্ষপয়তি জ্বরঃ॥
হতপ্রভেন্দ্রিয়ং ক্ষীণমরোচকনিপীড়িতম্।
গম্ভীরতীক্ষ্ণবেগার্ত্তং জ্বরিতং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

যে জ্বর বহু বলবান্ কারণে উৎপন্ন ও বহুলক্ষণ সম্পন্ন হয়, যাহা শীঘ্র ইন্দ্রিয় শক্তি নষ্ট করে, ক্ষীণদেহ ও শোথযুক্ত ব্যক্তির জ্বর, দীর্ঘকালীন অন্তর্ব্বেগ জ্বর, যে জ্বর অতি প্রবল হইয়া কেশে সীমন্ত উৎপাদন করে, যে জ্বর প্রথম হইতেই বিষম হয় (সচরাচর প্রথমে নিত্য জ্বর হইয়া পরে উহারই অবশিষ্ট দোষের স্থায়িত্ব হেতু বিষমজ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে), যে জ্বরে রোগী সংজ্ঞাহীন, মোহপ্রাপ্ত এবং শয়ন করিয়া উত্থানশক্তিরহিত এবং শীতপীড়িত অথচ অন্তর্দাহে কাতর হয়, যে জ্বরে রোগীর লোমাঞ্চ, চক্ষুঃ রক্তবর্ণ, হৃদয়ে প্রবল শূলবেদনা এবং মুখ দিয়া শ্বাসক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়, যে জ্বরে রোগীর হিক্কা, শ্বাস, তৃষ্ণা, মোহ, দৃষ্টিবিভ্রম, নিরন্তর শ্বাস ও ক্ষীণতা উপস্থিত হয় এবং যাহাতে রোগীর দেহকান্তি ও ইন্দ্রিয়শক্তির হানি, ক্ষীণতা ও অরুচি উৎপন্ন হয় এবং পীড়া অন্তর্ব্বেগ ও তীক্ষ্ণবেগ সম্পন্ন হয়, তাহা অসাধ্য জানিবে।

জ্বরস্যোপদ্রবাঃ।

শ্বাসো মূর্চ্ছারুচিশ্ছর্দ্দিস্তৃষ্ণাতীসারবিড়্গ্রহাঃ।
হিক্কা কাসাঙ্গদাহাশ্চ জ্বরস্যোপদ্রবা দশ॥

শ্বাস, মূর্চ্ছা, অরুচি, বমি, তৃষ্ণা, অতিসার, মলরোধ, হিক্কা, কাস ও গাত্রদাহ এই দশটী জ্বরের উপদ্রব।

জ্বরমুক্তেঃ পূর্ব্বরূপম্।

দাহঃ স্বেদো ভ্রমস্তৃষ্ণা কম্পবিড়্ভেদসংজ্ঞিতা।
কূজনং চাতিবৈগন্ধ্যমাকৃতির্জ্বরমোক্ষণে॥
ত্রিদোষজে জ্বরে হ্যেতদন্তর্বেগে চ ধাতুগে।
লক্ষণং মোক্ষকালে স্যাদন্যস্মিন্ স্বেদদর্শনম্॥

সান্নিপাতিক, অন্তর্বেগ ও ধাতুগত জ্বরের মুক্তিকালে দাহ, স্বেদনির্গম, ভ্রম, তৃষ্ণা, কম্প, মলভেদ, সংজ্ঞানাশ, কুন্থনশব্দোচ্চারণ ও গাত্রদৌর্গন্ধ্য এই সকল পূর্ব্বলক্ষণ উপস্থিত হয়। অন্যবিধ জ্বরে কেবল স্বেদনির্গম মাত্র হইয়া থাকে।

জ্বরমুক্তস্য লক্ষণম্।

স্বেদো লঘুত্বং শিরসঃ কণ্ডূঃ পাকো মুখস্য চ।
ক্ষবথুশ্চান্নলিপ্সা চ জ্বরমুক্তস্য লক্ষণম্॥

জ্বরমুক্ত ব্যক্তির ঘর্ম্মনির্গম, শরীরের লঘুতা, মস্তক কণ্ডূয়ন, মুখে ক্ষত, হাঁচি ও অন্নে আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

সামান্যতো জ্বরস্য চিকিৎসা।

অংশাংশং যত্র দোষাণাং বিবেক্তুং নৈব শক্যতে।
ক্রিয়াং সাধারণীং তত্র বিদধীত চিকিৎসকঃ॥

যেস্থলে বাতাদি দোষত্রয়ের অংশাংশ অর্থাৎ কোন্ দোষের প্রাবল্য বা কোন্

দোষের খর্ব্বতা আছে, ইত্যাদি বিশেষ বুঝিতে না পারা যায়, সেইস্থলে সাধারণ বিধি অনুসারে চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

সামান্যতো জ্বরী পূর্ব্বং নির্ব্বাতে নিলয়ে বসেৎ।
নির্ব্বাতমায়ুষো বৃদ্ধিমারোগ্যং কুরুতে যতঃ॥
ব্যজনস্যানিলস্তৃষ্ণা স্বেদ মূর্চ্ছা শ্রমাপহঃ।
নবজ্বরী ভবেদ্ যত্নাদ্ গুরুষ্ণবসনাবৃতঃ॥
যথর্ত্তু পক্ব পানীয়ং পিবেৎ কিঞ্চিন্নিবারয়ন্।
তৃষ্ণা গরীয়সী ঘোরা সদ্যঃ প্রাণবিনাশিনী॥
তস্মাদ্দেয়ং তৃষার্ত্তায় পানীয়ং প্রাণধারণম্।

জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির সামান্যতঃ নির্ব্বাত গৃহে অবস্থিতি করা উচিত, তদ্দ্বারা আয়ুর্বৃদ্ধি ও আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে। বায়ুর আবশ্যকতা হইলে ব্যজনানিল সেবনীয়। ব্যজনজ বায়ু, তৃষ্ণা, ঘর্ম্ম নির্গম, মূর্চ্ছা ও শ্রান্তি নিবারণ করে। নবজ্বরী ব্যক্তির গাত্র স্থূল ও উষ্ণবস্ত্রে আবৃত করিয়া রাখা উচিত। পিপাসা নিবারণার্থ সিদ্ধ জল পেয়। যে ঋতুতে যে নিয়মে জল সিদ্ধ করিতে হয়, তাহা করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সামান্যতঃ সর্ব্ব ঋতুতে অর্দ্ধাবশিষ্ট বা ত্রিপাদাবশিষ্ট জল দেওয়া যাইতে পারে। অতি প্রবল তৃষ্ণার সময় জলপান না করিতে দিলে তৎক্ষণাৎ প্রাণনাশের সম্ভাবনা, অতএব তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে অবশ্য জলপান করিতে দেওয়া উচিত। তবে জ্বরিত ব্যক্তির পক্ষে প্রাণরক্ষণোপযোগী অল্প পরিমিত জলপান করাই যুক্তিসঙ্গত।

পরিষেকান্ প্রদেহাংশ্চ স্নেহান্ সংশোধনানি চ।
দিবাস্বপ্নং ব্যবায়ঞ্চ ব্যায়ামং শিশিরং জলম্॥
ক্রোধ প্রবাত ভোজ্যানি বর্জ্জয়েত্তরুণজ্বরী।
শোষং ছর্দ্দিং মদং মূর্চ্ছাং ভ্রমং তৃষ্ণামরোচকম্॥
প্রাপ্নোত্যুপদ্রবানেতান্ পরিষেকাদিসেবনাৎ।
ব্যায়ামাজ্জ্বর সংবৃদ্ধির্ব্যবায়াৎ স্তম্ভমূর্চ্ছনম্॥
মৃতিশ্চ স্নেহপানাচ্চৈব মূর্চ্ছা ছর্দ্দির্মদোঽরুচিঃ।
গুর্ব্বন্নভোজনাৎ স্বপ্নাদ্ বিষ্টম্ভো দোষকোপনম্॥
অগ্নিসাদঃ খরত্বঞ্চ স্রোতসাঞ্চ প্রবর্ত্তনম্।

জ্বররোগে পরিষেক স্নানাদি, প্রদেহ (অনুলেপন ও অভ্যঙ্গ প্রভৃতি), স্নেহ অর্থাৎ ঘৃতাদি স্নেহপান, সংশোধন অর্থাৎ বমনাদি ক্রিয়া, দিবানিদ্রা, মৈথুন, ব্যায়াম, শীতল জলপান, ক্রোধপ্রকাশ, অধিক বায়ু সেবন ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন এই সমুদায় বর্জ্জনীয়। এই সমুদায় সেবন করিলে শোষ, বমি, মত্ততা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, তৃষ্ণা ও অরুচি হইয়া থাকে। ব্যায়াম দ্বারা জ্বরের বৃদ্ধি, মৈথুন দ্বারা স্তম্ভ ও মূর্চ্ছা, স্নেহপানাদি দ্বারা অরুচি, মত্ততা, বমি, মূর্চ্ছা বা মৃত্যু পর্য্যন্ত, গুরু দ্রব্য ভোজন ও দিবানিদ্রা দ্বারা ভুক্তদ্রব্যের স্তব্ধতা, দোষের অধিকতর প্রকোপ, অগ্নিমান্দ্য এবং দৈহিক স্রোতঃ সমস্তের খরতা ও অতিসারাদি সংঘটিত হইয়া থাকে।

আমাশয়স্থো হত্বাগ্নিং সামো মার্গান্ পিধাপয়ন্।
বিদধাতি জ্বরং দোষস্তস্মাল্লঙ্ঘনমাচরেৎ॥

আমাশয়স্থ দোষ, অপক্ক অন্নরসের সহিত সংযুক্ত হইয়া দৈহিক মার্গ সমস্ত রুদ্ধ করিয়া জ্বর উৎপাদন করে, অতএব জ্বরে লঙ্ঘন দেওয়া কর্ত্তব্য।

দোষেঽল্পে লঙ্ঘনং পথ্যং মধ্যে লঙ্ঘন পাচনম্।
প্রভূতে শোধনং তচ্চ মূলাদুন্মূলয়েন্মলান্॥

পীড়া অল্পদোষ বিশিষ্ট হইলে শুদ্ধ লঙ্ঘন, মধ্য অর্থাৎ কিঞ্চিৎ অধিক দোষবিশিষ্ট হইলে লঙ্ঘন ও পাচন এবং প্রভূত দোষবিশিষ্ট হইলে শোধন (বিরেচনাদি) ব্যবস্থেয়। শোধন ক্রিয়া দ্বারা মল সমস্ত একবারে নির্ম্মূল অর্থাৎ দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া যায়।

বলাবিরোধিনা চৈনং লঙ্ঘনেনোপপাদয়েৎ।
বলাধিষ্ঠানমারোগ্যং যদর্থোঽয়ং ক্রিয়াক্রমঃ॥

রোগীর বল বিবেচনা করিয়া লঙ্ঘন করাইবে অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত রোগীর লঙ্ঘন করিবার শক্তি থাকে, সেই পর্য্যন্তই করাইবে। তাহার অধিক অর্থাৎ বলক্ষয়কারক লঙ্ঘন অবিহিত। কারণ চিকিৎসার উদ্দেশ্য আরোগ্যসাধন, সেই আরোগ্য বলাপেক্ষী।

তত্ত্ মারুত তৃষ্ণা ক্ষুম্মুখশোষ ভ্রমান্বিতৈঃ।
ন কার্য্যং গুর্ব্বিণী বাল বৃদ্ধ দুর্ব্বল ভীরুভিঃ॥
ন ক্ষয়াধ্বশ্রম ক্রোধ কাম শোক চিরজ্বরে।
কফপিত্তে দ্রবে ধাতু সহেতে লঙ্ঘনং মহৎ।
আমক্ষয়াদূর্দ্ধমপি বায়ুর্ন সহতে ক্ষণম্॥

বায়ুরোগাক্রান্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, ক্ষুধিত, মুখশোষযুক্ত, ভ্রমরোগ পীড়িত, গর্ভবতী, বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল ও ভীরুব্যক্তির পক্ষে এবং ক্ষয়, পরিশ্রম, ক্রোধ, কাম ও শোক জন্য জ্বরে ও দীর্ঘকালস্থায়ী জ্বরে লঙ্ঘন অকর্ত্তব্য। কফ ও পিত্ত দ্রব ধাতু বলিয়া এই দুয়ের প্রাবল্যে দীর্ঘ লঙ্ঘন কর্ত্তব্য, কিন্তু বায়ু প্রধান পীড়ায় আমক্ষয়ের পর আর ক্ষণমাত্র উপবাস সহ্য হয় না।

কফোৎক্লেশঃ সহৃল্লাসঃ ষ্ঠীবনঞ্চ মুহুর্মুহুঃ।
কণ্ঠাস্যহৃদয়াশুদ্ধিস্তন্দ্রা স্যাদ্ধীনলঙ্ঘনে॥
পর্ব্বভেদোহঙ্গমর্দ্দশ্চ কাসঃ শোষো মুখস্য চ।
ক্ষুৎপ্রণাশোঽরুচিস্তৃষ্ণা দৌবল্যং শ্রোত্রনেত্রয়োঃ॥
মনসঃ সম্ভ্রমোঽভীক্ষ্ণমূর্দ্ধবাতস্তমো হৃদি।
দেহাগ্নিবলহানিশ্চ লঙ্ঘনেঽতিকৃতে ভবেৎ॥
বাতমূত্রপুরীষাণাং বিসর্গে গাত্রলাঘবে।
হৃদয়োদ্গার কণ্ঠাস্য শুদ্ধৌ তন্দ্রাক্লমে গতে॥
স্বেদে জাতে রুচৌ চাপি ক্ষুৎপিপাসাসহোদয়ে।
কৃতং লঙ্ঘনমাদেশ্যং নির্ব্যথে চান্তরাত্মনি॥

লঙ্ঘন অসম্যক্ কৃত হইলে হৃদয়স্থ কফের বমনোপক্রম ও বমি, মুহুর্মুহুঃ ষ্ঠীবন, তন্দ্রা এবং কণ্ঠ, মুখ ও হৃদয়ের অবিশুদ্ধতা এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতি লঙ্ঘনে পর্ব্ব সমস্তে ভঙ্গবৎ বেদনা, অঙ্গমর্দ্দন, কাস, মুখশোষ, ক্ষুধানাশ, অরুচি, তৃষ্ণা, শ্রবণ ও দর্শন শক্তির দুর্ব্বলতা, চিত্তভ্রান্তি, উদ্গারবাহুল্য, অন্ধকার প্রবেশের ন্যায় জ্ঞান, দেহের কৃশতা, অগ্নিমান্দ্য ও বলক্ষয় এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। লঙ্ঘন প্রয়োজনানুরূপ কৃত হইলে বায়ু, মূত্র ও মলের যথানিয়মে প্রবর্ত্তন, গাত্রের লঘুতা, হৃদয়, কণ্ঠ ও মুখের বিশুদ্ধি, উদ্গার শুদ্ধি, তন্দ্রা ও ক্লান্তির নাশ, ঘর্ম্মনির্গম, ক্ষুধা ও পিপাসার উদয়, অন্নে বিশেষ আকাঙ্ক্ষা এবং চিত্ত ব্যথাহীন হইয়া থাকে।

সদ্যোভুক্তস্য বা জাতে জ্বরে সন্তর্পণোত্থিতে।
বমনং বমনার্হস্য শস্তমিত্যাহ বাগ্‌ভটঃ॥
অনবস্থিত দোষাণাং বমনং তরুণজ্বরে।
হৃদ্রোগং শ্বাসমানাহং মোহঞ্চ কুরুতে ভৃশম্॥

সদ্যোভুক্ত ব্যক্তির জ্বরে এবং সন্তর্পণ জন্য জ্বরে রোগী বমনসহ হইলে বমন ক্রিয়া কর্ত্তব্য। কফাদি দোষের সত্তা হেতু স্বয়ংই বমনের বেগ হইয়া থাকে। তাদৃশ অবস্থা ভিন্ন অন্য অবস্থাতে বমনকারক ঔষধ অপ্রযোজ্য। প্রয়োগ করিলে হৃদ্রোগ, শ্বাস, আনাহ ও মূর্চ্ছা উপস্থিত হইতে পারে। বমন ক্রিয়া সূত্রস্থানোক্ত বিধি অনুসারে কর্ত্তব্য।

ছর্দ্দি মূর্চ্ছা মদ শ্বাস ভ্রম তৃড়্ বিষমজ্বরান্।
সংশোধনস্য পানেন প্রাপ্নোতি তরুণজ্বরী।
নিষিদ্ধমপি সংশোধনমবস্থাবিশেষে দেয়ম্॥

তরুণ জ্বরে সংশোধন অর্থাৎ বমনকারক ও বিরেচক ঔষধ সেবন করিলে বমি, মূর্চ্ছা, মত্ততা, শ্বাস, ভ্রম, তৃষ্ণা ও বিষমজ্বর উপস্থিত হইতে পারে। সংশোধন নিষিদ্ধ হইলেও অবস্থা বিশেষে বিধেয়।

আরগ্বধাদিক্বাথঃ।

আরগ্বধগ্রন্থিক মুস্ত তিক্তা-
হরীতকীভিঃ ক্বথিতঃ কষায়ঃ।
সামে সশূলে কফবাতযুক্তে
জ্বরে হিতো দীপনপাচনশ্চ ॥

সোঁদালের আটা, পিঁপুল মূল, মুতা, কট্‌কী ও হরীতকী এই কয়েক দ্রব্যের ক্বাথ বিরেচক। আম, বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ ও শূল বেদনা থাকিলে এই ক্বাথ * দ্বারা উপকার হয়। ইহা অগ্নির দীপ্তিকারক ও পাচক। বিরেচনার্থ এরণ্ড তৈলাদিও যথাযোগ্য মাত্রায় প্রযোজ্য।

অনন্তা বালকং মুস্তং নাগরং কটুরোহিণী।
পিষ্ট্বা সুখাম্বুনা কল্কং পায়য়েদক্ষসংমিতম্ ॥
কল্কঃ স্বল্পেন কালেন হন্যাৎ সর্ব্বজ্বরাময়ান্।
বিদধ্যাৎ কোষ্ঠসংশুদ্ধিং দীপয়েচ্চ হুতাশনম্ ॥

অনন্তমূল, বালা, মুতা, শুঁঠ ও কট্‌কী মিলিত ২ তোলা একত্র পেষণ করিয়া ঈষদুষ্ণজলে গুলিয়া পান করিলে শীঘ্র জ্বরনিবৃত্তি, কোষ্ঠশুদ্ধি ও অগ্নির দীপ্তি হয়।

ষড়ঙ্গপানীয়ম্।

মুস্তপর্প টকোশীর চন্দনোদীচ্য নাগরৈঃ।
শৃতশীতং জলং দেয়ং পিপাসা জ্বরশান্তয়ে ॥
কর্ষমাত্রং তথা দ্রব্যং গ্রাহয়েৎ প্রাস্থিকেঽম্ভসি।
অর্দ্ধশৃতং প্রয়োক্তব্যং পানে পেয়াদি সংবিধৌ ॥

ক্বাথ অর্থাৎ পাঁচন। যে কয়টী দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিতে হইবে তাহাদের সমুদায়ের পরিমাণ ২ তোলা, ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া অল্প উষ্ণ থাকিতে পান করিবে। সর্ব্বত্র ক্বাথ শব্দে এই প্রণালী জানিবে।

মুতা, ক্ষেতপাপড়া, বেণার মূল, রক্তচন্দন, বালা ও শুঁঠ মিলিত ২ তোলা, জল ৪ সের। এই জল শীতল করিয়া জ্বরিত ব্যক্তিকে পানার্থ দিবে। ইহাতে জ্বর ও তৃষ্ণার শান্তি হয়। ইহার নাম ষড়ঙ্গপানীয়।

ন কষায়ং প্রশংসন্তি নরাণাং তরুণজ্বরে।
কষায়েণাকুলীভূতা দোষা জেতুং সুদুস্তরাঃ ॥
যঃ কষায়ং প্রযুঞ্জীত নরাণাং তরুণজ্বরে।
প্রসুপ্তং কৃষ্ণসর্পং স করাগ্রেণ পরামৃশেৎ ॥
সপ্তরাত্রাৎ পরং কেচিন্মন্যন্তে দেয়মৌষধম্।
নিরামস্ত ততঃ প্রোক্তো জ্বরঃ প্রায়োঽষ্টমেঽহনি।
অচিরজ্বরিতস্যাপি ভৈষজ্যং দোষপাকতঃ ॥

তরুণ জ্বরে কষায় প্রয়োগ অপ্রশস্ত, প্রয়োগ করিলে দোষ সকল আকুলীভূত দুর্জ্জয় হইয়া উঠে। তরুণ জ্বরে কষায় প্রয়োগ করা আর নিদ্রিত কৃষ্ণসর্পের গাত্র হস্তদ্বারা স্পর্শ করা উভয়ই তুল্য।

সাধারণতঃ সপ্ত দিবস গত হইলে ক্বাথাদি প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কারণ জ্বর প্রায় অষ্টম দিবসে আমদোষ শূন্য হইয়া থাকে। অথবা কাল বিবেচনা না করিয়া দোষের পরিপাক দৃষ্ট হইলে ঔষধ প্রযোজ্য।

দোষপাকস্য লক্ষণম্।

মৃদৌ জ্বরে লঘৌ দেহে প্রচলেষু মলেষু চ।
পক্বং দোষং বিজানীয়াজ্জ্বরে দেয়ং তদৌষধম্ ॥

জ্বরের বলহ্রাস, দেহের ভার লাঘব ও মলপ্রবৃত্তি হইলেই জানিবে, দোষের পরিপাক হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় ঔষধ প্রয়োজ্য। পূর্ব্বোক্ত আরগ্বধাদি ক্বাথও নিরাম অবস্থায় প্রয়োজ্য।

অনেকের এইরূপ অবগতি আছে যে, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রমতে জ্বর চিকিৎসায় অষ্টাহ অতীত না হইলে ঔষধ প্রয়োগের একেবারে বিধি :নাই, তাঁহাদিগের এই সংস্কার যে ভ্রান্তিমূলক, তাহাতে সংশয় নাই। কোন লোকের এরূপ সংস্কার থাকে থাকুক তাহাতে বড় ক্ষতি নাই, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ মতানুবর্ত্তী চিকিৎসকদিগের এরূপ ধারণা থাকা অতি দূষণীয় ও বিপজ্জনক। কতকগুলি স্থলে অষ্টাহের বা সপ্তাহের পূর্ব্বে ক্বাথাদি প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা সার্ব্বত্রিক নিয়ম নহে। কারণ জ্বর চিকিৎসায় পণ্ডিতাগ্রগণ্য ভিষক্‌কুলশিরোমণি আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মহামতি ভাবমিশ্র লিখিয়াছেন।

এবং সতি কষায়দানে সপ্তমাষ্টময়োর্দিবসয়ো র্বিকল্পঃ। তত্রাপি বয়োবলাগ্নিদোষদেশকালো-চিতং কুর্য্যাৎ। ভেষজমন্নঞ্চ দোষপাকং দৃষ্ট্বা দত্তা-দিত্যাহ সুশ্রুতঃ।

পৈত্তিকে চ জ্বরে দেয়মল্পকালসমুত্থিতে।
অচিরজ্বরিতস্যাপি ভৈষজ্যং দোষপাকতঃ॥ ইতি॥

অস্যায়মর্থঃ। অল্পকালসমুত্থিতে পৈত্তিকে জ্বরে দোষপাকং দৃষ্ট্বা ভৈষজ্যং দেয়ং নতু তত্র দশরাত্রাপেক্ষা। তথা অচিরজ্বরিতস্যাপি পৈত্তি-কেতর নবজ্বর যুক্তস্যাপি দোষপাকং দৃষ্ট্বা ভৈষজ্যং দেয়মিত্যর্থঃ।

অন্যত্র, বৈদারিক নামক সন্নিপাত জ্বরে লিখিত হইয়াছে।

ত্রিরাত্রাৎ পরমেতস্য ব্যর্থমৌষধকল্পনম্॥

ইহার অর্থ এই, বৈদারিক জ্বরে তিন দিবস অতীত করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে তাহা ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ রোগীর মৃত্যু হইবে, ইহাতে এই বিধি হইল যে, ঐ জ্বর উৎপন্ন হইবার পর হইতেই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রসগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে,

ন দোষাণাং ন রোগাণাং ন পুংসাঞ্চ পরীক্ষণম্।
ন দেশস্য ন কালস্য কার্য্যং রসচিকিৎসিতে॥

অর্থাৎ রসচিকিৎসা বিষয়ে দোষ, রোগ, ব্যক্তি, দেশ ও কাল ইহার কিছুই পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। এইরূপ ভূরি ভূরি বচনাদি দ্বারা সপ্রমাণ করা যাইতে পারে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এরূপ মাথার দিব্য দিয়া নিষেধ করা নাই সপ্তাহ বা অষ্টাহ অতীত না হইলে জ্বরে ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। স্থির সিদ্ধান্ত এই, প্রয়োজন হইলেই ঔষধ বিধান কর্ত্তব্য।

নাগরং দেবকাষ্ঠঞ্চ ধান্যকং বৃহতীদ্বয়ম্।
দদ্যাচ্চ পাচনং পূর্ব্বং জ্বরিতেভ্যো জ্বরাপহম্॥

শুঁঠ, দেবদারু, গন্ধতৃণ (অভাবে বেণার মূল) বৃহতী, কণ্টকারী এই কয়েক দ্রব্যের ক্বাথ সর্ব্বপ্রকার জ্বরে প্রয়োজ্য।

দীপনং কফবিচ্ছেদি বাতপিত্তানুলোমনম্।
জ্বরঘ্নং পাচনং ভেদি শৃতং ধান্যপটোলয়োঃ॥

ধন্যা ও পল্‌তা এই দুই দ্রব্যের ক্বাথ অগ্নিদীপ্তিকারক, কফঘ্ন, জ্বরনাশক, দোষ-পাচক ও ভেদক। এই ক্বাথ সাধারণ জ্বরে ব্যবস্থেয়।

অথ সামান্য জ্বরে রস প্রয়োগঃ।

জ্বরাঙ্কুশো রসঃ।

শুদ্ধং সূতং বিষং গন্ধং ধূর্ত্তবীজং ত্রিভিঃ সমম্।
চতুর্ণাং দ্বিগুণং ব্যোষং চূর্ণং গুঞ্জাদ্বয়োন্মিতম্॥
আর্দ্রকস্য রসৈঃ কিংবা জম্বীরস্য রসৈর্যুতঃ।
এষ জ্বরাঙ্কুশো নাম্না সর্ব্বজ্বরবিনাশনঃ॥

শোধিত পারদ ১ ভাগ, বিষ ১ ভাগ গন্ধক ১ ভাগ, ধুতুরা বীজ ৩ ভাগ এবং ত্রিকটু সর্ব্বদ্বিগুণ একত্র মিশ্রিত করিয়া

২ রতি মাত্রায়, আদা বা গোঁড়ালেবুর রসের সহিত সেব্য। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নষ্ট হয়।

হুতাশনো রসঃ।

নাগরং কর্ষমাত্রঞ্চ টঙ্গনং কর্ষকদ্বয়ম্।
মরিচং সার্দ্ধকর্ষং স্যাৎ তাবদ্দগ্ধবরাটকম্ ॥
বিষং কর্ষচতুর্থাংশং সর্ব্বমেকত্র যোজয়েৎ।
রসো হুতাশনো নাম্না খাদ্যো গুঞ্জামিতো জ্বরে ॥

শুঁঠ ২ তোলা, সোহাগার খই ৪ তোলা, মরিচ ১ তোলা, কড়িভস্ম ১ তোলা ও বিষ অর্দ্ধ তোলা এই সমুদায় একত্র জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া অথবা চূর্ণাবস্থাতেই ১ রতি পরিমাণে সেবনীয়।

এবং মৃত্যুঞ্জয় রসো হিঙ্গুলেশ্বর এব চ।
স্বচ্ছন্দভৈরবরসঃ সেবনীয়ো নবজ্বরে।
প্রশস্তেনানুপানেন মধু তাম্বূলজৈর্দ্রবৈঃ ॥
জ্বরে গতে চ দাতব্যা ত্রিলোচন রসাদয়ঃ।
উপযুক্তানুপানেন তথৈব শর্করাম্ভসা ॥

নবজ্বরে মৃত্যুঞ্জয় রস, হিঙ্গুলেশ্বর রস ও স্বচ্ছন্দ ভৈরব রস প্রভৃতি ঔষধ উপযুক্ত অনুপানের সহিত সেব্য। এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা জ্বর ত্যাগ হইলে ত্রিলোচন রস প্রভৃতি ঔষধ চিনির জল বা অন্য কোন উপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবনীয়।

অথ জ্বরিণোঽন্নদানকালঃ।

ক্ষুৎ সম্ভবতি পক্বেষু রসদোষ মলেষু চ।
কালে বা যদি বাকালে সোঽন্নকাল উদাহৃতঃ ॥
যামমধ্যে ন ভোক্তব্যং যামযুগ্মং ন লঙ্ঘয়েৎ।
যামমধ্যে রসোৎপত্তির্যামযুগ্মাদ্ বলক্ষয়ঃ ॥
শ্লেষ্মক্ষয়ে বিবৃদ্ধোষ্মা বলবাননলস্তদা।
বেগাপায়েঽন্যথা তদ্ধি জ্বরবেগাভিবর্দ্ধনম্ ॥
জ্বরে প্রমোহো ভবতি স্বল্পৈরপি বিচেষ্টিতৈঃ।
নিষণ্ণং ভোজয়েৎ তস্মান্মূত্রোচ্চারৌ চ কারয়েৎ ॥
জ্বরিতো হিতমশ্নীয়াদ্ যদ্যপ্যস্যারুচির্ভবেৎ।
অন্নকালে হ্যভুঞ্জানঃ ক্ষীয়তে ম্রিয়তেঽপি বা ॥
গুর্ব্বভিষ্যন্দ্যকালে চ জ্বরী নাদ্যাৎ কথঞ্চন।
ন তু তস্যাহিতং ভুক্তমায়ুষে বা সুখায় চ ॥
সাতত্যাৎ স্বাদ্বভাবাদ্ বা পথ্যং দ্বেষ্যত্বমাগতম্।
কল্পনা বিধিভিস্তৈস্তৈঃ প্রিয়ত্বং গময়েৎ পুনঃ ॥

রস, দোষ ও মলের পরিপাক হইলে ক্ষুধার উদয় হয়, এইরূপ ক্ষুধার উদয় হইলেই তাহাকে আহারকাল বলিয়া বিবেচনা করিবে, অন্নকাল বিষয়ে অন্য বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। বেলা এক প্রহরের মধ্যে অথবা দুই প্রহর অতীত করিয়া আহার করা কর্ত্তব্য নহে। এক প্রহরের মধ্যে আহার করিলে রসের উৎপত্তি ও দুই প্রহর অতীত করিয়া আহার করিলে বলক্ষয় হইয়া থাকে। পূর্ব্বাহ্ন অতীত হইলে কফের ক্ষয় হওয়াতে অগ্নির উষ্মা ও বল বৃদ্ধি হয়। ক্ষুধার বেগ অপগত হইলে ভোজন করায় জ্বরের বেগ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। জ্বরকালে অল্প পরিশ্রমেই মূর্চ্ছা হইবার সম্ভাবনা, অতএব বলহীন জ্বরিত ব্যক্তি যে অবস্থায় অবস্থিত থাকে, তাহাকে সেই অবস্থাতেই আহার করান উচিত। মলমূত্র ত্যাগও এই নিয়মেই করান কর্ত্তব্য। জ্বরিত ব্যক্তির অরুচি হইলেও তাহাকে সুপথ্য ভোজন করানই কর্ত্তব্য। ক্ষুধার সময় আহার না করিলে বলক্ষয় বা মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। জ্বরপীড়িত ব্যক্তির কদাচ গুরুপাক বা কফজনক দ্রব্য ও অকালে আহার করা উচিত নহে, অহিত ভোজন আয়ুঃ ও আরোগ্যের হানিজনক। নিরন্তর এক দ্রব্য ভোজন করিলে অথবা স্বাদুগুণের অভাববশতঃ পথ্য দ্রব্যে অরুচি হইলে ঐ

পথ্য দ্রব্যই পাকবিশেষ দ্বারা সুস্বাদু করিয়া আহারার্থে ব্যবস্থা করিবে। অপথ্য ভোজন দ্বারা অনিষ্টোৎপত্তি হয়।

রক্তশাল্যাদয়ঃ শস্তাঃ পুরাণাঃ ষষ্টিকৈঃ সহ।
যবাণ্বোদন লাজার্থে জ্বরিতানাং জ্বরাপহাঃ॥
মুদ্গান্ মসুরাংশ্চনকান্ কুলত্থান্ সমকুষ্ঠকান্।
যূষার্থে যূষসাত্ম্যানাং জ্বরিতানাং প্রদাপয়েৎ॥
পটোলপত্রং বার্ত্তাকুং কূলকং কারবেল্লকম্।
কর্কোটকং বালরম্ভাং গোজিহ্বাং বালমূলকম্॥
পত্রং গুড়ূচ্যাঃ শাকার্থে জ্বরিতানাং প্রদাপয়েৎ।
মাংসার্থমেণ লাবাদীন্ যুক্ত্যা দদ্যাদ্ বিচক্ষণঃ॥
কুক্কুটাংশ্চ ময়ূরাংশ্চ তিত্তিরি ক্রৌঞ্চ বর্ত্তকান্।
গুরূষ্ণত্বান্ন শংসন্তি জ্বরে কেচিচ্চিকিৎসকাঃ॥
লঙ্ঘনেনানিলবলং জ্বরে যদ্যধিকং ভবেৎ।
ভিষঙ্মাত্রা বিকল্পজ্ঞো দদ্যাদ্ তানপি কালবিৎ॥
নিম্বুকং দাড়িমং ধাত্রীফলমম্লং প্রকাঙ্ক্ষতে।
প্রদদ্যাদম্লসাত্ম্যায় কাঞ্জিকং বা পুরাতনম্।
মদ্যসাত্ম্যায় দাতব্যং সুরারিষ্টাসবাদিকম্॥

জ্বরিত ব্যক্তির আহারার্থে যবাগূ, অন্ন ও খই প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য পুরাতন দাউদখানি ও ষষ্টিধান্য প্রশস্ত। যূষার্থে মুগ, মসুর, কুলথকলাই ও বনমুগ ব্যবস্থেয়। পল্‌তা, বেগুন, পটোল, করলা, কাঁকরোল, ঠঁটেকলা, গোজিয়াশাক, কচিমূলা ও গুলঞ্চ-পত্র এই সকলের ব্যঞ্জন উপকারী। মাংস-সাত্ম্য জ্বরিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে মাংসাহার ব্যবস্থেয় হইলে এণ (মৃগবিশেষ) ও লাবাদি পক্ষীর মাংসের যূষ দিবে। কুক্কুট, ময়ূর, তিত্তির, বক ও বটেরপক্ষী ইহাদের মাংস গুরুপাক ও উষ্ণবীর্য্য বলিয়া কোন কোন চিকিৎসক আহারার্থ ব্যবস্থা করেন না। কিন্তু লঙ্ঘন প্রযুক্ত বায়ুর বল অধিক হইলে উপ-যুক্ত মাত্রায় ঐ সকলের মাংসও দেওয়া যাইতে পারে। অম্লসাত্ম্য জ্বরিত ব্যক্তির অম্ল ভোজনে ইচ্ছা হইলে, বিবেচনা পূর্ব্বক লেবু, দাড়িম, আমলকী ও পুরাতন কাঞ্জী দেওয়া যাইতে পারে। মদ্যসাত্ম্য জ্বরিত ব্যক্তিকে পুরাতন সুরা, অরিষ্ট ও আসবাদি বিবেচনা পূর্ব্বক প্রদান করিবে।

দ্রাক্ষা দাড়িম খর্জ্জূর পিয়ালৈঃ সপরুষকৈঃ।
তর্পণার্হস্য দাতব্যং তর্পণং জ্বরনাশনম্॥

তর্পণার্হ অর্থাৎ রূক্ষতাপ্রাপ্ত রোগীকে দ্রাক্ষা, দাড়িম, খর্জ্জূর, পক্ক পিয়াল ফল ও ফলসাফল আহারার্থ দিবে।

কৃশোঽল্পদোষো যঃ ক্ষীণকফো জীর্ণজ্বরান্বিতঃ।
বিবদ্ধাস্থষ্টদোষশ্চ রূক্ষঃ পিত্তানিলজ্বরী॥
পিপাসার্ত্তঃ সদাহশ্চ পয়সা স সুখী ভবেৎ।
জীর্ণজ্বরে কফে ক্ষীণে ক্ষীরং স্যাদমৃতোপমম্॥
তদেব তরুণে পীতং বিষবদ্ধন্তি মানবম্।

কৃশদেহ, অল্পদোষসম্পন্ন, ক্ষীণকফ, জীর্ণজ্বরী, বদ্ধকোষ্ঠ, রূক্ষদেহ, বাতপিত্ত জ্বরাক্রান্ত, তৃষ্ণার্ত্ত ও দাহপীড়িত রোগীর পক্ষে দুগ্ধ হিতজনক। জীর্ণজ্বরে কফ ক্ষীণ থাকিলে দুগ্ধ অমৃত সদৃশ পথ্য, কিন্তু তরুণ জ্বরে ইহা বিষবৎ অনিষ্টোৎপাদক জানিবে।

ব্যায়ামঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ স্নানং চঙ্ক্রমণং তথা।
জ্বরমুক্তো ন সেবেত যাবন্ন বলবান্ ভবেৎ॥
জন্তোর্জ্জ্বরবিমুক্তস্য স্নানং কুর্য্যাৎ পুনর্জ্জ্বরম্।
তস্মাজ্জ্বরবিমুক্তোঽপি স্নানং বিষমিব ত্যজেৎ॥
বলবর্ণাগ্নিবপুষাং যাবন্ন প্রকৃতির্ভবেৎ।
তাবজ্জ্বরেণ মুক্তোঽপি বর্জ্জনীয়ানি বর্জ্জয়েৎ॥

জ্বরমুক্ত ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত উত্তমরূপে বল লাভ করিতে না পারে, তাবৎ তাহার পক্ষে ব্যায়াম, মৈথুন, স্নান ও অধিক ভ্রমণ নিষিদ্ধ। জ্বরমুক্তির পর দৌর্ব্বল্য সত্ত্বে স্নান করিলে পুনর্ব্বার জ্বর হইয়া থাকে, অতএব জ্বরমুক্ত ব্যক্তির পক্ষে স্নান বিষবৎ পরিত্যাজ্য। বল, বর্ণ, জঠরাগ্নি ও দেহ যে পর্য্যন্ত না স্বাভাবিক

অবস্থায় উপনীত হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত উল্লিখিত বর্জ্জনীয় বিষয় সমস্ত পরিত্যাগ করা উচিত।

অথ বাতজ্বরচিকিৎসা।

পঞ্চমূলীকষায়স্তু পাচনং বাতিকে জ্বরে।

বাতিকজ্বরে বৃহৎ পঞ্চমূলের পাচন অর্থাৎ ক্বাথ সেবনীয়। ইহাতে দোষের পরিপাক হয়।

কিরাতাব্দামৃতোদীচ্য বৃহতীদ্বয় গোক্ষুরৈঃ।
ত্রিপর্ণী কলসী বিল্বৈঃ ক্বাথো বাতজ্বরাপহঃ॥

চিরাতা, মূতা, গুলঞ্চ, বালা, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, শালপানি, চাকুলে ও বেলছাল ইহাদের ক্বাথও উপকারী।

গুড়ূচী পিপ্পলীমূল নাগরৈঃ পাচনং শৃতম্‌।
বাতজ্বরে তথা পেয়ং কালিঙ্গং সপ্তমেঽহনি॥

বাতজ্বরে সপ্তম দিবসে গুলঞ্চ, পিঁপুলমূল ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ অথবা ইন্দ্রযবের ক্বাথ পান কর্ত্তব্য।

বিশ্বামৃতা গ্রন্থিক সিদ্ধতোয়ং
মরুজ্জ্বরঃ স্যাৎ পিবতঃ কুতোঽয়ম্‌।
ক্বাথোঽত্র কুস্তুম্বুরু দেবদারু
ক্ষুদ্রৌষধৈঃ পাচনমত্র চারু॥

শুঁঠ, গুলঞ্চ ও পিঁপুলমূল এবং ধন্যা, দেবদারু, কণ্টকারী ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ বাতজ্বর নিবারক।

পঞ্চমূলী বলা রাস্না কুলত্থৈঃ সহ পৌষ্করৈঃ।
ক্বাথো হন্ত্যাচ্ছিরঃকম্পং পর্ব্বভেদং মরুজ্জ্বরম্‌॥

বেলছাল, সোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, বেড়েলা, রাস্না, কুলথকুলাই ও কুড় ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে বাতিকজ্বর মস্তককম্পন ও পর্ব্ববেদনা নিবারিত হয়।

দশমূলী কণা রাস্না কণামূলং কিরাততকঃ।
শুণ্ঠী মুস্তা বলা কুষ্ঠং বালা দ্রাক্ষা শতাহ্বিকা॥
বাসো গুড়ূচিকা চৈষাং ক্বাথো হন্তি সুযোজিতঃ।
উপদ্রবযুতং ঘোরং প্রভঞ্জনকৃতং জ্বরম্‌॥

দশমূল, পিঁপুল, রাস্না, পিঁপুলমূল, চিরাতা, শুঁঠ, মুতা, বেড়েলা, কুড়, বালা, দ্রাক্ষা, শুলফা, দুরালভা ও গুলঞ্চ ইহাদের ক্বাথ উপদ্রব সংযুক্ত প্রবল বাতজ্বর নিবারণ করে।

পিত্তজ্বর চিকিৎসা।

পটোল যব নিঃক্বাথো মধুনা মধুরীকৃতঃ।
তীব্রপিত্তজ্বরামর্দ্দী পানাৎ তৃড়্‌দাহনাশনঃ॥

পটোলপত্র ও যব ইহাদের ক্বাথ, তৃষ্ণা ও দাহ সহিত পিত্তজ্বর নিবারণ করে।

একঃ পর্পটকঃ শ্রেষ্ঠঃ পিত্তজ্বরবিনাশনঃ।
কিং পুনর্যদি যুজ্যেত চন্দনোদীচ্য নাগরৈঃ॥

ক্ষেতপাপড়া, রক্তচন্দন, বালা ও শুঁঠ ইহাদের অথবা শুদ্ধ ক্ষেতপাপড়ার ক্বাথ পিত্তজ্বরে বিশেষ উপকার করে।

ব্যুষিতং ধন্যাকজলং প্রাতঃ পীতং সশর্করং পুংসাম্‌।
অন্তর্দাহং শময়ত্যচিরাদ্দূর প্ররূঢ়মপি॥

ধন্যার চাউল ২ তোলা, ১২ তোলা জলে রাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতে সেই জল কিঞ্চিৎ চিনির সহিত পান করিলে অন্তর্দাহ নিবারণ হয়।

কফজ্বর চিকিৎসা।

নিম্ববিশ্বামৃতাদারু শটী ভূনিম্ব পৌষ্করম্‌।
পিপ্পল্যো বৃহতী চেতি ক্বাথো হন্তি কফজ্বরম্‌॥

কফজ্বরে নিমছাল, শুঁঠ, গুলঞ্চ, দেবদারু, শঠী, চিরাতা, কুড়, পিঁপুল ও গজপিঁপুল ইহাদের ক্বাথ সেবনীয় ।

সিন্ধুবারদলক্বাথং সোষণং কফজে জ্বরে ।
জঙ্ঘায়াশ্চ বলে ক্ষীণে কর্ণে বা পিহিতে ভবেৎ ॥

কফজ্বরে জঙ্ঘার হীনবলতা ও শ্রবণ শক্তির অল্পতা হইলে নিসিন্দাপত্রের ক্বাথ মরিচ চূর্ণের সহিত সেবনীয় ।

কট্‌ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী কৃষ্ণা চ মধুনা সহ ।
শ্বাসকাসজ্বরহরঃ শ্রেষ্ঠো লেহঃ কফান্তকৃৎ ॥

কট্‌ফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও পিঁপুল ইহাদের সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া অবলেহ করিলে শ্বাস, কাস, জ্বর ও কফ নষ্ট হয় ।

ঊর্দ্ধজত্রুজ রোগঘ্নী সায়ং স্যাদবলেহিকা ।
অধোরোগহরী যাতু সা পূর্ব্বং ভোজনান্মতা ॥

ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগনাশক অবলেহ সায়ংকালে এবং জত্রুর অধোগত রোগ নিবারক অবলেহ ভোজনের পূর্ব্বে সেবনীয় ।

ক্ষৌদ্রোপকুল্যা সংযোগঃ শ্বাসকাস জ্বরাপহঃ ।
প্লীহানং হন্তি হিক্কাঞ্চ বালানাঞ্চাপি শস্যতে ॥

পিঁপুলচূর্ণ দ্বিগুণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া অবলেহ করিলে শ্বাস, কাস, জ্বর, প্লীহা ও হিক্কা নিবারণ হয় । এই অবলেহ বালক দিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী ।

বাতপিত্তজ্বর চিকিৎসা ।

বিশ্বামৃতাব্দ ভূনিম্বৈঃ পঞ্চমূলী সমন্বিতৈঃ ।
কৃতঃ কষায়ো হন্ত্যাশু বাতপিত্তোদ্ভবং জ্বরম্ ॥

শুঁঠ, গুলঞ্চ, চিরাতা, শালিপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ইহাদের ক্বাথ বাতপিত্ত জ্বরনাশক ।

গুড়ূচী নিম্বধন্যাকং পদ্মকং রক্তচন্দনম্ ।
এষ সর্ব্বান্ জ্বরান্ হন্তি গুড়ূচ্যাদিস্তু দীপনঃ ॥
হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দি পিপাসা দাহনাশনঃ ।

গুলঞ্চ, নিমছাল, ধন্যা, পদ্মকাষ্ঠ ও রক্তচন্দন ইহাদের ক্বাথ বমনোদ্রেক, অরুচি, বমি, তৃষ্ণা ও দাহ সহিত জ্বর নিবারণ এবং অগ্নির দীপ্তি করে ।

গুড়ূচী চন্দনং পদ্মনাগরেন্দ্রযবাসকম্ ।
অভয়ারগ্বধোদীচ্য পাঠাধান্যাব্দ রোহিণী ॥
কষায়ং পায়য়েদেতং পিপ্পলীচূর্ণ সংযুতম্ ।
কাস শ্বাস জ্বরান্ হন্তি পিপাসাদাহনাশনম্ ॥
বিণ্মূত্রানিল বিষ্টম্ভে ত্রিদোষপ্রভবেঽপি চ ॥

গুলঞ্চ, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, শুঁঠ, ইন্দ্রযব, দুরালভা, হরীতকী, সোঁদাল, বালা, আকনাদি, ধন্যা, মুতা ও কট্‌কী ইহাদের ক্বাথে পিঁপুল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শ্বাস, কাস, পিপাসা, দাহ ও মলমূত্র রোধ সহিত বাতপৈত্তিক জ্বর নিবারিত হয়। এই ক্বাথ সান্নিপাতিক জ্বরেও উপকারী ।

বাতপিত্ত জ্বরে ক্বাথৌ মুস্তাদিঘনচন্দনৌ ।

বাতপিত্তজ্বরে ঘনচন্দনাদি ও মুস্তাদি ক্বাথ সর্ব্বদা প্রযুক্ত হইয়া থাকে ।

বাতশ্লেষ্মজ্বর চিকিৎসা ।

কফবাত জ্বরে স্বেদান্ কারয়েদ্রূক্ষ নির্ম্মিতান্ ।
স্রোতসাং মার্দ্দবং কৃত্বা নীত্বা পাবকমাশয়ম্ ॥
হত্বা বাতকফস্তম্ভ স্বেদো জ্বরমপোহতি ।

বাতশ্লেষ্ম জ্বরে বালুকাদি উষ্ণ করিয়া রূক্ষ স্বেদ দেওয়া কর্ত্তব্য । স্বেদদ্বারা দৈহিক স্রোতঃ সমস্ত সরল হয়, জঠরাগ্নি স্বস্থানে গমন করে এবং বায়ু ও শ্লেষ্মার স্তব্ধতা নিবারিত হইয়া জ্বরের শান্তি হয় ।

ক্ষুদ্রা মৃতা নাগর পুষ্করাহ্বয়ৈঃ
কৃতঃ কষায়ঃ কফমারুতোত্তরে।
স শ্বাস কাসারুচি পার্শ্বরুগ্‌জ্বরে
জ্বরে ত্রিদোষপ্রভবেঽপি শস্যতে॥

কণ্টকারী, গুলঞ্চ, শুঁঠ ও কুড় ইহাদের ক্বাথ পান দ্বারা শ্বাস, কাস, অরুচি ও পার্শ্ব বেদনার সহিত জ্বর নিবারিত হয়। সান্নিপাতিক জ্বরেও এই ক্বাথ উপকারী।

পঞ্চকোল ভবঃ ক্বাথ স্তথৈব দশমূলজঃ।
আরগ্বধাদিকঃ ক্বাথঃ শস্তো বাতকফ জ্বরে॥

বাতশ্লেষ্মজ্বরে পঞ্চকোল, দশমূল ও আরগ্বধাদি ক্বাথ বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে।

পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর চিকিৎসা।

অমৃতেন্দ্রযবারিষ্ট পটোলং কটুরোহিণী।
নাগরং চন্দনং মুস্তং পিপ্পলীচূর্ণ সংযুতম্॥
অমৃতাষ্টক ইত্যেষ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহঃ।
হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দি পিপাসা দাহনাশনঃ॥

গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, নিমছাল, পটোলপত্র, কট্‌কী, শুঁঠ, রক্তচন্দন ও মুতা ইহাদের ক্বাথে পিঁপুল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বমনোদ্রেক, অরুচি, বমি, পিপাসা ও দাহসহিত পিত্তজ্বর নিবারিত হয়।

কণ্টকার্য্যমৃতা ভার্গী নাগরেন্দ্রযবাসকম্।
ভূনিম্বশ্চন্দনং মুস্তং পটোলং কটুরোহিণী॥
কষায়ং পায়য়েদেতং পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরাপহম্।
দাহতৃষ্ণা রুচিচ্ছর্দ্দি কাসহৃৎ পার্শ্বশূলনুৎ॥

কণ্টকারী, গুলঞ্চ, বামনহাটী, শুঁঠ, ইন্দ্রযব, দুরালভা, চিরাতা, রক্তচন্দন, মুতা, পটোলপত্র ও কট্‌কী ইহাদের ক্বাথ দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, হৃচ্ছূল ও পার্শ্ববেদনার সহিত পিত্তশ্লেষ্মজ্বর নিবারণ করে।

সন্নিপাতজ্বর চিকিৎসা।

লঙ্ঘনং বালুকা স্বেদো নস্যং নিষ্ঠীবনং তথা।
অবলেহোঽঞ্জনঞ্চৈব প্রাক্ প্রযোজ্যং ত্রিদোষজে॥
সন্নিপাতজ্বরে পূর্ব্বং কুর্য্যাদামকফাপহম্।
পশ্চাৎ শ্লেষ্মণি সংক্ষীণে শময়েৎ পিত্তমারুতৌ॥

সান্নিপাতিক জ্বরে প্রথমে লঙ্ঘন, বালুকাস্বেদ, নস্য, নিষ্ঠীবন, অবলেহ ও অঞ্জন ব্যবস্থেয়। ইহাতে অগ্রে আম ও কফের দমন করিয়া পশ্চাৎ পিত্ত ও বায়ুর শান্তি করিবে।

লঙ্ঘনম্।

ত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রং বা দশরাত্রমথাপি বা।
লঙ্ঘনং সন্নিপাতেষু কুর্য্যাদারোগ্যদর্শনাৎ॥
দোষাণামেব সা শক্তির্লঙ্ঘনে যা সহিষ্ণুতা।
ন হি দোষক্ষয়ে কশ্চিৎ সহতে লঙ্ঘনাদিকম্॥
জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং পথ্যং জ্বরান্তে লঘু ভোজনম্।

সন্নিপাতজ্বরে তিন দিবস, পাঁচ দিবস অথবা দশ দিবস পর্য্যন্ত উপবাস করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ যাবৎ আরোগ্য না হয় তাবৎ উপবাস কর্ত্তব্য। যে পর্য্যন্ত উপবাস সহ্য হয়, সেই পর্য্যন্তই দোষের শক্তি জানিবে, দোষক্ষয় হইলে আর উপবাস সহ্য হয় না। নবজ্বরের প্রথমে উপবাসই পথ্য এবং জ্বর আরোগ্যের পর লঘু ভোজন হিতজনক।

স্বেদঃ।

ন স্বেদব্যতিরেকেণ সন্নিপাতঃ প্রশাম্যতি।
তস্মান্মুহুর্মুহুঃ কার্য্যং স্বেদনং সন্নিপাতিনাম্॥
সন্নিপাতে জলময়ো নরাণাং বিগ্রহো ভবেৎ॥
বিনা বহ্ন্যুপচারেণ কস্তং শোষয়িতুং ক্ষমঃ॥
প্রয়োগা বহবঃ সন্তি সবিষা নির্ব্বিষা অপি।
বহ্ন্যুষ্মাণং বিনা প্রায়ো ন বীর্য্যং দর্শয়ন্তি তে।

প্রতিক্রিয়া বিধাবেবং যস্য সংজ্ঞা ন জায়তে ।
পাদতলে ললাটে বা দহেল্লৌহ শলাকয়া ॥

স্বেদক্রিয়া ব্যতিরেকে সন্নিপাতের শান্তি হয় না, অতএব সান্নিপাতিক জ্বরে মুহুর্মুহুঃ স্বেদ প্রদান করিবে। সন্নিপাতে মনুষ্যের শরীর জলময় হয়, সুতরাং অগ্নিক্রিয়া ব্যতিরেকে কে তাহা শোষণ করিতে পারে? সবিষ ও নির্ব্বিষ বহু প্রয়োগ আছে, কিন্তু অগ্নিতাপ ব্যতিরেকে তাহাদের বীর্য্য কার্য্যকর হয় না। নানা প্রকার ক্রিয়া করিয়া যাহার চেতনা লাভ না হয়, তাহার পদতলে বা ললাটে অগ্নিসন্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা দগ্ধ করিবে।

নস্যম্ ।

সৈন্ধবং শ্বেত মরিচং সর্ষপং কুষ্ঠমেব চ ।
বস্তমূত্রেণ সংপিষ্য নস্যং তন্দ্রাবিনাশনম্ ॥
মধূকসার সিন্ধূত্থ বচোষণ কণাঃ সমাঃ ॥
শ্লক্ষ্ণং পিষ্ট্বাম্ভসা নস্যং কুর্য্যাৎ সংজ্ঞাপ্রবোধনম্ ॥
সড়্গ্রন্থি সৈন্ধবকণাঃ সমধূকসারাঃ
পিষ্টাঃ সমেন মরিচেন জলৈঃ কদুষ্ণৈঃ ।
নস্যং নিবারয়তি শীঘ্রমচেতনত্বং
তন্দ্রা প্রলাপসহিতং শিরসো গুরুত্বম্ ॥
লশুনং মরিচং পিষ্টং নস্যং স্যাৎ শ্লেষ্মনাশনম্ ।
সিতি কুক্কুটিকাণ্ডজলং পানান্নস্যাদপ্যঙ্গনাচ্চ ॥
দুঃসাধন সন্নিপাতঃ প্রবলোঽপ্যাশ্বেব শমমেতি ।

সৈন্ধবলবণ, সজিনাবীজ, শ্বেতসর্ষপ ও কুড় প্রত্যেক সমভাগে ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া নস্যরূপে ব্যবহার করিলে তন্দ্রা নিবারণ হয়। চেতনা লোপ হইলে মউলসার, সৈন্ধব, বচ, মরিচ ও পিঁপুল সমভাগে জলের সহিত উত্তম রূপে পেষণ করিয়া নস্য প্রযোজ্য। পিঁপুলমূল, সৈন্ধব, পিঁপুল, মৌলসার ও মরিচ ঈষচ্ছৃষ্ণ জলের সহিত পেষণ করিয়া নস্যরূপে ব্যবহার করিলে অচেতনতা, তন্দ্রা, প্রলাপ ও মস্তকের গুরুতা নিবারণ হয়। রসুন ও মরিচ একত্র পেষণ করিয়া বস্ত্রখণ্ডে পুটলী বান্ধিয়া নস্য করিলে কফের ধ্বংস হয়। কাল কুঁকড়ার ডিম্বের ভিতরের তরলাংশ পান করিলে অথবা নস্য বা অভ্যঙ্গ করিলে প্রবল সন্নিপাতের শান্তি হইয়া থাকে।

নিষ্ঠীবনম্ ।

আর্দ্রক স্বরসোপেতং সৈন্ধবং সকটুত্রয়ম্ ।
আকণ্ঠং ধারয়েদাস্যে নিষ্ঠীবেচ্চ পুনঃ পুনঃ ॥
তেনাস্য হৃদয়াচ্ছ্লেষ্মা মন্যাপার্শ্ব শিরোগলাৎ ।
লীনোঽপ্যাকৃষ্যতে শুষ্কো লাঘবঞ্চাস্য জায়তে ॥
পর্ব্বভেদো জ্বরো মূর্চ্ছা নিদ্রা কাস গলাময়াঃ ।
মুখাক্ষি গৌরবং জাড্যমুৎক্লেদশ্চোপশাম্যতি ॥
একদ্বিত্রিশ্চতুঃ কুর্য্যাদ্ দৃষ্ট্বা দোষবলাবলম্ ।
এতদ্ধি পরমং প্রাহুর্ভেষজং সন্নিপাতিনাম্ ॥

সৈন্ধব, শুঁঠ, পিঁপুল ও মরিচ চূর্ণ সমভাগে আদার রসে গুলিয়া আকণ্ঠ মুখে ধারণ করিলে হৃদয়, পার্শ্ব, মন্যা, মস্তক ও গলা হইতে অতিগাঢ়রূপে সংলগ্ন শুষ্ক কফও নির্গত হইয়া শরীরের ভার লাঘব হয়। এই নিষ্ঠীবন দ্বারা পর্ব্ববেদনা, জ্বর, মূর্চ্ছা, নিদ্রাধিক্য, কাস, গলরোগ, মুখ ও চক্ষের ভার, জড়তা ও বমনোদ্রেক নিবারণ হয়। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া এক, দুই, তিন বা চারিবার পর্য্যন্ত নিষ্ঠীবন ক্রিয়া কর্ত্তব্য। ইহা সন্নিপাত প্রতীকারের উৎকৃষ্ট উপায়।

অবলেহঃ ।

কট্ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী ব্যোষং যাসশ্চ কারবী ।
শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং চৈতন্মধুনা সহ লেহয়েৎ ॥
এষাবলেহিকা হন্তি সন্নিপাতং সুদারুণম্ ।
হিক্কাং শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ কণ্ঠরোধং নিযচ্ছতি ।

উর্দ্ধগশ্লেষ্মহরণে চোষ্ণে স্বেদাদি কর্ম্মণি ।
বিরোধ্যুষ্ণে মধু ত্যক্ত্বা কার্য্যোষার্দ্রকজৈ রসৈঃ ॥

কট্‌ফল, কুড়, কাকঁড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দুরালভা ও কৃষ্ণজীরা ইহাদের সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া অবলেহ করিলে ঘোরতর সন্নিপাত, হিক্কা, শ্বাস, কাস ও কণ্ঠরোগ নিবারিত হয়। উর্দ্ধগ কফনিঃসারণার্থ উষ্ণ স্বেদাদি ক্রিয়া কর্ত্তব্য হইলে মধু না দিয়া কেবল আদার রসে অবলেহ প্রস্তুত করিবে, কারণ মধু উষ্ণ ক্রিয়ার বিরোধী ।

অঞ্জনম্ ।

শিরীষবীজ গোমূত্র কৃষ্ণা মরিচসৈন্ধবৈঃ ।
অঞ্জনং স্যাৎ প্রবোধায় সরসোন শিলাবচৈঃ ॥
অসুরাহ্বপতঙ্গস্য বিট্‌চূর্ণং মধুসংযুতম্ ।
অঞ্জনাদ্ বোধয়েন্মুগ্ধং তদ্ধিতং সন্নিপাতিনাম ॥

শিরীষবীজ, পিঁপুল, মরিচ, সৈন্ধব, রসুন, মনঃশিলা ও বচ গোমূত্রে পেষণ করিয়া অঞ্জন রূপে ব্যবহার্য্য। ইহাতে রোগীর চেতন লাভ হয়। আরসুলার নাদি মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে তন্দ্রানাশ ও মোহ নিবারণ হয়।

বিল্বশ্যোনাক গাম্ভারী পাটলা গণিকারিকাঃ ।
দীপনং কফবাতঘ্নং পঞ্চমূলমিদং মহৎ ॥
শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতীদ্বয় গোক্ষুরম্ ।
বাতপিত্তাপহং বৃষ্যং কনীয়ঃ পঞ্চমূলকম্ ॥
উভয়ং দশমূলং হি সন্নিপাতজ্বরাপহম্ ।
কাসে শ্বাসে চ তৃষ্ণায়াং পার্শ্বশূলে চ শস্যতে ॥
পিপ্পলীচূর্ণসংযুক্তং কণ্ঠহৃদ্‌গ্রহ নাশনম্ ।

মহৎ পঞ্চমূল অর্থাৎ বেল, সোনা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারি ইহাদের মূলের ছাল অগ্নিদীপ্তি কারক ও বাতশ্লেষ্মনাশক এবং স্বল্পপঞ্চমুল অর্থাৎ শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ইহাদের মূল বায়ুপিত্তপ্রশমক ও বৃষ্য। এই উভয় পঞ্চমূল মিলিত হইলে তাহাকে দশমূল কহাযায়। সন্নিপাত জ্বরে কাস, শ্বাস, তন্দ্রা এবং পার্শ্ব, কণ্ঠ ও হৃদয়ে বেদনা থাকিলে পিঁপুল চূর্ণের সহিত দশমূলের কাথ ব্যবস্থেয়।

চতুর্দ্দশাঙ্গো ভূনিম্বাদ্যষ্টাদশাঙ্গ এব চ ।
বৃহৎ কট্‌ফল কারব্যাদয়ঃ কাথা শুভপ্রদাঃ ॥

সন্নিপাত জ্বরে চতুর্দ্দশাঙ্গ, ভূনিম্বাদ্যষ্টাদশাঙ্গ, বৃহৎ কট্‌ফকলাদি, কারব্যাদি অথবা অন্যান্য সন্নিপাত প্রশমক কাথ বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে।

সন্নিপাতে প্রকম্পন্তং প্রলপন্তং ন বৃংহয়েৎ ।
তৃষ্ণাদাহাভিভূতেষু ন দদ্যাচ্ছীতলং জলম্ ॥
বাতপিত্তোল্বণে চৈব ঘৃতং যোজ্যং পুরাতনম্ ।
অভ্যঙ্গাচ্ছময়ত্যাশু সন্নিপাতং সুদারুণম্ ॥
স্বেদোদ্গমে জ্বরে দেয়শ্চূর্ণো ভৃষ্টকুলত্থজঃ ।

সন্নিপাতজ্বরে কম্প ও প্রলাপ কর্ত্তমান থাকিলে বৃংহণ ক্রিয়া নিষিদ্ধ। তৃষ্ণা ও দাহ সত্ত্বেও শীতল জল পান করিতে দেওয়া উচিত নহে। বায়ু ও পিত্ত প্রবল থাকিলে গাত্রে পুরাতন ঘৃত মর্দ্দন ব্যবস্থা করিবে, তদ্দারা শীঘ্র সন্নিপাতের শান্তি হইয়া থাকে। ঘর্ম্মোদ্গম নিবারণার্থ কুলথকলাই ভাজিয়া তাহার চূর্ণ গাত্রে মর্দ্দন করা কর্ত্তব্য।

কর্ণমূল শোথ চিকিৎসা ।

রক্তাবসেচনৈঃ পূর্ব্বং সর্পিঃপানৈশ্চ তং জয়েৎ ।
প্রদেহৈঃ কফবাতঘ্নৈর্ব্বমনৈঃ কবড়গ্রহৈঃ ॥
কুলত্থঃ কট্‌ফলং শুণ্ঠী কারবী চ সমাংশিকৈঃ ।
সুখোষ্ণৈর্লেপনং দদ্যাৎ কর্ণমূলে মুহুর্মুহুঃ ॥

গৈরিকং পাংশুজং শুণ্ঠী বচাকট্‌ফল কাঞ্জিকৈঃ
কর্ণশোথহরো লেপঃ সন্নিপাতজ্বরে নৃণাম্॥
সুখোষ্ণদশমূলেন প্রলেপোঽপি মহাফলঃ।
বীজপূরকমূলানি অগ্নিমন্থং তথৈব চ॥
সনাগরং দেবদারু চব্যচিত্রক পেষিতম্।
প্রলেপনমিদং শ্রেষ্ঠং গলশ্বয়থুনাশনম্॥

কর্ণমূলে শোথ হইলে প্রথমে জলৌকা দ্বারা ঐ স্থানের রক্ত মোক্ষণ করিয়া পঞ্চতিক্ত ঘৃত বা ত্রিফলাঘৃতাদি পান করিতে দিবে এবং বাতশ্লেষ্ম নাশক প্রলেপ, বমন ও কবল ধারণ ব্যবস্থা করিবে। কুলথকলাই, কট্‌ফল, শুঁঠ ও কৃষ্ণজীরা ইহাদের চূর্ণ অগ্নিস্মিন্ন সিজপত্র রসে পিষ্ট ও অল্প উষ্ণ করিয়া মুহুর্মুহুঃ কর্ণমূলে প্রলেপ দিবে। গেরিমাটী, যবক্ষার, শুঁঠ, বচ ও কট্‌ফল এই সকল দ্রব্য সমভাগে কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার দর্শে। দশমূল বাঁটিয়া অল্প উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে যথেষ্ট উপকার লাভ হইয়া থাকে। গলদেশে শোথ হইলে টাবা লেবুর মূল, গণিয়ারিছাল, দেবদারু, শুঁঠ, চৈ ও চিতামূল সমভাগে বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে।

এবং শোথহরৈর্লেপৈ র্ন স শান্তিং ব্রজেদ্ যদি।
তদা শোথস্য যত্নেন বিদধ্যাৎ পাচনীং ক্রিয়াম্॥
প্রলিম্পেদতসীং সাজ্যাং সুখোষ্ণাং বহুশো ভিষক্।
পক্বে শস্ত্রং প্রযুঞ্জীত শস্ত্রবিদ্যাবিশারদঃ।
ব্রণশোথোক্তবিধিনা শোধনাদিকমাচরেৎ।
এবঞ্চ প্রশমং যাতি কর্ণশোথঃ সুদারুণঃ॥

এইরূপ শোথহর প্রলেপ দ্বারা শোথ নিবারণ না হইলে পাচন ক্রিয়া কর্ত্তব্য। মসিনা বাঁটিয়া ঘৃতাক্ত ও অল্প উষ্ণ করিয়া বারংবার কর্ণমূলে প্রলেপ দিবে। পাকিয়া উঠিলে শস্ত্র প্রয়োগ করিয়া ব্রণ শোথাধিকারোক্ত বিধি অনুসারে শোধনাদি কর্ত্তব্য। শস্ত্রপ্রয়োগ বিধি ও শোধনাদি ক্রিয়ার নিয়ম ব্রণ শোথাধিকারে লিখিত হইবে।

জীর্ণজ্বরাদি চিকিৎসা।

নিদিগ্ধিকানাগরকামৃতানাং
ক্বাথং পিবেন্মিশ্রিত পিপ্পলীকম্।
জীর্ণজ্বরারোচকনাশকাস-
শ্বাসাগ্নিমান্দ্যার্দ্দিত পীনসেষু॥
হন্ত্যূর্দ্ধগাময়ং প্রায়ঃ সায়ং তেনোপযুজ্যতে।
এত দ্দিবিজ্বরে সায়মন্যথা প্রাতরিষ্যতে॥
পিত্তানুবন্ধে সন্ত্যজ্য পিপ্পলীং প্রক্ষিপেন্মধু।

কণ্টকারী, শুঁঠ ও গুলঞ্চ ইহাদের ক্বাথে পিঁপুল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে জীর্ণজ্বর, অরুচি, কাস, শূল, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য, অর্দ্দিত ও পীনস রোগের শান্তি হয়। এই ক্বাথ উর্দ্ধজত্রুগত রোগ নাশ করে বলিয়া সায়ংকালে প্রয়োজ্য। ইহা রাত্রিজ্বরে সায়ংকালে এবং অন্যত্র প্রাতঃকালে ব্যবস্থেয়। পিত্তপ্রধান স্থলে পিপ্পলীর পরিবর্ত্তে কেবল মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান কর্ত্তব্য।

পিপ্পলীচূর্ণসংযুক্তঃ ক্বাথশ্ছিন্নরুহোদ্ভবঃ।
জীর্ণজ্বরকফধ্বংসী পঞ্চমূলীকৃতোঽথবা॥
পিপ্পলীমধুসংমিশ্রং গুড়ূচীস্বরসং পিবেৎ।
জীর্ণজ্বর কফ প্লীহ কাসারোচক নাশনম্॥

গুলঞ্চ অথবা বৃহৎপঞ্চমূলের ক্বাথ, পিঁপুলচূর্ণের সহিত পান করিলে জীর্ণজ্বর ও শ্লেষ্মা নষ্ট হয়। গুলঞ্চের রস, পিঁপুলের গুঁড়া ও মধুর সহিত পান করিলে জীর্ণজ্বর, কফ, প্লীহা, কাস ও অরুচির শান্তি হয়।

নিদিগ্ধিকাগণঃ পথ্যা তথা রোহীতকো মতঃ।
ক্বাথং কৃত্বা পিবেত্তত্র যবক্ষারং কণাযুতম্॥
এতস্য পানমাত্রেণ প্লীহজ্বরবিনাশনম্।
নিদিগ্ধিকাগণঃ স্বল্পপঞ্চমূলম্।

শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, হরীতকী, ও রড়ার ছাল ইহাদের ক্বাথে যবক্ষার ও পিঁপুলচূর্ণ সংযুক্ত করিয়া পান করিলে প্লীহজ্বর নিবারণ হয়।

গুড়ূচী পর্পটং ভেকপর্ণী চ তিলমোচিকা।
পটোলং পুটপাকেন রস এষাং মধুপ্লুতঃ॥
বাতপিত্তজ্বরং হন্তি চিরোত্থমপি দারুণম্।
মধুনা সর্ব্বজ্বরনুচ্ছেফালীদলজো রসঃ॥

গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, থানকুনি, হেলঞ্চা ও পটোলপত্র পুটপাকে ইহাদের রস লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা পরিমাণে সেবনীয়। ইহাতে চিরোৎপন্ন দারুণ বাতপৈত্তিক জ্বর নিবারণ হয়। শিউলীপত্রের রস মধুর সহিত পান করিলেও সকল প্রকার জ্বরের শান্তি হইয়া থাকে।

অজাজী গুড়সংযুক্তা বিষমজ্বরনাশিনী।
অগ্নিসাদং জয়েৎ সম্যগ্ বাতরোগাংশ্চ নাশয়েৎ॥

কৃষ্ণজীরা চূর্ণ ।০ তোলা ও পুরাতন গুড় ।০ তোলা একত্র সেবন করিলে বিষমজ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও বাতরোগ নিবারিত হয়।

গুড়প্রগাঢ়াং ত্রিফলাং পিবেদ্ বা বিষমার্দ্দিতঃ॥

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ইহাদের চূর্ণ পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করিলে বিষমজ্বরের উপশম হয়।

রসোনকল্কং তিলতৈলমিশ্রং
যোঽশ্নাতি নিত্যং বিষমজ্বরার্ত্তঃ।
বিমুচ্যতে সোঽপ্যচিরাজ্জ্বরেণ
বাতাময়ৈশ্চাপি সুঘোররূপৈঃ॥

রসুন বাঁটিয়া কিঞ্চিৎ তিলতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ ভক্ষণ করিলে বিষমজ্বর ও উৎকট বাতরোগ নিবারিত হয়।

মহৌষধামৃতা মুস্ত চন্দনোশীর ধান্যকৈঃ।
ক্বাথস্তৃতীয়কং হন্তি শর্করামধুযোজিতঃ॥

শুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, রক্তচন্দন, বেণার মূল ও ধন্যা ইহাদের ক্বাথে চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে তৃতীয়ক জ্বরের শান্তি হয়।

উশীরং চন্দনং মুস্তং গুড়ূচী ধান্য নাগরম্।
অম্ভসা ক্বথিতং পেয়ং শর্করামধুযোজিতম্॥
জ্বরে তৃতীয়কে দেয়ং তৃষ্ণাদাহসমন্বিতে।

তৃতীয়কজ্বরে তৃষ্ণা ও দাহ থাকিলে বেণারমূল, রক্তচন্দন, মুতা, গুলঞ্চ, ধন্যা ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথে চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া পানার্থ ব্যবস্থা করিবে।

পটোলারিষ্ট মৃদ্বীকা শ্যামাকং ত্রিফলা বৃষম্।
ক্বাথ ঐকাহিকং হন্তি শর্করামধুযোজিতঃ॥

পটোলপত্র, নিমছাল, দ্রাক্ষা, শ্যামাতৃণ (কেহ কেহ বলেন শ্যামালতা), হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও বাকসছাল ইহাদের ক্বাথে চিনি ও মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিলে ঐকাহিক জ্বরের উপশম হয়।

বাসা ধাত্রী স্থিরা দারু পথ্যা নাগর সাধিতঃ।
সিতামধুযুতঃ ক্বাথশ্চাতুর্থকবিনাশনঃ॥

বাকসছাল, আমলা, শালপানি, দেবদারু, হরীতকী ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথে চিনি ও মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিলে চাতুর্থক জ্বরের শান্তি হয়।

মহাবলামূল মহৌষধাভ্যাং
ক্বাথো নিহন্যাদ্ বিষমজ্বরঞ্চ।
শীতং সকম্পং পরিদাহযুক্তং
বিনাশয়েদ্ দ্বিত্রিদিনপ্রযুক্তঃ॥

গোরক্ষচাকুলের মূল ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ পানে কম্পদাহাদিযুক্ত বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

গুড়ূচী মুস্ত ভূনিম্বং ধাত্রী ক্ষুদ্রা চ নাগরম্।
বিল্বাদি পঞ্চমূলঞ্চ কটুকেন্দ্র যবাসকম্॥
নিশাভবং জ্বরং বাতকফপিত্তসমুদ্ভবম্।
চিরোত্থং দ্বন্দ্বজং হন্তি সকণং মধুসংযুতম্॥

রাত্রিকালীন জ্বরে গুলঞ্চ, নিমছাল, চিরাতা, আমলা, কণ্টকারী, শুঁঠ, বৃহৎ পঞ্চমূল, কট্‌কী, ইন্দ্রযব ও দুরালভা ইহাদের ক্বাথ মধু ও পিঁপুলচূর্ণের সহিত সেব্য।

কলিঙ্গকাঃ পটোলস্য পত্রং কটুকরোহিণী।
পটোলং শারিবা মুস্তং পাঠা কটুকরোহিণী॥
নিম্বং পটোলং মৃদ্বীকা ত্রিফলা মুস্তবৎসকৌ।
কিরাততিক্তমমৃতা চন্দনং বিশ্বভেষজম্॥
গুড়ূচ্যামলকং মুস্তমর্দ্ধশ্লোকসমাপনাঃ।
কষায়াঃ শময়ন্ত্যাশু পঞ্চ পঞ্চবিধান্ জ্বরান্।
সন্ততং সততান্যেদ্যুস্তৃতীয়ক চতুর্থকান্॥

সন্তত জ্বরে ইন্দ্রযব, পটোলপত্র ও কট্‌কী, সততজ্বরে পটোলপত্র, অনন্তমূল, মুতা, আকনাদি ও কট্‌কী, অন্যেদ্যুষ্ক জ্বরে নিমছাল, পটোলপত্র, দ্রাক্ষা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুতা ও ইন্দ্রযব, তৃতীয়ক জ্বরে চিরাতা, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন ও শুঁঠ এবং চাতুর্থক জ্বরে গুলঞ্চ, আমলা ও মুতা ইহাদের ক্বাথ প্রযোজ্য।

স্বল্পভার্গ্যাদি ভার্গ্যাদি বৃহৎ দাস্ব্যাদয়স্তথা।
দার্ব্ব্যাদি মধুকাদিশ্চ ক্বাথা মুস্তাদয়স্তথা।
জীর্ণজ্বরে প্রয়োক্তব্যা তথৈব বিষমজ্বরে॥

জীর্ণজ্বর ও বিষমজ্বর সমস্তে স্বল্প ভার্গ্যাদি, বৃহৎ ভার্গ্যাদি, দাস্ব্যাদি, দার্ব্ব্যাদি, মুস্তকাদি ও অন্যান্য উপযুক্ত ক্বাথ, বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে।

শিরীষপুষ্পস্বরসো রজনীদ্বয়সংযুতঃ।
নস্যং সর্পিঃ সমাযোগাজ্জ্বরং চাতুর্থকং জয়েৎ॥
নস্যং চাতুর্থকং হন্তি রসো বাগস্ত্যপত্রজঃ॥

শিরীষপুষ্পের রসে হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রার চূর্ণ ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া নস্য করিলে চাতুর্থকজ্বর নিবারণ হয়। তদ্রূপ বকবৃক্ষের পত্রের নস্যেও চাতুর্থক জ্বরের শান্তি হইয়া থাকে।

অপরাজিত ধূপশ্চ ধূপোঽষ্টাঙ্গাখ্য এব চ।
তথা মাহেশ্বরো ধূপো নিহন্যাদ্ বিষম জ্বরম্॥

অপরাজিত ধূপ, অষ্টাঙ্গধূপ ও মাহেশ্বর ধূপ দ্বারা বিষমজ্বরের শান্তি হয়।

জ্বরাঃ কষায়ৈর্ব্বমনৈর্লঙ্ঘনৈর্লঘুভোজনৈঃ।
রুক্ষস্য যে ন শাম্যন্তি সর্পিস্তেষাং ভিষগ্‌জিতম্॥
পিপ্পল্যাদ্যং ঘৃতঞ্চৈব ক্ষীরষট্‌পলকং তথা।
দশমূলষট্‌পলকং ঘৃতং তত্র প্রযোজয়েৎ॥

কষায়প্রয়োগ, বমনক্রিয়া, লঙ্ঘন ও লঘু-ভোজন দ্বারা জ্বরের শান্তি না হইলে এবং রুক্ষতা উৎপন্ন হইলে ঘৃত পান ব্যবস্থা করা যায়। পিপ্পল্যাদ্য ঘৃত, ক্ষীর ষট্‌পলক ঘৃত ও দশমূল ষট্‌পলক প্রভৃতি ঘৃত প্রযোজ্য।

ইদানীং কালমাহাত্ম্যাৎ ঘৃতং তত্র ন যুজ্যতে॥

এক্ষণে কালমাহাত্ম্যে বৈদ্যগণ জ্বর-নিবারণার্থ ঘৃত ব্যবস্থা করেন না।

অভ্যঙ্গাংশ্চ প্রদেহাংশ্চ সস্নেহান্ সাবগাহনান্।
বিভজ্য শীতোষ্ণকৃতান্ দদ্যাজ্জীর্ণজ্বরে ভিষক্॥
তৈরাশু প্রশমং যাতি বহির্মার্গগতো জ্বরঃ।
লভন্তে সুখমঙ্গানি বলং বর্ণশ্চ জায়তে॥
তৈলমঙ্গারকং নাম বৃহদঙ্গারকং তথা।
মহালাক্ষাদি লাক্ষাদি কিরাতাদি চ কট্‌ফলং।
বৃহৎপিপ্পলি তৈলাদি তৈলযোগ্যেষু যুজ্যতে॥

জীর্ণজ্বরে তৈলাদিমর্দ্দন, প্রলেপ, স্নেহপান স্নানাদি ও স্থলবিশেষে শীতল ও স্থলবিশেষে উষ্ণ ক্রিয়ার ব্যবস্থা করিবে। অভ্যঙ্গাদি দ্বারা বাহ্যপথ গত জ্বর শীঘ্র শান্তি প্রাপ্ত এবং শরীর সুস্থ ও বলবর্ণাদি উৎপন্ন হয়। জীর্ণ-জ্বর রোগীর পক্ষে তৈল প্রয়োগ আবশ্যক

হইলে অঙ্গারক, বৃহৎ অঙ্গারক, লাক্ষাদি, মহালাক্ষাদি, কটুর, বৃহৎ কিরাতাদি, বৃহৎ পিপ্পল্যাদ্য অথবা অন্য কোন জরঘ্ন তৈল বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করিবে।

কৈনোন সেবিনাং তৈলং দুর্ব্বলানাং ন যুজ্যতে॥

কুইনাইনসেবী দুর্ব্বল রোগীদিগের তৈল মর্দ্দন কর্ত্তব্য নহে। তাহাতে উপকার না হইয়া বরং অপকারই হইয়া থাকে।

চূর্ণং স্থদর্শনং নাম তথৈব জ্বরভৈরবম্।
জ্বরনাগময়ূরঞ্চ সর্ব্বং জীর্ণজ্বরে হিতং।
মাত্রা মাষমিতা তেষাং পেয়া তোয়াদিভিঃ সহ॥

জীর্ণজ্বরে স্থদর্শন চূর্ণ, জ্বরভৈরব চূর্ণ ও জ্বরনাগময়ূর চূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ দ্বারা উপকার লাভ হইয়া থাকে। ইহাদের মাত্রা ২ মাষা, অনুপান জলাদি।

অভিঘাতজ্বরো নশ্যেৎ পানাভ্যঙ্গেন সর্পিষঃ।
ক্ষতানাং ব্রণিতানাঞ্চ ক্ষতব্রণচিকিৎসয়া॥
ওষধীগন্ধ বিষজৌ বিষপিত্তপ্রবাধনৈঃ।
জয়েৎ কষায়ৈর্মতিমান্ সর্ব্বগন্ধকৃতৈস্তথা॥
ক্রোধজে পিত্তজিৎ কাম্যা অর্থাঃ সদ্বাক্যমেব চ।
আশ্বাসেনেষ্টলাভেন বায়োঃ প্রশমনেন চ॥
হর্ষণৈশ্চ শমং যান্তি কামশোকভয়জ্বরাঃ।
কামাৎ ক্রোধজ্বরো নাশং ক্রোধাৎ কামসমুদ্ভবঃ॥
যাতি তাভ্যামুভাভ্যাঞ্চ ভয়শোকসমুদ্ভবঃ॥

ঘৃতপান ও ঘৃতাভ্যঙ্গ দ্বারা অভিঘাতোৎপন্ন জ্বর নষ্ট হয়। শস্ত্রাদি দ্বারা ক্ষত ও ব্রণিত ব্যক্তির জ্বর, ক্ষত ও ব্রণ চিকিৎসা দ্বারা প্রতিকার্য্য। ওষধীগন্ধাঘ্রাণ ও বিষসেবনজন্য জ্বরে বিষঘ্ন ও পিত্তনাশক ক্রিয়া এবং সর্ব্ব গন্ধবর্গের ক্বাথ সেবন ব্যবস্থেয়। ক্রোধসম্ভূত জ্বরে পিত্তপ্রশমক কার্য্য, রোগীর বাঞ্ছিতবিষয় প্রদান, সদ্বাক্য প্রয়োগ, আশ্বাস প্রদান, ইষ্টবস্তুদান ও বায়ুনাশক ক্রিয়া কর্ত্তব্য। কাম, শোক ও ভয়জন্য জ্বরে হর্ষজনন ক্রিয়া বিধেয়। কামোদ্রেকে ক্রোধজ্বর, ক্রোধোদ্রেকে কামজ্বর এবং কাম ও ক্রোধের উদয়ে ভয় ও শোক জন্য জ্বর শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বিবিধ তন্ত্রোক্ত জ্বর চিকিৎসা।

নিত্যজ্বরে হিতং বিদ্যাল্লঙ্ঘনং মৃদুরেচনম্।
পাক্যশীতকষায়স্য পানং প্রস্বেদকর্ম্ম চ॥
শিরোরুজায়াং বমথৌ লৌহিত্যে চ নেত্রয়োঃ।
প্রলাপাদৌ চ শিরসি নরসারাম্বুসেচনম্॥
যাশ্চাণুবটিকাঃ প্রোক্তা বৎসনাভাদিসংযুতাঃ।
সর্ব্বাস্তা প্রায়শো যোজ্যা বিষমেঽপি জ্বরাগমে॥
মধুনা মধুরীকৃত্য তাম্বূলী শৃঙ্গবেরয়োঃ।
স্বরসেনাথ নির্গুণ্ড্যা চাথবা ত্রিফলাম্বুনা॥
পটোলস্য রসেনাপি বীক্ষ্য দোষবলাবলম্।
দ্রব্যস্থানে বর্ণিতানামন্যেষাঞ্চ রসাদিভিঃ॥
অনুপানং ন নির্দ্দিষ্টং তদ্ দোষাদ্যমপেক্ষতে।
ভিষগ্‌ভিশ্চিন্তনীয়ং তদ্দেশকালাদ্যপেক্ষয়া॥
অথাণু বটিকা দেয়া জ্বরে শান্তিং সমাগতে।
ত্রিলোচনাদ্যভিখ্যা যা হরিবীজ সমাবৃতাঃ॥
সুজরঞ্চানভিষ্যন্দি দেয়ং লঘ্বশনং ততঃ।
এবং জ্বরঃ শমং যাতি শান্তশ্চ ন পুনর্ভবেৎ॥

একজ্বরে লঙ্ঘন, মৃদুবিরেচন, যবক্ষার অভাবে সোরা ভিজাইয়া সেই জলপান ও স্বেদক্রিয়া উপকারী। মস্তকের যন্ত্রণা, বমি, নেত্রের লৌহিত্য ও প্রলাপাদি লক্ষণ সংঘটিত হইলে নিশাদল জলে ভিজাইয়া সেই জলে মস্তক আর্দ্র করা উচিত। মিঠাবিষ সংযুক্ত যে সকল অণু বটিকা আছে, সেই সমস্ত নিত্য জ্বরে উপকারী, ঐ সমস্ত ঔষধ বিষমজ্বরে ও জ্বরাক্রমণ কালে বিধেয়। ঐ সকল বটিকা মধু দিয়া মাড়িয়া পান, আদা, নিসিন্দা ও পটোল পত্রের রস অথবা ত্রিফলার জল কিংবা দ্রব্যস্থানোক্ত উপযুক্ত উদ্ভিদের রসাদির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে

দিবে। অনুপানের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। দেশ, কাল ও দোষের প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া চিকিৎসক তাহা স্থির করিবেন। এইরূপে জ্বর শান্তি প্রাপ্ত হইলে হরিতাল সংযুক্ত ত্রিলোচনাদি বটিকা এবং সুপাচ্য ও অনভিষ্যন্দি (যাহা কফজনক নহে) ও লঘু ভোজন ব্যবস্থা করিবে। এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা জ্বর নিবৃত্ত হয় এবং নিবৃত্ত হইয়া আর পুনরাগত হয় না।

সন্নিপাত জ্বর চিকিৎসা।

লঙ্ঘনাদীনি কর্ম্মাণি সদ্যৈবাদৌ প্রযোজয়েৎ।
ক্বাথঞ্চ দশমূলাদেঃ পায়য়েদ্ বিধিনা ভিষক্॥
কস্তূরীং রসসিন্দুরং কর্পূরং বল্লমাত্রয়া।
মধুনা পর্ণতোয়েন তুলসীস্বরসেন বা॥
সংমর্দ্দ্য পায়য়েজ্জন্তুং সন্নিপাতজ্বরাতুরম্।
মৃতসঞ্জীবনীং বাপি দদ্যান্মৃগমদাসবম্॥
অত্যর্থং দ্রুতগামিন্যাং ধমন্যাং ভ্রমমোহয়োঃ।
শীতত্বে হস্তপাদস্য প্রলাপে পিড়কোদ্গমে॥
জিহ্বাশোষেঽতিঘর্ম্মে চ বলস্যাতিক্ষয়ে তথা।
অবশ্যং মাত্রয়া দেয়া মৃতসঞ্জীবনী সুরা॥
কস্তূরীভৈরবশ্চক্রী সূচিকাভরণো রসঃ।
কালানলঃ পঞ্চবক্ত্রো মৃতোত্থাপন এব চ॥
চিন্তামণিশ্চ বেতালঃ কালাগ্নিভৈরবো রসঃ।
প্রতাপতপনঃ স্বেদশৈত্যারি বাড়বানলঃ॥
মাত্রয়া চানুপানেন পীতা এতে রসোত্তমাঃ।
ত্রিদোষজং জ্বরং ঘ্নন্তি ভাস্করস্তিমিরং যথা॥
সন্নিপাতান্বিকা নাড়ী রসচূর্ণনিষেবণাৎ।
বিহায় বিকৃতিং ঘোরাং সদ্যঃ প্রকৃতিমৃচ্ছতি॥
শ্রীবাসাভ্যক্ত মাধ্মাতং বধ্নীয়াদ্ বাসসোদরম্।
শ্রীবাসং ফণিফেনেন পায়য়েদ্ বা তথা সতি॥
উদরস্য ব্যথাং হর্ত্তুং স্বেদএব ক্ষমো মতঃ।
শিরোরুজায়াঃ শান্ত্যর্থং তত্র শীতাম্বুসেচনম্॥
রক্তাতিসারে সঞ্জাতে ভেষজং গ্রাহি পাচকম্।
শোণিতস্রুতিহৃদ্ যচ্চ তদ্ যোজ্যমবধানতঃ॥
চন্দনং শারিবা পাঠা দার্ব্বী মুস্তারুণা জলম্।
কুশকাসশরেক্ষুণাং মূলানি বীরণস্য চ॥
ছাগেন পয়সৈতানি ক্ষীরপাকবিধানতঃ।
পক্ত্বা তং পায়য়েজ্জন্তুং রক্তপিত্তনিপীড়িতম্॥
অতীসারে ক্রিয়াং ধীরঃ কুর্ব্বীত তত্র চেরিতাম্।
অহিফেনাসবাদ্যঞ্চ দদ্যাত্তস্য নিবৃত্তয়ে॥
হিক্কায়াং কস্তূরী সেব্যা কদলীমূলবারি বা।
সশর্করং তথা ধূমো হিঙ্গুমাষাদিসম্ভবঃ॥
ত্বচঃ ক্রিয়াবিবৃদ্ধ্যর্থং সন্তাপস্য চ শান্তয়ে।
অঙ্গানামুষ্ণতোয়েন মার্জ্জনং ভিষজাং মতম্॥
দ্রাক্ষা দাড়িম খর্জ্জুর ফলানি বলদান্যথ।
মাংসরযূষো মাংসস্য রসশ্চেত্যখিলং হিতম্॥
প্রোক্তাস্তু নিখিলাঃ কার্য্যাঃ ক্রিয়া বৈদ্যৈরতন্দ্রিতৈঃ।
যুধ্যমানৈর্যমেনেব সন্নিপাতচিকিৎসকৈঃ॥

সন্নিপাত জ্বরে প্রথমে লঙ্ঘন ও স্বেদাদি ষট্‌কর্ম্ম করিয়া দশমূলাদি ক্বাথ পান করান কর্ত্তব্য। মৃগনাভি, রসসিন্দুর ও কর্পূর প্রত্যেক ২ রতি মাত্রায় মধু ও পানের রস অথবা তুলসীপত্রের রসের সহিত উত্তমরূপে মাড়িয়া সেবন করাইবে। ইহাতে মৃতসঞ্জীবনী সুরা ও মৃগমদাসব বিশেষ উপকারী। নাড়ী অত্যন্ত দ্রুতগতি, ভ্রম, মূর্চ্ছা, হস্তপাদের শীতলতা, প্রলাপ, পিড়কার উৎপত্তি, জিহ্বা-শোষ, অতি ঘর্ম্ম ও অত্যন্ত বলক্ষয় এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইলে মৃতসঞ্জীবনী সুরা অবশ্য প্রযোজ্য। কস্তূরীভৈরব, চক্রী, সূচিকাভরণ, কালানল, পঞ্চবক্ত্র, মৃতোত্থাপন, চিন্তামণি, বেতাল, কালাগ্নিভৈরব, প্রতাপতপন, স্বেদ-শৈত্যারি ও বাড়বানল প্রভৃতি রস উপযুক্ত মাত্রায় ও উপযুক্ত অনুপানের সহিত ব্যবস্থেয়। সূচিকাভরণাদি সর্পবিষ সংযুক্ত রস সমস্ত প্রায় ডাবের জলের সহিত সেবন করিতে দেওয়া যায়। সূচিকাভরণ রস একেবারে ৩।৪ টী মাত্রায় দেওয়া যায়। সন্নিপাত জ্বরে রসচূর্ণকেও মহৌষধ বলিতে

হইবে, ইহার দ্বারা নাড়ীর বিকৃতি নিবারণ হইয়া শীঘ্র প্রকৃত অবস্থা উপস্থিত হয় এবং হঠাৎ নাড়ীর দোষ উপস্থিত হইতে পারে না। উদরাধ্মান হইলে উদরে তার্পিন তৈল মাখাইয়া বস্ত্রদ্বারা চাপিয়া উদর বন্ধন করিয়া রাখা উচিত। অহিফেন সংযুক্ত তার্পিন তৈল সেবনেও উদরাধ্মান নিবারণ হইতে পারে। উদরে বেদনা উপস্থিত হইলে উষ্ণজলাদি দ্বারা স্বেদ ক্রিয়া কর্ত্তব্য। মস্তকের যন্ত্রণা নিবারণার্থ মস্তকে শীতল জল সেক উপকারী। রক্তাতিসার উপস্থিত হইলে পাচক, ধারক ও রক্তস্রাব নিবারক ঔষধ প্রযোজ্য। রক্তচন্দন, জনন্তমূল, আকনাদি, দারুহরিদ্রা, মুতা, আতইচ, বালা, কুশমূল, কাসমূল, শরমূল, ইক্ষুমূল ও বেণার মূল এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধের সহিত ক্ষীর পাকের বিধি অনুসারে পাক করিয়া পানার্থ দিবে। ইহাতে অধোগ ও উর্দ্ধগ রক্তপিত্ত নিবৃত্ত হইয়া থাকে। অতিসার উপস্থিত হইলে অতিসারাধিকারোক্ত ক্রিয়া কর্ত্তব্য। প্রবল অতিসারে অহিফেনাসব প্রভৃতি ধারক ঔষধ প্রয়োগ কর্ত্তব্য। মৃগনাভি হিক্কার মহৌষধ। ইহা ২।৩ রতি মাত্রায় সেবনীয়। কদলী মূলের রস চিনির সহিত পান করিলে এবং হিঙ্গু ও মাষকলাই প্রভৃতির ধূম গ্রহণ করিলেও হিক্কা নিবারণ হইতে পারে। ত্বকের ক্রিয়া বৃদ্ধি এবং গাত্রের সন্তাপ নিবারণার্থ উষ্ণজলে গাত্রমার্জ্জন কর্ত্তব্য। কিস্‌মিস্, দাড়িম ও খর্জ্জুর প্রভৃতি বলকর ফল সমস্ত এবং মসুর ও মাংসের যূষ এই সকল দুর্ব্বল অবস্থায় হিতকর। সন্নিপাত জ্বরে অতি সাবধান ও অনলস হইয়া উল্লিখিত ক্রিয়া সমস্ত অনুষ্ঠেয়।

বিষম জ্বর চিকিৎসা।

বিষমেষু জ্বরেম্বাদৌ ক্রিয়াঃ সংশোধনীঃ চরেৎ।
সংশোধন মৃতে ব্যর্থং ক্ষেত্রমৌষধকল্পনম্ ॥
ব্যাধিক্ষীণস্য জীর্ণস্য দুর্ব্বলস্য জরাবতঃ।
শমনে ন তু জায়েত বমনং বা বিরেচনম্ ॥
বিশুদ্ধবর্ত্মণে তস্মৈ বুদ্ধা দোষবলাবলম্।
ভেষজং শমনং দেয়ং যথামাত্রং বিচক্ষণৈঃ ॥
এরণ্ডতৈল মভয়া পীতমূলী ত্রিবৃত্তথা।
সর্ব্বমেতদ্ধিতং বিজ্ঞাগ্নিরপায়ং বিরেচনম্ ॥
অথ সংশমনার্থঞ্চ গুড়ূচী বিশ্বভেষজম্।
কিরাততিক্তং নিম্বঞ্চ প্রকীর্য্যঞ্চ পটোলকম্ ॥
পক্বা সংপায়য়েৎ ক্বাথং পিপ্পলীচূর্ণ সংযুতম্।
নেপালনিম্বজঃ ক্বাথঃ সদ্যো জ্বরহরঃ স্মৃতঃ ॥
বেগকালেহণুবটিকা বৎসনাভসমাযুতাঃ।
বেগাপায়েতু দেয়াশ্চ হরিবীজযুতা বুধৈঃ ॥
হরিতালস্য সচ্ছেতং বীর্য্যং তজ্জ্বরঘ্নং পরম্।
বিরতৌ সেবনীয়ং তদর্দ্ধসর্ষপমাত্রয়া ॥
জ্বরকুঞ্জরপারীন্দ্রো জয়মঙ্গল এব চ।
বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরো জ্বরান্তকরসস্তথা ॥
যথানুপানযোগেন পীতা এতে রসোত্তমাঃ।
অন্যে চ জ্বরজা জীর্ণং বিষমং ঘ্নন্তি চ জ্বরম্ ॥

শোথেহতিসারে মধুনা বিমর্দ্দিত-
নাভৃষ্টজীরেণ চ বল্লমাত্রকম্।
মালূরপত্রদ্রবসংযুতং তথা
দদ্যাদ্ধি লোহং বিষমজ্বরান্তকম্ ॥

ঐকাহিকারী রসো হন্তি তৃতীয়কজ্বরং পরম্।
তথা চাতুর্থকারিশ্চ ঘোরং চাতুর্থকং জ্বরম্ ॥
রসো বিশ্বেশ্বরস্তদ্বদ্ধন্তি রাত্রিভবং জ্বরম্।
তালযুক্তা রসাঃ সর্ব্বে সর্ব্বেম্বেব হিতা মতাঃ ॥

প্রকীর্য্য নিম্বৌ তুলসী কিরাতো
বাসামৃতা চম্পককণ্টকার্য্যঃ।
শেফালিকা সিন্ধুক ভঙ্গুরাশ্চ
বর্গোঽয়মুক্তঃ কফমুজ্জ্বরঘ্নঃ ॥

বিষমে চ জ্বরে জীর্ণে রুক্ষদেহস্য রোগিণঃ।
ঘৃতং ভেষজসিদ্ধঞ্চ তৈলঞ্চাপি হিতং মতম্ ॥
প্লীহ্নি প্রবৃদ্ধে মূত্রেণ স্বেদস্তত্র প্রশস্যতে।
মৃত্বরেকো বিশেষেণ নিত্যং তত্র হিতো মতঃ ॥

সপ্তাসারঞ্চ কাসীসং প্রত্যেকং বল্লমাত্রকম্ ।
রসোনস্য রসেনৈব মর্দ্দয়িত্বা নিষেবয়েৎ ॥
পীতমূলীং তথা শুণ্ঠীং লৌহং গুঞ্জাদ্বয়োন্মিতম্ ।
কণাক্কাথেন সংমর্দ্দ্য পায়য়েদ্ বাসকাম্ভসা ॥
যকৃদ্‌বৃদ্ধৌ চ গোমূত্রস্বেদো জ্ঞেয়ঃ শুভাবহঃ ।
রেচনং রসচূর্ণেন যথামাত্রেণ শস্যতে ॥
রোহীতকাভয়া শুণ্ঠী ত্রিবৃতানাং পলং পলম্ ।
ক্ষারস্য নরসারস্য কর্ষং কর্ষং বিমর্দ্দয়েৎ ॥
অস্য মাষং দ্বিমাষং বা শৃতশীতেন বারিণা ।
পীত্বা স্বাস্থ্যমবাপ্নোতি যকৃদ্রোগী সুপথ্যভুক্ ॥
স্বেদেন প্রশমং যাতি যকৃজ্জা হৃঙ্গবেদনা ।
ব্যথাসু নিখিলাস্বেব স্বেদঃ শুভকরো মতঃ ॥
দীপনঞ্চানভিষ্যন্দি যদ্ বাতস্যানুলোমনম্ ।
লঘুপাকং সুখজর মশনং তজ্জ্বরে হিতম্ ॥

সমস্ত বিষমজ্বরে প্রথমে সংশোধন ক্রিয়া কর্ত্তব্য। সংশোধন না করিয়া অপর ঔষধ প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে না। ব্যাধিক্ষীণ, জীর্ণদেহ, দুর্ব্বল ও বৃদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে বমন ও বিরেচন শুভজনক নহে। শোধনানন্তর শমন ঔষধ প্রযোজ্য। শোধনার্থ এরণ্ডতৈল, হরীতকী, রেউচিনি ও তেউড়ী ব্যবহার্য্য এই সকল দ্রব্য হিতজনক ও নিরাপদ বিরেচক। সংশমনার্থ গুলঞ্চ, শুঁঠ, চিরাতা, নিমছাল, নাটা ও পটোল পত্র ইহাদের ক্বাথ পিঁপুল চূর্ণের সহিত সেবনীয়। নেপালনিম্বের ত্বকের ক্বাথ সদা জ্বর নিবারক। জ্বরের আক্রমণ কালে মিঠাবিষ সংযুক্ত অণু বটিকা ও বিরামকালে হরিতালযুক্ত অণু বটিকা সেবনীয়। বিরামকালে অর্দ্ধ যব মাত্রায় সেঁকো সেবন করিলে জ্বরের আক্রমণ নিবারিত হইতে পারে। জ্বরকুঞ্জরপারীন্দ্র, জয়মঙ্গল রস, বৃহৎসর্ব্বজ্বরহর লৌহ ও জ্বরান্তক রস প্রভৃতি ঔষধ বিষমজ্বরে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবন করিলে বিষম ও জীর্ণ জ্বর শান্ত প্রশমিত হয়। জ্বরের সহিত শোথ বা অতিসার থাকিলে পুটপাকের বিষম জ্বরান্তক লৌহ ব্যবস্থেয়, জীরাভাজার গুঁড়া, বিল্বপত্রের রস ও মধুর সহিত ২ রতি মাত্রায় মাড়িয়া সেবন করিতে দিবে। বিল্বপত্রের রস, শোথ ও জ্বর নিবারক। তৃতীয়ক জ্বরে ত্র্যাহিকারি, চাতুর্থক জ্বরে চাতুর্থকারি ও রাত্রি জ্বরে বিশ্বেশ্বর রস ব্যবস্থেয়। হরিতাল যুক্ত ঔষধ সমস্ত সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বরে উপকারী। নাটা, নিম, তুলসী, চিরাতা, বাসক, গুলঞ্চ, চাঁপা, কণ্টকারী, শেফালিকা, নিসিন্দা ও আতইচ এই সকল দ্রব্য কফনাশক ও জ্বরঘ্ন। বিষম ও জীর্ণ জ্বরে রোগী রুক্ষদেহ হইলে দশমূলষট্‌পলকাদি ঘৃত পান এবং কিরাতাদি ও অন্যান্য জ্বরঘ্ন তৈল মর্দ্দন উপকারী। প্লীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে ঐ স্থানে উষ্ণ গোমূত্রের স্বেদ ও মৃদু বিরেচন ক্রিয়া কর্ত্তব্য। মুসব্বর ২ রতি ও হীরাকস ২ রতি রসুনের রসে মাড়িয়া সেবন করাইবে। রেউচিনি চূর্ণ, শুঁঠী ও লৌহ প্রত্যেক ২ রতি পরিমাণে লইয়া পিঁপুলের ক্বাথের সহিত মাড়িয়া বটিকা করিবে, এই বটিকা বাসকপত্রের রসের সহিত সেব্য। যকৃদ্‌বৃদ্ধিতে গোমূত্রস্বেদ উপকারী। ইহাতে রসচূর্ণ দ্বারা বিরেচনে উপকার দর্শে। রড়ার ছাল, হরীতকী, শুঁঠ ও তেউড়ী প্রত্যেক ১ পল, যবক্ষার ও নিসাদল প্রত্যেক ২ তোলা একত্র মর্দ্দন করিবে। এই ঔষধ ১ বা ২ মাসা মাত্রায় শৃতশীতল জলের সহিত সেবনীয়। যকৃৎ পীড়ায় স্কন্ধ প্রভৃতিতে বেদনা হয়, তাহার শান্তি জন্য স্বেদক্রিয়া কর্ত্তব্য। স্বেদদ্বারা প্রায় সর্ব্ববিধ বেদনারই শান্তি হইয়া থাকে। অগ্নিদীপক, অনভিষ্যন্দি (যাহা কফজনক নহে), বায়ুর অনুলোমক, লঘুপাক ও অনায়াসপাচ্য পথ্য, জীর্ণজ্বর ও বিষমজ্বর রোগীর পক্ষে উপকারক।

জ্বরস্যোপদ্রবাণাং চিকিৎসা ।

তত্রাদৌ শ্বাসস্য চিকিৎসা ।

সিংহী ব্যাঘ্রী তাম্রমূলী পটোলী
শৃঙ্গী পদ্মা পুষ্করং রোহিণী চ ।
শাকং শুণ্ঠ্যাঃ শৈলমল্ল্যাশ্চ বীজং
শ্বাসং হন্যাৎ সন্নিপাতং দশাঙ্গঃ ॥
মধুনা কৃষ্ণা কট্ফল কর্কট শৃঙ্গীভবং চূর্ণম্ ।
শ্বাসাময়ে মহোগ্রে লীঢ়া লোকঃ সুখীভবতি ॥

জ্বরে শ্বাস থাকিলে বৃহতী, কণ্টকারী, দুরালভা, ঝিঙ্গাবীজ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, লবঙ্গ, কুড়, কট্‌কী, শুণ্ঠীশাক ও ইন্দ্রযব ইহাদের ক্বাথ বা চূর্ণ সেবন করিলে শ্বাস নিবারিত হয়। পিঁপুল, কট্‌ফল ও কাঁকড়াশৃঙ্গী ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত অবলেহেও শ্বাসের শান্তি হইয়া থাকে।

মূর্চ্ছায়াশ্চিকিৎসা ।

আর্দ্রকস্য রসৈর্নস্যং মূর্চ্ছায়ামাচরেন্নরঃ ।
অঞ্জনঞ্চ প্রযুঞ্জীত মধুসিন্ধু শিলোষণৈঃ ॥
শীতাম্ভসাক্ষিসেকঃ সুরভির্ধূপঃ সুগন্ধিপুষ্পঞ্চ ।
মৃদুতালবৃন্তবাতঃ কোমলকদলীদলস্পর্শঃ ॥

জ্বরে মূর্চ্ছা হইলে আদার রসের নস্য, সৈন্ধব, মনঃশিলা ও মরিচ এই তিন দ্রব্য মধুর সহিত মাড়িয়া তাহার অঞ্জন, শীতল জলে চক্ষুঃসেচন, সুগন্ধিপুষ্পের আঘ্রাণ, তালবৃন্তের মৃদুবায়ু এবং কোমল কদলীপত্র স্পর্শ এই সকল উপকারী।

অরুচেশ্চিকিৎসা ।

অরুচৌ তু শৃঙ্গবেররজরসকৈঃ সোষ্ণৈঃ সসিন্ধুজৈঃ
কবলঃ ।
সিন্ধূত্থমাতুলুঙ্গীফলকেশর ধারণং বক্ত্রে ॥

জ্বরে অরুচি হইলে সৈন্ধব লবণ ও আদার রস একত্র মিশ্রিত ও উষ্ণ করিয়া তাহার কবল ধারণ এবং সৈন্ধব লবণ ও টাবালেবুর কেশর মুখে ধারণ কর্ত্তব্য।

ছর্দ্দেশ্চিকিৎসা ।

গুড়ূচ্যাঃ সমধুঃ ক্বাথঃ পীতো বান্তিং নিবারয়েৎ ।
এলাচন্দন যুক্তশ্চ লাজমণ্ডঃ সশর্করঃ ॥

জ্বরে বমি থাকিলে গুলঞ্চের ক্বাথ পান করিলে বমি নিবৃত্ত হয়। এলাইচ চূর্ণ, ঘৃষ্ট শ্বেতচন্দন ও চিনির সহিত খইএর মণ্ড পান করিলেও বমি নিবারণ হইয়া থাকে।

তৃষ্ণায়াশ্চিকিৎসা ।

লাজোদকং মধুযুতং শীতং গুড়বিমর্দ্দিতম্ ।
কাশ্মর্য্য শর্করাযুক্তং পিবেত্তৃষ্ণার্দ্দিতো নরঃ ॥

জ্বরে তৃষ্ণা থাকিলে খই অর্দ্ধপোয়া ১ সের উষ্ণ জলে রাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতে ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে মধু ৪ মাষা, গুড় ৪ মাষা, গাম্ভারীফল চূর্ণ ৪ মাষা ও চিনি ৪ মাষা একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে তৃষ্ণা নিবারণ হয়।

অতীসারস্য চিকিৎসা ।

লঙ্ঘনমেকং মুক্ত্বা নান্যদস্তীহ ভেষজং বলিনঃ ।
সমুদীর্ণ দোষ নিচয়ং শময়তি তৎপাচয়েদপি চ ॥
পাঠামৃতা পর্পটমুস্ত বিশ্বা-
কিরাত তিক্তেন্দ্রযবান্ বিপাচ্য ।
পিবন্ হরত্যেব হঠেন সর্ব্বান্
জ্বরাতিসারানপি দুর্নিবারান্ ॥

জ্বরে অতিসার থাকিলে বলবান্‌ রোগীর পক্ষে লঙ্ঘনের ন্যায় আর ঔষধ নাই। লঙ্ঘন দ্বারা প্রবৃদ্ধ দোষের শান্তি ও পরিপাক হইয়া থাকে। আকনাদি, গুলঞ্চ, ক্ষেত-পাপড়া, মুতা, শুঁঠ, চিরাতা ও ইন্দ্রযব ইহাদের কাথ জ্বরাতিসার নিবারক।

বিড়্‌গ্রহস্য চিকিৎসা।

বিড়্‌গ্রহে বাতজিৎ কর্ম্ম কুর্য্যাদত্রানুলোমনম্‌।
মলঃ প্রবর্ত্তয়েদাশু তীক্ষ্ণাভিঃ ফলবর্ত্তিভিঃ॥
পথ্যারগ্বধ তিক্তা ত্রিবৃদামলকৈঃ শৃতং তোয়ম্‌।
জীর্ণজ্বরে বিবন্ধে দদ্যাদাশ্বেব বিড়্‌গ্রহঃ শাম্যেৎ॥

জ্বরে মলরোধ হইলে বায়ুনাশক অনুলোমন ক্রিয়া করিবে। মলপ্রবর্ত্তনার্থ গুহ্যদেশে তীক্ষ্ণ ফলবর্ত্তি প্রয়োগ কর্ত্তব্য। হরীতকী, সোঁদালআঠা, কট্‌কী, তেউড়ী ও আমলা ইহাদের কাথ মলপ্রবর্ত্তক।

হিক্কায়াশ্চিকিৎসা।

নীরেণ সিন্ধুত্থরজোঽতি সূক্ষ্মং
নস্যেন নূনং বিনিহন্তি হিক্কাম্‌।
শুণ্ঠী হঠাদ্‌বা সিতয়া সমেতা
ধূপোঽথবা হিঙ্গুসমুদ্ভবশ্চ॥

জ্বরে হিক্কা থাকিলে সৈন্ধবলবণ অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া জলের সহিত নস্য গ্রহণ করিলে হিক্কা নিবারণ হয়। এইরূপ শুঁঠ ও চিনির নস্য এবং হিঙ্গুর ধূম হিক্কা নিবারক।

কাসস্য চিকিৎসা।

কাসে কণা কণামূলং বৃহতী কণ্টকারিকা।
বিশ্বভেষজমিত্যেষাং কাথঃ পেয়ঃ সমাক্ষিকঃ॥

জ্বরে কাস থাকিলে পিঁপুল, পিঁপুলমূল, বৃহতী, কণ্টকারী ও শুঁঠ ইহাদের কাথ মধুর সহিত পেয়।

দাহস্য চিকিৎসা।

দাহাধিকারে লিখিতং দাহে কুর্য্যাচ্চিকিৎসিতম্‌।
পরং জ্বরে বিরুদ্ধং যন্নোচিতং তচ্চিকিৎসিতম্‌॥

জ্বরে দাহ উপস্থিত হইলে দাহাধিকারোক্ত চিকিৎসা কর্ত্তব্য। কিন্তু তদধিকারোক্ত যে ক্রিয়া জ্বরে অহিতজনক, তাহা অবিধেয়।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

জ্বরাতিসারাধিকারঃ।

পিত্তজ্বরে পিত্তভবোঽতিসার-
স্তথাতিসারে যদি বা জ্বরঃ স্যাৎ।
দোষস্য দূষ্যস্য সমান ভাবা-
জ্জ্বরাতিসারঃ কথিতো ভিষগ্‌ভিঃ॥
জ্বরাতিসারয়োরুক্তং নিদানং যৎ পৃথক্‌ পৃথক্‌।
ভবেত্তন্মেলনাদ্রোগো জ্বরাতিসারসংজ্ঞকঃ॥

যদি পৈত্তিক জ্বরে পিত্তজন্য অতিসার অথবা অতিসার রোগে জ্বর উপস্থিত হয়, তাহা হইলে দোষ ও দূষ্যের সাম্যভাব হেতু ঐ মিলিত রোগদ্বয়কে জ্বরাতিসার বলা যায়।

জ্বর ও অতিসার এই উভয় রোগের নিদানসমবায় দ্বারা জ্বরাতিসার রোগ উৎপন্ন হয়।

জ্বরাতিসার চিকিৎসা।

জ্বরাতিসারয়োরুক্তং ভেষজং যৎ পৃথক্‌ পৃথক্‌।
ন তন্মিলিতয়োঃ কার্য্যমন্যোন্যং বর্দ্ধয়েদ্‌ যতঃ॥

প্রায়ো জ্বরহরং ভেদি স্তম্ভনং ত্বতিসারনুৎ ।
অতোহন্যোন্য বিরুদ্ধত্বাদ্ বর্দ্ধনং তৎ পরস্পরম্ ॥
ততস্তৌ প্রতিকুর্ব্বীত বিশেষোক্ত চিকিৎসিতৈঃ ।

জ্বর ও অতিসার রোগে যে পৃথক্ পৃথক্ ঔষধ কীর্ত্তিত আছে, মিলিত রোগদ্বয়ে সেই উভয়বিধ ঔষধ মিলিত করিয়া প্রয়োগ করিবে না। করিলে পীড়ার বৃদ্ধি হইবে। কারণ প্রায় সমস্ত জ্বরঘ্ন ঔষধই ভেদক এবং অতিসারঘ্ন ঔষধ সকল ধারক, সুতরাং জ্বরঘ্ন ঔষধ সেবনে অতিসারের বৃদ্ধি ও অতিসারনাশক ঔষধ সেবনে জ্বরের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব জ্বরাতিসারের যে বিশেষ বিশেষ চিকিৎসা লিখিত হইতেছে তাহাই অবলম্বন করিয়া রোগ প্রতিকারে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য।

জ্বরাতিসারিণামাদৌ কুর্য্যাল্লঙ্ঘনপাচনে ।
প্রায়স্তাবামসম্বন্ধং বিনা ন ভবতো যতঃ ॥

জ্বরাতিসারীর পক্ষে প্রথমে লঙ্ঘন ও পাচক ঔষধ ব্যবস্থেয়। কারণ আমসম্বন্ধ ব্যতিরেকে জ্বর বা অতিসার রোগ প্রায় উৎপন্ন হয় না। লঙ্ঘন ও পাচন দ্বারা আমরসের পরিপাক হওয়াতে রোগের বলহ্রাস হয়।

জ্বরাতিসারপেয়াদিক্রমঃ স্যাল্লঙ্ঘিতে হিতঃ ।
জ্বরাতিসারী পেয়াং বা পিবেৎ সাম্লাং শৃতাং নরঃ ॥

এই পীড়ায় লঙ্ঘন ক্রিয়ার পর উপযুক্ত পেয়া ও যবাগু প্রভৃতি পথ্য ব্যবস্থেয়, দাড়িমাদির রস সংযোগে অম্লীকৃত পেয়া সুপথ্য।

হ্রীবেরাদি ক্বাথঃ ।

হ্রীবেরাতিবিষা মুস্ত বিল্ব নাগর ধান্যকৈঃ ।
পিবেৎ পিচ্ছা বিবন্ধঘ্নং শূলদোষামপাচনম্ ।
সরক্তং হন্ত্যতীসারং স [illegible] বিজ্বরম্ ॥

বালা, আতইচ, মুতা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ ও ধন্যা ইহাদের ক্বাথ পান দ্বারা মলের পিচ্ছিলতা, বিবন্ধ, শূল ও আম নিবারিত হয়। এই ক্বাথ জ্বর সহিত বা জ্বরশূন্য রক্তাতিসারেও ব্যবস্থেয় হইতে পারে।

উশীরাদিঃ ।

উশীরং বালকং মুস্তং ধন্যাকং বিশ্বভেষজম্ ।
সমঙ্গা ধাতকী লোধ্রং বিল্বং দীপনপাচনম্ ॥

বেণারমূল, বালা, মুতা, ধন্যা, শুঁঠ, বরাক্রান্তা, ধাইফুল, লোধ ও বেলশুঁঠ ইহাদের ক্বাথ পানে অগ্নির দীপ্তি ও দোষের পরিপাক হয়।

গুড়ূচ্যাদিঃ ।

গুড়ূচ্যতিবিষা ধান্য শুণ্ঠী বিল্বাব্দ বালকৈঃ ।
পাঠাভূনিম্ব কুটজ চন্দনোশীর পদ্মকৈঃ ॥
কষায়ঃ শীতলঃ পেয়ো জ্বরাতীসারশান্তয়ে ।
হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দি পিপাসা দাহশান্তিকৃৎ ॥

গুলঞ্চ, আতইচ, ধন্যা, শুঁঠ, বেলশুঁঠ মুতা, বালা, আকনাদি, চিরাতা, ইন্দ্রযব, রক্তচন্দন, বেণারমূল ও পদ্মকাষ্ঠ ইহাদের ক্বাথ পান দ্বারা বমির বেগ, অরুচি, বমি, পিপাসা ও দাহ সহিত জ্বরাতিসার নিবারিত হয়।

বিল্বপঞ্চকম্ ।

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বলা বিল্বং সদাড়িমম্ ।
বিল্বপঞ্চক মিত্যেতৎ ক্বাথং কৃত্বা প্রদাপয়েৎ ।
অতীসারে জ্বরে ছর্দ্দ্যাং শস্যতে বিল্বপঞ্চকম্ ॥

শালপানি, চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁঠ ও দাড়িমফলের ত্বক্ ইহাদের ক্বাথ পান দ্বারা অতিসার, জ্বর ও বমি নিবারণ হয়।

নাগরাদিঃ।

নাগরাতিবিষা বিল্ব গুড়ূচী মুস্ত বৎসকৈঃ।
কষায়ঃ পাচনঃ শোথজ্বরাতীসারনাশনঃ॥

শুঁঠ, আতইচ, বেলশুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা ও ইন্দ্রযব ইহাদের ক্বাথ পানে শোথ সহিত জ্বরাতীসার নষ্ট হয়।

পঞ্চমূলাদয়ঃ ক্বাথাঃ শস্তাশ্চাত্র ন সংশয়ঃ।
ধান্যশুণ্ঠী বৃহৎ পঞ্চমূল্যাদি ক্বাথ এবচ।
তথা দশমূলশুণ্ঠী ক্বাথঃ শস্তোঽতিসারকে॥

অধিকন্তু পঞ্চমূল্যাদি, বৃহৎ পঞ্চমূল্যাদি দশমূল শুণ্ঠী ও ধান্যশুণ্ঠী প্রভৃতি ক্বাথও এই পীড়ায় দেয়।

চতুর্মাষমিতং ব্যোষচূর্ণং তণ্ডুলতোয়তঃ।
শার্ণং কুটজলেহশ্চ ছাগদুগ্ধানুপানতঃ॥
অথবা তণ্ডুলজলৈর্মাষদ্বয়মিতা তথা।
কলিঙ্গাদিগুড়ী সেব্যা তণ্ডুলোদক সংযুতা।
এবমন্যানি দেয়ানি ভেষজানি যথোদিতং॥

ব্যোষ্যাদি চূর্ণ ৪ মাষা পরিমাণে আতপ চাউলের চাঙুনির জলসহ। কুটজাবলেহ ॥০ তোলা মাত্রায় ছাগদুগ্ধ অথবা আতপ-তণ্ডুলের জলসহ। কলিঙ্গাদি গুড়িকা ২ মাষা পরিমিত আতপ তণ্ডুলের জলসহ। এবং এইরূপ অন্যান্য ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় উপযুক্ত অনুপানের সহিত প্রযোজ্য।

রবিপ্রভা বটী।

অর্কমূলত্বচশ্চূর্ণং রক্তিকাদ্বয়মাত্রকম্।
আভারসং মাষমানং ফণিফেনং যবোন্মিতম্॥
সর্ব্বাণ্যেকত্র সংমর্দ্দ্য খাদেচ্ছীতাম্ভসা নরঃ।
জ্বরাতিসারং হন্ত্যাশু বটিকেয়ং রবিপ্রভা॥

আকন্দমূলের ছালচূর্ণ ২ রতি, বাবলার আঠা ১ মাষা ও অহিফেন ১ যব এই সকল একত্র মাড়িয়া ১টী বটিকা করিবে। অনুপান শীতল জল। ইহা সেবন করিলে শীঘ্র জ্বরাতিসার প্রশমিত হয়।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বরো বাপি রসঃ কনকসুন্দরঃ।
দেয়ো হিতানুপানেন রসো গগনসুন্দরঃ।
অতীসারে জ্বরে চাপি শুভা চ কনকপ্রভা॥

জ্বরাতিসারে সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস, কনকসুন্দর রস, গগণসুন্দর রস ও কনকপ্রভা বটিকা উপযুক্ত অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

জ্বরাতীসারী দ্বিদলং গুর্ব্বন্নং মৈথুনং শ্রমম্।
স্নানং চংক্রমণং রৌদ্রং বহ্নিতাপঞ্চ সন্ত্যজেৎ॥
ছাগীপয়শ্চ মাসূরং যূষং শৃঙ্গাটকং ফলম্।
বিল্বং কমলবীজঞ্চ সদাভ্যবহরেচ্চ সঃ॥

জ্বরাতিসার পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে ডাইল, গুরুপাক অন্ন, মৈথুন, পরিশ্রম, স্নান, অধিক ভ্রমণ, রৌদ্র ও অগ্নিতাপ অনিষ্টকর। ছাগ-দুগ্ধ, মসূরকলায়ের যূষ, পানিফল, বিল্ব ও পদ্মবীজ এই পীড়ায় হিতপ্রদ।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

প্লীহাধিকারঃ।

বিদাহ্যভিষ্যন্দিরতস্য জন্তোঃ
প্রদুষ্ট মত্যর্থ মসৃক্ কফশ্চ।
প্লীহাভিবৃদ্ধিং কুরুতঃ প্রবৃদ্ধৌ
তং প্লীহসংজ্ঞং গদমামনন্তি॥

বামে স পার্শ্বে পরিবৃদ্ধি মেতি
বিশেষতঃ সীদতি চাতুরোঽত্র।
মন্দজ্বরাগ্নিঃ কফপিত্তলিঙ্গৈ-
রূপদ্রুতঃ ক্ষীণবলোঽতিপাণ্ডুঃ॥

বিদাহি অর্থাৎ দাহজনক ও অভিষ্যন্দি দ্রব্য ভোজনরত ব্যক্তির রক্ত ও কফ দূষিত হইয়া প্লীহার বৃদ্ধি সম্পাদন করে। এইরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্লীহাকে প্লীহরোগ কহে। প্লীহা যন্ত্র শরীরের বামপার্শ্বে অবস্থিত, ইহা শারীর-স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার বৃদ্ধি হইলে মন্দ মন্দ জ্বর, ক্ষুধামান্দ্য, কফপিত্ত প্রকোপের লক্ষণোদয়, বলক্ষয় ও দেহ পাণ্ডুবর্ণ হয়। প্লীহরোগাক্রান্ত ব্যক্তি অতিশয় অবসন্ন হইয়া থাকে।

বাতিকস্য প্লীহগদস্য লক্ষণম্।

নিত্যমানদ্ধকোষ্ঠঃ স্যান্নিত্যোদাবর্ত্তপীড়িতঃ।
বেদনাভিঃ পরীতশ্চ প্লীহা বাতিক উচ্যতে॥

এক্ষণে বাতিকাদি ভেদে প্লীহরোগের লক্ষণ লিখিত হইতেছে। বাতিক প্লীহরোগে নিত্য কোষ্ঠ বদ্ধ, উদাবর্ত্ত এবং প্লীহাতে (অন্যান্যাঙ্গেও) অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হয়।

পৈত্তিকস্য প্লীহগদস্য লক্ষণম্।

সজ্বরঃ সপিপাসশ্চ সদাহো মোহসংযুতঃ।
পীতগাত্রো বিশেষেণ প্লীহা পৈত্তিক উচ্যতে॥

পৈত্তিক প্লীহরোগে জ্বর, পিপাসা, দাহ, মোহ ও গাত্রের পীতবর্ণতা উপস্থিত হয়।

শ্লৈষ্মিকস্য লক্ষণম্।

প্লীহা মন্দব্যথঃ স্থূলঃ কঠিনো গৌরবান্বিতঃ।
অরোচকেন সংযুক্তঃ প্লীহা কফজ উচ্যতে॥

শ্লৈষ্মিক প্লীহরোগে প্লীহা অত্যল্প মাত্র বেদনাযুক্ত, স্থূল, কঠিন ও গৌরবযুক্ত হয়। এবং রোগীর গাত্রভার ও অরুচি উপস্থিত হইয়া থাকে।

জ্বরাচ্চ বিষমাদ্ বাপি তথা দুর্জ্জলজান্নৃণাম্।
বেদনা প্লীহ্নি জায়েত তথা শোণিতসঞ্চয়ঃ॥
শোণিতে চ চয়ং প্রাপ্তে প্লীহ্নি দেহস্য শীর্ণতা।
দৌর্ব্বল্যং কৃষ্ণবিট্কত্বং তথা শোণিতসংক্ষয়ঃ॥
সোপদেহা চ রসনা মূত্রস্য চ বিবর্ণতা।
উৎসাহহানিররতি র্নিত্যং মন্দজ্বরস্তথা॥
প্লীহরোগেঽপ্রতিকৃতে শ্বয়থুশ্চরণাদিষু।
দুর্লভোপশমো নৃণাং কালেনাপ্যভিজায়তে॥
জলোদরং দন্তপাতঃ স্রোতোভ্যঃ শোণিতস্রুতিঃ।
অরোচকো বলাভাবঃ কর্ষন্তি প্লীহরোগিণম্॥

বিষমজ্বর ও দূষিতজল দোষ হইতে জাত প্লীহায় বেদনা ও রক্ত সঞ্চয় হইয়া থাকে। প্লীহায় রক্ত সঞ্চয় হইলে দেহ শীর্ণ ও দুর্ব্বল, মল কৃষ্ণবর্ণ, রক্তক্ষয়, জিহ্বা লেপযুক্ত, মূত্র বিবর্ণ, উৎসাহহানি, অস্থিরচিত্ততা ও সর্ব্বদা মন্দজ্বর এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

প্লীহরোগ প্রতীকৃত না হইলে কালক্রমে পাদাদিতে শোথ হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থা দুশ্চিকিৎস্য জানিবে এইরূপ জলোদরে, দন্ত-ভ্রংশ, দৈহিকস্রোতঃ সকল হইতে রক্তস্রাব, অরুচি ও বলাভাব এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত জানিবে।

প্লীহরোগ চিকিৎসা।

পাতব্যো যুক্তিতঃ ক্ষারঃ ক্ষীরেণোদধিশুক্তিজঃ।
তথা দুগ্ধেন পাতব্যাঃ পিপ্পল্যঃ প্লীহশান্তয়ে॥
অর্কপত্রং সলবণং পুটদগ্ধং সুচূর্ণিতম্।
নিহন্তি মস্তুনা পীতং প্লীহানমতিদারুণম॥
হিঙ্গু ত্রিকটুকং কুষ্ঠং যবক্ষারঞ্চ সৈন্ধবম্।
মাতুলুঙ্গদ্রবৈঃ পীত্বা প্লীহানং হন্তি তদগদী॥
পলাশক্ষারতোয়েন পিপ্পলী পরিভাবিতা।
প্লীহগুল্মার্ত্তিশমনী বহ্নিমান্দ্যহরী মতা॥
সুস্বিন্নং শাল্মলীপুষ্পং নিশাপর্য্যুষিতং নরঃ।
রাজিকাচূর্ণসংযুক্তং খাদেৎ প্লীহোপশান্তয়ে॥
গুড়ৈশ্চিত্রকমূলং বা রক্তার্কদলং তথা।
ধাতকীপুষ্পচূর্ণং বা প্রত্যেকং প্লীহনাশনম্॥
তালপুষ্পোদ্ভবঃ ক্ষারঃ সগুড়ঃ প্লীহনাশনঃ।
প্লীহজিচ্ছরপুঙ্খায়াঃ কল্কস্তক্রেণ সেবিতঃ॥
লশুনং পিপ্পলীমূলমভয়াঞ্চৈব ভক্ষয়েৎ।
পিবেদ্ গোমূত্রগণ্ডূষং প্লীহরোগনিবৃত্তয়ে॥

রসেন জম্বীর ফলস্য শঙ্খ-
নাভীরজঃ পীতমবশ্যমেব।
মাষপ্রমাণং শময়েদশেষং
প্লীহাময়ং কূর্ম্মসমানমাশু॥
যমানিকা চিত্রক যাবশূক
ষড়্‌গ্রন্থি দন্তী মগধোদ্ভবানাম্।
চূর্ণং হরেৎ প্লীহগদং নিপীত-
মুষ্ণাম্বুনা মস্তুসুরাসবৈর্বা॥

উষ্ণগোমূত্র সংস্বেদঃ প্রাতঃ প্লীহ্নি নিপীড়নম্।
শোভাঞ্জনত্বচঃ কল্কো লেপায়াত্র চ যুজ্যতে॥
মৃদুরেকো হিতো নিত্যং ভেষজং বহ্নিদীপনম্।
জরণমন্নপানঞ্চ তথাভিষ্যন্দি বর্জ্জনম্।

সমুদ্র শুক্তিভস্ম অথবা পিঁপুলচূর্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে প্লীহার শান্তি হয়। কতকগুলি আকন্দপত্র ও সৈন্ধবলবণ উপর্য্যুপরি ভাবে ভাণ্ডমধ্যে রাখিয়া উহা যথাবিধি লিপ্ত ও অগ্নিগর্ভস্থ করিয়া পুটপাক দিবে এবং যথাসময়ে ভাণ্ড উদ্ধার করিবা তন্মধ্যস্থ ঔষধ খলে চূর্ণ করিবে, ইহা ৵০ আনা মাত্রায় দধির মাত বা জলের সহিত পান করিলে প্লীহরোগ দূরহয়। হিঙ্গু, ত্রিকটু, কুড়, যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ৵০ আনা মাত্রায় টাবালেবুর রসের সহিত পান করিলে প্লীহরোগে উপকার দর্শে। পলাশছালভস্ম জলে গুলিয়া তাহাতে পিঁপুলচূর্ণ ভাবনা দিয়া তাহা সেবন করিলে প্লীহা, গুল্ম ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয়। শিমূলফুল সন্ধ্যার সময় জলে সিদ্ধ ও সমস্ত রাত্রি সেই জলে রাখিয়া প্রাতে উহা কতকগুলি রাইসর্ষপের সহিত বাঁটিয়া সেবন করিলে প্লীহরোগে বিশেষ উপকার দর্শে। চিতামূল, হরিদ্রা, আকন্দপত্র অথবা ধাইফুলচূর্ণ পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করিলে প্লীহা নষ্ট হয়। তালজটা ভস্ম পুরাতন গুড়ের সহিত অথবা শরপুঙ্খামূল বাঁটিয়া গুড়ের সহিত সেবন করিলে উপকার লাভ হয়। রসুন, পিঁপুলমূল, হরীতকী এবং গোমূত্র সেবনে প্লীহার শান্তি হয়। শঙ্খনাভি চূর্ণ ১ মাষা, গোঁড়ালেবুর রসের সহিত পান করিলে শীঘ্র প্লীহার শান্তি হয়। যমানী, চিতামূল, যবক্ষার, বচ, দন্তীমূল ও পিঁপুল ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ৵০ আনা মাত্রায় উষ্ণ জল, দধির মাত, সুরা বা আসবের সহিত পান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। উষ্ণ গোমূত্র দ্বারা প্লীহস্থানে স্বেদ প্রদান, প্রাতঃকালে প্লীহাকে পীড়ন এবং প্লীহা স্থানে সজিনা ছাল বাঁটিয়া প্রলেপ প্রদান কর্ত্তব্য। নিত্য মৃদু বিরেচন, অগ্নি-সন্দীপক ঔষধ, জরণ অন্নপান এবং অভিষ্যন্দি দ্রব্যাদির বর্জন প্লীহরোগীর পক্ষে হিতকর।

কাসীসাদ্যা বটী।

কাসীসং কর্ষসম্মানং রামঠঞ্চ দ্বিকর্ষকম্।
পীতমূলীং চতুঃকর্ষাং মর্দ্দয়েদ্ বিধিনা ভিষক্।

মাষমাত্রাং বটীং কৃত্বা সুরয়া চাসবেন বা ।
রসোনস্য রসেনাপি পায়য়েৎ প্লীহরোগিণে ॥

হীরাকস ১ কর্ষ, হিঙ্গু ২ কর্ষ ও রেউচিনি ৪ কর্ষ এই সমুদায় একত্র জল দিয়া মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সুরা, আসব বা রসুনের রসের সহিত সেবন করিলে প্লীহরোগের শান্তি হয়।

প্লীহারিবটিকা।

কাসীসঞ্চ সহাসারং রসোনঞ্চাপ্যকঞ্চুকম্ ।
সর্ব্বং সংমর্দ্দ্য বটিকা মর্দ্ধমাষপ্রমাণিকাম্ ॥
রচয়িত্বাথ সংশোষ্য যোজয়েৎ প্লীহরোগিণে ।
প্লীহানং নাশয়েদেষা গুল্মঞ্চাপি সুদারুণম্ ॥

হীরাকস, মুসব্বর এবং উপরিস্থ শুষ্ক ত্বক্‌সমূহবর্জ্জিত রসুন এই তিন দ্রব্য সমভাগে মর্দ্দন করিয়া ✓০ আনা প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে প্লীহা ও গুল্ম প্রশমিত হয়।

অভয়ালবণং চৈব তথৈব গুড়পিপ্পলী ।
লোকনাথরসশ্চূর্ণং রোহিতকাদি সম্ভবং ॥
মহামৃত্যুঞ্জয়ং লৌহং যকৃৎপ্লীহারি লৌহকং ।
চিত্রকাদিলৌহ যথো প্লীহান্তকরসস্তথা ॥
প্লীহারিরস এবঞ্চ মহাদ্রবকং এব চ ।
ইত্যাদীনিচ যোজ্যানি যথা যোগ্যানুপানতঃ ।
প্লীহরোগপ্রশান্ত্যর্থং দেহা কালাদিভেদতঃ ॥

অভয়ালবণ ও গুড়পিপ্পলী মাত্রা ✓০ আনা, অনুপান উষ্ণ জল। লোকনাথ রস মাত্রা ২ রতি, অনুপান পুরাতন গুড় ও জীরার গুঁড়া। রোহীতকাদ্য চূর্ণ, অনুপান শীতল জল। এবং মহা মৃত্যুঞ্জয় লৌহ, যকৃৎ প্লীহারি লৌহ, চিত্রকাদি লৌহ, প্লীহান্তক রস ও প্লীহারি রস প্রভৃতি ঔষধ উপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবনীয়। মহাদ্রাবক প্রভৃতি ঔষধও প্লীহারোগে বিশেষ হিতকর। ইহা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন কর্ত্তব্য।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

যকৃদ্রোগাধিকারঃ।

অধো দক্ষিণতো জ্ঞেয়া হৃদয়াদ্ যকৃতঃ স্থিতিঃ ।
ব্যাধয়ো বহবস্তত্র ভবেয়ুর্ভূরি দুঃখদাঃ ॥
ম্লানে তস্মিন্ পুরীষস্যাপ্রবৃত্তিঃ স্বল্পপিত্ততা ।
পাণ্ডুত্বং কর্দ্দমাভত্বংক্লোদন্যাবিলমূত্রতা ॥
উদ্গারসদনাধ্মানচ্ছর্দ্দনোৎক্লেশনাস্থপি ।
প্রাতস্তিক্তাস্যতা নাড্যাঃ কাঠিন্যং বহ্নিমন্দতা ॥
দেহস্য চ মৃদাভত্বং রসনা মলসংযুতা ।
লিঙ্গান্যেতানি জায়ন্তে তত্রাপ্যাকৃষ্টিবদ্ ব্যথা ॥

বক্ষঃস্থলের নিম্নে, দক্ষিণপার্শ্বে যকৃৎ অবস্থিত, ইহা শারীর স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ যকৃতে বহু প্রকার দুঃখ প্রদায়ক ব্যাধি সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। যকৃৎ ম্লান অর্থাৎ ক্রিয়াহীন হইলে কোষ্ঠ বদ্ধ, পিত্তের অল্পতা, দেহ পাণ্ডুবর্ণ, পুরীষ কর্দ্দমবৎ, পিপাসা, মূত্র আবিল, উদ্গার, অবসন্নতা, আধ্মান, বমির বেগ, বমি প্রাতঃকালে মুখে তিক্তাস্বাদ, নাড়ী কঠিন, অগ্নিমান্দ্য, শরীর মৃত্তিকাবর্ণ, জিহ্বা মলসংযুক্ত ও যকৃৎস্থানে আকর্ষণবৎ ব্যথা, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

গতে যকৃতি সংবৃদ্ধিং বেদনা তত্র জায়তে ।
উরোঽস্থি দক্ষিণে স্কন্ধে সক্থি চাপ্যপসব্যগে ॥
দক্ষিণস্য ভবেজ্জাড্যং বাহোস্তিক্তরসাস্যতা ।
বিবর্ণত্বং পুরীষস্য কাসো লোহিতমূত্রতা ॥
অরতির্বলহানিশ্চ জ্বরো বদ্ধাল্পবিট্‌কতা ।
পীতাক্ষত্বঞ্চ পার্শ্বেন শেতে সব্যেন চাতুরঃ ॥
তোদভেদৌ তথা দাহঃ কামলাপ্যস্য জায়তে ।
নিদ্রানাশস্তথা শোথস্তথা সত্ত্বস্য সংক্ষয়ঃ ॥

বিদ্রধির্যকৃতি স্যাচ্চ প্রায়েণ প্রাণনাশনঃ।
তেন ভাগ্যবলাৎ কোঽপি জন্তুরেকঃ প্রমুচ্যতে॥

যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে উহাতে অত্যন্ত বেদনা হয়। ঐ বেদনা বক্ষস্থলের অস্থি, দক্ষিণ স্কন্ধ ও দক্ষিণ চরণ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া থাকে। দক্ষিণ বাহুর জড়তা, মুখে তিক্তাস্বাদ, মল বিবর্ণ, কাস, মূত্র রক্তবর্ণ, অসুস্থচিত্ততা, দৌর্ব্বল্য, জ্বর, মলবদ্ধ বা পরিমাণে অল্প ও নেত্র পীতবর্ণ হয়। এই রোগাক্রান্ত রোগী প্রায় বামপার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকে। সূচীবেধবৎ বেদনা, ভঙ্গবৎ পীড়া, দাহ, কামলা, নিদ্রানাশ, তৃষ্ণা, শোথ ও সত্ত্বগুণের ধ্বংস এই সকল লক্ষণও সংঘটিত হয়। যকৃতে বিদ্রধি হইলে উহা প্রায়ই মারাত্মক হইয়া থাকে, বহুভাগ্যবলে দৈবাৎ কেহ মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে।

মদ্যাদিপানাদত্যুষ্ণগুর্ব্বন্নস্য নিষেবণাৎ।
বেগরোধাদ্দিবাস্বপ্নান্নিশি চাপি প্রজাগরাৎ॥
অতিব্যবায় ভারাধ্বসেবনাদভিঘাততঃ।
তথান্যৈঃ কর্ম্মভির্ঘোরৈ যকৃদ্রোগা ভবন্তি হি॥

অতিশয় মদ্যপান, অত্যুষ্ণ ও গুরুপাক অন্ন ভোজন, মলমূত্রের বেগধারণ, দিবানিদ্রা, রাত্রি জাগরণ, অতি মৈথুন, গুরুভার বহণ, অতিশয় পথ পর্য্যটন এবং অন্যান্য দুঃখজনক কার্য্যদ্বারা যকৃতে বিবিধ রোগ জন্মিয়া থাকে।

যকৃদ্রোগচিকিৎসা।

প্লীহোদ্দিষ্টাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা যকৃদ্রোগে সমাচরেৎ।
প্রাতর্মূত্রেণ সংস্বেদঃ প্লীহবৎ তত্র চেষ্যতে॥

যকৃৎ পীড়ায় প্লীহাধিকারোক্ত সমস্ত ক্রিয়া কর্ত্তব্য। ইহাতেও প্রাতঃকালে প্লীহবৎ গোমূত্র স্বেদ বিধেয়।

ক্ষারং বিড়ঙ্গকৃষ্ণাভ্যাং পূতিকস্যাম্বুনিঃসৃতম্।
পিবেৎ প্রাতর্যথাবহ্নি যকৃৎপ্লীহপ্রশান্তয়ে॥

প্রত্যহ প্রাতে যবক্ষার, বিড়ঙ্গ ও পিপুল-চূর্ণ সমানভাগে মিশ্রিত করিয়া /০ বা ৵০ আনা মাত্রায় সেবন করিলে এবং নাটা-করঞ্জের ছালের বা কচিপত্রের রস প্রাতে সেবন করিলে যকৃৎ রোগের শান্তি হয়।

জলৌকাভি হরেদ্রক্তং ক্ষারং বা তত্র পাতয়েৎ।
শিগ্রুত্বগ্‌রাজিকা চূর্ণৈর্লেপস্তত্র চ যুজ্যতে॥

যকৃৎপ্রদেশ হইতে জলৌকাদ্বারা রক্ত-মোক্ষণ এবং ঐ স্থানে ক্ষার প্রয়োগ অথবা সজিনাছাল ও সর্ষপচূর্ণ একত্র বাটিয়া প্রলেপ প্রদান কর্ত্তব্য।

তোয়েন প্রস্থমানেন মহাদ্রাবককর্ষকম্।
মেলয়িত্বাথ তৎস্থান মূর্ব্বজ্ব্যাদ্যঞ্চ মর্দ্দয়েৎ॥

মহাদ্রাবক ২ তোলা, ৪ সের জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা যকৃৎস্থান, ঊরুদেশ ও পাদাদি মর্দ্দন কর্ত্তব্য।

পীতমূলাভয়া ধাত্রী দ্রাক্ষারগ্বধসিন্ধুজৈঃ।
রেচয়েদ্রসচূর্ণেন তৈলেনৈরণ্ডজেন বা॥

রেউচিনি, হরীতকী, আমলা, দ্রাক্ষা, সোঁদালের আঠা ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেক ৵০ আনা মাত্রায় একত্র করিয়া, রসচূর্ণ ৪ রতি মাত্রায় অথবা এরণ্ডতৈল /০ ছটাক মাত্রায় সেবন করাইয়া বিরেচন করাইবে।

অগ্নিপ্রভা বটী।

সৈন্ধবং নরসারঞ্চ যবক্ষারং তথা বিড়ম্।
মর্দ্দয়েদ্রসসিন্দূরং পটোলমূলজৈ রসৈঃ॥
মাষমানাং বটীং কৃত্বা ছায়াশুষ্কাং সমাচরেৎ।
প্রাতঃ প্রাতঃ পায়য়েত্তাং কোকিলাক্ষাম্ভসা সমম্॥
যকৃদ্রোগং মহাঘোরং প্লীহানমতিদারুণম্।
বাতাষ্ঠীলাং বহ্নিমান্দ্যং গুল্মঞ্চৈব ব্যপোহতি॥

সৈন্ধবলবণ, নিসাদল, যবক্ষার, বিট্ লবণ ও রসসিন্দুর প্রত্যেক সমানভাগ, পটোলমূলের রস দিয়া মাড়িয়া এক মাষা প্রমাণ বটিকা করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। ইহার এক একটী প্রত্যহ প্রাতে কুলেখাড়ার রসের সহিত সেবনীয়। ইহাতে যকৃৎ, প্লীহা, বাতাষ্ঠীলা, অগ্নিমান্দ্য ও গুল্ম রোগ প্রশমিত হয়।

যকৃচ্ছূলবিমর্দ্দিনী বটিকা।

নরসারং কর্ষমানং সৈন্ধবঞ্চ দ্বিকর্ষকম্।
কোকিলাক্ষোদ্ভবং বীজং ত্বচং রোহিতকস্য চ ॥
যমানীং চিত্রকঞ্চাপি দশকর্ষপ্রমাণকম্।
সংমর্দ্দ্য বদরাস্থ্যাভাং বটিকাং পূতিকাম্বুনা ॥
কৃত্বা তাং যোজয়েদ্ধীমান্ কারবেল্লাম্ভসা সমম্।
হন্ত্যেষা যকৃতো ব্যাধীন্ গুল্মপ্লীহোদরাণি চ ॥
বাতাষ্ঠীলামাববাতং বহ্নিমান্দ্যং সুদারুণম্।
শূলঞ্চ বটিকা নাম্না যকৃচ্ছূলবিমর্দ্দিনী ॥

নিসাদল ২ তোলা, সৈন্ধব ৪ তোলা, কুলেখাড়াবীজ, রোহীতকছাল, যমানী ও চিতামূল প্রত্যেক ২০ তোলা এই সমুদায় দ্রব্য নাটাকরঞ্জের রসে মর্দ্দন করিয়া কুল আঁটির ন্যায় বটিকা করিবে। ইহার এক একটী করোলাপত্রের রসের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে যকৃদ্রোগ, গুল্ম, প্লীহা, উদররোগ, বাতাষ্ঠীলা, আমবাত, অগ্নিমান্দ্য ও শূলরোগের শান্তি হয়।

কলধৌতাদি রসঃ।

রস গন্ধক লৌহাভ্রং তার মাক্ষিক সংযুতম্।
সূতপাদমিতং হেম মর্দ্দয়েৎ কন্যকাদ্রবৈঃ ॥
ধান্যরাশৌ নিশাস্তিস্রো বাসয়েদ্রসকর্ম্মবিৎ।
রসোঽয়ং কলধৌতাদির্বল্লমাত্রঃ প্রযুজ্যতে ॥
বাতব্যাধীনপস্মারং যকৃদ্রোগং জ্বরং ক্রিমীন্।
ক্লৈব্য মুন্মাদ মত্যুগ্রং কাসাংশ্চায়ং ব্যপোহতি ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, রৌপ্য ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ ।০ তোলা এই সমুদায় ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া তিন দিবস ধান্যরাশির অন্তর্নিহিত করিয়া রাখিবে। পরে উদ্ধৃত করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে বাতব্যাধি, অপস্মার, যকৃতের পীড়া, জ্বর, ক্রিমি, ক্লৈব্য, উন্মাদ ও কাস রোগ নষ্ট হয়।

যকৃদ্দারণসিংহোরসঃ।

সিন্দূরমভ্রকং তালং লৌহং কর্ষপ্রমাণকম্।
মাক্ষিকঞ্চাভয়াক্কাথৈর্মর্দ্দয়েদ্দিবসত্রয়ং ॥
বল্লমাত্রাং বটীং কৃত্বা ছায়াশুষ্কাং সমাচরেৎ।
যকৃদ্দারণসিংহোঽসৌ যকৃদ্রোগনিকৃন্তনঃ ॥

রসসিন্দুর, অভ্র, হরিতাল, লৌহ ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক ২ তোলা, সমুদায় একত্র করিয়া হরীতকীর কাথ দিয়া মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে যকৃতের পীড়া প্রশমিত হয়।

রসরাজো যকৃদরি লৌহো বিদ্যাধরোরসঃ।
রোহিতকাদি লৌহশ্চ তথা প্লীহহরাণি চ।
যকৃদ্রোগে প্রযোজ্যানি বুদ্ধা দোষ বলাবলং ॥

যকৃদরিলৌহ, রসরাজ, বিদ্যাধর রস ও রোহীতকলৌহ প্রভৃতি ঔষধ উপযুক্ত অনুপানের সহিত ব্যবস্থা করিবে। প্লীহাধিকারোক্ত ঔষধ সমস্তও যকৃৎ পীড়ায় প্রযোজ্য।

জীর্ণজ্বরাধিকারোক্ত ভেষজানি প্রযোজয়েৎ।
যকৃৎপ্লীহরোগেষু দেশকালবিভাগবিৎ ॥

জীর্ণজ্বরাধিকারে যে সমস্ত ঔষধ লিখিত হইয়াছে, তাহাদের প্রায় সমস্তই প্লীহা ও যকৃৎ পীড়ায় দেশকাল পাত্রভেদে ব্যবস্থেয় হইতে পারে।

বিদ্রধিং যকৃতি জ্ঞাত্বা হিক্কা শ্বাস ব্যথাদিভিঃ।
শস্ত্রং ত্রিকূর্চ্চকং তত্র প্রযুঞ্জ্যাচ্ছস্ত্রকোবিদঃ॥
পায়য়িত্বা সুরাং পূর্ব্বং বলসত্ত্বোপযোগিনীম্।
অগ্রোপহরণীয়োক্তং সমাহৃত্য জলাদিকম্॥
সত্যেনাপ্যনৃতেনাপি বচসাশ্বাস্য চাতুরম্।
ঈশ্বরং মনসা ধ্যাত্বা সর্ব্বাপদ্‌বিনিবারণম্॥
ক্ষিপ্রহস্তো বলী ধীরঃ স্থিরচিত্তো বিচক্ষণঃ।
বহুশো দৃষ্টকর্ম্মা চ কৃতকর্ম্মাভয়ো ভিষক্॥
শস্ত্রং শস্ত্রগুণোপেতং পরিগৃহ্য ত্রিকূর্চ্চকম্।
সবেদনং শোথযুতং ভিত্ত্বা চর্ম্ম সলোহিতম্॥
অন্তঃ প্রবেশয়েদাশু বিদ্রধির্ভিদ্যতে যথা।
বহির্নয়েত্ততঃ শস্ত্রং তস্য নাড়িকয়া বিনা॥
অবধানেন তৎ কার্য্যং নানিলোঽন্তর্যথা বিশেৎ।
ততো জলাভিষেকাদ্যৈঃ শস্ত্রপাতব্যথাকুলম্॥
সমাশ্বাস্যাপসব্যেন পার্শ্বেন শায়য়েত্তু তম্।
সক্ষীরমতসীকল্কং সাজ্যং তত্র চ লেপয়েৎ॥
অহিফেনাসবং সম্যঙ্‌মাত্রয়া পরিযোজয়েৎ।
ক্ষীরং মাংসরসঞ্চৈনং পায়য়েদ্‌ বলসাধনম্॥
ততো মাসদ্বয়ং যাবদাতুরঃ প্রাপ্তজীবিতঃ।
সুখং তিষ্ঠেৎত্যজেচ্ছ্রান্তিং ভুঞ্জীত লঘু পোষণম্॥

যকৃৎরোগীর হিক্কা, শ্বাস ও বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইলে যকৃতে বিদ্রধি হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তখন উহাতে ত্রিকূর্চ্চক নামক শস্ত্র প্রয়োগ কর্ত্তব্য। শস্ত্রপাত করিবার পূর্ব্বে রোগীকে তাহার বল ও সত্বের উপযোগিনী সুরা পান করাইয়া এবং অগ্রোপহরণীয়োক্ত বিধি সমুদায়ের আয়োজন করিয়া তাহাকে সত্য বা মিথ্যা দ্বারা, যে প্রকারেই হউক অবশ্য আশ্বাসিত করিবে। পরে সর্ব্ব বিপদনাশক জগদীশ্বরকে ধ্যান করিয়া শস্ত্র গ্রহণ করিবে। যে চিকিৎসক লঘুহস্ত, বলবান্‌, স্থিরচিত্ত, জ্ঞানবান্‌, যিনি বহুবার তাদৃশ কর্ম্ম দর্শন ও স্বয়ং করিয়াছেন এবং যিনি নির্ভয় চিত্ত, তাঁহারই শস্ত্রক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বগুণযুক্ত, নির্দ্দোষ শস্ত্র ব্যবহার্য্য। যকৃতের উপর যেস্থানে বেদনা ও শোথ দৃষ্ট হয় এবং যেস্থানের চর্ম্ম লোহিত-বর্ণ হয়, সেইস্থানে শস্ত্র যোজন করিয়া শীঘ্র অন্তঃপ্রবেশন ও যকৃতের বিদ্রধি ভেদ করিবে। ভেদ করিয়া উহার নলটী সংলগ্ন রাখিয়া শস্ত্র বহির্নীত করিবে। সাবধান থাকিবে, যেন রন্ধ্রপথে বাহ্যবায়ু কোন প্রকারে অন্তঃপ্রবিষ্ট না হয়।

এইরূপে শস্ত্রক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া শস্ত্র-বেদনাকুল রোগীকে জলাভিষেকাদি দ্বারা সুস্থ করিয়া দক্ষিণপার্শ্বে শয়ন করাইবে। পরে দুগ্ধের সহিত তিসী বাঁটিয়া ঘৃতাক্ত ও ঈষৎ উষ্ণ করিয়া ঐ স্থানে লেপন করিবে। এই অবস্থায় রোগীকে পূর্ণ মাত্রায় অহিফেনা-সব সেবন করান কর্ত্তব্য, এবং দুগ্ধ ও মাংস প্রভৃতি বলকারক পথ্য ব্যবস্থেয়। এইরূপে রোগী পুনর্জীবন লাভ করিলে দুই মাসকাল তাহার পক্ষে শ্রম রহিত হইয়া নিশ্চিন্তভাবে অবস্থান এবং লঘু ও দেহপোষক পথ্য ভোজন করান কর্ত্তব্য।

বিদ্রধৌ মহতি প্রাজ্ঞঃ শস্ত্রমুৎপলপত্রকম্।
যুঞ্জ্যান্নোপক্রমেজ্জন্তুং সঞ্জাতানেকবিদ্রধিম্॥

বিদ্রধি বৃহৎ বোধ হইলে উৎপল পত্র নামক শস্ত্র প্রয়োগ কর্ত্তব্য। যকৃতে যদি অনেকগুলি বিদ্রধি হয়, তাহা হইলে শস্ত্রাঘাত করিয়া রোগীকে বৃথা কষ্ট দিবার আবশ্যকতা নাই।

মদ্যমগ্ন্যাতপং শ্রান্তিং গুর্ব্বন্নং বিষমাশনম্।
তীক্ষ্ণাশনং দিবাস্বাপং নিশি চাপি প্রজাগরম্॥

তৌর্য্যত্রিকমধ্বাধ্বানং শোকচিন্তা ভয়ানি চ।
ক্রোধবেগং বেগরোধং যকৃদ্রোগী পরিত্যজেৎ॥

যকৃদ্রোগীর পক্ষে মদ্য, অগ্নিতাপ, শ্রম, শুষ্কপাকঅন্ন, বিষমভোজন, তীক্ষ্ণদ্রব্যআহার, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, নৃত্য, গীত, বাদ্য, পথপর্য্যটন, শোক, চিন্তা, ভয়, ক্রোধ ও মল মূত্রাদির বেগধারণ এই সমুদায় পরিত্যাজ্য।

জীর্ণজ্বরে হিতং যদ্ যদ্ যদ্যৎ তত্রাহিতং মতম্।
যকৃৎ প্লীহাময়ে চাপি তথা জ্ঞেয়ং হিতাহিতম্॥

জীর্ণজ্বরে যাহা যাহা পথ্য ও যাহা যাহা অপথ্য, যকৃৎ ও প্লীহারোগেও পথ্যাপথ্য তদ্রূপ।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

পাণ্ডু কামলা হলীমকাধিকারঃ।

পাণ্ডুরোগাঃ স্মৃতাঃ পঞ্চ বাতপিত্তকফৈস্ত্রয়ঃ।
চতুর্থঃ সন্নিপাতেন পঞ্চমো ভক্ষণান্মৃদঃ॥

পাণ্ডুরোগ পাঁচ প্রকার, যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতিক ও মৃত্তিকা-ভক্ষণোৎপন্ন।

তস্য বিপ্রকৃষ্ট নিদান পূর্ব্বিকা সংপ্রাপ্তিঃ।

ব্যবায়মম্লং লবণানি মদ্যং,
মৃদং দিবাস্বপ্নমতীব তীক্ষ্ণম্।
নিষেবমাণস্য বিদূষ্য রক্তং,
দোষাস্ত্বচং পাণ্ডুরতাং নয়ন্তি॥

ব্যবায় অর্থাৎ মৈথুন (ব্যবায় স্থলে ব্যায়াম এই পাঠও দৃষ্ট হয়), অম্ল, লবণ, মদ্য, মৃত্তিকা, দিবানিদ্রা ও অতি তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য (রাইসর্ষপ ও লঙ্কামরিচ প্রভৃতি) বাহুল্যরূপে সেবন করিলে বাতাদি দোষত্রয় রক্তকে দূষিত করিয়া ত্বক্‌কে পাণ্ডুবর্ণ করে।

তস্য পূর্ব্বরূপাণি।

ত্বক্‌স্ফোট নিষ্ঠীবন গাত্রসাদং
মৃদ্‌ভক্ষণ প্রেক্ষণ কূটশোথাঃ।
বিণ্মূত্র পীতত্ব মথাবিপাকো
ভবিষ্যতস্তস্য পুরঃসরাণি॥

ত্বকের স্ফুটন (ফাটা ফাটা), মুখ দিয়া জলউঠা, শরীরের অবসন্নতা, মৃত্তিকা-ভক্ষণেচ্ছা, নেত্রগোলকে শোথ, মল মূত্রের পীতবর্ণতা এবং অন্নের অপরিপাক এই সকল পাণ্ডুরোগের পূর্ব্বলক্ষণ।

বাতিকস্য পাণ্ডুরোগস্য লক্ষণম্।

ত্বঙ্‌মূত্রনয়নাদীনাং রুক্ষ কৃষ্ণারুণাভতা।
বাতপাণ্ড্বাময়ে কম্প তোদানাহ ভ্রমাদয়ঃ॥

বাতজ পাণ্ডুরোগে, ত্বক মূত্র ও নেত্র প্রভৃতি রুক্ষ, কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ, কম্প, সূচীবেধবৎ বেদনা, আনাহ ও ভ্রম প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়।

ত্বক্ প্রভৃতি কৃষ্ণ বা ঈষৎ লোহিত বর্ণ হইলেও তাহাতে পাণ্ডুভাব বর্ত্তমান থাকে। পিত্তজাদিতেও ঐরূপ জানিবে।

পৈত্তিকস্য লক্ষণম্।

পীতত্বঙ্‌নখ বিণ্মূত্রো দাহতৃষ্ণা জ্বরান্বিতঃ।
ভিন্নবিট্‌কোঽতিপীতাভঃ পিত্তপাণ্ড্বাময়ে নরঃ॥

পৈত্তিক পাণ্ডুরোগে ত্বক্, নখ, মল ও মূত্র পীতবর্ণ, দাহ, তৃষ্ণা, জ্বর, দ্রবমলনির্গম এবং সমস্ত দেহ অতিশয় পীতবর্ণ হয়।

শ্লৈষ্মিকস্য লক্ষণম্।

কফপ্রসেকশ্বয়থু তন্দ্রালস্যাতিগৌরবৈঃ।
পাণ্ডুরোগী কফাচ্ছুক্লৈস্তত্ত্বঙ্মূত্র নয়নাননৈঃ॥

কফজ পাণ্ডুরোগে মুখ ও নাসিকা দিয়া কফস্রাব, শোথ, তন্দ্রা, আলস্য, শরীরে অত্যন্ত ভারবোধ এবং ত্বক্, মূত্র, চক্ষুঃ ও মুখ শুক্লবর্ণ হয়।

সান্নিপাতিকস্য লক্ষণম্।

সর্ব্বান্নসেবিনঃ সর্ব্বে দুষ্টা দোষাস্ত্রিদোষজম্।
ত্রিদোষলিঙ্গং কুর্ব্বন্তি পাণ্ডুরোগং সুদুঃসহম্॥

পাণ্ডুরোগের কারণভূত সর্ব্বপ্রকার অন্ন আহার করিলে বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিন দোষই কুপিত হইয়া বাতিক পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক তিন প্রকার পাণ্ডুরোগের লক্ষণ সমষ্টিবিশিষ্ট, অতি যন্ত্রণাপ্রদ ও দুষ্প্রতীকার্য্য সান্নিপাতিক পাণ্ডুরোগ উৎপন্ন করে।

মৃজ্জস্য সংপ্রাপ্তিঃ।

মৃত্তিকাদনশীলস্য কুপ্যত্যন্যতমো মলঃ।
কষায়া মারুতং পিত্ত মূষরা মধুরা কফম্।
কোপয়েন্মৃদ্রসাদীংশ্চ রৌক্ষ্যাদ্ ভুক্তঞ্চ রুক্ষয়েৎ।
পূরয়ত্যবিপক্কৈব স্রোতাংসি নিরুণদ্ধ্যপি॥
ইন্দ্রিয়াণাং বলং হত্বা তেজো বীর্য্যৌজসী তথা।
পাণ্ডুরোগং করোত্যাশু বলবর্ণাগ্নিনাশনম্॥

কতকগুলি লোকের এইরূপ স্বভাব আছে, তাহারা মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়া থাকে। মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলে বায়ু, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয়ের মধ্যে কোন একটী কুপিত হয়। কষায়গুণযুক্ত মৃত্তিকা বায়ুকে, উষরা অর্থাৎ সক্ষার মৃত্তিকা পিত্তকে এবং মধুর মৃত্তিকা কফকে প্রকুপিত করিয়া থাকে। ভুক্তমৃত্তিকা নিজরুক্ষতাবশতঃ রসাদি ধাতু সমস্ত ও ভুক্ত অন্নকে রূক্ষ করিয়া তুলে। ঐ মৃত্তিকা জীর্ণ না হইয়া শিরা সমস্ত পূর্ণ ও রুদ্ধ করে। এইরূপে ঐ মৃত্তিকা ইন্দ্রিয়শক্তি, তেজঃ, বীর্য্য, ওজঃ, বল, বর্ণ ও পাচকাগ্নি নষ্ট করিয়া পাণ্ডুরোগ উৎপাদন করে।

তস্য লক্ষণম্।

মৃদ্ভক্ষণাদ্ ভবেৎ পাণ্ডু স্তন্দ্রালস্যনিপীড়িতঃ।
সকাসশ্বাসশূলার্ত্তঃ সদারুচিসমন্বিতঃ।
শূনাক্ষিকূট গণ্ডভ্রূঃ শূনপান্নাভিমেহনঃ।
ক্রিমিকোষ্ঠোঽতিসার্য্যেত মলং সাসৃক্ কফান্বিতম্।

মৃত্তিকা ভক্ষণ জন্য পাণ্ডুরোগে তন্দ্রা, আলস্য, কাস, শ্বাস, শূল, অরুচি, নেত্রগোলকে, গণ্ডদেশে, ভ্রূতে, পাদে, নাভিতে ও মেঢ্রে শোথ এবং কোষ্ঠে ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ক্রিমি জন্মিলে রক্ত ও কফ সংযুক্ত মল নির্গত হয়।

পাণ্ডুরোগস্যারিষ্ট লক্ষণম্।

জ্বরারোচক হৃল্লাস ছর্দ্দি তৃষ্ণা ক্লমান্বিতঃ।
পাণ্ডুরোগী ত্রিভির্দোষৈ স্ত্যাজ্যঃ ক্ষীণো হতেন্দ্রিয়ঃ।
পাণ্ডুরোগশ্চিরোৎপন্নঃ খরীভূতো ন সিধ্যতি।
কালপ্রকর্ষাচ্ছূনাঙ্গো যো বা পীতানি পশ্যতি।
বদ্ধাল্পবিট্ সহরিতং সকফং যোঽতিসার্য্যতে।
দীনঃ শ্বেতাদিদিগ্ধাঙ্গশ্ছর্দ্দি মূর্চ্ছা তৃড়র্দ্দিতঃ।
স নাস্ত্যসৃক্ক্ষয়াদ্ যশ্চ পাণ্ডুঃ শ্বেতত্ব মাপ্নুয়াৎ।
পাণ্ডুদন্তনখো যস্তু পাণ্ডুনেত্রশ্চ যো ভবেৎ।
পাণ্ডুসংঘাতদর্শী চ পাণ্ডুরোগী বিনশ্যতি।

অন্তেষু শূনং পরিহীনমধ্যং
ম্লানং তথান্তেষু চ মধ্যশূনম্।
গুদে চ শেফস্যথ মুষ্কয়োশ্চ,
শূনং প্রতাম্যন্ত মসংজ্ঞকল্পম্॥
বিবর্জ্জয়েৎ পাণ্ডুকিনং যশোর্থী,
তথাতিসার জ্বরপীড়িতঞ্চ॥

সান্নিপাতিক পাণ্ডুরোগে জ্বর, অরুচি, বমিরবেগ, বমি, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, বলক্ষয় ও ইন্দ্রিয়শক্তি লোপ হইলে রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত। পাণ্ডুরোগ বহুদিবস স্থিত হইয়া খরীভূত (ইহার দ্বারা সমুদায় ধাতু অতি রুক্ষিত) হইলে অসাধ্য হয়। দীর্ঘকাল স্থিত পাণ্ডুরোগে শোথ ও বাহ্যবস্তু সমূহ পীতবর্ণ বলিয়া বোধ হইলে তাহা অসাধ্য। রোগীর মল বদ্ধ, অল্প, হরিতবর্ণ ও কফযুক্ত হইলে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। রোগী দীন, শ্বেতবর্ণাদি দ্বারা লিপ্তাঙ্গবৎ এবং বমি, মূর্চ্ছা ও তৃষ্ণা দ্বারা ক্লান্ত হইলে তাহার জীবনআশা বৃথা। পাণ্ডুরোগী রক্তক্ষয় হেতু অতিশয় ধবলাঙ্গ হইলে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত। এই পীড়ায় দন্ত, নখ ও নেত্র পাণ্ডুবর্ণ এবং বাহ্যবস্তু সকলকে পাণ্ডুবর্ণ বলিয়া বোধ হইলে তাহা অচিকিৎস্য। হস্ত পদে শোথ, মধ্যকায় শুষ্ক অথবা মধ্যকায়ে শোথ, হস্ত পদ ম্লান এইরূপ হইলেও রোগ অপ্রতীকার্য্য। গুহ্যদেশে লিঙ্গে ও কোষদ্বয়ে শোথ, অতিশয় গ্লানি, সংজ্ঞালুপ্তবৎ, অতিসার এবং জ্বর এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে চিকিৎসক রোগীকে পরিত্যাগ করিবেন।

কামলায়া নিদানপূর্ব্বিকা সংপ্রাপ্তিঃ।

পাণ্ডুরোগী তু যোঽত্যর্থং পিত্তলানি নিষেবতে।
তস্য পিত্ত মসৃঙ্মাংসং দগ্ধ্বা রোগায় কল্পতে।

পাণ্ডুরোগ পীড়িত ব্যক্তি অতিশয় পিত্তজনক দ্রব্য সেবন করিলে তজ্জনিত পিত্ত তাহার রক্ত ও মাংসকে দূষিত করিয়া কামলা রোগ উৎপাদন করে।

তস্যা লক্ষণম্।

হারিদ্রনেত্রঃ স ভৃশং হারিদ্রত্বঙ্ নখাননঃ।
পীতরক্ত শকৃন্মূত্রো ভেকবর্ণো হতেন্দ্রিয়ঃ॥
দাহাবিপাক দৌর্ব্বল্য সদনারুচিকর্ষিতঃ।
কামলা বহুপিত্তৈষা কোষ্ঠশাখাশ্রয়া মতা॥
কালান্তরাৎ খরীভূতা কৃচ্ছ্রা স্যাৎ কুম্ভকামলা॥

কামলারোগে চক্ষুঃ, ত্বক্, নখ ও মুখ হরিদ্রাবর্ণ, মল ও মূত্র পীত বা রক্তবর্ণ, শরীরের বর্ণ কখন কখন বর্ষাকালীন ভেকের ন্যায় ও ইন্দ্রিয় শক্তির লোপ হয়, এবং দাহ, ভুক্তান্নের অপরিপাক, দৌর্ব্বল্য, অবসন্নতা ও অরুচি হইয়া থাকে। কামলারোগ সঞ্চিত-বহুপিত্ত জন্য উৎপন্ন হয়। ইহা দুই প্রকার এক কোষ্ঠাশ্রিত, অপর রক্তাদি ধাতু সংশ্রিত। কামলা দীর্ঘকাল স্থিতি জন্য খরীভূত হইলে তাহাকে কুম্ভকামলা কহে, ইহা কোষ্ঠ সংশ্রিত।

কুম্ভকামলায়া অরিষ্টলক্ষণম্।

ছর্দ্দ্যরোচকহৃল্লাস জ্বরক্লমনিপীড়িতঃ।
নশ্যতি শ্বাসকাসার্ত্তো বিড়্ভেদী কুম্ভকামলী॥

কুম্ভকামলা রোগে বমি, অরুচি, বমির বেগ, জ্বর, ক্লান্তি ও উদরাময় এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হইলে রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত।

কামলয়োররিষ্ট লক্ষণানি।

কৃষ্ণপীতশকৃন্মূত্রো ভৃশং শূনশ্চ মানবঃ।
সরক্তাক্ষি মুখচ্ছর্দ্দি বিণ্মূত্রো যশ্চ তাম্যতি।

দাহারুচি তৃড়ানাহ তন্দ্রা মোহসমন্বিতঃ।
নষ্টাগ্নিসংজ্ঞঃ ক্ষিপ্রং হি কামলাবান্ বিপদ্যতে॥

কামলা ও কুম্ভকামলা রোগে মল মূত্র কৃষ্ণ বা পীতবর্ণ, অতিশয় শোথ এবং চক্ষুঃ, মুখ, বমি, মল ও মূত্র ইহাদের বর্ণ রক্তবর্ণ পীড়া অচিকিৎস্য। একমাত্র মূর্চ্ছা উপস্থিত হইলেও রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত। দাহ, অরুচি, তৃষ্ণা, আনাহ, তন্দ্রা, মোহ, অগ্নিনাশ ও সংজ্ঞালোপ এই গুলি অরিষ্ট লক্ষণ।

হলীমকস্য লক্ষণম্।

যদাতু পাণ্ডোর্বর্ণঃ স্যাদ্ধরিতশ্যাবপীতকঃ।
বলোৎসাহক্ষয়স্তন্দ্রা মন্দাগ্নিত্বং মৃদুজ্বরঃ॥
স্ত্রীষহর্ষোঽঙ্গমর্দ্দশ্চ শ্বাসতৃষ্ণারুচিভ্রমাঃ।
হলীমকং তদা তস্য বিদ্যাদনিলপিত্ততঃ॥

পাণ্ডুরোগীর বর্ণ হরিত, শ্যাব বা পীতবর্ণ হইলে এবং বল ও উৎসাহের ক্ষয়, তন্দ্রা, অগ্নিমান্দ্য, মৃদুজ্বর রিরংসার (রমণেচ্ছার) অভাব, অঙ্গবেদনা, শ্বাস, তৃষ্ণা, অরুচি ও ভ্রম এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে, সেই অবস্থাকে হলীমক রোগ বলা যায়। ইহা পাণ্ডুরোগেরই অবস্থাভেদ মাত্র। এইরূপ অবস্থা বায়ু ও পিত্তের প্রকোপাধিক্য বশতঃ হইয়া থাকে।

রোগাঃ পাণ্ড্বাদয়ো জ্ঞেয়া যকৃদ্দোষসমুদ্ভবাঃ।
যকৃতি স্বস্থতাং প্রাপ্তে শাম্যন্তি ব্যাধয়শ্চ তে॥
পিত্তকোষভবং পিত্তং গ্রহণীং নাবিশেদ্ যদি।
স্রোতোভিস্তৎ সমাকৃষ্টং দূষয়ত্যথ শোণিতম্॥
অথবাম্লগুণং পিত্তং যকৃতো গ্রহণীং গতম্।
স্রোতোভির্নীয়তে নিত্যং শোণিতং যৎস্বভাবতঃ॥
হেতুভির্বহুভির্দুষ্টে শোণিতে জনয়েচ্চ তৎ।
পাণ্ডুরোগং মনুষ্যাণাং বলবর্ণাগ্নিনাশনম্॥
সংপ্রাপ্তিঃ পাণ্ডুরোগস্য দক্ষেণৈবং পুরোদিতা।
যাং জ্ঞাত্বা ন ভিষগ্‌মোহং কদাচিদপি গচ্ছতি॥

উল্লিখিত পাণ্ডু প্রভৃতি পীড়া যকৃদ্বিকার বশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং যকৃদ্‌যন্ত্র সুস্থাবস্থা প্রাপ্ত হইলে ঐ রোগ সকলও প্রশমিত হইয়া থাকে। পিত্ত কোষোৎপন্ন পিত্ত যদি কোন কারণে গ্রহণী নাড়ীতে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহা হইলে উহা স্রোতো নাড়ী দ্বারা আকৃষ্ট ও রক্তে মিশ্রিত হইয়া রক্তকে দূষিত করে। সুতরাং পাণ্ডুরোগ উৎপন্ন হয়। অথবা অম্লগুণযুক্ত যে পিত্ত যকৃৎ হইতে গ্রহণীতে উপস্থিত হইয়া স্রোতঃপথে নিত্য রক্তে নীত হইয়া থাকে, যদি কোন কারণে রক্ত দূষিত হয়, তাহা হইলে উহা ঐ দূষিত রক্তের সহিত মিলিত হইয়া পাণ্ডুরোগ উৎপাদন করে। পাণ্ডুরোগে বল, বর্ণ ও অগ্নির নাশ হইয়া থাকে। দক্ষপ্রজাপতি পাণ্ডুরোগের এই প্রকার সংপ্রাপ্তি বর্ণন করিয়াছেন। ইহা জ্ঞাত হইলে চিকিৎসক কখন মোহ প্রাপ্ত হন না।

অথৈষাং চিকিৎসা।

সাধ্যন্তু পাণ্ড্বাময়িনং সমীক্ষ্য
স্নিগ্ধং ঘৃতেনোর্দ্ধমধশ্চ শুদ্ধম্।
সম্পাদয়েৎ ক্ষৌদ্রঘৃত প্রগাঢ়ৈ-
র্হরীতকী চূর্ণ মরৈঃ প্রয়োগৈঃ॥

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সমস্ত বিবেচনা করিয়া পাণ্ডুরোগ অসাধ্য বোধ না হইলে, রোগীকে পঞ্চতিক্তাদি ঘৃত পান এবং বমন (প্রয়োজন হইলে) ও বিরেচন করাইয়া পশ্চাৎ মধু ও ঘৃত সংযুক্ত হরীতকী চূর্ণ প্রভৃতি উপযুক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

পিবেদ্ ঘৃতং বা রজনীবিপক্বং
যৎত্রৈফলং তৈল্বকমেব বাপি।
বিরেচন দ্রব্যকৃতং পিবেদ্ বা
যোগাংশ্চ বৈরেচনিকান্ ঘৃতেন॥

পাণ্ডুরোগে হরিদ্রার ক্কাথ ও কল্কের সহিত সিদ্ধ, ত্রিফলার ক্কাথ ও কল্কের সহিত সিদ্ধ, বিরেচক দ্রব্য পক্ক ঘৃত, বাতাধিকারোক্ত তৈন্দুক ঘৃত অথবা ঘৃতাক্ত বিরেচক যোগ সমস্ত সেবনীয়।

বিধিঃ স্নিগ্ধস্তু বাতোত্থে তিক্তশীতোঽথ পৈত্তিকে।
শ্লৈষ্মিকে কটুরুক্ষোষ্ণঃ কার্য্যো মিশ্রস্তু মিশ্রকে ॥

বাতজ পাণ্ডুরোগে স্নিগ্ধ ক্রিয়া, পৈত্তিকে তিক্ত অথচ শীতল, শ্লৈষ্মিকে কটু, রুক্ষ ও উষ্ণ এবং মিশ্র পীড়ায় মিশ্রিত ক্রিয়া করিবে।

পাণ্ডুরোগে সদাসেব্যা সগুড়া চ হরীতকী।

পাণ্ডুরোগে নিত্য গুড়ের সহিত হরীতকী সেবনীয়।

ফলত্রিকামৃতা তিক্তানিম্বকৈরাত বাসকৈঃ।
জয়েন্মধুযুতঃ ক্কাথঃ পাণ্ডুতাং কামলাং তথা ॥

হরীতকী, আমলা, বহেড়া, গুলঞ্চ, কট্‌কী, নিমছাল, চিরাতা ও বাসকছাল ইহাদের ক্কাথ মধুর সহিত পান করিলে পাণ্ডু ও কামলা রোগের শান্তি হয়।

ত্রিফলাক্কথিতং তোয়ং সঘৃতঞ্চ সশর্করম্‌।
বাতপাণ্ড্বাময়ী পীত্বা স্বাস্থ্যমাশু ব্রজেদ্ধ্রুবম্‌ ॥

বাতজ পাণ্ডুরোগে ঘৃত ও চিনির সহিত ত্রিফলার ক্কাথ পান করিলে আশু উপকার দর্শে।

দ্বিশর্করং ত্রিবৃচ্চূর্ণং পলার্দ্ধং পৈত্তিকে পিবেৎ।
কফপাণ্ডৌ তু গোমূত্রযুক্তাং ক্লিন্নাং হরীতকীম্‌ ॥

পৈত্তিক পাণ্ডুরোগে তেউড়ী মূলের ছাল চূর্ণ ১ ভাগ ও চিনি ২ ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার ১ বা ২ তোলা, জলের সহিত সেবন করিলে পীড়ার উপশম হয়। কফজ পাণ্ডুরোগে গোমূত্রে হরীতকী ভিজাইয়া রাখিয়া উহা ক্লিন্ন হইলে সেবনীয়।

সপ্তরাত্রং গবাংমূত্রে ভাবিতং বাপ্যয়োরজঃ।
পাণ্ডুরোগপ্রশান্ত্যর্থং পয়সাথ পিবেন্নরঃ ॥

লৌহচূর্ণ গোমূত্রে ৭ দিবস ভাবনা দিয়া তাহার এক বা অর্দ্ধ আনা দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে পাণ্ডুরোগের শান্তি হয়।

অয়োমলন্তু সন্তপ্তং ভূয়ো গোমূত্রশোধিতম্‌।
মধুসর্পির্যুতং চূর্ণং সহ ভক্তেন যোজয়েৎ।
দীপনঞ্চাগ্নিজননং শোথপাণ্ড্বাময়াপহম্‌ ॥

মণ্ডূর ক্রমশঃ ৭ বার তপ্ত ও গোমূত্রে মগ্ন করিয়া লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। ইহা ১ মাষা মাত্রায়, মধু ও ঘৃত সংযোগে অন্নের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিলে অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি এবং শোথ ও পাণ্ডুরোগ নাশ হয়।

রেচনং কামলার্ত্তস্য স্নিগ্ধস্যাদৌ প্রযোজয়েৎ।
ততঃ প্রশমনী কার্য্যা ক্রিয়া বৈদ্যেন জানতা ॥

কামলা রোগীকে প্রথমতঃ স্নেহ পান করাইয়া বিরেচক ঔষধ দিবে। পরে প্রশমন ক্রিয়া বিধেয়।

ত্রিফলায়া গুড়ূচ্যা বা দার্ব্ব্যা নিম্বস্য বা রসঃ।
প্রাতর্মাক্ষিক সংযুক্তঃ শীলিতঃ কামলাপহঃ ॥

ত্রিফলা, গুড়ূচী, দারুহরিদ্রা বা নিমছালের স্বরস মধুর সহিত প্রত্যহ প্রাতে পান করিলে কামলা রোগের শান্তি হয়।

অঞ্জনং কামলার্ত্তস্য দ্রোণপুষ্পীরসঃ স্মৃতঃ।
নিশাগৈরিকধাত্রীণাং চূর্ণং বা সংপ্রকল্পয়েৎ ॥

কিঞ্চিৎ তৈল ও লবণের সহিত ঘলঘসিয়াপত্র তাম্রপাত্রে পেষণ করিয়া তাহার রস অঞ্জনরূপে ব্যবহার্য্য। হরিদ্রা গেরিমাটী ও আমলা চূর্ণ মধুর সহিত অঞ্জন দিলেও উপকার দর্শে। এই দুই অঞ্জনে চক্ষের বিবর্ণতা নষ্ট হয়।

নস্যং কর্কোটমূলং বা ঘ্রেয়ং বা জালিনীফলম্‌।

কাঁকরোল মূলের রস অথবা ঘোষাফল নস্যরূপে ব্যবহার্য্য। ঘোষাফলের চূর্ণ অথবা উহা জলে ঘষিয়া সেই জল ব্যবহার্য্য।

সশর্করা কামলিনাং ত্রিভণ্ডী
হিতা গবাক্ষী সগুড়া চ শুণ্ঠী।

চিনির সহিত তেউড়ী অথবা গোরক্ষ-চাকুলে এবং গুড়ের সহিত হরীতকী চূর্ণ সেবনে কামলা রোগের উপশম হয়।

ধাত্রী লৌহরজো ব্যোষ নিশাক্ষৌদ্রাজ্য শর্করাঃ।
লীঢ়া নিবারয়ন্ত্যাশু কামলা মুদ্ধতা মপি॥

আমলা, লৌহ, ত্রিকটু ও হরিদ্রা এই সমুদায় মধু, ঘৃত ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া অবলেহ করিলে কামলা রোগের শান্তি হয়।

কুম্ভাখ্যকামলায়াস্তু হিতঃ কামলিকো বিধিঃ।
গোমূত্রেণ পিবেৎ কুম্ভকামলাবান্ শিলাজতু॥

কুম্ভকামলা রোগে কামলার ন্যায় চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। ইহাতে গোমূত্রের সহিত শিলাজতু সেবন ব্যবস্থেয়।

দগ্ধ্বাক্ষকাষ্ঠৈর্ম্মল মায়সস্তু
গোমূত্রনির্বাপিত মষ্টবারান্।
বিচূর্ণ্য লীঢ়ং মধুনা চিরেণ
কুম্ভাহ্বয়ং পাণ্ডুগদং নিহন্তি॥

বহেড়াকাষ্ঠের অগ্নিতে মণ্ডুর ক্রমশঃ ৮ বার দগ্ধ ও গোমূত্রে নির্বাপিত করিয়া তাহা চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত অবলেহ করিলে কুম্ভকামলা প্রশমিত হয়।

অপহরতি কামলার্ত্তিং নস্যেন কুমারিকাজলং সদ্যঃ॥

ঘৃতকুমারীর রস নস্যরূপে গ্রহণ করিলে কামলা ও কুম্ভকামলা রোগের শান্তি হয়।

পাণ্ডুরোগক্রিয়াং সর্ব্বাং যোজয়েচ্চ হলীমকে।
কামলায়াঞ্চ যাদিষ্টা সাপি কার্য্যা ভিষগ্বরৈঃ॥

হলীমক রোগে পাণ্ডু ও কামলা রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

মারিতশ্চায়সঞ্চূর্ণং মুস্তাচূর্ণেন সংযুতম্।
খদিরস্য কষায়েণ পিবেদ্ধন্তুং হলীমকম্॥

জারিত লৌহ খদিরের কাথ ও মুতাচূর্ণের সহিত সেবনে হলীমক রোগের উপশম হয়।

সিতা তিক্তা বলা যষ্টী ত্রিফলা রজনীযুগৈঃ।
লেহং লিহ্যাৎ সমধ্বাজ্যং হলীমকনিবৃত্তয়ে॥

চিনি, কট্‌কী, বেড়েলা, যষ্টিমধু, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এই সমুদায় দ্রব্য মধু ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া অবলেহ করিলে হলীমক রোগের শান্তি হয়।

অমৃতলতা রসকল্ক প্রসাধিতং তুরগবিদ্বিষঃ সর্পিঃ।
ক্ষীরচতুর্গুণমেতদ্ বিতরেচ্চ হলীমকার্ত্তেভ্যঃ॥

মাহিষ ঘৃত ⁄৪ সের, দুগ্ধ ⁄১৬ সের পাকার্থ জল ⁄১৬ সের। ক্ষীর ছাঁকিয়া ফেলিয়া তাহাতে কল্কার্থ পিষ্ট গুলঞ্চ ⁄১ সের ও গুলঞ্চের রস ⁄১৬ সের দিয়া পাক করিবে। ইহা ১ বা ২ তোলা মাত্রায় উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে হলীমক রোগের শান্তি হয়।

মধুরৈরন্নপানৈস্তং বাতপিত্তহরৈর্হরেৎ।

হলীমক রোগে বায়ু পিত্ত নাশক মধুর অন্নপান উপকারী।

কামলায়াং তথা পাণ্ডৌ রসচূর্ণেন রেচনম্।
পটোলমূলজেনাপি চূর্ণেন হিতমুচ্যতে॥

কামলা ও পাণ্ডুরোগে রসচূর্ণ অথবা পটোলমূল চূর্ণ দ্বারা বিরেচন বিশেষ উপকারী।

পাণ্ডৌ কামলায়াং হলীমকে চ নবায়সলৌহ, ত্রিকত্রয়াদিলৌহ, বজ্রবটকমণ্ডুর, পুনর্নবাদিমণ্ডুর,

পঞ্চামৃতলৌহ মণ্ডুরাদীনি ভেষজানি যথামাত্রাণি যথাদোষোনুপানানি চ দেয়ানি।

পাণ্ডু, কামলা ও হলীমকরোগে নবায়স লৌহ, ত্রিকত্রয়াদি লৌহ, বজ্রবটক মণ্ডূর, পুনর্নবাদি মণ্ডূর ও পঞ্চামৃত লৌহ মণ্ডূর প্রভৃতি ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় উপযুক্ত অনুপানের সহিত ব্যবস্থা করিবে।

চন্দ্রসূর্য্যাত্মকরস প্রাণবল্লভরস পঞ্চাননবটী পাণ্ডুসূদন রস পাণ্ডুপঞ্চাননরসাদয়োঽপ্যণুবটিকা যথাদোষানুপানা ব্যবস্থেয়াঃ।

চন্দ্রসূর্য্যাত্মক রস, প্রাণবল্লভ রস, পঞ্চানন বটী পাণ্ডুসূদন রস ও পাণ্ডুপঞ্চানন রস প্রভৃতি অণুবটিকা সকল উপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবন করিলে উক্ত রোগত্রয় প্রশমিত হইয়া থাকে।

হরিদ্রাদ্য মূর্ব্বাদ্য ব্যোষাদ্য ঘৃতানি পাণ্ড্বাদিষু হিতানি।

হরিদ্রাদ্য, মূর্ব্বাদ্য ও ব্যোষাদ্য ঘৃত পাণ্ডু প্রভৃতি পীড়ায় হিতকর।

পুনর্নবাতৈলমত্রাভ্যঞ্জনীয়ং যদি জ্বরবেগো ন স্যাৎ।

জ্বরবেগ না থাকিলে এই সকল পীড়ায় পুনর্নবা তৈল মর্দ্দনে উপকার দর্শে।

তিলপিষ্টনিভং যস্য বর্চ্চঃ সৃজতি কামলী।
শ্লেষ্মণা রুদ্ধমার্গং তৎ পিত্তং কফহরৈর্জয়েৎ॥

কফ দ্বারা পিত্তের পথরোধ হইলে কামলা রোগী তিল পিষ্টবৎ মল ত্যাগ করে। এরূপ স্থলে কফঘ্ন ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

রুক্ষশীত গুরুস্বাদু ব্যায়ামৈ র্বেগনিগ্রহৈঃ।
কফসংমূর্চ্ছিতো বায়ুঃ স্থানাৎ পিত্তং ক্ষিপেদ্ বহিঃ॥
হারিদ্রনেত্র মূত্রত্বক্ শ্বেতবর্চ্চাস্তদা নরঃ।
ভবেৎ সাটোপবিষ্টম্ভো গুরুণা হৃদয়েন চ।
দৌর্ব্বল্যাল্পাগ্নি পার্শ্বার্ত্তি হিক্কা শ্বাসারুচিজ্বরৈঃ।
নিরুৎসাহো নিরোজাঃ স্যাৎ পিত্তে শাখাসমাশ্রিতে।

রুক্ষ, শীতল, গুরু ও স্বাদু দ্রব্যভোজন, ব্যায়াম ও বেগরোধ হেতু কফ মূর্চ্ছিত বায়ু, পিত্তকে তৎস্বস্থান হইতে নিক্ষেপ করে। এই রূপে পিত্ত রক্তাদি ধাতুতে আশ্রয় করিলে রোগীর চক্ষু, মূত্র ও ত্বক্ হরিদ্রাবর্ণ, কিন্তু পুরীষ শ্বেতবর্ণ হয় এবং উদরাধ্মান বা উদরে গুড় গুড় শব্দ, ভুক্তান্নের স্তব্ধতা, হৃদয় ভার, দৌর্ব্বল্য, ক্ষুধার অল্পতা, পার্শ্ববেদনা, হিক্কা, শ্বাস, অরুচি, জ্বর, উৎসাহহীনতা ও ওজঃক্ষয় হইয়া থাকে।

বর্হিতিত্তিরিদক্ষাণাং রুক্ষাম্লৈঃ কটুকৈ রসৈঃ।
শুষ্কমূলককৌলত্থ যূষৈশ্চান্নানি ভোজয়েৎ॥
মাতুলুঙ্গরসং ক্ষৌদ্রং পিপ্পলী মরিচান্বিতম্।
সনাগরং পিবেৎ পিত্তং তথাস্যেতি স্বমাশ্রয়ম্॥
তথাম্লৈঃ কটুরুক্ষোষ্ণৈ র্লবণৈশ্চাপ্যুপক্রমঃ।
অপিত্তরাগাচ্ছকৃতো বায়োশ্চাপ্রশমাদ্ ভবেৎ॥
স্বস্থানমাগতে পিত্তে পুরীষে পিত্তরঞ্জিতে।
নিবৃত্তোপদ্রবস্যাস্য পূর্ব্বঃ কামলিকোবিধিঃ॥

ঐ রূপ অবস্থা হইলে রোগীকে ময়ুর, তিত্তির বা কুক্কুটের মাংস, রুক্ষ, অম্ল ও কটু দ্রব্যের সহিত পাক করিয়া অন্নের সহিত পাক করিয়া অন্নের সহিত তাহার যূষ পান করিতে দিবে। শুষ্কমূলক ও কুলত্থ কলাইএর যূষের সহিত অন্ন ভোজনেও উপকার দর্শে। টাবালেবুর রস ও মধু, পিপুঁল মরিচ ও শুঁঠের সহিত সেবনেও উপকার দর্শে। এই সমুদায় ক্রিয়া দ্বারা পিত্ত স্বস্থানে আইসে। যে পর্য্যন্ত বায়ুর শান্তি এবং পুরীষে পিত্ত রাগ দৃষ্ট না হয়, তাবৎ অম্ল, কটু, রুক্ষ, উষ্ণ গুণযুক্ত দ্রব্য ও লবণ সেবন কর্ত্তব্য। এই সমস্ত উপায় দ্বারা পিত্ত স্বস্থানে আগত ও পুরীষ পিত্ত রঞ্জিত হইলে পূর্ব্বোক্ত কামলা বিধি অনুসারে চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

নির্ঘাতয়েচ্ছরীরাত্তু মৃত্তিকাং ভক্ষিতাং ভিষক্।
যুক্তিজ্ঞঃ শোধনৈ স্তীক্ষ্ণৈঃ প্রসমীক্ষ্য বলাবলম্।
শুদ্ধকায়স্য সর্পীংষি বলাধানানি যোজয়েৎ॥

মৃত্তিকা ভক্ষণ জন্য পাণ্ডুরোগ উৎপন্ন হইলে, রোগীর বলাবলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তীক্ষ্ণ শোধক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। শরীর হইতে মৃত্তিকা নির্গত হইলে বলাধায়ক ঔষধপক্ক ঘৃত পান করিতে দিবে।

ব্যোষং বিল্বং হরিদ্রে দ্বে ত্রিফলা দ্বে পুনর্নবে।
মুস্তান্যয়োরজঃ পাঠা বিড়ঙ্গং দেবদারু চ॥
বৃশ্চিকালী চ ভার্গী চ সক্ষীরৈস্তৈঃ সমৈর্ঘৃতম্।
সাধয়িত্বা পিবেদ্ যুক্ত্যা নরো মৃদ্দোষপীড়িতঃ॥

ঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ /১৬ সের, জল ৬৪ সের। কল্কার্থ শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বেলশুঁঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শ্বেতপুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা, মুতা, লৌহ, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, বিছাটীমূল ও বামুনহাটী মিঃ /১ সের কল্কার্থ জল /১৬ সের। যথাবিধি পাক করিবে মাত্র ১ তোলা পর্য্যন্ত। উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে মৃত্তিকা ভক্ষণজাত পাণ্ডুরোগের শান্তি হয়।

যথাদোষং চিকিৎসেচ্চ মৃজ্জং পাণ্ডুং বিচক্ষণঃ।
হিতশ্চাত্রাপি গদিতঃ পাণ্ডুসাধারণো বিধিঃ॥

মৃত্তিকা ভক্ষণজাত পাণ্ডুরোগে দোষানুসারে চিকিৎসাও কর্ত্তব্য এবং ইহাতে পাণ্ডুসাধারণ বিধিও হিতজনক বলিয়া কথিত আছে।

পুরাণ যব গোধূম শালয়শ্চ পুনর্নবা।
মুদ্গাঢ়কী মসূরাণাং যূষো জাঙ্গলজো রসঃ॥
পটোলং বৃদ্ধকুষ্মাণ্ডং তরুণং কদলীফলম্।
মৎস্যেষু মদ্গুরঃ শৃঙ্গী তক্রং ধাত্র্যভয়া ঘৃতম্॥
রসোনঃ পক্কমাম্রঞ্চ বার্ত্তাকুরমৃতা নিশা।
ইত্যাদ্যানি গদে পাণ্ডৌ হিতান্যুক্তানি পণ্ডিতৈঃ॥

পুরাতন যব, গোধূম ও শালিধান্যের তণ্ডুল, পুনর্নবাশাক, মুগ, অড়র ও মসুর-কলায়ের যূষ, জাঙ্গলমাংসের যূষ, পটোল, পুরাতন কুষ্মাণ্ড, কচি কলা, মাগুর ও শৃঙ্গী মৎস্য, ঘোল, আমলকী, হরীতকী, ঘৃত, রশুন, পক্ক আম্র, বেগুন, গুলঞ্চ শাক ও হরিদ্রা প্রভৃতি দ্রব্য পাণ্ডুরোগে হিতকর।

ধূমপানং বেগরোধঃ স্বেদনং মৈথুনং সুরা।
দিবাস্বপ্নো মৃদশনং রামঠং মাষসর্ষপৌ॥
তীক্ষ্ণাম্ললবণাধ্যাশ গুর্ব্বন্নানি জলং বহু।
পত্রশাকানি শিম্বী চ গদে পাণ্ডৌ ন শর্ম্মণে॥

ধূমপান, মলমূত্রাদির বেগধারণ, স্বেদক্রিয়া, মৈথুন, সুরা, দিবানিদ্রা, মৃত্তিকা ভক্ষণ, হিঙ্গু, মাষকলায়, সর্ষপ, তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য, অম্ল, লবণ, পূর্ব্বভুক্ত জীর্ণ না হইতেই পুনর্ভোজন, গুরুপাক অন্ন, অধিক জলপান, পত্র শাক ও শিম এই সমুদায় পাণ্ডুরোগে অহিতকর।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

উদররোগাধিকারঃ।

রোগাঃ সর্ব্বেঽপি মন্দেঽগ্নৌ সুতরামুদরাণি চ।
অজীর্ণান্মলিনৈশ্চান্নৈর্জায়ন্তে মলসঞ্চয়াৎ॥

যাবতীয় ব্যাধি, বিশেষতঃ উদররোগ অগ্নিমান্দ্যজন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। অজীর্ণ, সদোষ অন্ন ভোজন ও মলসঞ্চয় এই সকল কারণেও উদর রোগের উৎপত্তি হয়।

উদররোগস্য সম্প্রাপ্তিঃ।

রুদ্ধা স্বেদাম্বুবাহীনি দোষাঃ স্রোতাংসি সঞ্চিতাঃ।
প্রাণাগ্ন্যপানান্ সংদূষ্য জনয়ন্ত্যুদরং নৃণাম্॥

সঞ্চিত দোষসকল স্বেদবহ ও জলবহ স্রোতঃ সমস্তকে রুদ্ধ এবং প্রাণবায়ু, অপান

বায়ু ও পাচকাগ্নিকে দূষিত করিয়া উদররোগ উৎপাদন করে।

তস্য সামান্যং লক্ষণম্।

আধ্মানং গমনেঽশক্তির্দৌর্ব্বল্যং দুর্ব্বলাগ্নিতা।
শোথঃ সদনমঙ্গানাং সঙ্গো বাতপুরীষয়োঃ॥
দাহস্তন্দ্রা চ সর্ব্বেষু জঠরেষু ভবন্তি হি॥

উদরাধ্মান, অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য এমন কি চলিতেও অক্ষমতা, অগ্নিমান্দ্য, শোথ, অঙ্গসকলের অবসাদ, অধোবায়ু ও মলের নিরোধ, দাহ ও তন্দ্রা এইগুলি, সকল প্রকার উদর রোগের সাধারণ লক্ষণ।

তস্য সন্নিকৃষ্টং নিদানং সংখ্যা চ।

পৃথগ্ দোষৈঃ সমস্তৈশ্চ প্লীহবদ্ধ ক্ষতোদকৈঃ।
সংভবন্ত্যদরাণ্যষ্টৌ তেষাং লিঙ্গং পৃথগ্ শৃণু॥

পৃথক্ পৃথক্ দোষত্রয় দোষত্রয়ের সন্নিপাত, প্লীহা, বদ্ধমলতা, ক্ষত ও উদক সঞ্চয় হেতু তত্তৎশব্দঘটিত নামবিশিষ্ট আট প্রকার উদর রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যথা, বাতোদর, পিত্তোদর, কফোদর, সন্নিপাতোদর, প্লীহোদর, বদ্ধগুদোদর, ক্ষতোদর ও উদকোদর বা জলোদর। ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে।

(ইহাদিগের অতিরিক্ত যকৃদ্দাল্যুদর বলিয়া আর এক প্রকার উদররোগে আছে উহা প্লীহোদরের প্রসঙ্গাধীন উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া স্বতন্ত্র গণিত হয় নাই)।

তত্র বাতোদরস্য লক্ষণম্।

তত্র বাতোদরে শোথঃ পাণিপান্নাভিকুক্ষিষু।
কুক্ষিপার্শ্বোদরকটীপৃষ্ঠরুক্ পর্ব্বভেদনম্॥
শুষ্ক কাসাঙ্গমর্দ্দাধোগুরুতা মলসংগ্রহাঃ।
শ্যাবারুণ ত্বগাদিত্ব মকস্মাদ্ধ্রাস বৃদ্ধিমৎ॥
সতোদভেদ মুদরং তনুকৃষ্ণ শিরাততম্।
আধ্মাত দৃতিবচ্ছব্দ মাহতং প্রকরোতি চ॥
বায়ুশ্চাত্র সরুক্‌শব্দো বিচরেৎ সর্ব্বতোগতিঃ॥

বায়ুজন্য উদররোগে হস্ত, পদ, নাভি ও কুক্ষিদেশে শোথ উৎপন্ন হয়। উদরের উভয় পার্শ্বে, পার্শ্বদ্বয়ে, উদরে, কটিদেশে ও পৃষ্ঠে বেদনা এবং পর্ব্ব সমস্তে ভঙ্গবৎ যাতনা উপস্থিত হইয়া থাকে। শুষ্ককাস অঙ্গমর্দ্দ, অধোদেহের গুরুতা ও মলসঞ্চয় এই সকল লক্ষণ আগত হয়। ত্বক্ চক্ষু ও মূত্র প্রভৃতি শ্যাব বা অরুণ বর্ণ, শোথের কখন হ্রাস কখন বা বৃদ্ধি ও উদরে সূচীবেধবৎ বা ভঙ্গবৎ যাতনা উপস্থিত হয়। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কৃষ্ণবর্ণ শিরা সমূহ দ্বারা উদর ব্যাপ্ত হয়, উদরে আঘাত করিলে আহত বায়ুপূর্ণ ভস্ত্রার ন্যায় শব্দ উৎপন্ন হয় এবং সর্ব্বকোষ্ঠ সঞ্চারি বায়ু বেদনা ও শব্দ উৎপাদন করিয়া উদর-মধ্যে বিচরণ করে।

পিত্তোদরস্য লক্ষণম্।

পিত্তোদরে জ্বরো মূর্চ্ছা দাহস্তৃট্ কটুকাস্যতা।
ভ্রমোঽতিসারঃ পীতত্বং ত্বগাদাবুদরং হরিৎ।
পীততাম্রশিরানদ্ধং সস্বেদং সোষ্ম দহ্যতে।
ধূমায়তে মৃদুস্পর্শং ক্ষিপ্রপাকং প্রদূয়তে॥

পৈত্তিক উদররোগে জ্বর, মূর্চ্ছা, দাহ, তৃষ্ণা, মুখে কটু স্বাদোৎপত্তি, ভ্রম, অতিসার, ত্বক্ চক্ষু প্রভৃতির পীতবর্ণতা, উদর হরিতবর্ণ এবং উহাতে পীত তাম্রবর্ণ শিরা সমূহের প্রকাশ, ঘর্ম্মোৎপত্তি, অন্তস্তাপ, বহির্দাহ, ধূমোদ্বমনবৎ বোধ, উদর কোমলস্পর্শ ও উহার উপর বেদনা হয়। পিত্তোদর শীঘ্র জলোদরে পরিণত হইয়া থাকে।

কফোদরস্য লক্ষণম্।

শ্লেষ্মোদরেঽঙ্গসদনং স্বাপ শ্বয়থু গৌরবম্।
তন্দ্রোৎক্লেশোঽরুচিঃ শ্বাসঃ কাসঃ শৌক্ল্যং ত্বগাদিষু॥
উদরং স্তিমিতং স্নিগ্ধং শুক্লরাজীততং মহৎ।
চিরাভিবৃদ্ধি কঠিনং শীতস্পর্শং গুরু স্থিরম্॥

শ্লৈষ্মিক উদররোগে অঙ্গের অবসন্নতা, স্পর্শাজ্ঞান, অন্যান্য অঙ্গে শোথ, গাত্রভার, তন্দ্রা, বমির বেগ, অরুচি, শ্বাস, কাস, ত্বগাদির শুক্লতা এবং উদর আর্দ্র বস্ত্রাবৃতবৎ অনুভূত, চিক্কণ, শুক্লবর্ণ শিরাসমূহে ব্যাপ্ত, অতিস্থূল, সুদীর্ঘকালে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, কঠিন, শীতস্পর্শ, গুরুতাসম্পন্ন ও অচল শোথযুক্ত হয়।

সন্নিপাতোদরস্য লক্ষণম্।

স্ত্রিয়োঽন্নপানং নখলোম মূত্র-
বিড়ার্ত্তবৈর্যুক্ত মসাধুবৃত্তাঃ।
যস্মৈ প্রযচ্ছন্ত্যরয়ো গরাংশ্চ
দুষ্টাম্বুদূষীবিষ সেবনাদ্ বা॥
তস্যাশু রক্তং কুপিতাশ্চ দোষাঃ
কুর্য্যুঃ সুঘোরং জঠরং ত্রিলিঙ্গম্।
তচ্ছীত বাতে ভৃশদুর্দ্দিনে চ
বিশেষতঃ কুপ্যতি দহ্যতে চ।
স চাতুরো মূর্চ্ছতি হি প্রসক্তং
পাণ্ডুঃ কৃশঃ শুষ্যতি তৃষ্ণয়া চ।
দুষ্যোদরং কীর্ত্তিত মেতদেব
প্লীহোদরং কীর্ত্তয়তো নিবোধ।

অসাধুশীলা স্ত্রীরা নিজ সৌভাগ্যাভিলাষিণী হইয়া বহুপত্নীক, অন্যাসক্ত বা নিঃস্নেহ পতি কিংবা উপপতিকে, তদীয় অন্নপানে নখ, লোম, মূত্র, মার্জ্জারাদির বিষ্ঠা বা নিজ আর্ত্তব মিশ্রিত করিয়া অজ্ঞাতসারে ভোজন করায়, এইরূপ হেতুতে অথবা শত্রু প্রযুক্ত সংযোগজ বিষ সেবনে, সদোষ জলপানে কিংবা দূষীবিষ (অগ্নি প্রভৃতি দ্বারা উপহত স্বল্পপ্রভাব বিষ) সেবন করিলে রক্ত ও বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া ত্রিদোষ লক্ষণাক্রান্ত অতি দুশ্চিকিৎস্য ও ঘোরতর যন্ত্রণাদায়ক উদররোগ উৎপাদন করে। ইহাকে সন্নিপাতোদর কহে। সন্নিপাতোদর শীত সময়ে, বায়ু প্রবাহে ও অত্যন্ত মেঘাচ্ছন্ন দিবসে অতিশয় প্রকোপযুক্ত ও দাহান্বিত হয়। এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত, পাণ্ডুবর্ণ, কৃশ ও তৃষ্ণাকাতর হয়। সন্নিপাতোদরের অপর নাম দুষ্যোদর।

প্লীহোদরস্য লক্ষণম্।

বিদাহ্যভিষ্যন্দি রতস্য জন্তোঃ
প্রদুষ্টমত্যর্থমসৃক্ কফশ্চ।
প্লীহাভি বৃদ্ধিং কুরুতঃ প্রবৃদ্ধৌ
প্লীহোত্থমেতজ্জঠরং বদন্তি॥
তদ্ বামপার্শ্বে পরিবৃদ্ধি মেতি
বিশেষতঃ সীদতি চাতুরোঽত্র।
মন্দজ্বরাগ্নিঃ কফপিত্তলিঙ্গৈ-
রুপদ্রুতঃ ক্ষীণ বলোঽতি পাণ্ডুঃ॥
সব্যান্য পার্শ্বে যকৃতি প্রবৃদ্ধে
জ্ঞেয়ং যকৃদ্দাল্যুদরং তদেব।
প্লীহ্নোঽস্য লিঙ্গান্যখিলানি চাপি
পূর্ব্বং ময়োক্তানি তথা চিকিৎসা॥

বিদাহী ও কফজনক দ্রব্য ভোজনরত ব্যক্তির রক্ত ও কফ প্রকুপিত হইয়া প্লীহার বৃদ্ধি সম্পাদন করে। এইরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্লীহাকে প্লীহোদর কহে। যেরূপ উদরের বামপার্শ্বে স্থিত প্লীহার বৃদ্ধিকে প্লীহোদর কহে, তদ্রূপ দক্ষিণ পার্শ্বস্থ যকৃতের পরিবৃদ্ধিকে যকৃদ্দাল্যুদর কহে। (যকৃৎ দালয়তি দোষৈর্ভিনত্তীতি যকৃদ্দাল্যুদরম্) প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধির সহিত উদরের ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

প্লীহাও যকৃতের সমস্ত লক্ষণ ও চিকিৎসাদি তত্তদ্রোগাধিকারে লিখিত হইয়াছে।

বদ্ধগুদোদরস্য লক্ষণম্।

যস্যান্ত্র মন্নৈরুপলেপিভির্বা
বালাশ্মভির্বা পিহিতং যথাবৎ।
সঞ্চীয়তে তস্য মলো নরস্য
শনৈঃ শনৈঃ সঙ্করবচ্চ নাভ্যাম্॥
নিরুধ্যতে তস্য গুদে পুরীষং
নিরেতি কৃচ্ছ্রাদপি চাল্পমল্পম্।
হৃন্নাভিমধ্যে পরিবৃদ্ধি মেতি
তস্যোদরং বদ্ধগুদং বদন্তি॥

শাক শালূকাদি পিচ্ছিলান্ন অথবা বালুকা কর্করাদি দ্বারা অন্ননাড়ী রুদ্ধ হইলে ক্রমশঃ সম্মার্জ্জনী নিক্ষিপ্ত ধূলি রাশির ন্যায় অন্ত্রমধ্যে মলরাশি সঞ্চিত হইয়া থাকে। গুদনাড়ীতে মল রুদ্ধ থাকিয়া অত্যন্ত ক্লেশের সহিত অতি অল্প অল্প পরিমাণে নির্গত হয়। ইহাতে হৃদয় ও নাভির মধ্যবর্ত্তী উদরাংশের পরিবৃদ্ধি হয়। ইহাকে বদ্ধগুদোদর বলে।

ক্ষতোদরস্য লক্ষণম্।

শল্যং তথান্নোপহিতং যদন্ত্রং
ভুক্তং ভিনত্ত্যাগত মন্যথা বা।
তস্মাৎ স্রুতোঽন্ত্রাৎ সলিলপ্রকাশঃ
স্রাবঃ স্রবেদ্ বৈ গুদতস্তু ভূয়ঃ॥
নাভেরধশ্চোদর মেতি বৃদ্ধিং
নিস্তুদ্যতে দাল্যতি চাতি মাত্রম্।
এতৎ পরিস্রাব্যুদরং প্রদিষ্টং
দকোদরং কীর্ত্তয়তো নিবোধ॥

কণ্টক ও কঙ্করাদি শল্য অন্নের সহিত ভুক্ত হইয়া বিলোমভাবে আগত হইলে অথবা জৃম্ভা বা অতিরিক্ত ভোজন দ্বারাও অন্ত্র ভেদ হইবার সম্ভাবনা। এই রূপে অন্ত্র ভিন্ন হইলে উহা হইতে বহু পরিমাণে জলবৎ স্রাব গুহ্যদ্বার দিয়া নির্গত হইতে থাকে। উহাতে নাভির অধঃস্থ উদরাংশের বৃদ্ধি হয় এবং সূচীবেধবৎ বা বিদারণের ন্যায় অতিশয় যতনা উপস্থিত হইয়া থাকে। ঈদৃশ উদর পীড়াকে ক্ষতোদর বা পরিস্রাবি উদর কহে।

উদকোদরস্য লক্ষণম্।

যঃ স্নেহপীতোঽপ্যনুবাসিতো বা
বান্তো বিরিক্তোঽপ্যথবা নিরূঢ়ঃ।
পিবেজ্জলং শীতলমাশু তস্য
স্রোতাংসি দূষ্যন্তি হি তদ্বহানি॥
স্নেহোপলিপ্তেষ্বথবাপি তেষু
দকোদরং পূর্ব্ববদভ্যুপৈতি।
স্নিগ্ধং মহৎ তং পরিবৃত্তনাভি
সমন্ততঃ পূর্ণমিবাম্বুনা চ॥
যথা দৃতিঃ ক্ষুভ্যতি কম্পতে চ
শব্দায়তে বাপি দকোদরং তৎ॥

স্নেহপান, অনুবাসন, বমন, বিরেচন অথবা নিরূহণ ক্রিয়ার পর শীতল জল পান করিলে জলবাহি স্রোতঃ সমূহ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। এই রূপে অথবা উক্ত স্রোত সকল স্নেহোপলিপ্ত হইলে অন্নরস বহির্নিঃসৃত হওয়াতে জলোদর রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে উদর চিক্কণ স্থূল ও সমন্তাৎ জলপরিপূর্ণ বলিয়া স্পষ্ট অনুমিত হয়। জলসঞ্চয় যুক্ত মহৎ শোথ হেতু নাভি গম্ভীরতর হইয়া থাকে এবং যেমন জলপূর্ণ দৃতি (ভিস্তী) সঞ্চালিত হইলে ক্ষুব্ধ, কম্পিত ও উহা হইতে শব্দ উৎপন্ন হয়, ইহাতেও তদ্রূপ ঘটিয়া থাকে।

জন্মনৈবোদরং সর্ব্বং প্রায়ঃ কৃচ্ছ্রতমং মতম্।
বলিনস্তদজাতাম্বু যত্নসাধ্যং নবোত্থিতম্॥

উল্লিখিত সর্ব্বপ্রকার উদর রোগ জাতমাত্রেই কৃচ্ছ্রসাধ্য হইয়া থাকে। যদি রোগী বলবান থাকে, উদরে জলসঞ্চয় না হইয়া থাকে এবং রোগ অচিরোৎপন্ন হয়, তাহা হইলেও উহা বিশেষ যত্নসাধ্য জানিবে, কদাচ উপেক্ষ নীয় নহে।

পক্ষাদ্ বদ্ধগুদং তূর্দ্ধং সর্ব্বং জাতোদকং তথা।
প্রায়ো ভবত্যস্তরায়চ্ছিদ্রান্ত্রং চোদরং নৃণাম্॥

বদ্ধগুদোদর পক্ষান্তে মারক হয় এইরূপ সঞ্জাতোদক ও ছিদ্রান্ত্রোদরও সাংঘাতিক হইয়া থাকে। ইহারা কখন কখন শল্য-শাস্ত্রোক্ত চিকিৎসা দ্বারা প্রতিকৃত হইয়া থাকে।

উদররোগস্যারিষ্ট লক্ষণম্।

শূনাক্ষং কুটিলোপস্থ মুপক্লিন্নতনুত্বচম্।
বলশোণিত মাংসাগ্নি পরিক্ষীণঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥

চক্ষে শোথ, লিঙ্গ বক্র, ত্বক্ পাতলা ও উহার উপরিভাগ আর্দ্র এবং বল, রক্ত, মাংস ও অগ্নির পরিক্ষয় হইলে রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত।

পার্শ্বভঙ্গান্নবিদ্বেষ শোথাতীসার পীড়িতম্।
বিরিক্তঞ্চাপ্যুদরিণং পূর্য্যমাণং বিবর্জ্জয়েৎ॥

পার্শ্বভঙ্গ, অন্নে বিদ্বেষ, শোথ ও অতীসার এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে অথবা পুনঃ পুনঃ ভেদ হইয়াও উদর পূর্ণ অর্থাৎ স্ফীত থাকিলে রোগ অসাধ্য জানিবে।

উদররোগস্য চিকিৎসা।

সর্ব্বমেবোদরং প্রায়ো দোষসংঘাতজং যতঃ।
অতো বাতাদিশমনী ক্রিয়া সর্ব্বত্র শস্যতে॥

সকল প্রকার উদর রোগই প্রায় ত্রিদোষপ্রকোপজন্য সংঘটিত হইয়া থাকে। অতএব বায়ু প্রভৃতি তিন দোষেরই শান্তি-কারক চিকিৎসা উদর রোগ মাত্রেই প্রশস্ত।

উদরে দোষ সম্পূর্ণে কুক্ষৌ মন্দো ভবেত্তোহনলঃ।
তস্মাদ্ ভোজ্যানি যোজ্যানি দীপনানি লঘূনি চ॥

উদর দোষপরিপূর্ণ হওয়াতে অগ্নি অতি হীনশক্তি হয়। অতএব এই রোগে অগ্নি-দীপক ও লঘু ভোজন ব্যবস্থা করিবে।

রক্তশালীন যবান্ মুদ্গান্ জাঙ্গলান্ মৃগপক্ষিণঃ।
পয়োমূত্রাসবারিষ্ট মধুসীধু চ শীলয়েৎ॥

দাউদখানি চাউলের অন্ন, যবের মণ্ড-প্রভৃতি, জাঙ্গল পশুপক্ষীর মাংসের যূষ, দুগ্ধ, গোমূত্র, আসব, অরিষ্ট, মধু, সীধু এই সকল বিবেচনামত প্রত্যহ সেবনীয়।

দোষাতি মাত্রোপচয়াৎ স্রোতোমার্গ নিরোধনাৎ।
সংভবত্যুদরং তস্মান্নিত্যমেনং বিরেচয়েৎ।
পায়য়েত্তৈল মৈরণ্ডং সমূত্রং সপয়োঽপি বা॥

দোষের অতিসঞ্চয় ও স্রোতঃ সমূহের নিরোধ বশতঃ উদর রোগ উৎপন্ন হয়, সুতরাং ইহাতে নিত্য বিরেচনক্রিয়া আবশ্যক। গোমূত্র বা উষ্ণ দুগ্ধের সহিত এরণ্ড তৈল সেবনীয়।

বাতোদরং বলবতঃ স্নেহস্বেদৈরুপাচরেৎ।
স্নিগ্ধায় স্বেদিতাঙ্গায় দদ্যাৎ স্নিগ্ধং বিরেচনম্॥
হৃতে দোষে পরিম্লানং বেষ্টয়েদ্ বাবসোদরম্।
যথাস্থানবকাশত্বাদ্ বায়ুর্নাধ্মাপয়েৎ পুনঃ॥

বাতোদরে রোগী বলবান্ থাকিলে প্রথমতঃ স্নেহস্বেদ প্রদানানন্তর স্নিগ্ধ বিরেচন দিবে। বিরেচন দ্বারা মল সমস্ত নির্গত হইয়া উদর কোমল হইলে বস্ত্রদ্বারা উদর বেষ্টন করিয়া চাপিয়া বান্ধিয়া রাখিবে। ইহাতে স্থানাভাব প্রযুক্ত বায়ুদ্বারা উদরাধ্মান উপস্থিত হইতে পারে না।

বিরিক্তে চ যথাদোষহরৈঃ পেয়া শৃতা হিতা।

বিরেচনের পর উপস্থিত দোষনাশক ঔষধদ্বারা পেয়া প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে।

বাতোদরে পয়োঽভ্যাসো নিরূহো দাশমূলিকঃ॥

বাতোদরে নিত্য দুগ্ধ পান ও দশমূলের ক্বাথের পিচকারী দ্বারা উপকার হয়।

বাতোদরী পিবেত্তক্রং পিপ্পলী লবণান্বিতম্।
শর্করামরিচোপেতং স্বাদু পিত্তোদরী পিবেৎ॥
যমানী সৈন্ধবাজাজীব্যোষযুক্তং কফোদরী।
ত্র্যূষণক্ষার লবণৈর্যুক্তং ত্রৈদোষিকোদরী॥
গৌরবারোচকার্ত্তানা মমৃতত্বায় কল্পতে॥

বাতোদরে পিঁপুল ও সৈন্ধব সংযুক্ত, পিত্তোদরে চিনি ও মরিচ সংযুক্ত, কফোদরে যমানী, সৈন্ধব লবণ, জীরা ও ত্রিকটু মিশ্রিত এবং সন্নিপাতোদরে ত্রিকটু, যবক্ষার ও সৈন্ধব লবণ সহিত তক্রপান ব্যবস্থেয়। ইহার দ্বারা দেহের ভার ও অরুচি নষ্ট হয়।

সক্ষীরং মাহিষং মূত্রং নিরাহারঃ পিবেন্নরঃ।
শাম্যত্যনেন জঠরং সপ্তাহাদিতি নিশ্চয়ঃ॥

সপ্তাহ কাল অন্য আহার পরিত্যাগ করিয়া কেবল মহিষীর মূত্র ও দুগ্ধ পান করিয়া থাকিলে উদর রোগের শান্তি হয়।

স্নুক্ পয়সা ভাবিত তণ্ডুল চূর্ণৈ র্বিনির্ম্মিতঃ পূপঃ।
উদরমুদারং হিংস্যাদ্ যোগোঽয়ং সপ্তরাত্রেণ॥

সিজের আঠায় তণ্ডুল ভিজাইয়া রাখিয়া তদ্দ্বারা পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিলে সপ্তাহমধ্যে উদররোগ নষ্ট হয়।

পুনর্নবা দারু নিশা সতিক্তা
পটোল পথ্যা পিচুমন্দ মুস্তাঃ।
সনাগরাচ্ছিন্নরুহেতি সর্ব্বৈঃ
কৃতঃ কষায়ো বিধিনা বিধিজ্ঞৈঃ॥
গোমূত্রযুগ্ গুগ্‌গুলুনা চ যুক্তঃ
পীতঃ প্রভাতে নিয়তং নরাণাম্।
সর্ব্বাঙ্গশোথোদর পার্শ্বশূল
শ্বাসান্বিতং পাণ্ডুগদং নিহন্তি॥

পুনর্নবা, দারুহরিদ্রা, কটকী, পল্‌তা, হরীতকী, নিমছাল, মুতা, শুঁঠ ও গুলঞ্চ ইহাদের ক্বাথ গোমূত্র ও গুগগুলুর সহিত প্রত্যহ প্রাতে পান করিলে সার্ব্বাঙ্গিক, শোথ, উদরী, পার্শ্বশূল, শ্বাস ও পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয়।

যমানী হবুষা ধান্যং ত্রিফলা চোপকুঞ্চিকা
কারবী পিপ্পলীমূল মজগন্ধা শটী বচা॥
শতাহ্বা জীরকং ব্যোষং স্বর্ণক্ষীরী চ চিত্রকম্।
দ্বৌ ক্ষারৌ পৌষ্করং মূলং কুষ্ঠং লবণ পঞ্চকম্॥
বিড়ঙ্গঞ্চ সমাংশানি দন্ত্যা ভাগত্রয়ং ভবেৎ।
ত্রিবৃদ্ বিশালা দ্বিগুণা সাতলা স্যাচ্চতুর্গুণা॥
এষ নারায়ণো নাম চূর্ণো রোগগণাপহঃ।
এনং প্রাপ্য নিবর্ত্তন্তে রোগা বিষ্ণুং গিবাস্তরাঃ॥

যমানী, হবুষ, ধন্যা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কৃষ্ণজীরা, মৌরী, পিঁপুলমূল, বন-যমানী, শটী, বচ, শুল্‌ফা, জীরা, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, সোনামুখী, চিতামূল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পুষ্করমূল, কুড়, পঞ্চলবণ ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ১ ভাগ, দন্তীমূল ৩ ভাগ, তেউড়ী ২ ভাগ, রাখালশসার মূল ২ ভাগ ও তেকাটা সিজেরমূল ৪ ভাগ এই সমুদায় চূর্ণ একত্র করিয়া ২।৪ মাষা মাত্রায় উষ্ণজলের সহিত সেব্য।

সামুদ্রাদ্যং তথা চূর্ণং সাজ্যং সাজ্য নিষেবিতম্।
উদার মুদরং হন্তি গদান্ গুল্মাদিকাংস্তথা॥

সামুদ্রাদ্য চূর্ণ নামক ঔষধ ঘৃত সংযুক্ত করিয়া অন্নের প্রথম গ্রাসের সহিত ১।২ মাষা মাত্রায় সেবন করিলে প্রবল উদরী ও গুল্ম প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়।

বিন্দু মহাবিন্দু নারাচ বৃহন্নারাচাখ্যানি ঘৃতানি চতুর্মাষকমানানি যথাবল যথাদোষ মাত্রাণি বা প্রযুঞ্জীত।

বিন্দুঘৃত, মহাবিন্দুঘৃত, নারাচঘৃত ও বৃহৎনারাচঘৃত ৪ মাষা পরিমাণে অথবা দোষ ও বলানুযায়ি মাত্রায় প্রয়োজ্য।

শোথাধিকারোক্তো মাণমণ্ডোঽপ্যত্র দেয়ঃ।

উদররোগে শোথাধিকারোক্ত মাণমণ্ডও প্রয়োজ্য।

ইচ্ছাভেদি নারাচ জলোদরারিরস শোথোদরারিলৌহাভয়াবটী শ্রীবৈদ্যনাথাদেশবটিকাদ্যানি ভেষজানি যথাদোষানুপানানি দেয়ানি।

ইচ্ছাভেদীরস, নারাচরস, জলোদরারি রস, শোথোদরারি লৌহ, অভয়া বটী ও শ্রীবৈদ্যনাথাদেশ বটিকা প্রভৃতি ঔষধ দোষেচিত অনুপানের সহিত ব্যবস্থা করিবে।

বারিশোষণোরসঃ।

চতুর্বিংশতি ভাগাঃস্যুর্গন্ধাদ্ বঙ্গং তদর্দ্ধকম্।
বঙ্গভাগাদ্ ভবেদর্দ্ধঃ পারদঃ কৃষ্ণমভ্রকম্॥
চতুর্দ্দশবিভাগং স্যাৎ মৃতং তদ্দীয়তে পুনঃ।
মৃতলৌহমষ্টভাগং মৃততাম্রনবাত্র তৎ॥
মৃতহেমদ্বয়ং তেষাং মৃতরূপ্যঞ্চ সপ্তকম্।
অতিশুদ্ধমতিস্থূলং মৃতং হীরং ত্রয়োদশ॥
ভাগা গ্রাহ্যা মাক্ষিকস্য বিশুদ্ধস্যাত্র ষোড়শ।
অষ্টাদশমিতং গ্রাহ্যং নব কাশীশকং পুনঃ॥
তুত্থকঞ্চ ষড়েবাত্র নবীনং গ্রাহ্যমেব চ।
তালকঞ্চ চতুর্ভাগং শিলা যোজ্যা স্ত্রয়ো বুধৈঃ॥
শৈলেয়ং পঞ্চ দাতব্যং সর্ব্বমেকত্র নূতনম্।
মৃত মৌক্তিক ভাগৈকং সৌভাগ্যং দ্বয়মেব চ॥
কুট্টয়িত্বা বিচূর্ণ্যাথ জম্বীরস্য রসেন বৈ।
ভাবয়েৎ সপ্তধা গাঢ়ং গুড়িকাস্তস্য কারয়েৎ॥
পানক দ্বিতয়ে কৃত্বা মুদ্রয়েৎ পানকদ্বয়ম্।
ঘটমধ্যে নিবেশ্যাথ দত্বা পূর্ব্বঞ্চ বালুকাম্॥
ঊর্দ্ধঞ্চ তাং পুনর্দত্বা বালুকাং মুদ্রয়েৎ মুখম্।
অহোরাত্রং দহেদগ্নৌ স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ॥
বকুলস্য চ বীজেন কণ্টকারীদ্বয়েন চ।
গুড়ূচী ত্রিফলা বারা ভাবয়েৎ সপ্ত সপ্ততঃ॥
বৃদ্ধদার রসেনাপি তথা দেয়াস্তু ভাবনাঃ।
গিরিকর্ণ্যা রসেনাপি রোহিত মৎস্য পিত্ততঃ॥
এবং সিদ্ধোভবেৎ সম্যক্ রসোঽসৌ বারিশোষণঃ।
দেবান্ গুরূন্ সমভ্যর্চ্চ্য যতিনঃসাধবস্তথা॥
রক্তিকা দ্বিতয়ং দেয়ং সন্নিপাতে সমুচ্ছ্রয়ে।
মরিচেন সমং দেয়ং তেন জাগর্ত্তি মানবঃ॥
জলোদরে যকৃদ্রোগে শোথে সার্ব্বাঙ্গিকে তথা।
শ্লৈষ্মিকে চ গদে দেয়ং গ্রহণ্যামগ্নিমান্দ্যকে॥
প্লিহ্নি পাণ্ডৌ প্রয়োক্তব্যং ত্রিকটু ত্রিফলাম্ভসা।
শূলরোগে প্রয়োক্তব্য মন্নপিত্তে বিশেষতঃ॥
কুষ্ঠে সুদুষ্টে দেয়োঽয়ং কাকোডুম্বরিকাম্ভসা।
অতি বহ্নিকরঃ শ্রীদো বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনঃ॥
ধন্বন্তরিকৃতঃ সদ্যো রসঃ পরমদুর্লভঃ।
সর্ব্বরোগে প্রয়োক্তব্যো নিঃসন্দেহং ভিষগ্‌বরৈঃ॥

গন্ধক ২৪ ভাগ, বঙ্গ ১২ ভাগ, রস ৬ ভাগ, অভ্র ১৪ ভাগ, লৌহ ৮ ভাগ, তাম্র ৯ ভাগ, স্বর্ণ ২ ভাগ, রৌপ্য ৭ ভাগ, অতি বিশুদ্ধ ও অতি স্থূল হীরক ১৩ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ১৬ ভাগ, তুঁতিয়া ৬ ভাগ, হরীতাল ৪ ভাগ, মনঃশীলা ৩ ভাগ, শিলাজতু ৫ ভাগ, মুক্তা ১ ভাগ, সোহাগা ২ ভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য জম্বীররসে ৭ বার ভাবনা দিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিয়া মুষাযন্ত্র মধ্যে স্থাপিত করিয়া পরে বালুকাযন্ত্র মধ্যস্থ করিয়া অহোরাত্র পাক করিবে। শীতল হইলে নামাইয়া ইহাতে বকুলবীজ, কণ্টকারী, বৃহতী, গুড়ূচী, বিদ্ধড়ক, অপরাজিতা, ত্রিফলা ও রোহিতমৎস্য পিত্ত ইহাদের প্রত্যেকের রসে বা কাথে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। মরিচচূর্ণের সহিত সেব্য। ইহা সেবনে জলোদর, শোথ,

প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি বিবিধ দুঃসাধ্য পীড়া প্রশমিত হয় ।

জলোদরে শস্ত্রপ্রয়োগবিধিঃ ।

উদরে জাতসলিলে গদে চাপি জলোদরে ।
ভেষজে বিতথে তত্র শস্ত্রং যুঞ্জ্যাদ্ বিচক্ষণঃ ॥
সব্যে পার্শ্বে শয়ানস্য স্নিগ্ধস্বিন্নস্য রোগিণঃ ।
আপ্তৈঃ পরিগৃহীতস্য সান্ত্বিতস্য সুহৃজ্জনৈঃ ॥
ঔপস্থিকাস্থি নাভ্যন্তরঙ্গুষ্ঠোদর মাত্রকম্ ।
ত্রিকূর্চ্চকেন সংবিধ্যেদ্ গাঢ়ং ব্রীহিমুখেন বা ॥
ত্রপ্বাদ্যন্যতমকৃতাং দ্বিদ্বারাং নাড়িকাং ততঃ ।
সংযোজ্য দোষসলিল মবসিঞ্চেৎ ক্রমেণ হি ॥
নৈকস্মিন্নেব দিবসে নৈখিল্যেনাহরেজ্জলম্ ।
সহসাখিল দোষাণাং নির্হারাজ্জ্বরতর্ষণে ॥
ভ্রমমোহৌ পাদদাহো বৈবর্ণ্যমঙ্গমর্দ্দনম্ ।
শ্বাসকাসাতিসারাশ্চ জায়ন্তে বা মৃতিস্তথা ॥
অহরেকমথো দ্বে বা গময়িত্বাল্প মল্পকম্ ।
হরেদ্ দোষাম্বু বিধিনা ভিষগ্ বীক্ষ্য বলাবলম্ ॥
নিঃস্রুতে নিঃস্রুতে দোষে বাসসা পৃথুনোদরম্ ।
বেষ্টয়েচ্চর্ম্মণা বাপি বায়ুর্নাধ্মাপয়েদ্ যথা ॥
ষণ্মাসান্ পয়সৈনং বা জাঙ্গলেন রসেন বা ।
ত্রীন্ মাসানর্দ্ধ তোয়েন পয়সা বা রসেন বা ॥
মাসত্রয়ং ততোঽন্নেন লঘুনা জীবয়েৎ পরম্ ।
গদী সংবৎসরেণৈবং ভাগ্যতশ্চাগদী ভবেৎ ॥

আস্থাপনে চৈব বিরেচনে চ
পানে তথাহার বিধি ক্রিয়াসু ।
সর্ব্বোদরিভ্যঃ কুশলৈঃ প্রয়োজ্যং
ক্ষীরং শৃতং জাঙ্গলজো রসো বা ॥

জলোদর রোগ অথবা অন্যবিধ উদর রোগে জল সঞ্চয় হইলে, যদি ঔষধ দ্বারা উপকার না হয়, তাহা হইলে শস্ত্র প্রয়োগ কর্ত্তব্য। শস্ত্র প্রয়োগ স্থিরীকৃত হইলে রোগীর উদরে বাতঘ্ন তৈল মর্দ্দন ও স্বেদ প্রদান করিয়া উহাকে বামপার্শ্বে শয়ন করাইবে। আপ্ত সুহৃদ্গণ উহাকে সান্ত্বনা বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া উত্তমরূপে ধরিয়া থাকিবেন। এইরূপ সমুদায় অনুষ্ঠিত হইলে শস্ত্র প্রযোক্তা ত্রিকূর্চ্চক বা ব্রীহিমুখ নামক শস্ত্র দ্বারা রোগীর উপস্থাস্থি ও নাভির মধ্যবর্ত্তী স্থান অঙ্গুষ্ঠোদর প্রমিত গাঢ় বিদ্ধ করিবেন। অনন্তর বঙ্গ, রোপ্য বা অন্য ধাতু নির্ম্মিত, মুখদ্বয়বিশিষ্ট নাড়ী (নল) তৎস্থানে সংযুক্ত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য, তদ্দ্বারা উদরের সদোষজল ক্রমশঃ নিঃস্রুত হইতে থাকে। এক দিবসেই সমুদায় জল নিঃসৃত করা উচিত নহে। কারণ সহসা সমুদায় দূষিত সলিল নির্গত হইলে জ্বর, তৃষ্ণা, ভ্রম, মূর্চ্ছা, পাদদাহ, বিবর্ণতা, অঙ্গমর্দ্দ, শ্বাস, অতিসার বা মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা। রোগীর বলাবল বিবেচনা করিয়া মধ্যে একদিন বা দুই দিন করিয়া অন্তরিত করিয়া অল্প অল্প দূষিত সলিল নিঃসৃত করিবে। দোষ নির্গত করিয়া স্থূলবস্ত্র অথবা উপযুক্ত চর্ম্মদ্বারা উদর বেষ্টন করিয়া বান্ধিয়া রাখিবে, এইরূপ করিলে বায়ুদ্বারা উদরাধ্মান হইতে পারে না। শস্ত্র প্রয়োগের পর রোগীকে ছয়মাস দুগ্ধ বা জাঙ্গল মাংসের যূষ, তিন মাস অর্দ্ধোদক দুগ্ধ বা জাঙ্গল মাংসের যূষ এবং অপর মাসত্রয় লঘু অন্ন ভোজন করাইয়া রাখিবে। সংবৎসর এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা ও ভাগ্যবলে রোগী নীরোগ হইতে পারে। উদর রোগীর পক্ষে নিরূহ, বিরেচন এবং পান ও আহার ক্রিয়ার সিদ্ধ দুগ্ধ বা জাঙ্গল মাংসের যূষ প্রয়োজ্য।

অথোদরে পথ্যাপথ্যনির্ণয়ঃ ।

অব্দোৎপন্না রক্তশালি যবমুদ্গকুলত্থকাঃ ।
মাক্ষিকঞ্চ সুরা সীধুর্জাঙ্গলা মৃগপক্ষিণঃ ॥

রসোনমার্দ্রকং তক্রং কুলকং শিগ্রুজং ফলম্।
পুনর্নবা কারবেল্লং তাম্বূলৈলে পয়স্তথা॥
লঘ্বন্নং দীপনং তিক্তং তীক্ষ্ণ্যং দোষানলৌ বলম্।
যুগ্মাদ্যুদরিণে বৈদ্য ইত্যাদ্যানি যথাতথম্॥

এক বৎসরের পুরাতন দাউদখানি তণ্ডুল, যব, মুগ ও কুলথ, মধু, সুরা, সীধু, জাঙ্গল-পশুপক্ষীর মাংসের যূষ, রসুন, আদা, ঘোল, পটোল, সজিনার ডাঁটা, পুনর্নবা, করোলা, তাম্বুল, এলাইচ ও দুগ্ধ এই সমুদায় এবং লঘু, অগ্নিদীপক ও তিক্ত রস উদররোগে হিতকর।

পয়োঽতিপানং গুর্ব্বন্নং স্নেহনং ধূমসেবনম্।
ঔদকানূপ মাংসানি পত্রশাকং তিলো দধি॥
লবণাশন মুষ্ণানি বিদাহীন্যপ্সু দোষবৎ।
মহেন্দ্রাদ্রিভবানাঞ্চ সরিতাং সলিলং তথা॥
ব্যায়ামশ্চ ব্যবায়শ্চ স্নানং চংক্রমণং তথা।
এবং বিধানি চান্যানি ত্যাজ্যান্যুদরিভিঃ সদা॥

অধিক জলপান গুরু অন্ন ভোজন, স্নেহ ব্যবহার, ধূমপান, জলচর ও অনূপচর জন্তুর মাংস, পত্রশাক, তিল, দধি, লবণ উষ্ণ ও বিদাহি দ্রব্য, সদোষ জল, মহেন্দ্র পর্ব্বতোৎপন্ন নদী সকলের জল এই সমুদায় এবং ব্যায়াম, মৈথুন, স্নান ও অধিক ভ্রমণ ইত্যাদি নিষিদ্ধ।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

শোথাধিকারঃ।

শোথস্য বিপ্রকৃষ্টং নিদানম্।

শুদ্ধ্যাময়াভক্ত কৃশাবলানাং
ক্ষারাম্লতীক্ষ্ণোষ্ণ গুরূপসেবা।
দধ্যামমৃচ্ছাক বিরোধি পিষ্ট
গরোপসৃষ্টান্ন নিষেবণঞ্চ॥
অর্শাংস্যচেষ্টা বপুষো হ্যশুদ্ধি-
র্মর্ম্মোপঘাতো বিষমা প্রসূতিঃ।
মিথ্যোপচারঃ প্রতিকর্ম্মণাঞ্চ
নিজস্য হেতুঃ শ্বয়থোঃ প্রদিষ্টঃ॥

বমন বিরেচনাদি দেহশোধক ক্রিয়া, জ্বর পাণ্ডু প্রভৃতি পীড়া ও আহারাভাব প্রভৃতি কারণে কৃশ ও দুর্ব্বল ব্যক্তিরা ক্ষার, অম্ল, তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য, উষ্ণদ্রব্য ও গুরুদ্রব্য ভোজন, করিলে শোথরোগ উৎপন্ন হয়। তদ্রূপ দধি, কাঁচা দ্রব্য, মৃত্তিকা, শাক, বিরোধি দ্রব্য ও সংযোগজ বিষ মিশ্রিত অন্ন ভক্ষণ, অর্শোরোগ, শ্রমরাহিত্য, শোধনার্হ দেহের অশোধন, দোষকৃত মর্ম্মপীড়া, আম-গর্ভপাত এবং বমনাদি পঞ্চকর্ম্মের অসম্যক্ প্রয়োগ, ইত্যাদি কারণেও শোথ রোগের উৎপত্তি হয়।

ইহাদিগের মধ্যে যেগুলি বায়ুর প্রকোপক তাহাদিগের দ্বারা বাতিক, যাহারা পিত্তের প্রকোপক, তাহাদিগের দ্বারা পৈত্তিক এবং যাহারা শ্লেষ্মার প্রকোপক, তাহাদিগের দ্বারা শ্লৈষ্মিক শোথ উৎপন্ন হয়।

তস্য সন্নিকৃষ্টং নিদানম্।

দোষৈঃ পৃথগ্ দ্বয়ৈঃ সর্ব্বৈরভিঘাতাদ্ বিষাদপি।
সর্ব্বো হেতু বিশেষৈস্তু রূপভেদান্নবাত্মকঃ॥

শোথ নয় প্রকার। যথা, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, আভিঘাতিক ও বিষজ। ভিন্ন ভিন্ন হেতু ও ভিন্ন ভিন্ন রূপবশতঃ এই নয় প্রকার শোথ হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত সাত প্রকারকে নিজ অর্থাৎ বাতাদি দোষকৃত ও

শেষোক্ত দুই প্রকারকে অনিজ অর্থাৎ আগন্তুক বলা যায়।

তস্য সম্প্রাপ্তিঃ।

রক্তপিত্ত কফান্ বায়ুর্দুষ্টো দুষ্টান্ বহিঃশিরাঃ।
নীত্বারুদ্ধ গতিস্তৈর্হি কুর্য্যাৎ ত্বঙ্মাংস সংশ্রয়ম্॥
উৎসেধং সংহতং শোথং তমাহুর্নিচয়াদতঃ॥

প্রকুপিত বায়ু সদোষ রক্ত, পিত্ত ও কফকে বহিঃস্থ শিরাসমূহকে লইয়া গিয়া এবং স্বয়ং ও তাহাদিগের দ্বারা রুদ্ধমার্গ হইয়া ত্বঙ্মাংসাশ্রিত উৎসেধ অর্থাৎ উচ্চতা উৎপাদন করে।

উল্লিখিত রক্ত, পিত্ত, কফ ও বায়ু ইহাদের সমষ্টি হেতু উৎপন্ন ঘন ঐ উৎসেধকে শোথ বলা যায়।

তস্য সামান্যং লক্ষণম্।

সগৌরবং স্যাদনবস্থিতত্বং
সোৎসেধমুষ্মাথ শিরাতনুত্বম্।
সলোমহর্ষঞ্চ বিবর্ণতা চ
সামান্যলিঙ্গং শ্বয়থোঃ প্রদিষ্টম্॥

তস্য শোথস্য কিং স্যাদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ। অনবস্থিতত্বং স্যাদনিয়তা স্থিতিঃ স্যাদিত্যর্থঃ। চিকিৎসাব্যতিরেকেণাপি নিবৃত্তেঃ। তচ্চানবস্থিতত্বং সগৌরবং স্যাৎ, গৌরবমপ্যনবস্থিতং স্যাৎ। অথচ সোৎসেধং স্যাৎ, ঔন্নতত্ত্বমপ্যনবস্থিতং স্যাদিত্যর্থঃ। সলোমহর্ষ মিতিপদং শিরাতনুত্বমিত্যস্য বিশেষণম্, লোমহর্ষঃ শিরাতনুত্বঞ্চ স্যাতামিত্যভিপ্রায়ঃ।

শোথ রোগের স্থিতি অনিয়ত অর্থাৎ কখন কখন ইহা চিকিৎসা ব্যতিরেকেও প্রশমিত হইয়া থাকে। ইহার গুরুতা ও উৎসেধ কখন থাকে, কখন থাকে না। ঐ স্থান উষ্ণ হয়, শিরা সকল বিস্তৃত হয় এবং রোমাঞ্চ ও বৈবর্ণ্য হইয়া থাকে। এইগুলি শোথরোগের সাধারণ চিহ্ন।

তস্য পূর্ব্বরূপম্।

তৎ পূর্ব্বরূপং দবথুঃ শিরায়ামোঽঙ্গ গৌরবম্॥

সামান্য রূপ কথনানন্তরং পূর্ব্বরূপ কথনং বক্তুঃ কামচারিত্বাৎ। দবথুঃ সন্তাপঃ, শিরায়ামঃ শিরাপ্রসারস্তৎপ্রসারবৎ পীড়া বা।

শোথ জন্মিবার পূর্ব্বে গাত্রসন্তাপ, শিরাসকলের প্রসারণ বা প্রসারণবৎ পীড়া ও শরীর ভার এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

বাতিকস্য শোথস্য লক্ষণম্।

চলস্তনুত্বক্ পরুষোঽরুণোঽসিতঃ
প্রসুপ্তিহর্ষার্ত্তিযুতোঽনিমিত্ততঃ।
প্রশাম্যতি প্রোন্নমতি প্রপীড়িতো
দিবা বলী স্যাচ্ছ্বয়থুঃ সমীরণাৎ॥

বায়ুজন্য শোথ সঞ্চরণশীল (একস্থান হইতে স্থানান্তরগামী), সূক্ষ্মত্বগ্‌বিশিষ্ট, কর্কশ এবং অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ হয়। ঐ স্থানে স্পর্শজ্ঞানের অল্পতা ও ঝিনুঝিনী অনুভব হয়। বাতিক শোথ বিনা কারণে কখন কখন প্রশমিত হইয়া থাকে এবং ইহার কোন স্থান নিপীড়িত হইলে ঐস্থান বসিয়া যায়। এইরূপ শোথ দিবাভাগে বলবান্ ও রাত্রিতে শুষ্ক প্রায় হয়।

পৈত্তিকস্য তস্য লক্ষণম্।

মৃদুঃ সগন্ধোঽসিত পীতরাগবান্
ভ্রম জ্বর স্বেদ তৃষা মদান্বিতঃ।

য উচ্যতে স্পর্শরুগক্ষিরাগকৃৎ
স পিত্তশোথো ভৃশদাহপাকবান্॥

পৈত্তিক শোথ কোমল, গন্ধবিশেষযুক্ত ও কৃষ্ণ বা পীতবর্ণ হয়। ঐ স্থানে দাহ, স্পর্শ করিলে যাতনা ও উহার পাককালে অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হইয়া থাকে। এইরূপ পীড়ায় ভ্রম, জ্বর, স্বেদোদ্গম, তৃষ্ণা, মত্ততা এবং চক্ষু রক্তবর্ণ হয়।

শ্লৈষ্মিকস্য লক্ষণম্।

গুরুঃ স্থিরঃ পাণ্ডুররোচকান্বিতঃ
প্রসেক নিদ্রাবমিবহ্নিমান্দ্যকৃৎ।
স কৃচ্ছ্রজন্ম প্রশমো নিপীড়িতো
ন চোন্নমেদ্রাত্রিবলী কফাত্মকঃ॥

কফজ শোথ গুরু, স্থানান্তরাগামী (বা দৃঢ়), পাণ্ডুবর্ণ ও রাত্রিতে বলবান্ এবং দিবাভাগে শুষ্কপ্রায় হয়। এই শোথ সম্যক্ প্রকাশিত ও প্রশমিত হইতে অধিক সময় লাগে। ইহা টিপিলে অধিক বসিয়া যায় না। কফজ শোথে মুখ হইতে জলস্রাব, নিদ্রাধিক্য, বমি, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি উপস্থিত হইয়া থাকে।

নিদানাকৃতিসংসর্গাচ্ছ্বয়থুঃ স্যাদ্ দ্বিদোষজঃ।
সর্ব্বাকৃতিঃ সন্নিপাতাচ্ছোথো ব্যামিশ্রলক্ষণঃ॥

দ্বন্দ্বজ শোথ তত্তৎ রোগের প্রকোপক কারণ দ্বারা উৎপন্ন ও তত্তদ্দোষজ শোথের লক্ষণ সমষ্টি সম্পন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ সান্নিপাতিক শোথ ত্রিদোষ প্রকোপক নিদান বশতঃ উৎপন্ন হয় এবং উহাতে উল্লিখিত ত্রিবিধ শোথেরই লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

অভিঘাতজশোথস্য সনিদানং লক্ষণম্।

অভিঘাতেন শস্ত্রাদিচ্ছেদ ভেদ ক্ষতাদিভিঃ।
হিমানিলোদধ্যনিলৈর্ভল্লাতকপিকচ্ছুজৈঃ॥
রসৈঃ শূকৈশ্চ সংস্পর্শাচ্ছ্বয়থুঃ স্যাদ্ বিসর্পবান্।
ভৃশোষ্মা লোহিতাভাসঃ প্রায়শঃ পিত্তলক্ষণঃ॥

শস্ত্রাদি দ্বারা ছেদ, ভেদ ও ক্ষত প্রভৃতি দ্বারা যে শোথ হয়, তাহাতে অভিঘাতজ শোথ বলে। এইরূপ অতি শীতল বায়ু, সামুদ্রিক বায়ু, ভল্লাতক রস ও আলকুশীর শুঁয়া প্রভৃতির সংস্পর্শেও অঙ্গে শোথ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল আভিঘাতিক শোথ প্রসরণশীল, অতিশয় উষ্ণস্পর্শ, অল্প রক্তবর্ণ ও প্রায় পৈত্তিক শোথের লক্ষণাক্রান্ত হয়।

বিষজস্য সনিদানং লক্ষণম্।

বিষজঃ সবিষপ্রাণি পরিসর্পণ মূত্রণাৎ।
দংষ্ট্রা দন্ত নখাঘাতাদবিষ প্রাণিনামপি॥
বিণ্মূত্র শুক্রোপহত মলবদ্বস্ত্র সঙ্করাৎ।
বিষবৃক্ষানিলস্পর্শাদ্ গরযোগাবচূর্ণনাৎ॥
মৃদুশ্চলোঽবলম্বী চ শীঘ্রো বহুরুজাকরঃ॥

বিষধর প্রাণীরা শরীরের উপর দিয়া চলিয়া গেলে ও শরীরে তাহাদের মূত্র লাগিলে, নির্ব্বিষ প্রাণীদিগেরও দংষ্ট্রা (কুটিল দন্ত), দন্ত (ঋজু দন্ত) ও নখাঘাত দ্বারা, মল, মূত্র, শুক্রলিপ্ত ও মলিন বস্ত্র পরিধানাদি দ্বারা, সম্মার্জ্জনী নিক্ষিপ্ত ধূলি স্পর্শ দ্বারা, বিষবৃক্ষানুবাহী বায়ু গাত্রে লাগিলে এবং সংযোগজ বিষ মিশ্রিত চূর্ণাদির অবধূননে (গাত্রে মর্দ্দনাদি করিলে) শোথ উৎপন্ন হয়। এইরূপ শোথকে বিষজ শোথ বলা যায়।

দোষাঃ শ্বয়থুমূর্দ্ধং হি কুর্ব্বন্ত্যামাশয়ে স্থিতাঃ।
পক্বাশয়স্থা মধ্যে তু বর্চ্চঃস্থানগতাস্ত্বধঃ।
কৃৎস্নং দেহমনুপ্রাপ্তাঃ কুর্য্যুঃ সর্ব্বসরং তথা॥

এক্ষণে দোষ সকলের অবস্থিতি স্থান ভেদে শোথোৎপত্তির স্থানভেদ লিখিত হইতেছে। দোষ সকল আমাশয়ে অবস্থিত হইলে বক্ষঃ ও পক্বাশয়ের মধ্যে, মলাশয়ে অবস্থিত হইলে অধঃস্থ অঙ্গে এবং সর্ব্বদেহে অবস্থিত হইলে সর্ব্বাঙ্গে শোথ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যো মধ্যদেশে শ্বয়থুঃ সকষ্টঃ সর্ব্বগশ্চ যঃ।
অর্দ্ধাঙ্গেঽরিষ্টভূতঃ স্যাদ্ যশ্চোর্দ্ধং পরিসর্পতি॥

বক্ষঃ ও পক্বাশয়ের মধ্যে যে শোথ হয় তাহা এবং সার্ব্বাঙ্গিক শোথ কষ্টসাধ্য জানিবে। যে শোথ অর্দ্ধনারীশ্বরাকারে হয় এবং যাহা নিম্নাঙ্গ হইতে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধাঙ্গে প্রসৃত হয় তদুভয় অসাধ্য। ঊর্দ্ধ বিসর্পী শোথ পুরুষের পক্ষে অবশ্য বিপজ্জনক।

ঊর্দ্ধগামী নরং পদ্ভ্যামধোগামী মুখাৎ স্ত্রিয়ম্।
উভয়ং বস্তি সঞ্জাত শোথো হন্তি ন সংশয়ঃ॥
অন্যচ্চ। অনন্যোপদ্রবকৃতঃ শোথঃ পাদসমুত্থিতঃ
পুরুষং হন্তি নারীঞ্চ মুখজো গুদজো দ্বয়ম্।
অন্যচ্চ। পাদপ্রবৃত্তঃ শ্বয়থুর্নাং যঃ প্রাপ্নুয়ান্মুখম্।
স্ত্রীণাং বক্ত্রাৎ পদং যাতি বস্তিজশ্চ ন সিধ্যতি॥

শোথঃ পদ্ভ্যামুত্থায় ঊর্দ্ধগামী মুখগামী সন্ পুরুষং তথা মুখাদধোগামী পাদগামী সন্ স্ত্রিয়ং হন্তি। বস্তিসঞ্জাত শোথ উভয়ং নরং নারীঞ্চ হন্তি, ঊর্দ্ধগামী সন্ পুরুষম্ অধোগামী সন্ স্ত্রিয়মিত্যর্থঃ। স শোথঃ অনন্যোপদ্রবকৃতশ্চেৎ তর্হ্যেব তারকঃ, অন্যথা নাবশ্য মারক ইতি। অনন্যোপদ্রবকৃতঃ, শোথাদন্যে ব্যাধয়ঃ অতীসার গ্রহণ্যর্শঃ প্রভৃতয়ঃ তেষামুপদ্রবেণ কৃতঃ অন্যোপদ্রবকৃতঃ, ন তাদৃশো ভবতীত্যনন্যোপদ্রবকৃতঃ স্বহেতুভিরেব জাত ইত্যর্থঃ। অনন্যোপদ্রবকৃতঃ শোথঃ পাদসমুত্থিতঃ পাদাভ্যা মুত্থিতঃ (মুখগামী ইত্যূহনীয়ম্) পুরুষং মুখজঃ শোথো নারীং হন্তি (অত্র পাদগামী সন্নিতি বোধ্যম্) গুদজো গুহ্যজং শোথো দ্বয়ং হন্তি, মুখগামী সন্ পুরুষং পাদগামী সন্ স্ত্রিয়মিত্যর্থঃ ইতি দ্বিতীয় শ্লোকস্য ব্যাখ্যা। তৃতীয় শ্লোকে বস্তিজ ইত্যত্র পূর্ব্ববদ্ ব্যাখ্যেয়ম্।

পুরুষের পাদ হইতে উত্থিত হইয়া মুখগামী এবং স্ত্রীলোকের মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া পাদগামী শোথ মারাত্মক হয়। ঐরূপ শোথ শোথোৎপাদক নিদান বশতঃ উৎপন্ন হইলেই সাংঘাতিক হয়, কিন্তু অন্য রোগের উপদ্রবভূত হইলে অবশ্য মারক নহে জানিবে। তদ্রূপ, বস্তি বা গুহ্যদেশে উৎপন্ন শোথ মুখগামী হইলে পুরুষের পক্ষে এবং পাদগামী হইলে স্ত্রীলোকের পক্ষে অবশ্য সাংঘাতিক হইয়া থাকে।

শ্বাসঃ পিপাসাচ্ছর্দ্দিশ্চ দৌর্ব্বল্যং জ্বর এব চ।
যস্য চান্নে রুচির্নাস্তি শোথিনং তং বিবর্জ্জয়েৎ॥
শ্বয়থুং তং বিবর্জ্জয়েদিতি পাঠে তস্য তং শ্বয়থুং বিবর্জ্জয়েদিতি ব্যাখ্যা।

শোথ রোগে শ্বাস, পিপাসা, বমি, দৌর্ব্বল্য, জ্বর ও অরুচি উপস্থিত হইলে রোগীর মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিবে।

বিবর্জ্জয়েৎ কুক্ষ্যুদরাশ্রিতঞ্চ
তথা গলে মর্ম্মণি সংশ্রিতঞ্চ।
স্থূলঃ খরশ্চাপি ভবেদ্ বিবর্জ্জ্যো
যশ্চাপি বালস্থবিরাবলানাম্॥

কুক্ষি, উদর, গল ও মর্ম্মদেশোৎপন্ন স্থূল ও কর্কশ শোথ অসাধ্য। বালক, বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগেরও শোথ সাংঘাতিক হইয়া থাকে।

এই শ্লোকানুরূপ শোথ উপদ্রব সংযুক্ত হইলেই মারাত্মক হয় জানিবে।

ছর্দ্দি স্তৃষ্ণারুচিঃ শ্বাসো জ্বরোঽতীসার এব চ।
সপ্তকোঽয়ং সদৌর্ব্বল্যঃ শোথোপদ্রব সংগ্রহঃ॥

বমি, তৃষ্ণা, অরুচি, শ্বাস, জ্বর, অতীসার ও দৌর্ব্বল্য এই সাতটী, শোথের উপদ্রব।

নবোঽনুপদ্রবঃ শোথঃ সাধ্যোঽসাধ্যঃ পুরেরিতঃ॥

অচিরোৎপন্ন ও উপদ্রবরহিত শোথ সাধ্য। অসাধ্য শোথের বিষয় ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

শোথস্য চিকিৎসা।

লঙ্ঘনং পাচনং শোথে শিরঃ কায় বিরেচনম্।
বমনঞ্চ যথাদোষং ভিষগ্ বুদ্ধা প্রকল্পয়েৎ॥
স্নেহোঽথ বাতিকে শোথে বদ্ধবিট্‌কে নিরূহণম্।
পয়োঘৃতং পৈত্তিকে তু কফজে রুক্ষণক্রমঃ॥

শোথরোগে দোষভেদে বিবেচনা করিয়া লঙ্ঘন, পাচন, নস্য, বিরেচন ও বমনক্রিয়ার ব্যবস্থা করিবে। বাতিক শোথে স্নেহপ্রয়োগ, মলবদ্ধ থাকিলে নিরূহণ (পিচকারি দেওয়া), পৈত্তিক শোথে ঘৃত ও দুগ্ধ পান ও কফজ শোথে রুক্ষক্রিয়া কর্ত্তব্য।

অথামজং লঙ্ঘন পাচন ক্রমৈ-
র্বিশোধনৈরুল্বণ দোষ মাদিতঃ।
শিরোগতং শীর্ষবিরেচনৈরধো
বিরেচনৈরূর্দ্ধহরৈস্তথোর্দ্ধগম্॥
উপাচরেৎ স্নেহভবং বিরুক্ষণৈঃ
প্রকল্পয়েৎ স্নেহবিধিঞ্চ রুক্ষিতে।

আমজ শোথে লঙ্ঘন ও পাচন, অতিশয় প্রবল দোষে শোধন ঔষধ, মস্তকগত শোথে নস্য, অধোদেহের শোথে বিরেচক এবং ঊর্দ্ধদেহের শোথে বমনকারক ঔষধ ব্যবস্থেয়। ঘৃতাদি স্নেহ দ্রব্যের সেবন জন্য শোথ হইলে রুক্ষক্রিয়া ও রুক্ষদ্রব্য সেবন জন্য শোথ হইলে স্নিগ্ধক্রিয়া করিবে।

শুণ্ঠীপুনর্নবৈরণ্ড পঞ্চমূলীশৃতং জলম্।
বাতিকে শ্বয়থৌ শস্তং দশমূলী জলং তথা॥

বায়ুজন্য শোথে শুঁঠ, পুনর্নবা, এরণ্ডমূল ও বৃহৎপঞ্চমূল ইহাদের ক্বাথ ও দশমূলের ক্বাথ উপকারী।

পটোলত্রিফলারিষ্ট দার্ব্বীক্বাথঃ সগুগ্‌গুলুঃ।
হন্তি পিত্তকৃতং শোথং তৃষ্ণাজ্বরসমন্বিতম্॥

পৈত্তিক শোথে ত্রিফলা, নিমছাল ও দারুহরিদ্রা ইহাদের ক্বাথে ২ মাষা গুগ্‌গুলু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে উপকার দর্শে। এই ক্বাথ তৃষ্ণা ও জ্বর নিবারক।

স্নুক্‌ক্ষীর ভাবিতাঃ কৃষ্ণাঃ পথ্যা মূত্রেণ বা যুতাঃ।
যোজিতাঃ শময়ন্ত্যাশু শোথং শ্লেষ্মসমুত্থিতম্॥

সিজের আঠায় পিঁপুল অথবা গোমূত্রে হরীতকী ভাবনা দিয়া সেবন করিলে শ্লৈষ্মিক শোথ প্রশমিত হয়।

মিশ্রে মিশ্রক্রিয়াং কুর্য্যাৎ সর্ব্বজে সর্ব্বরূপিণীম্।
বিল্বপত্র রসং পূতং সোষণং ত্রিভবে পিবেৎ॥

দ্বন্দ্বজ পীড়ায় মিশ্রক্রিয়া এবং সান্নিপাতিকে ত্রিবিধ ক্রিয়া সমষ্টি কর্ত্তব্য। সান্নিপাতিক শোথে বিল্বপত্রের রস বা ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া মরিচের গুঁড়ার সহিত পেয়।

নিম্বপত্র রসঃ পেয়ঃ সোষণঃ শ্বয়থৌ ত্রিজে।
শুণ্ঠীগুগ্‌গুলুসংযুক্তং মূত্রঞ্চাপ্যত্র শস্যতে॥

ত্রিদোষজ শোথে মরিচের গুঁড়ার সহিত নিম্বপত্রের রস অথবা শুণ্ঠী ও গুগ্‌গুলু সংযুক্ত গোমূত্র সেবনীয়।

শোথে ত্বাগন্তুজে কুর্য্যাৎ সেকলেপাদিশীতলম্॥

আগন্তুক শোথে শীতল সেচন ও শীতল প্রলেপাদি ব্যবস্থেয়।

মহিষীক্ষীরসংপিষ্টৈ র্নবনীত সমন্বিতৈঃ।
তিলৈর্লিপ্তঃ সমং যাতি শোথো ভল্লাতকোত্থিতঃ॥
যষ্টিদুগ্ধ তিলৈর্লেপো নবনীতেন সংযুতঃ।
শোথমারুষ্করং হন্তি চূর্ণৈঃ শালদলস্য চ॥

মাহিষ নবনীত ও কৃষ্ণতিল মাহিষ দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে ভল্লাতক রস সংযোগ জাত শোথ নিবারিত হয়। তদ্রূপ যষ্টিমধু, তিল ও নবনীত দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে অথবা শালপত্র চূর্ণ প্রয়োগেও উক্তরূপ শোথের শান্তি হয়।

শূকানুদ্ধৃত্য যত্নেন শ্বয়থৌ কপিকচ্ছুজে।
শীতলেপনসেকাদ্যং কর্ম্ম কুর্য্যাদ্ বিধানতঃ॥

আলকুশীর শুঁয়া লাগিয়া শোথ হইলে ঐ শুঁয়া সকল যত্নপূর্ব্বক উদ্ধৃত করিয়া শীতল প্রলেপ ও শীতল সেচন প্রভৃতি ক্রিয়া করিবে।

সিংহাস্যাদিঃ।

সিংহাস্যামৃত ভণ্টাকী ক্কাথং কৃত্বা সমাক্ষিকম্।
পীত্বা শোথং জয়েজ্জন্তুঃ শ্বাসং কাসং জ্বরং বমিম্॥

বাসকছাল, গুলঞ্চ, কণ্টকারী ইহাদের ক্কাথ মধুর সহিত পান করিলে শোথ, শ্বাস, জ্বর ও বমি নিবারণ হয়।

পুনর্নবাষ্টকক্কাথঃ।

পুনর্নবা নিম্ব পটোল শুণ্ঠী-
তিক্তামৃতা দার্ব্ব্যভয়াকষায়ঃ।
সর্ব্বাঙ্গশোথোদর পার্শ্বশূল-
শ্বাসান্বিতং পাণ্ডুগদং নিহন্তি॥

পুনর্নবা, নিমছাল, পটোলপত্র, শুঁঠ, কটুকী, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা ও হরীতকী ইহাদের ক্কাথ সেবনে সার্ব্বাঙ্গিক শোথ, উদররোগ, পার্শ্বমূল, শ্বাস ও পাণ্ডু রোগের শান্তি হয়।

স্থলপদ্মময়ং কল্কং পয়সালোড্য পায়য়েৎ॥

শোথ রোগীকে স্থলপদ্মের কচিপত্র দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া পান করাইলে উপকার দর্শে।

পুনর্নবা নিম্বপত্র নিস্পাব পারিভদ্রকৈঃ।
একীকৃতৈঃ পুটস্বেদঃ শোথং হন্তি সুদারুণম্॥
অপামার্গঃ কোকিলাক্ষো নির্গুণ্ডী বিজয়া তথা।
এতৈরপি পুটস্বেদঃ শোথং হন্তি সুদারুণম্॥

পুনর্নবা, নিমপত্র, শিমপত্র ও পালিধা ছাল অথবা আপাঙ্গ, কুলেখাড়া, নিষিন্দা ও জয়ন্তী একত্র পোটুলীবদ্ধ করিয়া স্বেদ প্রদান করিলে শোথ নিবারিত হয়।

মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকারোক্তং ভেষজঞ্চাত্র যোজয়েৎ॥

শোথরোগে মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকারোক্ত ঔষধ সমস্তও প্রয়োগ করিবে।

মাণমণ্ডঃ।

পুরাণং মাণকং পিষ্ট্বা দ্বিগুণীকৃত তণ্ডুলম্।
সাধিতং ক্ষীরতোয়াভ্যা মভ্যস্যেৎ পায়সং তু তৎ॥
হন্তি বাতোদরং শোথং গ্রহণীং পাণ্ডুতামপি।
সিদ্ধো ভিষগ্ভিরাখ্যাতঃ প্রয়োগোঽয়ং নিরত্যয়ঃ॥

পুরাতন মাণ ১ ভাগ, আতপতণ্ডুল চূর্ণ ২ ভাগ, দুগ্ধ ২১ ভাগ ও জল ২১ ভাগ একত্র পাক করিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিবে। অন্য অন্য আহার বর্জন করিয়া ইহা প্রত্যহ পান করিলে বাতোদর, শোথ, গ্রহণী ও পাণ্ডুরোগের শান্তি হয়।

পুনর্নবাদিচূর্ণ শোথারিচূর্ণ পুনর্নবাদি গুগ্গুলু শোথারিমণ্ডুর রসাভ্রমণ্ডুর ত্রিকট্বাদি লৌহ শোথারি-লৌহ শোথভস্ম লৌহাদীনি ভেষজানি গোমূত্র বিল্বপত্ররস পুনর্নবাদিরস সহিতানি যথাদোষানু-পানানি বা যথা মাত্রাণি শোথে দেয়ানি।

শোথরোগে পুনর্নবাদি চূর্ণ, শোথারি চূর্ণ, পুনর্নবাদি গুগ্গুলু, শোথারি মণ্ডুর

রসাভ্রমণ্ডূর, ত্রিকট্বাদিলৌহ, শোথারিলৌহ ও শোথভস্মলৌহ প্রভৃতি ঔষধ গোমূত্র, বিল্বপত্ররস কিংবা পুনর্নবারস অথবা অন্যান্য উপযুক্ত অনুপানের সহিত যথাবিহিত মাত্রায় ব্যবস্থা করিবে।

দুগ্ধবটী ক্ষেত্রপালবটী রসপর্পটী পঞ্চামৃত-পর্পট্যাদ্যানি ঔষধানি দুগ্ধানুপানানি সেব্যানি। এতেষু সেব্যমানেষু রোগী যাবদারোগ্যং লবণজলাদিকং সর্ব্বমেব বর্জ্জয়িত্বা দুগ্ধান্নমাত্র বৃত্তির্ভবেৎ।

দুগ্ধবটী, ক্ষেত্রপালবটী, রসপর্পটী ও পঞ্চামৃতপর্পটী প্রভৃতি ঔষধও সর্ব্বদা ব্যবস্থা করা যায়। এই সমুদায় ঔষধ সেবনকালে রোগীর, আরোগ্যলাভ পর্য্যন্ত লবণ জল প্রভৃতি সমুদায়ই পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র দুগ্ধান্ন আহার করিয়া থাকা কর্ত্তব্য।

পুনর্নবা শুষ্কমূলকাদ্যাখ্যানি তৈলান্যপ্যত্রাভ্যঞ্জনীয়ং পরং সতি জ্বরে তানি ন হিতানীতি।

পুনর্নবা ও শুষ্কমূলক প্রভৃতি নামক তৈল শোথরোগে মর্দ্দনের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু জ্বর সত্বে তৈল মর্দ্দন নিষিদ্ধ।

পুরাণাঃ শালয়ো মুদ্গা যবাঃ শিম্বী পুনর্নবা।
রক্তশিগ্রু রসোনৌ চ মাণমূলং পটোলকম্॥
তাম্রচূড় ময়ূরাদি খগানামামিষৈ রসম্।
শৃঙ্গীমদ্গুরয়োর্য্যো যূষঃ কূর্ম্মামিষোদ্ভবঃ॥
নিম্বপত্রং হরিদ্রা চ তিক্তানি দীপনানি চ।
ইত্যাদ্যানি বিজানীয়াদ্ধিতানি শ্বয়থৌ ভিষক্॥

পুরাতন শালি, মুদ্গ ও যব, শিম, পুনর্নবা, লালসজিনা, রসুন, মাণ, পটোল এবং কুক্কুট ও ময়ূরাদি পক্ষীর, কচ্ছপের মাংসের ও শিঙ্গী বা মাগুরমাছের যূষ, নিমপত্র, হরিদ্রা এবং তিক্ত ও অগ্নিদীপক দ্রব্য ইত্যাদি শোথরোগে হিতকর।

গুর্ব্বন্নং মদ্যমম্লঞ্চ শীততোয়ং বিদাহি চ।
দিবাস্বাপং মৈথুনঞ্চ শোথরোগী পরিত্যজেৎ॥

শোথরোগীর পক্ষে গুরু অন্ন, মদ্য, অম্ল, শীতল জল, বিদাহী দ্রব্য, দিবানিদ্রা, মৈথুন নিতান্ত অনিষ্টকর।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

রক্তপিত্তাধিকারঃ।

তস্য নিদানপূর্ব্বিকা সম্প্রাপ্তিঃ।

ঘর্ম্মব্যায়াম শোকাধ্বব্যবায়ৈরতি সেবিতৈঃ।
তীক্ষ্ণোষ্ণ ক্ষার লবণৈ রম্লৈঃ কটুভিরেব চ॥
পিত্তং বিদগ্ধং স্বগুণৈ র্বিদহত্যাশু শোণিতম্।
ততঃ প্রবর্ত্ততে রক্তমূর্দ্ধঞ্চাধো দ্বিধাপি বা॥
আমাশয়াদ্ ব্রজেমূর্দ্ধ মধঃ পক্বাশয়াদ্ ব্রজেৎ।
ঊর্দ্ধং নাসাক্ষিকর্ণাস্যৈ র্মেঢ্র যোনিগুদৈর্ধঃ।
কুপিতং রোমকূপৈশ্চ সমস্তৈস্তৎ প্রবর্ত্ততে॥

আতপ সেবা, ব্যায়াম, শোকাভিভূততা, পথপর্য্যটন ও মৈথুন এই সকলের আতিশয্য দ্বারা এবং তীক্ষ্ণ বীর্য্য উষ্ণগুণসম্পন্ন, ক্ষারধর্ম্মী অথবা যবক্ষারাদি, লবণ, অম্ল ও কটুরস দ্রব্য ইহাদের অতিসেবা দ্বারা পিত্ত বিকৃত হইয়া স্বীয়গুণ (উষ্ণত্ব, তীক্ষ্ণত্ব, পূতিত্বাদি) দ্বারা শীঘ্র রক্তকে দূষিত করে। অনন্তর ঐ রক্ত ঊর্দ্ধ, অধঃ অথবা ঊর্দ্ধাধঃ উভয় মার্গ দিয়া নির্গত হইয়া থাকে। ঊর্দ্ধনিঃসারী রক্ত পক্বাশয়গত জানিবে। ঊর্দ্ধাংশে নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ ও মুখ এইগুলি এবং অধোদিকে লিঙ্গ, যোনি ও গুহ্য ইহারা শোণিত নিঃসরণের পথ। রক্ত অত্যন্ত দূষিত হইলে রোমকূপ সমস্ত দিয়াও নির্গত হইতে পারে।

তস্য পূর্ব্বরূপম্।

সদনং শীতকামিত্বং কণ্ঠধূমায়নং বমিঃ।
লৌহগন্ধিশ্চ নিঃশ্বাসো ভবত্যস্মিন্ ভবিষ্যতি।

অপিচ ।
বিদাহোঽন্নস্য দৌর্ব্বল্যং গাত্রাণাং সদনং তথা ।
রক্ত হরিত হারিদ্র শকৃন্মূত্রাদিতারুচি ॥
দ্রবলোহাস্র মৎস্যামগন্ধিঃ শ্বাসোঽংসবেদনা ।
পূর্ব্বরূপাণি নির্দ্দিষ্টান্যস্রপিত্তে ভবিষ্যতি ॥

রক্তপিত্ত রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে অবসন্নতা, শীতসেবাভিলাষ, কণ্ঠ হইতে ধূমনির্গমনবৎ বোধ, বমি, ভুক্তান্নের বিদাহ, দৌর্ব্বল্য, মল মূত্র প্রভৃতি লোহিত, হরিত বা পীতবর্ণ, অরুচি, স্কন্ধবেদনা এবং প্রশ্বসিত বায়ুতে দ্রবলৌহ, রক্ত ও মৎস্য ইহাদের গন্ধ অথবা আমগন্ধ প্রকাশ এই সকল লক্ষণ উদিত হয়। এই সকল লক্ষণ ব্যস্ত বা সমস্ত ভাবে প্রকাশিত হইলে রক্তপিত্ত রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা জানিবে ।

অন্যচ্চ । নীল লোহিত পীতানাং শ্যাবানাঞ্চা-
প্যভীক্ষ্ণশঃ ।
অর্চ্চিষ্মতাঞ্চ বস্তূনাং স্বপ্নে দর্শন মদ্ভুতম্‌ ॥

অপিচ নীল, লোহিত, পীত বা শ্যাববর্ণ পদার্থ সমস্তের এবং জ্যোতির্ম্ময় বস্তু সকলের নিত্য স্বপ্নদর্শন, ভাবী রক্তপিত্ত রোগের পূর্ব্বরূপ ।

তস্য বিশিষ্টং রূপম্‌ ।

সান্দ্রং সপাণ্ডু সস্নেহং পিচ্ছিলঞ্চ কফান্বিতম্‌ ।
শ্যাবারুণং সফেনঞ্চ তনু রুক্ষঞ্চ বাতিকম্‌ ॥
রক্তপিত্তং কষায়াভং কৃষ্ণং গোমূত্র সন্নিভম্‌ ।
মেচকাগার ধূমাভ মঞ্জনাভঞ্চ পৈত্তিকম্‌ ॥

কফান্বিত রক্তপিত্ত ঘন, পাণ্ডুবর্ণ, স্নিগ্ধ ও পিচ্ছিল, বায়ুপ্রাবল্যজাত রক্তপিত্ত শ্যাব বা অরুণবর্ণ, সফেন, তনু (পাতলা) ও রুক্ষ (চিক্কণতাশূন্য) এবং পিত্তাধিক্য জাত রক্তপিত্ত কষায়াভ (বট ও পারুল প্রভৃতির ক্বাথের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট), রক্তবর্ণ, গোমূত্রবর্ণ, চিক্কণ, কৃষ্ণবর্ণ, গৃহধূম অর্থাৎ ঝুলের ন্যায় বর্ণযুক্ত অথবা অঞ্জন অর্থাৎ সুর্ম্মাধাতুর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয় ।

সংসৃষ্টলিঙ্গং সংসর্গাৎ ত্রিলিঙ্গং সান্নিপাতিকম্‌ ॥

শ্লৈষ্মিকাদি ভেদে রক্তপিত্তের যে বিশিষ্ট-রূপ সমস্ত লিখিত হইলে, তন্মধ্যে কোন দোষদ্বয় জাতের লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইলে, তৎস্থলে রক্তপিত্তকে দ্বন্দ্বজ অর্থাৎ তদ্দোষদ্বয় জাত এবং সর্ব্বলক্ষণ সমবায় লক্ষিত হইলে উহাকে সান্নিপাতিক অর্থাৎ ত্রিদোষজাত বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে ।

সংসর্গভেদেন মার্গভেদঃ ।

ঊর্দ্ধগং কফসংসৃষ্টমধোগং পবনানুগম্‌ ।
দ্বিমার্গং কফবাতাভ্যা মুভাভ্যামনুবর্ত্ততে ॥

কফসংসৃষ্ট রক্তপিত্ত ঊর্দ্ধমার্গনিঃসারী ও বাতানুগ রক্তপিত্ত অধোমার্গ নিঃসারী হয়। কফ ও বায়ু উভয় দোষজাত রক্তপিত্ত উভয় মার্গ দিয়াই নিঃসৃত হইয়া থাকে ।

তস্য সাধ্যত্বাদিকম্‌ ।

ঊর্দ্ধং সাধ্যমধো যাপ্য মসাধ্যং যুগপদ গতম্‌ ।
একদোষানুগং সাধ্যং দ্বিদোষং যাপ্যমুচ্যতে ॥
যৎ ত্রিদোষমসাধ্যং স্যান্মন্দাগ্নেরতিবেগবৎ ।
ব্যাধিভিঃ ক্ষীণদেহস্য বৃদ্ধস্যানশ্নতশ্চ যৎ ॥

ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত সাধ্য, অধোগ যাপ্য ও উভয় মার্গগামী রক্তপিত্ত অসাধ্য। এক-দোষজাত রক্তপিত্ত সাধ্য, দ্বিদোষজাত যাপ্য এবং ত্রিদোষোৎপন্ন রক্তপিত্ত অসাধ্য। মন্দাগ্নিপীড়িত, ব্যাধিদ্বারা ক্ষীণদেহ, বৃদ্ধ ও আহার শক্তি শূন্য রোগীর রক্তপিত্ত এবং অতি বেগবান্‌ রক্তপিত্ত অসাধ্য ।

একমার্গং বলবতো নাতিবেগং নবোত্থিতম্ ।
রক্তপিত্তং সুখে কালে সাধ্যং স্যান্নিরুপদ্রবম্ ॥

রক্তপিত্ত কেবল উর্দ্ধমার্গপ্রবৃত্ত, অনতি বেগসম্পন্ন, অচিরজাত ও উপদ্রববর্জ্জিত হইলে, রোগী বলবান্ থাকিলে এবং কাল হেমন্ত বা শিশির হইলে তাহা সাধ্য জানিবে ।

তস্যোপদ্রবাঃ ।

দৌর্ব্বল্য শ্বাসকাস জ্বর বমথু মদাঃ
পাণ্ডুতা দাহ মূর্চ্ছা
ভুক্তে ঘোরো বিদাহস্ত্বধৃতিরপি সদা
হৃদ্যতুল্যা চ পীড়া ।
তৃষ্ণা কোষ্ঠস্য ভেদঃ শিরসি চ তপনং
পূতিনিষ্ঠীবনঞ্চ
ভক্তদ্বেষাবিপাকৌ বিকৃতিরপি ভবে-
দ্রক্তপিত্তোপসর্গাৎ ॥

দৌর্ব্বল্য, শ্বাস, কাস, জ্বর, বমন, মত্ততা, দেহের পাণ্ডুতা, দাহ, মূর্চ্ছা, আহারান্তে অতিশয় দাহ, অধৈর্য্য, হৃদয়ে অত্যন্ত পীড়া, তৃষ্ণা, অধিক মলভেদ, মস্তকে উত্তাপ, দুর্গন্ধ নিষ্ঠীবন, আহারে দ্বেষ, ভুক্ত আহারের অপরিপাক এবং অন্যান্য বিকৃতি (রক্তপিত্তের মাংস প্রক্ষালন জল সদৃশ বর্ণত্ব প্রভৃতি) এই সমস্ত রক্তপিত্ত রোগের উপসর্গ ।

তস্যারিষ্টং লক্ষণম্ ।

মাংস প্রক্ষালনাভং কথিতমতি চ যৎ
কর্দ্দমাম্ভোনিভং বা
মেদঃ পূয়াস্রকল্পং যকৃদিব যদি বা
পক্কজম্বূফলাভম্ ।
যৎ কৃষ্ণং যচ্চ নীলং ভৃশমতি কুণপং
যত্র চোক্তা বিকারা-
স্তদ্বর্জ্জ্যং রক্তপিত্তং সুরপতিধনুষা
যচ্চ তুল্যং বিভাতি ॥

যে রক্তপিত্ত মাংসপ্রক্ষালন জল সদৃশ, অতি দুর্গন্ধ ("কথিতমিব চ যৎ" এইরূপ পাঠে যাহা পারুল প্রভৃতির ক্বাথের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট), কর্দ্দম জল সদৃশ, মেদঃ-পূয়-রক্ত তুল্য, যকৃতের ন্যায় বর্ণযুক্ত, পাকা জামের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, কৃষ্ণ বা অত্যন্ত নীলবর্ণ, মৃত দেহের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত, ইন্দ্রধনুর ন্যায় বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট অথবা যে স্থলে উল্লিখিত উপদ্রব (দৌর্ব্বল্য, শ্বাস, কাস প্রভৃতি) উপস্থিত থাকে, তাদৃশ রক্তপিত্ত প্রাণনাশক ।

যেন চোপহতো রক্তং রক্তপিত্তেন মানবঃ ।
পশ্যেদ্দৃশ্যং বিয়চ্চাপি তচ্চাসাধ্যমসংশয়ম্ ॥

রক্তপিত্তোপহত ব্যক্তি, ঘট পটাদি দৃশ্য পদার্থ অদৃশ্য আকাশকে রক্ত বর্ণ দর্শন করিলে তাহার জীবনাশা পরিত্যাজ্য ।

লোহিতং ছর্দ্দয়েদ্ যস্তু বহুশো লোহিতেক্ষণঃ ।
লোহিতোদ্গারদর্শী চ ম্রিয়তে রক্তপৈত্তিকঃ ॥

রক্তপিত্তপীড়িত ব্যক্তি লোহিতনেত্র হইয়া বারংবার রক্ত বা রক্তবর্ণ পদার্থ বমি করিলে অথবা স্বভাবতঃ বর্ণাদি বিহীন উদ্গারকেও লোহিত বর্ণ বলিয়া দর্শন করিলে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত ।

বাসসো রঞ্জনং যৎ স্যাদ্ বলমাংস বিশাতনম্ ।
ঊর্দ্ধাধো রোমকূপেভ্যঃ প্রবৃত্তঞ্চাপ্রতিক্রিয়ম্ ॥

যে রক্তপিত্ত বস্ত্রে লাগিলে বস্ত্র রঞ্জিত হয় অর্থাৎ জলে প্রক্ষালন করিলেও যাহার দাগ উঠে না, যদ্দ্বারা বল মাংস ক্ষয় হয় এবং যাহা উর্দ্ধমার্গ, অধোমার্গ ও রোমকূপ সমস্ত দিয়া নির্গত হয়, তৎসমুদায় অপ্রতীকার্য্য ।

অথ রক্তপিত্তস্য চিকিৎসা ।

পিত্তাস্রং স্তম্ভয়েন্নাদৌ প্রবৃত্তং বলিনো যতঃ ।
হৃৎ পার্শ্ব গ্রহণী কুষ্ঠ প্লীহ গুল্ম জ্বরাদিকৃৎ ॥

বলবান্‌ রোগীর, প্রবৃত্ত রক্তপিত্ত প্রথমতঃ রুদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ দুষ্ট রক্ত দেহে সঞ্চিত থাকিলে হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, গ্রহণী, কুষ্ঠ, প্লীহা, গুল্ম ও জরাদি রোগ আনয়ন করিতে পারে।

অধঃপ্রবৃত্তং বমনৈ রূর্দ্ধগঞ্চ বিরেচনৈঃ।
জয়েদন্যতরচ্চাপি ক্ষীণস্য শমনৈরসৃক্‌॥

অধোগত রক্তপিত্তে বমন ও উর্দ্ধগ রক্তপিত্তে বিরেচনক্রিয়া প্রথমতঃ কর্ত্তব্য। কিন্তু ক্ষীণ রোগীর পক্ষে উভয়ত্রই শমন ঔষধ প্রয়োজ্য।

অতিপ্রবৃত্ত দোষস্য পূর্ব্বং লোহিতপিত্তিনি।
অক্ষীণ বল মাংসাগ্নেঃ কর্ত্তব্য মপতর্পণম্‌॥

যদি অধিক পরিমাণে রক্ত নিঃসৃত হয় এবং রোগীর বল, মাংস ও অগ্নির ক্ষীণতা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে, প্রথমতঃ অপতর্পণ অর্থাৎ লঙ্ঘনাদি শোষণ ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

লঙ্ঘিতস্য ততঃ পেয়াং বিদধ্যাৎ স্বল্পতণ্ডুলাম্‌।
তর্পণং পাচনং লেহান্‌ সর্পীংষি বিবিধানি চ॥

লঙ্ঘনক্রিয়ার পর অত্যল্প তণ্ডুলের পেয়া প্রস্তুত করিয়া পান করাইবে। এবং তর্পণ অর্থাৎ শীতলক্রিয়া, পাচন, বিবিধ অবলেহ (মধু ও খর্জ্জুরাদিকৃত) ও বিবিধ ঘৃত (বাসাঘৃতাদি) ব্যবস্থা করিবে।

দ্রাক্ষা মধুক কাশ্মর্য্য সিতাযুতং বিরেচনম্‌।
যষ্টিমধুক যুক্তঞ্চ সক্ষৌদ্রং বমনং হিতম্‌॥

রক্তপিত্ত পীড়ায় দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, গাম্ভারীফল ও চিনি সংযুক্ত বিরেচক এবং যষ্টিমধু ও মধু সংযুক্ত বামক ঔষধ হিতকর।

বৃষপত্রাণি নিষ্পীড্য রসং সমধুশর্করম্‌।
পিবেত্তেন শমং যাতি রক্তপিত্তং সুদারুণম্‌॥
বাসকপত্রং পুটেন পক্কা তদ্রসো গ্রাহ্যঃ।
ইতি বৃদ্ধোপদেশঃ।

বাসকপত্র পুটপক্ক করিয়া তাহার রস, মধু ও চিনির সহিত পান করিলে সুদারুণ রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

অভয়া মধুসংযুক্তা পাচনী দীপনী মতা।
শ্লেষ্মাণং রক্তপিত্তঞ্চ হন্তি শূলাতিসারনুৎ॥

মধুর সহিত হরীতকী ভক্ষণ করিলে অগ্নির দীপ্তি, দোষের পরিপাক এবং শ্লেষ্মা, রক্তপিত্ত, শূল ও আমাতিসারের উপশম হয়।

সমাক্ষিকঃ ফল্গুফলোদ্ভবো বা
পীতো রসঃ শোণিতমাশু হন্তি।

মধুর সহিত যজ্ঞডুমুরের রস পান করিলে শীঘ্র রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

পকোড়ুম্বর কাশ্মর্য্য পথ্যা খর্জ্জুর গোস্তনাঃ।
মধুনা ঘ্নন্তি সংলীঢ়া রক্তপিত্তং পৃথক্‌ পৃথক্‌॥

ডুমুর, গাম্ভারী, হরীতকী, খর্জ্জুর বা দ্রাক্ষার সুপক্ক ফল শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত অবলেহ করিলে রক্তপিত্ত পীড়ার শান্তি হয়। ইহাদের মধ্যে হরীতকীচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

বাসক স্বরসে পথ্যা সপ্তধা পরিভাবিতা।
কৃষ্ণা বা মধুনা লীঢ়া রক্তপিত্তং জয়েদ্‌ দ্রুতম্‌॥

হরীতকী বা পিঁপুল বাসকের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া মধুর সহিত অবলেহ করিলে ত্বরায় রক্তপিত্তের শান্তি হয়।

খদিরস্য প্রিয়ঙ্গূনাং কোবিদারস্য শাল্মলেঃ।
পুষ্পং চূর্ণন্তু মধুনা লিহন্নারোগ্যমশ্নুতে॥

খদির, প্রিয়ঙ্গু, কাঞ্চন বা শিমূলের পুষ্প চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত অবলেহ করিলে উপকার দর্শে।

লাক্ষাচূর্ণং সুকৃতং ক্ষৌদ্রাজ্যসমন্বিতং সকৃল্লীঢম্‌।
শময়তি সোদ্ধত বমনং সরক্তপিত্তস্য সিদ্ধমিদম্‌।

শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃত লাক্ষা ৪ মাষা মাত্রায় মধু ও ঘৃতের সহিত অবলেহ করিলে রক্তপিত্ত বমন নিবারিত হয়।

ঘ্রাণ প্রবৃত্তে জল মাশু দেয়ং
সশর্করং নাসিকয়া পয়ো বা।
দ্রাক্ষারসং ক্ষীরঘৃতং পিবেদ্ বা
সশর্করং চেক্ষুরসং হিতং বা॥

নাসিকা দিয়া রক্ত নির্গত হইলে জলের নস্য উপকারী। চিনিসংযুক্ত দুগ্ধ, দ্রাক্ষারস, দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃত অথবা চিনির সহিত ইক্ষুরস নাসিকা দিয়া পান করিলে রক্তস্রুতি নিবারণ হয়।

নস্যং দাড়িম পুষ্পোত্থো রসো দূর্ব্বাভবোঽথবা।
আম্রাস্থিজঃ পলাণ্ডোর্বা নাসিকাস্রুত রক্তজিৎ॥

দাড়িমফুল, দূর্ব্বা, আম্রকেশী অথবা পলাণ্ডুর রসের নস্য লইলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারণ হয়।

রসো দাড়িমপুষ্পস্য দূর্ব্বারস সমন্বিতঃ।
অলক্তকরসোপেতঃ পথ্যয়া বা সমন্বিতঃ॥
যোজিতো নস্যতঃ ক্ষিপ্রং ত্রিদোষমপি দেহিনাম্।
নাসাপ্রবৃত্তং রক্তন্তু হন্যাদেব ন সংশয়ঃ॥

দাড়িমফুলের রসের সহিত দূর্ব্বারস, আল্‌তার জল অথবা হরীতকীর গুঁড়া (কিংবা হরীতকীর জল) মিশ্রিত করিয়া নস্যরূপে ব্যবহার করিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

নাসা প্রবৃত্তরুধিরং ঘৃতভৃষ্টং শঙ্কপিষ্টমামলকম্।
সেতুরিব তোয়বেগং রুণদ্ধি মূর্দ্ধি প্রলেপেন॥

কতকগুলি আমলা ঘৃতে ভৃষ্ট ও কাঁজির সহিত পিষ্ট করিয়া (অথবা পিষ্ট আমলা বহু ঘৃতে ভাজিয়া) তদ্দ্বারা মস্তকে প্রলেপ দিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব রুদ্ধ হয়।

মেঢ্রগেঽতি প্রবৃত্তে তু বস্তিরুত্তর সংজ্ঞিতঃ।
শৃতং ক্ষীরং পিবেদ্ বাপি পঞ্চমূল্যা তৃণাহ্বয়া॥

লিঙ্গদ্বার দিয়া অধিক রক্ত নির্গত হইলে উত্তর বস্তি ক্রিয়া কর্ত্তব্য। অথবা পঞ্চতৃণ ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা ও জল ১ সের, একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া তাহা পেয়। কুশ, কাশ, শর, বেণা ও কৃষ্ণেক্ষু ইহাদের মূল সচরাচর তৃণপঞ্চমূল বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শতাবরী গোক্ষুরকৈঃ শৃতং বা
শৃতং পয়ো বাপ্যথ পর্ণিনীভিঃ।
রক্তং হিনস্ত্যাশু বিশেষতস্তু
যন্মূত্রমার্গাৎ সরুজং প্রয়াতি॥

শতমূলী ও গোক্ষুর মূলের সহিত অথবা শালপানি, চাকুলে, মুগানি ও মাষাণির সহিত পূর্ব্ববৎ পক্ক দুগ্ধ (ছাগদুগ্ধ বিশেষ গুণপ্রদ) পান করিলে মূত্রমার্গ হইতে যন্ত্রণাদায়ক রক্তস্রাব নিবারণ হয়।

নাসাপ্রবৃত্তে রুধিরে কর্ম্ম যদ্ ভাষিতং ময়া।
শ্রুত্যাদিভ্যঃ স্রুতে চাপি বাহ্যং তদ্ধি হিতং মতম্॥
ভেষজং শমনং চান্যং সর্ব্বত্রাভ্যন্তরং সমম্॥

কর্ণাদি মার্গ দিয়া রক্তস্রাব হইলে নাসাপ্রবৃত্ত রক্তপিত্তের প্রতীকারক বাহ্য ক্রিয়া কর্ত্তব্য। অভ্যন্তর প্রয়োজ্য শমন ঔষধ সর্ব্বত্রই সমান।

ছাগং পয়ো লোহিতচন্দনেন
বিশ্বারুণা কৌটজ বল্কলেন।
আভারসেনাপি বিপক্কমাশু
হিনস্তি পিত্তাস্রমধঃ প্রবাহি॥

রক্তচন্দন, বেলশুঁঠ, আতইচ, কুড়চিছাল ও বাবলার আঠা মিঃ ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা, জল ১ সের, একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া পান করিলে শীঘ্র অধোমার্গস্রুত রক্তপিত্তের শান্তি হয়।

রক্তাতিসারযোগাংশ্চ পিত্তাস্রেঽধো বিমার্গিণি।
অসৃগ্দর হিতাংশ্চাপি যোজয়েৎ কুশলো ভিষক্॥

অধোগ রক্তপিত্তে রক্তাতিসার ও প্রদররোগাধিকারোক্ত ঔষধও বিবেচনা মতে প্রয়োজ্য।

জম্ব্বর্জ্জুনাম্র ক্বথিতঞ্চ তোয়ং
করঞ্জবীজং মধুসর্পিষী চ।
মূলানি পুষ্পাণি চ মাতুলুঙ্গ্যাঃ
পিষ্ট্বা পিবেত্তণ্ডুল ধাবনেন॥

জামছাল, অর্জ্জুনছাল ও আমছাল ইহাদের ক্বাথ, মধু ও ঘৃত সংযুক্ত করঞ্জবীজ এবং তণ্ডুলজল পিষ্ট টাবালেবুর মূল ও পুষ্প এই সমুদায় সর্ব্বপ্রকার রক্তপিত্তের শান্তিকর।

ধন্বজানামসৃগ্ লিহ্যান্মধুনা মৃগপক্ষিণাম্।
সক্ষৌদ্রং গ্রথিতে রক্তে লিহ্যাৎ পারাবতং শকৃৎ॥

রক্তপিত্তরোগে মরুদেশজাত পশুপক্ষীর রক্তপান উপকারক, অধিক রক্তস্রাব হইলে এই ক্রিয়া বিশেষ হিতকর। গ্রন্থিবদ্ধ রক্ত নিঃসৃত হইলে পায়রার বিষ্ঠা জলে গুলিয়া পান করা কর্ত্তব্য।

বাসাঘৃতং দূর্ব্বাদ্যঘৃতং তথা যক্ষ্মাধিকারোক্তানি ঘৃতানি চাত্র দেয়ানি। সর্ব্বাণ্যেব ছাগদুগ্ধাদ্যনুপানানি প্রায়েণ দ্বাদশ মাষকমাত্রাণি চ প্রয়োজ্যানি।

বাসাঘৃত, দূর্ব্বাদ্যঘৃত এবং যক্ষ্মাধিকারোক্ত ঘৃত সমস্ত রক্তপিত্তরোগে প্রয়োজ্য। উহাদের অনুপান ছাগদুগ্ধ প্রভৃতি। মাত্রা প্রায়ই ১৷৷০ তোলা।

উশীরাদিচূর্ণৈলাদিগুড়িকা কুষ্মাণ্ডখণ্ড বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড বাসাখণ্ড সমশর্করলৌহ খণ্ডকাদ্যলৌহাদীনি ভেষজানি যথাতথং ছাগাদিদুগ্ধং মাংসরসাদ্যনুপানানি যথাদোষানুপানানি বা প্রায়েণ ষণ্মাষকমাত্রাণ্যত্র প্রযুজ্যন্তে।

উশীরাদিচূর্ণ, এলাদিগুড়িকা, কুষ্মাণ্ডখণ্ড, বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড, বাসাখণ্ড, সমশর্কর লৌহ ও খণ্ডকাদ্য লৌহ প্রভৃতি ঔষধ ছাগাদির দুগ্ধ, মাংসের যূষ অথবা অন্য উপযুক্ত অনুপানের সহিত ব্যবস্থা করিবে। ইহাদের মাত্রা প্রায়ই ৬ মাষা।

অত্র রক্তপিত্তান্তকলৌহ সুধানিধিরসাদ্যণ্বপ্যণু-বটিকা তথা দ্রাক্ষারিষ্ট অস্রহরারিষ্ট প্রভৃতীনি দেয়ানি।

রক্তপিত্তরোগে রক্তপিত্তান্তক লৌহ ও সুধানিধি রস প্রভৃতি অণুবটিকা এবং দ্রাক্ষারিষ্ট ও অস্রহরারিষ্ট প্রভৃতি সর্ব্বদা ব্যবস্থা করা যায়।

হ্রীবেরাদ্যাদীনি তৈলানি চাত্র মর্দ্দনার্থং দেয়ানি॥

হ্রীবেরাদ্য এবং এইরূপ অন্যান্য তৈল মর্দ্দনেও উপকার দর্শে।

পুরাণাঃ শালি গোধূম যবা মুদ্গা মসূরকৌ।
চণকস্তুবরী বৃদ্ধকুষ্মাণ্ডং কদলী ফলম্॥
পটোলমপি বেত্রাগ্রং ফলং পনসতালয়োঃ।
বিল্ব দাড়িম খর্জ্জুর ধাত্রী দ্রাক্ষা উড়ুম্বরম্॥
পরূষকং নারিকেলং কপিত্থঞ্চ কশেরুকম্।
গব্যং মাহিষমাজং বা সর্পিশ্ছাগং পয়স্তথা॥
শশৈণহরিণচ্ছাগা বক পারাবতাদয়ঃ।
ঐক্ষবং শীতসলিলং চন্দনং চন্দ্ররশ্ময়ঃ॥
মনোঽনুকূলমাখ্যানং শ্রুতিরম্যঞ্চ কীর্ত্তনম্।
পীনোন্নত স্তনশ্রোণি রম্যাণাং সুখবেশ্মনাম্॥
রূপযৌবনমত্তানামাশ্লেষো রমণং বিনা।
এবংবিধানি সর্ব্বাণি হিতানি রক্তপিত্তিনাম্॥

পুরাতন শালি তণ্ডুল, গোধূম, যব, মসূর, ছোলা, অড়র, পুরাতন কুষ্মাণ্ড, কদলী, পটোল, বেতের ডগা, কাঁঠাল, তাল, বেল, দাড়িম, খেজুর, কিস্‌মিস্, ডুমুর, ফল্‌সা, নারিকেল, কয়েতবেল, কেশুর, গব্যঘৃত, মাহিষঘৃত, ছাগঘৃত, ছাগদুগ্ধ, শশক, এণ, হরিণ ও ছাগ ইহাদের মাংস, বক ও পায়রা প্রভৃতি পক্ষীর মাংস, ইক্ষুরসকৃত দ্রব্য সমস্ত, শীতল জল, চন্দন, চন্দ্রকিরণ, মনঃপ্রীতিকর আখ্যান, শ্রুতিসুখদ কীর্ত্তন

এবং পীনোন্নতপয়োধরা স্থূলনিতম্বা রূপ-যৌবনমত্তা সুখনিকেতনস্বরূপিণী রমণীদিগকে শৃঙ্গার ব্যতিরেকে আলিঙ্গন ইত্যাদি সমস্ত রক্তপিত্তরোগে কল্যাণপ্রদ।

তীক্ষ্ণং বিদাহি বিষ্টম্ভি পানান্নং কৌপমম্বু চ।
তাম্বূলং দধি বার্ত্তাকু মৎস্যো মাষশ্চ সর্ষপঃ॥
রসোন ক্ষার নিষ্পাব কুলখাশ্চ গুড়ঃ সুরা।
হস্ত্যশ্বযানং ব্যায়ামঃ ক্রোধঃ স্বপ্নবিপর্য্যয়ঃ॥
ব্যবায়োঽধ্বাটনং পাঠঃ সন্তাপো বহ্নিভাস্বতোঃ।
রক্তস্রাবো ধূমপানং ক্ষোভশ্চপলতা তথা।
এবং বিধানি সর্ব্বাণি বর্জ্জনীয়ানি নিত্যশঃ॥

তীক্ষ্ণবীর্য্য, বিদাহী এবং মলরোধক ও বায়ুজনক অন্নপান, কূপোদক, তাম্বূল, দধি, বেগুন, মৎস্য, মাষকলাই, সর্ষপ, রসুন, যবক্ষারাদি ক্ষারদ্রব্য, শিম, কুলথ কলায়, গুড়, সুরা, হস্ত্যশ্বযানে ভ্রমণ, ব্যায়াম, ক্রোধাভিভূততা, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, মৈথুন, পথপর্য্যটন, উচ্চৈঃস্বরে পাঠ, অগ্নি-তাপ, রৌদ্র, যুদ্ধাদি সাহস কর্ম্ম, স্বেদক্রিয়া, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, রক্তমোক্ষণ, ধূমপান, ক্ষোভ ও চাঞ্চল্য ইত্যাদি সমস্ত সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

নিদানং রক্তপিত্তস্য যৎ কিঞ্চিৎ সংপ্রকাশিতম্।
জীবিতারোগ্য কামৈস্তন্ন সেব্যং রক্তপিত্তিভিঃ॥

রক্তপিত্ত রোগোৎপত্তির যে সমস্ত নিদান লিখিত হইয়াছে, জীবনাকাঙ্ক্ষা ও আরোগ্যা-ভিলাষ থাকিলে তৎসমস্ত অবশ্য পরিত্যাজ্য।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

রাজযক্ষ্মাধিকারঃ।

রাজযক্ষ্মণো নিদানম্।

বেগরোধাৎ ক্ষয়াচ্চৈব সাহসাদ্ বিষমাশনাৎ।
ত্রিদোষো জায়তে যক্ষ্মা গদো হেতুচতুষ্টয়াৎ॥

মলমূত্রাদির বেগধারণ, ধাতুক্ষয়কারক ব্যায়াম ও অনশনাদি, সাহস কর্ম্ম অর্থাৎ বলবান্ ব্যক্তির সহিত মল্লযুদ্ধাদি এবং বিষমভোজন (পরিমাণাপেক্ষা অতিরিক্ত, অল্প অথবা অকালে ভোজন) এই চারিটী হেতুতে যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হয়। ইহা সান্নিপাতিক ব্যাধি।

গ্রন্থান্তরে যক্ষ্মারোগের বহুসংখ্যক কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে, তৎসমস্তই এই কারণচতুষ্টয়ের অন্তর্ভূত হইবে।

তস্য সম্প্রাপ্তিঃ।

কফপ্রধানৈ র্দোষৈস্তু রুদ্ধেষু রসবর্ত্মসু।
অতিব্যবায়িনো বাপি ক্ষীণে রেতস্যনন্তরাঃ॥
ক্ষীয়ন্তে ধাতবঃ সর্ব্বে ততঃ শুষ্যতি মানবঃ।

কফপ্রধান দোষগণ দ্বারা রসবহা নাড়ী সকল রুদ্ধ হইলে পোষণাভাবে ও কারণ-বিকৃতি হেতু ক্রমশঃ রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র ধাতু ক্ষীণ হইতে থাকে এবং সেই মনুষ্যও ক্রমে শুষ্ক হয়। এইরূপ ক্ষয়কে অনুলোম ক্ষয় বলে। এইরূপ অতিব্যবায়শীল ব্যক্তির, মৈথুন দ্বারা প্রথমতঃ শুক্র ধাতু ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে বায়ুপ্রকোপহেতু ক্রমশঃ তদভাবে মজ্জা, অস্থি, মেদঃ, মাংস, রক্ত ও রসধাতুর ক্ষয় হইয়া মনুষ্য শুষ্ক হয়। এইরূপ ক্ষয়ের নাম বিলোম ক্ষয়।

তস্য পূর্ব্বরূপম্।

শ্বাসাঙ্গমর্দ্দ কফসংস্রব তালুশোষ
বম্যগ্নিসাদ মদ পীনস কাস নিদ্রাঃ।
শোষে ভবিষ্যতি ভবন্তি স চাপি জন্তুঃ
শুক্লেক্ষণো ভবতি মাংসপরো রিরংসুঃ॥

স্বপ্নেষু কাক শুক শল্লকি নীলকণ্ঠ
গৃধ্রাস্তথৈব কপয়ঃ কৃকলাসকাশ্চ ।
তং বাহয়ন্তি স নদীর্বিজলাশ্চ পশ্যে-
চ্ছুষ্কাংস্তরূন্ পবনধূম দবার্দ্দিতাংশ্চ ॥

রাজযক্ষ্মা রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে শ্বাস, অঙ্গমর্দ্দ, কফস্রাব, তালুশোষ, বমি, অগ্নিদৌর্ব্বল্য, মত্ততা, পীনস, অর্থাৎ সর্দ্দির ন্যায় এক প্রকার নাসা রোগ, কাস ও নিদ্রাধিক্য এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং ঐ ব্যক্তি শুক্লনেত্র, মাংস ভক্ষণাভিলাষী ও মৈথুনেচ্ছু হইয়া থাকে। পশ্চাল্লিখিতরূপ স্বপ্নদর্শন যক্ষ্মার পূর্ব্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা, কাক, শুক, সজারু, নীলকণ্ঠ (ময়ূর বা খঞ্জন), গৃধ্র (শকুনি), বানর ও কাঁকলাস ইহাদের মধ্যে কেহ যেন উহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে এবং ঐ ব্যক্তি জলশূন্য নদী, বায়ু, ধূম ও দাবাগ্নি ব্যাপ্ত শুষ্ক তরু সকল দর্শন করে।

তস্য লক্ষণম্ ।

অংস পার্শ্বাভিতাপশ্চ সন্তাপঃ করপাদয়োঃ ।
জ্বরঃ সর্ব্বাঙ্গগশ্চেতি লক্ষণং রাজযক্ষ্মণঃ ॥
অভিতাপঃ পীড়া ।

স্কন্ধ ও পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, হস্তে ও পাদ সন্তাপ এবং সর্ব্বধাতুগত জ্বর এই তিনটী রাজযক্ষ্মার নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

সুশ্রুতোক্তানি ষড়্লক্ষণানি ।

ভক্তদ্বেষো জ্বরঃ শ্বাসঃ কাসঃ শোণিতদর্শনম্ ।
স্বরভেদশ্চ জায়ন্তে ষড়্রূপে রাজযক্ষ্মণি ॥

অন্নদ্বেষ, জ্বর, শ্বাস, কাস, রক্তনিষ্ঠীবন ও স্বরভঙ্গ এই ছয় লক্ষণসম্পন্ন যক্ষ্মাকে ষড়্রূপ যক্ষ্মা বলে।

তস্যৈকাদশ লক্ষণানি ।

স্বরভেদোঽনিলাচ্ছূলং সঙ্কোচশ্চাংসপার্শ্বয়োঃ ।
জ্বরো দাহোঽতিসারশ্চ পিত্তাদ্রক্তস্য চাগমঃ ॥
শিরসঃ পরিপূর্ণত্বমভক্তচ্ছন্দ এব চ ।
কাসঃ কণ্ঠস্য চোদ্ধংসো বিজ্ঞেয়ঃ কফকোপতঃ ॥

যক্ষ্মারোগে বাতাধিক্য থাকিলে স্বরভঙ্গ (১), শূল (২) এবং স্কন্ধ ও পার্শ্বদেশের সঙ্কোচ (৩), পিত্তপ্রাবল্য থাকিলে জ্বর (৪), দাহ (৫), অতিসার (৬) ও রক্ত-নিষ্ঠীবন (৭) এবং কফপ্রাধান্যে মস্তকের পরিপূর্ণতা (৮), আহারে অনিচ্ছা (৯), কাস (১০) ও কণ্ঠের উর্দ্ধংস (১১) [উর্দ্ধংস শব্দের অর্থ ভেদ অর্থাৎ ভঙ্গবৎ যাতনা অথবা ক্ষত বিক্ষতত্ব] হইয়া থাকে। যক্ষ্মার একাদশ রূপ বলিলে এই ১১ টী রূপ বুঝিতে হইবে।

ভিন্ন ভিন্ন দোষকৃত যে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ লিখিত হইল তৎ সমস্ত তত্তদ্দোষের উল্বণতামাত্রকৃত জানিবে, কিন্তু ব্যাধি ত্রৈদোষিক। যেহেতু সুশ্রুত বলিয়াছেন।

এক এব মতঃ শোষঃ সন্নিপাতাত্মকো গদঃ ।
উদ্রেকাৎ তত্র লিঙ্গানি দোষাণাং ন পতন্তি হি ॥

জ্বরাদি রোগের যে রূপ বাতজ্বর, পিত্তজ্বর, বাতশ্লেষ্ম জ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর ইত্যাদি প্রকার ভেদ আছে, যক্ষ্মার তদ্রূপ কোন প্রকার ভেদ নাই, ইহা এক মাত্র সান্নিপাতিক ব্যাধি। তবে যে স্থলে যে দোষের প্রাবল্য থাকে, তথায় সেই দোষের লক্ষণ সকল স্পষ্টরূপে উদিত হইয়া থাকে, এই মাত্র প্রভেদ।

একাদশভিরেভির্বা ষড়্ভির্বাপি সমন্বিতম্ ।
ত্রিভির্বা পীড়িতং লিঙ্গৈর্জ্বর কাসাসৃগাময়ৈঃ ।
জহ্যাচ্ছোষার্দ্দিতং জন্তুমিচ্ছন্ সুবিমলং যশঃ ॥

উল্লিখিত একাদশরূপ, ছয়রূপ অথবা জ্বর, কাস ও রক্তনিষ্ঠীবন এই তিন রূপসম্পন্ন যক্ষ্মা অসাধ্য।

তত্র বিশেষঃ। সর্ব্বৈরর্দ্ধৈ স্ত্রিভির্বাপি লিঙ্গৈর্ম্মাংস বলক্ষয়ে।
যুক্তো বর্জ্জ্যশ্চিকিৎস্যস্তু সর্ব্বরূপোঽপ্যতোঽন্যথা॥

উল্লিখিত ১১ টী, ৬ টী, অথবা ৩ টী, লক্ষণের উদয় এবং রোগীর মাংস ও বল ক্ষয় হইলে রোগ অবশ্য সাঙ্ঘাতিক হয়, কিন্তু যদি মাংস ও বলের ক্ষীণতা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বরূপ-সম্পন্ন (একাদশরূপ) যক্ষ্মারও চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

জ্বরানুবন্ধরহিতং বলবন্তং ক্রিয়াসহম্।
উপক্রমেদাত্মবন্তং দীপ্তাগ্নিমকৃশং নরম্॥

অবিচ্ছিন্ন জ্বররহিত, বলবান্, ক্রিয়াসহনক্ষম, আত্মবান্ (যত্নবান্ বা ধৃতিমান্), অগ্নিদীপ্তিসম্পন্ন ও অজাতকার্শ্য যক্ষ্মারোগী চিকিৎস্য।

যক্ষ্মণোঽরিষ্ট লক্ষণম্।

মহাশনং ক্ষীয়মাণ মতিসার নিপীড়িতম্।
শূনমুষ্কোদরঞ্চৈব যক্ষ্মিণং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

যে যক্ষ্মারোগী প্রচুর পরিমাণে আহার করে অথচ শুষ্ক হইয়া যায়, যে অতিসার উপদ্রবে পীড়িত এবং যাহার অণ্ডকোষে ও উদরে শোথ উৎপন্ন হয়, তাদৃশ রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত।

শুক্লাক্ষমন্নদ্বেষ্টার মূর্দ্ধশ্বাস নিপীড়িতম্।
কৃচ্ছ্রেণ বহুমেহন্তং যক্ষ্মা হন্তীহ মানবম্॥
মেহন্তং শুক্রং ক্ষরন্তম্।

যক্ষ্মারোগীর চক্ষুঃ শুক্লবর্ণ, অন্নে বিদ্বেষ, ঊর্দ্ধশ্বাস অথবা অতি কষ্টের সহিত আপনা-আপনি বহু পরিমাণে শুক্রক্ষরণ হইলে পীড়া আশুঘাতিনী জানিবে।

যক্ষ্মণঃ স্থিতিকালাবধিঃ।

পরং দিন সহস্রন্তু যদি জীবতি মানবঃ।
সুভিষগ্‌ভিরুপক্রান্ত স্তরুণঃ শোষপীড়িতঃ॥

অস্যার্থঃ। শোষপীড়িতো মানবশ্চেৎ তরুণো ভবতি সুভিষগ্‌ভিরুপক্রান্তো ভবতি তদা পরং দিনসহস্রং দ্বিতীয়ং দিনসহস্রং যদি জীবতি তত্র জীবনবিকল্প ইত্যর্থঃ। এতেন শোষপীড়িতো মানবশ্চেৎ তরুণো ভবতি সদ্বৈদ্যৈশ্চিকিৎসিতো ভবতি তদা প্রথম দিনসহস্রং জীবেদেবেত্যুক্তম্। (ইতি ভাবপ্রকাশঃ)।

যক্ষ্মাক্রান্ত ব্যক্তি যদি যুবা ও সুচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত হয়, তাহা হইলেও দ্বিতীয় দিনসহস্র অর্থাৎ পীড়া উৎপন্ন হইবার পর হইতে ৫ বৎসর ৬ মাস ২০ দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকে কি না সন্দেহ। এতাবতা ইহা বিবেচনা করিতে হইবে যে, তরুণবয়স্ক যক্ষ্মরোগী সদ্বৈদ্য দ্বারা চিকিৎসিত হইলে প্রথম সহস্র দিন অর্থাৎ ২ বৎসর ৯ মাস ১০ দিন পর্য্যন্ত নিশ্চিত জীবিত থাকিতে পারে, দ্বিতীয় দিন সহস্র পর্য্যন্ত জীবনের স্থায়িত্ব অনিশ্চিত।

অতঃপর ব্যবায়াদিজনিত বিশেষ বিশেষ শোষরোগ সমস্তের লক্ষণাদি লিখিত হইতেছে। উহারা রাজযক্ষ্মা নহে, ধাতুশোষমাত্র। যদিও যক্ষ্মা, রাজযক্ষ্মা, ক্ষয় ও শোষ ইহারা একার্থবাচক শব্দ, তথাপি নিম্নলিখিত শোষ সমস্তে ধাতুশোষ মাত্র বুঝিতে হইবে।

ব্যবায় শোক বার্দ্ধক্য ব্যায়ামাধ্ব প্রশোষিতান্।
ব্রণোরঃক্ষত সংজ্ঞৌ চ শোষিণৌ লক্ষণৈঃ শৃণু।

মৈথুন, শোক, বৃদ্ধাবস্থা, ব্যায়াম, পথপর্য্যটন, ব্রণ (ক্ষত) ও উরঃক্ষত এই সপ্তবিধ কারণে সপ্ত প্রকার শোষ রোগ উৎপন্ন হয়। তত্তৎ কারণজ শোষপীড়িত ব্যক্তিগণ তত্তচ্ছোষী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

ব্যবায় শোষী শুক্রস্য ক্ষয়লিঙ্গৈরুপদ্রুতঃ।
পাণ্ডুদেহো যথাপূর্ব্বং ক্ষীয়ন্তে চাস্য ধাতবঃ॥

ব্যবায় শব্দের অর্থ মৈথুন। অতিমৈথুন দ্বারা শোষরোগ উৎপন্ন হইলে উহাকে ব্যবায় শোষ বলে। তাদৃশ শোষাক্রান্ত ব্যক্তি শুক্রক্ষয়জ লক্ষণ সমস্ত (অণ্ডকোষে ও লিঙ্গে বেদনা, মৈথুনে অশক্তি, দীর্ঘকালের পর শুক্রচ্যুতি ও অল্প পরিমাণে চ্যুতি ইত্যাদি) দ্বারা উপদ্রুত ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে এবং ক্রমশঃ বিলোমভাবে তাহার মজ্জা ও অস্থি প্রভৃতি ধাতু সমস্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

প্রধ্যান শীলঃ স্রস্তাঙ্গঃ শোকশোষ্যপি তাদৃশঃ।
বিনা শুক্রক্ষয় কৃতৈ র্বিকারৈরুপলক্ষিতঃ॥

প্রধ্যানশীলঃ যস্যাভাবেন শোকো জনিত-স্তদ্ধ্যানপরঃ। স্রস্তাঙ্গঃ শিথিলাঙ্গঃ। তাদৃশঃ ব্যবায়শোষিসদৃশঃ। তেন শুক্রাদি সর্ব্বধাতু-ক্ষয়যুক্তো ভবতি। পরং শুক্রক্ষয় কৃতৈ র্বিকারৈ-র্মেঢ্রবৃষণ বেদনাদিভির্বর্জ্জিতো ভবতি ব্যাধি স্বভাবাৎ।

শোকশোষাক্রান্ত ব্যক্তি, যাহার অভাবে শোক উৎপন্ন হইয়াছে সর্ব্বদা তাহারই চিন্তায় রত, শিথিলাঙ্গ এবং ব্যবায়শোষীর ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ব্যবায় শোষে যেরূপ শুক্রক্ষয়কৃত মুষ্কে বেদনাদি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, ইহাতে তৎসমস্ত থাকে না, কিন্তু তদ্রূপ ধাতু সমস্তের শুষ্কতা হইয়া থাকে।

জরাশোষী কৃশো মন্দ বুদ্ধিবীর্য্য বলেন্দ্রিয়ঃ।
কম্পনোঽরুচিমান্ ভিন্ন কাংস্যপাত্রহতস্বরঃ॥
ষ্ঠীবতি শ্লেষ্মণা হীনং গৌরবারতিপীড়িতঃ।
সম্প্রস্রুতাস্যনাসাক্ষঃ শুষ্করুক্ষমলচ্ছবিঃ॥

জরা অর্থাৎ বার্দ্ধক্য হেতু স্বভাবতঃ উৎপন্ন শোষকে জরা শোষ বলে। ইহাতে দেহের কৃশতা, বুদ্ধি, বীর্য্য, বল ও ইন্দ্রিয়শক্তি মন্দভূত, কম্প, অরুচি, আহত ভগ্নকাংস্য-পাত্রোদ্ভূত শব্দের ন্যায় কণ্ঠের স্বর, কফনিঃসরণবর্জ্জিত কাস, শরীর ভার, অসুস্থচিত্ততা, মুখ নাসিকা ও চক্ষুঃ দিয়া জলস্রাব এবং মল ও দেহের কান্তি শুষ্ক ও রুক্ষ হইয়া থাকে।

অধ্বপ্রশোষী স্রস্তাঙ্গঃ সংঘৃষ্ট পরুষচ্ছবিঃ।
প্রসুপ্ত গাত্রাবয়বঃ শুষ্ক ক্লোম গলাননঃ॥

নিত্য অধিক পথপর্য্যটন করিলে যে শোষ উপস্থিত হয়, তাহাকে অধ্বশোষ বলে। ইহাতে রোগীর অঙ্গ অবশ, শিথিল, দেহের কান্তি ঘৃষ্ট দ্রব্যের ন্যায় রুক্ষ, অঙ্গ সমস্তে স্পর্শশক্তির অল্পতা এবং ক্লোম, কণ্ঠ ও মুখ শুষ্ক হইয়া থাকে।

ব্যায়ামশোষী ভূয়িষ্ঠমেভিরেব সমন্বিতঃ।
লিঙ্গৈরুরঃক্ষতকৃতৈঃ সংযুক্তশ্চ ক্ষতং বিনা॥

ব্যায়ামশোষে অধ্বশোষের লক্ষণ সমস্তের প্রাবল্য এবং ক্ষত ব্যতিরেকে উরঃক্ষতের অপর সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান থাকে।

রক্তক্ষয়াদ্ বেদনাভি স্তথৈবাহার যন্ত্রণাৎ।
ব্রণিতস্য ভবেচ্ছোষঃ স চাসাধ্যতমঃ স্মৃতঃ॥

কোন বিশেষ ক্ষতযুক্ত রক্তস্রাব ব্রণবৎ বেদনা ও আহার যন্ত্রণাহেতু যে শোষ উৎপন্ন হয়, তাহাকে ব্রণ শোষ কহে। ইহা সচরাচর অসাধ্য হইয়া থাকে।

ধনুর্যায়চ্ছতোঽত্যর্থং ভারমুদ্বহতো গুরুম্।
যুধ্যমানস্য বলিভিঃ পততো বিষমোচ্চতঃ॥
বৃষং হয়ং বা ধাবন্তং দম্যং বান্যং নিগৃহ্ণতঃ।
শিলাকাষ্ঠাশ্ম নির্ঘাতান্ ক্ষিপতো নিঘ্নতঃ পরান্॥
অধীয়ানস্য বাত্যুচ্চৈ দূরং বা ব্রজতো দ্রুতম্।
মহানদীং বা তরতো হয়ৈর্বা সহ ধাবতঃ॥
সহসোৎপততো দূরং তূর্ণং চাপি প্রনৃত্যতঃ।
তথান্যৈঃ কর্ম্মভিঃ ক্রূরৈ র্ভৃশমভ্যাহতস্য বা
স্ত্রীষু চাতি প্রসক্তস্য রুক্ষাল্প প্রমিতাশিনঃ।
বিক্ষতে বক্ষসি ব্যাধি র্বলবান্ সমুদীর্য্যতে॥
উরো বিরুজ্যতেঽত্যর্থং ভিদ্যতেঽথ বিভজ্যতে।
প্রপীড্যেতে ততঃ পার্শ্বে শুষ্যত্যঙ্গং প্রবেপতে॥
ক্রমাদ্ বীর্য্যং বলং বর্ণো রুচিরগ্নিশ্চ হীয়তে।
জ্বরো ব্যথা মনোদৈন্যং বিড়্ভেদোঽগ্নিবধস্তথা॥
দুষ্টঃ শ্যাবঃ সুদুর্গন্ধঃ পীতো বিগ্রথিতো বহুঃ।
কাসমানস্য চাভীক্ষ্ণং কফঃ সাসৃক্ প্রবর্ত্ততে॥
স ক্ষতঃ ক্ষীয়তেঽত্যর্থং তথা শুক্রৌজসোঃ ক্ষয়াৎ।
অব্যক্তং লক্ষণং তস্য পূর্ব্বরূপমিতি স্মৃতম॥

ধনুকে জ্যারোপণ, ধনুরাকর্ষণ ও বাণনিক্ষেপাদি ক্লেশজনক ধনুঃকর্ম্মসম্পাদন, গুরু ভারবহন, বলবানের সহিত যুদ্ধ, পর্ব্বত বৃক্ষাদি উচ্চস্থান হইতে পতন, অতি উচ্চৈঃস্বরে অধ্যয়ন, দ্রুতবেগে দূরগমন, সন্তরণ দ্বারা মহানদী উত্তরণ, ধাবিত অশ্বের সহিত বেগে ধাবন, দূরলম্ফন, শীঘ্র শীঘ্র নর্ত্তন এই সকল ও এইরূপ অন্যান্য কঠোর কর্ম্মসমূহ দ্বারা এবং অধিক স্ত্রীসঙ্গম, রূক্ষ ভোজন ও অত্যল্প ভোজন হেতু বক্ষঃ (ফুস্‌ফুস্) ক্ষত হইলে ভয়াবহ উরঃক্ষত রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে বক্ষোদেশ বেদনাযুক্ত, বিদীর্ণবৎ ও দ্বিধা বিভিন্নবৎ হয়, পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, অঙ্গশোষ ও কম্প উপস্থিত হয় এবং ক্রমশঃ বীর্য্য, বল, বর্ণ, রুচি ও অগ্নির হানি, জ্বর, বেদনা, দীনতা, মলভেদ ও ক্ষুধানাশ হইয়া থাকে। কাসের সহিত নিরন্তর বহু পরিমাণে শ্যাব বা পীতবর্ণ, গ্রন্থিল, দুষ্ট, সরক্ত কফ নির্গত হয়। এইরূপে উরঃক্ষত রোগী শুক্রক্ষয় ও ওজোনাশহেতু অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া থাকে।

লিখিত লক্ষণ সকলের অস্পষ্টভাবে উদয়কে উরঃক্ষত শোষের পূর্ব্বরূপ বলা যায়।

উরঃক্ষতস্য সুশ্রুতোক্তং নিদানাদিকম্।

ব্যায়ামভারাধ্যয়নৈ রভিঘাতাতিমৈথুনৈঃ।
কর্ম্মণা চাপ্যুরস্যেন বক্ষো যস্য বিদারিতম্॥
তস্যোরসি ক্ষতে রক্তং পূয়ঃ শ্লেষ্মা চ গচ্ছতি।
কাসমানশ্ছর্দ্দয়েচ্চ পীতরক্তাসিতারুণম্॥
সন্তপ্তবক্ষাঃ সোঽত্যর্থং দূষণাৎ পরিতাম্যতি।
দুর্গন্ধবদনোচ্ছ্বাসো ভিন্নবর্ণস্বরো নরঃ॥

ব্যায়াম, ভারবহন, অধ্যয়ন, অভিঘাত ও অতি মৈথুন দ্বারা এবং অন্যান্য উরস্য কর্ম্ম, বক্ষঃসম্পাদ্য কর্ম্ম, যে কর্ম্ম করিতে বক্ষের বল আবশ্যক হয়, অথবা বক্ষে আঘাত লাগে, তাহার দ্বারা বক্ষঃ অর্থাৎ ফুস্‌ফুস্ বিদীর্ণ হইলে উরঃক্ষত রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে রক্ত, পূয ও শ্লেষ্মার নির্গমন, কাসিতে কাসিতে পীত, লোহিত, কৃষ্ণ ও আরক্ত বর্ণ পদার্থ বমন, বক্ষঃস্থল অত্যন্ত সন্তপ্ত, যাতনাতিশয্য, মুখে ও উচ্ছ্বাসে পূতিগন্ধ এবং বর্ণ ও স্বরের বিকৃতি এই সকল লক্ষণ আবির্ভূত হয়।

উরঃক্ষতস্য বিশিষ্টং লক্ষণম্।

উরোরুক্ শোণিতচ্ছর্দ্দিঃ কাসো বৈশেষিকঃ ক্ষতে।
ক্ষীণে সরক্ত মূত্রত্বং পার্শ্ব পৃষ্ঠ কটিগ্রহঃ॥

ক্ষতে উরঃক্ষতবতি উরোরুক্ শোণিতচ্ছর্দ্দিঃ কাসো বৈশেষিকঃ বিশেষতো ভবন্ত্যেব। অস্মিন্

উরঃক্ষতবতি সাস্রককশুক্রৌজসাং ক্ষয়াৎ ক্ষীণে সরক্তমূত্রত্বং পার্শ্বপৃষ্ঠকটিগ্রহশ্চ।

মনুষ্য উরঃক্ষত রোগাক্রান্ত হইলে বক্ষোবেদনা, রক্ত নিষ্ঠীবন ও বিশেষরূপে কাস হইয়া থাকে। রোগী রক্ত, কফ, শুক্র ও ওজের ক্ষয়হেতু ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হইলে রক্ত-প্রস্রাব এবং পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও কটিতে বেদনা হয়।

কোন কোন গ্রন্থে ক্ষত ও ক্ষীণ দুইটী পৃথক্ রোগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ক্ষত-শব্দের অর্থ উরঃক্ষত। উরঃক্ষত রোগে রক্ত প্রস্রাব এবং পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও কটিদেশে বেদনা উপস্থিত হইলে তদবস্থাকে ক্ষীণরোগ বলা যাইতে পারে। ক্ষতক্ষীণ বলিয়া কোন রোগ নাই। তবে ক্ষতজন্য ক্ষীণাবস্থাকে ক্ষতক্ষীণরোগ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে বিশেষ হানি নাই।

উরঃক্ষতস্য সাধ্যত্বাদিকম্।

অল্প লিঙ্গস্য দীপ্তাগ্নেঃ সাধ্যো বলবতো নবঃ।
পরিসংবৎসরো যাপ্যঃ সর্ব্বলিঙ্গন্তু বর্জ্জয়েৎ॥

অল্প লক্ষণাক্রান্ত, দীপ্তাগ্নিসম্পন্ন, বলবান্ রোগীর অচিরোৎপন্ন উরঃক্ষত রোগ সাধ্য। সংবৎসর অতীত হইলে যাপ্য এবং সর্ব্ব লক্ষণের উদয় হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে।

অথ রাজযক্ষ্মচিকিৎসা।

বলিনো বহুদোষস্য পঞ্চ কর্ম্মাণি কারয়েৎ।
যক্ষ্মিণঃ ক্ষীণদেহস্য তৎ কৃতং স্যাদ্বিষোপমম্॥
মলায়ত্তং বলং পুংসাং শুক্রায়ত্তন্তু জীবনম্।
তস্মাদ্ যত্নেন সংরক্ষেদ্ যক্ষ্মিণো মলরেতসী॥

বহুদোষব্যাপ্ত দেহ, বলবান্ যক্ষ্মরোগীর পক্ষে প্রথমতঃ বমনাদি পঞ্চ কর্ম্মকরণের ব্যবস্থা আছে। এক্ষণকার ক্ষীণদেহ দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের উহা আবশ্যক হয় না এবং করাও উচিত নহে। কিন্তু ক্ষীণ দেহ রোগীর পক্ষে ঐ সকল ক্রিয়া বিষবৎ অনিষ্টোৎপাদক।

মনুষ্যের বল পুরীষায়ত্ত এবং জীবন শুক্রায়ত্ত, মলক্ষয়ে বলহানি ও শুক্রক্ষয়ে জীবন হানি হইয়া থাকে। অতএব যক্ষ্ম-রোগীর মল ও শুক্র অতি যত্নে রক্ষণীয়।

শালি ষষ্টিক গোধূম যব মুদ্গাদয়ো হিতাঃ।
মদ্যানি জাঙ্গলাঃ পক্ষিমৃগাঃ শস্তা বিশুষ্যতাম্॥

শালিতণ্ডুল, আউশ তণ্ডুল, যব ও মুগ প্রভৃতি, পুরাতন মদ্য এবং জাঙ্গল পশুপক্ষীর মাংস যক্ষ্মরোগীর পক্ষে হিতকর।

সপিপ্পলীকং সযবং সকুলত্থং সনাগরম্।
দাড়িমামলকোপেতং স্নিগ্ধমাজং রসং পিবেৎ॥
দ্রব্যতো দ্বিগুণং মাংসং সর্ব্বতোঽষ্ট গুণং জলম্।
পাদস্থং সংস্কৃতঞ্চাজ্যে ষড়ঙ্গো যূষ উচ্যতে॥

যবঃ ১পলং। কুলত্থং ১ পলং। ছাগ মাংসঃ ৪ পলানি। জলং ৪৮ পলানি। শেষঃ ১২ পলানি। ততঃ পলমিতে ঘৃতে সংস্করণীয়ম্। তত্র কর্ষমিতং সৈন্ধবং দেয়ম্। সৌবর্চ্চলং হিঙ্গু দেয়ম্। পিপ্পলীং নাগরঞ্চ পৃথঙ্মাষমিতং কল্কীকৃত্য দেয়ম্। দাড়িমামলকাভ্যামম্লত্বং সাধ্যম্।

যব ১ পল, কুলত্থকলাই ১ পল, ছাগমাংস ৪ পল, জল ৪৮ পল। একত্র সিদ্ধ করিয়া ১২ পল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া কোন পাত্রে ১ পল ঘৃত উষ্ণ করিয়া তাহাতে ঐ রস ঢালিয়া দিবে এবং উহাতে সৈন্ধব লবণ ২ তোলা, সৌরভার্থ কিঞ্চিৎ হিঙ্গু, পিষ্ট পিপ্পলী ১ মাষা ও পিষ্ট শুণ্ঠী ১ মাষা দিয়া কিয়ৎক্ষণ পাক করিবে এবং অম্লরস করিবার জন্য কিঞ্চিৎ দাড়িম ও আমলকীর রস দিবে। ইহার নাম ষড়ঙ্গযূষ।

ষড়ঙ্গযূষ, ক্ষয়রোগীর বিশেষ হিতকর ও পুষ্টিপ্রদ পথ্য।

পারাবত কপি চ্ছাগ কুরঙ্গাণাং পৃথক্ পৃথক্।
মাংস চূর্ণ মজাক্ষীরৈঃ পীতং ক্ষয়হরং পরম্॥

পায়রা, বানর, ছাগ বা হরিণের মাংস ঘৃতে ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে ক্ষয়রোগের শান্তি হয়।

ছাগং মাংসং পয়শ্ছাগং ছাগং সর্পিঃ সশর্করম্।
ছাগোপসেবা শয়নং ছাগমধ্যে তু যক্ষ্মনুৎ॥
(সশর্করমিত্যত্র সনাগরমিতি পাঠান্তরম্)।

ছাগমাংস ভক্ষণ, ছাগদুগ্ধ পান, শর্করা বা শুণ্ঠীর সহিত ছাগঘৃত পান, ছাগসেবা ও ছাগসমূহ মধ্যে শয়ন করিয়া থাকা যক্ষ্মারোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারক।

শর্করা মধুসংযুক্তং নবনীতং লিহন্ ক্ষয়ী।
ক্ষীরাশী লভতে পুষ্টি মতুল্যে চাজ্য মাক্ষিকে॥

কিঞ্চিৎ চিনি ও মধুর সহিত নবনীত অথবা অসমভাগ ঘৃত ও মধু লেহন করিয়া দুগ্ধপান করিয়া থাকিলে যক্ষ্মাজনিত কৃশতা দূর হইয়া ধাতুসমূহের পুষ্টি হইয়া থাকে।

ঘৃত কুসুমরসালীঢ়ং ক্ষয়ং ক্ষয়ং নয়তি গজবলামূলম্।
দুগ্ধেন কেবলেন চ বায়সজঙ্ঘা নিপীতৈব॥

গোরক্ষচাকুলের মূল বাঁটিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহ অথবা দুগ্ধের সহিত কাকজঙ্ঘা, ক্ষীরপাক বিধান বা অন্য কোন প্রণালী অনুসারে সংস্কৃত করিয়া সেবন করিলে ক্ষয়রোগের শান্তি হয়।

ককুভত্বঙ্ নাগবলা বানরীবীজং বিচূর্ণিতং পয়সা।
পীত মধুঘৃতযুক্তং সসিতং যক্ষ্মাদিকাসহরম্।

অর্জ্জুনছাল ২ মাষা, গোরক্ষচাকুলের মূল ৪ মাষা, আলকুশীবীজ অর্দ্ধ মাষা এই গুলি একত্র অথবা পৃথক্ পৃথক্ দুগ্ধ ও কিঞ্চিৎ ঘৃত মধুর সহিত সেবন করিলে উপকার লাভ হয়।

ধন্যাকং পিপ্পলী বিশ্ব দশমূলীজলং পিবেৎ।
পার্শ্বশূল জ্বর শ্বাস পীনসাদি নিবৃত্তয়ে॥

যক্ষ্মারোগে পার্শ্বশূল, জ্বর, শ্বাস ও পীনস প্রভৃতি উপস্থিত থাকিলে তাহাদের নিবৃত্তির জন্য ধন্যা, পিঁপুল, শুঁঠ ও দশমূল এই সমুদায় দ্রব্যের ক্বাথ পেয়।

কৃষ্ণা দ্রাক্ষা সিতালেহঃ ক্ষয়হা ক্ষৌদ্রতৈলবান্।
মধুসর্পির্যুতো বাশ্বগন্ধা কৃষ্ণাসিতোত্তবঃ॥

পিঁপুল, দ্রাক্ষা ও চিনি এই সমুদায় মধু ও তিলতৈলে অথবা অশ্বগন্ধা, পিঁপুল ও চিনি এই গুলি মধু ও ঘৃতের সহিত অবলেহরূপে সেবন করিলে উপকার দর্শে।

সর্পির্মধুভ্যাং ত্রিকটু প্রলিহ্যা-
চ্চব্যাবিড়ঙ্গোপচিতং ক্ষয়ার্ত্তঃ।
মাংসাদমাংসেষু ঘৃতঞ্চ সিদ্ধং
শোষাপহং ক্ষৌদ্রকণাসমেতম্॥

শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, চঁই ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহ করিলে উপকার লাভ হয়। মাংসভোজী শ্যেনাদির পক্ষিগণের মাংসের সহিত ঘৃত সিদ্ধ করিয়া তাহার সহিত পিঁপুলের গুঁড়া ও মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিলে ক্ষয়জনিত কৃশতাদি নিবারিত হইয়া শীঘ্র বল বৃদ্ধি ও পীড়ার উপশম হয়।

মধুতাপ্য বিড়ঙ্গাশ্ম জতুলোহ ঘৃতাভয়াঃ।
ঘ্নন্তি যক্ষ্মাণমত্যুগ্রং সেব্যমানা হিতাশিনা॥

স্বর্ণমাক্ষিক, বিড়ঙ্গ, শিলাজতু ও লৌহ সমভাগে ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত ও মর্দ্দিত করিয়া /০ আনা বা ৵০ আনা মাত্রায় সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

শতপুষ্পা সমধুকং কুষ্ঠং তগরচন্দনম্ ।
আলেপনং স্যাৎ সঘৃতং শিরঃপার্শ্বাংসশূলনুৎ ।

মস্তকে, পার্শ্বে বা স্কন্ধে বেদনা থাকিলে বেদনা স্থানে শুল্‌ফা, যষ্টিমধু, কুড়, তগর-পাদুকা ও শ্বেতচন্দন একত্র বাঁটিয়া ঘৃতসংযুক্ত ও উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে ।

বলা রাস্না তিলাঃ সর্পির্মধুকং নীলমুৎপলম্ ।
পলঙ্কষা দেবদারু চন্দনং কেশরং ঘৃতম্ ॥
বীরা বলা বিদারী চ কৃষ্ণগন্ধি পুনর্নবা ।
শতাবরী পয়স্যা চ কত্তৃণং মধুকং ঘৃতম্ ॥
চত্বার এতে শ্লোকার্দ্ধৈঃ প্রদেহাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ।
শস্তাঃ সংবৃদ্ধ দোষাণাং শিরঃ পার্শ্বাংসশূলিনাম্ ॥

বেঁড়েলা, রাস্না, তিল, যষ্টিমধু, নীলোৎপল ও ঘৃত ; গুগ্‌গুল, দেবদারু, শ্বেতচন্দন, নাগেশ্বর ও ঘৃত ; ক্ষীরকাকোলী, বেড়েলা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, এলবালুক ও পুনর্নবা অথবা শতমূলী, ক্ষীরকাকোলী, গন্ধতৃণ, যষ্টিমধু ও ঘৃত একত্র বাঁটিয়া অল্প উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে মস্তক, পার্শ্ব ও স্কন্ধের বেদনা নিবারিত হয় ।

অলক্তকরসৈঃ ক্ষৌদ্রং রক্তবান্তিহরঃ পরম্ ।
বিশল্যকরণীকাথঃ কুক্কুরদ্রু দ্রবস্তথা ॥

আলতার জল ২ তোলা ও মধু অর্দ্ধ তোলা একত্র পান করিলে রক্ত বমন নিবারিত হয় । আয়াপানের কাথ ও কুকুশি-মার মূলের রসও এই পীড়ায় বিশেষ উপকারী ।

যষ্ট্যাহ্বং চন্দনোপেতং সম্যক্ ক্ষীরপ্রপেষিতম্ ।
ক্ষীরেণালোড্য পাতব্যং রুধিরচ্ছর্দ্দি নাশনম্ ॥
চন্দনমত্র রক্তং সঙ্কোচনগুণত্বাৎ ।

যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া দুগ্ধে গুলিয়া পান করিলে রক্তবমন নিবারিত হয় ।

ব্যবায়াদিহেতুকানাং শোষাণাং চিকিৎসা ।

তত্র ব্যবায়শোষস্য চিকিৎসা ।

ব্যবায় শোষিণং ক্ষীররস মাংসাজ্য ভোজনৈঃ ।
সুকূলৈ র্মধুরৈ র্হৃদ্যৈ র্জীবনীয়ৈ রুপাচরেৎ ॥

ব্যবায়শোষপীড়িত রোগীকে দুগ্ধ, মাংসের যূষ, মাংস ও ঘৃতরূপ পথ্য এবং তদীয় হিতকর, মধুর ও হৃদ্য জীবনীয়গণকৃত ঔষধ সেবন করাইবে ।

শোকশোষস্য চিকিৎসা ।

হর্ষণাশ্বাসনৈঃ ক্ষীরৈঃ স্নিগ্ধৈর্মধুর শীতলৈঃ ।
দীপনৈ র্লঘুভিশ্চান্নৈঃ শোকশোষমুপাচরেৎ ॥

শোকশোষে হর্ষসঞ্জনন, আশ্বাস প্রদান এবং দুগ্ধ ও অন্যান্য স্নিগ্ধ, মধুর, শীতল, অগ্নিদীপক ও লঘু অন্ন পথ্য প্রদানরূপ চিকিৎসা কর্ত্তব্য ।

ব্যায়ামশোষস্য চিকিৎসা ।

ব্যায়ামশোষিণং স্নিগ্ধৈঃ ক্ষতক্ষয়হিতৈর্হিমৈঃ ।
উপাচরেজ্জীবনীয়ৈ র্বিধিনা শ্লৈষ্মিকেণ তু ॥

ব্যায়ামশোষে ক্ষতশোষোপকারক, শীতল জীবনীয়গণ দ্বারা এবং শ্লেষ্মাজনক বিধি আশ্রয় করিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য ।

অধ্বশোষস্য চিকিৎসা ।

আস্যাসুখৈ র্দিবাস্বপ্নৈঃ শীতৈ র্মধুর বৃংহণৈঃ ।
অন্নমাংসরসাহারৈরধ্বশোষ মুপাচরেৎ ।

উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন জনিত সুখ অর্থাৎ সুখোপবেশন, দিবানিদ্রা এবং শীতল,

মধুর ও বৃংহণ ঔষধ এবং অন্ন ও মাংসের যূষরূপ পথ্য এই সমুদায় অধ্বশোষে উপকারী।

ব্রণশোষস্য চিকিৎসা।

ব্রণশোষং জয়েৎ স্নিগ্ধৈ র্দীপনৈঃ স্বাদু শীতলৈঃ।
ঈষদম্লৈরনম্লৈর্ব্বা যূষমাংসরসাদিভিঃ॥

স্নিগ্ধ, অগ্নিদীপক, স্বাদু ও শীতল মুদ্গাদির যূষ ও মাংস রস প্রভৃতি দ্বারা ব্রণশোষ চিকিৎসনীয়। ঐ যূষাদি দাড়িম ও আমলকী প্রভৃতির রস দ্বারা অম্লীকৃত অথবা নিরম্ল অনবস্থাতেই পেয়।

উরঃক্ষতস্য চিকিৎসা।

বলাশ্বগন্ধা শ্রীপর্ণী বহুপুত্রী পুনর্নবাঃ।
পয়সা নিত্যমভ্যস্তাঃ শময়ন্তি ক্ষতক্ষয়ম্॥

বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, গাম্ভারীছাল, শতমূলী ও পুনর্নবা ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্র করিয়া তাহার অর্দ্ধতোলা দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে উরঃক্ষত শোষের শান্তি হয়। ঐ সমুদায় দ্রব্য ক্ষীরপাক বিধি অনুসারেও ব্যবস্থেয় হইতে পারে।

দ্রাক্ষাঘৃতম্।

দ্রাক্ষায়াঃ প্রস্থমেকন্তু মধুকস্য পলাষ্টকম্।
পচেত্তোয়াঢ়কে শুদ্ধে পাদশেষেণ তেন তু॥
পলিকে মধুকদ্রাক্ষে পিষ্টে কৃষ্ণাপলদ্বয়ম্।
প্রদায় সর্পিষঃ প্রস্থং পচেৎ ক্ষীরে চতুর্গুণে॥
সিদ্ধে শীতে পলান্যষ্টৌ শর্করায়াঃ প্রদাপয়েৎ।
এতদ্ দ্রাক্ষাঘৃতং সিদ্ধং ক্ষতক্ষীণে সুখাবহম্।
বাতং পিত্তং জ্বর শ্বাস বিস্ফোটক হলীমকান্।
প্রদরং রক্তপিত্তঞ্চ হন্ত্যাম্নাংস বলপ্রদম্॥

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ দ্রাক্ষা ২ সের, যষ্টিমধু ১ সের, পাকের জল ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ যষ্টিমধু ১ পল, দ্রাক্ষা ১ পল ও পিঁপুল ২ পল। যথাবিধি পাক করিবে। শীতল হইলে কল্ক ছাঁকিয়া ফেলিয়া ১ সের চিনি মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। এই ঘৃত পান করিলে উরঃক্ষত ও তজ্জন্য ক্ষীণরোগ এবং শ্বাসকাসাদি নিবৃত্ত হয়।

বাসাকুষ্মাণ্ডকঞ্চৈব তথৈলাগুড়িকামিহ।
রক্তপিত্তাধিকারোক্তান্ যোগানন্যাংশ্চ যোজয়েৎ॥

উরঃক্ষত রোগে বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড, এলাদি-গুড়িকা ও রক্তপিত্তাধিকারোক্ত অন্যান্য মুষ্টিযোগ প্রযোজ্য।

যদ্যচ্চ তর্পণং শীতমবিদাহি হিতং লঘু।
অন্নপানং নিষেব্যং তৎক্ষতক্ষীণৈঃ সুখার্থিভিঃ॥

উরঃক্ষত ও তজ্জন্য ক্ষীণরোগাবস্থা প্রাপ্ত রোগীর পক্ষে তৃপ্তিকর, শীতল, অবিদাহি, সুখপ্রদ ও লঘু অন্ন ও পান সেবনীয়।

অজাপঞ্চক সংজ্ঞঞ্চ জীবন্ত্যাদ্যং ঘৃতং তথা।
লেহৌ চ চ্যবনপ্রাশ বৃহদ্ বাসাভিধানকৌ॥
সিতোপলাদ্যং লেহঞ্চ যক্ষ্মশোষেষু যোজয়েৎ।

অজাপঞ্চক ঘৃত, জীবন্ত্যাদ্য ঘৃত, চ্যবনপ্রাশ, বৃহদ্বাসাবলেহ ও সিতোপলাদি লেহ রাজযক্ষ্মা ও সকল প্রকার শোষরোগে প্রয়োজ্য। ইহাদের মাত্রা ১ তোলা, অনুপান ছাগদুগ্ধাদি।

চূড়ামণিরসো দেয়ো রসো রাজমৃগাঙ্ককঃ।
মহামৃগাঙ্ক সংজ্ঞশ্চ মৃগাঙ্কাখ্যশ্চ যো রসঃ॥
কাঞ্চনাভ্রশ্চ যক্ষারি লৌহং যক্ষ্মান্তকং তথা।
শিলাজত্বাদি লৌহঞ্চ রসেন্দ্রগুড়িকাপি চ॥
বক্ষ্যমাণশ্চ কাসেষু রসঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ।
বসন্ততিলকোঽন্যে চ রাজযক্ষ্মণ্যুরঃক্ষতে॥

রাজযক্ষ্মা ও উরঃক্ষতরোগে চূড়ামণি, রাজমৃগাঙ্ক, মহামৃগাঙ্ক, মৃগাঙ্ক ও কাঞ্চনাভ্র

রস, যক্ষ্মারিলৌহ, যক্ষ্মান্তকলৌহ, শিলাজত্বাদিলৌহ, রসেন্দ্রগুড়িকা এবং কাসাধিকারে বক্ষ্যমাণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস, বসন্ততিলক রস ও অন্যান্য রসঘটিত ঔষধ সর্ব্বদা প্রয়োগ করা যায়।

অত্র কাসজ্বরে শস্তং জ্বরচূড়ামণিদ্বয়ম্ ॥

এই রোগে ও কাসরোগে জ্বরাধিক্য থাকিলে জ্বরচূড়ামণি ও বৃহজ্জ্বরচূড়ামণি নামক ঔষধ অতীব প্রশস্ত।

বৃহজ্জ্বরচূড়ামণিঃ ।

স্বর্ণসিন্দূরং স্বর্ণং লৌহং তারং মৃগাণ্ডজম্ ।
জাতীফলং জাতীকোষং লবঙ্গঞ্চ ত্রিকণ্টকম্ ॥
কর্পূরং গগণঞ্চৈব চোচং মূষল তালকম্ ।
প্রত্যেকং কর্ষমানন্তু বঙ্গঞ্চৈব দ্বিকার্ষিকম্ ॥
বিদ্রুমং ভস্ম সূতঞ্চ মৌক্তিকং মাক্ষিকং তথা ।
রাজপট্টং শিখিগ্রীবং সর্ব্বং সংচূর্ণ্য যত্নতঃ ॥
খল্লে তু চূর্ণমাদায় ভাবয়েৎ পরিকীর্ত্তিতৈঃ ।
নিগু‍ণ্ডী যষ্টিকা বাসা রবিমূল ত্রিকণ্টকৈঃ ।
জ্বর মষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্য মথাপি বা ॥

স্বর্ণসিন্দূর, স্বর্ণ, লৌহ, রৌপ্য, কস্তূরী, জায়ফল, জয়ত্রী, লবঙ্গ, গোক্ষুর, কর্পূর, অভ্র, গুড়ত্বক্, তালমূলী প্রত্যেক ২ তোলা, গন্ধক, প্রবাল, রসসিন্দূর, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, রাজপট্ট, তুঁতিয়া প্রত্যেক ৪ তোলা। একত্র করিয়া নিসিন্দা, পলাস, বাসক, আকন্দমূল ও গোক্ষুর ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা ব্যবহারে অষ্টবিধ জ্বর নিবারিত হয়।

বৃহচ্চূড়ামণিরসঃ ।

কস্তূরিকা বিদ্রুম রৌপ্য লৌহং
তালং হিরণ্যং রসসিন্দুরঞ্চ ।
স্বর্ণ সিন্দুর লবঙ্গ মৌক্তিকং
চোচং ঘনং মাক্ষিক রাজপট্টম্ ॥
গোক্ষুর জাতীফল জাতীকোষং
মরিচ কর্পূর শিখিগ্রীবঞ্চ ।
প্রগৃহ্য সর্ব্বং হি সমং প্রযত্নাৎ
অথাশ্বগন্ধা দ্বিগুণং হি বৈদ্যঃ ॥
বক্ষ্যমানৌষধৈর্ভাব্যং প্রত্যেকং মুনিসংখ্যয়া ।
নিগু‍ণ্ডী যষ্টিকা বাসা রবিমূল ত্রিকণ্টকৈঃ ॥
তদ্বীর্য্যং কথয়িষ্যামি বাতিকং পৈত্তিকং জ্বরম্ ।
কফোদ্ভবং দ্বিদোষোত্থং ত্রিদোষ জনিতং তথা ॥
সন্ততং সততং হন্তি তৃতীয়ক চতুর্থকৌ ।
ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ বিষমং ভূতসম্ভবম্ ॥
নাশয়ত্যচিরাদেব বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা ।
চূড়ামণিরসো হ্যেষ শিবেন পরিভাষিতঃ ॥

মৃগনাভি, প্রবাল, লৌহ, হরিতাল, স্বর্ণ, রসসিন্দুর, স্বর্ণসিন্দূর, লবঙ্গ, মুক্তা, দারুচিনি, মুতা, স্বর্ণমাক্ষিক, রাজপট্ট, গোক্ষুর, জায়ফল, জয়ত্রী, মরিচ, কর্পূর, ও তুঁতিয়া প্রত্যেক ১ ভাগ, অশ্বগন্ধা ২ ভাগ একত্রিত করিয়া ভাবনা দিবে। মাত্রা ২ রতি। ইহা সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।

প্রমেহাদিজনিত যক্ষ্মা ।

মেহেন চোপদংশেন রসেন দেহগেন বা ।
ধাতুর্বিকৃতিমাপন্নো যক্ষ্মাণং জনয়েদপি ॥
শিরোরুহাণাং পতনং নিশাস্বেদশ্চ জায়তে ।
রক্তনিষ্ঠীবনশ্বাসৌ বলমাংসক্ষয়াদয়ঃ ॥
যক্ষ্মাময়াবিনাং স্বপ্নে রেতসশ্চ চ্যুতির্ভবেৎ ।
কস্তূরীপ্রমুখং তত্র নিশাস্বেদোপশান্তয়ে ।
প্রলাপে চ প্রয়োক্তব্যং ভেষজং ভিষজাং বরৈঃ ॥
নিশাস্বেদো রাত্রৌ স্বিন্নগাত্রত্বম্ ।

প্রমেহ, উপদংশ ও দেহগত পারদ কর্ত্তৃক ধাতু সকল বিকৃত হইয়া পূর্ব্বোক্ত যক্ষ্মা-রোগকে উৎপন্ন করিয়া থাকে। রোগে মস্তকের কেশ উঠিয়া যায়, রাত্রিকালে ঘর্ম্ম, স্বপ্নদোষ, রক্তনিষ্ঠীবন, শ্বাস এবং বলমাংসাদির ক্ষয় হইয়া থাকে। নিশাস্বেদ ও প্রলাপ শান্তির নিমিত্ত কস্তূরী প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

যক্ষ্মাময়ে ত্রিদোষোত্থে স্বচিরাৎ ক্ষয়কারিণি।
ভবেদ্দ্বৈকালিকো বাপি জ্বরস্ত্রৈকালিকোঽপি বা॥
অনিশং জায়তে স্বেদো বুভুক্ষা ন প্রবর্ত্ততে।
করণানি বিষীদেয়ুঃ শয্যা চাশ্রীয়তেতরাম্॥
কশ্চিদেব প্রমুচ্যেত গদাদস্মাৎ সুদুস্তরাৎ।
প্রবালভস্ম কস্তূরী মৃতসঞ্জীবনী তথা॥
অরিষ্টমাসবশ্চাত্র গদে সাত্ম্যমনুত্তমম্।
বীজনং তালবৃন্তেন স্বেদসন্ততিশান্তয়ে॥
বলপুষ্ট্যর্থকং পথ্যং মাংসযূষং প্রকল্পয়েৎ।
অধিকারগতানন্যানগদান্ সান্নিপাতিকে॥
মেহজে চোপদংশোত্থে রসোদ্ভূতে চ যক্ষ্মণি।
প্রযুঞ্জীত সমীক্ষ্যাপি গদাগদবলাবলম্॥

সত্বর ক্ষয়কারী সান্নিপাতিক যক্ষ্মারোগে দ্বৈকালিক বা ত্রৈকালিক জ্বর, সর্ব্বদা ঘর্ম্ম, আহারে অনিচ্ছা, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস এবং শীঘ্র শয্যাশায়ী হইয়া থাকে। ইহাতে প্রবালভস্ম, কস্তূরী, মৃতসঞ্জীবনী অরিষ্ট এবং আসবাদি উপকারক। সার্ব্বকালিক ঘর্ম্ম নিবারণের জন্য তালবৃন্ত দ্বারা ব্যজন এবং মাংসযূষাদি পথ্য ব্যবস্থা করিবে।

মেহজ, ঔপদংশিক ও পারদবিকারজাত এবং সান্নিপাতিক যক্ষ্মারোগে বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক যক্ষ্মাধিকারোক্ত সমস্ত ঔষধ পীড়া ও বলাবল বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবেন।

বাসারিষ্ট মভ্রহরারিষ্টং মৃগমদাসবঃ।
মৃতসঞ্জীবনী চৈব কর্পূরাসব এব চ॥
উরঃক্ষতং রক্তপিত্তং রাজযক্ষ্মাণমেব চ।
কাসং পঞ্চবিধঞ্চৈব নাশয়েদবিকল্পতঃ॥

বাসারিষ্ট, অভ্রহরারিষ্ট, মৃগমদাসব, মৃতসঞ্জীবনী ও কর্পূরাসব যথাবিধি সেবন করিলে রক্তপিত্ত, রাজযক্ষ্মা এবং পঞ্চবিধ কাসরোগ প্রশমিত হয়।

উপদ্রবা জ্বরাদ্যাস্তে সাধ্যাঃ স্বৈঃ স্বৈশ্চিকিৎসিতৈঃ।
তেষু শান্তেষু রোগেষু পশ্চাচ্ছোষমুপাচরেৎ॥

শোষ (যক্ষ্মা) রোগে জ্বরাদি যে সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত থাকে, তাহাদের চিকিৎসা তত্তৎরোগোক্ত বিধি অনুসারে অগ্রে কর্ত্তব্য। ঐ রোগ সকল প্রশমিত হইলে, পশ্চাৎ শোষ চিকিৎসা করিবে।

শ্লেষ্মণশ্চোর্দ্ধগামিত্বাদুপদংশাদি দোষতঃ।
জনয়েৎ শোণিতো দুষ্টঃ কণ্ঠে ক্ষতং রুজান্বিতম্॥
ক্রমেণোরঃ সমাশ্রিত্য যক্ষ্মাণ মতিদারুণম্।
কাসং শ্বাসং জ্বরঞ্চৈব রক্ত নিষ্ঠীবনাদিকম্॥
যক্ষ্মোক্তেন বিধানেন চিকিৎসেৎ মতিমান্ ভিষক্।

শ্লেষ্মা ঊর্দ্ধগামী হইয়া অথবা উপদংশাদি জনিত দুষ্ট রক্ত, কণ্ঠে ক্ষত উৎপাদন করে, ক্রমে ঐ ক্ষত ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিয়া যক্ষ্মারোগ উৎপাদন করে। ইহার চিকিৎসা যক্ষ্মারোগের ন্যায় করিতে হইবে।

কণ্ঠক্ষতচিকিৎসা।

ক্ষীরিণ্যা বব্বুলস্যাপি ত্রিফলাক্বাথকেঽপি চ।
প্রক্ষিপ্য টঙ্কনং চূর্ণং কবলং ধারয়েত্ততঃ॥
কণ্ঠক্ষতাদিনাশার্থং শিবেন ভাষিতং পুরা॥

ক্ষীরিণী (যজ্ঞডুম্বর, বট, অশ্বত্থ, বেতস ও পাকুড়), ত্রিফলা (হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া) অথবা বাবলার ক্বাথে সোহাগা

চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে কবল ধারণ করিলে কণ্ঠক্ষতাদি সত্বর উপশমিত হয়। আমাদের মৃগাঙ্কদ্রব ও বাসামৃত সকল প্রকার যক্ষ্মারোগেই বিশেষ ফলপ্রদ।

কর্ষমস্রহরারিষ্ট মীষদুষ্ণস্য বারিণঃ।
পলদ্বয়েন সংমিশ্র্য কবলং ধারয়েদ্ভিষক্॥
কণ্ঠক্ষতং জয়েদাশু তালুজিহ্বাদিকক্ষতম্॥

১ পোয়া উষ্ণ জলে ২ তোলা অস্রহরারিষ্ট গুলিয়া কবল ধারণ করিলে কণ্টক্ষতাদি সমস্ত মুখক্ষত আশু প্রশমিত হয়।

যক্ষ্মণি পথ্যাপথ্যনির্ণয়ঃ।

গোধূমশ্চণকো মুদ্গো রক্তশালিঃ পুরাতনঃ।
ছাগ মাংসং পয়শ্ছাগং ছাগং সর্পিশ্চ শর্করা॥
মৎস্যণ্ডিকা চ মদিরা কস্তূরী সিতচন্দনম্।
হর্ম্ম্যং স্রজঃ স্মরকথা যুবতীনাঞ্চ দর্শনম্॥
মণিমুক্তাদি ভূষাণাং ধারণং পবনো মৃদুঃ।
ধাত্র্যাম্র পনসানাঞ্চ ফলানি বকুলং ফলম্॥
গীতং লাস্যং চন্দ্ররশ্মির্গিরঃ শ্রুতি সুখপ্রদাঃ।
এবম্ভূতানি সর্ব্বাণি শুভান্যুক্তানি শোষিণাম্॥

পুরাতন দাউদখানি, গোধূম, ছোলা, মুগ, ছাগমাংস, ছাগদুগ্ধ, ছাগঘৃত, চিনি, মিছরি, পুরাতন মদ্য, মৃগনাভি, শ্বেতচন্দনানুলেপন, হর্ম্ম্যবাস, মাল্য ধারণ, মদনালাপন, যুবতীসন্দর্শন, মণিমুক্তাদি ধারণ, মৃদু মন্দবায়ু, আমলকী, আম্র, কাঁঠাল, বকুলফল, সঙ্গীতশ্রবণ, স্ত্রীনৃত্য দর্শন, জ্যোৎস্না-সেবন ও শ্রুতিসুখদ বাক্যশ্রবণ ইত্যাদি সমস্ত যক্ষ্মারোগে হিতকর।

রুক্ষান্নপানং বিষমমশনঞ্চ বিদাহি যৎ।
কটুতিক্ত কষায়াম্ল শাক মাষ রসোনকাঃ॥
শিম্বী মৎস্যশ্চ তাম্বূলং ব্যায়ামো বেগধারণম্।
সাহসানি চ কর্ম্মাণি শ্রমঃ স্বেদস্তথাঞ্জনম্॥
উচ্চৈঃসম্ভাষণং মার্গসেবনং নিশি জাগরঃ।
বিশেষতো নিধুবনং কর্ম্মোরস্যমথেতরৎ॥
নিদানত্বেন গদিতং যচ্চ হেতুচতুষ্টয়ম্।
সর্ব্বাণ্যেতানি নিয়তং বর্জ্জনীয়ানি যক্ষ্মণি॥

রুক্ষ অন্নপান, বিষম ভোজন (অতিরিক্ত বা ন্যূন পরিমাণে অথবা অকালে ভোজন), বিদাহি দ্রব্য, কটু, তিক্ত, কষায় ও অম্লরস-প্রধান দ্রব্য, শাক, মাষকলায়, রসুন, শিম, মৎস্য ও তাম্বূল, ব্যায়াম, বেগধারণ, সাহস কর্ম্ম সমুদায়, পরিশ্রম, স্বেদ, অঞ্জন, উচ্চৈঃস্বরে শব্দোচ্চারণ, পথপর্য্যটন, বিশেষতঃ মৈথুন ও বক্ষোবলসাধ্য কর্ম্ম সমুদায় এবং যক্ষ্মোৎপত্তির যে হেতুচতুষ্টয় লিখিত হইয়াছে, তৎসমস্ত যক্ষ্মারোগে পরিবর্জ্জনীয়।

যৎ পথ্যং যদপথ্যঞ্চ রক্তপিত্তে ময়োদিতম্।
যক্ষ্মণ্যপি চ তৎ পথ্যমপথ্যঞ্চাপি তন্মতম্॥

রক্তপিত্তে যাহা যাহা পথ্য ও যাহা যাহা অপথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যক্ষ্মাতেও তাহা তাহা পথ্য ও তাহা তাহা অপথ্য জানিবে।

অন্যচ্চ। শোকং স্ত্রিয়ঃ ক্রোধ মসূয়ত্বাঞ্চ
ত্যজেদুদারান্ বিষয়ান্ ভজেচ্চ।
তথা দ্বিজাতীংস্ত্রিদশান্ গুরূংশ্চ
বাচশ্চ পুণ্যাঃ শৃণুয়াদ্ দ্বিজেভ্যঃ॥

যক্ষ্মরোগীর পক্ষে ক্রোধ, শোক, অসূয়া ও স্ত্রীসম্ভোগ পরিত্যাগ, উদারবিষয় ভজনা, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও গুরু সেবন এবং ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে পুণ্য উপাখ্যান সমস্ত শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

কাসাধিকারঃ।

কাসস্য নিদানসম্প্রাপ্তিপূর্ব্বকং সামান্যলক্ষণম্।

ধূমোপঘাতাদ্রজস স্তথৈব
ব্যায়াম রুক্ষান্ন নিষেবণাচ্চ।
বিমার্গগত্বাচ্চ হি ভোজনস্য
বেগাবরোধাৎ ক্ষবথোস্তথৈব॥
প্রাণো হ্যুদানানুগতঃ প্রদুষ্টঃ
সংভিন্ন কাংস্য স্বনতুল্য ঘোষঃ।
নিরেতি বক্ত্রাৎ সহসা স দোষঃ
মনীষিভিঃ কাস ইতি প্রদিষ্টঃ॥

(স দোষঃ তাদৃক্ প্রাণানিলরূপঃ সদোষ ইতি সমস্ত পাঠে সকফপিত্তঃ কফপিত্তসহিতঃ প্রাণানিল ইত্যর্থঃ)।

মুখ ও নাসিকাপথে কণ্ঠাভ্যন্তরে বা হৃদয়ে ধূম বা ধূলিপ্রবেশ, ব্যায়াম, রুক্ষান্ন ভোজন, দ্রুতত্বাদি কারণে ভোজনের বিমার্গ গমনও (ভোজন দ্রব্যের শ্বাসপথে প্রবেশ) মলাদির ও হাঁচির বেগরোধ এই সকল কারণে প্রাণবায়ু কুপিত উদান বাতানুগত এবং ভগ্নকাংসাপাত্রের ন্যায় শব্দবিশিষ্ট হইয়া মুখ হইতে নির্গত হয়। ইহার নাম কাস।

পঞ্চকাসাঃ স্মৃতা বাতপিত্ত শ্লেষ্মক্ষতক্ষয়ৈঃ।
ক্ষয়ায়োপেক্ষিতাঃ সর্ব্বে বলিনশ্চোত্তরোত্তরম্।

বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, উরঃক্ষত ও ক্ষয় এই পাঁচ প্রকার কারণে পাঁচ প্রকার কাস উৎপন্ন হয়। ইহারা উপেক্ষিত হইলে ক্রমশঃ বলবান্ হইয়া রাজযক্ষায় পরিণত হইতে পারে।

পূর্ব্বরূপং ভবেত্তেষাং শূকপূর্ণগলাস্যতা।
কণ্ঠে কণ্ডুশ্চ ভোজ্যানা মবরোধশ্চ জায়তে॥
(ভোজ্যানা মবরোধঃ কবলগিলনে কণ্ঠব্যথা)।

কাসরোগ জন্মিবার পূর্ব্বে গলে ও মুখে যবাদি শূক (শুঁয়া) ব্যাপ্তবৎ অনুভব, কণ্ঠাভ্যন্তরে কণ্ডূ এবং গ্রাস গলাধঃকরণে কণ্ঠব্যথা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

বাতিকস্য কাসস্য লক্ষণম্।

হৃচ্ছঙ্খ পার্শ্বোদর মূর্দ্ধশূলী
ক্ষামাননঃ ক্ষীণবল স্বরৌজাঃ।
প্রসক্ত বেগস্তু সমীরণেন
ভিন্নস্বরঃ কাসতি শুষ্কমেব॥

বাতকাসে হৃদয়, শঙ্খদেশ, পার্শ্বদ্বয়, উদর ও মস্তকে বেদনা, মুখের শুষ্কতা, স্বর, বল ও ওজঃপদার্থের ক্ষীণতা, নিরন্তর কাসের বেগ, স্বরবিকৃতি ও শ্লেষ্মাদিরহিত শুষ্ক কাস এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

পৈত্তিকস্য তস্য লক্ষণম্।

উরো বিদাহ জ্বর বক্ত্রশোষৈ-
রভ্যর্দ্দিত স্তিক্তমুখ স্তৃষার্ত্তঃ।
পিত্তেন পীতানি বমেৎ কটূনি
কাসেৎ স পাণ্ডুঃ পরিদহ্যমানঃ॥

পিত্তকাসাক্রান্ত রোগী বক্ষোদাহ, জ্বর ও মুখশোষ দ্বারা পীড়িত, তিক্তমুখ, তৃষ্ণায় কাতর, পাণ্ডুদেহ ও দাহপীড়িত হয়। পিত্তকাসে পীতবর্ণ ও কটুস্বাদ বমি হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিকস্য লক্ষণম্।

প্রলিপ্যমানেন মুখেন সীদন্
শিরোরুজার্ত্তঃ কফপূর্ণদেহঃ।
অভক্তরুগ্ গৌরব কণ্ডুযুক্তঃ
কাসেদ্ ভৃশং সান্দ্রকফঃ কফেন।

শ্লৈষ্মিক কাসে মুখে কফলিপ্ত, অবসন্নতা, শিরোবেদনা, দেহে কফব্যাপ্ত, অরুচি, দেহভার, কণ্ঠে কণ্ডু, নিরন্তর বেগে কাসি ও অতিশয় ঘন কফনির্গম, এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হইয়া থাকে।

ক্ষতজস্য নিদানপূর্ব্বিকা সম্প্রাপ্তিঃ।

অতিব্যবায় ভারাধ্ব যুদ্ধাশ্বগজ নিগ্রহৈঃ।
রুক্ষস্যোরঃ ক্ষতং বায়ুর্গৃহীত্বা কাসমাবহেৎ॥

অতি মৈথুন, গুরুভার বহন, অধিক পথ পর্য্যটন, যুদ্ধ ও অশ্বগজের নিগ্রহ ইত্যাদি কারণে শরীর রুক্ষীভূত হইলে ফুস্ফুসে ক্ষত হয় এবং বায়ু ঐ ক্ষতকে আশ্রয় করিয়া কাস উপস্থিত করে।

তস্য লক্ষণম্।

স পূর্ব্বং কাসতে শুষ্কং ততঃ ষ্ঠীবেৎ সশোণিতম্।
কণ্ঠেন রুজতাত্যর্থং বিভগ্নেনেব চোরসা॥
সূচীভিরিব তীক্ষ্ণাভি স্তুদ্যমানেন শূলিনা।
দুঃখস্পর্শেন শূলেন ভেদ পীড়াভিতাপিনা॥
পর্ব্বভেদ জ্বর শ্বাস তৃষ্ণা বৈস্বর্য্য পীড়িতঃ।
পারাবত ইবাকূজন্ কাসবেগাৎ ক্ষতোদ্ভবাৎ।

উরঃক্ষতজনা কাসে প্রথমে শুষ্ক কাস ও পরে রক্তনিষ্ঠীবন। কণ্ঠে অত্যন্ত বেদনা হয়। বোধ হয় যেন বক্ষঃস্থল ভাঙ্গিয়া গেল এবং ঐ স্থানে তীক্ষ্ণ সূচীবেধবৎ যাতনা শূল ও এরূপ বেদনা হয় যে স্পর্শ করিলেও অত্যন্ত ক্লেশানুভব হইয়া থাকে। পার্শ্বদেশে ভঙ্গবৎ পীড়াদিযুক্ত শূল, পর্ব্বসমূহে ভঙ্গবৎ পীড়া, জর, শ্বাস, তৃষ্ণা, স্বরভঙ্গ এবং কাসকালে কপোতধ্বনির ন্যায় শব্দ নির্গত হয়।

ক্ষয়জস্য নিদানপূর্ব্বিকা সম্প্রাপ্তিঃ।

বিষমাসাত্ম্যভোজ্যাতিব্যবায়াদ্ বেগনিগ্রহাৎ।
ঘৃণিনাং শোচতাং নৃণাং ব্যাপন্নেঽগ্নৌ ত্রয়ো মলাঃ।
কুপিতাঃ ক্ষয়জং কাসং কুর্য্যুর্দেহক্ষয়প্রদম্॥
ঘৃণিনাং বিচিকিৎসাযুক্তানাম্।

বিষম ও অসাত্ম্য ভোজন, অতি মৈথুন, মলাদির বেগধারণ এই সকল কারণে এবং বিচিকিৎসা (আহারাদি বিষয়ে সন্দেহ ও ঘৃণা) যুক্ত ও শোকাতুর ব্যক্তির পাচকাগ্নি বিকৃত বা নষ্ট হইলে বাতাদি দোষত্রয় প্রকুপিত হইয়া দেহক্ষয়কর ক্ষয়কাস উৎপাদন করে।

তস্য লক্ষণম্।

দুর্গন্ধং হরিতং শ্যাবং প্রততং কফমস্যতি।
স্থানাদুৎকাসমানশ্চ হৃদয়ং মন্যতে চ্যুতম্॥
অকস্মাদুষ্ণশীতার্ত্তো বহ্বাশী দুর্ব্বলঃ কৃশঃ।
স্নিগ্ধাচ্ছ মুখবর্ণত্বক্ শ্রীমদ্দশন লোচনৈঃ॥
পাণি পাদতলৈঃ শুক্লৈঃ সততাসূয়কো ঘৃণী।
জ্বরো মিশ্রাকৃতিস্তস্য পার্শ্বরুক্ পীনসোঽরুচিঃ।

ক্ষয়কাসে নিরন্তর হরিত বা শ্যাববর্ণ দুর্গন্ধ কফ নিঃসৃত হয়, এরূপ উৎকাস উপস্থিত হয় বোধ হয় যেন হৃদয় স্বস্থান হইতে বিচ্যুত হইলে (অকস্মাৎ অত্যন্ত উষ্ণানুভব বা অতিশয় শীতবোধ হইয়া থাকে। রোগী অধিক পরিমাণে আহার করিয়াও অতিশয় দুর্ব্বল ও কৃশ হইতে থাকে।

তাহার মুখ, বর্ণ ও ত্বক্ চিক্কণ ও স্বচ্ছ, দন্ত ও লোচন জ্যোতির্বিশিষ্ট এবং হস্ত ও পদতল শুক্লবর্ণ হয়। নিরন্তর অসূয়া চিকিৎসাতে ঘৃণাযুক্ত দ্বন্দ্বজলক্ষণাক্রান্ত জ্বর, পার্শ্ববেদনা, পীনস ও ক্রমশঃ অরুচি উপস্থিত হইয়া থাকে।

স গাত্রশূল জ্বর দাহ মোহাঃ
প্রাণক্ষয়ঞ্চোপলভেত কাসী।
শুষ্যন্ বিনিষ্ঠীবতি দুর্ব্বলস্তু
প্রক্ষীণমাংসো রুধিরং সপূয়ম্।
তং সর্ব্বলিঙ্গং ভৃশদুশ্চিকিৎস্যং
চিকিৎসিতজ্ঞাঃ ক্ষয়জং বদন্তি।

ক্ষয়কাসে গাত্রশূল, জ্বর, দাহ, মূর্চ্ছা বা মৃত্যু পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। রোগী ক্রমশঃ শুষ্ক, ক্ষীণবল ও ক্ষীণমাংস হইয়া কাসের সহিত সপূয় রক্ত নিষ্ঠীবন করিতে থাকে। এইরূপ সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত ক্ষয়কাস অতি দুশ্চিকিৎস্য বা সাংঘাতিক।

ইত্যেব ক্ষয়জঃ কাসঃ ক্ষীণানাং দেহনাশনঃ।
সাধ্যো বলবতাং বা স্যাদ্ যাপ্যস্ত্বেবং ক্ষতোত্থিতঃ।

ক্ষীণদেহ রোগীর ক্ষয়কাস ও ক্ষতকাস অসাধ্য। রোগী বলবান্ থাকিলে উভয়ই সাধ্য বা যাপ্য হইতে পারে।

নবৌ কদাচিৎ সিধ্যেতামপি পাদগুণান্বিতৌ।

রোগী সুচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত, সদৌষধ প্রাপ্ত, সুপরিচারক দ্বারা শুশ্রূষিত ও স্বয়ং বলাদিযুক্ত হইলে এবং পীড়া (ক্ষতজ ও ক্ষয়কাস) অচিরোৎপন্ন হইলে কখন কখন সুফল লাভ অর্থাৎ পীড়ার শান্তি হইতে পারে।

স্থবিরাণাং জরাকাসঃ সর্ব্বো যাপ্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।

বৃদ্ধাবস্থায় কাসকে জরাকাস বলা যায়। বাতজাদি সকল প্রকার জরাকাসই অসাধ্য।

ত্রীন্ পূর্ব্বান্ সাধয়েৎ সাধ্যান্ পথ্যৈর্যাপ্যাংস্তু যাপয়েৎ।

বাতকাস, পিত্তকাস ও কফকাস সাধ্য, উপযুক্ত চিকিৎসা দ্বারা ইহাদের শান্তি করা কর্ত্তব্য। যাপ্য কাস সমস্ত পথ্যাদি দ্বারা যাপিত রাখা উচিত।

কাসস্য চিকিৎসা।

চিকিৎসামত ঊর্দ্ধন্তু শৃণু কাস নিবার্হণীম্।
রুক্ষস্যানিলজং কাসমাদৌ স্নেহৈরুপাচরেৎ।
ঘৃতৈঃ সপিত্তং সকফং জয়েৎ স্নেহবিরেচনৈঃ।

অতঃপর কাসনাশক চিকিৎসা বর্ণিত হইতেছে। রুক্ষদেহ ব্যক্তির বাতজ কাসে প্রথমতঃ স্নেহপান বিধেয়। পিত্তকাসে ঘৃতপান ও কফ কাসে স্নিগ্ধ বিরেচন উপকারক।

শটী শৃঙ্গী কণা ভার্গী গুড় বারিদ যাসকৈঃ।
সতৈলৈ র্বাতকাসঘ্নো লেহোঽয়মপরাজিতঃ।

শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিঁপুল, বামনহাটী, পুরাতন গুড়, মুতা ও দুরালভা এই সমুদায় দ্রব্য কটু তৈলের সহিত মর্দ্দন করিয়া অবলেহন করিলে বাতকাসের শান্তি হয়। এই লেহের নাম অপরাজিতলেহ।

পিত্তকাসে তনুকফে ত্রিবৃতাং মধুরৈ র্যুতাম্।
দদ্যাদ্ ঘনকফে তিক্তৈ র্বিরেকার্থং যুতাং ভিষক্।

পিত্তকাসে তনু (পাতলা) কফ সংসৃষ্ট থাকিলে বিরেচনার্থ মধুর দ্রব্যের সহিত তেউড়ীর ক্বাথ সেবনীয়। ঘন কফসংসৃষ্ট থাকিলে তিক্তদ্রব্যের সহিত উহা প্রযোজ্য।

দ্রাক্ষা মধুক খর্জ্জুরং পিপ্পলী মরিচান্বিতম্।
পিত্তকাসহরং হ্যেতল্লিহ্যাম্মাক্ষিক সর্পিষা।

দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, পিণ্ডখর্জ্জুর, পিঁপুল ও মরিচ ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহ করিলে পিত্তকাস নষ্ট হয়।

বলিনং বমনেনাদৌ শোধিতং কফকাসিনম্।
যবান্নৈঃ কটুরুক্ষোষ্ণৈঃ কফঘ্নৈশ্চাপ্যুপাচরেৎ।

কফকাসাক্রান্ত রোগী বলবান্ থাকিলে প্রথমে তাহাকে বমন করাইয়া কফঘ্ন, কটু, রুক্ষ ও উষ্ণ যবান্ন ভোজন করাইবে।

পার্শ্বশূলে জ্বরে শ্বাসে কাসে শ্লেষ্মসমুদ্ভবে।
পিপ্পলীচূর্ণ সংযুক্তং দশমূলীজলং পিবেৎ॥

শ্লৈষ্মিক কাসে পার্শ্ববেদনা, জ্বর ও শ্বাস উপস্থিত থাকিলে পিঁপুলচূর্ণের সহিত দশমূলের ক্বাথ সেবনীয়।

স্বরসং শৃঙ্গবেরস্য মাক্ষিকেণ সমন্বিতম্।
পায়য়েচ্ছ্বাসকাসঘ্নং প্রতিশ্যায় কফাপহম্॥

মধুর সহিত আদার রস পান করিলে শ্বাস, কাস ও প্রতীশ্যায়ের শান্তি হয়।

কণ্টকারীকৃতঃ ক্বাথঃ সকৃষ্ণঃ সর্ব্বকাসহা॥

পিঁপুলচূর্ণের সহিত কণ্টকারীর ক্বাথ পান করিলে সকল প্রকার কাসের শান্তি হয়।

বিভীতকং ঘৃতাভ্যক্তং গোশকৃৎপরিবেষ্টিতম্।
স্বিন্নমগ্নৌ হরেৎ কাসং ধ্রুবমাস্যবিধারিতম্॥

বহেড়াফলে ঘৃত মাখাইয়া গোময় পুটের (গোবরের ঠুলির) অন্তর্গত ও অগ্নিমধ্যে সিদ্ধ করিয়া উহা মুখে ধারণ করিলে কাসের শান্তি হয়।

বাসায়াঃ স্বরসঃ পেয়ো মধুযুক্তো হিতাশিনা।
পিত্তশ্লেষ্মকৃতে কাসে রক্তপিত্তে বিশেষতঃ॥

সুপথ্যাশী হইয়া প্রত্যহ মধুর সহিত বাসকপত্রের রস সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ কাস ও রক্তপিত্তের শান্তি হয়।

বাসায়াঃ স্বরসং পূতং কণা মাক্ষিক সংযুতম্।
অভ্যাসাম্মুচ্যতে পীত্বাপ্যসাধ্যাৎ কাসরোগতঃ॥
(পুটপাকেন উৎস্বিন্ন বাসকতো রসো গ্রাহ্যঃ অত্র ক্বাথং ব্যবহরন্তি বৃদ্ধাঃ।)

পুটপাকে বাসকের স্বরস গ্রহণ করিয়া পিঁপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত প্রত্যহ পান করিলে কাস নিবারণ হয়। বৃদ্ধ বৈদ্যগণ বাসকের ক্বাথ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

সমূলং চিত্রকঞ্চৈব পিপ্পলীচূর্ণকং হরেৎ।
কাসং শ্বাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ মধুযুক্তং দ্বিজোত্তমম্॥

শুষ্ক মূলা, চিতামূল ও পিঁপুলচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে কাস, শ্বাস ও হিক্কা প্রশমিত হয়।

পিপ্পলী মধুকং দ্রাক্ষা লাক্ষা শৃঙ্গী শতাবরী।
দ্বিগুণা চ তুগাক্ষীরী সিতা সর্ব্বৈশ্চতুর্গুণা।
লেহোঽয়ং মধুসর্পির্ভ্যাং ক্ষতকাস নিবর্হণঃ॥

পিঁপুল, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, লাক্ষা, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও শতমূলী প্রত্যেক ১ ভাগ, বংশলোচন ১২ ভাগ এবং চিনি ১২ ভাগ এই সমুদায় মিশ্রণযোগ্য মধু ও ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া অবলেহ করিলে ক্ষতকাসের নিবৃত্তি হয়।

মুস্তকং পিপ্পলী দ্রাক্ষা সুপক্বং বৃহতীফলম্।
ঘৃতক্ষৌদ্রযুতো লেহঃ ক্ষয়কাস নিবর্হণঃ॥

মুতা, পিঁপুল, দ্রাক্ষা ও সুপক্ব বৃহতীফল এই সমুদায় সমভাগে লইয়া ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া অবলেহ করিলে ক্ষয়কাসের শান্তি হইয়া থাকে।

হরীতকী নাগর মুস্তচূর্ণং
গুড়েন তুল্যং গুড়িকা বিধেয়া।
নিবারয়ত্যাস্যবিধারিতেয়ং
শ্বাসং প্রবৃদ্ধং প্রবলঞ্চ কাসম্॥

হরীতকী, শুঁঠ ও মুতা প্রত্যেক চূর্ণ ১ ভাগ, পুরাতন গুড় ৩ ভাগ এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত ও গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া মুখে ধারণ করিলে প্রবল শ্বাস কাসের শান্তি হয়।

মনঃ শিলাল মরিচ মাংসী মুস্তেঙ্গুদৈঃ পিবেৎ।
ধূমং ত্র্যহঞ্চ তস্যানু সগুড়ঞ্চ পয়ঃ পিবেৎ॥

এষ কাসান্ পৃথগ্ দ্বন্দ্ব সর্ব্বদোষ সমুদ্ভবান্।
শতৈরপি প্রয়োগাণাং সাধয়েদপ্রসাধিতান্॥

মনঃশিলা, হরিতাল, মরিচ, জটামাংসী, মুতা ও ইঙ্গুদীফল এই সমুদায় দ্রব্যের ধূম পানানন্তর কিঞ্চিৎ গুড়সংযুক্ত দুগ্ধ পেয়। ৩ দিবস এইরূপ করিলে কাসের শান্তি হইয়া থাকে।

মনঃশিলালিপ্তদলং বদর্য্যা উপশোষিতম্।
সক্ষীরং ধূমপানঞ্চ মহাকাস নিবর্হণম্॥

কিঞ্চিৎ মনছাল জলে ঘষিয়া কতকগুলি কুলপত্রে মাখাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। ঐ কুলপত্র সকল অগ্নিতে দিয়া তাহার ধূমপানানন্তর কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করিলে কাসবেগের শান্তি হয়।

মরিচাদ্যচূর্ণ সমশর্করচূর্ণ ব্যাঘ্রীহরীতকী বাসাবলেহ বাসারিষ্ট তালিশাদ্য মোদক পঞ্চামৃতরস চন্দ্রামৃতরস মহাকালেশ্বররস কাসসংহারভৈরব রসেন্দ্রগুড়িকা সমশর্করলৌহ কাসলক্ষ্মীবিলাস শৃঙ্গারাভ্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দররস বসন্ততিলকাদ্যান্যপি ভেষজানি যথাদোষানুপানান্যত্র দেয়ানি। ছাগাদ্যং ঘৃতমপি কাসে হিতম্। চন্দনাদ্যং বাসাচন্দনাদ্যঞ্চ তৈলমত্র শুভদম্।

মরিচাদ্যচূর্ণ, সমশর্করচূর্ণ, ব্যাঘ্রীহরীতকী, বাসালেহ, বাসারিষ্ট, তালীশাদ্যমোদক, পঞ্চামৃতরস, চন্দ্রামৃতরস, মহাকালেশ্বর রস, কাসসংহারভৈরব রস, রসেন্দ্রগুড়িকা, সমশর্কর লৌহ, কাসলক্ষ্মীবিলাস, শৃঙ্গারাভ্র, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস ও বসন্ততিলক রস প্রভৃতি ঔষধ উপযুক্ত অনুপানের সহিত ব্যবস্থা করিবে। ছাগাদ্য ঘৃত ও বাসাচন্দনাদ্যতৈল মর্দ্দনেও কাসের উপশম হইয়া থাকে।

শালি ষষ্টিক গোধূম শ্যামাক যব কোদ্রবাঃ।
মাষ মুদ্গ কুলত্থানাং রসাঃ সর্পিঃ পুরাতনম্॥
বাস্তূকং বায়সীশাকং বার্ত্তাকুর্বালমূলকম্।
ছাগং দুগ্ধং ঘৃতং ছাগং সুরোষ্ণ সলিলং মধু।
ধন্বানূপ ভবানাঞ্চ মাংসং মাংসাশিনাং তথা।
দ্রাক্ষা দাড়িম খর্জ্জুর ফলান্যত্র হিতানি চ॥

কাসরোগে শালি ও ষষ্টিক তণ্ডুল, গোধূম, শ্যামাতণ্ডুল, যব, কোদ, মাষকলায় ও মুগ এবং কুলত্থ কলায়ের যূষ, পুরাতন ঘৃত, বাস্তূক ও কাকমাচী শাক, বেগুন, কচি মূলা, ছাগদুগ্ধ, ছাগঘৃত, সুরা, উষ্ণজল, মধু, মরুদেশজ ও অনূপ দেশজ এবং মাংসভোজী জীবের মাংস, দ্রাক্ষা, দাড়িম, খর্জ্জুর ফল এই সমুদায় উপকারপ্রদ।

বস্তির্নস্যমসৃঙ্মোক্ষো ব্যায়ামো দন্তঘর্ষণম্।
আতপো দুষ্টপবনো রজো মার্গনিষেবণম্॥
বিষ্টম্ভীনি বিদাহীনি রুক্ষাণি বিবিধানি চ।
শকৃন্মূত্রোদ্গার কাস বমিবেগ বিধারণম্॥
মৎস্যাঃ কন্দঃ সর্ষপশ্চ দুষ্টাম্ভস্তুম্ব্যুপোদিকা।
রাত্রৌ জাগরণং গ্রাম্যধর্ম্মঃ কাসেঽহিতানি চ॥

বস্তিক্রিয়া, নস্য, রক্তমোক্ষণ, ব্যায়াম, দন্তঘর্ষণ, আতপসেবা, দুষ্টবায়ুসেবন, ধূলিময় স্থানে অবস্থান, পথপর্য্যটন, বিষ্টম্ভী, বিদাহী ও রুক্ষ দ্রব্য ভোজন, মল, মূত্র, উদ্গার, কাস ও বমন বেগধারণ, মৎস্য, কন্দ ও সর্ষপ আহার, সদোষ জলপান, লাউ ও পুঁইশাক ভোজন, রাত্রিজাগরণ ও শৃঙ্গার এই সমুদায়, কাসরোগে নিষিদ্ধ।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ!

অথ স্বরভেদাধিকারঃ।

স্বরভেদস্য নিদানং সম্প্রাপ্তিঃ সংখ্যা পৃথক্ লক্ষণানি চ।

অত্যুচ্চভাষণবিষাধ্যয়নাভিঘাত
সংদূষণৈঃ প্রকুপিতাঃ পবনাদয়স্তু।
স্রোতঃসু তে স্বরবহেষু গতাঃ প্রতিষ্ঠাং
হন্যুঃ স্বরং ভবতি চাপি হি ষড়্‌বিধঃ সঃ॥

বাতাদিভিঃ পৃথক্ সর্ব্বৈর্মেদসা চ ক্ষয়েন চ।
বাতেন কৃষ্ণনয়নাননমূত্রবর্চ্চা
ভিন্নং শনৈর্বদতি গর্দ্দভবৎ স্বরঞ্চ॥
পিত্তেন পীতনয়নাননমূত্রবর্চ্চা
ব্রূয়াদ্গলেন স চ দাহসমন্বিতেন।
ব্রূয়াৎ কফেন সততং কফরুদ্ধকণ্ঠঃ
স্বল্পং শনৈর্বদতি চাপি দিবা বিশেষাৎ॥
সর্ব্বাত্মকে ভবতি সর্ব্ববিকারসম্পৎ
তঞ্চাপ্যসাধ্যমৃষয়ঃ স্বরভেদমাহুঃ।
ধূপ্যেত বাক্ক্ষয়কৃতে ক্ষয়মাপ্নুয়াচ্চ
বাগেষ চাপি হতবাক্ পরিবর্জ্জনীয়ঃ॥
অন্তর্গতং স্বরমলক্ষ্যপদঞ্চিরেণ
মেদোম্বয়াদ্বদতি দিগ্ধগলস্তৃষার্ত্তঃ।
ক্ষীণস্য বৃদ্ধস্য কৃশস্য বাপি
চিরোত্থিতো যশ্চ সহোপজাতঃ।
মেদস্বিনঃ সর্ব্বসমুদ্ভবশ্চ
স্বরাময়ো যো ন স সিদ্ধিমেতি॥

অতি উচ্চৈঃস্বরে বাক্যকথন ও বেদাদি পাঠদ্বারা, বিষ সেবন দ্বারা এবং লগুড়াদি দ্বারা কণ্ঠদেশ আহত হইলে, প্রকুপিত বাতাদি দোষ, স্বরবহ স্রোতচতুষ্টয়ে অধিগত হইয়া স্বর নষ্ট করে। স্বরভেদ ছয়প্রকার কথিত আছে। যথা, বাত, পিত্ত ও কফজনিত, সান্নিপাতিক, মেদোজ এবং ক্ষয়জ। বাতজনিত স্বরভেদে রোগীর মলমূত্র, মুখ এবং চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং অল্পে অল্পে গর্দ্দভবৎ ভঙ্গস্বর নিঃসৃত হয়। স্বরভেদে মল, মূত্র, চক্ষু ও মুখ পীতবর্ণ হয় এবং দাহান্বিত গলা হইতে স্বর নির্গত হয়। শ্লৈষ্মিক স্বরভেদে কণ্ঠদেশ সর্ব্বদা কফদ্বারা রুদ্ধ হইয়া সতত অল্প অল্প বাক্য নির্গত হয় এবং দিবাতে সূর্য্যের রশ্মিদ্বারা কফের লাঘব হইলে, অপেক্ষাকৃত অধিক বাক্য নিঃসৃত হয়। সান্নিপাতিক স্বরভেদে, উপরি উক্ত সর্ব্বপ্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এই স্বরভেদকে ঋষিরা অসাধ্য কহেন। ক্ষয়জনিত স্বরভেদে বাক্‌শক্তির ক্ষয় হইয়া কষ্টের সহিত স্বর নিঃসৃত হয় এবং রোগী হতবাক্ হইলে, পরিবর্জ্জনীয় হয়। মেদোজাত স্বরভেদে গলা, মেদ অথবা শ্লেষ্মাদ্বারা আবৃত, তৃষ্ণা এবং গলার মধ্য হইতে অস্পষ্ট স্বর ও পদদ্বারা বিলম্বে বাক্য নির্গত হয়। ক্ষীণ, বৃদ্ধ, কৃশ ও অতি স্থূল ব্যক্তির স্বরভেদ ও দীর্ঘকালস্থায়ী অথবা জন্মের সহিত উৎপন্ন স্বরভেদ অসাধ্য। সান্নিপাতিক স্বরভেদ সর্ব্বলক্ষণযুক্ত হইলে অসাধ্য হয়।

স্বরভেদস্য চিকিৎসা।

বাতে সলবণং তৈলং পিত্তে সর্পিঃ সমাক্ষিকম্।
কফে সক্ষার কটুকং ক্ষৌদ্র কবড় ইষ্যতে॥
গলে তালুনি জিহ্বায়াং দন্তমূলেষু চাশ্রিতঃ।
তেন নিষ্কৃষ্যতে শ্লেষ্মা স্বরশ্চাস্য প্রসীদতি॥
স্বরোপঘাতে মেদোজে কফবদ্ বিধিরিষ্যতে।
ক্ষয়জে সর্ব্বজে চাপি প্রত্যাখ্যায় চরেৎ ক্রিয়াম্॥

বাতজ স্বরভঙ্গে তৈল ও লবণ, পৈত্তিকে ঘৃত ও মধু এবং কফজে ক্ষার, কটুদ্রব্য ও মধু একত্র করিয়া কবল গ্রহণ করিবে, অর্থাৎ ঐ ঐ দ্রব্যদ্বারা মুখের অর্দ্ধভাগ পূরণ ও উহা চর্ব্বণ করিয়া ফেলিয়া দিবে। ইহাতে গল, তালু, জিহ্বা ও দন্তমূলাশ্রিত শ্লেষ্মা দূরীকৃত হইয়া মুখ পরিষ্কৃত হয়। মেদোজন্য স্বরভেদে কফজ স্বরভঙ্গের ন্যায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য। ক্ষয়জাত ও সান্নিপাতিক স্বরভঙ্গ অপ্রতীকার্য্য।

চব্যাদি চূর্ণম্।

চব্যাম্লবেতস কটুত্রিক তিন্তিড়ীক-
তালীশজীরক তুগা দহনৈঃ সমাংশৈঃ।
চূর্ণং গুড়ৈর্বিমৃদিতং ত্রিসুগন্ধি যুক্তং
বৈস্বর্য্য পীনস কফারুচিষু প্রশস্তম্॥

চই, অম্লবেতস, ত্রিকটু, তিন্তিড়ী, তালীশপত্র, জীরা, বংশলোচন, চিতামূল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া পুরাতন গুড়ের সহিত মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে স্বরভঙ্গ, পীনস ও শ্লৈষ্মিক অরুচি নষ্ট হয়।

অজমোদাং নিশাং ধাত্রীং ক্ষারং বহ্নিং বিচূর্ণয়েৎ।
মধুসর্পির্যুতং লীঢ়্বা স্বরভেদ মপোহতি ॥

বনযমানী, হরিদ্রা, আমলকী, যবক্ষার, চিতামূল এই সমুদায়ের চূর্ণ সমভাগে লইয়া ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহ করিলে স্বরভেদ নিবারণ হয়।

বদরীপত্রকল্কং বা ঘৃতভৃষ্টং সসৈন্ধবম্।
স্বরোপঘাতে কাসে চ লেহমেতৎ প্রযোজয়েৎ ॥

কুলপাতা সৈন্ধবলবণের সহিত ঘৃতে ভাজিয়া খাইলে স্বরভঙ্গ ও কাস নিবারণ হয়।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরিচং বিশ্বভেষজম্।
পিবেন্মূত্রেণ মতিমান্ কফজে স্বরসংক্ষয়ে ॥

পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, শুঁঠ এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে কফজ স্বরভঙ্গ প্রশমিত হয়।

ব্যাঘ্রীঘৃতম্।

ব্যাঘ্রীস্বরস বিপক্কং রাস্না বাট্যাল গোক্ষুর ব্যোষৈঃ।
সর্পিঃ স্বরোপঘাতং হন্যাৎ কাসঞ্চ পঞ্চবিধম্ ॥
শুষ্ক দ্রব্য মুপাদায় স্বরসানামসম্ভবে।
বারিণ্যষ্টগুণে সাধ্যং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্ ॥

গব্যঘৃত ৪ সের, কণ্টকারীর রস ৬ সের, কল্কার্থ রাস্না, বেড়েলা, গোক্ষুর, ত্রিকটু মিলিত ১ সের। কাঁচা কণ্টকারী না পাওয়া গেলে, শুষ্ক কণ্টকারী ৮ সের, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া লইয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ঐ ক্বাথের দ্বারাই ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা ২ তোলা। এই ঘৃত পান করিলে স্বরভেদ ও কাস নিবারণ হয়।

কিন্নরকণ্ঠো রসঃ।

রসং গন্ধকমভ্রঞ্চ মাক্ষিকং লৌহমেব চ।
কর্ষপ্রমাণং সংগৃহ্য বৈক্রান্তং রসপাদিকম্ ॥
বৈক্রান্তার্দ্ধং তথা হেম রৌপ্যং হেমচতুর্গুণম্।
বাসায়াশ্চ তথা ভার্গ্যা বৃহত্যোরার্দ্রকস্য চ ॥
স্বরসেন সরস্বত্যা ভাবয়িত্বা পৃথক্ পৃথক্।
রক্তিদ্বয়মিতাঃ কুর্য্যাদ্ বটীশ্ছায়াপ্রশোষিতাঃ ॥
স্বরভেদানশেষাংশ্চ কাসান্ শ্বাসাংশ্চ দারুণান্।
নিখিলান্ কফজান্ ব্যাধীন্ বাতশ্লেষ্মসমুদ্ভবান্ ॥
হন্যাৎ কিন্নরকণ্ঠাখ্যো রসোঽসৌ রুদ্রনির্ম্মিতঃ।
কিন্নরস্যেব কণ্ঠস্য স্বরোঽস্য প্রাশনাদ্ ভবেৎ ॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক ও লৌহ প্রত্যেক ২ তোলা, বৈক্রান্ত ৪ মাষা, স্বর্ণ ২ মাষা এবং রৌপ্য ১ তোলা এই সমুদায় দ্রব্য—বাসক, বামুনহাটী, বৃহতী, কণ্টকারী, আদা ও ব্রাহ্মী ইহাদের রসে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার স্বরভঙ্গ, কাস, শ্বাস এবং কফজ ও বাতশ্লৈষ্মিক ব্যাধিমাত্র বিনষ্ট হয়। কিছুদিন নিয়মপূর্ব্বক সেবন করিলে কিন্নরের ন্যায় কণ্ঠের স্বর হয়।

নিদিগ্ধিকাবলেহশ্চ ঘৃতং সারস্বতাভিধম্।
ত্র্যম্বকাভ্রাদিকঞ্চাপি ভেষজং স্বরভেদনুৎ ॥

নিদিগ্ধিকাবলেহ, সারস্বত ঘৃত ও ত্র্যম্বকাভ্র প্রভৃতি ঔষধ স্বরভঙ্গ নিবারণ করে।

স্বরভেদে পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা।

বলপুষ্টিপ্রদং হৃদ্যং কফঘ্নং স্বরশুদ্ধিকৃৎ।
অন্নং পানঞ্চ নিখিলং স্বরভেদে হিতং মতম্॥

স্বরভেদরোগে বলবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, হৃদ্য, কফঘ্ন ও স্বরশোধক অন্ন ও পানীয় সমস্ত হিতকারক।

নাত্রাভিষ্যন্দি সংসেব্যং ন চ শীতক্রিয়া হিতা।
দিবাস্বাপো ন কর্ত্তব্যো ন চ বেগবিধারণম্॥

এই পীড়ায় অভিষ্যন্দি দ্রব্য সেবন, শীতলক্রিয়া, দিবানিদ্রা ও বেগধারণ অনিষ্টকর।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

হিক্কাশ্বাসাধিকারঃ।

হিক্কায়া বিপ্রকৃষ্টং নিদানম্।

বিদাহি গুরুবিষ্টম্ভি রুক্ষাভিষ্যন্দিভোজনৈঃ।
শীতপানাশনস্থান রজোধূমাতপানিলৈঃ।
ব্যায়ামকর্ম্ম ভারাধ্ববেগাঘাতাপতর্পণৈঃ।
হিক্কা শ্বাসশ্চ কাসশ্চ নৃণাং সমুপজায়তে॥

বিদাহী, গুরুপাক, বিষ্টম্ভজনক, রুক্ষ ও কফজনক ভোজ্য, শীতল পানীয়, শীতল ভোজন, শীতল স্থানে বাস, ধূলিব্যাপ্ত ও ধূমময় স্থানে অবস্থান, আতপ ও প্রবল বায়ু সেবন, ব্যায়াম, ভারবহন, পথপর্য্যটন, মলমূত্রাদির বেগধারণ ও অনশনাদি অপতর্পণ ক্রিয়া দ্বারা হিক্কা শ্বাস ও কাসরোগ উৎপন্ন হয়।

হিক্কানাং সম্প্রাপ্তিঃ সংখ্যা চ।

অন্নজাং যমলাং ক্ষুদ্রাং গম্ভীরাং মহতীং তথা।
বায়ুঃ কফেনানুগতঃ পঞ্চ হিক্কাঃ করোতি হি।

কফানুগত বায়ু অন্নজা, যমলা, ক্ষুদ্রা, গম্ভীরা ও মহতী এই পাঁচ প্রকার হিক্কা উৎপাদন করে।

তাসাং সামান্যং লক্ষণং নিরুক্তিশ্চ।

মুহুর্মুহু র্বায়ুরুদেতি সস্বনো
যকৃৎপ্লিহান্ত্রাণি মুখাদিবাক্ষিপন্।
স ঘোষবানাশু হিনস্ত্যসূন্ যত
স্ততস্তু হিক্কেত্যভিধীয়তে বুধৈঃ॥

কফানুগত বায়ু শব্দ করিয়া, মুহুর্মুহুঃ মুখ দিয়া নির্গত হয়, বায়ু নির্গমকালে বোধ হয় যেন যকৃৎ, প্লীহা ও অন্ত্র মুখ দিয়া নির্গত হইয়া পড়িল। এই বায়ু নির্গমরূপ ব্যাধি অতি ত্বরায় প্রাণহিংসা করে বলিয়া ইহার নাম হিক্কা (হিনস্তীতি হিক্কা পৃষোদরাদিত্বাদ্রূপসিদ্ধিঃ হিগিতি কায়তি শব্দং করোতি ইতি হিক্কা ইতি তার্কিকাঃ)।

তাসাং পূর্ব্বরূপম্।

কণ্ঠোরসো র্গুরুত্বঞ্চ বদনস্য কষায়তা।
হিক্কানাং পূর্ব্বরূপাণি কুক্ষেরাটোপ এব চ।

হিক্কা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে কণ্ঠ ও বক্ষস্থলে ভারবোধ, মুখে কষায়াস্বাদ এবং কুক্ষিদেশে আটোপ (গুড়্ গুড়্ করিয়া শব্দোৎপত্তি) অথবা বেদনা বিশেষ উপস্থিত হয়।

অন্নজা হিক্কা।

পানান্নৈরতিসংযুক্তৈঃ সহসা পীড়িতোঽনিলঃ।
হিক্কয়ত্যূর্দ্ধগো ভূত্বা তাং বিদ্যাদন্নজাং ভিষক্।

অপরিমিত পানান্ন দ্বারা প্রাণ বায়ু সহসা পীড়িত ও ঊর্দ্ধগত হইয়া হিক্কা উপস্থিত করে। ইহার নাম অন্নজা হিক্কা।

যমলা।

চিরেণ যমলৈর্বেগৈ র্যা হিক্কা সম্প্রবর্ত্ততে।
কম্পয়ন্তী শিরোগ্রীবং যমলাং তাং বিনির্দ্দিশেৎ॥

দীর্ঘ দীর্ঘ কালান্তে যমল বেগে যে হিক্কা উপস্থিত হয় অর্থাৎ এক এক বারে যুগ্ম যুগ্ম হিক্কা হয়, তাহার নাম যমলা।

ক্ষুদ্রা।

বিকৃষ্টকালৈ র্যা বেগৈর্ম্মন্দৈঃ সমভিবর্ত্ততে।
ক্ষুদ্রিকা নাম সা হিক্কা জত্রুমূলাৎ প্রধাবিতা॥

দীর্ঘ দীর্ঘ কালান্তে মন্দবেগে যে হিক্কা উদিত হয়, তাহাকে ক্ষুদ্রা কহে। এইরূপ হিক্কা জত্রুমূল হইতে উৎপন্ন হয়।

গম্ভীরা।

নাভিপ্রবৃত্তা যা হিক্কা ঘোরা গম্ভীরনাদিনী।
অনেকোপদ্রববতী গম্ভীরা নাম সা স্মৃতা॥

যে হিক্কা নাভি হইতে উত্থিত, গম্ভীর শব্দ বিশিষ্ট, অতি যন্ত্রণাদায়ক ও অনেক উপদ্রবযুক্ত হয়, তাহাকে গম্ভীরা হিক্কা বলে।

মহতী।

মর্ম্মাণ্যুৎপীড়য়ন্তীব সততং যা প্রবর্ত্ততে।
মহাহিক্কেতি সা জ্ঞেয়া সর্ব্বগাত্রবিকম্পিনী॥

যে হিক্কা বস্তি, হৃদয় ও মস্তক প্রভৃতি মর্ম্ম স্থানকে যেন উৎপীড়িত করিয়া সর্ব্বদা সমুদিত হয় এবং যাহার দ্বারা সমুদায় দেহ বিকম্পিত হইয়া উঠে, তাহাকে মহাহিক্কা বলে।

হিক্কানামরিষ্টং লক্ষণম্।

আয়ম্যতে হিক্কতো যস্য দেহো
দৃষ্টিশ্চোর্দ্ধং তাম্যতে নিত্যমেব।
ক্ষীণোঽন্নদ্বিট্ ক্ষৌতি যশ্চাতিমাত্রং
তৌ দ্বৌ চান্ত্যৌ বর্জয়েদ্ধিক্কমানৌ॥

হিক্কাকালে নিত্য যাহার দেহ বিস্তৃত, দৃষ্টি ঊর্দ্ধগত ও মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়, যে রোগী ক্ষীণ, অরুচি পীড়িত ও সর্ব্বদা হিক্কা বেগাক্রান্ত হয় এবং যে ব্যক্তি গম্ভীরা বা মহতী হিক্কা দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহার মৃত্যু নিশ্চিত।

অতি সঞ্চিতদোষস্য ভক্তচ্ছেদকৃশস্য চ।
ব্যাধিভিঃ ক্ষীণদেহস্য বৃদ্ধস্যাতিব্যবায়িনঃ॥
আসাং যা সা সমুৎপন্না হিক্কা হন্ত্যাশু জীবিতম্।
যমিকা চ প্রলাপার্ত্তি মোহতৃষ্ণা সমন্বিতা॥

বহুদোষব্যাপ্ত দেহ, অনাহারকৃশ, বহু-ব্যাধিদ্বারা ক্ষীণদেহ, বৃদ্ধ ও অতিব্যবায়শীল ব্যক্তির এই পঞ্চবিধ হিক্কার যে কোন হিক্কা উপস্থিত হয়, তাহাই সাংঘাতিক হইয়া থাকে। যমলা হিক্কায় প্রলাপ, যাতনাতিশয়, মূর্চ্ছা ও তৃষ্ণা উপস্থিত থাকিলে তাহাও সাংঘাতিক হয়।

অক্ষীণশ্চাপ্যদীনশ্চ স্থিরধাত্বিন্দ্রিয়শ্চ যঃ।
তস্য সাধয়িতুং শক্যা যমিকা হন্ত্যতোঽন্যথা॥

বলবান্, উৎসাহসম্পন্ন, স্থিরধাতু ও নৈসর্গিক ইন্দ্রিয় শক্তিযুক্ত ব্যক্তির যমলা হিক্কা সাধ্য, তদ্ভিন্ন অসাধ্য।

অথ শ্বাসস্য নিদানম্ ।

যৈরেব কারণৈর্হিক্কা দেহিনাং সম্প্রবর্ত্ততে ।
তৈরেব বহুভিঃ শ্বাসো ব্যাধির্ঘোরঃ প্রজায়তে ॥

যে যে কারণে হিক্কা রোগ উৎপন্ন হয়, সেই সমুদায় কারণ প্রবলতর বা বহু পরিমিত হইলে ঘোর ব্যাধি শ্বাসরোগ জন্মিয়া থাকে ।

তস্য ভেদাঃ ।

মহোর্দ্ধচ্ছিন্নতমকক্ষুদ্রভেদৈস্তু পঞ্চধা ।
ভিদ্যতে স মহাব্যাধিঃ শ্বাস একো বিশেষতঃ ॥

একমাত্র মহাব্যাধি শ্বাস, মহান্, উর্দ্ধ, ছিন্ন, তমক ও ক্ষুদ্র এই পঞ্চনামে পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত ।

তস্য পূর্ব্বরূপম্ ।

প্রাগ্রূপং তস্য হৃৎপীড়া শূলমাধ্মানমেব চ ।
আনাহো বক্ত্রবৈরস্যং শঙ্খনিস্তোদ এব চ ॥

শ্বাসরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে হৃৎপীড়া, শূল, উদরাধ্মান, মলমূত্ররোধ, মুখে বিকৃতাস্বাদ ও শঙ্খাস্থিতে সূচীবেধবৎ বেদনা এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হইয়া থাকে ।

তস্য সংপ্রাপ্তিঃ ।

যদা স্রোতাংসি সংরুধ্য মারুতঃ কফপূর্ব্বকঃ ।
বিষ্বগ্‌ব্রজতি সংরুদ্ধস্তদা শ্বাসং করোতি সঃ ॥

কফানুগত বায়ু স্রোতঃ সমূহকে রুদ্ধ করিয়া এবং স্বয়ং কফদ্বারা রুদ্ধমার্গ হইয়া সমন্তাৎ বিমার্গগামী হইলে শ্বাস রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে ।

মহাশ্বাসস্য লক্ষণম্ ।

উদ্ধূয়মানবাতো যঃ শব্দবদ্ দুঃখিতো নরঃ ।
উচ্চৈঃ শ্বসিতি সংরুদ্ধো মত্তর্ষভ ইবানিশম্ ॥
প্রনষ্টজ্ঞানবিজ্ঞান স্তথা বিভ্রান্তলোচনঃ ।
বিকৃতাক্ষাননো বদ্ধমূত্রবর্চ্চা বিশীর্ণবাক্ ॥
দীনঃ প্রশ্বসিতঞ্চাস্য দূরাদ্ বিজ্ঞায়তে ভৃশম্ ।
মহাশ্বাসোপসৃষ্টস্তু ক্ষিপ্রমেব বিপদ্যতে ॥

মহাশ্বাসে অতি কষ্টদায়করূপেও শব্দ করিয়া শ্বাস বায়ু উর্দ্ধগত হয় । উন্মত্ত বৃষ সংরুদ্ধ হইলে যেরূপ আস্ফালন শব্দ করে, মহাশ্বাসাক্রান্ত ব্যক্তিও নিরন্তর সেইরূপ শব্দের সহিত শ্বাস নির্গম ও কাতর শব্দোদ্গাম করিয়া থাকে । তাহার জ্ঞানাদি নষ্ট হইয়া যায়, চক্ষুর্দ্বয় বিভ্রান্ত হয়, মুখ ও চক্ষু বিকৃত হয়, মলমূত্ররোধ ও বাক্যোচ্চারণ শক্তির লোপ হয় । তাহার কাতর শ্বাসশব্দ দূর হইতে স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায় । এইরূপ শ্বাস সাংঘাতিক হইয়া থাকে ।

ঊর্দ্ধশ্বাসস্য লক্ষণম্ ।

ঊর্দ্ধং শ্বসিতি যোহত্যর্থং ন চ প্রত্যাহরত্যধঃ ।
শ্লেষ্মাবৃত মুখস্রোতঃ ক্রুদ্ধ গন্ধবহার্দ্দিতঃ ॥
ঊর্দ্ধদৃষ্টির্বিপশ্যংস্তু বিভ্রান্তাক্ষ ইতস্ততঃ ।
প্রমুহ্যন বেদনার্ত্তশ্চ শুষ্কাস্যোঽরতিপীড়িতঃ ॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রকুপিতে হ্যধঃশ্বাসো নিরুধ্যতে ।
মুহ্যতস্তাম্যতশ্চোর্দ্ধশ্বাসস্তস্য নিহন্ত্যসূন্ ॥

ঊর্দ্ধশ্বাসে রোগী যেরূপ ঊর্দ্ধাভিমুখ হইয়া বেগে শ্বাস ত্যাগ করে, সেরূপ বেগে নিশ্বাস বায়ু অন্তরাকর্ষণ করিতে পারে না । মুখ ও স্রোতঃ সমূহ শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত হওয়াতে বায়ু প্রকুপিত হইয়া যাতনা উপস্থিত করে । রোগী ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া বিকৃত নেত্রে ইতস্ততঃ বিকৃতভাবে তাকাইতে থাকে, মূর্চ্ছা, বেদনা বিশেষ, শুষ্কমুখতা ও অস্বাস্থ্যচিত্ততা উপস্থিত

হয়। ঊর্দ্ধশ্বাস প্রবল হওয়াতে অধঃশ্বাস প্রায় রুদ্ধ হইয়া যায়। এইরূপ শ্বাসে রোগী মূর্চ্ছিত ও বিশেষ গ্লানি পীড়িত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে।

ছিন্নশ্বাসস্য লক্ষণম্।

যস্তু শ্বসিতি বিচ্ছিন্নং সর্ব্বপ্রাণেন পীড়িতঃ।
ন বা শ্বসিতি দুঃখার্ত্তো মর্ম্মচ্ছেদরুগর্দ্দিতঃ॥
আনাহ স্বেদ মূর্চ্ছার্ত্তো দহ্যমানেন বস্তিনা।
বিপ্লুতাক্ষঃ পরিক্ষীণঃ শ্বসন্ রক্তৈকলোচনঃ॥
বিচেতাঃ পরিশুষ্কাস্যো বিবর্ণঃ প্রলপন্ নরঃ
ছিন্নশ্বাসেন বিচ্ছিন্নঃ স শীঘ্রং বিজহাত্যসূন্

যে ব্যক্তি সর্ব্ববলে বিচ্ছিন্নভাবে (মধ্যে মধ্যে বিরাম পূর্ব্বক) শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করে, কিন্তু সম্যক্ প্রকারে নিশ্বাস আকর্ষণ করিতে পারে না এবং অতীব যাতনা, মর্ম্মচ্ছেদবৎ বেদনা, আনাহ, স্বেদোদ্গম, মূর্চ্ছা ও বস্তিদাহ দ্বারা কাতর, সজলনেত্র, ক্ষীণ, অচেতন, শুষ্কমুখ, বিবর্ণ, প্রলাপভাষী হয় ও যাহার এক চক্ষুঃ রক্তবর্ণ হয়, তাহাকে ছিন্নশ্বাস পীড়িত বলাযায়। ছিন্নশ্বাস আশু প্রাণ নাশক।

তমকশ্বাসস্য লক্ষণম্।

প্রতিলোমং যদা বায়ুঃ স্রোতাংসি প্রতিপদ্যতে।
গ্রীবাং শিরশ্চ সংগৃহ্য শ্লেষ্মাণং সমুদীর্য্য চ॥
করোতি পীনসং তেন রুদ্ধো ঘুর্ঘুরকং তথা।
অতীব তীব্রবেগঞ্চ শ্বাসং প্রাণ প্রপীড়কম্॥
প্রতাম্যতি স বেগেন তৃষ্যতে সন্নিরুধ্যতে।
প্রমোহং কাসমানশ্চ স গচ্ছতি মুহুর্মুহুঃ॥
শ্লেষ্মণ্যমুচ্যমানে তু ভৃশং ভবতি দুঃখিতঃ।
তস্যৈব চ বিমোক্ষান্তে মুহূর্ত্তং লভতে সুখম্॥
তথাস্যোদ্ধ্বংসতে কণ্ঠঃ কৃচ্ছ্রাচ্ছক্নোতি ভাষিতুম্।
ন চাপি লভতে নিদ্রাং শয়ানঃ শ্বাসপীড়িতঃ॥
পার্শ্বে তস্যাবগৃহ্ণাতি শয়ানস্য সমীরণঃ।
আসীনো লভতে সৌখ্য মুষ্ণঞ্চৈবাভিনন্দতি॥
উচ্ছ্রিতাক্ষো ললাটেন স্বিদ্যতা ভৃশমর্ত্তিমান্।
বিশুষ্কাস্যো মুহুঃশ্বাসো মুহুশ্চৈবাবধম্যতে॥
মেঘাম্বু শীতপ্রাগ্‌বাতৈঃ শ্লেষ্মলৈশ্চ বিবর্দ্ধতে।
স যাপ্যস্তমকঃ শ্বাসঃ সাধ্যো বা স্যান্নবোত্থিতঃ॥

যখন বায়ু প্রতিলোমভাবে স্রোতঃ সমূহকে আশ্রয় করে, তখন উহা গ্রীবা ও মস্তকে বেদনা উপস্থিত এবং শ্লেষ্মা বিবৃদ্ধ করিয়া পীনস (নাসাস্রাব) ও কণ্ঠে ঘুর্ঘুর শব্দ উৎপাদন করে। এইরূপ করিয়া প্রাণাধিষ্ঠান হৃদয়ের অতি যন্ত্রণাদায়ক শ্বাস উৎপাদিত করিয়া থাকে, ইহাতে রোগী অন্ধকার প্রবেশের ন্যায় বোধ করে, তৃষ্ণার্ত্ত হয় ও শ্বাসবেগ হেতু নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে। কাসিতে কাসিতে মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়। শ্লেষ্মা নির্গত না হইলে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে, উহা নির্গত হইলে ক্ষণকাল স্বাস্থ্য লাভ করে। কণ্ঠে বেদনা, অতিকষ্টে বাক্যোচ্চারণ ও নিদ্রানাশ হইয়া থাকে। শয়ন করিয়া থাকিলে বায়ুদ্বারা পার্শ্বদ্বয় প্রপীড়িত হওয়াতে অতিশয় শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়। উপবেশন করিলে কিছু আরাম লাভ করে। উষ্ণ সেবাভিলাষ, নেত্রদ্বয় উদ্গত ও স্থূল, ললাটে স্বেদোদ্গম, অনির্বচনীয় যন্ত্রণা, মুখ শুষ্ক ও গজারূঢ় ব্যক্তির ন্যায় সর্ব্বগাত্র সঞ্চালিত হয়। এই সকল লক্ষণাক্রান্ত শ্বাসকে তমক শ্বাস বলা যায়। মেঘ ও বৃষ্টিকালে শীত ঋতুতে পূর্ব্ববায়ু প্রবাহিত হইলে এবং কফজনক দ্রব্য সেবন করিলে ইহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা যাপ্য ব্যাধি। অচিরোৎপন্ন তমক শ্বাস কখন কখন সাধ্য হইয়া থাকে।

তমকভেদস্য প্রতমকস্য লক্ষণম্ ।

জ্বরমূর্চ্ছাপরীতস্য বিদ্যাৎ প্রতমকন্তু তম্ ॥

তমক শ্বাসে জ্বর ও মূর্চ্ছা থাকিলে তাহাকে প্রতমক বলা যায় ।

প্রতমকস্যাপরং লক্ষণম্ ।

উদাবর্ত্তরজোঽজীর্ণ ক্লিন্নকায়নিরোধজঃ ।
তমসা বর্দ্ধতেঽত্যর্থং শীতৈশ্চাশু প্রশাম্যতি ।
মজ্জতস্তমসীবাস্য বিদ্যাৎ প্রতমকন্তু তম্ ॥

উদাবর্ত্ত রোগ, ধূলিব্যাপ্ত স্থানে বাস, আমাদি অজীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্ণ ও মল মূত্রাদির বেগরোধ এই সকল কারণে প্রতমক রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা অন্ধকারময় স্থানে অবস্থান করিলে অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও শীতল সেবা দ্বারা উপশম প্রাপ্ত হয়। ইহাতে রোগী আপনাকে অন্ধকার প্রবিষ্টের ন্যায় অনুভব করিয়া থাকে ।

ক্ষুদ্র শ্বাসস্য লক্ষণম্ ।

রুক্ষায়াসোদ্ভবঃ কোষ্ঠে ক্ষুদ্রো বাতমুদীরয়ন্ ।
ক্ষুদ্রশ্বাসো ন সোঽত্যর্থং দুঃখেনাঙ্গপ্রবাধকঃ ।
নিহন্তি ন স গাত্রাণি ন চ দুঃখো যথেতরে ।
ন চ ভোজন পানানাং নিরুণদ্ধ্যুচিতাং গতিম্ ।
নেন্দ্রিয়াণাং ব্যথাং নাপি কাঞ্চিদুৎপাদয়েদ্রুজম্ ।
স সাধ্য উক্তো বলিনঃ সর্ব্বে চাব্যক্তলক্ষণাঃ ।

রুক্ষসেবন ও আয়াস হেতু ক্ষুদ্রশ্বাস উৎপন্ন হয়। ইহা অল্প নিদান হেতু উৎপন্ন ও অল্প লক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহা প্রবলরূপে কষ্ট প্রদান পূর্ব্বক অঙ্গের পীড়া উৎপাদন করে না। ইহা দ্বারা দেহের বিশেষ পীড়া উৎপন্ন হয় না এবং অন্যবিধ শ্বাসের ন্যায় ইহা দুঃখপ্রদ নহে। ইহাতে ভোজন ও পানের ব্যতিক্রম, ইন্দ্রিয়ের পীড়া ও অপর কোন প্রকার যাতনা উপস্থিত হয় না। বলবান্ ব্যক্তির এই পীড়া হইলে অনায়াসে তাহার প্রতিকার করা যাইতে পারে। রোগী বলবান্ এবং পীড়ার লক্ষণ সকল অব্যক্ত ভাবাপন্ন হইলে সকল শ্বাসই সাধ্য হইয়া থাকে ।

শ্বাসানাং সাধ্যত্বাদিকম্ ।

ক্ষুদ্রঃ সাধ্যতমস্তেষাং তমকঃ কৃচ্ছ্র উচ্যতে ।
ত্রয়ঃ শ্বাসা ন সিধ্যন্তি তমকো দুর্ব্বলস্য চ ॥

উল্লিখিত পাঁচ প্রকার শ্বাসের মধ্যে ক্ষুদ্র শ্বাস অতি সুখসাধ্য, তমক শ্বাস কৃচ্ছ্রসাধ্য এবং মহাশ্বাস, ঊর্দ্ধশ্বাস, ছিন্ন শ্বাস ও দুর্ব্বল রোগীর তমক শ্বাস অসাধ্য ।

কামং প্রাণহরা রোগা বহবো ন তু তে তথা ।
যথা শ্বাসশ্চ হিক্কা চ হরতঃ প্রাণমাশু বৈ ॥

সন্নিপাত জ্বর প্রভৃতি বহু পীড়া প্রাণনাশ করিতে পারে বটে, কিন্তু হিক্কা ও শ্বাস এই দুই ব্যাধি যেরূপ আশুঘাতী, আর কোন ব্যাধিই তাদৃশ নহে ।

হিক্কা শ্বাসানাং চিকিৎসা ।

হিক্কা শ্বাসাতুরে পূর্ব্বং তৈলাক্তে স্বেদ ইষ্যতে ।
স্নিগ্ধৈর্লবণযোগৈশ্চ মৃদুর্বাতানুলোমনম্ ।
ঊর্দ্ধাধঃ শোধনং শক্তে দুর্ব্বলে শমনং মতম্ ॥

হিক্কা ও শ্বাসাক্রান্ত রোগীর বক্ষঃস্থলে তৈল মর্দ্দন পূর্ব্বক স্নেহসংযুক্ত লাবণিক যোগ দ্বারা মৃদু স্বেদপ্রদান করা কর্ত্তব্য। বলবান্ রোগীর পক্ষে বাতানুলোমক ঊর্দ্ধাধঃ শোধন

ক্রিয়া এবং দুর্ব্বলের পক্ষে শমন ঔষধ সেবন বিহিত ।

যৎ কিঞ্চিৎ কফবাতঘ্নমুষ্ণং বাতানুলোমনম্‌ ।
ভেষজং পানমন্নং বা হিক্কাশ্বাসেষু তদ্ধিতম্‌ ॥

যে কোন ঔষধ অন্ন বা পানীয় বাতশ্লেষ্ম নাশক, উষ্ণ গুণযুক্ত ও বায়ুর অনুলোমকারী, তৎসমস্তই হিক্কা ও শ্বাস রোগে উপকারক ।

কোলমজ্জাঞ্জনং লাজা তিক্তা কাঞ্চনগৈরিকম্‌ ।
কৃষ্ণা ধাত্রী সিতা শুণ্ঠী কাসীসং দধি নাম চ ॥
পাটল্যাঃ সফলং পুষ্পং কৃষ্ণা খর্জ্জুরমস্তকম্‌ ।
ষড়েতে পাদিকা লেহা হিক্কাঘ্না মধুসংযুতাঃ ॥

কুলআঁটির শস্য, রসাঞ্জন ও খই । কট্‌কী ও স্বর্ণগৈরি । পিঁপুল, আমলা, চিনি ও শুঁঠ । হীরাকস ও কয়েতবেলের শস্য । পারুল বৃক্ষের ফল ও পুষ্প । এবং পিঁপুল ও খেজুরের মাতি । এই ছয়টী যোগের প্রত্যেকটী মধুর সহিত সংযুক্ত ও সেবিত হইলে হিক্কা নাশ হইয়া থাকে ।

মধুকং মধুসংযুক্তং পিপ্পলী শর্করান্বিতা ।
নাগরং গুড় সংযুক্তং হিক্কাঘ্নং লবণত্রয়ম্‌ ।

মধু সংযুক্ত যষ্টিমধুচূর্ণ, চিনির সহিত পিঁপুলচূর্ণ ও গুড় সংযুক্ত শুঁঠ চূর্ণ ইহাদের যে কোনটী নস্যরূপে গৃহীত হইলে হিক্কা নিবারণ হয় ।

স্তন্যেন মক্ষিকা বিষ্ঠা নস্যং বালক্তকাম্বুনা ।
যোজ্যং হিক্কাভিভূতায় স্তন্যং বা চন্দনান্বিতম্‌ ॥

মক্ষিকাবিষ্ঠা স্তনদুগ্ধ বা আলতার জলের সহিত অথবা ঘৃষ্ট শ্বেতচন্দন স্তনদুগ্ধের সহিত গুলিয়া নস্যরূপে ব্যবহার করিলে হিক্কার শান্তি হয় ।

মধুসৌবর্চ্চলোপেতং মাতুলুঙ্গরসং পিবেৎ ।
হিক্কার্ত্তস্তু পয়শ্ছাগং হিতং নাগর সাধিতম্‌ ॥

মধু ও সচল লবণের সহিত টাবালেবুর রস পানে হিক্কার শান্তি হয় । শুঁঠ ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা ও জল ৬৪ তোলা একত্র পাক করিয়া দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে । এই দুগ্ধ হিক্কায় ।

অপ্যসাধ্যং নয়ত্যস্তং হিক্কাং ক্ষৌদ্রবিলেহনম্‌ ॥

মধু অবলেহন করিলে হিক্কার শান্তি হয় ।

মাষচূর্ণভবো ধূমো হিক্কাং হন্তি ন সংশয়ঃ ।
অসাধ্যাং সাধয়েদ্ধিক্কাং সিতয়ৈলাভবং রজঃ ।

মাষকলাইচূর্ণের ধূমপানে হিক্কার নিবারণ হয় । এলাইচ চূর্ণ ও চিনি একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে দুঃসাধ্য হিক্কারও শান্তি হইয়া থাকে ।

শর্করা মরিচং চূর্ণং লীঢ়ং মধুযুতং মুহুঃ ।
নিহন্তি প্রবলাং হিক্কামসাধ্যামপি দেহিনাম্‌ ॥

চিনি ও মরিচ চূর্ণ মধুর সহিত মর্দ্দিত করিয়া মুহুর্মুহুঃ অবলেহন করিলে হিক্কার নিবৃত্তি হয় ।

হিক্কাঘ্নঃ কদলীমূলরসঃ পেয়ঃ সশর্করঃ ॥

কদলীমূলের রস চিনির সহিত পান করিলে হিক্কার শান্তি হয় ।

কৃষ্ণামলক শুণ্ঠীনাং চূর্ণং মধুসিতাযুতম্‌ ।
মুহুর্মুহুঃ প্রয়োক্তব্যং হিক্কাশ্বাস নিবারণম্‌ ॥

পিঁপুল, আমলা ও শুঁঠচূর্ণ মধু ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া মুহুর্মুহুঃ সেবন করিলে হিক্কা ও শ্বাসের শান্তি হয় ।

হিক্কাং হরতি প্রবলাং শ্বাসমতিপ্রবৃদ্ধং জয়তি ।
শিখিপুচ্ছভূতিপিপ্পলীচূর্ণং মধুমিশ্রিতং লীঢ়ম্‌ ।

ময়ূরপুচ্ছ রুদ্ধপাত্রে ভস্ম করিয়া উহার সহিত পিঁপুল চূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া অবলেহন করিলে হিক্কা ও শ্বাসের উপশম হয় ।

হিক্কাশ্বাসী পিবেদ্ ভার্গীং সবিশ্বামুষ্ণবারিণা।
নাগরং বা সিতাভার্গী সৌবর্চ্চলসমন্বিতম্॥

হিক্কা ও শ্বাসরোগে বামুনহাটী ও শুঁঠ চূর্ণ উষ্ণোদকের সহিত সেবনীয়। শুঁঠ, চিনি, বামুনহাটী ও সচললবণ এই সমুদায় একত্র সেবনেও উপকার দর্শে।

কনকস্য ফলং শাখাং পত্রং সংকুট্য যত্নতঃ।
শোষয়িত্বা চ তদ্ধূমপানাচ্ছ্বাসো বিনশ্যতি॥

ধুতূরার ফল, শাখা ও পত্র অস্ত্রদ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ও কুটিয়া শুকাইয়া লইবে। ইহার ধূমপানে তৎক্ষণাৎ শ্বাসকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়।

হরিদ্রাদি চূর্ণম্।

হরিদ্রাং মরিচং দ্রাক্ষাং গুড়ং রাস্নাং কণাং শটীম্।
জহ্যাং তৈলেন বিলিহন্ শ্বাসান্ প্রাণহরানপি॥

হরিদ্রা, মরিচ, কিস্‌মিস্, পুরাতন গুড়, রাস্না, পিপুল ও শটী এই সমুদায় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত ও কটু তৈলের সহিত মর্দ্দিত করিয়া সেবন করিলে প্রবল শ্বাসের শান্তি হয়।

গুড়ং কটুকতৈলেন মিশ্রয়িত্বা সমং লিহেৎ।
ত্রিসপ্তাহ প্রয়োগেণ শ্বাসং নির্ম্মূলতো জয়েৎ॥

পুরাতন গুড় ১ তোলা ও সার্ষপতৈল ১ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া ৩ সপ্তাহ সেবন করিলে শ্বাসের শান্তি হয়।

কুষ্মাণ্ডকানাং চূর্ণন্তু পেয়ং কোষ্ণেন বারিণা।
শীঘ্রং প্রশময়েচ্ছ্বাসং কাসঞ্চৈব সুদারুণম্॥

কুষ্মাণ্ড শস্য চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে শ্বাস ও কাসের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

কৃষ্ণাসৈন্ধবচূর্ণং স্বরসেন শৃঙ্গবেরস্য চ।
যো লেঢ়ি শমনকালে স জয়তি সপ্তাহতঃ শ্বাসান্॥

এক সপ্তাহকাল শ্বাস নিবৃত্তিকালে পিঁপুল চূর্ণ ১ মাষা ও সৈন্ধবলবণ ১ মাষা আদার রসের সহিত সেবন করিলে শ্বাসরোগের উপশম হয়।

গন্ধকং মরিচং সাজ্যং শ্বাসকাস ক্ষয়াপহম্।
গন্ধকং ঘৃতযোগেন শ্বাসকাস ক্ষয়াপহম্॥

গন্ধক ও মরিচ চূর্ণ অথবা শুদ্ধ গন্ধক ঘৃতের সহিত সেবন করিলে শ্বাস, কাস ও ক্ষয় রোগের শান্তি হয়।

শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ ভার্গীগুড় শৃঙ্গীগুড়ঘৃত ভার্গীশর্করা মহাশ্বাসারিলৌহ পিপ্পল্যাদ্যলৌহ প্রভৃতীনি ভেষজানি যথাদোষানুপানমাত্রাণি তথা শ্বাসকুঠাররস শ্বাসভৈরবরস সূর্য্যাবর্ত্তরস শ্বাসচিন্তামণ্যাদীন্যপি ভেষজানি হিক্কাশ্বাসেষু দেয়ানি। বৃহচ্চন্দনাদি তৈলমত্র হিতম্।

শৃঙ্গ্যাদি চূর্ণ, ভার্গীগুড়ঘৃত, ভার্গীশর্করা, মহাশ্বাসারি লৌহ ও পিপ্পল্যাদ্য লৌহ প্রভৃতি ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় যথাযোগ্য অনুপানের সহিত ব্যবস্থেয়। শ্বাস কুঠার রস, শ্বাসভৈরব রস, সূর্য্যাবর্ত্ত রস ও শ্বাস চিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধও সর্ব্বদা ব্যবস্থা করা যায়। বৃহচ্চন্দনাদি তৈল হিক্কা ও শ্বাস রোগে হিতপ্রদ, উহা বক্ষঃস্থলে মর্দ্দন কর্ত্তব্য।

শালি ষষ্টিক গোধূম যবাঃ শস্তাঃ পুরাতনাঃ।
শশোঽহিভুক্ তিত্তিরিশ্চ দক্ষো ধন্বমৃগঃ শুকঃ॥
সর্পিঃ পুরাতনং ছাগং দুগ্ধং মধু সুরা তথা।
জীবন্তিকা চ বাস্তূকং রসোনশ্চ পটোলকম্॥
দ্রাক্ষা ক্রুটিঃ পৌষ্করঞ্চ বার্ত্তাকুং কটুকত্রয়ম্।
হিক্কা শ্বাসেষু জানীয়াদিত্যাদ্যানি হিতানি হি
বিদাহি গুরু পানান্নং ব্যায়ামাধ্বনিষেবণম্।
শ্বাসী হিক্কী গ্রাম্যধর্ম্মং ক্রোধং চিন্তাঞ্চ সংত্যজেৎ॥

হিক্কা ও শ্বাসরোগে পুরাতন শালি তণ্ডুল, আশুতণ্ডুল, গোধূম ও যব, শশক, ময়ূর, তিত্তির, কুক্কুট, শুক ও মরুদেশীয় পশুর মাংস, পুরাতন ঘৃত, ছাগদুগ্ধ, মধু, সুরা, জীবন্তী ও বাস্তুক শাক, রসুন, পটোল, দ্রাক্ষা, ছোট এলাইচ, কুড়, উষ্ণজল ও ত্রিকটু এই সমুদায় হিতকর। বিদাহি ও গুরু অন্ন পান, ব্যায়াম, পথপর্য্যটন, মৈথুন, ক্রোধ ও চিন্তা এই সমুদায় উক্ত রোগদ্বয়ে বর্জ্জনীয়।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

হৃদ্রোগাধিকারঃ।

হৃদ্রোগস্য বিপ্রকৃষ্টং নিদানম্।

অত্যুষ্ণ গুর্ব্বম্ল কষায় তিক্ত
শ্রমাভিঘাতাধ্যশন প্রসঙ্গৈঃ।
সংচিন্তনৈ বেগ বিধারণৈশ্চ
জায়েত রোগো হৃদয়েঽতিঘোরঃ॥

হৃদয়ে রোগো জায়েত হৃদ্রোগঃ স্যাৎ। স অতিঘোরঃ কষ্টপ্রদো দুশ্চিকিৎস্যশ্চ।

অতিশয় উষ্ণ ও গুরু অম্ল এবং কষায় ও তিক্ত রস দ্রব্য ভোজন, পরিশ্রম, বক্ষঃস্থলে আঘাত প্রাপ্তি, ভুক্ত আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্ভোজন, চিন্তা ও মলাদির বেগধারণ এই সমস্ত কারণে অতি কষ্টপ্রদ ও দুশ্চিকিৎস্য হৃদ্রোগ জন্মিয়া থাকে।

তস্য সম্প্রাপ্তির্লক্ষণঞ্চ।

দূষয়িত্বা রসং দোষা বিগুণা হৃদয়ং গতাঃ।
হৃদি বাধাং প্রকুর্ব্বন্তি হৃদ্রোগং তং প্রচক্ষ্যতে।
বাধাং দোষভেদেন নানাবিধাং ব্যথাম্।

বাতাদি দোষ কুপিত ও হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য রসকে দূষিত করিয়া হৃদয়ে বিবিধ প্রকার বেদনা উপস্থিত করে। ইহারই নাম হৃদ্রোগ।

বাতিকস্য হৃদ্রোগস্য লক্ষণম্।

আয়ম্যতে মারুতজে হৃদয়ং তুদ্যতে তথা।
নির্ম্মথ্যতে দীর্য্যতে চ স্ফোট্যতেপাট্যতেঽপি চ।

বাতিক হৃদ্রোগে হৃদয় যেন বিস্তীর্ণ (অথবা আকৃষ্ট), সূচীবিদ্ধ, দণ্ডমথিত, দ্বিধাকৃত, অস্ত্রস্ফুটিত এবং বহুধাকৃত হইতেছে এইরূপ বোধ হইয়া থাকে।

পৈত্তিকস্য তস্য লক্ষণম্।

তৃষ্ণোষ্মদাহ চোষাঃ স্যুঃ পৈত্তিকে হৃদয়ক্লমঃ।
ধূমায়নঞ্চ মূর্চ্ছা চ স্বেদঃ শোষো মুখস্য চ॥

পৈত্তিক হৃদ্রোগে তৃষ্ণা, উষ্মা, (অন্তকুস্থতা), দাহ, চুষণবৎপীড়া, হৃদয়গ্লানি, কণ্ঠদিয়া ধূম নির্গমন বোধ, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্মনির্গম ও মুখশোষ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

শ্লৈষ্মিকস্য তস্য লক্ষণম্।

গৌরবং কফসংস্রাবোঽরুচিঃ স্তম্ভোঽগ্নিমার্দ্দবম্।
মাধুর্য্যমপি চাস্যস্য বলাসাবততে হৃদি।

শ্লৈষ্মিক হৃদ্রোগে দেহ ভার, কফস্রাব, অরুচি, জড়তা, অগ্নিমান্দ্য ও মুখে মধুর রসোৎপত্তি হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিকস্য লক্ষণম্।

বিদ্যাৎ ত্রিদোষমপ্যেবং সর্ব্বলিঙ্গং হৃদাময়ম্।

ত্রিদোষজ হৃদ্রোগে বাতজাদি ত্রিবিধ হৃদ্রোগেরই লক্ষণ একত্র সমবেত হইয়া থাকে।

ক্রিমিজস্য হৃদ্রোগস্য বিপ্রকৃষ্টং নিদানং সম্প্রাপ্তিশ্চ।

ত্রিদোষজে তু হৃদ্রোগে যো দুরাত্মা নিষেবতে।
তিলক্ষীর গুড়াদীংশ্চ গ্রন্থিস্তস্যোপজায়তে॥
মর্ম্মৈকদেশে সংক্লেদং রসশ্চাপ্যুপগচ্ছতি।
সংক্লেদাৎ ক্রিময়শ্চাস্য ভবন্ত্যুপহতাত্মনঃ॥

সান্নিপাতিক হৃদ্রোগে তিল, দুগ্ধ ও গুড় প্রভৃতি আহার করিলে হৃদয়ের কোন স্থানে গ্রন্থিবিশেষ উৎপন্ন হয় এবং তত্রত্য রস পচিয়া উঠে। এইরূপ হইলে ঐ স্থানে ক্রিমি জন্মে।

তস্য লক্ষণম্।

উৎক্লেদঃ ষ্ঠীবনং তোদঃ শূলং হৃল্লাসক স্তমঃ।
অরুচিঃ শ্যাবনেত্রত্বং শোষশ্চ ক্রিমিজে ভবেৎ॥
শোষো যক্ষ্মা।

ক্রিমিজ হৃদ্রোগে বমনের বেগ, মুখাদি দিয়া কফ প্রভৃতির নিঃসরণ, সূচীবেধবৎ যাতনা, শূল, হৃদয়স্থ রসের উদ্গিরণ, অন্ধকারদর্শন, অরুচি, চক্ষের শ্যাববর্ণতা ও যক্ষ্মা রোগের লক্ষণ সমস্ত সংঘটিত হয়।

হৃদ্রোগস্যোপদ্রবাঃ।

ক্লম স্তন্দ্রা ভ্রমঃ শোষো জ্ঞেয়াস্তেষামুপদ্রবাঃ।
ক্রিমিজে তু ক্রিমীণাং যে শ্লৈষ্মিকাণাং হি তে মতাঃ॥

ক্লান্তিবোধ, তন্দ্রা, ভ্রম ও শোষ এই গুলি দোষজ হৃদ্রোগের উপদ্রব। ক্রিমিজ হৃদ্রোগে শ্লৈষ্মিক ক্রিমির ন্যায় উপদ্রব সমস্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে।

তন্ত্রান্তরোক্তানাং হৃদয়রোগাণাং লক্ষণাদীনি।

আবরণিকঃ।

আমবাতাদ্ বৃক্কদোষাৎ শীতার্দ্রত্বনিষেবণাৎ।
হৃৎকোষ্ঠাবরণী ক্ষিপ্রং পীড্যতে হ্যকৃতাত্মনঃ॥
তত্র দাহোষ্ণতা শোথো গৌরবং মহতী ব্যথা।
কোষ্ঠসংবেপনং কাসো দৌর্ব্বল্যং শ্বাসকৃচ্ছ্রতা॥
নাসামার্গেণ রক্তস্য স্রুতি র্বহ্নেশ্চ মন্দতা।
শাখাসু শোথো ধমনী ভবেদ্ বিষমগামিনী॥
নাম্নাবরণিকো হ্যেষ ব্যাধি র্বিদ্বদ্ভি রুচ্যতে।
জাতমাত্রশ্চিকিৎস্যোঽয়ং নৈবোপেক্ষ্যঃ কদাচন॥

অতঃপর তন্ত্রবিশেষোক্ত কতিপয় হৃদয় রোগের লক্ষণাদি লিখিত হইতেছে।

আমবাত, বৃক্কবিকৃতি এবং শৈত্য ও আর্দ্রতা সেবা এই সকল কারণে হৃৎকোষ্ঠের আবরণী বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। এইরূপে ঐ আবরণীতে দাহ, উষ্ণতা, শোথ, গুরুতা, অত্যন্ত বেদনা, হৃৎকোষ্ঠের কম্পন, কাস, দৌর্ব্বল্য, শ্বাসকষ্ট, নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব, অগ্নিমান্দ্য, শাখাচতুষ্টয়ে শোথ ও নাড়ীর বিষম গতি এই সকল লক্ষণের উদয় হইয়া থাকে। এই ব্যাধির নাম আবরণিক। ইহা উৎপন্ন হইবামাত্রই প্রতীকার করা উচিত, নতুবা বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

কৌষ্ঠিকঃ।

আমবাতাদভীঘাতাৎ তথাবরণিকাদ্ গদাৎ।
হৃৎকোষ্ঠে জায়তে শোথো গদ এষ হি কৌষ্ঠিকঃ॥
জ্বরো দাহোঽরুচিঃ কম্পো বৈবর্ণ্যং বহ্নিসংক্ষয়ঃ।
শ্বাসঃ কাসো রাজযক্ষ্মা কোষ্ঠে পূয়স্য সঞ্চয়ঃ॥

মূর্চ্ছাক্ষেপঃ প্রলাপশ্চ নাড়ী বিষমবাহিনী।
গদাদ্ ঘোরতরাদস্মাদ্ ভাগ্যাৎ কোঽপি প্রমুচ্যতে॥

আমবাত, বক্ষঃস্থলে আঘাত প্রাপ্তি ও উল্লিখিত আবরণিক পীড়া হেতু হৃৎকোষ্ঠে শোথ উৎপন্ন হয়। এই পীড়াকে কৌষ্ঠিক বলে। ইহাতে জ্বর, দাহ, অরুচি, কম্প, দেহের বিবর্ণতা, অগ্নিক্ষয়, শ্বাস, কাস, রাজযক্ষা, ক্রমশঃ কোষ্ঠে পূয়োৎপত্তি, মূর্চ্ছা, আক্ষেপ, প্রলাপ ও নাড়ীর গতিবৈষম্য উপস্থিত হইয়া থাকে। এই ভয়াবহ ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ লাভ করা বড় ভাগ্যের কথা।

পৃথুকঃ।

শোণিতস্য গতৌ কোষ্ঠে ব্যাহতায়ামনাময়নঃ।
তৎপেশী পৃথুতাং যাতি মিথ্যাহার বিহারতঃ॥
হৃদ্বেপথুর্ব্যথা তত্র দৌর্ব্বল্যং শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।
অরতির্ভ্রমমোহৌ চ চিহ্নানি পৃথুকে গদে॥

অবিহিত আহার বিহার হেতু হৃৎকোষ্ঠে রক্ত সঞ্চলনের ব্যাঘাত হইলে হৃৎকোষ্ঠীয় পেশী স্থূল হইয়া উঠে। ইহাতে হৃৎকোষ্ঠের কম্পন, পেশীতে বেদনা, বলক্ষয়, শ্বাসকৃচ্ছ্র, অসুস্থ চিত্ততা, ভ্রম ও মোহ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই পীড়াকে পৃথুক বলে।

আয়ামিকা।

হৃৎকোষ্ঠপ্রসৃতির্নাম্না ব্যাধিরায়ামিকা মতা।
শ্বাসঃ শোথো ভ্রমো মূর্চ্ছা হৃৎকম্পো বহ্নিমন্দতা॥
জলোদরমনিদ্রত্বং বলমাংসপরিক্ষয়ঃ।
এভিরন্যৈশ্চ বিজ্ঞেয়শ্চিহ্নৈরায়ামিকো গদঃ॥

হৃৎকোষ্ঠের প্রসার বৃদ্ধিকে আয়ামিকা পীড়া বলে। ইহাতে শ্বাস, শোথ, ভ্রম, মূর্চ্ছা, হৃৎকোষ্ঠের কম্পন, অগ্নিমান্দ্য, জলোদরী, নিদ্রানাশ, বলহানি ও মাংসক্ষয় এই সকল এবং এইরূপ অন্যান্য লক্ষণ উপস্থিত হয়।

পরিক্ষয়ঃ।

ক্ষয়াৎ সঞ্জায়তে ঘোরো ব্যাধির্নাম্না পরিক্ষয়ঃ।
কোষ্ঠপেশ্যাঃ ক্ষয়ঃ শ্বাসো দৌর্ব্বল্যং সদনং ভ্রমঃ॥
হৃদ্বেপথুর্বহ্নিমান্দ্যং ক্রমাচ্ছোফশ্চ জায়তে।
এতৈরন্যৈশ্চ বিজ্ঞেয় শ্চিহ্নৈ র্ব্যাধিঃ পরিক্ষয়ঃ॥

যাবতীয় ক্ষয়কর হেতু হইতে পরিক্ষয় নামক দারুণ ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে হৃৎকোষ্ঠীয় পেশীর হ্রাস হয় এবং শ্বাস, দৌর্ব্বল্য, অবসন্নতা, ভ্রম, হৃৎকম্পন, অগ্নিমান্দ্য, ক্রমে শোথ এই সকল ও এইরূপ অন্যান্য বিবিধ লক্ষণ উদিত হইয়া থাকে।

মেদঃসূত্রম্।

হৃৎকোষ্ঠ পেশীসূত্রেষু মেদঃকণচয়ো গদঃ।
মেদঃসূত্রাখ্যয়া প্রোক্তো মুনিভিস্তত্ত্ববেদিভিঃ॥
মন্দং মন্দং ব্রজেন্নাড়ী ভবেদ্ধৃদয়বেপথুঃ।
অবসাদো ভ্রমো মূর্চ্ছা স্নায়ূনাং বলসংক্ষয়ঃ॥
হৃদ্বৃতের্বাপি সংভেদাম্মৃত্যুশ্চ সহসা ভবেৎ।
জাতমাত্রশ্চিকিৎস্যোঽয়ং ব্যাধিঃ পরমদারুণঃ॥

হৃৎকোষ্ঠের পেশীসূত্রসমূহে মেদঃসঞ্চয় হইলে তাহাকে মেদঃসূত্র বলে। ইহাতে নাড়ীর গতি মন্দ মন্দ, হৃৎকম্প, অবসন্নতা, ভ্রম, মূর্চ্ছা, স্নায়ু সকলের বলহ্রাস এবং কখন কখন হৃৎপ্রাচীরের ভেদ হইয়া হঠাৎ মৃত্যু ঘটনা হয়। এই অতি ভয়াবহ ব্যাধি উৎপন্ন হইবামাত্র প্রতিকারে বিশেষ যত্নবান্ হওয়া উচিত।

বিক্ষেপিকা।

হৃৎকোষ্ঠাক্ষেপকো ব্যাধির্নাম্না বিক্ষেপিকা মতা।
জাতেঽস্মিন্ মহতি ব্যাধৌ কোষ্ঠদেশেঽপ্যুরোঽস্থাধঃ॥
সব্যাংসাস্থি, সব্যবাহৌ গ্রীবায়াং পৃষ্ঠদেশতঃ।
বেদনা জায়তে তীব্রা মর্ম্মপ্রাণপ্রপীড়নী॥
তোদভেদৌ সমাকর্ষো দাহস্তত্র চ জায়তে।
মুহুর্মুহুঃ শ্বাসরোধঃ শীতা ত্বক্ স্বেদনির্গমঃ॥
আধ্মানানাহ মোহাশ্চ বৈবর্ণ্যং কৃশতারুচিঃ।
ক্রমাদিন্দ্রিয় বিধ্বংসো মরণং চাপ্যনাত্মনঃ॥

হৃৎকোষ্ঠের আক্ষেপকে বিক্ষেপিকা রোগ বলাযায়। এই ভয়াবহ ব্যাধি উপস্থিত হইলে হৃৎকোষ্ঠ প্রদেশে, বক্ষের অস্থির নিম্নে, বাম স্কন্ধাস্থিতে, বাম বাহুতে, গ্রীবাদেশে ও পৃষ্ঠে মর্ম্ম ও প্রাণপ্রপীড়ক অতিতীব্র বেদনা জন্মে এবং ঐ সকল স্থানে সূচীবেধবৎ, বিদারণবৎ বা আকর্ষণবৎ পীড়া ও দাহ উপস্থিত হইয়া থাকে। মুহুর্মুহুঃ শ্বাসরোধ, ত্বকের শীতলতা, ঘর্ম্ম নির্গম, আধ্মান, আনাহ, মোহ, দেহের বিবর্ণতা ও কৃশতা এবং অরুচি এই সকল লক্ষণের উদয় হইতে দেখা যায়। ক্রমে ইন্দ্রিয় শক্তির নাশ ও মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটিত হয়।

হৃদ্রোগস্য চিকিৎসা।

ঘৃতেন দুগ্ধেন গুড়াম্ভসা বা
পিবন্তি চূর্ণং ককুভত্বচো যে।
হৃদ্রোগজীর্ণ জ্বর রক্তপিত্তং
হত্বা ভবেয়ুশ্চিরজীবিনস্তে॥

ঘৃত, দুগ্ধ অথবা জলের সহিত অর্জ্জুন ছাল চূর্ণ ৴৹ আনা মাত্রায় সেবন করিলে হৃদ্রোগ, জীর্ণজ্বর ও রক্তপিত্তের শান্তি হয়।

হরীতকী বচা রাস্না পিপ্পলী নাগরোদ্ভবম্।
শটীপুষ্করমূলোত্থং চূর্ণং হৃদ্রোগনাশনম্॥

হরীতকী, বচ, রাস্না, পিঁপুল, শুঁঠ, শটী ও কুড় ইহাদের চূর্ণ।৹ আনা মাত্রায়, জলের সহিত সেবন করিলে হৃদ্রোগের শান্তি হয়।

পুটদগ্ধং হরিণশৃঙ্গং পিষ্টং গব্যেন সর্পিষা পিবতঃ।
হৃৎপৃষ্ঠশূলমচিরাদুপৈতি শান্তিং সুকষ্টমপি॥

পুটবিধিতে হরিণশৃঙ্গ ভস্ম করিয়া উহা গব্য ঘৃতের সহিত সেবন করিলে হৃদয় ও পৃষ্ঠের শূল নিবারিত হয়।

তৈলাজ্য গুড়বিপক্বং চূর্ণং গোধূম পার্থোত্থম্।
পিবতি পয়োভুক্ স ভবতি জিতসকলহৃদাময়ঃ
পুরুষঃ॥

তৈল, ঘৃত ও গুড়ের সহিত পক্ব গোধূম ও অর্জ্জুন ছাল চূর্ণ সেবন করিলে সকল প্রকার হৃদ্রোগের শান্তি হয়।

পিপ্পল্যাদি চূর্ণম্।

পিপ্পল্যেলা বচা হিঙ্গু যবক্ষারোঽথ সৈন্ধবম্।
সৌবর্চ্চল মথো শুণ্ঠী অজমোদেতি চূর্ণিতম্॥
দধ্না মস্তেনাসবেন কাঞ্জিকেন ঘৃতেন বা।
পায়য়েচ্ছুদ্ধদেহং হি বাতিকে হৃদয়াময়ে॥

বায়ুজন্য হৃদ্রোগে পিঁপুল, এলাইচ, বচ, হিঙ্গু, যবক্ষার, সৈন্ধব ও সচল লবণ, শুঁঠ ও বনযমানী ইহাদের চূর্ণ ৶৹ আনা মাত্রায়, দধি, মস্তু, আসব, কাঁজি বা ঘৃতের সহিত সেবন করিলে বাতিক হৃদ্রোগের শান্তি হয়। অগ্রে দোষানুসারে বমন বা বিরেচন দ্বারা দেহ বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া উচিত।

শীতাঃ প্রদেহাঃ পরিষেচনানি
তথা বিরেকো হৃদি পিত্তদুষ্টে।
দ্রাক্ষাসিতাক্ষৌদ্র পরূষকৈঃ স্যা-
চ্ছুদ্ধে চ পিত্তাপহমন্নপানম্॥

পৈত্তিক হৃদ্রোগে শীতল প্রলেপ, পরিষেচন ও বিরেচন ক্রিয়া ব্যবস্থেয়।

দ্রাক্ষা, চিনি, মধু ও পরূষ ফল এই সমুদায় দ্বারা বিরেচন করাইয়া পিত্তঘ্ন অন্নপান ব্যবস্থা করিবে।

পিষ্ট্বা পিবেদ্বাপি সিতাজলেন
যষ্ট্যাহ্বয়ং তিক্তক রোহিণীঞ্চ।

পৈত্তিক হৃদ্রোগে চিনির জলের সহিত যষ্টিমধু বা কট্‌কী পেষণ করিয়া সেবন করিলে উপকার দর্শে।

বচানিম্ব কষায়াভ্যাং বান্তং হৃদি কফোত্থিতে।
বাতহৃদ্রোগহৃচ্চূর্ণং পিপ্পল্যাদ্যং প্রপায়য়েৎ॥

কফজ হৃদ্রোগে বচ ও নিমছালের কাথ দ্বারা বমন করাইয়া পূর্ব্বোক্ত পিপ্পলাদি চূর্ণ ব্যবস্থা করিবে।

ত্রিদোষজে লঙ্ঘন মাদিতঃ স্যা-
দন্নঞ্চ সর্ব্বেষু হিতং বিধেয়ম্।
হীনাতি মধ্যত্ব মবেক্ষ্য চৈব
কার্য্যং ত্রয়াণামপি কর্ম্ম শস্তম্॥

সান্নিপাতিক হৃদ্রোগে প্রথমতঃ লঙ্ঘন ব্যবস্থেয়। ইহাতে দোষত্রয়ের শান্তিকর অন্ন পানাদি প্রদান এবং দোষ বিশেষের প্রবলতা, হীনতা বা মধ্যাবস্থা বিবেচনা করিয়া যথোপযুক্ত চিকিৎসা করিবে।

হিঙ্গুগ্রগন্ধা বিড়বিশ্ব কৃষ্ণা-
কুষ্ঠাভয়াচিত্রক যাবশূকম্।
পিবেৎ সসৌবর্চল পুষ্করাঢ্যং
যবাম্ভসা শূলহৃদাময়ঘ্নম্।

হিঙ্গু, বচ, বিটলবণ, শুঁঠ, পিঁপুল, কুড়, হরীতকী, চিতামূল, যবক্ষার, সচল লবণ ও কুড় ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্র করিয়া তাহার ৵০ আনা মাত্রায় যবের কাথের সহিত পান করিলে শূল ও হৃদ্রোগের শান্তি হয়।

পাঠাং বচাং যবক্ষারমভয়ামম্লবেতসম্।
দুরালভাং চিত্রকঞ্চ ত্র্যূষণঞ্চ ফলত্রয়ম্॥
শটীং পুষ্করমূলঞ্চ তিন্তিড়ীকং সদাড়িমম্।
মাতুলুঙ্গস্য মূলানি শ্লক্ষ্ণ চূর্ণানি কারয়েৎ॥
সুখোদকেন মদ্যৈর্ব্বা প্লুতাম্যেতানি পায়য়েৎ।
অর্শঃ শূলঞ্চ হৃদ্রোগং গুল্মঞ্চাশু নিযচ্ছতি॥

আকনাদি, বচ, যবক্ষার, হরীতকী, অম্লবেতস, দুরালভা, চিতামূল, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শটী, কুড়, তেঁতুলছাল, দাড়িমত্বক্ ও টাবালেবুর মূল ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ঈষদুষ্ণ জল বা কোন উপযুক্ত মদ্যের সহিত সেবন করিলে অর্শঃ, শূল, হৃদ্রোগ ও গুল্মের শান্তি হয়।

ক্রিমিজে চ পিবেন্মূত্রং বিড়ঙ্গাময় সংযুতম্।
হৃদি স্থিতা পতন্ত্যেবমধস্তাৎ ক্রিময়ো নৃণাম্।
যবান্নং বিতরেচ্চাস্মৈ সবিড়ঙ্গমতঃ পরম্॥

ক্রিমিজ হৃদ্রোগে বিড়ঙ্গ ও কুড় চূর্ণের সহিত গোমূত্র পেয়। ইহাতে ক্রিমি সকল নিপতিত হয়। পরে রোগীকে বিড়ঙ্গ সংযুক্ত যবান্ন ভোজন করাইবে।

কাসীসাদি বটী।

কাসীসং সৈন্ধবং ব্যোম সমং শল্পে বিমর্দ্দয়েৎ।
গোধূমার্জ্জুন তোয়েন ভাবয়িত্বা পৃথক্ পৃথক্॥
মাষমাত্রা বটীঃ কৃত্বা যবক্কাথেন সংযুতাঃ।
দদ্যাদ্ধৃদ্রোগিণে ধীমান্ স্নেহেনাপ্যতমেন বা।

হীরাকস, সৈন্ধবলবণ ও অভ্র সমভাগে লইয়া গোধূম ও অর্জ্জুন ছালের কাথে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া এক মাষা পরিমাণে বটিকা করিবে। এক একটী বটিকা যবের কাথ বা ঘৃতাদি বা ঘৃতাদি স্নেহ পদার্থের সহিত প্রয়োগ করিবে।

হৃদয়রত্নং চূর্ণম্।

কাসীসস্য চ ভাগৈকং পার্থস্য পঞ্চধা তথা।
শ্লক্ষ্ণং চূর্ণীকৃতং দদ্যাদ্ধৃদাময়নিবৃত্তয়ে॥

হীরাকস ১ ভাগ ও অর্জ্জুন ছাল ৫ ভাগ উত্তম রূপে চূর্ণিত ও একত্র মিশ্রিত করিয়া এক মাষা পরিমাণে প্রযোজ্য।

হৃদয়েশ্বরো রসঃ।

রসগন্ধক লৌহাভ্রং বিদ্রুমং মৌক্তিকং তথা।
কন্যাদ্রবেণ সংমর্দ্দ্য গুঞ্জাদ্বয়মিতাং বটীম্॥
কৃত্বা সংশোষয়েদ্রৌদ্রবহ্নিযোগং বিনা ভিষক্।
পার্থাম্ভসা সর্পিষা চ দদ্যাদ্ধৃদ্রোগশান্তয়ে॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, প্রবাল ও মুক্তা প্রত্যেক সমভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ঐ বটী সকল ছায়ায় শুকাইতে হইবে। ঘৃত ও অর্জ্জুন ছালের ক্বাথের সহিত সেবনীয়।

হেমামৃত রসঃ।

ভাগমেকং পারদস্য বলের্ভাগদ্বয়ং তথা।
হেম্নঃ পাদমিতং ভাগ মেকৈকং তারবঙ্গয়োঃ॥
অর্জ্জুনস্য কষায়েণ সংমর্দ্দ্য রক্তিকোন্মিতাম্।
বটীং কৃত্বা দাপয়েচ্চ সিতাজ্য মধু সংযুতাম্॥
শাম্যন্ত্যনেন হৃদ্রোগাঃ সর্ব্ব এব ন সংশয়ঃ।
শ্রীমদ্ গহননাথেন নির্ম্মিতোঽয়ং রসোত্তমঃ॥

পারা ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, স্বর্ণ সিকি ভাগ, রৌপ্য ১ ভাগ ও বঙ্গ ১ ভাগ এই সমুদায় অর্জ্জুন ছালের রসে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ঘৃত, চিনি ও মধুর সহিত প্রযোজ্য।

রত্নাকরো রসঃ।

হেম হীরক বৈক্রান্ত বঙ্গাভ্র রস গন্ধকাঃ।
সমভাগমিতা যোজ্যাঃ সর্ব্বতুল্যময়ো মতম্॥
খল্বে নিক্ষিপ্য সর্ব্বাণি ভাবয়েৎ ককুভাম্ভসা।
গোধূমস্য যবস্যাপি ক্বাথেন সপ্তধা পৃথক্॥
ততঃ কন্যাম্বুনা প্রাজ্ঞ স্ত্রীন্ বারান্ পরিষেচয়েৎ।
রক্তশাল্যন্তরে পিণ্ডং নিশাঃ সপ্ত নিধাপয়েৎ॥
সমুদ্ধৃত্য বটীশ্চাথ কুর্য্যাৎ স্বিন্নকলায়বৎ।
অর্জ্জুনস্য কষায়েণ কাঞ্জিকেনাসবেন বা॥
গোধূমস্য যবস্যাপি ক্বাথেন হবিষাপি বা।
যথাদোষানুপানৈর্বা প্রদদ্যাৎ পরমৌষধম্॥
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপি শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্।
ক্রিমিজং হৃদ্গদঞ্চাপি কৌষ্ঠিকং পৃথুকং তথা॥
তথাবরণিকং ঘোরং গদং বিক্ষেপিকাভিধম্।
মেদঃস্থূত্রাভিধং চাপি পরিক্ষয়গদং তথা॥
আয়ামিকাঞ্চ যক্ষ্মাণং বাতপিত্ত কফানয়ান্।
হন্ত্যয়ং নিখিলান্ রোগান্ বৃক্ষানিন্দ্রাশনির্যথা॥

স্বর্ণ, হীরক, বৈক্রান্ত, বঙ্গ, অভ্র, রস ও গন্ধক প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্ব সমান লৌহ। একত্র করিয়া অর্জ্জুন ছাল, গোধূম ও যব ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে পৃথক্ পৃথক্ ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া পরিশেষে ঘৃত-কুমারীর রসে ৩ বার ভাবনা দিয়া ঔষধ পিণ্ডীকৃত করিয়া দাউদখানি ধান্যের রাশির মধ্যে সাত দিবস নিহিত রাখিবে। পরে উদ্ধৃত করিয়া সিদ্ধ মটর প্রমাণ বটিকা করিবে। অর্জ্জুন ছাল, যব বা গোধূমের ক্বাথ, কাঁজি,, আসব, ঘৃত অথবা দোষোপযুক্ত কোন অনুপানের সহিত ব্যবস্থেয়। ইহাতে সর্ব্ব প্রকার হৃদ্রোগ ও অন্যান্য অনেক পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে।

হৃদ্রোগেষু পথ্যাপথ্যনির্ণয়ঃ।

পুরাতনো রক্তশালি র্জাঙ্গলা মৃগপক্ষিণঃ।
কুলত্থমুদ্গযূষশ্চ পটোলং কদলীফলম্॥

রসালং বৃহৎকুষ্মাণ্ডং দাড়িমঞ্চ হরীতকী ।
দ্রাক্ষা তক্রং সৈন্ধবঞ্চ হিতানি হৃদয়ামযে ॥

হৃদ্রোগে পুরাতন দাউদখানি তণ্ডুল, জাঙ্গল পশু পক্ষীর মাংস, কুলত্থ ও মুগের যূষ, পটোল, কদলী, আম্র, সুপক্ব কুষ্মাণ্ড, দাড়িম, হরীতকী, দ্রাক্ষা, তক্র ও সৈন্ধব লবণ এই সকল দ্রব্য হিতকর ।

বেগরোধো ব্যবায়শ্চ ব্যায়ামো নিশি জাগরঃ ।
সহ্যবিন্ধ্য সমুদ্ভূত সরিতাং সলিলং তথা ॥
মেষীপয়ো জলং দুষ্টং গুরুতিক্তাম্ল ভোজনম্ ।
পত্রশাকঞ্চাধ্যশনং ন হিতানি হৃদামযে ॥

বেগধারণ, মৈথুন, ব্যায়াম, রাত্রিজাগরণ, সহ্য ও বিন্ধ্যপর্ব্বতোৎপন্ন নদী সকলের জল পান, মেষদুগ্ধ, সদোষ জল, গুরু, তিক্ত ও অম্লরস দ্রব্য ভোজন, পত্রশাক ও অজীর্ণ সত্ত্বে ভোজন এই সমুদায়, হৃদ্রোগে অনিষ্টকর ।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ।

উরস্তোয়াধিকারঃ ।

উরস্তোয়স্য সম্প্রাপ্তিঃ ।

উরস্যেকতরে পার্শ্বে পার্শ্বয়োর্ব্বাপ্যপাংচয়ঃ ।
উরস্তোয়গদো নাম প্রায়শঃ প্রাণনাশকঃ ॥

উরসি বক্ষোযন্ত্রে । অসৌ গদঃ প্রায়েণ প্রাণনাশকঃ ভবতি ।

বক্ষো যন্ত্রের এক পার্শ্বে বা উভয় পার্শ্বেই জলসঞ্চয় হওয়াকে উরস্তোয় ব্যাধি বলাযায় । এই ব্যাধি প্রায় প্রাণনাশক হইয়া থাকে ।

উরস্তোয়স্য লক্ষণম্ ।

কৃচ্ছ্রোচ্ছ্বাসঃ কফস্রাবো নীলাবোষ্ঠৌ তথা মুখম্ ।
শোথঃ পাদে ধরা ক্ষুদ্রা বিষমা বেগবাহিনী ॥
মূত্রাল্পত্বং ভবেচ্চাপি স না ন শয়নক্ষমঃ ।
স্বাস্থ্যং কিঞ্চিৎ সমাসীনো লভতেঽস্মিন্ মহাগদে ।

ধরা ধমনী ।

শ্বাসকৃচ্ছ্র, মধ্যে মধ্যে কফনির্গম, ওষ্ঠ ও মুখ নীলবর্ণ, পাদদ্বয়ে শোথ, অল্প পরিমাণে মূত্রনির্গম এবং নাড়ী ক্ষুদ্র, বিষম ও বেগযুক্ত হয় । রোগী শয়ন করিয়া থাকিতে পারে না । সর্ব্বদাই বসিয়া থাকে, কারণ উপবেশনাবস্থা, অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যপ্রদ ।

অস্য চিকিৎসা ।

ভেষজং শ্লেষ্মহরণং মূত্রস্যাপি প্রবর্ত্তনম্ ।
উরস্তোয়ে গদে যোজ্যং বিবিচ্য ভিষজা সদা ॥

উরস্তোয়রোগে কফনিঃসারক ও মূত্রপ্রবর্ত্তক ঔষধ সমূহ বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে ।

পিপাসানিগ্রহঃ কার্য্যঃ শীতাম্ভোঽনিলসেবনম্ ।
সততঃ পরিহর্ত্তব্যমভিষ্যন্দ্যাখিলং তথা ॥

এই পীড়ায় পিপাসা দমন করা কর্ত্তব্য । শীতলজল, শীতলবায়ু, ও অভিষ্যন্দি দ্রব্যমাত্র ইহাতে অনিষ্টকর ।

পাদাবশিষ্টং যত্তোয়ং তত্তৃষায়াং পিবেন্নাক্ ।
পয়সা বা শৃতোষ্ণেন শান্তিং কুর্য্যাৎ সদা তৃষঃ ॥

পাদাবশিষ্ট জল অথবা শৃতোষ্ণ দুগ্ধের দ্বারা পিপাসা শান্তি কর্ত্তব্য ।

বর্ষাভূস্বরসং বাপি যবক্ষারসমাযুতম্ ।
পিবেন্নিত্যমুরস্তোয়ী সায়ংপ্রাতরতন্দ্রিতঃ ॥

প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় যবক্ষারের সহিত পুনর্নবার রস পান করিলে এই পীড়ার উপশম হয় ।

শ্বয়থৌ মূত্রকৃচ্ছ্রে চ কাসে শ্বাসে হৃদামযে ।
ভেষজং গদিতং যদ্যৎ তত্তদত্র প্রযোজয়েৎ ।

শোথ, মূত্রকৃচ্ছ্র, কাস, শ্বাস ও হৃদ্রোগ এই সকল অধিকারে কথিত ঔষধ সমস্ত ইহাতে প্রযোজ্য।

নৈবংব্যাধিঃ শমং যায়াস্নিগ্ধৈর্যদি কর্ম্মভিঃ।
কুর্য্যাচ্ছস্ত্রক্রিয়াং তত্র সম্যক্ দক্ষো ভিষগ্বরঃ॥

এইরূপ বিবিধ ক্রিয়ার দ্বারা ব্যাধির শান্তি না হইলে সুদক্ষ চিকিৎসক শস্ত্রক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইবেন।

সপ্তমাষ্টময়োর্মধ্যে বা মন্টাষ্টমনবমযোরথ।
পশুকায়াঃ প্রচ্ছর্দিশোঃ শস্ত্রং নাম ত্রিকূর্চ্চকম॥
প্রবেশ্যাবহিতো রক্ষন্ যকৃৎ প্লীহানমেব চ।
নিঃশেষং নির্হরেদম্বু ব্যাধিরেবং প্রশাম্যতি॥

সপ্তম ও অষ্টম, অষ্টম ও নবম অথবা নবম ও দশম পশুকার মধ্যস্থানে ত্রিকূর্চ্চক নামক শস্ত্র প্রয়োগ করিয়া বক্ষঃসঞ্চিত জল নিঃসারণ করিবে। শস্ত্রপ্রয়োগ কালে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে, যেন যকৃৎ বা প্লীহাতে আঘাত না লাগে।

ততো ব্যাবায়মধ্বানং ব্যায়ামং শিশিরং জলম্।
অহঃস্বাপং শুচং ক্রোধং ত্যজেদ্বর্ষং গদোত্থিতঃ॥

ভাগ্যবলে শস্ত্রক্রিয়াদ্বারা জীবন রক্ষা হইলে একবৎসর ব্যাপিয়া মৈথুন, পথ পর্য্যটন, শীতলজলপান, দিবানিদ্রা, শোক ও ক্রোধ এই সমস্ত যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

ক্রিম্যধিকারঃ।

ক্রিমীণাং ভেদা নিদানানি।

ক্রিময়স্তু দ্বিধা প্রোক্তা বাহ্যাভ্যন্তর ভেদতঃ।
বহির্ম্মল কফাসৃগ্‌বিড়্ জন্ম ভেদাচ্চতুর্বিধাঃ।
নামতো বিংশতিবিধা বাহ্যাস্তত্র মলোদ্ভবাঃ॥

ক্রিমি প্রথমতঃ দুই প্রকার, যথা বাহ্য ক্রিমি ও আভ্যন্তর ক্রিমি। উৎপত্তির কারণ ভেদে ক্রিমিসকল চারি প্রকার। যথা, বহির্ম্মলোৎপন্ন, কফোৎপন্ন, রক্তোৎপন্ন ও পুরীষোৎপন্ন। ইহারা আবার বিংশতি নামভেদে বিংশতি প্রকার হইয়া থাকে। বাহ্য ক্রিমি ত্বক্‌সংলগ্ন মল ও স্বেদ হইতে উৎপন্ন হয়।

বাহ্যানাং ক্রিমীণাং রূপাণি।

তিলপ্রমাণসংস্থানবর্ণাঃ কেশাম্বরাশ্রয়াঃ।
বহুপাদাশ্চ সূক্ষ্মাশ্চ যূকা লিখ্যাশ্চ নামতঃ॥

বাহ্যক্রিমি সকলের পরিমাণ, আকৃতি ও বর্ণ তিলের ন্যায়। ইহারা কেশ ও বস্ত্রে অবস্থান করে। ইহারা বহুপাদবিশিষ্ট ও সূক্ষ্মাকৃতি। কেশজাত ক্রিমিদিগকে যূক অর্থাৎ উকুন কহে; ইহাদের বর্ণ কৃষ্ণতিলবৎ। বস্ত্রাশ্রয়ী ক্রিমিদিগকে লিখ্যা কহে। ইহারা শুভ্র তিলের ন্যায় শ্বেতবর্ণ।

দ্বিধা তে কোঠপিড়কা কণ্ডূ গণ্ডান্ প্রকুর্ব্বতে।

ঐ দুই প্রকার ক্রিমি কোঠ, পিড়কা, কণ্ডু ও গণ্ডরোগ উৎপাদন করে।

আভ্যন্তরাণাং বিপ্রকৃষ্টং নিদানম্।

অজীর্ণভোজী মধুরাম্লনিত্যো
দ্রবপ্রিয়ঃ পিষ্ট গুড়োপভোক্তা।
ব্যায়ামবর্জ্জী চ দিবাশয়ানো
বিরুদ্ধভুক্ সংলভতে ক্রিমীংশ্চ।

ভুক্তান্নের পরিপাক না হইতেই পুনর্ব্বার ভোজন, নিত্য মিষ্ট ও অম্ল দ্রব্য ভোজন, দ্রব দ্রব্যের অতিপান, পিষ্টক ও গুড় প্রভৃতির বাহুল্যরূপে ভোজন, ব্যায়াম-পরিবর্জ্জন, দিবানিদ্রা ও দুগ্ধ মৎস্যাদি পরস্পর

বিরুদ্ধ দ্রব্যের একত্র ভোজন এই সকল কারণে আভ্যন্তর ক্রিমির উৎপত্তি হয়।

জ্বরো বিবর্ণতা শূলং হৃদ্রোগঃ সদনং ভ্রমঃ।
ভক্তদ্বেষোঽতিসারশ্চ সঞ্জাতক্রিমিলক্ষণম্‌ ॥

আভ্যন্তর ক্রিমি সকল সমুৎপন্ন হইলে জ্বর, দেহের বিবর্ণতা, শূল, হৃদ্রোগ, অবসন্নতা, ভ্রম, অন্নবিদ্বেষ ও অতীসার এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়।

কফজানাং নিদানং লক্ষণঞ্চ।

মাংস মৎস্য গুড়ক্ষীর দধিশুক্তৈঃ কফোদ্ভবাঃ।
কফাদামাশয়ে জাতা বৃদ্ধাঃ সর্পন্ত সর্ব্বতঃ ॥
পৃথুব্রধ্ননিভাঃ কেচিৎ কেচিদ্‌ গণ্ডুপদোপমাঃ।
রূঢ়ধান্যাঙ্কুরাকারা স্তনুদীর্ঘা স্তথাণবঃ ॥
শ্বেতা স্তাম্রাবভাসাশ্চ নামতঃ সপ্তধা তু তে।
অন্ত্রাদা উদরাবেষ্টা হৃদয়াদা মহাগুদাঃ ॥
চুরবো দর্ভকুসুমাঃ সুগন্ধা স্তে চ কুর্ব্বতে।
হৃল্লাস মাস্যস্রবণ মবিপাক মরোচকম্‌।
মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দি জ্বরানাহ কার্শ্যক্ষবথু পীনসান্‌ ॥

মাংস, মৎস্য, গুড়, ক্ষীর, দধি ও শুক্ত (কালান্তরে অম্লভূত ইক্ষুরস বিকার) এই সকলের নিয়ত ও বাহুল্য রূপে আহার দ্বারা শ্লৈষ্মিক ক্রিমি জন্মে। ইহারা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে। ইহাদের কতকগুলি স্থূল চর্ম্মলতা সদৃশ, কতকগুলি কিঞ্চুলুক (কেঁচো) সদৃশ, কতকগুলি ধান্যাঙ্কুরের ন্যায়, কতকগুলি সূক্ষ্ম অথচ দীর্ঘাকৃতি, কতকগুলি অতিশয় ক্ষুদ্র, কতকগুলি শ্বেতবর্ণ ও কতকগুলি তাম্রবর্ণ। ইহারা সপ্তবিধ প্রকৃতিভেদে অন্ত্রাদ, উদরাবেষ্ট, হৃদয়াদ, মহাগুদ, চুরু, দর্ভকুসুম ও সুগন্ধ এই সপ্ত নামবিশিষ্ট। ইহারা সঞ্জাত হইলে বমির বেগ, মুখ দিয়া জলোদ্গম, ভুক্তান্নের অপরিপাক, অরুচি, মূর্চ্ছা, বমি জ্বর, আনাহ রোগ, শরীরের কৃশতা, ক্ষবথু (হাঁচি) ও পীনস রোগের উৎপত্তি হয়।

রক্তজানাং লক্ষণম্‌।

রক্তবাহিশিরাস্থানা রক্তজা জন্তবোঽণবঃ।
অপাদা বৃত্ততাম্রাশ্চ সৌক্ষ্ম্যাৎ কেচিদদর্শনাঃ ॥
কেশাদা রোমবিধ্বংসা রোমদ্বীপা উড়ুম্বরাঃ।
ষট্‌ তে কুষ্ঠৈককর্ম্মাণঃ সহ সৌর সমাতরঃ ॥

রক্তজ ক্রিমি সকল রক্তবাহিনী শিরায় অবস্থিতি করে। ইহারা অতি সূক্ষ্মাকৃতি, পাদরহিত, গোলাকার ও তাম্রবর্ণ। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি এরূপ সূক্ষ্মাকৃতি যে দৃষ্টির গোচর হয় না। ইহারা প্রকৃতি ভেদে কেশাদ, রোমবিধ্বংস, রোমদ্বীপ, উড়ুম্বর, সৌর ও সমাতা এই ছয় নাম বিশিষ্ট। কুষ্ঠরোগোৎপাদনই ইহাদের কর্ম্ম।

তন্ত্রান্তরে—
আনূপ গ্রাম্য বন্যানাং মাংসং যঃ সেবতে সদা।
তস্য ক্রিয়াবিহীনস্য ক্রিমি র্গৌরঃ প্রজায়তে ॥
আকৃষ্টো বর্দ্ধতেঽত্যর্থং তুম্বীবীজসমাকৃতিঃ।
চিকিৎসামন্তরেণাসৌ করোত্যুপদ্রবান্‌ বহূন্‌ ॥

ব্যায়ামাদি ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অতিরিক্ত মৎস্য ও মাংস ভোজন করে, শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া তাহার পক্বাশয়ে তুম্বীবীজ সদৃশ ক্রিমি উৎপাদন করে, এই জাতীয় ক্রিমিকে টানিলে অতিশয় দীর্ঘ হয়, ইহারা অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক উপসর্গ উৎপাদিত করে।

দুষ্টাম্বুপানাদথবা দুষ্টান্নাদে র্নিষেবণাৎ।
স্যুত্রবজ্জায়তে কীটস্ত্বঙ্‌মধ্যেঽতীবভীষণঃ।
বিদারয়তি ত্বঙ্‌মাংসং রক্তশুষ্ক্যাদিকং বিনা ॥

দূষিত জল পান ও দূষিত অন্ন ভক্ষণ জন্য রক্ত দূষিত হইয়া ত্বকের নিম্নে সূত্রবৎ একরূপ ক্রিমি জন্মায়। প্রথমতঃ চর্ম্মের উপরিভাগে একটী স্ফোটকের ন্যায় হয়, ঐ স্ফোটক ছিন্ন করিলে ক্রমশঃ সূত্রের ন্যায় বহির্গত হইতে থাকে, টানিয়া বাহির করিবার সময় সাবধানে বাহির করিতে হইবে, যেন ছিঁড়িয়া না যায়। জয়পুর প্রভৃতি দেশে এই পীড়া প্রচুর দৃষ্ট হয়। ইহা সচরাচর পুষ্কর দেশের নিকটবর্ত্তী নদীতে স্নানাদি করিলে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

পুরীষোত্থানাং লক্ষণম্ ।

পক্কাশয়ে পুরীষোত্থা জায়ন্তেঽধোবিসর্পিণঃ ।
বৃদ্ধাস্তে স্যু র্ভবেয়ুশ্চ তে যদামাশয়োন্মুখাঃ ॥
তদাস্যোদ্গারনিঃশ্বাস বিড়্গন্ধানুবিধায়িনঃ ।
পৃথুবৃত্ত তনুস্থূলঃ শ্যাবপীত সিতাসিতাঃ ॥
তে পঞ্চ নাম্না ক্রিময়ঃ ককেরুক মকেরুকাঃ ।
সৌসুরাদাঃ সশূলাখ্যা লেলিহা জনয়ন্তি হি ॥
বিড়্ভেদ শূল বিষ্টম্ভ কার্শ্যপারুষ্য পাণ্ডুতাঃ ।
রোমহর্ষাগ্নি সদন গুদকণ্ডুবিমার্গগাঃ ॥

পুরীষজ ক্রিমি সকল পক্কাশয়ে সঞ্জাত ও প্রবৃদ্ধ হইয়া অধোবিসারী হইয়া থাকে। ইহারা যখন আমাশয়ের দিকে উত্থানোন্মুখ হয়, তখন ঐ ক্রিমিযুক্ত রোগীর উদ্গারে ও নিশ্বাসে বিষ্ঠার গন্ধ অনুভূত হইয়া থাকে। ইহাদের কতকগুলি স্থূল, কতকগুলি গোলাকার, কতকগুলি সূক্ষ্ম, কতকগুলি শ্যাববর্ণ, কতকগুলি পীতবর্ণ, কতকগুলি শ্বেতবর্ণ, এবং কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদের কতকগুলি ককেরুক, কতকগুলি মকেরুক, কতকগুলি সৌসুরাদ, কতকগুলি সশূল ও কতকগুলি লেলিহ নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা বিমার্গগামী হইলে মলভেদ, শূল, বিষ্টম্ভ, কৃশতা, পরুষতা, লোমাঞ্চ, অগ্নিমান্দ্য ও গুহ্যদেশে কণ্ডূ উৎপাদন করে।

ক্রিমীণাং চিকিৎসা ।

পারিভদ্রস্য পত্রোত্থং রসং ক্ষৌদ্রযুক্তং পিবেৎ ।
কেবুকস্য রসং বাপি পত্তূরস্যাথবা পুনঃ ॥

মধুর সহিত পালিতা পত্ররস, কেঁউপত্ররস অথবা সাঞ্চের রস পান করিলে ক্রিমিসকল নষ্ট হয়।

লিহ্যাৎ ক্ষৌদ্রেণ বৈড়ঙ্গং চূর্ণং ক্রিমিহরং পরম্ ।

ক্রিমি রোগে মধুসংযুক্ত বিড়ঙ্গচূর্ণের অবলেহ কর্ত্তব্য।

পারসীয়া যমানী পীতা পর্য্যুষিতবারিণা প্রাতঃ ।
গুড়পূর্ব্বা ক্রিমিজাতং কোষ্ঠগতং পাতয়ত্যাশু ॥
(গুড়পূর্ব্বা প্রথমতো গুড়ং মনাক্ ভক্ষয়িত্বা বিলম্বং কৃত্বা পারসীয়া যমানী পাতব্যা ।)

প্রথমে কিঞ্চিৎ গুড় খাইয়া কিছু পরে বাসীজলের সহিত খোরাসানী যমানী খাইলে কোষ্ঠস্থ ক্রিমি সকল নির্গত হইয়া যায়।

পলাশবীজ স্বরসং পিবেদ্ বা ক্ষৌদ্রসংযুতম্ ।
পিবেৎ তদ্বীজকল্কং বা তক্রেণ ক্রিমিনাশনম্ ।

পলাশবীজের রস মধুর সহিত অথবা ঐ বীজ বাঁটিয়া ঘোলের সহিত খাইলে ক্রিমি নষ্ট হয়।

ক্বাথং খর্জ্জুর পত্রাণাং সক্ষৌদ্র মুষিতং নিশি ।
পীত্বা নিবারয়ত্যাশু ক্রিমিসঙ্ঘ মশেষতঃ ॥

খেজুর পাতার কাথ বাসি করিয়া মধুর সহিত খাইলে ক্রিমি নষ্ট হয়।

অপক্কং ক্রমুকং পিষ্টং পীতং জম্বীরজৈ রসৈঃ ।
নিহন্তি বিড়্ভবং কীটং রসঃ খর্জ্জুর জম্বয়োঃ ।

কাঁচা সুপারি বাঁটিয়া গোঁড়ালেবুর রসের সহিত খাইলে পুরীষজাত ক্রিমি নষ্ট হয়।

খর্জ্জুর পত্রের রস ৪ তোলা ও লেবুর রস ৪ তোলা একত্র পানে ক্রিমি নষ্ট হয়।

পিবেৎ তুম্বীবীজচূর্ণং তক্রেণ ক্রিমিনাশনম্॥

তিত লাউবীজচূর্ণ ১ তোলা তক্রের সহিত সেবন করিলে ক্রিমিনাশ হইয়া থাকে।

ঘণ্টাকর্ণস্য পত্রাণাং অগ্রাণাঞ্চ নিষেবণাৎ।
লবণেন সমং শীঘ্রং নশ্যন্তি ক্রিময়ো ধ্রুবম্॥

ঘেঁটু বৃক্ষের কচি পাতা কিংবা অগ্রভাগ লবণের সহিত সেবন করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়।

নারিকেলজলং পীতং সক্ষৌদ্রং ক্রিমিনাশনম্॥

মধুর সহিত নারিকেল জল পান করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়।

কম্পিল্ল চূর্ণ কর্ষার্দ্ধং গুড়েন সহ ভক্ষিতম্।
সংপাতয়েৎ ক্রিমীন্ সর্ব্বানুদরস্থান্ ন সংশয়ঃ॥

প্রত্যহ কমলাগুঁড়ি।• আনা মাত্রায়, গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিলে সমুদায় ক্রিমি পতিত হইয়া যায়।

পলাশবীজেন্দ্র বিড়ঙ্গ নিম্ব-
ভূনিম্বচূর্ণং সগুড়ং লিহেদ্ যঃ।
দিনত্রয়েণ ক্রিময়ঃ পতন্তি
পলাশবীজেন যমানিকা বা॥

পলাশবীজ, ইন্দ্রযব, বিড়ঙ্গ, নিমছাল ও চিরাতাচূর্ণ গুড়ের সহিত তিন দিবস সেবন করিলে উদরস্থ ক্রিমি সকল পতিত হইয়া যায়। পলাশবীজ ও বিড়ঙ্গ একত্র করিয়া সেবন করিলেও উপকার দর্শে।

ভুক্তা বৈড়ঙ্গ চূর্ণং হি ক্রিমীন্ সর্ব্বান্ ব্যপোহতি।

একমাত্র বিড়ঙ্গচূর্ণ সেবন দ্বারা সকল প্রকার ক্রিমি নষ্ট হয়।

পেষয়েদারনালেন নাড়ীচস্য ফলানি চ।
যূকানাঞ্চ প্রশান্ত্যর্থং দদ্যাল্লেপন্ত মস্তকে॥

নালিতাশাকের বীজ কাঁজির সহিত বাঁটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে মাথায় সমুদায় উকুন মরিয়া যায়।

ধুস্তূরতৈলম্।

ধুস্তূর পত্রকল্কেন তদ্রসেনৈব পাচিতম্।
তৈল মভ্যঙ্গমাত্রেণ যূকা নাশয়তি ক্ষণাৎ॥

কটুতৈল ১ সের, কল্কার্থ ধুতুরা পত্র ১ পোয়া, পাকার্থ ধুতুরা পত্রের রস ৪ সের। এই তৈল মস্তকে মর্দ্দন করিলে সমস্ত উকুন মরিয়া যায়।

পারিভদ্রাবলেহস্তোলকমানঃ শীতজলানুপান-
স্তথা ক্রিমিমুদ্গররস কীটারিরস কীটমর্দ্দরসাদ্যান্যপি
ভেষজানি ক্রিমিঘ্নানুপানেন সহ প্রদেয়ানি।
বিড়ঙ্গঘৃতমত্র বিশেষেণ হিতপ্রদমিতি।

পারিভদ্রাবলেহ মাত্রা ১ তোলা, অনুপান শীতল জল এবং ক্রিমিমুদ্গর রস, কীটারি রস ও কীটমর্দ্দ রস প্রভৃতি ঔষধ ক্রিমিঘ্ন অনুপানের সহিত ব্যবস্থেয়। ক্রিমি রোগে বিড়ঙ্গঘৃত বিশেষ উপকারক।

প্রত্যহং কটুকং তিক্তং ভোজনং কফনাশনম্।
ক্রিমীণাং নাশনং রুচ্যমগ্নি সন্দীপনং পরম্॥

ক্রিমিরোগে প্রত্যহ কটু ও তিক্ত দ্রব্য ভোজন ব্যবস্থেয়। তদ্দ্বারা কফধ্বংস, ক্রিমিনাশ, আহারে রুচি ও অগ্নির দীপ্তি হয়।

ক্ষীরাণি মাংসানি ঘৃতানি চাপি
দধীনি শাকানি চ পর্ণবন্তি।
অম্লঞ্চ মিষ্টঞ্চ রসং বিশেষাৎ
ক্রিমীন্ জিঘাংসুঃ পরিবর্জ্জয়েদ্ধি॥

দুগ্ধ, মাংস, ঘৃত, দধি, পত্রশাক, অম্ল ও মিষ্ট রস এই সমুদায় ক্রিমিরোগে

পরিবর্জ্জনীয়। এই পীড়ায় মিষ্ট দ্রব্য আহার দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট হইয়া থাকে।

উনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অগ্নিমান্দ্যাত্মধিকারঃ।

মন্দস্তীক্ষ্ণোঽথ বিষমঃ সমশ্চেতি চতুর্বিধঃ।
কফপিত্তানিলাধিক্যাত্তৎসাম্যাজ্জাঠরোঽনলঃ॥

জঠরাগ্নি মন্দ, তীক্ষ্ণ, বিষম ও সম এই চারি প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। কফের আধিক্যে মন্দ, পিত্তের আধিক্যে তীক্ষ্ণ ও বায়ুর আধিক্যে বিষম অবস্থাবিশিষ্ট হইয়া থাকে। এবং দোষত্রয়ের সাম্যাবস্থায় অগ্নি সমাবস্থায় অবস্থিত থাকে।

সমাদীনাং লক্ষণানি।

সমা সমাগ্নেরশিতা মাত্রা সম্যক্ বিপচ্যতে।
স্বল্পাপি নৈব মন্দাগ্নের্বিষমাগ্নেস্তু দেহিনঃ॥
কদাচিৎ পচ্যতে সম্যক কদাচিচ্চ ন পচ্যতে।
মাত্রাতিমাত্রাপ্যশিতা সুখং যস্য বিপচ্যতে।
তীক্ষ্ণাগ্নিরিতি তং বিদ্যাৎ সমাগ্নিঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥

সমাগ্নি ব্যক্তি উপযুক্ত মাত্রায় আহার করিলে তাহা সম্যক্‌রূপে পরিপাক প্রাপ্ত হয়। মন্দাগ্নি সম্পন্ন ব্যক্তির অত্যল্পমাত্র ভুক্ত আহারও জীর্ণ হয় না। বিষমাগ্নি বিশিষ্ট পুরুষের কখন আহার সম্যক্ রূপে পরিপাক পায়, কখন বা পায় না। যে ব্যক্তির সম মাত্রায় হউক বা অতিরিক্ত মাত্রায় হউক আহার করিলে অনায়াসে জীর্ণ হইয়া যায়, তাহাকে তীক্ষ্ণাগ্নি বলে। উল্লিখিত চারি প্রকার অগ্নির মধ্যে সমাগ্নিই শ্রেষ্ঠ।

বিষমো বাতজান্ রোগাংস্তীক্ষ্ণঃ পিত্তনিমিত্তজান্।
করোত্যগ্নিস্তথা মন্দো বিকারান্ কফসম্ভবান্।

বিষমাগ্নি বাতিক, তীক্ষ্ণাগ্নি পৈত্তিক ও মন্দাগ্নি শ্লৈষ্মিক রোগসমূহ উৎপাদন করে।

তীক্ষ্ণাগ্নিবিশেষস্য ভস্মকস্য সংপ্রাপ্তি-নিদানং লক্ষণান্যুপদ্রবাশ্চ।

নরে ক্ষীণকফে পিত্তং কুপিতং মারুতানুগম্।
স্বোষ্মণা পাবক স্থানে বলমগ্নেঃ প্রযচ্ছতি॥
তদা লব্ধবলো দেহং বিরুক্ষেৎ সানিলোঽনলঃ।
অভিভূয় পচত্যন্নং তৈক্ষ্ণ্যাদাশু মুহুর্মুহুঃ॥
পক্বান্নং সততং ধাতূন্ শোণিতাদীন্ পচত্যপি।
তদা দৌর্ব্বল্য মাতঙ্কান্ মৃত্যুঞ্চোপনয়েন্নরম্॥
ভুক্তেঽন্নে লভতে শান্তিং জীর্ণমাত্রে প্রতাম্যতি।
তৃট্‌কাস দাহ মূর্চ্ছাঃ স্যুর্ব্যাধয়োঽত্যগ্নিসম্ভবাঃ॥

মনুষ্যের কফধাতু অতিশয় ক্ষীণ হইলে পিত্ত কুপিত ও বাতানুগত হইয়া স্বীয় উষ্মার দ্বারা অগ্নিস্থানে বল প্রদান করে। এইরূপে জঠরাগ্নি লব্ধবল ও বাতানুগত হইয়া দেহকে বিকৃত করে। উহা তীক্ষ্ণতা প্রযুক্ত অতিশীঘ্র ভুক্তান্নকে জীর্ণ করে। যতবার ও যতপরিমাণেই আহার করা যাউক, ক্ষণমধ্যে সমুদায় ভস্মীভূত হইয়া যায়। ঐ অগ্নি অন্নপাকানন্তর অন্য পাচ্য দ্রব্যের অভাবে রক্তাদি ধাতু সমুদায়কেও পাক করিতে থাকে। এইরূপে রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও নানাবিধ রোগে আক্রান্ত এবং অবশেষে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। এই পীড়ায় রোগী আহার করিলেই ক্ষণিক স্বাস্থ্য অনুভব করে, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই অসহ্য ক্ষুধার যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পড়ে। এই অত্যগ্নিহেতু তৃষ্ণা, কাস, দাহ ও মূর্চ্ছা উপস্থিত হইয়া থাকে।

অজীর্ণস্য বিপ্রকৃষ্টং নিদানম্‌।

অত্যম্বুপানাদ্‌ বিষমাশনাচ্চ
সন্ধারণাৎ স্বপ্নবিপর্য্যয়াচ্চ।
কালেঽপি সাত্ম্যং লঘু চাপি ভুক্ত-
মন্নং ন পাকং ভজতে নরস্য

অধিক জলপান, বহুভোজন, অত্যল্প ভোজন, অনুপযুক্ত সময়ে ভোজন, মলমূত্র ক্ষুধাদির বেগধারণ, দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ এই সকল কারণে অগ্নি বিকৃত হইলে যদি নিয়মিত সময়ে দেহানুকূল লঘু আহার করা যায়, তাহাও পরিপাক প্রাপ্ত হয় না।

আমং বিদগ্ধং বিষ্টব্ধং কফপিত্তানিলৈস্ত্রিভিঃ।
অজীর্ণং কেচিদিচ্ছন্তি চতুর্থং রসশেষতঃ॥

কফপ্রকোপ হেতু আমাজীর্ণ, পিত্ত-প্রকোপহেতু বিদগ্ধাজীর্ণ ও বায়ুপ্রকোপ হেতু বিষ্টব্ধাজীর্ণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেহ কেহ রসশেষাজীর্ণ নামে আর এক প্রকার অজীর্ণ আছে বলিয়া থাকেন। ভুক্তদ্রব্য পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া দ্রব পদার্থরূপে পরিণত হয়, ঐ দ্রব পদার্থের নাম রস, ঐ রস পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া রক্তাদি ধাতুরূপে পরিণত হইয়া থাকে। যদি ঐ রসের সমুদায় অংশ জীর্ণ না হইয়া কিয়দংশ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন হয়। ইহারই নাম রসশেষাজীর্ণ।

অজীর্ণং পঞ্চমং কেচিন্নির্দোষং দিনপাকি চ॥

আহারের মাত্রা, কাল ও সাত্ম্যাদির ব্যতিক্রম হইলে দ্বির্ভোজনকারীর অহোরাত্রে একাহার জীর্ণ হয়। ইহাতে আধ্মানাদি কোন উপদ্রব উপস্থিত হয় না। ইহাও এক প্রকার অজীর্ণ।

বদন্তি ষষ্ঠকাজীর্ণং প্রাকৃতং প্রতিবাসরম্‌।

প্রতিদিবস ভাবী অবিকারক স্বাভাবিক অজীর্ণকেও এক প্রকার অজীর্ণ বলিয়া বর্ণনা করা যায়। অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত ভুক্তান্নের পরিপাক না হয়, সেই পর্য্যন্ত অজীর্ণ। শেষোক্ত দুই প্রকার, বিশেষতঃ সর্ব্বশেষোক্ত অজীর্ণ, রোগ বলিয়া গণ্য নহে।

আমাদীনাং লক্ষণম্‌।

তত্রামে গুরুতোৎক্লেশঃ শোথো গণ্ডাক্ষিকূটগঃ।
উদ্গারশ্চ যথাভুক্ত মবিদগ্ধঃ প্রবর্ত্ততে॥
বিষ্টব্ধে শূল মাধ্মানং বিবিধা বাতবেদনাঃ।
মলবাতাপ্রবৃত্তিশ্চ স্তম্ভো মোহাঙ্গপীড়নম্‌॥
বিদগ্ধে ভ্রমতৃণ্মূর্চ্ছাঃ পিত্তাচ্চ বিবিধা রুজঃ।
উদ্গারশ্চ সধূমাম্লঃ স্বেদো দাহশ্চ জায়তে।
রসশেষেঽন্নবিদ্বেষো হৃদয়াশুদ্ধি গৌরবে॥

আমাজীর্ণে দেহের গুরুতা, বমির বেগ, গণ্ড ও নেত্রগোলকে শোথ ও যথাভুক্ত অবিদগ্ধ (অম্লতাদি ভাব বর্জ্জিত) উদ্গার এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। বিষ্টব্ধাজীর্ণে শূল, উদরাধ্মান, বায়ুকৃত বিবিধ পীড়া, মল ও বায়ুর অনির্গম, স্তব্ধতা, মূর্চ্ছা ও অঙ্গবেদনা এই সকল লক্ষণের প্রকাশ হইয়া থাকে। ভ্রম, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, পৈত্তিক বিকৃতিসমূহ, ধূমবৎ ও অম্ল উদ্গার, স্বেদ ও দাহ এইগুলি বিদগ্ধাজীর্ণের লক্ষণ। রসশেষজ অজীর্ণে অন্নবিদ্বেষ, হৃদয়স্থ দোষের অবিশুদ্ধি ও গুরুতা উপস্থিত হইয়া থাকে।

মূর্চ্ছা প্রলাপো বমথুঃ প্রসেকঃ সদনং ভ্রমঃ।
উপদ্রবা ভবন্ত্যেব মরণং বাপ্যজীর্ণতঃ।

অজীর্ণ হইতে মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বমি, মুখ দিয়া জলস্রাব, অবসন্নতা ও ভ্রম এই সকল উপদ্রব সঞ্জাত হয়। কখন কখন মৃত্যুপর্য্যন্তও সংঘটিত হইয়া থাকে।

অনাত্মবন্তঃ পশুবদ্ ভুঞ্জতে যেঽপ্রমাণতঃ।
রোগানীকস্য তে মূলমজীর্ণং প্রাপ্নুবন্তি হি॥

যে সকল বুদ্ধিহীন ও অতি লোভপরায়ণ ব্যক্তি পশুর ন্যায় হইয়া অপরিমিত আহার করে, তাহারা বহুরোগোৎপাদক অজীর্ণ দ্বারা আক্রান্ত হয়।

অজীর্ণ মামং বিষ্টব্ধং বিদগ্ধঞ্চ যদীরিতম্।
বিসূচ্যলসকৌ তস্মাদ্ ভবেচ্চাপি বিলম্বিকা॥

আম, বিষ্টব্ধ ও বিদগ্ধ এই যে তিন প্রকার অজীর্ণ উল্লিখিত হইল, ইহাদিগের হইতেই বিসূচী, অলসক ও বিলম্বিকা রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বিসূচ্যা নিরুক্তিঃ।

সূচীভিরিব গাত্রাণি তুদন্ সন্তিষ্ঠতেঽনিলঃ।
যস্যাজীর্ণেন সা বৈদ্যৈর্বিসূচীতি নিগদ্যতে॥

যে পীড়ায় বায়ু সূচীর ন্যায় গাত্রে তোদ (বাধনবৎ যাতনা) উৎপাদন করে তাহাকে বিসূচী বা বিসূচিকা পীড়া বলে। এই পীড়ার প্রচলিত বাঙ্গালা নাম ওলাউঠা।

তস্যা নিদানম্।

ন তাং পরিমিতাহারা লভন্তে বিদিতাগমাঃ।
মূঢ়াস্তামজিতাত্মানো লভন্তেঽশনলোলুপাঃ॥

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রজ্ঞ পরিমিতাহারী ব্যক্তিগণের প্রায়ই এই পীড়া হয় না। ভক্ষ্যাভক্ষ্যানভিজ্ঞ,অজিতাত্মা (লোভ সংবরণাক্ষম) আহারলোলুপ ব্যক্তিরাই ইহার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে।

তস্যা লক্ষণম্।

মূর্চ্ছাতিসারৌ বমথুঃ পিপাসা
শূল ভ্রমোদ্বেষ্টন জৃম্ভ দাহাঃ।
বৈবর্ণ্য কম্পৌ হৃদয়ে রুজশ্চ
ভবন্তি তস্যাং শিরসশ্চ ভেদঃ॥

মূর্চ্ছা, অতিসার, বমি, পিপাসা, উদরে শূলবৎ বেদনা, ভ্রম, হস্ত ও পদে খালিধরা, জৃম্ভা, গাত্রদাহ, বিবর্ণতা, কম্প, বক্ষোবেদনা ও শিরঃশূল এইগুলি বিসূচী রোগের লক্ষণ।

তস্যা উপদ্রবাঃ।

নিদ্রানাশোঽরতিঃ কম্পো মূত্রাঘাতো বিসংজ্ঞতা।
অমী উপদ্রবা ঘোরা বিসূচ্যাঃ পঞ্চ দারুণাঃ॥

বিসূচীরোগে নিদ্রানাশ, চিত্তের অনির্ব্বচনীয় অস্বাস্থ্য, কম্প, মূত্রাঘাত ও চেতনালোপ এই পাঁচটী ভয়ঙ্কর উপদ্রব উপস্থিত হয়।

অলসকস্য লক্ষণম্।

কুক্ষিরানহ্যতেঽত্যর্থং প্রতাম্যেৎ পরিকূজতি।
নিরুদ্ধো মারুতশ্চৈব কুক্ষাবুপরি ধাবতি।
বাতবর্চ্চো নিরোধশ্চ যস্যাত্যর্থং ভবেদপি।
তস্যালসক মাচষ্টে তৃষ্ণোদ্গারৌ চ যস্য তু॥

অলসক রোগে কুক্ষিতে অতি কষ্টদায়ক আধ্মান উপস্থিত হয় এবং রোগী যাতনায় আর্ত্তনাদ করে ও কখন কখন মূর্চ্ছিত হয়। অজীর্ণ হেতু অধোনিরুদ্ধ বায়ু কুক্ষির উপরিভাগে হৃদয় ও কণ্ঠাদিতে সঞ্চরণ করে এবং অধোবায়ু ও মলের অত্যন্ত নিরোধ হইয়া থাকে। এই পীড়ায় ভুক্ত আহার অধো বা উর্দ্ধে গমন করিতে না পারিয়া কোষ্ঠে

অলসীভূত হইয়া অবস্থিতি করে বলিয়া ইহাকে অলসক রোগ বলে।

বিসূচ্যলসকয়োররিষ্টলক্ষণম্।

যঃ শ্যাবদন্তৌষ্ঠনখোঽল্পসংজ্ঞো
বম্যর্দ্দিতোঽভ্যন্তরযাতনেত্রঃ।
ক্ষামস্বরঃ সর্ব্ববিমুক্তসন্ধি-
র্যায়ান্নরঃ সোঽপুনরাগমায় ॥

বিসূচী ও অলসক রোগে যদি রোগীর দন্ত, ওষ্ঠ ও নখ শ্যাববর্ণ, সংজ্ঞা লুপ্তপ্রায়, অত্যন্ত বমি, নেত্রদ্বয় কোটরগত, স্বর অতি ক্ষীণ এবং সন্ধি সমস্ত বিমুক্তপ্রায় হয়, তাহা হইলে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য।

বিলম্বিকায়া লক্ষণম্।

দুষ্টন্তু ভুক্তং কফমারুতাভ্যাং
প্রবর্ত্ততে নোর্দ্ধ মধশ্চ যস্য।
বিলম্বিকাং তাং ভৃশদুশ্চিকিৎস্যা-
মাচক্ষতে শাস্ত্রবিদঃ পুরাণাঃ ॥

ভুক্তান্ন কফ ও বায়ুর প্রকোপ হেতু জাতদোষ হইয়া উর্দ্ধ ও অধঃ কোনদিকে নির্গত হইতে না পারিলে তাহাকে বিলম্বিকা রোগ বলা যায়। ইহা অতি দুশ্চিকিৎস্য বা সাংঘাতিক হইয়া থাকে।

অলসকরোগে যেরূপ তীব্র যাতনা উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহাতে তাহা হয় না, কিন্তু ইহা প্রায় মারাত্মক হইয়া থাকে।

অজীর্ণজন্যস্যামস্য কার্য্যান্তরম্।

যত্রস্থ মামং বিরুজেৎ তমেব
দেশং বিশেষেণ বিকারজাতৈঃ।
দোষেণ যেনাবততং শরীরং
তল্লক্ষণৈরামসমুদ্ভবৈশ্চ ॥

অজীর্ণহেতু উৎপন্ন আম (অপক্ক অন্নরস), যখন শরীরের যে স্থানে অবস্থিতি করে, তখন সেই স্থানেই পীড়া উপস্থিত করে। বাতদূষিত দেহে তোদাদি, পিত্তদূষিত দেহে দাহাদি ও কফদূষিত দেহে গৌরবাদির সহিত স্বপ্রভাবকৃত অবিপাক অলসকাদি বিকৃতির উৎপাদন করে।

জীর্ণাহারস্য লক্ষণম্।

উদ্গারশুদ্ধিরুৎসাহো বেগোৎসর্গো যথোচিতঃ।
লঘুতা ক্ষুৎপিপাসা চ জীর্ণাহারস্য লক্ষণম্ ॥

উদ্গারশুদ্ধি (উদ্গারের অম্লত্বাদি রাহিত্য), উৎসাহ, মল মূত্রাদির যথোচিত বেগ ও নির্গম, দেহের লঘুতা এবং ক্ষুধা ও পিপাসার যথোচিত উদয় এইগুলি জীর্ণাহারের লক্ষণ।

অগ্নিমান্দ্যাদীনাং চিকিৎসা।

সারমেতচ্চিকিৎসায়াঃ পরমগ্নেশ্চ পালনম্।
তস্মাদ্ যত্নেন কর্ত্তব্যং বহ্নেস্তু প্রতিপালনম্ ॥
অস্তু দোষশতং ক্রুদ্ধং সন্তু ব্যাধিশতানি চ।
কায়াগ্নিমেব মতিমান্ রক্ষন্ রক্ষতি জীবিতম্ ॥

অগ্নির প্রতিপালন করাই চিকিৎসার সার কর্ম্ম। শত দোষ কুপিত থাকুক, শত শত ব্যাধিই বা উপস্থিত থাকুক, অগ্রে অগ্নিরক্ষায় যত্নবান্ হওয়া উচিত। অগ্নি রক্ষিত হইলেই জীবন রক্ষিত হইবে।

সমস্য রক্ষণং কার্য্যং বিষমে বাতনিগ্রহঃ।
তীক্ষ্ণে পিত্তপ্রতীকারো মন্দে শ্লেষ্মবিশোধনম্ ॥

সমাগ্নির রক্ষা, বিষমাগ্নিতে বায়ুদমন, তীক্ষ্ণাগ্নিতে পিত্তপ্রশমন ও মন্দাগ্নিতে কফ বিশোধন করা কর্ত্তব্য।

হরীতকী তথা শুণ্ঠী ভক্ষ্যমাণা গুড়েন চ।
সৈন্ধবেন যুতা বা স্যাৎ সাতত্যেনাগ্নিদীপনী ॥

হরীতকী ও শুঁঠ গুড় বা সৈন্ধবলবণের সহিত নিত্য সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি হয়।

ব্যোষং দন্তী ত্রিবৃচ্চিত্রং কৃষ্ণা মূলং বিচূর্ণিতম্।
তচ্চূর্ণং গুড়সংমিশ্রং ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থিতঃ॥
এতদ্ গুড়াষ্টকং নাম বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্।
শোথোদাবর্ত্ত শূলঘ্নং প্লীহ পাণ্ড্বাময়াপহম্॥

ত্রিকটু, দন্তীবীজ, তেউড়ীমূল, চিতামূল ও পিঁপুলমূল ইহাদের চূর্ণ গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধি এবং শোথ, উদাবর্ত্ত, শূল, প্লীহা ও পাণ্ডুরোগের শান্তি হয়।

তত্রামে বমনং কার্য্যং বিদগ্ধে লঙ্ঘনং হিতম্।
বিষ্টব্ধে স্বেদনং শস্তং রসশেষে শয়ীত চ॥

আমাজীর্ণে বমন, বিদগ্ধাজীর্ণে লঙ্ঘন, বিষ্টব্ধাজীর্ণে স্বেদন ও রসশেষে অভুক্তাবস্থায় দিবানিদ্রা হিতপ্রদ।

বমনং হ্যলসে পূর্ব্বং লবণেনোষ্ণবারিণা।
স্বেদো বর্ত্তির্লঙ্ঘনঞ্চ ক্রমশশ্চাতোঽগ্নিবর্দ্ধনঃ॥

অলসক রোগে প্রথমতঃ লবণ ও উষ্ণ জল সেবন দ্বারা বমন করাইয়া স্বেদ, বর্ত্তি-প্রয়োগ, লঙ্ঘন ও অগ্নিবর্দ্ধক ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

সরুক্ চানদ্ধমুদরং সম্পিষ্টৈঃ প্রলেপয়েৎ।
দারু হৈমবতী কুষ্ঠ শতাহ্বা হিঙ্গু সৈন্ধবৈঃ॥

উদর স্তব্ধ ও বেদনাযুক্ত থাকিলে দেবদারু, বচ, কুড়, শুল্‌ফা, হিঙ্গু ও সৈন্ধব-লবণ এই সমুদায় দ্রব্য কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া উদরে প্রলেপ দেওয়া কর্ত্তব্য।

তীব্রার্ত্তিরপি নাজীর্ণী পিবেচ্ছূলঘ্নমৌষধম্।
দোষচ্ছন্নোঽনলো নালং পক্তুং দোষৌষধাশনম্॥

অজীর্ণব্যাপ্তকোষ্ঠ ব্যক্তির উদরে অত্যন্ত কামড়ানি থাকিলেও শূলঘ্ন ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ দোষাচ্ছাদিত অগ্নি কি দোষ, কি ঔষধ, কি আহার কিছুই পরিপাক করিতে পারে না।

সৈন্ধবাদিচূর্ণ হিঙ্গ্বষ্টকাগ্নিমুখচূর্ণ ভাস্করলবণ সুকুমারমোদক ত্রিবৃতাদিমোদক লবঙ্গাদ্যমোদক মহৌষধাদিগুড়িকা শার্দ্দূলকাঞ্জিকাগ্নিমুখলবণাদীনি ভেষজানি যথানুপানমাত্রাণি বহ্নিমান্দ্যোঽজীর্ণেষু চ বিবিচ্য দেয়ানি। রামবাণরস অগ্নিতুণ্ড্যমৃতবটী টঙ্গনাদিবটী ক্ষুধাসাগর রস অগ্নিরসাজীর্ণকণ্টকরস অগ্নিকুমাররস হুতাশনরস ভাস্কররস অগ্নিসন্দীপনরস শঙ্খবটী মহাশঙ্খবটী প্রভৃতীন্যপি ভেষজান্যত্র হিতানি।

অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণরোগে সৈন্ধবাদি চূর্ণ, হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ, অগ্নিমুখ চূর্ণ, ভাস্করলবণ, সুকুমারমোদক, ত্রিবৃতাদি মোদক, লবঙ্গাদ্য মোদক, শার্দ্দূলকাঞ্জিক ও অগ্নিমুখ লবণাদি ঔষধ যথোপযুক্ত মাত্রায় উপযুক্ত অনুপানের সহিত বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করিবে। রামবাণ রস, অগ্নিতুণ্ডী বটী, অমৃতবটী, টঙ্গনাদিবটী, ক্ষুধাসাগর রস, অগ্নিরস, অজীর্ণকণ্টক রস, অগ্নিকুমার রস, হুতাসনরস, ভাস্কর রস, অগ্নিসন্দীপন রস, শঙ্খবটী ও মহাশঙ্খবটী প্রভৃতি ঔষধও অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণে বিশেষ উপকার সাধন করে।

দুর্জ্জরং সংত্যজেৎ সর্ব্বং নিশায়ামশনং তথা।
অজীর্ণী মন্দবহ্নিশ্চ ভক্ষয়েৎ সুজরং লঘু॥

অজীর্ণপীড়িত ও মন্দাগ্নিসম্পন্ন ব্যক্তির দুষ্পাচ্য আহার ও নিশাভোজন পরিত্যাগ করিয়া লঘু ও অনায়াস পাচ্য দ্রব্য ভোজন করা কর্ত্তব্য।

বিসূচ্যা বিশেষচিকিৎসা।

অতীসারদশায়াং হি রসচূর্ণেন সংযুতম্।
ফণিফেনং যথামাত্রং প্রযুঞ্জ্যাদ্রোগিণে ভিষক্॥

শরীরে শীততামাপ্তে ক্ষীণতামিন্দ্রিয়ে গতে ।
যথামাত্রং প্রযুঞ্জীত মৃতসঞ্জীবনীং সুধাম্ ॥
কর্পূরবাসিতং তোয়ং তথাতিশীততাং গতম্ ।
তৃষার্ত্তায় মুহুর্দদ্যাদ্ যুক্তিতঃ প্রাণধারণম্ ॥
উদরোর্দ্ধং প্রলিম্পেচ্চ কল্কৈঃ সর্ষপসম্ভবৈঃ ।
তেন বান্তিঃ শমং যাতি রোগী চ সুখমাপ্নুয়াৎ ॥
হিঙ্গু চন্দ্রকণাঃ পিষ্ট্বা ততো রক্তিদ্বয়োন্মিতম্ ।
কাঞ্জিকেন সমং দদ্যাদথবা সীধুসংযুতম্ ॥
শ্রীবাসেন সমভ্যজ্য স্বেদয়েদুদরং শনৈঃ ।
স্বেদেন প্রশমং যাতি বেদনোদরসম্ভবা ॥
গ্রীবায়ামথবা পৃষ্ঠে পিষ্টৈঃ সিদ্ধার্থকৈর্ভিষক্ ।
হিক্কাপ্রশমনার্থায় পৃষ্ঠবংশং প্রলেপয়েৎ ॥
মূত্ররোধ প্রশান্ত্যর্থং স্থলপদ্মস্য পত্রজম্ ।
স্বরসং সিতয়া সার্দ্ধং পায়য়েৎ পরমং হিতম্ ॥
সোরকং বটপত্রীঞ্চ পিষ্ট্বা লিম্পেৎ তথোদরম্ ।
শীতাম্বুঃ পায়য়েৎ তঞ্চ তন্মূত্রকরণং পরম্ ॥
শিরঃশূলে চ শিরসি সিঞ্চেৎ তোয়ং সুশীতলম্ ।
সংজ্ঞাসঞ্জননার্থঞ্চ চরণৌ পরিতাপয়েৎ ॥
কুষ্ঠ সৈন্ধবয়োঃ কল্কঃ চুক্রতৈল সমন্বিতম্ ।
বিসূচ্যাং মর্দ্দয়েৎ কোষ্ণং খল্লীশূল নিবৃত্তয়ে ॥
ত্বকপত্র রাস্নাগুরুশিগ্রু কুষ্ঠৈ-
রম্ল প্রপিষ্টৈঃ সবচা শতাহ্বৈঃ ।
উদ্বর্ত্তনং খল্লি বিসূচিকাঘ্নং
তৈলং বিপক্কঞ্চ তদর্থকারি ॥

বিসূচিকা রোগের অতিসারাবস্থায় রসচূর্ণ ৬।৮ রতি ও অহিফেন অর্দ্ধ রতি একত্র করিয়া সেবন করাইবে। শরীর শীতল ও ইন্দ্রিয় সমস্ত ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইলে উপযুক্ত মাত্রায় মৃতসঞ্জীবনী সুধা প্রয়োজ্য। পিপাসা নিবারণার্থ কর্পূরের জল অথবা বরফ দ্বারা সুশীতল জল প্রদেয়, কারণ বরফ দ্বারা রোগীর আশু তৃষ্ণা নিবারণ ও পীড়ার উপশম হয়। একবারে অধিক পরিমাণে জল না দিয়া মুহুর্মুহুঃ স্বল্প পরিমাণে দেওয়া উচিত। বমন নিবারণার্থ উদরের উর্দ্ধ প্রদেশ সর্ষপ কল্কদ্বারা প্রলিপ্ত করা উচিত। ইহাতে বমির নিবৃত্তি হইয়া রোগী আরাম লাভ করে। হিঙ্গু, কর্পূর ও পিপুল সমভাগে একত্র মর্দ্দন করিয়া তাহা ২ রতি পরিমাণে কাঁজি বা সীধুর সহিত সেবন করাইবে। উদরের বেদনা নিবারণার্থ তার্পিন্ তৈলের স্বেদ দিবে। হিক্কা উপস্থিত হইলে গ্রীবা অথবা পৃষ্ঠদেশে পৃষ্ঠবংশের উপর শ্বেত সর্ষপ বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। মূত্র সঞ্জননার্থ স্থলপদ্ম-পত্রের রস চিনির সহিত সেবন করাইবে এবং সোরা ও পাতরকুচী একত্র বাঁটিয়া উদরে প্রলেপ দিবে। শীতল জল যেমন মূত্রকারক এরূপ আর কিছুই নাই। শিরঃশূল নিবারণার্থ শীতল জলে মস্তক সিক্ত করা উচিত। সংজ্ঞানয়নার্থ পাদদ্বয়ে তাপপ্রদান কর্ত্তব্য। কুড় ও সৈন্ধব লবণ, চুক্র (অভাবে কাঞ্জিক) ও তিলতৈলের সহিত বাঁটিয়া খল্লীস্থানে মর্দ্দন করিলে খল্লী অর্থাৎ খালিধরা নিবারণ হয়। গুড়ত্বক্, তেজপত্র, রাস্না, অগুরু, সজিনাছাল, কুড়, বচ ও শুলফা এই সমুদায় কাঁজির সহিত বাঁটিয়া তদ্দ্বারা মর্দ্দন করিলে খালিধরা নিবারণ হয়। ঐ সমুদায় দ্রব্যের কল্কসহ তিলতৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিলেও খল্লীর শান্তি হয়।

পীতঃ কর্পূররসোঽহরিষ্টো বিসূচ্যাং সততং হিতঃ ।
জলপীত মপামার্গমূলং চৈতাং নিহন্তি চ ॥

কর্পূরারিষ্ট বিসূচী রোগের মহৌষধ। আপাঙ্গের মূল জলের সহিত বাঁটিয়া সেবন করিলেও বিসূচী রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

চূর্ণং শৃঙ্গাটকোদ্ভূতং ছাগেন পয়সা পচেৎ ।
বিসূচ্যাদৌ তদসনং হিতং পরম মুচ্যতে ॥

বিসূচিকা প্রভৃতি পীড়ায় পানিফলচূর্ণ ছাগদুগ্ধের সহিত পাক করিয়া ভক্ষণ কর্ত্তব্য।

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

অরোচকাধিকারঃ।

সনিদানমরোচকমাহ।

বাতাদিভিঃ শোকভয়াতিলোভ
ক্রোধৈর্মনোঘ্নাশন গন্ধরূপৈঃ।
অরোচকাঃ স্যুঃ পরিহৃষ্টদন্তঃ
কষায়বক্ত্রশ্চ মতোঽনিলেন॥

বাতাদিভিস্ত্রয়ঃ সন্নিপাতেনৈকঃ শোকাদিনা আগন্তুরেকঃ। এবং পঞ্চ অরোচকা ভবন্তি। অতিলোভাদহিতস্য সততোপযোগহেতুতয়া দোষ প্রকোপঃ। বাতিকস্য লক্ষণমাহ পরিহৃষ্টদন্ত ইত্যাদি। পরিহৃষ্টদন্ত অম্লভোজনেনৈব পরিহৃষ্টৌ দন্তৌ যস্য সঃ। তথা কষায়বক্তঃ কষায়রসং বক্ত্রং যস্য সঃ।

বায়ু, পিত্ত, কফ, মিলিত দোষত্রয় এবং শোক, ভয়, অতিলোভ, ক্রোধ, অপ্রিয় আহার, অপ্রিয় গন্ধ আঘ্রাণ ও অপ্রিয় রূপ দর্শন এই সকল কারণে অরোচক রোগ জন্মে। অরোচক পাঁচপ্রকার। যথা, বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ ও শোকাদিজ। বাতজ অরোচকে মুখে কষায়রসোৎপত্তি এবং অম্লভক্ষণে যেরূপ দন্তহর্ষ হয়, সেইরূপ হইয়া থাকে।

পিত্তজকফজয়োর্লক্ষণম্।

কট্বম্লমুষ্ণং বিরসঞ্চ পূতি
পিত্তেন বিদ্যাল্লবণঞ্চ বক্ত্রম্।
মাধুর্য্যপৈচ্ছিল্য গুরুত্ব শৈত্য-
স্নিগ্ধত্ব দৌর্গন্ধ্যযুতং কফেন॥

কট্বম্লমিত্যাদিনা বিদ্যাদিত্যন্তেন পৈত্তিকস্য লক্ষণং। ততো লবণঞ্চেত্যাদিনা শ্লৈষ্মিকস্যেতি। পৈচ্ছিল্যং মুখস্যাভ্যন্তরে। স্নিগ্ধত্বং বহিঃ।

পৈত্তিক অরোচকে মুখ কটু, উষ্ণ, বিস্বাদ ও দুর্গন্ধ এবং শ্লৈষ্মিক অরোচকে মুখ লবণ বা মধুরাস্বাদ, পিচ্ছিল, গুরু, শীতল, দুর্গন্ধ ও মুখের বহির্ভাগ চিক্কণ হইয়া থাকে।

হৃচ্ছূল পীড়নযুতং পবনেন পিত্তাৎ
তৃড় দাহ চোষবহুলং সকফপ্রসেকম্।
শ্লেষ্মাত্মকং বহুরুজং বহুভিশ্চ বিদ্যাদ্
বৈগুণ্যমোহজড়তাভিরথাপরঞ্চ॥

হৃচ্ছূলপীড়নযুতং হৃদি শূলেন পীড়নং তেন যুতম্। চোষঃ পার্শ্বস্থিতাগ্নিনেব সন্তাপঃ। বহুভিঃ ত্রিভির্দোষৈঃ। বহুরুজং কথিতবাতাদিরোগযুক্তম্। বৈগুণ্যং মনসো ব্যাকুলত্বম্। জড়তা শূন্যতা। অপরমাগন্তুজম্।

বাতজ অরোচকে হৃদয় শূলপীড়িত, পৈত্তিক অরোচকে তৃষ্ণা, দাহ ও চোষ (পার্শ্বস্থ অগ্নিতাপের ন্যায় তাপানুভব), শ্লৈষ্মিক অরোচকে কফপ্রসেক এবং ত্রিদোষজ অরোচকে উল্লিখিত ত্রিবিধ লক্ষণেরই উদয় হয়। আগন্তুজ অর্থাৎ শোকাদি কারণজাত অরোচকে চিত্তবিক্লব, মোহ ও শূন্যতানুভব এই লক্ষণগুলি উদিত হয়।

আগন্তুজসান্নিপাতিকয়োর্লক্ষণম্।

অরোচকে শোকভয়াতিলোভ-
ক্রোধাদ্যহৃদ্যাশুচিগন্ধজে স্যাৎ।
স্বাভাবিকঞ্চাস্যমথারুচিশ্চ
ত্রিদোষজেনৈকরসং ভবেচ্চ॥

ক্রোধাদীত্যাদিশব্দেন অহৃদ্যয়োরশনগন্ধয়োর্গ্রহণম্। স্বাভাবিকমবিকৃতরসম্। ত্রিদোষজমাহ নৈকরসম্ অনেকরসসাম্যং স্যাদিতি।

শোক, ভয়, অতিলোভ, ক্রোধ, অপ্রিয় আহার, অপ্রিয় রূপদর্শন এবং অপ্রিয় ও অপবিত্র গন্ধ আঘ্রাণ এই সকল কারণজাত অরোচকে মুখের আস্বাদের কোন ব্যতিক্রম

না হইয়াও আহারে অনিচ্ছা থাকে। ত্রিদোষজ অরোচকে মুখে বাতজাদি অরোচকোক্ত সকল প্রকার রসই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কোন কোন গ্রন্থে ভক্তদ্বেষ ও অভক্তচ্ছন্দ নামে আর দুইটী অরোচকরোগের উল্লেখ আছে। উহারা এই পাঁচপ্রকারেরই অন্তর্ভূত হইতে পারে। নিম্নে ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণও লিখিত হইতেছে।

প্রক্ষিপ্তন্তু মুখে চান্নং যত্র ন স্বদতে নরঃ।
অরোচকঃ স বিজ্ঞেয়ো ভক্তদ্বেষমতঃ শৃণু॥
চিন্তয়িত্বা তু মনসা দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা চ ভোজনম্।
দ্বেষমায়াতি চেজ্জন্তুর্ভক্তদ্বেষঃ স উচ্যতে॥
কুপিতস্য ভয়ার্ত্তস্য তথা ভক্তবিরোধিনঃ।
যত্র নান্নে ভবেচ্ছ্রদ্ধা সোঽভক্তচ্ছন্দ উচ্যতে॥

ন স্বদতে অন্নস্য মিষ্টতাং ন প্রাপ্নোতি তদন্নং মিষ্টং ন লগতীতি যাবৎ।

মুখে প্রক্ষিপ্ত অন্নের স্বাদুতা অনুভব না করাকে অরোচক বলে। অন্নের দর্শন, স্পর্শন বা চিন্তাতেও যদি দ্বেষ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে ভক্তদ্বেষ বলা যায়। আর কুপিত, ভয়ার্ত্ত ও আহার নিগ্রহকারী ব্যক্তির অন্নে অশ্রদ্ধা হওয়াকে অভক্তচ্ছন্দ বলে।

অরোচকস্য চিকিৎসা।

বস্তিং সমীরণে পিত্তে বিরেকং বমনং কফে।
কুর্য্যাদ্ধৃদ্যানুকূলানি হর্ষণঞ্চ মনোঘ্নজে॥

বাতিক অরোচকে বস্তিক্রিয়া, পৈত্তিকে বিরেচন, শ্লৈষ্মিকে বমন এবং অপ্রিয় ভোজনাদিজাত অরোচকে হৃদ্য, অনুকূল ও হর্ষণাদি ক্রিয়া ও অভীপ্সিত অন্নপ্রদানাদি কর্ত্তব্য।

ভোজনাগ্রে সদা পথ্যং লবণার্দ্রকভক্ষণম্।
রোচনং দীপনং বহ্নের্জিহ্বাকণ্ঠবিশোধনম্॥

প্রত্যহ দিবাভোজনের পূর্ব্বে লবণ ও আদা ভক্ষণ করিলে রুচির উৎপত্তি, অগ্নির দীপ্তি এবং জিহ্বা ও কণ্ঠের বিশুদ্ধি হয়।

কুষ্ঠং সৌবর্চ্চলাজাজীশর্করামরিচং বিড়ম্।
ধাত্র্যেলাপদ্মকোশীরপিপ্পল্যশ্চন্দনোৎপলম্॥
লোধ্রং তেজোবতী পথ্যা ত্র্যূষণং সযবাগ্রজম্।
আর্দ্রদাড়িমনির্য্যাসশ্চাজাজী শর্করা তথা॥
সতৈলমাক্ষিকাস্ত্বেতে চত্বারঃ কবড়গ্রহাঃ।
চতুরোঽরোচকান্ হন্যুর্বাতাদ্যেকজসর্ব্বজান্॥

কুড়, সচললবণ, জীরা, চিনি, মরিচ ও বিটলবণ। আমলা, এলাইচ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, পিঁপুল, চন্দন ও উৎপল। লোধ, চঁই, হরীতকী, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ ও যবক্ষার। কচিদাড়িমের রস, জীরা ও চিনি। এই চারিটী যোগ মধু ও তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে বাতজ, পিত্ত, কফজ ও ত্রিদোষজ অরোচকের শান্তি হয়।

ত্বঙ্মুস্তমেলাধান্যানি মুস্তমামলকং ত্বচঃ।
দারু চ দার্ব্বী যমানী চ পিপ্পল্যস্তেজবত্যপি॥
যমানী তিন্তিড়ীকঞ্চ পঞ্চৈতে মুখশোধনাঃ।
শ্লোকপাদৈরভিহিতাঃ সর্ব্বারোচকনাশনাঃ॥

গুড়ত্বক্, মুতা, এলাইচ ও ধন্যাচূর্ণ। মুতা, আমলা ও গুড়ত্বক্ চূর্ণ। গুড়ত্বক, দারুহরিদ্রা ও যমানীচূর্ণ। পিঁপুল ও চঁইচূর্ণ। তেঁতুল ও যমানীচূর্ণ। এই পাঁচপ্রকার যোগ জিহ্বায় ঘর্ষণ করিলে মুখ বিশুদ্ধ ও সকল প্রকার অরুচি নিবারণ হয়।

কারব্যজাজী মরিচং দ্রাক্ষা বৃক্ষাম্ল দাড়িমম্।
সৌবর্চ্চলং গুড়ঃক্ষৌদ্রং সর্ব্বারোচকনাশনম্॥

কৃষ্ণজীরা, জীরা, মরিচ, দ্রাক্ষা, বৃক্ষাম্ল, দাড়িম, সচললবণ, গুড় ও মধু এই সমস্ত

মুখে ধারণ করিলে সকল প্রকার অরোচকের শান্তি হয়।

বিট্‌চূর্ণমধুসংযুক্তো রসো দাড়িমসম্ভবঃ।
অসাধ্যামপি সংহন্যাদরুচিং বক্ত্রধারিতঃ॥

বিটলবণ, মধু ও দাড়িমের রস একত্র করিয়া মুখে ধারণ করিলে অরুচি নিবারণ হয়।

তিন্তিড়ীপানকঞ্চাপি রসালা রসকেশরী।
ভেষজান্যেবমাদীনি প্রয়োজ্যান্যরুচৌ গদে॥

এই পীড়ায় তিন্তিড়ীপানক, রসালা ও রসকেশরী ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োজ্য।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অতিসারাধিকারঃ।

অতিসারস্য বিপ্রকৃষ্টং নিদানম্ ।

গুর্ব্বতিস্নিগ্ধ রুক্ষোষ্ণ দ্রবস্থূলাতি শীতলৈঃ।
বিরুদ্ধাধ্যাশনাজীর্ণৈ র্বিষমৈশ্চাপি ভোজনৈঃ॥
স্নেহাদ্যৈরতি যুক্তৈশ্চ মিথ্যাযুক্তৈ র্বিষৈর্ভয়ৈঃ।
শোকাদ্ দুষ্টাম্বু মদ্যাতিপানৈঃ সাত্ম্যর্ত্তু পর্য্যয়ৈঃ॥
জলাভিরমণৈ র্বেগবিঘাতৈঃ ক্রিমিদোষতঃ।
নৃণাং ভবত্যতীসারো লক্ষণং তস্য বক্ষ্যতে॥

ত্রিবিধ গুরু (স্বভাব গুরু, সংস্কার গুরু ও মাত্রা গুরু), অতিশয় স্নিগ্ধ, অতিরুক্ষ, অতিক্ষুদ্র, অতিস্থূল, অসম্যক্ পিষ্ট গোধূমাদি, অতি শীতল দ্রব্য ভোজন, বিরুদ্ধ (সংযুক্ত দুগ্ধ মৎস্যাদি) আহার, ভুক্ত আহারের পরিপাকের পূর্ব্বেই পুনর্ব্বার আহার, আমাদি অজীর্ণ পীড়া, অপরিমিত, হীনমাত্রা বা অসময়ে ভোজন, স্নেহাদির অতিযোগ, অবিধিপ্রযুক্ত বিষ, ভয়, শোক, সদোষ জলপান, অধিক মদ্যপান, অনভ্যস্ত ও দেহের প্রতিকূল আহার, বিহার ও ঋতু বিরুদ্ধ ব্যবহার, জলক্রীড়া, মলমূত্রাদির বেগধারণ ও ক্রিমিদোষ হেতু অতীসার রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে।

তস্য পূর্ব্বরূপম্ ।

হৃন্নাভি পায়ূদর কুক্ষিতোদ
গাত্রাবসাদানিল সন্নিরোধাঃ।
বিট্‌সঙ্গ আধ্মান মথাবিপাকো
ভবিষ্যতস্তস্য পুরঃসরাণি॥

অতিসার রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে হৃদয়, নাভি, গুহ্যদেশ, উদর ও কুক্ষিদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা, দেহের অবসন্নতা ও ভুক্তান্নের অপরিপাক এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

তস্য সম্প্রাপ্তিঃ।

সংশম্যাপাং ধাতুরগ্নিং প্রবৃদ্ধঃ
শকৃন্মিশ্রো বায়ুনাধঃ প্রণুন্নঃ।
সরত্যতীবাতিসারং তমাহু-
র্ব্যাধিং ঘোরং ষড়্‌বিধং তং বদন্তি॥

মল, মূত্র ও স্বেদ প্রভৃতি দ্রব ধাতু সমস্ত প্রবৃদ্ধ হইয়া জঠরাগ্নিকে তেজোহীন করিয়া পুরীষ সংমিশ্রিত ও বায়ুর দ্বারা অধঃ প্রেরিত হইয়া অতিসৃত অর্থাৎ প্রবলরূপে নিঃসৃত হয়। এই ভয়ানক ব্যাধির নাম অতিসার।

একৈকশঃ সর্ব্বশশ্চাপি দোষৈঃ
শোকেনান্যঃ ষষ্ঠ আমেন চোক্তঃ॥

অতিসার ছয় প্রকার। যথা, বাতাতিসার, পিত্তাতিসার, কফাতিসার, সন্নিপাতাতিসার, শোকজ অতিসার ও আমাতিসার।

বাতিকস্য তস্য লক্ষণম্।

অরুণং ফেনিলং রূক্ষ মল্পমল্পং মুহুর্মুহুঃ।
শকৃদামং সরুক্ শব্দং মারুতেনাতিসার্য্যতে।

বাতাতিসারে ঈষৎ রক্তবর্ণ, সফেন ও রূক্ষ আমযুক্তপুরীষ, গুহ্যদেশে বেদনা ও শব্দ উৎপাদন করিয়া মুহুর্মুহুঃ অল্প অল্প নির্গত হইতে থাকে।

পৈত্তিকস্য লক্ষণম্।

পিত্তাৎ পীতং হরিতং লোহিতং বা
তৃষ্ণা মূর্চ্ছা দাহ পাকোপপন্নম্।

পিত্তাতিসারে পীত, হরিত বা লোহিত বর্ণ মল নিঃসৃত হয়। ইহাতে তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, দাহ ও গুহ্যদেশের পাক এই সকল লক্ষণও সংঘটিত হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিকস্য লক্ষণম্।

শুক্লং সান্দ্রং সকফং শ্লেষ্মণা তু
বিস্রং শীতং হৃষ্টরোমা মনুষ্যঃ।

কফাতিসারে শুক্লবর্ণ, ঘন, কফমিশ্রিত, আমগন্ধি ও শীতল মল নিঃসরণ এবং রোগীর রোমাঞ্চ হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিকস্য লক্ষণম্।

বরাহ স্নেহ মাংসাম্বুসদৃশং সর্ব্বরূপিণম্।
কৃচ্ছ্রসাধ্য মতীসারং বিদ্যাদ্দোষত্রয়োদ্ভবম্।

সন্নিপাতাতিসারে শূকরমজ্জা বা মাংস প্রক্ষালন জলের ন্যায় রূপবিশিষ্ট মল নির্গত হয়। অধিকন্তু ইহাতে উল্লিখিত বাতিকাদি ত্রিবিধ অতিসারেরই লক্ষণ উপস্থিত থাকে। সান্নিপাতিক অতিসার অতি কষ্টসাধ্য ব্যাধি।

শোকজস্য লক্ষণম্।

তৈস্তৈর্ভাবৈঃ শোচতোঽল্পাশনস্য
বাষ্পোষ্মা বৈ বহ্নিমাবিশ্য জন্তোঃ
কোষ্ঠং গত্বা ক্ষোভয়েৎ তস্য রক্তং
তচ্চাধস্তাৎ কাকণন্তীপ্রকাশম্।
নির্গচ্ছেদ্ বৈ বিড়্বিমিশ্রং হ্যবিড়্বা
নির্গন্ধং বা গন্ধবদ্ বাতিসারঃ।
শোকোৎপন্নো দুশ্চিকিৎস্যোঽতিমাত্রং
রোগো বৈদ্যৈঃ কষ্ট এষ প্রদিষ্টঃ।

ধন ও বান্ধবাদি নাশহেতু শোকাকুল ও অল্পাহারী ব্যক্তির নেত্রাদিজল সহিত শোকজ উষ্মা কোষ্ঠগত হইয়া জঠরাগ্নিকে মন্দীভূত ও রক্তকে ক্ষোভিত করে। গুঞ্জাফলসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট রক্ত মলসংযুক্ত ও দুর্গন্ধ অথবা মলরহিত ও নির্গন্ধ হইয়া গুহ্যপথ দিয়া নির্গত হয়। এই শোকোৎপন্ন অতিসার অতিকষ্টদায়ক ও দুশ্চিকিৎস্য।

আমাতিসারস্য লক্ষণম্।

অন্নাজীর্ণাৎ প্রদ্রুতাঃ ক্ষোভয়ন্তঃ
কোষ্ঠং দোষা ধাতুসঙ্ঘান্ মলাংশ্চ।
নানাবর্ণং নৈকশঃ সারয়ন্তি
শূলোপেতং ষষ্ঠমেনং বদন্তি।

ভুক্তদ্রব্য অজীর্ণ হইলে বাতাদি দোষত্রয় অনৈসর্গিক ভাবে কোষ্ঠগত হইয়া মল ও ধাতু সমূহকে ক্ষোভিত করে। ইহাতে বারংবার বহু বর্ণের ভেদ হইতে থাকে এবং উদরে অতিশয় কামড়ানি উপস্থিত হয়।

রক্তাতিসারস্য লক্ষণম্।

পিত্তকৃন্তি যদাত্যর্থং দ্রব্যাণ্যশ্নাতি পৈত্তিকে।
তদোপজায়তেঽভীক্ষ্ণং রক্তাতিসার উল্বণঃ।

পৈত্তিক অতিসারে পিত্তকর দ্রব্য অতিরিক্ত পরিমাণে নিরন্তর আহার করিলে প্রবল রক্তাতিসার রোগ উৎপন্ন হয়।

সর্ব্বাতীসারাণামামপক্কাবস্থয়োর্লক্ষণম্।

সংসৃষ্ট মেভির্দোষৈস্ত ন্যস্তমপস্ববসীদতি।
এতান্যেব তু লিঙ্গানি বিপরীতানি যস্য বৈ।
লাঘবঞ্চ বিশেষেণ তস্য পক্কং বিনির্দ্দিশেৎ॥
পক্কজাম্ববসঙ্কাশং যকৃৎখণ্ডনিভং তনুম্।

উল্লিখিত বাতাদি দোষকৃত অতিসারে পুরীষ যে পর্য্যন্ত অতিশয় দুর্গন্ধ ও পিচ্ছিল থাকে এবং জলে নিক্ষিপ্ত হইলে ডুবিয়া যায় না, তাবৎ তাহাকে আমাতিসার বলা যায়। যখন ইহার বিপরীত লক্ষণ উপস্থিত হয় অর্থাৎ মল বিশেষ দুর্গন্ধ রহিত, অপিচ্ছিল ও জলে নিক্ষিপ্ত হইলে নিমগ্ন হয় এবং কোষ্ঠ ও দেহের লঘুতা উপস্থিত হয়, তখন অতিসারকে পক্কাতিসার বলে।

অতিসারস্যারিষ্ট লক্ষণম্।

ঘৃততৈল বসামজ্জ বেসবার পয়ো দধি॥
মাংসধাবনতোয়াভং কৃষ্ণং নীলারুণপ্রভম্।
কর্ব্বুরং মেচকং স্নিগ্ধং চন্দ্রকোপগতং ঘনম্॥
কুণপং মস্তলুঙ্গাভং সুগন্ধি কথিতং বহু।
তৃষ্ণাদাহতমঃ শ্বাস হিক্কা পার্শ্বাস্থি শূলিনম্॥
সংমূর্চ্ছারতি সম্মোহযুক্তং পক্কবলীগুদম্।
প্রলাপযুক্তঞ্চ ভিষগ্ বর্জ্জয়েদতিসারিণম্॥
অসংবৃত্ত গুদং ক্ষীণং দুরাধ্মাত মুপদ্রুতম্।
গুদে পক্কে গতোষ্মাণ মতিসারকিণং ত্যজেৎ॥
শ্বাসশূল পিপাসার্ত্তং ক্ষীণং জ্বর নিপীড়িতম্।
বিশেষেণ নরং বৃদ্ধ মতীসারো বিনাশয়েৎ॥

অতিসারে মল পক্ক জামফলের ন্যায় বর্ণযুক্ত, যকৃৎসদৃশ কৃষ্ণ লোহিতবর্ণ, ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা, পিষ্ট, নিরস্থি মাংসপিণ্ড, দুগ্ধ, দধি অথবা মাংসপ্রক্ষালন জলতুল্য, কৃষ্ণ, নীল বা অরুণবর্ণ, পাংশুবর্ণ, রক্তবর্ণ, চিক্কণ, ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় চন্দ্রকযুক্ত, ঘন, শবগন্ধবিশিষ্ট, সুগন্ধি, ক্লিন্নগন্ধ (পচাদ্রব্যের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত) ও বহুপরিমিত হইলে রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত। তৃষ্ণা, দাহ, অন্ধকার প্রবেশবৎ জ্ঞান, শ্বাস, হিক্কা, পার্শ্বশূল, অস্থিশূল, মূর্চ্ছা, অসুস্থচিত্ততা, চিত্তবিভ্রম, গুহ্য ও বলীর পাক ও প্রলাপ এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইলে পীড়া অবশ্য সাংঘাতিক: গুহ্যসংবরণাক্ষম, ক্ষীণদেহ, অতিশয় আধ্মানযুক্ত, শোথাদি উপদ্রবে উপদ্রুত, গুহ্যপাক পীড়িত ও নিরুষ্মদেহ অতিসারীর মৃত্যু নিশ্চিত। শ্বাস, শূল, তৃষ্ণা, ক্ষীণতা ও জ্বর দ্বারা পীড়িত বিশেষতঃ ঐ সকল লক্ষণযুক্ত বৃদ্ধ অতিসারী, কদাচ মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না।

প্রবাহিকায়াঃ সম্প্রাপ্তিঃ।

বায়ুঃ প্রবৃদ্ধো নিচিতং বলাশং
নুদত্যধস্তাদহিতাশনস্য।
প্রবাহতোঽল্পং বহুশো মলাক্তং
প্রবাহিকাং তাং প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ॥

অহিতাহারী ব্যক্তির বায়ু প্রকুপিত হইয়া সঞ্চিত কফকে অধঃ প্রেরণ করে। ইহাতে রোগীকে অতিশয় কুন্থন প্রদান করিতে হয় এবং ঐ কফ মলের সহিত অতি অল্প অল্প করিয়া বারংবার নিঃসৃত হইয়া থাকে। ইহাকেই প্রবাহিকা দোষ

বলে। ইহার প্রচলিত বাঙ্গালা নাম আমাশয়ের পীড়া।

প্রবাহিকা বাতকৃতা সশূলা
পিত্তাৎ সদাহা সকফা কফাচ্চ।
সশোণিতা শোণিতসম্ভবা চ
তাঃ স্নেহরুক্ষ প্রভবা মতাস্ত॥
তাসামতীসার বদাদিশেচ্চ
লিঙ্গং ক্রমঞ্চাম বিপক্কতাঞ্চ॥

বায়ুকৃত প্রবাহিকায় উদরে অত্যন্ত কামড়ানি, পিত্তকৃত প্রবাহিকায় গাত্র ও গুহ্যের দাহ, কফজন্য প্রবাহিকায় মল অতিশয় কফযুক্ত এবং রক্তমিশ্রিত থাকে। প্রবাহিকা রোগ স্নেহ ও রুক্ষ এই উভয়ের যুগপৎ সেবন হেতু উৎপন্ন হয়। প্রবাহিকারোগের অন্যান্য লক্ষণ আমপক্ক লক্ষণ ও চিকিৎসাবিধি অতিসার রোগের ন্যায় জানিবে।

অতিসারমুক্তস্য লক্ষণম্।

যস্তোচ্চারং বিনা মূত্রং সম্যগ্ বায়ুশ্চ গচ্ছতি।
দীপ্তাগ্নে র্লঘুকোষ্ঠস্য স্থিতস্তস্যোদরাময়ঃ॥

যাহার মল নিঃসরণ ব্যতিরেকে প্রস্রাব ও সম্যক্ প্রকারে অধোবায়ু নির্গত হয় এবং অগ্নিপ্রদীপ্ত ও কোষ্ঠ ভারহীন হয়, তাহাকে অতিসার মুক্ত বলিয়া জানিবে।

অতিসারস্য চিকিৎসা।

আমে বিলঙ্ঘনং শস্তমাদৌ পাচনমেব চ।
কার্য্যঞ্চানশনস্যান্তে প্রদ্রবং লঘু ভোজনম্॥

অতিসারের আমাবস্থায় প্রথমতঃ লঙ্ঘন ও পাচক ঔষধ ব্যবস্থেয়। লঙ্ঘনান্তে মণ্ড, পেয়া ও যবাগূ প্রভৃতি দ্রব পেয়। মণ্ডাদি ভিন্ন অন্য দ্রব অর্থাৎ দুগ্ধাদি, অতিসারে নিতান্ত নিষিদ্ধ।

একং হি লঙ্ঘনং ত্যক্ত্বা বলিনোঽন্যন্ন ভেষজম্।
পক্ত্বা তন্নিখিলান্ দোষাংস্ত্বরয়া শময়েদ্ গদম্॥

অতিসার রোগে বলবান্ ব্যক্তির পক্ষে লঙ্ঘন ভিন্ন অন্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর কিছুই নাই। লঙ্ঘন দ্বারা সমুদায় দোষের পরিপাক হইয়া ঐ পীড়ার শান্তি হয়।

হ্রীবের শৃঙ্গবেরাভ্যাং মুস্ত পর্পটকেন বা।
মুস্তোদীচ্য শৃতং বাপি তোয়ং দেয়ং পিপাসবে॥

অতিসারে পিপাসা নিবারণার্থ বালা ও শুঁঠ, মুতা ও ক্ষেতপাপড়া অথবা মুতা ও বালা এই ত্রিবিধ যোগের অন্যতম কাথ পেয়।

যুক্তেঽন্নকালে ক্ষুৎক্ষামং লঘূন্যন্নানি ভোজয়েৎ॥

ক্ষুধাপীড়িত রোগীকে আহারকালে লঘু অন্ন ভোজন করাইবে।

ঔষধৈঃ সিদ্ধপেয়া লাজানাং শক্তবোঽপাতি-সারহিতা বস্ত্রপ্রস্রুতমণ্ডঃ পেয়া চ মসূরযূষশ্চ।

ধান্যপঞ্চক ও পঞ্চকোলাদি সিদ্ধ পেয়া, খইচূর্ণ, বস্ত্র পরিস্রুত মণ্ড ও মসূরযূষ এই সকল পথ্য ব্যবস্থেয়।

ন তু সংগ্রহণং দদ্যাৎ পূর্ব্বমামাতিসারিণে।
দোষা হ্যাদৌ রুধ্যমানা জনয়ন্ত্যাময়ান্ বহূন্॥
শোথপাণ্ড্বাময়প্লীহ কুষ্ঠ গুল্মোদর জ্বরান্।
দণ্ডকালসকাধ্মান গ্রহণ্যর্শো গদাংস্তথা॥

অতিসারের আমাবস্থায় প্রথমতঃ ধারক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ ধারক ঔষধ দ্বারা দোষ সকল রুদ্ধ হইয়া শোথ, পাক, প্লীহা, কুষ্ঠ, গুল্ম, উদরী, জ্বর, দণ্ডক, অলসক, আধ্মান, গ্রহণী ও অর্শঃ প্রভৃতি বিবিধ রোগের উৎপাদন করিতে পারে।

ক্ষীণধাতুবলার্ত্তস্য বহুদোষোঽতিনিঃসৃতঃ।
আমোঽপি স্তম্ভনীয়ঃ স্যাৎ পাচনান্মরণং ভবেৎ॥

ক্ষীণ ধাতু ও দুর্ব্বল রোগীর বহু দোষ-সম্পন্ন ও অতিনিঃসৃত আমাতিসারও স্তম্ভনীয়। এরূপ অবস্থায় পাচক ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগীর মৃত্যু সম্ভাবনা।

স্তোকং স্তোকং বিবদ্ধং বা সশূলং যোঽতিসার্য্যতে।
অভয়াপিপ্পলী কল্কৈঃ সুখোষ্ণৈস্তং বিপাচয়েৎ॥

অতিসারে অল্প অল্প বদ্ধ মল নির্গত হইলে ও উদরের কামড়ানি থাকিলে হরীতকী ও পিঁপুল বাঁটিয়া ঈষৎ উষ্ণ করিয়া সেবন করাইবে।

ধান্যপঞ্চকং ধান্যচতুষ্কঞ্চ।

ধান্যকং নাগরং মুস্তং বালকং বিল্বমেব চ।
আমশূল বিবন্ধঘ্নং পাচনং বহ্নিদীপনম্‌॥
ইদং ধান্যচতুষ্কং স্যাৎ পৈত্তে শুণ্ঠীং বিনা পুনঃ॥

ধন্যা, শুঁঠ, মুতা, বালা ও বেলশুঁঠ ইহাদের কাথপানের আম, শূল ও বিবন্ধ নিবারিত হইয়া দোষের পরিপাক ও অগ্নির দীপ্তি হয়। ইহাকে ধান্যপঞ্চক কাথ বলে। পিত্তাতিসারে শুঁঠ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট চারি দ্রব্যের কাথ প্রয়োজ্য। উহার নাম ধান্যচতুষ্ক কাথ।

নাগরাতিবিষামুস্তৈরথবা ধান্যনাগরৈঃ।
তৃষ্ণাশূলাতিসারঘ্নং পাচনং দীপনং লঘু॥

শুঁঠ, আতইচ ও মুতা অথবা ধন্যা ও শুঁঠ ইহাদের কাথ পানে তৃষ্ণা ও শূল সহিত অতিসারের শান্তি হয়।

পক্বোঽসকৃদতীসারো গ্রহণী মার্দ্দবাদ্‌ যদা।
প্রবর্ত্ততে তদা কার্য্যঃ ক্ষিপ্রং সাংগ্রাহিকো বিধিঃ॥

গ্রহণীনাড়ীর মৃদুতাবশতঃ পক্কাতীসারে যখন বারংবার ভেদ হইতে থাকে, তখন অতি শীঘ্র ধারক ঔষধ প্রয়োজ্য।

কঞ্চটাদিঃ।

কঞ্চট দাড়িম জম্বু শৃঙ্গাটক পত্র হ্রীবেরম্‌।
জলধরনাগর সহিতং গঙ্গামপি বেগিনীং রুন্ধ্যাৎ॥

কাঁচড়া, দাড়িম, জাম ও পানিফল ইহাদের পত্র, বালা, মুতা ও শুঁঠ ইহাদের কাথাদি সেবন করিলে অতি প্রবল অতিসারের শান্তি হয়।

কুটজাদিঃ।

কুটজং দাড়িমং মুস্তং ধাতকী বিল্ব বালকম্‌।
লোধ্র চন্দন পাঠাশ্চ কষায়ং মধুনা পিবেৎ॥
সামে শূলে চ রক্তে চ পিচ্ছাস্রাবে চ শস্যতে।
কুটজাদিরিতি খ্যাতঃ সর্ব্বাতীসারনাশনঃ॥

ইন্দ্রযব, দাড়িমফলের ত্বক্‌, মুতা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, বালা, লোধ, রক্তচন্দন ও আকনাদি ইহাদের কাথ মধুর সহিত পান করিলে আম, শূল, রক্তস্রাব ও মলের পিচ্ছিলতা নিবারিত হয়।

বৎসকাদিঃ।

সবৎসকঃ সাতিবিষঃ সবিল্বঃ
সোদীচ্য মুস্তশ্চ কৃতঃ কষায়ঃ।
সামে সশূলে সহ শোণিতে চ
চিরপ্রবৃত্তোঽপি হিতোঽতিসারে॥

ইন্দ্রযব, আতইচ, বেলশুঁঠ, বালা ও মুতা ইহাদের কাথ পানে আম, শূল ও রক্তস্রাব নিবারণ হয়। দীর্ঘকালোৎপন্ন অতিসারেও ইহা দ্বারা উপকার দর্শে।

কৃত্বালবালং সুদৃঢ়ং পিষ্টৈরামলকৈর্ভিষক্‌।
আর্দ্রকস্বরসেনাথ পূরয়েন্নাভিমণ্ডলম্‌।
নদীবেগোপমং ঘোর মতিসারং বিনাশয়েৎ॥

আমলা বাঁটিয়া রোগীর নাভির চতুর্দ্দিকে বৃত্তাকারে আলি দিয়া তন্মধ্য ভাগ আদার রসে পূর্ণ করিবে। ইহাতে অতিপ্রবৃত্ত অতিসারও নিবৃত্ত হয়।

তথা জাতীফলং পিষ্ট্বা নাভৌ দত্ত্বাৎ প্রলেপনম্‌।
দুর্নিবার মতীসারং বারয়ত্যনিবারিতম্‌॥

জায়ফল বাঁটিয়া নাড়িতে প্রলেপ দিলে প্রবল অতিসারের শান্তি হয়।

আম্রস্য বল্কলং পিষ্টং কাঞ্জিকেন প্রযত্নতঃ।
নাভিং সংলেপয়েত্তেন কল্কেন মতিমান্‌ ভিষক্‌॥
নদীবেগোপমং ঘোর মতীসারং নিবারয়েৎ॥

কাঁজির সহিত আমছাল বাঁটিয়া নাভি-দেশে প্রলেপ দিলে অতি প্রবল অতীসারেরও শান্তি হয়।

বিশ্বচূতাস্থিনির্য্যূহঃ পীতঃ সক্ষৌদ্র শর্করঃ।
নিহন্ত্যাচ্ছর্দ্দ্যতীসারং বৈশ্বানর ইবাহুতিম্‌॥

বেলশুঁঠ ও আমকেশী ইহাদের ক্বাথ মধু ও চিনির সহিত পান করিলে অতীসার ও তাহার উপদ্রব ও বমির নিবৃত্তি হয়।

পটোল যব ধন্যাক ক্বাথ পেয়ঃ সুশীতলঃ।
শর্করা মধু সংযুক্তশ্ছর্দ্দ্যতীসার নাশনঃ॥

পটোলপত্র, যব ও ধন্যা ইহাদের ক্বাথ করিয়া চিনি ও মধুর সহিত পান করিলে অতীসার ও বমির নিবৃত্তি হয়।

জাতীফলং ত্রিদশপুষ্প সমন্বিতঞ্চ
জীরঞ্চ টঙ্গনযুতং মুনিভিঃ প্রণীতম্‌।
এতানি মাক্ষিকসিতাসহিতানি লীঢ়া
আমাতিসারমখিলং গুরু মাশু হন্তি॥

জায়ফল, লবঙ্গ, জীরা ও সোহাগার খই ইহাদের চূর্ণ একত্র করিয়া মধু ও চিনির সহিত অবলেহ করিলে প্রবল আমাতিসারের শান্তি হয়।

পীত্বাহিফেনং ছাগেন দুগ্ধেন রক্তিকোন্মিতম্‌।
অতীসারং নদীবেগং সুঘোরং ত্বরয়া জয়েৎ॥
অহিফেনাতিযোগেন নাতিসারো নিবর্ত্ততে।
কিন্তস্য বহুভির্যোগৈর্ম্মা মৃতো মৃত এব সঃ॥

১ রতি পরিমিত অহিফেন ছাগদুগ্ধে গুলিয়া পান করিলে প্রবল বেগসম্পন্ন অতীসার শীঘ্র প্রশমিত হয়। অহিফেন একবারে অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে উপকার হয় না বরং অপকারই হইয়া থাকে। কিন্তু অতি অল্প মাত্রায় পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

কুটজদাড়িমকষায়ঃ।

কষায়ো মধুনা পীত স্ত্বচো দাড়িম বৎসকাৎ।
সদ্যো জয়েদতীসারং সরক্তং দুর্নিবারকম্‌॥

কচি দাড়িম ফলের ত্বক্‌ ও কুড়চিমূলের ছাল ইহাদের ক্বাথ মধুর সহিত পান করিলে দুর্ব্বার্য্য রক্তাতিসার শীঘ্র নিবৃত্ত হয়।

গুড়বিল্বম্‌।

গুড়েন খাদিতং বিল্বং রক্তাতীসারনাশনম্‌।
আমশূল বিবন্ধঘ্নং কুক্ষিরোগ বিনাশনম্‌॥

গুড়ের সহিত দগ্ধবিল্বশস্য ভক্ষণ করিলে রক্তাতিসার, আমশূল, বিবন্ধ ও কুক্ষিরোগ নিবারিত হয়।

জম্বাম্রামলকীনাস্তু পল্লবানথ কুট্টয়েৎ।
সংগৃহ্য স্বরসং তেষামজাক্ষীরেণ যোজয়েৎ॥
তং পিবেন্মধুনা যুক্তং রক্তাতিসারনাশনম্‌॥

জাম, আম ও আমলকীর কচি পত্র একত্র ছেঁচিয়া তাহার রস ছাগদুগ্ধ ও মধুর সহিত পান করিলে রক্তাতীসারের শান্তি হয়।

বিল্বং ছাগপয়ঃ সিদ্ধং সিতা মোচরসান্বিতম্।
কলিঙ্গচূর্ণ সংযুক্তং রক্তাতিসারনাশনম্॥

বেলশুঁঠ ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা ও জল ৬৪ তোলা একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উহাতে চিনি, মোচরস ও ইন্দ্রযব ইহাদের মিলিত চূর্ণ ৪ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে রক্তাতিসারের শান্তি হইয়া থাকে।

পীত্বা শতাবরীকল্কং পয়সা ক্ষীরভুগ্ জয়েৎ।
রক্তাতিসারং পীত্বা'বা তয়া সিদ্ধং ঘৃতং নরঃ॥

দশমূলী দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া সেবন করিলে কিংবা ঘৃতের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেই ঘৃত পান করিলে রক্তাতিসারের শান্তি হয়।

কুটজস্য পলং গৃহ্য অষ্টভাগ জলে শৃতম্।
তথৈব বিপচেদ্ ভূয়ো দাড়িমোদক সংযুতম্॥
যাবচ্চৈব লসীকাভং শৃতং তদুপকল্পয়েৎ।
তস্যার্দ্ধকর্ষং তক্রেণ পিবেদ্রক্তাতিসারবান্।
অবশ্যমরণীয়োঽপি মৃত্যোর্যাতি ন গোচরম্॥

কুড়চিমূলের ছাল ১ পল, জল ৮ পল শেষ ১ পল। কচি দাড়িমফলের রস অভাবে দাড়িমফলের ত্বকের ক্বাথ ১ পল। এই উভয় একত্র পাক করিয়া অবলেহবৎ ঘন করিবে। এই ঔষধ অর্দ্ধ তোলা বা ১ তোলা মাত্রায়, তক্রের সহিত সেবন করিলে দুর্নিবার রক্তাতিসারের শান্তি হয়।

কল্কস্তিলানাং কৃষ্ণানাং শর্করা ভাগসংযুতঃ।
আজেন পয়সা পীতঃ সদ্যো রক্তং নিযচ্ছতি॥

নিস্ত্বক্ কৃষ্ণতিল ২ তোলা বাঁটিয়া তাহার সহিত চিনি অর্দ্ধ তোলা মিশ্রিত করিয়া সমুদায়, ছাগদুগ্ধে গুলিয়া পান করিলে সদ্যঃ রক্তাতিসার নিবৃত্ত হয়।

বিল্বাব্দ ধাতকী পাঠাশুণ্ঠীমোচরসাঃ সমাঃ।
পীতা রুন্ধন্ত্যতীসারং গুড়তক্রেণ দুর্জ্জয়ম্॥

বেলশুঁঠ, মুতা, ধাইফুল, আকনাদি, শুঁঠ ও মোচরস এই সমুদায় সমভাগে লইয়া, গুড় ও তক্রের সহিত সেবন করিলে দুর্জ্জয় অতীসারের শান্তি হয়।

প্রবাহিকায়াম্।

বালং বিল্বং গুড়ং তৈলং পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্।
লিহ্যাদ্ বাতে প্রতিহতে সশূলঃ সপ্রবাহিকঃ॥

প্রবাহিকারোগে কচি বেলের শস্য গুড়, তিলতৈল, পিঁপুল ও শুঁঠ এই কয়েক দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পীড়া ও তদুপদ্রব শূলের নিবৃত্তি হয়।

পয়সা পিপ্পলীকল্কঃ পীতো বা মরিচোদ্ভবঃ।
ত্র্যহাৎ প্রবাহিকাং হন্তি চিরকালানুবন্ধিনীম্॥

পিঁপুল অথবা মরিচ ২ মাষা বাঁটিয়া ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে দীর্ঘকাল সঞ্চিত প্রবাহিকারও শান্তি হইয়া থাকে।

দধ্না সসারেণ সমাক্ষিকেণ
ভুঞ্জীত নিশ্চারক পীড়িতস্তু।
সুতপ্ত কুপ্যক্কথিতেন বাপি
ক্ষীরেণ পীতেন মধুপ্লুতেন॥

সার সহিত দধি ও মধু অথবা তাম্রপাত্রে সিদ্ধ ছাগদুগ্ধ ও মধু একত্র সেবন করিলে প্রবাহিকার নিবৃত্তি হয়।

নিশ্চারকে সরক্তে তু ক্রিয়া রক্তাতিসারজিৎ।
কর্ত্তব্যা ভিষজা বীক্ষ্য দোষমগ্নিং বলং বয়ঃ॥

রক্তপ্রবাহিকায় রোগীর রোগোৎপাদক দোষ, বল ও বয়ঃক্রম বিবেচনা করিয়া রক্তাতিসারের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

নারায়ণচূর্ণ বৃহদ্গঙ্গাধরচূর্ণ কুটজলেহ কুটজাষ্টকাদীনি ভেষজানি ছাগদুগ্ধাদ্যনুপানানি যথামাত্রাণি অতীসারাদৌ দেয়ানি।

অতীসারাদি রোগে নারায়ণচূর্ণ, বৃহৎ গঙ্গাধরচূর্ণ, কুটজলেহ ও কুটজাষ্টক প্রভৃতি ঔষধ ছাগদুগ্ধাদি অনুপানের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োজ্য।

অমৃতার্ণবরস জাতীফলরসাভয়নৃসিংহরসানন্দভৈরবরস কর্পূররসাদয়োঽপ্যণুবটিকা অত্র হিতাঃ।

অমৃতার্ণবরস, জাতীফলরস, অভয়নৃসিংহরস, আনন্দভৈরব রস, কর্পূররস প্রভৃতি ঔষধও অতীসারাদি রোগে বিশেষ উপকারক।

অতিসারেঽপি পথ্যাদি জ্ঞেয়ং সর্ব্বমজীর্ণবৎ ॥

অতীসাররোগে অজীর্ণের ন্যায় পথ্যাদি জানিবে।

স্নানাবগাহাবভ্যঙ্গং গুরু স্নিগ্ধ দ্রবাশনম্।
ব্যায়ামমগ্নিসন্তাপমতিসারী বিবর্জয়েৎ ॥

এই পীড়ায় স্নান, অবগাহন, তৈলাদি মর্দ্দন, ব্যায়াম, অগ্নিসন্তাপ এবং গুরু, স্নিগ্ধ ও দ্রব দ্রব্য আহার করা নিতান্ত নিষিদ্ধ।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

গ্রহণীরোগাধিকারঃ।

তত্র গ্রহণীরোগস্য সম্প্রাপ্তিঃ সংখ্যাদি।

অতিসারে নিবৃত্তেঽপি মন্দাগ্নেরহিতাশিনঃ।
ভূয়ঃ সংদূষিতো বহ্নির্গ্রহণীমভিদূষয়েৎ ॥
একৈকশঃ সর্ব্বশশ্চ দোষৈরত্যর্থমূর্চ্ছিতৈঃ।
সা দুষ্টা বহুশো ভুক্তমামমেব বিমুঞ্চতি ॥
পক্বং বা সরুজং পূতি মুহুর্ব্বদ্ধং মুহুর্দ্রবম্।
গ্রহণীরোগমাহুস্তমায়ুর্ব্বেদবিদো জনাঃ ॥
অপিশব্দাদজাতাতিসারস্যাপি গ্রহণীরোগঃ স্যাৎ।

অতীসাররোগ নিবৃত্তি পাইলে পক্বাশয়স্থ অগ্নি পুনঃ প্রদীপ্ত হইবার পূর্ব্বে কুপথ্য করিলে ঐ অগ্নি পুনরায় অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া গ্রহণীনামা নাড়ীকে দূষিত করে, সেই দূষিত গ্রহণী নাড়ী, অতি বর্দ্ধিত পৃথক অথবা মিলিত দোষের দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে গ্রহণীনামক ব্যাধি উৎপন্ন হয়। অতিসাররোগ না হইয়াও প্রথমতঃই স্বহেতুবশতঃ গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হইতে পারে। এই রোগে বহুল পরিমাণে পক্ব ও অপক্ব আহার, মলদ্বার হইতে নির্গত হয় এবং রোগী ক্ষণে বদ্ধ ক্ষণে দ্রব ও দুর্গন্ধ মল বারবার কষ্টের সহিত ত্যাগ করে। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক এবং সান্নিপাতিক ভেদে গ্রহণীরোগ চারি প্রকার হইয়া থাকে।

তস্য পূর্ব্বরূপম্।

পূর্ব্বরূপস্তু তস্যেদং তৃষ্ণালস্যং বলক্ষয়ঃ।
বিদাহোঽন্নস্য পাকশ্চ চিরাৎ কায়স্য গৌরবম্ ॥

গ্রহণীরোগ হইবার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত লক্ষণ দৃষ্ট হয়, যথা শরীরের গুরুত্ব, অলসতা, তৃষ্ণা, বলক্ষয় এবং আহারের বিদগ্ধতা ও বিলম্বে পরিপাক।

বাতজায়া গ্রহণ্যা নিদানং সম্প্রাপ্তির্লক্ষণঞ্চ।

কটুতিক্তকষায়াতিরূক্ষ সংদুষ্টভোজনৈঃ।
প্রমিতানশনাত্যধ্ব বেগনিগ্রহমৈথুনৈঃ ॥
মারুতঃ কুপিতো বহ্নিং সংছাদ্য কুরুতে গদান্।
তস্যান্নং পচ্যতে দুঃখং শুক্তপাকং খরাঙ্গতা ॥
কণ্ঠাস্যশোষঃ ক্ষুত্তৃষ্ণা তিমিরং কর্ণয়োঃ স্বনঃ।
পার্শ্বে রুবঙ্ক্ষণগ্রীবারুগভীক্ষ্ণং বিসূচিকা ॥

হৃৎপীড়া কার্শ্য দৌর্ব্বল্য বৈরস্যং পরিকর্ত্তিকা।
গৃদ্ধিঃ সর্ব্বরসানাঞ্চ মনসঃ সদনস্তথা॥
জীর্ণে জীর্য্যতি চাধ্মানং ভুক্তে স্বাস্থ্যমুপৈতি চ।
স বাতগুল্মহৃদ্রোগপ্লীহাশঙ্কী চ মানবঃ॥
চিরাদ্দুঃখং দ্রবং শুষ্কং তন্বামং শব্দফেনবৎ।
পুনঃ পুনঃ সৃজেদ্বর্চ্চঃ কাসশ্বাসার্দ্দিতোঽনিলাৎ॥

অতিশয় কটু, তিক্ত, কষায়, রুক্ষ ও সংদুষ্টভোজন, অল্পাহার, উপবাস, অতিশয় পথশ্রম, মলমূত্রাদির বেগধারণ এবং মৈথুন দ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া অগ্নিকে আচ্ছাদিত করতঃ বাতগ্রহণী রোগ উৎপাদন করে। বাতগ্রহণীরোগে অন্ন অতিকষ্টে পরিপাক পায়, অথবা অম্লপাক হয়, অন্ন জীর্ণ হইলে কিংবা পরিপাককালে আধ্মান উপস্থিত হয় এবং আহার করিলে স্বাস্থ্যবোধ হয়। ঊর্দ্ধ ও অধোদ্বারা অপক্ক অন্নের প্রবর্ত্তন হয় এবং অল্পপরিমাণে বারংবার ফেনাযুক্ত অপক্ক মল বিলম্বে কষ্টের সহিত ত্যাগ হয়। মল, কখন শুষ্ক, কখন দ্রব এবং গুহ্যদ্বারে কর্ত্তনবৎ পীড়া অনুভব হয়। রোগীর মানসিক অবসাদ, মুখশোষ, মুখবৈরস্য, তৃষ্ণা, ক্ষুধাবোধ, এবং মধুরাদি ষড়্‌রসে স্পৃহা হয়। হৃদয়, পার্শ্ব, উরু, বঙ্ক্ষণ এবং গ্রীবাতে নিরন্তর বেদনা থাকে, মন্দদৃষ্টি ও কর্ণে শব্দবোধ হয়, শরীর কর্কশ, কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। বাতগ্রহণীগ্রস্ত রোগী সর্ব্বদা বাতগুল্ম, হৃদ্রোগ ও প্লীহার আশঙ্কা করে এবং কণ্ঠশোষ কাস ও শ্বাসদ্বারা প্রপীড়িত হয়।

পিত্তজায়াস্তস্যা নিদানং সম্প্রাপ্তির্লক্ষণঞ্চ।

কট্বজীর্ণবিদাহ্যম্লক্ষারাদ্যৈঃ পিত্তমুল্বণম্।
আপ্লাবয়দ্ধন্ত্যনলং জলং তপ্তমিবানলম্॥
সোঽজীর্ণং নীলপীতাভং পীতাভঃ সার্য্যতে দ্রবম্।
পূত্যম্লোদ্গারহৃৎকণ্ঠ দাহারুচিতৃড়র্দ্দিতঃ॥

কটু, অজীর্ণ, বিদাহি, অম্ল, ক্ষার, লবণ, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণদ্রব্য সেবন দ্বারা পিত্ত প্রবৃদ্ধ হইয়া প্রতপ্তজলের ন্যায় অগ্নিকে নষ্ট করতঃ পৈত্তিক গ্রহণীরোগ উৎপন্ন করে, ইহাতে রোগীর তৃষ্ণা, অরুচি, দুর্গন্ধ ও অম্ল উদ্গার এবং কণ্ঠে ও হৃদয়ে দাহ, নীল ও পীতবর্ণ অজীর্ণ দ্রব মল ত্যাগ হয় এবং শরীর পীতবর্ণ হইয়া যায়।

শ্লেষ্মজায়াস্তস্যা নিদানং সম্প্রাপ্তির্লক্ষণঞ্চ।

গুর্ব্বতিস্নিগ্ধশীতাদি ভোজনাদতিভোজনাৎ।
ভুক্তমাত্রস্য চ স্বপ্নাদ্ধন্ত্যগ্নিং কুপিতঃ কফঃ॥
তস্যান্নং পচ্যতে দুঃখং হৃল্লাসচ্ছর্দ্দ্যরোচকাঃ।
আস্যোপদেহমাধুর্য্যং কাস ষ্ঠীবন পীনসাঃ॥
হৃদয়ং মন্যতে স্ত্যান মুদরং স্তিমিতং গুরু।
দুষ্টো মধুর উদ্গারঃ সদনং স্ত্রীষ্বহর্ষণম্॥
ভিন্নামশ্লেষ্মসংসৃষ্টগুরুবর্চ্চঃপ্রবর্ত্তনম্।
অকৃশস্যাপি দৌর্ব্বল্যমালস্যঞ্চ কফাত্মকে।

অতিশয় গুরু, স্নিগ্ধ, শীতল, পিচ্ছিল ও মধুরাদি দ্রব্য ভোজন, অতিভোজন এবং ভোজনমাত্রেই শয়ন দ্বারা কফ কুপিত হইয়া অগ্নিকে নষ্ট করিতঃ শ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগ উৎপন্ন করে। শ্লৈষ্মিক গ্রহণীতে আহার কষ্টে পরিপাক হয়। মুখে লেপবোধ ও মধুর রস অনুভব হয়। উদর স্তিমিত অর্থাৎ নিশ্চলভাবে থাকে এবং হৃল্লাস, বমি, অরুচি ও বিকৃত মধুর উদ্গার হয়। আম ও শ্লেষ্মাযুক্ত, গুরু বিভিন্নমলের প্রবর্ত্তন এবং শরীরের অকৃশতা সত্ত্বেও দুর্ব্বলতা অনুভব হয়। ঘন ও দ্রব শ্লেষ্মাদ্বারা হৃদয় পূরিত

বোধ এবং নাসিকা হইতে স্রাব, নিষ্ঠীবন ও কাস হয়। রোগীর গাত্রগুরুতা, অঙ্গবসাদ, অলসতা এবং স্ত্রীতে বিদ্বেষ জন্মে।

ত্রিদোষজায়া নিদানং সম্প্রাপ্তিশ্চ।

পৃথগ্বাতাদিনির্দ্দিষ্ট হেতু লিঙ্গসমাগমে।
ত্রিদোষং নির্দ্দিশেদেবং তেষাং বক্ষ্যামি ভেষজম্‌ ॥

উপরি উক্ত বাতজাদি গ্রহণীর লক্ষণ সমূহ একত্র মিলিত হইলে তাহাকে সান্নিপাতিক গ্রহণী কহা যায়।

সংগ্রহগ্রহণ্যা লক্ষণম্‌।

অন্ত্রকূজনমালস্যং দৌর্ব্বল্যং সদনং তথা।
দ্রবং শীতং ঘনং স্নিগ্ধং সকটীবেদনং শকৃৎ ॥
আমং বহুশপৈচ্ছিল্যং সশব্দং মন্দবেদনম্‌।
পক্ষান্মাসাদ্দশাহাদ্বা নিত্যং বাপ্যথ মুঞ্চতি ॥
দিবাপ্রকোপো ভবতি রাত্রৌ শান্তিং ব্রজেচ্চ সা।
দুর্ব্বিজ্ঞেয়া দুশ্চিকিৎস্যা চিরকালানুবন্ধিনী।
সা ভবেদামবাতেন সংগ্রহগ্রহণী মতা ॥

এক্ষণে সংগ্রহনামক গ্রহণীরোগের লক্ষণ কথিত হইতেছে। সংগ্রহগ্রহণীতে অন্ত্রকূজন অর্থাৎ উদরমধ্যে অব্যক্ত শব্দ, আলস্য, দুর্ব্বলতা, কটিবেদনা ও অঙ্গাবসাদ হয় এবং রোগী দ্রব, ঘন, শীতল, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল ও বহুপরিমিত অপক্ক মল, শব্দ ও মন্দ মন্দ বেদনার সহিত ত্যাগ করে। এই রোগ মাসান্তর, পক্ষান্তর, দশাহানন্তর অথবা নিতাই প্রবর্ত্তমান হয় অর্থাৎ উপরি উক্ত নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ থাকিয়া পরে অতিসার হয়। ইহা দিবাতে প্রকোপপ্রাপ্ত হয় ও রাত্রিতে শান্ত থাকে। আম এবং বায়ুদ্বারা এই রোগের উৎপত্তি হয়। অতিশয় দুর্ব্বিজ্ঞেয়, দুশ্চিকিৎসনীয় ও দীর্ঘকালস্থায়ী।

ঘটীযন্ত্রাখ্যস্য গ্রহণীরোগস্য লক্ষণম্‌।

প্রসুপ্তিঃ পার্শ্বয়োঃ শূলং তথা জলঘটিধ্বনিঃ।
তং বদন্তি ঘটীযন্ত্রমসাধ্যং গ্রহণীগদম্‌ ॥

জলঘটিধ্বনিঃ, অধোমুখীকৃতায়া জলঘট্যা জলনিঃসরণে যথা ধ্বনিঃ, তথা মলনির্গমনসময়ে ধ্বনির্ভবতি।

ঘটীযন্ত্রনামে আর একপ্রকার গ্রহণীরোগ আছে। ইহাতে মলনির্গমন সময়ে অধোমুখে স্থাপিত জলপূর্ণ ঘটীর জলনিঃসরণের শব্দের ন্যায় শব্দ হইয়া থাকে এবং নিদ্রাধিক্য ও পার্শ্বশূল এই লক্ষণদ্বয় বর্ত্তমান থাকে। এই পীড়া অসাধ্য।

বালো জীবতি যত্নেন যুবা জীবতি বা ন বা।
বৃদ্ধস্তু গ্রহণীরোগান্ন জীবতি ন জীবতি ॥

গ্রহণী অতি কঠিন রোগ। ইহাতে আক্রান্ত হইলে বালক বিশেষ যত্নে রক্ষা পায়, যুবা আরোগ্যলাভ করিতে পারে কি না সন্দেহ, কিন্তু বৃদ্ধের মৃত্যু নিশ্চয়।

গ্রহণ্যাশ্চিকিৎসা।

গ্রহণীমাশ্রিতং দোষ মজীর্ণবদুপাচরেৎ।
অতীসারোক্তবিধিনা তস্যামঞ্চ বিপাচয়েৎ ॥

গ্রহণীগত রোগে অজীর্ণের ন্যায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য। অতীসারোক্ত নিয়মানুসারে অর্থাৎ লঙ্ঘন পাচনাদি দ্বারা গ্রহণী দোষের পরিপাক করিবে।

শরীরানুগতে সামে রসে লঙ্ঘন পাচনম্‌।
বিশুদ্ধামাশয়ায়াস্মৈ পঞ্চকোলাদিভির্যুতম্‌ ॥
দদ্যাৎ পেয়াদি লঘ্বন্নং পুনর্যোগাংশ্চ দীপনান্‌ ॥

শরীরে আমরস সঞ্চিত থাকিলে লঙ্ঘন ও পাচন ব্যবস্থা করিবে। তদ্দ্বারা আমাশয়

শুদ্ধি হইলে পঞ্চকোলাদিযুক্ত পেয়া ও লঘু অন্ন প্রভৃতি এবং অগ্নিকারক ঔষধ প্রদান করিবে।

গ্রহণীদোষিণাং তক্রং দীপনং গ্রাহি লাঘবাৎ।
পথ্যং মধুরপাকিত্বান্নচ পিত্তপ্রকোপণম্॥
কষায়োষ্ণবিকাশিত্বাদ্ রৌক্ষ্যাচ্চৈব কফে হিতম্।
বাতে স্বাদ্বম্ল সান্দ্রত্বাৎ সদ্যস্ক মবিদাহি তৎ॥

গ্রহণীরোগে তক্র লঘুতাপ্রযুক্ত অগ্নিদীপ্তিকারক, গ্রাহী ও সুপথ্য। পরিপাকে মধুররস হয় বলিয়া ইহা পিত্তপ্রকোপক নহে। কষায়, উষ্ণ, বিকাশী ও রুক্ষ বলিয়া কফ শান্তি করে এবং স্বাদু, অম্ল ও ঘন বলিয়া বায়ু দমন করে। সদ্যোজাত তক্র হিতকারী, ইহা বিদাহী নহে।

কপিত্থবিল্বচাঙ্গেরী তক্রদাড়িমসাধিতা।
যবাগূঃ পাচয়ত্যামং শকৃৎ সংবর্ত্তয়ত্যপি॥
সংবর্ত্তয়তি ঘনীকরোতি।

কয়েতবেল, বেলশুঁঠ, আমরুল, দাড়িম ও তক্র এই সমুদায়ের দ্বারা প্রস্তুত যবাগূ পান করিলে আম পরিপক্ক এবং মল ঘনীভূত হয়।

নাগরং চিত্রকং চব্যং মুস্তকং বিল্বদাড়িমৌ।
যমানীং ক্বাথয়িত্বা চ সৈন্ধবেন পিবেদ্ গদী॥

শুঁঠ, চিতামূল, চঁই, মুতা, বেলশুঁঠ, দাড়িমের খোলা ও যমানী এই সমুদায়ের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া, সৈন্ধবলবণের সহিত সেবন করিলে গ্রহণীরোগের শান্তি হয়।

হরীতকী যমানী চ সৈন্ধবঞ্চ তথা বিড়ম্।
তক্রেণ সাধিতঃ কল্ক ইত্যেষাং বহ্নিদীপনঃ॥
আধ্মানাপহরঃ শ্রেষ্ঠঃ কাসশ্বাসনিসূদনঃ।
কোষ্ঠশুদ্ধিকরশ্চাপি গ্রহণীগদনাশনঃ॥

হরীতকী, যমানী, সৈন্ধব ও বিটলবণ এই সমুদায় দ্রব্য, ঘোলের সহিত বাঁটিয়া সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি, আধ্মান নিবারণ, কোষ্ঠশুদ্ধি এবং কাস, শ্বাস ও গ্রহণীরোগের শান্তি হয়।

জিম্পাকস্য রসং বাপি নিম্বুকস্যাপি বা তথা।
পিবেৎ সলবণং নিত্যং গ্রহণীগদশান্তয়ে॥

প্রত্যহ পাতি বা কাগজি লেবুর রস সৈন্ধবলবণের সহিত সেবন করিলে গ্রহণীরোগের শান্তি হয়।

মুস্তকাতিবিষাবিল্বং কৌটজং সূক্ষ্মচূর্ণিতম্।
মধুনা চ সমালীঢ়ং নাশয়েদ্ গ্রহণীগদম্॥

মুতা, আতইচ, বেলশুঁঠ ও কুড়চিছাল এই সমুদায়ের সূক্ষ্ম চূর্ণ মধুর সহিত অবলেহ করিলে গ্রহণীর শান্তি হয়।

শ্বেতো বা যদি বা রক্তঃ সুপক্বো গ্রহণীগদঃ।
গুড়েনাধিকসর্জ্জেন ভক্ষিতেনাশু নশ্যতি॥

শ্বেত বা সরক্ত গ্রহণীর নিরামাবস্থায় কিঞ্চিৎ গুড়ের সহিত অধিক পরিমাণে ধূনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পীড়ার শান্তি হয়।

অতিসারোক্তভৈষজ্যৈর্নিরামাং গ্রহণীং জয়েৎ॥

গ্রহণীরোগের পক্বাবস্থায় অতিসারনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

চিত্রকাখ্যা চ গুড়িকা চূর্ণং গঙ্গাধরাভিধম্।
পাঠাদ্যঞ্চ লবঙ্গাদ্যং চূর্ণমাম্রামকাঞ্জিকম্॥
গুড়ঃ কল্যাণকো নাম পিপ্পল্যাদ্যাসবস্তথা।
মোদকোঽগ্নিকুমারাখ্যঃ শ্রীকামেশ্বরমোদকঃ॥
জাতীফল্যাদ্যা বটিকা রসশ্চাগ্নিকুমারকঃ।
নৃপবল্লভনামা চ রসোঽভ্রবটিকা তথা॥
রসপর্পটিকা চাপি তথা বিজয়পর্পটী।
পঞ্চামৃতাভিধা চাপি লৌহপর্পটিকা তথা॥
যো গ্রহণীকপাটাখ্যো রসঃ স পরমো হিতঃ।
এতান্যেব তথান্যানি ভেষজান্যত্র যোজয়েৎ॥

গ্রহণীরোগে বিবেচনাপূর্ব্বক চিত্রকগুড়িকা, গঙ্গাধরচূর্ণ, পাঠাদ্যচূর্ণ, লবঙ্গাদ্য চূর্ণ,

আম্রামকাঞ্জিক, কল্যাণগুড়, পিপ্পল্যাদি আসব, অগ্নিকুমার মোদক, জাতীফলাদ্যা বটিকা, রসপর্পটী, বিজয়পর্পটী, পঞ্চামৃত পর্পটী, লৌহপর্পটী ও গ্রহণীকপাট রস ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োজ্য।

সুজরং দীপনং বহ্নেরন্নং পানঞ্চ নিত্যশঃ।
সেবেত মতিমানত্র বিপরীতং বিবর্জ্জয়েৎ॥

গ্রহণীরোগে সুপাচ্য ও অগ্নিবর্দ্ধক অন্ন ও পানীয় সেব্য। ইহার বিপরীত বর্জ্জনীয়।

গ্রহণ্যাং পথ্যাপথ্যানি।

শালিং প্রত্নং মসূরঞ্চ যবং মাংসরসং তথা।
মদ্গুরঞ্চ তথা শৃঙ্গীং তক্রং বিল্বঞ্চ দাড়িমম্॥
শৃঙ্গাটকং ছাগদুগ্ধং বার্ত্তাকুঞ্চ কসেরুকম্।
গ্রহণীগদবান্ নিত্যং ভুঞ্জীতৈবং বিধানি চ॥

গ্রহণীরোগে পুরাতন শালি, মসুর, যব, ছাগাদির মাংসের যূষ, মাগুর ও শৃঙ্গীমৎস্য, বার্ত্তাকু, তক্র, ছাগদুগ্ধ, বেল, দাড়িম, পানিফল ও কেশুর প্রভৃতি সুপথ্য।

দিবাস্বপ্নং সুরাং তীক্ষ্ণাং রাত্রৌ জাগরণং তথা।
গুরু চান্নমভিষ্যন্দি যত্নতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

পান, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, তীক্ষ্ণ সুরা এবং গুরু ও অভিষ্যন্দি ভোজন এই সমস্ত সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অম্লপিত্তাধিকারঃ।

বিরুদ্ধ দুষ্টান্ন বিদাহি পিত্ত-
প্রকোপি পানান্নভুজো বিদগ্ধম্।
পিত্তং স্বহেতুপচিতং পুরা যৎ
তদম্লপিত্তং প্রবদন্তি সন্তঃ॥

যে ব্যক্তি বিরুদ্ধ অর্থাৎ একত্র সংযুক্ত দুগ্ধমৎস্যাদি, বিকৃতিপ্রাপ্ত, অম্লগুণযুক্ত, বিদাহক ও পিত্তপ্রকোপক পানাহারে রত হয়, তাহার যথাযথ কারণ হেতু পূর্ব্ব হইতে সঞ্চিত পিত্ত বিদগ্ধ হইয়া অম্লপিত্ত নামে অভিহিত হয়।

অম্লপিত্তস্য লক্ষণম্।

অবিপাকক্লমোৎক্লেশ তিক্তাম্লোদ্গার গৌরবৈঃ।
হৃৎকণ্ঠদাহারুচিভিশ্চাম্লপিত্তং বদেদ্ ভিষক্॥

ভুক্তান্নের অপরিপাক, শ্রান্তিবোধ, তিক্ত ও অম্ল উদ্গার, দেহভার, বক্ষঃ ও কণ্ঠের জ্বালা এবং অরুচি এইগুলি অম্লপিত্ত পীড়ার লক্ষণ।

তৃড়্দাহমূর্চ্ছা ভ্রমমোহকারি
প্রয়াত্যধো বা বিবিধপ্রকারম্।
হৃল্লাসকোঠানল সাদ হর্ষ-
স্বেদাঙ্গপীতত্বকরং কদাচিৎ॥

অম্লপিত্তরোগে তৃষ্ণা, দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, বিপরীত জ্ঞান, নানাবর্ণের মলভেদ (সর্ব্বত্র ভেদ হয় না) এবং কখন কখন বমির বেগ, গাত্রে কোঠোৎপত্তি, অগ্নিমান্দ্য, রোমাঞ্চ, ঘর্ম্মোদ্গম ও অঙ্গের পীততা এই সকল লক্ষণও উপস্থিত হয়। ইহাকে অধোগ অম্লপিত্ত বলা যায়।

বান্তং হরিৎ পীতকনীলকৃষ্ণ-
মারক্তরক্তাভ মতীব চাম্লম্।
মাংসোদকাভং ত্বতিপিচ্ছিলাভং
শ্লেষ্মানুজাতং বিবিধং রসেন॥

এই পীড়ায় অনেকস্থলে হরিত, পীত, নীল, কৃষ্ণ, আরক্ত অথবা রক্তবর্ণ, অত্যন্ত অম্ল, মাংসজলসদৃশ, অতি পিচ্ছিল, কফসংসৃষ্ট কটু তিক্তাদি বিবিধ রসযুক্ত বমি হইয়া থাকে। ইহাকে ঊর্দ্ধগ অম্লপিত্ত বলা যায়।

অম্লপিত্তস্যাবস্থাবিশেষঃ।

ভুক্তে বিদগ্ধে ত্বথবাপ্যভুক্তে
করোতি তিক্তাম্লবমিং কদাচিৎ।
উদ্গারমেবংবিধমেব কণ্ঠ-
হৃৎকুক্ষিদাহং শিরসো রুজং বা॥
করচরণদাহমৌষ্ণ্যং মহতীমরুচিং জ্বরঞ্চ কফপিত্তম্।
জনয়তি কণ্ডূমণ্ডলপিড়কাশতনিচিতগাত্র রোগচয়ম্॥

ভুক্ত দ্রব্য বিদগ্ধ হইলে এবং কখন কখন অভুক্তাবস্থাতেও তিক্ত বা অম্লবমি হয় এবং ঐরূপ তিক্ত, অম্ল উদ্গারোদ্গম, বক্ষঃ ও কণ্ঠজ্বালা ও শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়।

হস্তপদে দাহ, দেহের উষ্ণতা, অত্যন্ত অরুচি, পিত্তশ্লেষ্ম লক্ষণাক্রান্ত জ্বর এবং গাত্রে কণ্ডূ, মণ্ডলাকার চিহ্নোদ্গম, নানাপ্রকার পিড়কা এবং অপরিপাক ও ক্লমাদি নানা পীড়া এই সকল উপদ্রবও হইয়া থাকে।

রোগোঽয়মম্লপিত্তাখ্যো যত্নাৎ সংসাধ্যতে নবঃ।
চিরোত্থিতো ভবেদ্ যাপ্যঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যঃ স কস্যচিৎ॥

এই অম্লপিত্ত রোগ অচিরোৎপন্ন হইলে বিশেষ যত্ন দ্বারা তাহার প্রতীকার করা যাইতে পারে। দীর্ঘকালোৎপন্ন রোগ প্রায় যাপ্য হয়, কিন্তু বিশেষ নিয়মের বাধ্য হইয়া চলিলে কদাচিৎ কৃচ্ছ্রসাধ্য ও সাধ্য হইতে পারে।

সানিলং সানিল কফং সকফং তচ্চ লক্ষয়েৎ।
দোষলিঙ্গেন মতিমান্ ভিষঙ্মোহকরং হি তৎ॥

অম্লপিত্ত রোগ বাতসংসৃষ্ট, শ্লেষ্মসংসৃষ্ট ও বাতশ্লেষ্মসংসৃষ্ট এই তিন প্রকার হইয়া থাকে। ঐ তিন প্রকারের লক্ষণ বিশেষ করিয়া অবগত হওয়া আবশ্যক। কারণ অধোগ অম্লপিত্তকে অতীসার ও ঊর্দ্ধগ অম্লপিত্তকে বমন রোগ বলিয়া চিকিৎসকের ভ্রম হইতে পারে।

কম্পপ্রলাপ মূর্চ্ছাশিমিচিমি গাত্রাবসাদ শূলানি।
তমসো দর্শন বিভ্রম প্রমোহ হর্ষাস্ত্বনিলকোপাৎ॥
কফনিষ্ঠীবন গৌরব জড়তারুচি শীতসাদবমি লেপাঃ॥
দহনবলসাদঃ কণ্ডূ নিদ্রা চিহ্নং কফানুগে ভবতি।
উভয়মিদমেব চিহ্নং মারুত কফসম্ভবে ভবত্যম্লে॥

বাতপ্রকোপযুক্ত অম্লপিত্তে কম্প, প্রলাপ, মূর্চ্ছা, ঝিনঝিনী, দেহের অবসন্নতা, শূল, অন্ধকারদর্শন, ভ্রম, জ্ঞানবৈপরীত্য ও রোমাঞ্চ, কফানুগত অম্লপিত্তে কফনিষ্ঠীবন, দেহের গুরুতা ও জড়তা, অরুচি, শীতানুভব, অবসন্নতা, বমি, মুখে কফলিপ্ততা, অগ্নিমান্দ্য, গাত্রে কণ্ডূৎপত্তি ও নিদ্রা এবং বাতশ্লেষ্ম সংসৃষ্ট অম্লপিত্তে উল্লিখিত উভয়বিধ লক্ষণ সংঘটিত হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মপিত্তস্য লক্ষণম্।

তমো মূর্চ্ছারুচিশ্ছর্দ্দিরালস্যঞ্চ শিরোরুজা।
প্রসেকো মুখমাধুর্য্যং শ্লেষ্মপিত্তস্য লক্ষণম্॥

অন্ধকার প্রবেশবৎ জ্ঞান, মূর্চ্ছা, অরুচি, বমি, আলস্য, শিরঃপীড়া, মুখ দিয়া জলোদ্গম ও মুখে মধুরাস্বাদ এইগুলি শ্লেষ্মপিত্ত নামক পীড়ার লক্ষণ।

অম্লপিত্তস্য চিকিৎসা।

অম্লপিত্তে তু বমনং পটোলারিষ্টবাসকৈঃ।
কারয়েন্মদনৈঃ ক্ষৌদ্রৈঃ সৈন্ধবশ্চ তথা ভিষক্॥
বিরেচনং ত্রিবৃচ্চূর্ণ মধু ধাত্রী ফলদ্রবৈঃ।
ঊর্দ্ধগংবমনৈ র্বিদ্বানধোগং রেচনৈর্হরেৎ॥

অম্লপিত্তরোগে পটোলপত্র, নিমছাল, বাসকপত্র, মদনফল, মধু ও সৈন্ধবলবণ ইহাদের দ্বারা বমন এবং তেউড়ীমূলের ছাল চূর্ণ, মধু ও আমলকীর রস ইহাদের দ্বারা

বিরেচন ব্যবস্থেয়। ঊর্দ্ধগ অম্লপিত্তে বমন ও অধোগ অম্লপিত্তে বিরেচনক্রিয়া বিধেয়।

নিস্তুষ যববৃষধাত্রী ক্বথিতং সলিল ত্রিগন্ধ মধুযুক্তম্।
দ্রুততরমপহরতি বমিং সগুনিত্তামম্লপিত্তেন॥

নিস্তুষ যব, বাসকপত্র ও আমলা ইহাদের ক্বাথে গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও এলাইচচূর্ণ এবং মধু প্রক্ষিপ্ত করিয়া তাহা পান করিলে অম্লপিত্তজনিত বমির নিবৃত্তি হয়।

পটোলং নাগরং ধান্যং ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ।
কণ্ডু পামার্ত্তি শূলঘ্নং কফপিত্তাগ্নিমান্দ্যজিৎ॥

পটোলপত্র, শুঁঠ ও ধন্যা ইহাদের ক্বাথ পানে শ্লেষ্মপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য ও শূলাদি নিবারণ হয়।

পটোল বিশ্বামৃত রোহিণীকৃতং
জলং পিবেৎ পিত্তকফাশ্রয়ে তু।
শূলং ভ্রমারোচক বহ্নিমান্দ্য
দাহ জ্বর ছর্দ্দি নিবারণং তৎ॥

পটোলপত্র, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও কটকী ইহাদের ক্বাথ পানে শ্লেষ্মপিত্ত, শূল ও বমি প্রভৃতির শান্তি হয়।

অভয়া পিপ্পলী দ্রাক্ষা সিতা ধান্য যবাসকম্।
মধুনা কণ্ঠদাহঘ্নং পিত্তশ্লেষ্মহরং পরম্॥

হরীতকী, পিঁপুল, দ্রাক্ষা, চিনি ও দুরালভা ইহাদের ক্বাথ মধুর সহিত পান করিলে পিত্তশ্লেষ্ম ব্যাধি ও কণ্ঠদাহ নিবারণ হয়।

পটোল যব ধন্যাক পিপ্পল্যামলকানি চ।
এষাং ক্ষৌদ্রযুতঃ ক্বাথঃ পিত্তশ্লেষ্মহরঃ পরঃ॥

পটোলপত্র, যব, ধন্যা, পিঁপুল ও আমলা ইহাদের ক্বাথ মধুর সহিত পান করিলে শ্লেষ্মপিত্তাখ্য ব্যাধির শান্তি হয়।

বাসামৃতা পর্পটক নিম্বভূনিম্বমার্কবৈঃ।
ত্রিফলা কুলকৈঃ ক্বাথঃ সক্ষৌদ্রশ্চাম্লপিত্তহা॥

বাসকছাল, গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, নিমছাল, চিরাতা, ভীমরাজ, ত্রিফলা ও পটোলপত্র ইহাদের ক্বাথ মধুর সহিত পান করিলে অম্লপিত্ত নষ্ট হয়।

অবিপত্তিকরচূর্ণ পিপ্পলীখণ্ড শুণ্ঠীখণ্ড সিতামণ্ডুর সৌভাগ্যশুণ্ঠীমোদকাদ্যানি ভেষজান্যত্র হিতানি।

অবিপত্তিকর চূর্ণ, পিপ্পলীখণ্ড, শুণ্ঠীখণ্ড, সিতামণ্ডুর ও সৌভাগ্যশুণ্ঠীমোদক প্রভৃতি ঔষধ এই পীড়ায় বিশেষ হিতকর।

ক্ষুধাবতীগুড়িকা পঞ্চাননগুড়িকা পানীয়ভক্তবটিকা লীলাবিলাসরসশ্চৈবংবিধান্যপরাণ্যপি ঔষধান্যত্র প্রশস্তানি। শ্রীবিল্বাখ্যাদিকানি তৈলানি চ শুভানি।

ক্ষুধাবতীগুড়িকা, পঞ্চাননগুড়িকা, পানীয়ভক্তবটিকা, লীলাবিলাসরস ও এবংবিধ অন্যান্য ঔষধ এই পীড়ায় প্রশস্ত। শ্রীবিল্বতৈল প্রভৃতি মর্দ্দনেও রোগী আরোগ্য লাভ করে।

অম্লপিত্তে পথ্যাপথ্যানি।

যবগোধূম মুদ্গাশ্চ পুরাণা রক্তশালয়ঃ।
জলানি তপ্তশীতানি শর্করা মধু শক্তবঃ॥
কর্কোটকং কারবেল্লং পটোলং হিলমোচিকা।
বেত্রাগ্রং বৃদ্ধকুষ্মাণ্ডং রম্ভাপুষ্পঞ্চ বাস্তুকম্॥
কপিত্থং দাড়িমং ধাত্রী তিক্তানি সকলানি চ।
অম্লপিত্তাময়ে নিত্যং সেবিতব্যানি মানবৈঃ॥

পুরাতন যব, গোধূম, মুগ, দাউদখানি-তণ্ডুল, শৃতশীতল জল, চিনি, মধুসংযুক্ত শক্তু, কাঁকরোল, করলা, পটোল, হিঞ্চা, বেত্রাগ্র, পক্ক কুষ্মাণ্ড, মোচা, বেতুয়া শাক, কয়েতবেল, দাড়িম, আমলা ও যাবতীয় তিক্ত দ্রব্য অম্লপিত্তরোগে উপকারী।

নবান্নানি সমস্তানি কফপিত্তকরাণি চ।
বমিবেগং তিলান্ মাষান্ কুলত্থাংস্তৈলভক্ষণম্॥

অবিদুগ্ধঞ্চ ধান্যাম্লং লবণাম্লকটূনি চ ।
গুর্ব্বন্নং দধি মন্তঞ্চ বর্জ্জয়েদম্লপিত্তবান্‌ ॥

এই পীড়ায় নূতন তণ্ডুলাদির অন্ন, কফপিত্তজনক দ্রব্যমাত্র, বমির বেগধারণ, তিল, মাষ ও কুলথকলায়, তৈল মর্দ্দন, মেষদুগ্ধ, ধান্যাম্ল, লবণ, অম্ল কটুদ্রব্য, গুরুপাক অন্ন, দধি ও মস্ত এই সমস্ত অহিতকর।

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

শূলাধিকারঃ ।

শূলস্য সন্নিকৃষ্টং নিদানম্‌ ।

দোষৈঃ পৃথক্‌ সমস্তামদ্বন্দ্বৈঃ শূলোঽষ্টধা ভবেৎ ।
সর্ব্বেষ্বেতেষু শূলেষু প্রায়েণ পবনঃ প্রভুঃ ॥

পৃথক্‌ পৃথক্‌ দোষ, মিলিত ত্রিদোষ, মিলিত দোষদ্বয় ও আম ইহাদের দ্বারা আট প্রকার শূল রোগ জন্মিয়া থাকে। এই আট প্রকার শূলেই প্রায় বায়ুই প্রধানরূপে অবস্থিত।

বাতিকশূলস্য বিপ্রকৃষ্টং নিদানং সম্প্রাপ্তির্লক্ষণঞ্চ ।

ব্যায়াম যানাদতিমৈথুনাচ্চ
প্রজাগরাচ্ছীত জলাতিপানাৎ ।
কলায়মুদ্গাঢ়কি কোরদূষা-
দত্যর্থরূক্ষাধ্যশনাভিঘাতাৎ ॥
কষায়তিক্তাতিবিরূঢ়জান্ন-
বিরুদ্ধ বল্লূরক শুষ্ক শাকাৎ ।
বিট্‌শুক্রমূত্রানিল বেগরোধা-
চ্ছোকোপবাসাদতিহাস্যভাষাৎ ।
বায়ুঃ প্রবৃদ্ধো জনয়েদ্ধি শূলং
হৃৎপার্শ্বপৃষ্ঠ ত্রিকবস্তিদেশে ।
জীর্ণে প্রদোষে চ ঘনাগমে চ
শীতে চ কোপং সমুপৈতি গাঢ়ম্‌ ॥
মুহুর্মুহুশ্চোপশম প্রকোপৈ-
র্বিণ্মূত্র সংস্তম্ভন তোদভেদৈঃ ।
সংস্বেদনাভ্যঞ্জন মর্দ্দনাদ্যৈঃ
স্নিগ্ধোষ্ণ ভোজ্যৈশ্চ শমং প্রয়াতি ॥

ব্যায়াম, অশ্বাদি যানে ভ্রমণ, অতি মৈথুন, রাত্রিজাগরণ, শীতল জলের অতিপান, কলায়, মুগ, অড়র, কোদ, ইহাদের ভক্ষণ, অতি রূক্ষ দ্রব্য সেবন, পূর্ব্বাহার জীর্ণ না হইতেই পুনরাহার, লোষ্ট্রাদি দ্বারা আঘাত প্রাপ্তি, কষায় ও তিক্তাস্বাদ দ্রব্য ভোজন, অঙ্কুরিত চণকাদি জাত অন্ন ভোজন, একত্র সংযুক্ত দুগ্ধ মৎস্যাদি বিরুদ্ধ ভোজন, শুষ্ক মাংস ও শুষ্কশাক আহার, মল, শুক্র, মূত্র ও বায়ুর বেগরোধ, শোকাভিভব, উপবাস, অতিশয় হাস্য ও অধিক সম্ভাষণ এই সকল কারণে বায়ু কুপিত হইয়া বক্ষে, পৃষ্ঠে, পার্শ্বে, ত্রিকস্থানে ও বস্তিতে শূল উৎপাদন করে। এই বাতিক শূল ভুক্ত আহার জীর্ণ হইলে, সন্ধ্যার সময়, বর্ষাকালে অথবা মেঘাগমেও শীতঋতুতে অতিশয় প্রবলতা প্রাপ্ত হয়। ইহার কখন বা উপশম ও কখন বা প্রকোপ হয়। ইহাতে মল ও মূত্র সম্যক প্রবৃত্ত না হইয়া স্তব্ধ হইয়া থাকে এবং সূচীবেধবৎ বা ভঙ্গবৎ যাতনা উপস্থিত হয়। স্বেদক্রিয়া তৈলাদি মর্দ্দন, বেদনাস্থানে হস্তাদি দ্বারা মর্দ্দন এবং স্নিগ্ধোষ্ণ ভোজন দ্বারা বাতশূলের উপশম হইয়া থাকে।

পৈত্তিকস্য বিপ্রকৃষ্টং নিদানং সম্প্রাপ্তির্লক্ষণম্‌ ।

ক্ষারাতিতীক্ষ্ণোষ্ণ বিদাহি তৈল-
নিষ্পাব পিণ্যাক কুলত্থযূষৈঃ ।
কট্বম্ল সৌবীর সুরাবিকারৈঃ
ক্রোধানলায়াস রবি প্রতাপৈঃ ।

গ্রাম্যাতিযোগাদশনৈর্বিদগ্ধৈঃ
পিত্তং প্রকুপ্যাশু করোতি শূলম্ ।
তৃণ্মোহদাহার্ত্তিকরং হি নাভ্যাং
সংস্বেদ মূর্চ্ছা ভ্রম চোষযুক্তম্ ।
মধ্যন্দিনে কুপ্যতি চার্দ্ধরাত্রে
নিদাঘকালে জলদাত্যয়ে চ ।
শীতে চ শীতৈঃ সমুপৈতি শান্তিং
সুস্বাদু শীতৈরপি ভোজনৈশ্চ ॥

ক্ষার, অতি তীক্ষ্ণ, অত্যুষ্ণ, অতিবিদাহক দ্রব্য ভোজন, তৈল পান বা তৈলময় দ্রব্য ভোজন, শিম্বী, তিলকল্ক, কুলথযূষ এবং কটু ও অম্লরস দ্রব্য ভোজন, সৌবীর ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সুরাপান, ক্রোধপ্রকাশ, অগ্নিসন্তাপ ও রৌদ্রসেবা, পরিশ্রম, অতিমৈথুন ও বিদগ্ধ আহার এই সকল কারণে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া নাভিপ্রদেশে শূল উৎপাদন করে। ইহাতে তৃষ্ণা, মোহ, দাহ, ঘর্ম্মোদ্গম, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও চোষ (অগ্নি সমীপস্থ থাকিলে যেরূপ উত্তাপ লাগে, তাদৃশ অনুভব) এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। পৈত্তিক শূল মধ্যাহ্নকালে, নিশীথে এবং গ্রীষ্ম ও শরৎ ঋতুতে প্রবলতা প্রাপ্ত হয়। শীত ঋতুতে, শীতলক্রিয়া দ্বারা এবং সুমিষ্ট শীতল দ্রব্য আহার দ্বারা উহার উপশম হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিকস্য বিপ্রকৃষ্টং নিদানং সম্প্রাপ্তির্লক্ষণঞ্চ ।

আনূপ বারিজ কিলাট পয়োবিকারৈ-
র্মাসেক্ষুপিষ্ট কৃশরা তিল শষ্কুলীভিঃ ।
অন্যৈর্বলাস জনকৈরপি হেতুভিশ্চ
শ্লেষ্মা প্রকোপমুপগম্য করোতি শূলম্ ।
হৃল্লাস কাস সদনারুচি সংপ্রসেকৈ-
রামাশয়ে স্তিমিতকোষ্ঠ শিরোগুরুত্বৈঃ ।
ভুক্তে সদৈব হি রুজং কুরুতেঽতিমাত্রং
সূর্য্যোদয়েঽথ শিশিরে কুসুমাগমে চ ।

জলবহুল দেশজ ভক্ষ্য, জলজ দ্রব্য, শালুকাদি, দধি বা তক্রের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধের পিণ্ড, দুগ্ধ দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্য সমূহ, মাংস, ইক্ষুরস, পিষ্টক, খিচুড়ী, তিলতণ্ডুল মাষ মিশ্রিত যবাগূ (বা তিল পিষ্টক) আহার এবং অন্যান্য কফজনক কারণবশতঃ শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া আমাশয়ে শূল উৎপাদন করে। ইহাতে বমনবেগ, কাস, শরীরের অবসন্নতা, অরুচি, মুখাদি দিয়া জলোদ্গম এবং মস্তক ও কোষ্ঠ সমস্ত ভার, উহাদিগকে আর্দ্র বস্ত্রস্পৃষ্ট বলিয়া বোধ, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এই শূল, আহার করিবামাত্র, পূর্ব্বাহ্নে এবং শীত ও বসন্ত ঋতুতে প্রবল ভাব ধারণ করে।

দ্বন্দ্বজস্য লক্ষণম্ ।

দ্বিদোষ লক্ষণৈরেতৈ র্বিদ্যাচ্ছূলং দ্বিদোষজম্ ॥

শূলরোগে কোন দোষদ্বয়ের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে তাহাকে তদ্দোষদ্বয়জাত বলিয়া বিবেচনা করিবে।

সান্নিপাতিকস্য লক্ষণম্ ।

সর্ব্বেষু দোষেষু চ সর্ব্বলিঙ্গং
বিদ্যাদ্ ভিষক্ সর্ব্বভবং হি শূলম্ ।
সুকষ্টমেনং বিষবজ্রকল্পং
বিবর্জ্জনীয়ং প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ ।

ত্রিদোষোৎপন্ন শূলে বাতিকাদি ত্রিবিধ শূলেরই লক্ষণ সমস্ত সংঘটিত হইয়া থাকে। ইহা সকল অঙ্গকেই অর্থাৎ হৃদয়, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব, ত্রিক, বস্তি, নাভি ও আমাশয়কে আক্রমণ করে। এইরূপ শূল অতিকষ্টদায়ক, বিষ ও বজ্র সদৃশ ভয়ঙ্কর এবং অচিকিৎস্য।

আমজশূলস্য লক্ষণম্।

আটোপহৃল্লাস বমীগুরুত্ব-
স্তৈমিত্যমানাহ কফপ্রসেকৈঃ।
কফস্য লিঙ্গেন সমান লিঙ্গ-
মামোদ্ভবং শূলমুদাহরন্তি॥

আমজ শূলে আটোপ অর্থাৎ উদরে গুড় গুড় ধ্বনি, বমির বেগ, বমি, শরীর ও কোষ্ঠের ভার এবং আর্দ্রবস্ত্রাচ্ছন্নবৎ জ্ঞান, মলমূত্ররোধ, মুখাদি দিয়া কফস্রাব এবং কফজ শূলের লক্ষণ সমস্ত উদিত হইয়া থাকে।

বস্তৌ হৃৎপার্শ্ব পৃষ্ঠেষু স শূলঃ কফবাতিকঃ।
কুক্ষৌ হৃন্নাভিমধ্যেষু স শূলঃ কফপৈত্তিকঃ।
দাহজ্বরকরো ঘোরো বিজ্ঞেয়ো বাতপৈত্তিকঃ॥

বাতশ্লৈষ্মিক শূল, বস্তি, হৃদয়, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠে, পিত্তশ্লেষ্মজ শূল কুক্ষি, হৃদয় ও নাভি মধ্যে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাতপৈত্তিক শূলে অতিশয় দাহ ও জ্বর উপস্থিত হয়। বাতশূল ও পিত্তশূল এই উভয়ের স্থানসমুদায় বাতপৈত্তিক শূল দ্বারা আক্রান্ত হয়।

একদোষোত্থিতঃ সাধ্যঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যো দ্বিদোষজঃ।
সর্ব্বদোষোত্থিতো ঘোর স্ত্বসাধ্যো ভূর্য্যুপদ্রবঃ॥

একদোষজ শূল সাধ্য, দ্বন্দজ শূল কৃচ্ছ্রসাধ্য এবং সর্ব্বদোষোৎপন্ন শূল অতি যন্ত্রণাপ্রদ, কিন্তু শূল বহু উপদ্রবসম্পন্ন হইলে অসাধ্য জানিবে।

শূলস্যারিষ্টং লক্ষণম্।

বেদনাতিতৃষা মূর্চ্ছা আনাহো গৌরবং জ্বরঃ।
ভ্রমোঽরুচিঃ কৃশত্বঞ্চ বলহানিস্তথৈব চ॥
উপদ্রবা দশৈবৈতে যস্য শূলেষু নাস্তি সঃ॥

বেদনা, অতিশয় তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, আনাহ, দেহের গুরুতা, জ্বর, ভ্রম, অরুচি, কৃশতা, ও বলহানি এই দশটি শূলের উপদ্রব। সমুদায় উপদ্রবগুলি উপস্থিত হইলে রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত জানিবে।

পরিণামশূলস্য নিদানং সম্প্রাপ্তির্লক্ষণঞ্চ।

স্বৈর্নিদানৈঃ প্রকুপিতো বায়ুঃ সন্নিহিতস্তদা।
কফপিত্তে সমাবৃত্য শূলকারী ভবেদ্ বলী॥
ভুক্তে জীর্য্যতি যচ্ছূলং তদেব পরিণামজম্।
তস্য লক্ষণমপ্যেতৎ সমাসেনাভিধীয়তে॥

স্বকীয় হেতু দ্বারা প্রকুপিত কফ ও পিত্তের সন্নিহিত বলবান্ বায়ু কফ ও পিত্তকে আবৃত করিয়া পরিণামশূল উৎপাদন করে। যে সময়ে আহারের পরিপাক হইতে থাকে, পরিণামশূল সেই সময়েই প্রকোপ প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ আহার করিবার ২।৩ ঘণ্টা পরেই যে শূলে বেদনাদি উপস্থিত হয়, তাহার নাম পরিণামশূল। বাতাদিভেদে পরিণাম-শূলের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

বাতিক পরিণামশূলস্য লক্ষণম্।

আধ্মানাটোপবিণ্মূত্র বিবন্ধারতিবেপনৈঃ।
স্নিগ্ধোষ্ণোপশমপ্রায়ং বাতিকং তদ্ বদেদ্ভিষক্॥

বাতিক পরিণামশূলে আধ্মান, উদরে গুড় গুড় ধ্বনি, মলমূত্ররোধ, অসুস্থচিত্ততা ও কম্প এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। স্নিগ্ধোষ্ণ দ্রব্য সেবন করিলে ইহার উপশম হইয়া থাকে।

পৈত্তিকস্য তস্য লক্ষণম্।

তৃষ্ণা দাহারতিস্বেদং কট্বম্ললবণোদ্ভবম্।
শূলং শীতশম প্রায়ং পৈত্তিকং লক্ষয়েদ্ বুধঃ॥

পৈত্তিক পরিণামশূল কটু, অম্ল ও লবণ রস দ্রব্যের অতি সেবন দ্বারা উৎপন্ন হয়। এই শূল শীতল দ্রব্য সেবন দ্বারা উপশমিত হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিকস্য তস্য লক্ষণম্।

ছর্দ্দি হৃল্লাস সংমোহং স্বল্পরুগ্ দীর্ঘসন্ততি।
কটুতিক্তোপশান্তৌ চ তচ্চ জ্ঞেয়ং কফাত্মকম্॥

শ্লৈষ্মিক পরিণামশূলে বমি, বমির বেগ ও মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। ইহাতে যাতনা অল্প কিন্তু দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে। কটুতিক্ত সেবন দ্বারা ইহার উপশম হয়।

সংসৃষ্ট লক্ষণং বুদ্ধা দ্বিদোষং পরিকল্পয়েৎ।
ত্রিদোষজমসাধ্যং স্যাৎ ক্ষীণমাংসবলানলম্॥

পরিণাম শূলে কোন দোষদ্বয়ের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে তাহাকে তদ্দোষজাত এবং সর্ব্ব লক্ষণ দৃষ্ট হইলে তাহাকে সান্নিপাতিক বলে। পরিণামশূলাক্রান্ত রোগীর মাংস, বল ও অগ্নি ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে রোগ অসাধ্য জানিবে।

অন্নদ্রবাখ্যশূলস্য লক্ষণম্।

জীর্ণে জীর্য্যত্যজীর্ণে বা যচ্ছূলমুপজায়তে।
পথ্যাপথ্যপ্রয়োগেণ ভোজনাভোজনেন বা।
ন শমং যাতি নিয়মাৎ সোঽন্নদ্রব উদাহৃতঃ॥

আহার অজীর্ণ হইবার সময়ে, জীর্ণ হইলে অথবা অপরিপাকাবস্থাতেও যে শূল উপস্থিত হয় এবং যাহা সুপথ্য, কুপথ্য ভোজন, উপবাস বা কোন নিয়ম প্রতিপালন কিছুতেই কোনরূপ বিশেষ বা উপশম প্রাপ্ত হয় না, তাহাকে অন্নদ্রব শূল বলা যায়।

অন্নদ্রবাখ্য শূলেষু ন তাবৎ স্বাস্থ্যমশ্নুতে।
বান্তমাত্রে জরৎ পিত্তং শূলমাশু ব্যপোহতি॥

অন্নদ্রব শূলে যে পর্য্যন্ত বমি না হয়, রোগী তাবৎ স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে না। বমন হইলেই পিত্ত অল্পবল ও জীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া শূলের শান্তি করে।

শূলস্য চিকিৎসা।

বমনং লঙ্ঘনং স্বেদঃ পাচনং ফলবর্ত্তয়ঃ।
ক্ষারচূর্ণানি গুড়িকাঃ শস্যন্তে শূলশান্তয়ে॥

শূলরোগে বমন, লঙ্ঘন, স্বেদক্রিয়া, পাচন, ফলবর্ত্তি, ক্ষারচূর্ণ ও গুড়িকা এই সমস্ত হিতকর।

স্বল্প শূলাকুলস্য স্যাৎ স্বেদ এব সুখাবহঃ॥

স্বল্পশূলপীড়িত ব্যক্তির পক্ষে স্বেদপ্রদান বিশেষ আরামজনক।

মৃত্তিকাং সজলাং পাকাদ্ ঘনীভূতাং পটে ক্ষিপেৎ।
কৃত্বা তৎপোট্টলীং শূলী যথাস্বেদং বিধাপয়েৎ॥

কিয়ৎপরিমিত মৃত্তিকা জলে গুলিয়া পাক করিবে, জল নিঃশেষ প্রাপ্ত হইয়া ঘনতা প্রাপ্ত হইলে, উহা বস্ত্রপোট্টলীর অন্তর্গত করিয়া শূলস্থানে উষ্ণ উষ্ণ স্বেদ প্রদান করিবে।

তিলৈশ্চ গুড়িকাং কৃত্বা ভ্রাময়েজ্জঠরোপরি।
শূলং সুদুস্তরং তেন শান্তিং গচ্ছতি সত্বরম্॥

কতকগুলি তিল বাঁটিয়া তাহার উষ্ণ উষ্ণ পিণ্ড উদরে বুলাইলে শীঘ্র শূল বেদনার নিবৃত্তি হয়।

বিশ্বমেরণ্ডজং মূলং ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ।
হিঙ্গুসৌবর্চ্চলোপেতং সদ্যঃ শূলনিবারণম্॥

শূলরোগে শুঁঠ ও এরণ্ডমূল ইহাদের ক্বাথ, কিঞ্চিৎ হিঙ্গু ও সচল লবণের সহিত পান করিলে উপকার দর্শে।

শূলী নিরন্নকোষ্ঠোঽহ্নিরুক্ষাভিশ্চূর্ণিতাঃ পিবেৎ ।
হিঙ্গু প্রতিবিষা ব্যোষ বচা সৌবর্চ্চলাভয়াঃ ॥

শূলরোগী অগ্রে কোষ্ঠের অজীর্ণ দূর করিয়া হিঙ্গু, আতইচ, ত্রিকটু, বচ, সচল-লবণ ও হরীতকী এই সমুদায়ের সমভাগ চূর্ণ একত্র করিয়া উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিবেন।

বলা পুনর্নবৈরণ্ড বৃহতীদ্বয় গোক্ষুরম্ ।
সহিঙ্গুলবণোপেতং সদ্যো বাতরুজাপহম্ ॥

বাতশূলে বেড়েলা, পুনর্নবা, এরণ্ডমূল, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ইহাদের ক্বাথ, হিঙ্গু ২ রতি ও সৈন্ধবলবণ ২ মাষার সহিত পেয়।

যমানী হিঙ্গু সিন্ধূত্থক্ষারসৌবর্চলাভয়াঃ ।
সুরামণ্ডেন পাতব্যা বাতশূলনিসূদনাঃ ॥

যমানী, হিঙ্গু, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সচললবণ ও হরীতকী ইহাদের চূর্ণ সুরামণ্ডের সহিত পান করিলে বাতশূল নিবারণ হয়।

হিঙ্গু পুষ্করমূলাভ্যাং হিঙ্গুসৌবর্চ্চলেন বা ।
বিশ্বৈরণ্ডযবক্বাথঃ সদ্যঃ শূলনিবারণঃ ॥

শুঁঠ, এরণ্ডমূল ও যব ইহাদের ক্বাথে হিঙ্গু ও কুড়চূর্ণ অথবা হিঙ্গু ও সচললবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে আশু শূল নিবৃত্ত হয়।

সৌবর্চ্চলাম্লিকাজাজী মরিচৈর্দ্বিগুণোত্তরৈঃ ।
মাতুলুঙ্গরসৈঃ পিষ্টা গুড়িকা বাতশূলনুৎ ।

সচল লবণ ১ ভাগ, তেঁতুল ২ ভাগ, কৃষ্ণজীরা ৪ ভাগ ও মরিচ ৮ ভাগ এই সমুদায় টাবালেবুর রসে পেষণ করিয়া।• আনা মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে বাতশূল নিবৃত্ত হয়।

বীজপূরকমূলঞ্চ ঘৃতেন সহ সেবিতম্ ।
জয়েদ্ বাতভবং শূলং কর্ষমেকং প্রমাণতঃ ॥

টাবালেবুর মূল ২ তোলা ঘৃতের সহিত সেবন করিলে বাতশূল প্রশমিত হয়। অর্দ্ধতোলা মাত্রায় প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য।

হিঙ্গ্বম্লবেতস ব্যোষ যমানী লবণত্রিকৈঃ ।
বীজপূররসোপেতৈর্গুড়িকা বাতশূলনুৎ ।

হিঙ্গু, অম্লবেতস, ত্রিকটু, যমানী ও লবণত্রয় এই সমুদায় দ্রব্য টাবালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া ৵০ আনা বা।০ আনা মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে বাতশূল প্রশমিত হয়।

বিল্বমূলতিলৈরণ্ডং পিষ্ট্বা চাম্লতুষাম্ভসা ।
গুড়িকাং ভ্রাময়েদুষ্ণাং বাতশূল বিনাশিনীম্ ॥

বিল্বমূল, তিল ও এরণ্ডমূল একত্র কাঁজি দিয়া বাঁটিয়া তন্নির্ম্মিত উষ্ণীকৃত গুড়িকা বেদনাস্থানে বুলাইলে বাতশূলের বেদনা নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

জীবন্তীমূলকল্কো বা সতৈলঃ পার্শ্বশূলনুৎ ॥

তিলতৈলের সহিত জীবন্তীমূল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে পার্শ্বশূল প্রশমিত হয়।

শতাবরীরসং ক্ষৌদ্রযুক্তং প্রাতঃ পিবেন্নরঃ ।
দাহশূলোপশান্ত্যর্থং সর্ব্বপিত্তাময়াপহম্ ॥

প্রাতঃকালে মধুর সহিত শতমূলীর রস পান করিলে পিত্তশূল, দাহ ও অন্যান্য পৈত্তিক ব্যাধি নিবারিত হয়।

ধাত্র্যা রসং বিদার্য্যা বা ত্রায়ন্তী গোস্তনাম্বুনা ।
পিবেৎ সশর্করং সদ্যঃ পিত্তশূল নিসূদনম্ ।

আমলকী বা ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস, বলাড়ুমুর ও দ্রাক্ষার ক্বাথের সহিত, চিনি সংযুক্ত করিয়া পান করিলে পিত্তশূলের শান্তি হয়।

শতাবরী সযষ্ট্যাহ্ব বাট্যাল কুশ গোক্ষুরৈঃ ।
শৃতশীতং পিবেত্তোয়ং সগুড় ক্ষৌদ্রশর্করম্ ।
পিত্তাসৃগ্দাহশূলঘ্নং সদ্যো দাহজ্বরাপহম্ ॥

শতমূলী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, কুশমূল ও গোক্ষুর ইহাদের ক্বাথ গুড়, মধু ও চিনির সহিত পান করিলে রক্তপিত্ত, দাহ, পিত্তশূল ও দাহজনিত জ্বরের নিবৃত্তি হয় ।

তৈলমেরণ্ডজং বাপি মধুকক্বাথ সংযুতম ।
শূলং পিত্তোদ্ভবং হন্তি গুল্মং পৈত্তিকমেব চ ॥

যষ্টিমধুর ক্বাথ এরণ্ডতৈলের সহিত পান করিলে পৈত্তিক শূল ও পৈত্তিক গুল্ম নিবারিত হয় ।

প্রলিহ্যাৎ পিত্তশূলঘ্নং ধাত্রীচূর্ণং সমাক্ষিকম্ ॥

পিত্তশূলে মধুর সহিত আমলকীচূর্ণ অবলেহন কর্ত্তব্য ।

বিরেচনং পিত্তহরঞ্চ শস্তং
রসাশ্চ শস্তাঃ শশলাবকানাম্ ।
সন্তর্পণং লাজমধূপপন্নং
যোগাঃ সুশীতা মধুসংপ্রযুক্তাঃ ॥

পৈত্তিক শূলে বিরেচনক্রিয়া, শশক ও লাবাদির মাংসের যূষ, নারিকেল জল ও মধু সংযুক্ত খইচূর্ণ এবং অন্যান্য সুশীতল যোগ উপকারী ।

ছর্দ্দ্যাং জ্বরে পিত্তভবেঽথ শূলে
ঘোরে বিদাহে ত্বতিকর্ষিতে চ ।
যবস্য পেয়াং মধুনা বিমিশ্রাং
পিবেৎ সুশীতাং মনুজঃ সুখার্থী ॥

বমি, জ্বর, পিত্তশূল, প্রবল দাহ ও রুক্ষক্রিয়াহেতু কৃশতা, এই সকল স্থলে মধু সংযুক্ত সুশীতল যবপেয়া হিতকর ।

শ্লেষ্মাত্মকে ছর্দ্দন লঙ্ঘনানি
শিরোবিরেকং মধুসীধুপানম্ ।
মধূনি গোধূম যবানরিষ্টান্
সেবেত রুক্ষান্ কটুকাংশ্চ সর্ব্বান্ ॥

শ্লৈষ্মিকশূলে বমন, লঙ্ঘন, নস্য, মধুসীধু (এক প্রকার মদ্য), মধু, গোধূম, যব, অরিষ্ট এবং রুক্ষ ও কটুরস দ্রব্য অর্থাৎ শুণ্ঠী প্রভৃতি উপকারক ।

লবণত্রয় সংযুক্তং পঞ্চকোলং সরামঠম্ ।
সুখোষ্ণেনাম্বুনা পীতং কফশূল নিবারণম্ ॥

সৈন্ধব, সচল, বিট, পিঁপুল, পিঁপুলমূল, শুঁঠ ও হিঙ্গু এই সমুদায়ের চূর্ণ ঈষৎ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে কফজনিতশূল নিবারণ হয় ।

বিল্বমূলমথৈরণ্ডং চিত্রকং বিশ্বভেষজম্ ।
হিঙ্গু সৈন্ধব সংযুক্তং সদ্যঃ শূলনিবারণম্ ॥

বিল্বমূল, এরণ্ডমূল, চিতামূল ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথে হিঙ্গু ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষিপ্ত করিয়া পান করিলে কফশূলের শান্তি হয় ।

হিঙ্গুসৌবর্চ্চলং শুণ্ঠী পথ্যা চ দ্বিগুণোত্তরা ।
এতচ্চূর্ণং কটীকুক্ষিপার্শ্বহৃদ্বস্তিশূলনুৎ ॥

হিঙ্গু ১ ভাগ, সচললবণ ২ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ ও হরীতকী ৮ ভাগ এই সমুদায়ের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে কটী, কুক্ষি, পার্শ্ব, হৃদয় ও বস্তিদেশের শূল প্রশমিত হয় ।

আমশূলে ক্রিয়া কার্য্যা কফশূলবিনাশিনী ।
সেব্যামামহরং সর্ব্বং যদগ্নিবলবর্দ্ধনম্ ॥

আমস্য কফেন তুল্যপ্রকৃতিকত্বাৎ কফশূলে যৎ পঞ্চকোলাদিযুক্তং তদামশূলে কার্য্যম্ ।

আমশূলে কফশূলোক্ত ক্রিয়া বিধেয় । ইহাতে আমনাশক ও আগ্নেয় যোগ সমস্ত হিতকর ।

চতুঃসমচূর্ণম্ ।

দীপ্যকং সৈন্ধবং পথ্যা নাগরঞ্চ চতুঃসমম্ ।
চূর্ণং শূলং জয়ত্যাশু মন্দস্যাগ্নেশ্চ দীপনম্ ॥

যমানী, সৈন্ধবলবণ, হরীতকী ও শুঁঠ এই চারি দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ একত্র করিয়া উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে কফজ ও আমজ শূলের শান্তি হয়।

সমাক্ষিকং বৃহত্যাদি পিবেৎ পিত্তানিলাত্মকে।
ব্যামিশ্রং বা বিধিং তত্র যত্নাৎ কুর্য্যাদ্ যথাতথম্॥

বাতপৈত্তিক শূলে মধুর সহিত বৃহতী, গোক্ষুর ও এরণ্ডমূলাদির কাথ সেবনীয়। ইহাতে বাতশূল এই উভয়ের মিশ্রিত চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

রসোনং মধুসংমিশ্রং পিবেৎ প্রাতঃ প্রকাঙ্ক্ষিতঃ।
বাতশ্লেষ্মভবং শূলং নিহন্যাদ্ বহ্নিদীপনম্॥

বাতশ্লৈষ্মিক শূলে প্রাতে মধুর সহিত রসুন সেবন কর্ত্তব্য। ইহাতেও মিশ্রিতক্রিয়া কর্ত্তব্য।

পিত্তজে কফজে চাপি ক্রিয়া যা কথিতা পৃথক্।
একীকৃত্য প্রযুঞ্জীত তাং ক্রিয়াং কফপিত্তজে॥

পিত্তশ্লেষ্মজ শূলে পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক শূলের চিকিৎসার মিশ্রণ ব্যবস্থেয়।

শঙ্খচূর্ণং সলবণং সহিঙ্গু ব্যোষসংযুতম্।
উষ্ণোদকেন তৎ পীতং শূলং হন্তি ত্রিদোষজম্॥

সান্নিপাতিক শূলে সুদগ্ধ শঙ্খচূর্ণ ১ মাষা, সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, পিঁপুল ও মরিচ প্রত্যেক অর্দ্ধ মাষা, হিঙ্গু ২ রতি এই সমুদায় একত্র করিয়া উষ্ণজলের সহিত সেবনীয়।

গোমূত্রশুদ্ধ মণ্ডূরং ত্রিফলাচূর্ণ সংযুতম্।
বিলিহন্ মধুসর্পির্ভ্যাং শূলং হন্তি ত্রিদোষজম্॥

গোমূত্র শোধিত মণ্ডুর ১ ভাগ ও মিলিত ত্রিফলাচূর্ণ ১ ভাগ একত্র করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহ করিলে ত্রিদোষজ শূল প্রশমিত হয়।

দগ্ধমনির্গতধূমং মৃগশৃঙ্গং গোঘৃতেন সহ পীতম্।
হৃদয়নিতম্বজ শূলং হরতি শিখী দারুনিবহমিব॥

হরিণশৃঙ্গং সঙ্কুট্য অন্তর্ধূমেন দগ্ধ্বা তদ্ভস্ম ঘৃতেন সহ লেহ্যম্।

হরিণের শৃঙ্গ উত্তমরূপে কুটিয়া অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া তাহার ভস্ম গব্য ঘৃতের সহিত সেবন করিলে হৃদয় ও নিতম্বদেশের শূল নিবারিত হয়।

বাতজে পিত্তজে শূলে তথা শ্লেষ্মসমুদ্ভবে।
যা যা ক্রিয়া পৃথক্ প্রোক্তা তাঃ কার্য্যাঃ সান্নিপাতিকে

বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক শূলে যে যে ক্রিয়া উক্ত হইয়াছে, ত্রিদোষজ শূলে তাহাদের মিশ্রণ ব্যবস্থেয়।

বমনং তিক্তমধুরৈর্ব্বিরেকশ্চ প্রশস্যতে।
বস্তয়শ্চ হিতাঃ শূলে পরিণাম সমুদ্ভবে॥

পরিণামশূলে তিক্ত ও মধুর দ্রব্য দ্বারা বমন, বিরেচন ও বস্তিক্রিয়া উপকারক।

নাগরতিলগুড়কল্কং পয়সা সংসাধ্য যঃ পুমানদ্যাৎ।
উগ্রং পরিণতিশূলং তস্যাপৈতি সপ্তরাত্রেণ॥

শুঁঠ ও গুড় একত্র দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া সেবন করিলে সপ্তাহ মধ্যে পরিণামশূল নষ্ট হয়।

পীতং শম্বূকজং ভস্ম জলেনোষ্ণেন তৎক্ষণাৎ।
পাক্তিজং বিনিহন্ত্যেতচ্ছূলং বিষ্ণুরিবাসুরান্॥

নির্মাংসীকৃতশম্বূকভস্ম মাষমেকং ঘৃতাক্তমুখকুহর উষ্ণাম্বুনা গোলয়িত্বা পেয়ম্।

শম্বূকের গর্ভস্থ মাংস সকল নিষ্কাশিত করিয়া উহার আবরণাংশ ভস্ম করিয়া ১ মাষা উষ্ণজলে গুলিয়া ঘৃতের কুলীর দ্বারা মুখবিবর ঘৃতাক্ত করিয়া পান করিলে তৎক্ষণাৎ পরিণামশূলের উপশম হয়।

লৌহ পথ্যা কণা শুণ্ঠীচূর্ণং সমধু সর্পিষা।
বিলিহন্ বিনিহন্ত্যের শূলং হি পরিণামজম্॥

লৌহ, হরীতকী, পিঁপুল ও শুঁঠচূর্ণ মধু ও ঘৃতের সহিত অবলেহ করিলে পরিণামশূলের শান্তি হয়।

নারিকেলং সতোয়ঞ্চ লবণেন প্রপূরিতম্।
মৃদাববেষ্টিতং শুষ্কং পক্বং গোময়বহ্নিনা॥
পিপ্পল্যা ভক্ষিতং হন্তি শূলং হি পরিণামজম্।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপি শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্॥

নারিকেলের মুখ কাটিয়া জল না ফেলিয়া উহার অভ্যন্তর ভাগ সৈন্ধবলবণ দ্বারা পূর্ণ করিয়া ছিন্নমুখাংশ দ্বারা মুখ আবৃত করিবে। পরে ঐ নারিকেলটী মৃত্তিকালিপ্ত ও শুষ্ক করিয়া গোময়াগ্নিতে পুটপাক বিধানে পাক করিবে। পাক সম্পন্ন হইলে নারিকেলের খোলা পরিত্যাগ করিয়া সমুদায় উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ১ বা ২ মাষা পরিমাণে প্রত্যহ সেবন করিলে পরিণাম শূল নষ্ট হয়।

লৌহচূর্ণং বরাযুক্তং বিলীঢ়ং মধুসর্পিষা।
জয়েৎ পক্তিভবং শূলং মণ্ডূরেণ বরাথবা॥

লৌহচূর্ণ অথবা মণ্ডুর ১ ভাগ, মিলিত ত্রিফলাচূর্ণ ১ ভাগ, একত্র করিয়া মধু ও ঘৃতের সহিত অবলেহ করিলে পরিণামশূল নিবারিত হয়।

শম্বূকাদিশ্চ গুড়িকা তথা শঙ্খরসাভিধা।
সামুদ্রাদ্যাভিধং চূর্ণং পক্তিশূলোপশান্তয়ে॥

পরিণামশূলে শম্বূকাদিগুড়িকা, শঙ্খরসগুড়িকা ও সামুদ্রাদ্যচূর্ণ আশু উপকারপ্রদ।

সপ্তামৃতলৌহ তারামণ্ডুরগুড় শতাবরীমণ্ডুর রসমণ্ডুর ধাত্রীলৌহ শর্করালৌহ খণ্ডামলকী নারিকেলখণ্ড নারিকেলামৃত হরীতকীখণ্ড পূগখণ্ড বৈশ্বানরলৌহাদ্যানি ভেষজানি যথাদোষানুপানমাত্রাণি সর্ব্বেষু শূলেষু হিতানি।

সপ্তামৃত লৌহ, তারামণ্ডুরগুড়, শতাবরী মণ্ডূর, ধাত্রীলৌহ, শর্করালৌহ, খণ্ডামলকী, নারিকেলখণ্ড, নারিকেলামৃত, হরীতকীখণ্ড, পূগখণ্ড ও বৈশ্বানরলৌহ প্রভৃতি ঔষধ যথাযোগ্য মাত্রায় উপযুক্ত অনুপানের সহিত প্রয়োজ্য। ইহারা সকলপ্রকার শূলে হিতকর।

বিদ্যাধরাভ্র শূলান্তকরস শূলগজকেশরী প্রভৃতীন্যপ্যৌষধানি সর্ব্বদা সর্ব্বেষু শূলেষু প্রযুজ্যন্তে।

বিদ্যাধরাভ্র, শূলান্তকরস ও শূলগজকেশরী প্রভৃতি ঔষধ সর্ব্বদা সকল প্রকার শূলে প্রয়োগ করা যায়।

তৈলং শূলগজেন্দ্রাখ্যং শ্রীবিল্বাদ্যমথাপি বা।
শূলেষু নিখিলেম্বেব সুতরাং হিতকৃদ্ ভবেৎ॥

শূলরোগে শূলগজেন্দ্র ও শ্রীবিল্ব প্রভৃতি তৈল মর্দ্দন দ্বারা বিশেষ উপকার লাভ হয়।

পুরাণাঃ শালয়ঃ ক্ষীরমুষ্ণং জাঙ্গলজো রসঃ।
পটোলং কারবেল্লঞ্চ দ্রাক্ষা পক্বাম্র দাড়িমৌ॥
বিড়ং শালিঞ্চপত্রাণি তপ্তাম্ভো দেবপুষ্পকম্।
অনুলোমকরাণ্যত্র সর্ব্বাণ্যেব হিতানি বৈ॥

শূলরোগে পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, উষ্ণ দুগ্ধ, জাঙ্গল মাংসের যূষ, পটোল, করলা, দ্রাক্ষা, পক্ক আম্র, দাড়িম, বিটলবণ, শালিঞ্চশাক, তপ্ত জল ও লবঙ্গ এই সকল দ্রব্য এবং অনুলোমকর দ্রব্য সমস্ত উপকারক।

ব্যায়ামং মৈথুনং মদ্যং লবণং কটু বৈদলম্।
বেগরোধং শুচং ক্রোধং বর্জ্জয়েচ্ছূলবান্ নরঃ॥

শূলরোগে ব্যায়াম, মৈথুন, মদ্য, লবণ, কটুরসদ্রব্য, ডাইল, মলাদির বেগধারণ, শোক ও ক্রোধ এই সমুদায় বর্জ্জনীয়।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

গুল্মরোগাধিকারঃ ।

গুল্মস্য সন্নিকৃষ্টবিপ্রকৃষ্টকারণ-পূর্ব্বকং সামান্যলক্ষণম্ ।

দুষ্টা বাতাদয়োঽত্যর্থং মিথ্যাহারবিহারতঃ ।
কুর্ব্বন্তি পঞ্চধা গুল্মং কোষ্ঠান্তর্গ্রন্থিরূপিণম ॥

পঞ্চধেতি বাতপিত্তকফসন্নিপাতরক্তজানি । দ্বন্দ্বজাস্তু প্রকৃতিসমবেতত্বাৎ পৃথঙ্ ন গণ্যন্তে অর্শোবৎ । কোষ্ঠান্তঃ হৃদয়াদ্বস্তিপর্য্যন্তং কোষ্ঠঃ তস্য অন্তর্মধ্যে কুত্রাপি গ্রন্থিরূপিণং গুড়কাকারম্ ।

বাতাদিদোষগণ অনুচিত আহার বিহারাদি দ্বারা অত্যন্ত কুপিত হইয়া হৃদয় হইতে বস্তিপর্য্যন্ত কোন স্থানে কোষ্ঠ মধ্যে গ্রন্থিরূপ গুল্মনামক রোগ উৎপাদন করে। গুল্ম পাঁচপ্রকার ।

স ব্যস্তৈর্জায়তে দোষৈঃ সমস্তৈরপি চোচ্ছ্রিতৈঃ ।
পুরুষাণাং তথা স্ত্রীণাং জ্ঞেয়ো রক্তেন চাপরঃ ॥

পৃথক্ পৃথক্ দোষ, মিলিত দোষত্রয় এবং বিকৃত রক্তদ্বারা গুল্মরোগ জন্মে। অতএব গুল্ম পাঁচপ্রকার, যথা বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ ও রক্তজ। এই পাঁচপ্রকার গুল্ম স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয়েরই হইতে পারে ।

আর্ত্তবাদপি গুল্মঃ স্যাৎ স তু স্ত্রীণাং প্রজায়তে ।
অন্যস্ত্বসৃগ্ভবঃ পুংসাং তথা স্ত্রীণাঞ্চ জায়তে ॥

ঋতুশোণিত হইতেও গুল্ম জন্মে। উহা কেবল স্ত্রীদিগেরই হইতে পারে। রক্তজ গুল্ম স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই হইয়া থাকে। আর্ত্তবজাত গুল্মও রক্তগুল্মনামেই অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব উহার পৃথক্ গণনা না হওয়াতে গুল্ম ছয়প্রকার না হইয়া পাঁচ-প্রকারই হইল ।

গুল্মস্য স্থাননিয়মঃ ।

তস্য পঞ্চবিধং স্থানং পার্শ্বহৃন্নাভিবস্তয়ঃ ॥
দ্বে পার্শ্বে গণনীয়ে অন্যথা পঞ্চত্বানুপপত্তিঃ ।

গুল্মের অবস্থিতিস্থান পাঁচটী, যথা দুই পার্শ্ব, হৃদয়, নাভি ও বস্তি এই পাঁচটি ।

গুল্মস্য সামান্যং লক্ষণম্ ।

হৃন্নাভ্যোরন্তরে গ্রন্থিঃ সঞ্চারী যদি বাচলঃ ।
বৃত্তশ্চয়াপচয়বান্ স গুল্ম ইতি কীর্ত্তিতঃ ॥

নাভিশব্দেনাত্র বস্তির্বোধ্যঃ সামীপ্যাৎ। যথা গঙ্গায়াং ঘোষ ইতি বস্তেরপি গুল্মাশ্রয়ত্বেনোক্তত্বাৎ অন্যে তু হৃদ্বস্ত্যোরেব পাঠান্তরং পঠন্তি ।

উর্দ্ধে হৃদয় এবং অধোদিকে বস্তি, উহার মধ্যে কোন স্থানে গুল্মরোগ উৎপন্ন হয়। গুল্ম গোলাকার, ইহা কখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, কখন বা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। গুল্ম ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল অথবা অচলও হইতে পারে ।

তস্য পূর্ব্বরূপম্ ।

উদ্গারবাহুল্য পুরীষবন্ধ
তৃপ্ত্যক্ষমত্বান্ত্রবিকূজনানি ।
আটোপমাধ্মান মপক্তিশক্তি-
রাসন্নগুল্মস্য বদন্তি চিহ্নম্ ॥

তৃপ্তিরন্নাভিলাষঃ । অক্ষমত্বমসামর্থ্যম্ । আটোপোঽত্র রুজাপূর্ব্বকঃ ক্ষোভঃ তলতলং বা ।

গুল্ম জন্মিবার পূর্ব্বে উদ্গারবাহুল্য, মল-রোধ, অন্নে অনিচ্ছা, অসামর্থ্য, অন্ত্রে শব্দ-বিশেষোৎপত্তি, অন্ত্রক্ষোভ, আধ্মান এবং পরিপাকশক্তির হানি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ।

গুল্মস্য সাধারণং লক্ষণমাহ।

অরুচিঃ কৃচ্ছ্রবিণ্মূত্রবাততান্ত্রবিকূজনম্।
আনাহশ্চোর্দ্ধবাতত্বং সর্ব্বগুল্মেষু লক্ষয়েৎ॥

অরুচি, মল, মূত্র ও অধোবায়ু নির্গমে কষ্ট, অন্ত্রে শব্দোদ্ভব, আনাহ ও বায়ুর ঊর্দ্ধগতি এইগুলি গুল্মের সাধারণ লক্ষণ।

বাতিকস্য গুল্মস্য নিদানম্।

রূক্ষান্নপানং বিষমাতিমাত্রং
বিচেষ্টনং বেগবিনিগ্রহশ্চ।
শোকোঽভিঘাতোঽতিমলক্ষয়শ্চ
নিরন্নতা চানিলগুল্মহেতুঃ॥

বিচেষ্টনং বিরুদ্ধা চেষ্টা বলবদ্বিগ্রহাদিঃ। অতিমলক্ষয়ো বিরেকাদিনা। নিরন্নতা উপবাসঃ। শোকাভিঘাত ইতি পাঠে শোকেন মনোঽধিষ্ঠানস্য হৃদয়স্যাভিঘাত ইত্যর্থঃ।

রূক্ষ অন্নপানীয়, বিষমাহার, অতি ভোজন, বলবানের সহিত বিগ্রহাদি বিরুদ্ধ চেষ্টা, মলাদির বেগধারণ, শোক, আঘাত প্রাপ্তি, অধিক মলক্ষয় এবং অনশন এইগুলি বায়ুগুল্মের নিদান।

তস্য লক্ষণম্।

যঃ স্থানসংস্থানরুজাবিকল্পং
বিড়্বাতসঙ্গং গলবক্ত্রশোষম্।
শ্যাবারুণত্বং শিশিরজ্বরঞ্চ
হৃৎকুক্ষিপার্শ্বাংসশিরোরুজঞ্চ।
করোতি জীর্ণে ত্বধিকং প্রকোপং
ভুক্তে মৃদুত্বং সমুপৈতি যশ্চ।
বাতাৎ স গুল্মো ন চ তত্র রূক্ষং
কষায়তিক্তং কটু চোপশেতে।

স্থানসংস্থানরুজাবিকল্পঃ অত্র বিকল্পশব্দঃ স্থানাদিভিঃ প্রত্যেকং যোজ্যঃ। স্থানবিকল্পো যথা কদাচিন্নাভৌ কদাচিৎ পার্শ্বয়োঃ কদাচিদ্ বস্তাবিত্যাদি স্থানবিকল্পঃ। সংস্থানবিকল্পো যথা কদাচিদল্পঃ কদাচিন্মহান্ বৃত্তো দীর্ঘো বেতি। রুজাবিকল্পো যথা কদাচিদল্পা রুক্ কদাচিন্মহতী কদাচিৎ তোদরূপা অনেকরূপা বেতি। উপশেতে সুখয়তি।

বাতিকগুল্ম সর্ব্বদা একস্থানে থাকে না। সর্ব্বদা একরূপ আকারে থাকে না। এবং ইহাতে সর্ব্বদা একরূপ যাতনা থাকে না। অর্থাৎ ইহা কখন নাভিতে, কখন পার্শ্বে, কখন বা বস্তিতে থাকে। কখন ক্ষুদ্র, কখন বৃহৎ, কখন দীর্ঘ, কখন বা গোলাকার হয় এবং ইহাতে কখন সামান্য, কখন প্রবল, কখন সূচীবেধবৎ, কখন বা নানাপ্রকার যাতনা হয়। ইহাতে শরীরের বর্ণ শ্যাব বা অরুণ, শীতজ্বর এবং হৃদয়ে, কুক্ষিতে, পার্শ্বে, স্কন্ধে ও মস্তকে বেদনা হইয়া থাকে। ভুক্ত-আহার জীর্ণ হইয়া গেলে ইহার অধিক প্রকোপ হয় এবং আহার করিলে কিছু উপশম বোধ হয়। রূক্ষ, কষায়, তিক্ত ও কটুদ্রব্য আহার করিলে পীড়ার বৃদ্ধি হয়।

পৈত্তিকস্য নিদানম্।

কট্বম্লতীক্ষ্ণোষ্ণবিদাহিরূক্ষ-
ক্রোধাতিমদ্যার্কহুতাশসেবা।
আমোঽভিঘাতো রুধিরঞ্চ দুষ্টং
পৈত্তস্য গুল্মস্য নিমিত্তমুক্তম্॥

আমোঽত্র বিদগ্ধাজীর্ণম্। অভিঘাতো লগুড়াদিনা। আমাভিঘাত ইতি পাঠে আমেন অভিঘাতোঽভিভব ইত্যর্থঃ।

কটু, অম্ল, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও বিদাহি দ্রব্য ভোজন, ক্রোধাভিভব, অধিক মদ্যপান, রৌদ্র

ও অগ্নিতাপসহন, আমরস, আঘাতপ্রাপ্তি এবং রক্তের বিকৃতি এই সমস্ত, পৈত্তিক গুল্মের কারণ।

তস্য লক্ষণম্‌।

জ্বরঃ পিপাসা বদনাঙ্গরাগঃ
শূলং মহজ্জীর্য্যতি ভোজনে চ।
স্বেদো বিদাহো ব্রণবচ্চ গুল্মঃ
স্পর্শাসহঃ পৈত্তিকগুল্মরূপম্‌॥

পৈত্তিকগুল্মে জ্বর, পিপাসা, সমস্ত অঙ্গের বিশেষতঃ মুখের বর্ণ লোহিত, আহারের পরিপাককালে অতিশয় শূল, স্বেদ এবং অত্যন্ত দাহ এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। এই গুল্ম ব্রণবৎ স্পর্শাসহ হয়।

শ্লৈষ্মিকস্য সান্নিপাতিকস্য চ নিদানম্‌।

শীতং গুরু স্নিগ্ধমচেষ্টনঞ্চ
সম্পূরণং প্রস্বপনং দিবা চ।
গুল্মস্য হেতুঃ কফসম্ভবস্য
সর্ব্বস্তু দিষ্টো নিচয়াত্মকস্য॥

সম্পূরণমুদরপূরণম্‌। নিচয়াত্মকস্য সান্নিপাতিকস্য। সর্ব্বো হেতুঃ বাতপিত্তকফজানাং হেতুঃ। দিষ্টঃ কথিতঃ।

শীতল, গুরু ও স্নিগ্ধদ্রব্য সেবন, চেষ্টাপরিবর্জ্জন অর্থাৎ কায়িকব্যাপাররাহিত্য, উদর অত্যন্ত পূর্ণ করিয়া আহার করা এবং দিবানিদ্রা এইগুলি শ্লৈষ্মিক গুল্মের হেতু। উল্লিখিত তিনপ্রকার গুল্মের কারণ সকলের মিলনকে সান্নিপাতিক গুল্মের নিদান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শ্লৈষ্মিকস্য লক্ষণম্‌।

স্তৈমিত্যশীতজ্বরগাত্রসাদং
হৃল্লাসকাসারুচিগৌরবাণি।
শৈত্যং রুগল্পা কঠিনোন্নতত্বং
গুল্মস্য রূপাণি কফাত্মকস্য॥

শ্লৈষ্মিক গুল্মে স্তৈমিত্য, শীতজ্বর, গাত্রের অবসন্নতা, বমির বেগ, কাস, অরুচি ও শরীরভার এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই গুল্ম শীতল, অল্পবেদনাযুক্ত, কঠিন ও উন্নত হইয়া থাকে।

নিমিত্তরূপাণ্যুপলভ্য গুল্মে
দ্বিদোষজে দোষবলাবলঞ্চ।
ব্যামিশ্রলিঙ্গানপরাংশ্চ গুল্মাং-
স্ত্রীনাদিদেশৌষধকল্পনার্থম্‌॥

নিদান, লক্ষণ ও দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া বিমিশ্র লিঙ্গ অপর তিন প্রকার দ্বন্দ্বজ গুল্ম অর্থাৎ বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক ও পিত্তশ্লৈষ্মিক এই তিনপ্রকার গুল্ম নির্দ্দেশ করিবে।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, গুল্ম পাঁচ প্রকার, কিন্তু এই দ্বন্দ্বজ তিনটী লইয়া গণনা করিলে আট প্রকার হয়। এই তিনটীর নির্দ্দেশ কেবল ঔষধ কল্পনার জন্য। ইহারা পৃথক্‌ গণিত হয় না, সুতরাং পঞ্চসংখ্যার অতিরেক হইল না।

সান্নিপাতিকস্য লক্ষণম্‌।

মহারুজং দাহপরীতমশ্মবদ্‌
ঘনোন্নতং শীঘ্রবিদাহিদারুণম্‌।
মনঃশরীরাগ্নিবলাপহারিণং
ত্রিদোষজং গুল্মমসাধ্যমাদিশেৎ॥

সান্নিপাতিক গুল্ম অত্যন্ত বেদনাযুক্ত অতি দাহান্বিত, প্রস্তরবৎ কঠিন ও উন্নত, শীঘ্রবিদাহী, নিরতিশয় কষ্টপ্রদ এবং মনঃ, দেহ ও অগ্নির বলনাশক। ইহা অসাধ্য ব্যাধি।

রক্তজস্য নিদানং লক্ষণঞ্চ।

রক্তাৎ স্বৈঃ কোপনৈঃ ক্রুদ্ধাদ্রক্তগুল্মঃ প্রজায়তে।
পৈত্তস্য প্রায়শস্তুল্যো বিশেষো যোঽত্র কথ্যতে॥
কোষ্ঠানাং জন্ম লৌহিত্যং নেত্রয়োররতিস্তথা।
মূর্চ্ছা রক্তাতিসারশ্চ স্বকৃচ্ছ্রোঽয়ং গদো মতঃ॥

রক্তপ্রকোপদ্রব্য সকল দ্বারা রক্ত কুপিত হইলে রক্তগুল্ম উৎপন্ন হয়। ইহা প্রায় পৈত্তিকগুল্মের ন্যায় লক্ষণাদিবিশিষ্ট। তবে ইহাতে কোষ্ঠোৎপত্তি, নেত্রদ্বয়ের লৌহিত্য, অরতি, মূর্চ্ছা ও রক্তাতিসার এই লক্ষণগুলি অধিক থাকে। ইহা কষ্টসাধ্য পীড়া। ধাতুরূপ রক্তজাত এই গুল্ম স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই হইতে পারে।

আর্ত্তবরূপরক্তজাতস্য গুল্মস্য লক্ষণম্‌।

নবপ্রসূতাহিতভোজনা যা
যা চামগর্ভং বিসৃজেদৃতৌ বা।
বায়ুর্হি তস্যাঃ পরিগৃহ্য রক্তং
করোতি গুল্মং সরুজং সদাহম্‌॥
পৈত্তস্য লিঙ্গেন সমানলিঙ্গং
বিশেষণঞ্চাপ্যপরং নিবোধ।
যঃ স্পন্দতে পিণ্ডিত এব নাঙ্গৈ-
শ্চিরাৎ সশূলঃ সমগর্ভলিঙ্গঃ॥
স রৌধিরঃ স্ত্রীভব এব গুল্মো
মাসে ব্যতীতে দশমে চিকিৎস্যঃ।
অন্যচ্চ। ঋতাবনাহারতয়া ভয়েন
বিরূক্ষণৈর্বেগবিনিগ্রহৈশ্চ।
সংস্তম্ভনোল্লেখনযোনিদোষৈ-
র্গুল্মঃ স্ত্রিয়া রক্তভবোঽভ্যুপৈতি॥

নবপ্রসূতা প্রকৃতাগ্নিবলবর্ণমাংসহীনা অহিত-ভোজনা। যা চ আমগর্ভং বিসৃজেৎ নবমমাসা-দর্ব্বাক্‌ প্রসূয়তে সাপ্যহিতভোজনা ঋতৌ বা আর্ত্তবপ্রবৃত্তিকালে অহিতভোজনা বা। বায়ুঃ রক্তং পরিগৃহ্য গুটিকাকারং গর্ভাশয়ে গুল্মং করোতি। ভোজনপদং বিহারস্যাপ্যুপলক্ষণং যথোক্তং ঋতাবনাহারতয়া ভয়েন ইত্যাদি। চিরাৎ স্পন্দতে চলতি নাঙ্গৈঃ ন হস্তপাদৈঃ। সমগর্ভলিঙ্গঃ অত্র সমশব্দঃ সর্ব্বশব্দার্থঃ তেন সমানি সর্ব্বাণি গর্ভ-লিঙ্গানি আর্ত্তবাদর্শনমুখপীততাস্তনমুখকৃষ্ণতাদোহ-দাদীনি যত্র সঃ। এতে চ ব্যাধিপ্রভাবাৎ। যথা যক্ষ্মণি রিরংসা। স রৌধিরঃ আর্ত্তবরূপরক্তজঃ স্ত্রীণাং প্রজায়তে ইতি। গর্ভসমানলিঙ্গত্বে বিশেষ জ্ঞানার্থমাহ মাসে ব্যতীতে দশমে চিকিৎস্য ইতি নবমদশমমাসয়োঃ প্রসবকালত্বাদিত্যেকে। তন্ন। যঃ স্পন্দতে পিণ্ডিত এব নাঙ্গৈরিত্যাদিনৈব সংশয়স্য নিরাকৃতত্বাৎ। গর্ভঃ প্রত্যঙ্গৈঃ নিরন্তরং নিঃশূলং স্পন্দতে গুল্মশ্চৈতদ্বিপরীত ইতি। কিঞ্চ নবমে দশমে প্রসূয়তে ইত্যুৎসর্গো ন তু নিয়মঃ। তদধিক-কালেঽপি প্রসবদর্শনাদাগমাচ্চ। যত আহ চরকঃ "তং স্ত্রী প্রসূতে সুচিরেণ গর্ভং পুষ্টং যদা বর্ষগণৈরপি স্যাৎ। তস্মাৎ মাসে ব্যতীতে দশমে চিকিৎস্যঃ" ইতি ন সংশয়ব্যবচ্ছেদার্থং কিন্তু তদা সুখেন চিকিৎসার্থং যত উক্তং রক্তগুল্মে পুরাণত্বং সুখসাধ্যস্য লক্ষণমিতি। পুরাণতা চাস্য দশমমাসাতিক্রমেণৈব ভবতি।

প্রসবান্তে, আমগর্ভ স্খলনান্তে বা ঋতু-কালে অহিতাহার করিলে বায়ুকর্ত্তৃক রক্ত সংগৃহীত হইয়া গুল্মরোগ উৎপন্ন হয়। ঋতুকালে উপবাস, ভয়, রূক্ষক্রিয়া, মলাদির বেগধারণ, স্তম্ভন ও কর্ষণক্রিয়া এবং যোনিদোষ এইগুলিও রক্তগুল্মের কারণ। ইহাতে কতিপয় দাহ ও বেদনা থাকে এবং পৈত্তিক গুল্মের সমস্ত লক্ষণই উপস্থিত হয়। গর্ভের যাবতীয় লক্ষণ এই পীড়ায়

প্রকাশ পায়। অর্থাৎ গর্ভ হইলে যেরূপ ঋতুবন্ধ, মুখ পীতবর্ণ, স্তনাগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ এবং নানাবিধ আহারাদিব অভিলাষ হয়, ইহাতেও সেইরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু গর্ভ যেরূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা নিরন্তর বেদনা ব্যতিরেকে স্পন্দিত হয়, ইহা তদ্রূপ না হইয়া দীর্ঘসময়ান্তে অত্যন্ত যাতনার সহিত স্পন্দিত হয় এবং ইহাতে প্রত্যঙ্গাদি না থাকাতে সমস্ত পিণ্ডটাই কম্পিত হয়। এই লক্ষণদ্বারা গর্ভ হইতে গুল্মকে প্রভেদ করিবে। রক্তগুল্মের চিকিৎসা দশমাস অতীত হইলে কর্ত্তব্য।

দশমাস অতিক্রম করা গর্ভ কি গুল্ম এই সন্দেহ নিবারণের জন্য, কেহ কেহ এইরূপ বিবেচনা করেন। কেহ কেহ বলেন, দশ মাস অতিক্রম করা গর্ভাশঙ্কার জন্য নহে, পিণ্ডিতভাবে দীর্ঘকালান্তে সশূল স্পন্দন দ্বারা গুল্ম নির্ণীত হয়, তবে উঁহা পুরাতন অর্থাৎ দশমাস অতীত হইলে সুখসাধ্য হয় বলিয়া ঐ সময় অপেক্ষা করিতে হয়।

অসাধ্যলক্ষণমাহ।

সঞ্চিতঃ ক্রমশো গুল্মো মহাবাস্তুপরিগ্রহঃ।
কৃতমূলঃ শিরানদ্ধো যদা কূর্ম্ম ইবোত্থিতঃ॥
দৌর্ব্বল্যারুচিহৃল্লাসকাসচ্ছর্দ্দ্যরতিজ্বরৈঃ।
তৃষ্ণাতন্দ্রাপ্রতিশ্যায়ৈর্যুজ্যতে স ন সিধ্যতি॥

মহাবাস্তুপরিগ্রহঃ সকলোদরব্যাপী। কৃতমূলঃ ধাত্বন্তরাবগাঢ়ী। শিরানদ্ধঃ শিরাজালবান্। যুজ্যতে যুক্তো ভবতি।

গুল্ম ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বোদর-ব্যাপী, অবগাঢ়মূল, শিরাব্যাপ্ত, কূর্ম্মবৎ উন্নত হইলে এবং দৌর্ব্বল্য, অরুচি, হৃল্লাস, কাস, বমি, চিত্তবিক্লব, জ্বর, তৃষ্ণা, তন্দ্রা ও প্রতীশ্যায় এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত।

গৃহীত্বা সজ্বরং শ্বাসচ্ছর্দ্দ্যতীসারপীড়িতম্।
হৃন্নাভিহস্তপাদেষু শোথঃ কর্ষতি গুল্মিনম্॥
কর্ষতি মরণায়েতি শেষঃ।

গুল্মরোগীর হস্ত পদে শোথ, জ্বর, শ্বাস, বমি ও অতীসার উপস্থিত হইলে মরণ নিশ্চিত।

শ্বাসঃ শূলং পিপাসান্নবিদ্বেষো গ্রন্থিমূঢ়তা।
জায়তে দুর্ব্বলত্বঞ্চ গুল্মিনো মরণায় বৈ॥
গ্রন্থিমূঢ়তা গ্রন্থিরূপস্য গুল্মস্য অকস্মাদ্বিলয়নম্।

শ্বাস, শূল, পিপাসা, আহারদ্বেষ এবং অকস্মাৎ গুল্মের অননুভব এই লক্ষণগুলি গুল্মরোগীর মরণের জন্য হইয়া থাকে।

গুল্মস্য চিকিৎসা।

বায়োঃ প্রশমনং কার্য্যমাদৌ গুল্মং চিকিৎসতা।
জিতে তস্মিন্ বলী দোষঃ সুখেনান্যো নিবার্য্যতে॥

গুল্ম চিকিৎসা করিতে হইলে প্রথমে বায়ুর শান্তি করা কর্ত্তব্য। বায়ুর শান্তি হইলে অন্য প্রবল দোষ অনায়াসে প্রশমিত হইয়া থাকে।

স্নিগ্ধস্য ভিষজা স্বেদঃ কর্ত্তব্যো গুল্মশান্তয়ে।

গুল্মরোগীকে বিষ্ণুতৈলাদি মাখাইয়া স্নিগ্ধ করিয়া স্বেদ দিবে।

স্রোতসাং মার্দ্দবং কৃত্বা জিত্বা মারুতমুল্বণম্।
ভিত্বা বিবন্ধং স্নিগ্ধস্য স্বেদো গুল্মান্ ব্যপোহতি॥

স্বেদদ্বারা স্রোতঃসকলের মৃদুতা, বায়ুর শান্তি ও মলাদির রোধ নিবারণ হওয়াতে গুল্ম শীঘ্র প্রতীকৃত হইয়া থাকে।

বাতারিতৈলেন পয়োযুতেন
পথ্যাসমেতেন বিরেচনং হি।
সংস্বেদনং স্নিগ্ধমতিপ্রশস্তং
প্রভঞ্জনক্রোধকৃতে চ গুল্মে॥

বাতজ গুল্মের দুগ্ধ ও হরীতকীচূর্ণের সহিত এরণ্ডতৈল সেবন ও স্নেহস্বেদ প্রদান বিধেয়।

স্বর্জ্জিকাকুষ্ঠসহিতঃ ক্ষারঃ কেতকসম্ভবঃ।
পীতস্তৈলেন শময়েদ্‌ গুল্মং পবনসম্ভবম্‌॥

সাচিক্ষার, কুড় ও কেতকীপুষ্পের ক্ষার তিলতৈলের সহিত সেবন করিলে বাতগুল্মের শান্তি হয়।

পিত্তগুল্মে ত্রিবৃচ্চূর্ণং পাতব্যং ত্রিফলাম্বুনা।
বিরেকায় সিতাযুক্তং কাম্পিল্লং বা সমাক্ষিকম্‌॥
ত্রিফলাম্বুনা ত্রিফলাক্বাথেন।

পিত্তগুল্মে ত্রিফলার ক্বাথের সহিত তেউড়ীমূল চূর্ণ অথবা মধুর সহিত কমলাগুঁড়ি সেবনীয়।

অভয়াং দ্রাক্ষয়া খাদেৎ পিত্তগুল্মী গুড়েন বা॥

দ্রাক্ষা ও হরীতকী অথবা হরীতকী ও গুড় একত্র সেবন করিলে পিত্তগুল্মের শান্তি হয়।

যোগৈশ্চ বাতগুল্মোক্তৈঃ শ্লেষ্মগুল্মমুপাচরেৎ।
অপরৈশ্চ বলাসঘ্নৈর্যুক্তিযুক্তৈঃ সমং নয়েৎ॥

শ্লৈষ্মিকগুল্মে বাতগুল্মনাশক যোগ এবং কফঘ্ন ঔষধ সকল বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে।

ব্যামিশ্রদোষে ব্যামিশ্রঃ সর্ব্ব এব ক্রিয়াক্রমঃ।
সন্নিপাতোদ্ভবে গুল্মে ত্রিদোষঘ্নো বিধির্হিতঃ॥

দ্বিদোষজাত গুল্মে উভয়বিধ ক্রিয়া এবং ত্রিদোষজাত গুল্মে ত্রিদোষঘ্ন বিধি কর্ত্তব্য।

বচাভয়াবিড়াশুণ্ঠী হিঙ্গুকুষ্ঠাগ্নিদীপ্যকাঃ।
দ্বিত্রিষট্‌ চতুরেকাষ্টপঞ্চপঞ্চাংশিকাঃ ক্রমাৎ॥
চূর্ণং মদ্যাদিভিঃ পীতং গুল্মানাহোদরাপহম্‌।
শূলার্শঃ শ্বাসকাসঘ্নং গ্রহণীদীপনং পরম্‌॥

বচ ২ ভাগ, হরীতকী ৩ ভাগ, বিটলবণ ৬ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, হিঙ্গু ১ ভাগ, কুড় ৮ ভাগ, চিতামূল ৫ ভাগ ও যমানী ৫ ভাগ এই সমুদায় চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া মদ্যাদির সহিত সেবন করিলে গুল্মাদি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

হিঙ্গুপুষ্করমূলানি তুম্বুরূণি হরীতকী।
শ্যামা বিড়ং সৈন্ধবঞ্চ যবক্ষারং মহৌষধম্‌॥
যবক্বাথোদকেনৈতদ্‌ ঘৃতভৃষ্টন্তু পায়য়েৎ।
তেনাস্য ভিদ্যতে গুল্মঃ সশূলঃ সপরিগ্রহঃ॥

হিং, কুড়, ধন্যা, হরীতকী, তেউড়ীমূল, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার ও শুঁঠ এই সমুদায়ের চূর্ণ ঘৃতে ভাজিয়া যবের ক্বাথের সহিত পান করিলে গুল্ম ও তজ্জনিত উপদ্রব সমস্ত প্রশমিত হয়।

গময়িত্বার্ত্তবোদ্ভূতে দশ মাসাননন্তরম্‌।
স্নেহস্বেদো বিধাতব্যস্তথা স্নিগ্ধং বিরেচনম্‌॥

আর্ত্তবজাত গুল্মে দশমাস অতীত করিয়া অনন্তর স্নেহস্বেদ ও স্নিগ্ধ বিরেচন ব্যবস্থা করিবে।

শতাহ্বচিরবিল্বত্বগ্‌দারুভার্গীকণোদ্ভবঃ।
কফঃ পীতো হরেদ্‌গুল্মং তিলক্বাথেন রক্তজম্‌॥

শুল্‌ফা, নাটাকরঞ্জের ছাল, দেবদারু, বামনহাটী ও পিঁপুল এই সমুদায়ের কল্ক, তিলের ক্বাথের সহিত সেবন করিলে রক্তগুল্ম প্রশমিত হয়।

পীতো ধাত্রীরসো যুক্তো মরিচৈশ্চাস্রগুল্মনুৎ॥

মরিচচূর্ণের সহিত আমলকীর রস সেবন করিলে রক্তগুল্মের শান্তি হয়।

তিলক্কাথং গুড়ব্যোষহিঙ্গুভার্গীযুতং পিবেৎ।
আর্ত্তবপ্রভবে গুল্মে নষ্টে পুষ্পে চ নিত্যশঃ॥

প্রত্যহ পুরাতন গুড়, ত্রিকটুচূর্ণ, হিং এবং বামনহাটীচূর্ণের সহিত তিলের ক্বাথ সেবন করিলে রক্তগুল্মের নাশ হয় এবং দৌর্ব্বল্যাদি কারণ ভিন্ন অন্য কারণে ঋতু বন্ধ হইলে এই যোগ দ্বারা উপকার হইয়া থাকে।

সক্ষারং ত্র্যূষণং মন্তং প্রপিবেদস্রগুল্মিনী।
পলাশক্ষারতোয়েন সিদ্ধং সর্পিঃ পিবেচ্চ সা॥

রক্তগুল্মে মস্তের সহিত যবক্ষার ও ত্রিকটুচূর্ণ সেবন করিলে অথবা পলাশক্ষারে জলের সহিত ঘৃত পাক করিয়া তাহা পান করিলে পীড়ার শান্তি হয়।

প্রবর্ত্তমানে নিতরাং শোণিতে রক্তপিত্তহৃৎ।
রক্তাতিসারশমনী ক্রিয়া চাপি বিধীয়তে॥

এইরূপ ক্রিয়া সকলের দ্বারা যদি অধিক রক্তস্রাব হইতে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে রক্তপিত্ত ও রক্তাতিসারের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

কাঙ্কায়নগুড়িকা নারাচঘৃতং পঞ্চপলং ঘৃতং ক্ষীরষট্পলকং ঘৃতং দন্তীহরীতকী গুল্মকালানলো রসঃ শিখিবাড়বো রসঃ পঞ্চাননরসশ্চৈবমাদ্যানি ভেষজানি গুল্মগদে যোজ্যানি।

গুল্মরোগে কাঙ্কায়নগুড়িকা, নারাচঘৃত, পঞ্চপল ঘৃত, ক্ষীরষট্পল ঘৃত, দন্তীহরীতকী, গুল্মকালানল রস, শিখিবাড়ব রস এবং পঞ্চাননরস প্রভৃতি ঔষধ যথাবিধি প্রয়োজ্য।

বল্লূরং মূলকং মৎস্যান্ শুষ্কশাকানি বৈদলম্।
ন খাদেচ্চালুকং গুল্মী মধুরাণি ফলানি চ॥

গুল্মরোগে শুষ্ক মাংস, মূলা, মৎস্য, শুষ্ক শাক, ডাইল, আলু ও মিষ্টফল এই সকল অহিতকর।

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ছর্দ্দ্যধিকারঃ।

ছর্দ্দের্নিদানং নিরুক্তিশ্চ।

দুষ্টৈর্দোষৈঃ পৃথক্ সর্ব্বৈর্বীভৎসালোচনাদিভিঃ।
ছর্দ্দয়ঃ পঞ্চ বিজ্ঞেয়াস্তাসাং লক্ষণমুচ্যতে॥
অতিদ্রবৈরতিস্নিগ্ধৈ রহৃদ্যৈর্লবণৈরতি।
অকালে চাতিমাত্রৈশ্চ তথাসাত্ম্যৈশ্চ ভোজনৈঃ॥
শ্রমাদ্ভয়াৎতথোদ্বেগাদজীর্ণাৎ ক্রিমিদোষতঃ।
নার্য্যাশ্চাপন্নসত্ত্বায়াস্তথাতিদ্রুতমশ্নতঃ॥
বীভৎসৈর্হেতুভিশ্চান্যৈর্দ্রুতমুৎক্লেশিতো বলাৎ।
ছাদয়ন্নাননং বেগৈরর্দ্দয়ন্নঙ্গভঞ্জনৈঃ॥
নিরুচ্যতে ছর্দ্দিরিতি দোষো বক্ত্রং প্রধাবিতঃ॥

প্রকুপিত বায়ু, পিত্ত, কফ, মিলিত দোষত্রয় এবং বীভৎস আলোচনা প্রভৃতি এই পঞ্চ হেতুতে পঞ্চবিধ বমনরোগ উৎপন্ন হয়। অতএব বমি দোষজ ও আগন্তু কারণোৎপন্ন ভেদে দুই প্রকার। অধিক দ্রব দ্রব্য পান, অতিশয় স্নিগ্ধাহার, অহৃদ্য আহার, অধিক লবণভক্ষণ, অকালে ভোজন, অপরিমিত ভোজন, অসাত্ম্য ভোজন, অতিদ্রুত ভোজন, অধিক পরিশ্রম, ভয় উদ্বেগ, অজীর্ণ, ক্রিমিদোষ ও নানাবিধ বীভৎস হেতুতে এবং গর্ভাবস্থায় স্ত্রীদিগের বমন উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐ সকল হেতুতে দোষ উৎক্লিষ্ট ও বেগে মুখে ধাবিত হইয়া মুখ আচ্ছাদিত ও অঙ্গে ভঙ্গবৎ বেদনা উপস্থিত করিয়া নির্গত হয়। ইহারই নাম ছর্দ্দি বা বমি।

তস্যাঃ পূর্ব্বরূপম্।

হৃল্লাসোদ্গারসংরোধৌ প্রসেকো লবণাস্যতা।
দ্বেষোঽন্নপানে চ ভৃশং বমীনাং পূর্ব্বলক্ষণম্॥

বমি হইবার পূর্ব্বে হৃল্লাস, উদ্গাররোধ, মুখপ্রসেক (মুখে জলবৎ লালার উৎপত্তি), মুখে লবণাস্বাদ এবং পানাহারে নিরতিশয় দ্বেষ এই সকল লক্ষণ উদিত হইয়া থাকে।

বাতজায়াশ্ছর্দের্লক্ষণম্।

হৃৎপার্শ্ব পীড়া মুখশোষশীর্ষ
নাভ্যর্ত্তিকাসস্বরভেদ তোদৈঃ।
উদ্গারশব্দ প্রবলং সফেনং
বিচ্ছিন্নমুষ্ণং তনুকং কষায়ম্।
কৃচ্ছ্রেণ চাল্পং মহতা চ বেগে-
নার্ত্তোঽনিলাচ্ছর্দ্দয়তীহ দুঃখম্॥

বায়ুজ বমিরোগে বক্ষে ও হৃদয়ে বেদনা, মুখশোষ, মস্তকে ও নাভিতে শূল, কাস, স্বরভঙ্গ ও সূচীবেধবৎ বেদনা এই সকল যাতনার সহিত প্রবল উদ্গার শব্দপূর্ব্বক ফেনযুক্ত, উষ্ণ, তনু (পাতলা) ও কষায় রস পদার্থ উদ্গীর্ণ হয় এবং মধ্যে মধ্যে বেগের নিবৃত্তি হয়। ইহাতে অতিকষ্টে প্রবল বেগের সহিত অল্পমাত্র বমি হইয়া থাকে।

পিত্তজায়াস্তস্যা লক্ষণম্।

মূর্চ্ছা পিপাসা মুখশোষ মূর্দ্ধ-
তাল্বক্ষিসন্তাপ তমোভ্রমার্ত্তঃ।
পীতং ভৃশোষ্ণং হরিতঞ্চ তিক্তং
ধূম্রঞ্চ পিত্তেন বমেৎ সদাহম্॥

পিত্তজ বমিতে মূর্চ্ছা, পিপাসা, মুখশোষ, মস্তক, তালু ও চক্ষুতে সন্তাপ, অন্ধকার দর্শন ও ভ্রম এই সকল যাতনার সহিত অত্যন্ত উষ্ণ, তিক্তরস এবং পীত, হরিত বা ধূম্রবর্ণ পদার্থ উদ্বান্ত হইয়া থাকে। ইহাতে কণ্ঠাদিতে ও সর্ব্বাঙ্গে দাহ উপস্থিত হয়।

কফজায়া লক্ষণম্।

তন্দ্রাস্যমাধুর্য্য কফপ্রসেক-
সন্তোষনিদ্রারুচি গৌরবার্ত্তঃ।
স্নিগ্ধং ঘনং স্বাদু কফাদ্ধি শুক্লং
সলোমহর্ষোঽল্পরুজং বমেত্তু॥

শ্লৈষ্মিক বমিরোগে তন্দ্রা, মুখমাধুর্য্য, কফপ্রসেক, অভুক্তাবস্থাতেও কৃতাহারের ন্যায় তৃপ্তি, নিদ্রাধিক্য, অরুচি, দেহের ভার এই সকল লক্ষণের সহিত স্নিগ্ধ, ঘন, স্বাদুরস ও শুক্লবর্ণ পদার্থ উদ্গীর্ণ হয় এবং বমনকালে রোগীর রোমাঞ্চ হইয়া থাকে। এইরূপ বমিতে বিশেষ যাতনা উপস্থিত হয় না।

ত্রিদোষজায়া লক্ষণম্।

শূলাবিপাকারুচি দাহতৃষ্ণা-
শ্বাসপ্রমোহ প্রবলা প্রসক্তা।
ছর্দ্দিস্ত্রিদোষাল্লবণাম্লনীল-
সান্দ্রোষ্ণরক্তং বমতাং নৃণাং স্যাৎ॥

প্রসক্তমিতি পাঠে তৎ ক্রিয়াবিশেষণত্বেন বোধ্যম্।

সান্নিপাতিক বমিরোগে শূল, অপরিপাক, অরুচি, দাহ, তৃষ্ণা, শ্বাস ও মূর্চ্ছা এই সকল লক্ষণ প্রবলরূপে উদিত হয় এবং নিরন্তর অম্ললবণরসাক্ত, নীল বা রক্তবর্ণ, ঘন ও উষ্ণ বমি হইয়া থাকে।

আগন্তুজায়া লক্ষণম্।

অসাত্ম্যজা চ ক্রিমিজামজা চ
বীভৎসজা দৌহৃর্দজা চ যা হি।
সা পঞ্চমী তাশ্চ বিভাবয়েচ্চ
দোষোচ্ছ্রয়েণৈব যথোক্তমাদৌ॥

এতাঃ পঞ্চাপ্যাগন্তুজত্বেন সাম্যাদেকৈব। অতএব সা আগন্তুজা পঞ্চমীতি। তাঃ অসাত্ম্য-জাদ্যাঃ।

অসাত্ম্য ভক্ষণ, ক্রিমিসঞ্চয়, আম, বীভৎস অর্থাৎ ঘৃণাজনক হেতু, দৌহৃদ অর্থাৎ গর্ভিণীর অভিলাষ, লোভ অথবা দুহৃর্দ্ শব্দে অনিষ্টকারী ! বিষাদি পদার্থ, এই পাঁচপ্রকার কারণেও বমিরোগ উৎপন্ন হয়। এই পাঁচ প্রকার বমিই আগন্তুজ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। আগন্তুজ বমি পঞ্চম স্থানীয় হইল। অর্থাৎ বাতজ ১ম, পিত্তজ ২য়, কফজ ৩য়, সন্নিপাতজ ৪র্থ ও আগন্তুজ ৫ম। অসাত্ম্যভক্ষণজ প্রভৃতি বমি সকলে যথাসম্ভব বাতজাদির লক্ষণ উদিত হইয়া থাকে।

ক্রিমিজায়া লক্ষণম্।

শূলহৃল্লাসবহুলা ক্রিমিজা চ বিশেষতঃ।
ক্রিমিহৃদ্রোগতুল্যেন লক্ষণেন চ লক্ষিতা॥

ক্রিমিজ বমিতে অত্যন্ত শূল, বমির বেগ এবং ক্রিমিজ হৃদ্রোগের ন্যায় লক্ষণ সমস্ত উপস্থিত হয়।

ছর্দ্দেররিষ্টলক্ষণানি।

বিট্স্বেদ মূত্রাম্বুবহানি বায়ুঃ
স্রোতাংসি সংরুধ্য যদোর্দ্ধমেতি।
উৎসন্নদোষস্য সমাচিতং তং
দোষং সমুদ্ধূয় নরস্য কোষ্ঠাৎ॥
বিণ্মূত্রয়োস্তৎ সমগন্ধবর্ণং
তৃট্শ্বাস হিক্কার্ত্তিযুতং প্রসক্তম্।
প্রচ্ছর্দ্দয়েদ্দুষ্ট মিহাতি বেগাৎ
তয়ার্দ্দিতশ্চাশু বিনাশমেতি॥

কুপিত বায়ু মলবহ, মূত্রবহ ও স্বেদবহ স্রোতঃ সমুদায়কে রুদ্ধ করিয়া দোষ ব্যাপ্ত রোগীর কোষ্ঠ হইতে পূর্ব্বসঞ্চিত দোষকে উদ্ধৃত করিয়া উর্দ্ধগত হইলে নিরন্তর অতিবেগে মলমূত্র সদৃশ গন্ধ ও বর্ণবিশিষ্ট সদোষ বমি হইতে থাকে এবং রোগী তৃষ্ণা, শ্বাস ও হিক্কা প্রভৃতি যাতনায় অত্যন্ত কাতর হয়। এইরূপ বমিতে রোগীর মৃত্যু ধ্রুব।

ক্ষীণস্য যা ছর্দ্দিরতি প্রসক্তা
সোপদ্রবা শোণিতপূয়যুক্তা।
সচন্দ্রিকাং তাং প্রবদন্ত্যসাধ্যাং
সাধ্যাং চিকিৎসেন্নিরুপদ্রবাঞ্চ॥

ক্ষীণ রোগীর নিরবচ্ছিন্ন বমি এবং উপদ্রবসংযুক্ত রক্তপূযমিশ্রিত ও ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রিকাসদৃশ প্রভাবিশিষ্ট বমি অসাধ্য। উপদ্রবরহিত বমির চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

ছর্দ্দেরুপদ্রবাঃ।

কাসঃ শ্বাসো জ্বরস্তৃষ্ণা হিক্কা বৈচিত্ত্যমেব চ।
হৃদ্রোগস্তমকশ্চৈব জ্ঞেয়াশ্ছর্দ্দে রুপদ্রবাঃ॥

তমকোঽত্র তমঃ। শ্বাসপদেনৈব তমকাখ্যস্যাপি শ্বাসস্যোক্তেঃ।

কাস, শ্বাস, জ্বর, তৃষ্ণা, হিক্কা, চিত্তবিকৃতি, হৃদ্রোগ ও অন্ধকারদর্শন এইগুলি বমিরোগের উপদ্রব।

ছর্দ্দিশ্চিকিৎসা।

আমাশয়োৎক্লেশভবা হি সর্ব্বা-
শ্ছর্দ্দ্যো মতা লঙ্ঘনমেব তস্মাৎ।
বিধীয়তে মারুতজাং বিনা তু
সংশোধনং বা কফপিত্তহারি॥

অত্র লঙ্ঘনমল্পদোষবিষয়ং সংশোধনং বহুদোষবিষয়মিতি ব্যবস্থা। সংশোধনমত্র বিরেচনম্।

আমাশয়ের উৎক্লেশ হেতু বমিরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব ইহাতে প্রথমতঃ লঙ্ঘন ব্যবস্থেয়। বাতজ বমিতে লঙ্ঘন নিষিদ্ধ। প্রচুর দোষসম্পন্ন বমিরোগে কফপিত্ত নিঃসারক বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থেয়।

হস্তাৎ ক্ষীরোদকং পীতং ছর্দ্দিং পবনসম্ভবাম্।
মুদ্গামলক যূষো বা সসর্পিষ্কঃ সসৈন্ধবঃ॥
ক্ষীরোদকং নষ্টস্য ক্ষীরস্যোদকম্।

নষ্ট দুগ্ধের জল অথবা ঘৃত ও সৈন্ধব-লবণের সহিত মুগ ও আমলার যূষ পান করিলে বাতজ বমির শান্তি হয়।

গুড়ূচী ত্রিফলা নিম্ব পটোলৈঃ ক্বথিতং জলম্।
পিবেন্মধুযুতং তেন ছর্দ্দির্নশ্যতি পিত্তজা॥

গুলঞ্চ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, নিমছাল ও পটোলপত্র ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষিপ্ত করিয়া পান করিলে পিত্তজ বমি প্রশমিত হয়।

হরীতকীনাং চূর্ণন্তু লিহ্যান্মাক্ষিক সংযুতম্।
অধোমার্গীকৃতে দোষে ছর্দ্দিঃ শীঘ্রং নিবর্ত্ততে॥

মধুসংযুক্ত হরীতকীচূর্ণ অবলেহন করিলে দোষ অধঃপ্রসৃত হওয়াতে শীঘ্র বমির নিবৃত্তি হয়।

বিড়ঙ্গ ত্রিফলা বিশ্বাচূর্ণং মধুযুতং জয়েৎ।
বিড়ঙ্গপ্লবশুণ্ঠীনাং চূর্ণং বা কফজাং বমিম্।

কফজ বমিতে বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও পিঁপুল-চূর্ণ অথবা বিড়ঙ্গ, কৈবর্ত্তমুস্তক ও শুঁঠচূর্ণ মধুর সহিত সেবনীয়।

পিষ্ট্বা ধাত্রীফলং লাজান্ শর্করাঞ্চ পলোন্মিতাম্।
দত্ত্বা মধুপলঞ্চাপি কুড়বং সলিলস্য চ॥
বাসসা গালিতং পীতং হন্তি ছর্দ্দিং ত্রিদোষজাম্॥

পিষ্ট আমলকী, খই, চিনি ও মধু প্রত্যেক ১ পল, এই সমুদায় ॥০ অর্দ্ধ সের জলে কিয়ৎক্ষণ ভিজাইয়া রাখিয়া কচ্লাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। বস্ত্রপূত সেই দ্রব্য পান করিলে সান্নিপাতিক বমির নিবৃত্তি হয়।

গুড়ূচ্যা রচিতং হন্তি হিমং মধুসমন্বিতম্।
দুর্নিবারামপি ছর্দ্দিং ত্রিদোষজনিতাং বলাৎ॥

রাত্রিতে গুলঞ্চ ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতে সেই জল মধুর সহিত পান করিলে ত্রিদোষজ বমির শান্তি হয়।

এলা লবঙ্গ গজকেশর কোলমজ্জ-
লাজা প্রিয়ঙ্গু ঘন চন্দন পিপ্পলীনাম্।
চূর্ণানি মাক্ষিক সিতা সহিতানি লীঢ়া
ছর্দ্দিং নিহন্তি কফমারুত পিত্তজাতাম্॥
চন্দনমত্র শ্বেতম্।

এলাইচ, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, কুল আঁটির শাঁস, খই, প্রিয়ঙ্গু, মুতা, শ্বেতচন্দন ও পিঁপুল ইহাদের চূর্ণ মধু ও চিনির সহিত অবলেহ করিলে ত্রিদোষজ বমির শান্তি হয়।

অশ্বত্থবল্কলং শুষ্কং দগ্ধং নির্ব্বাপিতং জলে।
তজ্জলং পীতমাত্রং হি বান্তিং জয়তি দুর্জ্জয়াম্॥

শুষ্ক অশ্বত্থছাল পোড়াইয়া কোন পাত্রস্থ জলে ফেলিয়া নির্ব্বাণ করিবে। ঐ জল পান করিলে প্রবল বমির নিবৃত্তি হয়।

পিপ্পলী মরিচোপেতঃ কপিত্থামলকীরসঃ।
জয়েৎ ত্রিদোষজাং ছর্দ্দিং পীতো মাক্ষিকসংযুতঃ॥

কয়েতবেল ও আমলকী প্রত্যেকের রস ১ তোলা, মধু সিকি তোলা, পিঁপুলচূর্ণ এক আনা ও মরিচচূর্ণ এক আনা একত্র সেবন করিলে ত্রিদোষজ বমি প্রশমিত হয়।

ক্বাথঃ পর্পটজঃ পীতঃ সক্ষৌদ্রশ্ছর্দ্দিনাশনঃ॥

ক্ষেতপাপ্ড়ার ক্বাথ মধুর সহিত পান করিলে বমি নিবারিত হয়।

চন্দনেনাক্ষমাত্রেণ সংযোজ্যামলকীরসম্।
পিবেন্মাক্ষিক সংযুক্তং ছর্দ্দিস্তেন নিবর্ত্ততে॥
চন্দনমত্র শ্বেতম্।

ঘৃষ্ট শ্বেতচন্দন ২ তোলা, আমলকীর রস ২ তোলা ও মধু ১ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বমির নিবৃত্তি হয়।

ইহার চতুর্থাংশ বা অষ্টমাংশ মাত্রায় পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করাই বিধি।

নিম্বুকদ্রব সংযুক্তং শর্করাসলিলং পিবেৎ।
এলালবঙ্গ চূর্ণেন বান্তিং তদ্‌ বিনিবারয়েৎ॥

চিনির জলে কিঞ্চিৎ কাগজী বা পাতিলেবুর রস মিশ্রিত এবং অল্পপরিমাণে এলাইচ ও লবঙ্গচূর্ণ প্রক্ষিপ্ত করিয়া পান করিলে বমির শান্তি হয়।

আম্রাস্থি বিল্বনির্য্যূহঃ পীতঃ সমধুশর্করঃ।
নিহন্ত্যাচ্ছর্দ্দ্যতীসারং বৈশ্বানর ইবাহুতিম্‌॥

আম্রকেশী ও বেলশুঁঠের ক্বাথে মধু ও চিনি সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে বমি ও অতীসার নিবৃত্ত হয়।

বীভৎসজাং হৃদ্যতমৈরিষ্টৈ দৌর্হৃদজাং ফলৈঃ।
লঙ্ঘনৈরামজাং ছর্দ্দিং জয়েৎ সাত্ম্যৈরসাত্ম্যজাম্‌॥

বীভৎসজ বমি হৃদ্যতম আহারাদি দ্বারা, দৌহৃদজ বমি অভিলষিত ফল দ্বারা, আমজ বমি লঙ্ঘন দ্বারা এবং অসাত্ম্যজ বমি সাত্ম্য আহারাদি দ্বারা প্রতীকার্য্য।

ক্রিমিহৃদ্রোগবদ্ধন্যাচ্ছর্দ্দিং ক্রিমিসমুদ্ভবাম্‌।
তত্র তত্র যথাদোষং ক্রিয়াং কুর্য্যাচ্চিকিৎসকঃ॥

ক্রিমিজাত বমিতে ক্রিমিজ হৃদ্রোগের ন্যায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য। আগন্তুজ বমি মাত্রেই দোষানুসারে (পশ্চাৎ যে দোষ উপস্থিত হয়, তদনুসারে) ক্রিয়াচরণ বিধেয়।

পুরাণাঃ শালয়ো লাজা গোধূমশ্চ যবো মধু।
শশলাবময়ূরাদ্যা জাঙ্গলাঃ পশুপক্ষিণঃ॥
জম্বীরামলকী দ্রাক্ষা দাড়িমং বীজপূরকম্‌।
নারিকেলঞ্চ যদ্বালং তত্তোয়ঞ্চ সিতা সুরা॥
মনোজ্ঞগন্ধসংসেবা চন্দনাদ্যনুলেপনম্‌।
শিরঃস্নানং সুখাস্যা চ হিতানি ছর্দ্দিরোগিণাম্‌॥

পুরাতন শালিতণ্ডুল, খই, গোধূম, যব, মধু, শশ, লাব ও ময়ূরাদির মাংস, গোঁড়ালেবু, আমলকী, দ্রাক্ষা, দাড়িম, টাবালেবু, কচি নারিকেলের শস্য ও জল, চিনি, সুরা, মনোহর গন্ধসেবন, চন্দনাদি অনুলেপন, শিরঃস্নান (মস্তক জলার্দ্র ও ধৌত করা) ও সুখোপবেশন এই গুলি বমন রোগীর পক্ষে হিতকর।

যদুগ্রমুদ্বেগকরং কর্ম্ম দ্রব্যমথাপি বা।
ত্যাজ্যং তদখিলং ছর্দ্দ্যাং ধীমতারোগ্যকাঙ্ক্ষিণা॥

ছর্দ্দিরোগে উগ্র ও উদ্বেগজনক কর্ম্ম এবং দ্রব্য সকলই পরিত্যাজ্য।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

তৃষ্ণাধিকারঃ।

তৃষ্ণায়া নিদানং সংপ্রাপ্তিশ্চ।

ভয়শ্রমাভ্যাং বলসংক্ষয়াদ্‌ বা
ঊর্দ্ধং চিতং পিত্তবিবর্দ্ধনৈশ্চ।
পিত্তং সবাতং কুপিতং নরাণাং
তালুপ্রপন্নং জনয়েৎ পিপাসাম্‌॥
স্রোতঃসু বার্ব্বাহিষু দূষিতেষু
দোষৈশ্চ তৃট্‌ সম্ভবতীহ জন্তোঃ।
তিস্রঃ স্মৃতাস্তাঃ ক্ষতজা চতুর্থী
ক্ষয়াৎ তথা হ্যামসমুদ্ভবা চ॥
ভক্তোদ্ভবা সপ্তমিকেতি তাসাং
নিবোধ লিঙ্গান্যনুপূর্ব্বশস্তু॥

ভয়, পরিশ্রম, বলক্ষয় এবং পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য ও ক্রিয়া দ্বারা, স্বস্থানসঞ্চিত পিত্ত কুপিত হইয়া বায়ুসহযোগে ঊর্দ্ধপ্রসৃত ও তালুগত হইয়া তৃষ্ণা উপস্থিত করে। জলবহ স্রোতঃ সকল দূষিত হইলেও বাতাদি দোষ কর্ত্তৃক পিপাসা সঞ্জনিত হয়। পিপাসা বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ক্ষতজ, আমজ ও অন্নজ এই

সাতপ্রকার হইয়া থাকে। যথাক্রমে ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

বাতজায়াস্তৃষ্ণায়া লক্ষণম্।

ক্ষামাস্যতা মারুতসম্ভবায়াং
তোদস্তথা শঙ্খশিরঃসু চাপি।
স্রোতোনিরোধো বিরসঞ্চ বক্তুং
শীতাভিরদ্ভিশ্চ বিবৃদ্ধিমেতি॥

বাতজ তৃষ্ণায় মুখ শুষ্ক ও দীনভাবাপন্ন, শঙ্খদ্বয়ে ও মস্তকে সূচীবেধবৎ বেদনা, রসবাহিনী ও জলবাহিনী নাড়ীসকলের রুদ্ধতা, মুখে বিকৃতাস্বাদ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। শীতল জল পানে এইরূপ তৃষ্ণার বৃদ্ধি হয়।

পিত্তজায়াস্তস্যা লক্ষণম্।

মূর্চ্ছান্নবিদ্বেষ বিলাপ দাহা
রক্তেক্ষণত্বং প্রততশ্চ শোষঃ।
শীতাভিনন্দা মুখতিক্ততা চ
পিত্তাত্মিকায়াং পরিধূপনঞ্চ॥

পিত্তজ তৃষ্ণায় মূর্চ্ছা, অন্নবিদ্বেষ, প্রলাপ, নিরন্তর মুখশোষ, শীতসেবনেচ্ছা, মুখে তিক্তাস্বাদ, কণ্ঠ হইতে ধূমনির্গমবোধ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

কফজায়া লক্ষণম্।

বাষ্পাবরোধাৎ কফসংবৃতেঽগ্নৌ
তৃষ্ণা বলাসেন ভবেৎ তথা তু।
নিদ্রা গুরুত্বং মধুরাস্যতা চ
তয়ার্দ্দিতঃ শুষ্যতি চাতিমাত্রম্॥

জঠরাগ্নি, কফকর্ত্তৃক আচ্ছাদিত হইলে উহার উষ্মার অবরোধ হেতু বায়ু দ্বারা জলবহ স্রোতঃ শুষ্ক হওয়াতে শ্লৈষ্মিক তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়। ইহাতে নিদ্রা, দেহের গুরুতা, মুখে মিষ্টাস্বাদ ও দেহের অতিশয় শুষ্কতা উপস্থিত হইয়া থাকে।

ক্ষতজায়া লক্ষণম্।

ক্ষতস্য রুক্‌শোণিত নির্গমাভ্যাং
তৃষ্ণা চতুর্থী ক্ষতজা মতা তু॥

শস্ত্রাদি দ্বারা ক্ষতাঙ্গ ব্যক্তির ক্ষতযন্ত্রণা ও রক্তস্রাব হেতু তৃষ্ণা হইয়া থাকে। ইহার নাম ক্ষতজ তৃষ্ণা।

ক্ষয়জায়া লক্ষণম্।

রসক্ষয়াদ্ যা ক্ষয়সম্ভবা সা
তয়াভিভূতস্তু নিশাদিনেষু।
পেপীয়তেঽম্ভঃ স সুখং ন যাতি
তাং সন্নিপাতাদিতি কেচিদাহুঃ॥
রসক্ষয়োক্তানি চ লক্ষণানি
তস্যামশেষেণ ভিষগ্ ব্যবস্যেৎ॥

রসক্ষয় হেতু যে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, তাহাকে ক্ষয়জ তৃষ্ণা বলে। ঈদৃশ তৃষ্ণাপীড়িত রোগী দিবারাত্র মুহুর্মুহুঃ জল পান করে, তথাপি তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। এইরূপ তৃষ্ণা সন্নিপাতোৎপন্ন বলিয়াও কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ইহাতে রসক্ষয়জ লক্ষণ সমস্ত (হৃৎপীড়া, কম্প, শোষ ও শূন্যতা) উদিত হইয়া থাকে।

আমজায়া লক্ষণম্।

ত্রিদোষ লিঙ্গামসমুদ্ভবা চ
হৃচ্ছূল নিষ্ঠীবন সাদকর্ত্রী॥

আমজ তৃষ্ণায় বাতজাদি ত্রিবিধ তৃষ্ণারই লক্ষণ উদিত হয়, অধিকন্তু হৃদয়ে শূল, নিষ্ঠীবন ও অবসন্নতা উপস্থিত হইয়া থাকে।

ভক্তোদ্ভবায়া লক্ষণম্।

স্নিগ্ধং তথাম্লং লবণঞ্চ ভুক্তং
গুর্ব্বন্নমেবাশু তৃষাং করোতি ॥

ঘৃতাদি স্নেহ সংস্কৃত খাদ্য, অম্লরস, লবণ এবং কটু দ্রব্য ও গুরু অন্ন ভোজন করিলে শীঘ্র তৃষ্ণা উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাকে ভক্তোদ্ভবা বা অন্নজা তৃষ্ণা বলে।

গ্রন্থবিশেষোক্তায়া উপসর্গজায়া-তৃষ্ণায়া লক্ষণম্।

দীনস্বরঃ প্রতাম্যন্ দীনঃ সংশুষ্ককণ্ঠগলতালুঃ।
ভবতি খলু সোপসর্গা তৃষ্ণা সা শোষিণী কষ্টা ॥

রোগমাত্রেই নানাবিধ উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থাকে, তজ্জাত তৃষ্ণাকে উপসর্গজ বলা যায়। এই তৃষ্ণাতে স্বরের ক্ষীণতা, মূর্চ্ছা, দৌর্ব্বল্য, উৎসাহলোপ এবং কণ্ঠ, গল (ঊর্দ্ধকণ্ঠ) ও তালুর শুষ্কতা উপস্থিত হইয়া থাকে। এই ধাতুশোষক তৃষ্ণা অতিশয় যন্ত্রণাপ্রদ ও দুশ্চিকিৎস্য।

তৃষ্ণায়া উপসর্গাস্তদ্যুক্তায়া-অরিষ্টত্বঞ্চ।

জ্বর মোহ ক্ষয় কাসশ্বাসাদ্যুপসৃষ্ট দেহানাম্।
সর্ব্বাস্বতি প্রসক্তা রোগকৃশানাং বমিপ্রসক্তানাম্।
ঘোরোপদ্রবযুক্তা তৃষ্ণা মরণায় বিজ্ঞেয়া।
আদি শব্দাদতীসারাদীনাং গ্রহণম্।

জ্বর, মূর্চ্ছা, ধাতুক্ষয়, কাস, শ্বাস ও অতীসারাদি উপদ্রবপীড়িত রোগীদিগের অবিচ্ছিন্নবেগা, বাতজাদি সকল প্রকার তৃষ্ণা এবং রোগকৃশ ও নিরন্তর বমনপীড়িত ব্যক্তিদিগের অতিশয় মুখশোষাদি উপদ্রব সংযুক্ত তৃষ্ণা জীবিতাপহারিণী জানিবে।

তৃষ্ণায়াশ্চিকিৎসা।

তৃষ্ণায়াং পবনোত্থায়াং সগুড়ং দধি শস্যতে।
রসাশ্চ বৃংহণাঃ শীতা গুড়ূচ্যা রস এব বা ॥

বাতজ তৃষ্ণায় গুড়সংযুক্ত দধি, শীতবীর্য্য ও পুষ্টিকর মাংসের যূষ ও গুলঞ্চের রস উপকারী।

পিত্তজায়াস্তু তৃষ্ণায়াং পক্বোদুম্বরজো রসঃ।
তৎক্বাথো বা হিমস্তদ্বচ্ছারিবাদিগণাম্বুনা ॥

পৈত্তিক তৃষ্ণাতে পাকা ডুমুরের রস অথবা ক্বাথ পেয়। শারিবাদিগণ (অনন্তমূল, যষ্টিমধু, শ্বেতচন্দন, বেণার মূল) মিশ্রিত ২ তোলা ১২ তোলা জলে রাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতে ছাঁকিয়া সেই জল পান করিলে পৈত্তিক তৃষ্ণার শান্তি হয়।

লাজোদকং মধুযুতং শীতং গুড়বিমর্দ্দিতম্।
কাশ্মর্য্য শর্করা যুক্তং পিবেৎ তৃষ্ণার্দ্দিতো নরঃ ॥

খই অর্দ্ধ পোয়া, ১ সের উষ্ণ জলে রাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতে ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত মধু ৪ মাষা, গুড় ৪ মাষা, পক্ক গাম্ভারীফলচূর্ণ ৪ মাষা ও চিনি ৪ মাষা মিশ্রিত করিয়া পান করিলে তৃষ্ণা নিবারণ হয়।

বিশ্বাঢ়কী ধাতকি পঞ্চকোল-
দর্ভৈর্যুতোঽয়ং কফজাং নিহন্তি।
হিতং ভবেচ্ছর্দ্দনমেব চাত্র
তপ্তেন নিম্বপ্রসবোদকেন ॥

বেলশুঁঠ, অড়রপত্র, ধাইফুল, পিপুল, পিঁপুলমূল, চৈই, চিতামূল, শুঁঠ, কুশমূল ও শরমূল ইহাঁদের ক্বাথ পান করিলে কফজ তৃষ্ণার শান্তি হয়। ইহাতে নিমপত্র জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল উষ্ণ থাকিতে থাকিতে পান করাইয়া বমন করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

ক্ষতোত্থিতাং রুগ্বিনিবারণেন
জয়েদ্রসানামসৃজশ্চ পানৈঃ।
ক্ষয়োত্থিতাং ক্ষীরজলং নিহন্যা-
ন্মাংসোদকং বাথ মধূদকং বা॥

ক্ষতজ তৃষ্ণায় ক্ষতজন্য বেদনার নিবারণ এবং মাংসের যূষ ও ছাগাদির রক্ত পান ব্যবস্থেয়। ক্ষয়জ তৃষ্ণায় সজল দুগ্ধ, মাংসের যূষ ও সজল মধু উপকারক।

গুর্ব্বন্নজামুল্লিখনৈর্জয়েত্তু
ক্ষয়াদৃতে সর্ব্বকৃতাঞ্চ তৃষ্ণাম্।

গুরু অন্ন ভোজন জন্য তৃষ্ণায় বমনক্রিয়া বিধেয়। ক্ষয়ভিন্ন অন্য যে কোন কারণেই তৃষ্ণা হউক, সর্ব্বত্রই বমন উপকারক।

ক্ষীরেক্ষুরস মাধ্বীক ক্ষৌদ্র সীধু গুড়োদকৈঃ।
বৃক্ষাম্লকৈশ্চ গণ্ডূষাস্তালুশোষ নিবারণাঃ॥

দুগ্ধ, ইক্ষুরস, মউলের মদ্য, মধু, সীধু, জল মিশ্রিত গুড়, মহাদা ও অম্লরস দ্রব্যমাত্র ইহাদের প্রত্যেকের গণ্ডূষ তালুশোষ নিবারক।

আম্রজম্ব্বোঃ কষায়ং বা পিবেন্মাক্ষিক সংযুতম্।
ছর্দ্দিং সর্ব্বাং প্রণুদতি তৃষ্ণাঞ্চৈবাপকর্ষতি॥

আম ও জামের কচিপত্রের ক্বাথ মধুর সহিত পান করিলে বমি ও তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়।

বারি শীতং মধুযুত মাকণ্ঠাদ্ বা পিপাসিতম্।
পায়য়েদ্ বাময়েচ্চাপি তেন তৃষ্ণা প্রশাম্যতি॥

পিপাসিত ব্যক্তিকে আকণ্ঠ মধু সংযুক্ত শীতল জল পান করাইয়া বমন করাইবে। ইহাতে তৃষ্ণা নিবারণ হয়।

প্রাতঃ শর্করয়োপেতঃ ক্বাথো ধন্যাক সম্ভবঃ।
জয়েৎ তৃষ্ণাং তথা দাহং কুর্য্যাৎ স্রোতোবিশোধনম্॥

প্রাতে ধনিয়ার ক্বাথ অথবা শীতকষায় চিনির সহিত পান করিলে দাহ ও তৃষ্ণার নিবৃত্তি ও স্রোতোবিশুদ্ধি হইয়া থাকে।

তৃষিতো মোহমাপ্নোতি মোহাৎ প্রাণান্ বিমুঞ্চতি।
তস্মাৎ সর্ব্বাস্ববস্থাসু ন ক্বচিদ্ বারি বার্য্যতে॥
অন্নেনাপি বিনা জন্তুঃ প্রাণান্ ধারয়তে চিরম্।
তোয়াভাবে পিপাসার্ত্তঃ ক্ষণাৎ প্রাণৈর্বিমুচ্যতে॥
অত্যম্বুপানাৎ প্রভবন্তি রোগা
নিরম্বুপানাচ্চ স এব দোষঃ।
তস্মাদ্ বুধঃ প্রাণবিবর্দ্ধনার্থং
মুহুর্মুহুর্বারি পিবেদভূরি॥

তৃষ্ণাহেতু মূর্চ্ছা ও মূর্চ্ছাহেতু জীবননাশ পর্য্যন্ত হইবার সম্ভাবনা। অতএব কোন অবস্থাতেই জল নিষিদ্ধ নহে। অন্ন ব্যতিরেকে দীর্ঘ কাল জীবন রক্ষা হইতে পারে, কিন্তু তৃষ্ণার সময় জল না পাইলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। অত্যন্ত অধিক পরিমাণে জল পান করিলে বিবিধ রোগের উৎপত্তি হয়, আবার আবশ্যক জল পান পরিত্যাগেও ঐ দোষ ঘটিয়া থাকে। অতএব মধ্যে মধ্যে অল্প পরিমাণে জল পান করা বিধেয়।

হৃদ্যং সুমধুরং শীতং সেবেত তৃষয়ার্দ্দিতঃ।
উগ্রমুদ্বেগজননং ত্যজেৎ সর্ব্বমতন্দ্রিতঃ॥

তৃষ্ণারোগীর পক্ষে হৃদ্য, মধুরাস্বাদ ও শীতল দ্রব্য সেবন কর্ত্তব্য। উগ্র ও উদ্বেগজনক বিষয় সমস্ত পরিত্যাজ্য।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

দাহাধিকারঃ।

দাহস্য নিদানম্।

পিত্তপ্রকোপ পানাদি হেতুভির্জায়তে গদঃ।
উষ্মাত্মকো হি দাহাখ্যঃ স চ সপ্তবিধো মতঃ॥

পিত্তপ্রকোপ ও মদ্যপানাদি কারণে দাহনামক উষ্মাত্মক ব্যাধি উৎপন্ন হয়। দাহ সপ্তবিধ। ক্রমশঃ প্রত্যেকের নিদানাদি লিখিত হইতেছে।

পিত্তজস্য নিদানাদি।

পিত্তজ্বরসমঃ পিত্তাদ্ দাহস্তাদৃক্ ক্রমোঽস্য চ॥

ক্রমশ্চিকিৎসা।

পিত্তজন্য দাহ পিত্তজ্বরের ন্যায় লক্ষণ-বিশিষ্ট হয়। ইহার চিকিৎসাও পিত্তজ্বরের চিকিৎসার ন্যায়।

রক্তজস্য।

কৃৎস্নদেহানুগং রক্ত মুদ্রিক্তং দহতি ধ্রুবম্।
স উষ্যতে তৃষ্যতে বা তাম্রাভস্তাম্রলোচনঃ।
লোহগন্ধাঙ্গবদনো বহ্নিনেবাবকীর্য্যতে॥

উদ্রিক্তম্ অতিরিক্তং* সৎ দহতি দাহাখ্যং ব্যাধিং করোতি।

দেহে রক্তের পরিমাণ প্রয়োজনাতিরিক্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে উহার উষ্মাহেতু দাহরোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে রোগী, নিকটে অগ্নি থাকিলে যেরূপ গাত্রে তাহার উত্তাপ লাগে, তাদৃশ সন্তাপ অনুভব করে, তৃষ্ণায় কাতর হয় এবং আপনাকে বহ্নিব্যাপ্ত বলিয়া বোধ করে। সর্ব্বদেহ বিশেষতঃ চক্ষুঃ তাম্রবর্ণ এবং গাত্র ও মুখদিয়া লৌহগন্ধ নির্গত হয়।

রক্তপূর্ণকোষ্ঠজস্য।

অসৃজা পূর্ণকোষ্ঠস্য দাহোঽন্যঃ স্যাৎ সুদুস্তরঃ॥

অসৃজা শস্ত্রাদিক্ষতান্নিঃস্রুতরক্তেন।

শস্ত্রাদি ক্ষতহেতু নিঃসৃত রক্তদ্বারা বস্তিপ্রভৃতি কোষ্ঠ পরিপূর্ণ হইলে অতি দুশ্চিকিৎস্য দাহরোগ উৎপন্ন হয়।

মদ্যজস্য।

ত্বচং প্রাপ্তঃ সপানোষ্মা পিত্তরক্তাভিমূর্চ্ছিতঃ।
দাহং প্রকুরুতে ঘোরং পিত্তবৎ তত্র ভেষজম্॥

সপানোষ্মা মদ্যপানজনিত উষ্মা, পিত্তরক্তাভি-মূর্চ্ছিতঃ পিত্তরক্তাভ্যাং বর্দ্ধিতঃ।

মদ্যপানজনিত উষ্মা পিত্ত ও রক্ত দ্বারা বর্দ্ধিত ও ত্বগ্‌গত হইয়া ঘোরতর দাহ উপস্থিত করে। ইহাতে পিত্তঘ্ন ঔষধ প্রয়োজ্য।

তৃষ্ণানিরোধজস্য।

তৃষ্ণানিরোধাদব্‌ধাতৌ ক্ষীণে তেজঃ সমুদ্ধতম্।
স বাহ্যাভ্যন্তরং দেহং প্রদহেন্মন্দচেতসঃ।
সংশুষ্ক গলতাল্বোষ্ঠো জিহ্বাং নিষ্কৃষ্য বেপতে॥

পিপাসা নিগ্রহ করিলে দৈহিক জলীয়ধাতু (রসধাতু) ক্ষীণ হওয়াতে তেজঃ (পিত্তোষ্মা) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দেহের বাহ্য ও অভ্যন্তরাংশে দাহ উপস্থিত করে। ইহাতে গল, তালু ও ওষ্ঠ শুষ্ক, জিহ্বা বহির্গত এবং কম্প উপস্থিত হয়।

ধাতুক্ষয়জস্য।

ধাতুক্ষয়োত্থো যো দাহস্তেন মূর্চ্ছাতৃড়র্দ্দিতঃ।
ক্ষামস্বরঃ ক্রিয়াহীনঃ স সীদেদ্ ভৃশপীড়িতঃ।

সীদেৎ ম্রিয়েত।

ধাতুক্ষয়জন্য দাহে মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, স্বরের ক্ষীণতা, কার্য্যকারকশক্তির লোপ অথবা চিকিৎসাবৈকল্য ও অনির্ব্বচনীয় যাতনা উপস্থিত হয়। ঈদৃশ দাহ সাঙ্ঘাতিক বলিয়া গণ্য।

মর্ম্মাভিঘাতজস্য।

মর্ম্মাভিঘাতজোঽপ্যস্তি সোঽসাধ্যঃ সপ্তমো মতঃ।
মর্ম্মাণি শিরোহৃদয়বস্ত্যাদীনি।

মস্তক, হৃদয় ও বস্তি প্রভৃতি মর্ম্মস্থানে দারুণ আঘাত লাগিয়া যে দাহ উপস্থিত হয়, তাহাকে মর্ম্মাভিঘাতজ দাহ বলে। ইহা অসাধ্য।

অসাধ্যদাহস্য লক্ষণম্‌।

সর্ব্ব এব চ বর্জ্জ্যাঃ স্যুঃ শীতগাত্রস্য দেহিনঃ॥

রোগী শীতলদেহ অথচ দাহপীড়িত হইলে তাহার মৃত্যু ধ্রুব।

দাহস্য চিকিৎসা।

যৎ পিত্তজ্বরদাহোক্তং দাহে তৎ সর্ব্বমিষ্যতে॥

পিত্তজ্বর জন্য দাহে যে সকল ক্রিয়া লিখিত হইয়াছে দাহরোগে তৎসমুদায় কর্ত্তব্য।

চন্দনাম্বু কণস্যন্দি তালবৃন্তোপবীজিতঃ।
সুপ্যাদ্‌ দাহার্দ্দিতোঽম্ভোজকদলীদলসংস্তরে॥

দাহার্ত্ত ব্যক্তিকে পদ্মপত্র বা কদলীপত্রে শয়ন করাইয়া চন্দনজলার্দ্র তালবৃন্ত দ্বারা ব্যজন করিয়া নিদ্রিত করিবে।

ছাদয়েৎ তস্য সর্ব্বাঙ্গমারনালার্দ্রবাসসা।
লামজ্জকেন যুক্তেন চন্দনেনানুলেপয়েৎ॥

দাহরোগীর সর্ব্বাঙ্গ কাঞ্জিকার্দ্র-বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন এবং পিষ্ট বেণার মূল ও ঘৃষ্ট শ্বেতচন্দন একত্র মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা অনুলেপন করিবে।

সর্পিষা শতধৌতেন লেপাদ্‌ দাহঃ প্রশাম্যতি॥

গাত্রে শতধৌত ঘৃত লেপন করিলে দাহের নিবৃত্তি হয়।

পরিষেকাবগাহেষু ব্যজনানাঞ্চ সেবনে।
শস্যতে শিশিরং তোয়ং তৃষ্ণাদাহোপশান্তয়ে॥

সেচন, অবগাহন ও ব্যজন সেবন বিষয়ে এবং তৃষ্ণা ও দাহশান্তির নিমিত্ত শীতল জল প্রশস্ত।

ফলিনীলোধ্রসেব্যাম্বু হেমপুষ্পং কুটন্নটম্‌।
কালীয়করসোপেতং দাহে শস্তং প্রলেপনম্‌॥

প্রিয়ঙ্গু, লোধকাষ্ঠ, বেণার মূল, বালা, নাগেশ্বরপত্র ও মুতা এই সমুদায় দ্রব্য কালীয়কের (পীতবর্ণ সুগন্ধি কাষ্ঠবিশেষের) রসের অর্থাৎ ঘর্ষণজাত দ্রবের সহিত মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে দাহ শান্তি হয়।

হ্রীবের পদ্মকোশীরচন্দনক্ষোদবারিণা।
সম্পূর্ণামবগাহেত দ্রোণীং দাহার্দ্দিতো নরঃ॥

বালা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল ও শ্বেতচন্দন-চূর্ণ মিশ্রিত জলদ্বারা পরিপূর্ণ দ্রোণীতে (টবে) অবগাহন করিলে দাহ নিবারণ হয়।

অবগাহেতাম্বুপূর্ণাং দ্রোণীং দাহার্দ্দিতো নরঃ॥

জলপূর্ণ দ্রোণীতে অবগাহন করিলে দাহের উপশম হয়।

বাপ্যঃ কমলহাসিন্যো জলযন্ত্রগৃহাঃ শুভাঃ।
নার্য্যশ্চন্দনদিগ্ধাঙ্গ্যো দাহদৈন্যহরা মতাঃ॥

প্রফুল্ল কমলশোভিত দীর্ঘিকার জলে অবগাহন, জলমধ্যকৃত গৃহে (জলটুঙ্গিতে ফোয়ারার ঘরে) অবস্থিতি এবং চন্দনলিপ্তাঙ্গী

রমণীর অঙ্গ আলিঙ্গন দাহশান্তির পরম উপায়।

পায়য়েৎ কমলস্যাম্ভঃ শর্করাম্ভঃ পয়োঽপি চ।
ক্ষীরমিক্ষুরসঞ্চাপি কারয়েৎ পিত্তজিদ্‌বিধিম্॥

পদ্মসংযুক্ত জল অথবা পদ্মের রস, শর্করা মিশ্রিত জল (চিনির সরবত), শুদ্ধ জল, দুগ্ধ ও ইক্ষুরস পানে এবং পিত্তপ্রশমক ক্রিয়াদ্বারা দাহ নিবৃত্ত হয়।

পটীরপর্পটোশীর নীর নীরদ নীরজৈঃ।
মৃণালমিসিধন্যাক পদ্মকামলকৈঃ কৃতঃ॥
অর্দ্ধশিষ্টঃ সিতাশীতঃ পীতঃ ক্ষৌদ্রসমন্বিতঃ।
ক্বাথো ব্যপোহয়েদ্ দাহং নৃণাঞ্চ পরমোল্বণম্॥

চন্দন, ক্ষেতপাপড়া, বেণার মূল, বালা, মুতা, পদ্মপুষ্প, পদ্মের মৃণাল, মৌরী, ধন্যা, পদ্মকাষ্ঠ ও আমলা মিঃ ২ তোলা, পাকার্থ জল অর্দ্ধ সের, শেষ এক পোয়া। প্রক্ষেপ চিনি। এই ক্বাথ শীতল করিয়া কিঞ্চিৎ মধুসংযোগে পান করিলে দাহ শান্তি হয়।

কাঞ্জিকতৈলম্।

তিলতৈলং ভবেৎ প্রস্থং তৎযোড়শগুণে শনৈঃ।
কাঞ্জিকে বিপচেৎ তৎ স্যাদ্ দাহজ্বরহরং পরম্॥

তিলতৈল ৪ সের, কাঁজি ৬৪ সের, পাকার্থ জল ২৫৬ সের। যথাবিধি পাক কর্ত্তব্য। এই তৈল মর্দ্দনে দাহ ও জ্বরের শান্তি হয়।

সুধাকররসঃ।

সিন্দূরাভ্রক হেমানি মৌক্তিকং ত্রিফলাম্ভসা।
শতপুষ্পীরসেনাপি মর্দ্দয়েৎ সপ্তসপ্তধা॥
ততো রক্তিমিতাং কুর্য্যাদ্ বটীং ছায়াপ্রশোষিতাম্।
একৈকাং যোজয়েৎ তাস্তু যথাদোষানুপানতঃ॥
রসঃ সুধাকরঃ সোঽয়ং হন্তি দাহং মহাবলম্।
প্রমেহানপি বাতাস্রং বলশুক্রকরঃ পরঃ॥

রসসিন্দূর, অভ্র, স্বর্ণ ও মুক্তা এই সমুদায় ত্রিফলার জলে ও শতমূলীর রসে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ১ রত্তি প্রমাণ বটিকা করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। ইহার এক একটী যথোপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবনীয়। ইহাতে দাহ, প্রমেহ ও বাতরক্ত রোগের শান্তি এবং বল ও শুক্রের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

দাহে পথ্যাপথ্য নির্ণয়ঃ।

শালয়ঃ ষষ্টিকা মুদ্গা মসূরাশ্চণকা যবাঃ।
ধন্বমাংসরসা লাজমণ্ডশ্চ লাজশক্তবঃ॥
শতধৌত ঘৃতং দুগ্ধং নবনীতং পয়োভবম্।
সিতা কুষ্মাণ্ডকং মোচং পনসং স্বাদু দাড়িমম্॥
পটোলং পর্পটং দ্রাক্ষা ধাত্রীফল পরূষকে।
শিম্বী তুম্বী পরঃপেটী খর্জ্জুরং ধান্যকং মিসিঃ॥
বালতালং পিয়ালঞ্চ শৃঙ্গাটককশেরুকে।
মধূকপুষ্পং হ্রীবেরং তিক্তানি নিখিলানি চ॥
শীতাঃ প্রদেহা ভূবেশ্ম সেকোঽভ্যঙ্গোঽবগাহনম্।
পদ্মোৎপলদলক্ষৌমশয্যা শীতল কাননম্॥
কথা বিচিত্রা গীতানি কামিনীপরিরম্ভণম্।
উশীরচন্দনালেপঃ শীতাম্ভঃ শিশিরোঽনিলঃ॥
সুধাংশুরশ্ময়ঃ স্নানং মণয়ো মধুরা রসাঃ।
এবং চান্যানি দাহেষু সেব্যানি সুখমীপ্সুভিঃ॥

শালি ও ষষ্টিক ধান্যের তণ্ডুল, মুগ, মসূর, ছোলা, যব, মরুদেশজাত জীবের মাংসের যূষ, খইএর মণ্ড, ছাতু, শতধৌত ঘৃত, দুগ্ধ, দুগ্ধোৎপন্ন নবনীত, চিনি, কুমড়া, কদলীফল, কাঁঠাল, মিষ্ট দাড়িম, পটোল, ক্ষেতপাপড়া, কিস্‌মিস্, আমলকী, ফল্‌সাফল, শিম, লাউ, কচি নারিকেল, খেজুর, ধন্যা, মৌরী, কচি তাল, পিয়ালফল (চিরৌঞ্জী),

পানিফল, কেশুর, মৌলফুল, বালা, তিক্ত-দ্রব্যমাত্র, শীতল প্রলেপন, ভূমধ্যবর্ত্তী গৃহে বাস, সেচনক্রিয়া, গাত্রে তৈলাদি মর্দ্দন, পদ্ম ও অন্যান্য জলজ পুষ্পের পত্রের এবং পট্টবস্ত্রের শয্যা, শীতল কাননবাস, বিবিধ মনোহর কথা, সুমধুর সঙ্গীত, কামিনীর অঙ্গ আলিঙ্গন, পিষ্ট উশীর (বেণার মূল) এবং ঘৃষ্ট শ্বেত-চন্দন বিলেপন, শীতল জল, শীতল বায়ু, চন্দ্রকিরণ, স্নান, অঙ্গে মণিধারণ এবং মধুর রসসেবন প্রভৃতি দ্বারা দাহ নিবারণ হয়।

বিরুদ্ধান্নপানানি ক্রোধো বেগবিধারণম্।
গজাশ্বযানমধ্বা চ ক্ষারং পিত্তকরাণি চ ॥
ব্যায়ামশ্চাতপস্তক্রং তাম্বূলং মধু রামঠম্।
ব্যবায় কটুতিক্তোষ্ণান্যহিতানীতি নিশ্চিতম্ ॥

দাহরোগে বিরুদ্ধ অন্নপানীয়, ক্রোধাভিভব, মলাদির বেগধারণ, হস্তী ও অশ্বপৃষ্ঠে গমন, পথপর্য্যটন, পিত্তজনক দ্রব্যমাত্র, ব্যায়াম, আতপ, তক্র, মধু, হিঙ্গু, মৈথুন এবং কটু, তিক্ত ও উষ্ণদ্রব্য সমূহ অনিষ্টোৎপাদক।

ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শীতপিত্তাদ্যধিকারঃ।

তস্য বিপ্রকৃষ্ট নিদানাদীনি।

শীতমারুতসম্পর্কাৎ প্রবৃদ্ধৌ কফমারুতৌ।
পিত্তেন সহ সম্ভূয় বহিরন্ত র্বিসর্পতঃ ॥
পিপাসারুচি হৃল্লাস দেহসাদাঙ্গগৌরবম্।
রক্তলোচনতা তেষাং পূর্ব্বরূপস্য লক্ষণম্ ॥

শীতল বায়ু স্পর্শন হেতু কফ ও বায়ু প্রবৃদ্ধ ও পিত্তের সহিত সঙ্গত হইয়া দেহের বহির্ভাগে (ত্বকে) ও অভ্যন্তরে (শোণিতাদিতে) প্রসৃত হইয়া শীতপিত্ত রোগ উৎপাদন করে। এই পীড়া জন্মিবার পূর্ব্বে পিপাসা অরুচি, বমির বেগ, দেহের অবসন্নতা ও ভার এবং চক্ষুঃ রক্তবর্ণ হয়।

শীতপিত্তস্য লক্ষণম্।

বরটীদষ্ট সংস্থানঃ শোথঃ সঞ্জায়তে বহিঃ।
সকণ্ডূতোদবহুলশ্ছর্দ্দি জ্বর বিদাহবান্ ।
বাতাধিকতমং বিদ্যাচ্ছীতপিত্তমিমং ভিষক্ ॥

বোল্‌তায় দংশন করিলে যেরূপ আকৃতির শোথ হয়, শীতপিত্তরোগেও তাদৃশ লক্ষণ হইয়া থাকে। ঐ শোথে অতিশয় চুলকানি ও ছুঁচবিদ্ধার ন্যায় পীড়া হয় এবং বমি, জ্বর ও দাহ এই সকল লক্ষণও উপস্থিত হয়। এই পীড়ায় বায়ুর প্রকোপ অধিক থাকে।

উদর্দ্দস্য লক্ষণম্।

সোৎসঙ্গৈশ্চ সরাগৈশ্চ কণ্ডুমদ্ভিশ্চ মণ্ডলৈঃ।
শৈশিরঃ শ্লেষ্মবহুল উদর্দ্দ ইতি কীর্ত্তিতঃ ॥

মধ্যনিম্ন, রক্তবর্ণ, কণ্ডুযুক্ত, শীতঋতুসম্ভূত ও কফপ্রাধান্যজাত, মণ্ডলাকার শোথকে উদর্দ্দ বলে।

কোঠোৎকোঠয়োর্লক্ষণম্।

অসম্যগ্ বমনোদীর্ণ পিত্তশ্লেষ্মান্ন নিগ্রহৈঃ।
মণ্ডলানি সকণ্ডূনি রাগবন্তি বহূনি চ।
কোঠসংজ্ঞানি জায়ন্ত উৎকোঠঃ সানুবন্ধকঃ।

বমনক্রিয়ার অসম্যক্ সিদ্ধি হেতু নিঃসরণোন্মুখ পিত্ত, শ্লেষ্মা ও উদরস্থ অন্ন নিঃসৃত না হইলে গাত্রে রক্তবর্ণ ও কণ্ডূবিশিষ্ট বহুসংখ্যক মণ্ডলাকার চিহ্ন প্রকাশিত হয়। এইরূপ পীড়াকে কোঠ বলে। কোঠ সানুবন্ধ

অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উৎপত্তিশীল হইলে তাহাকে উৎকোঠ বলা যায়।

শীতপিত্তাদীনাং চিকিৎসা।

শীতপিত্তে তু বমনং পটোলারিষ্টবাসকৈঃ।
ত্রিফলাপুরকৃষ্ণাভি র্বিরেকশ্চাত্র শস্যতে॥
অভ্যঙ্গঃ কটুতৈলেন সেকশ্চোষ্ণেন বারিণা।
ত্রিফলাং ক্ষৌদ্রসংযুক্তাং খাদেচ্চ নবকার্ষিকম্।

শীতপিত্ত রোগে পটোলপত্র, নিমছাল ও বাসকছাল ইহাদের কাথ পান দ্বারা বমন এবং ত্রিফলা, গুগ্‌গুলু ও পিঁপুল এই সমুদায় দ্বারা বিরেচন কর্ত্তব্য। এবং সার্ষপতৈল মর্দ্দন, উষ্ণ জলে গাত্রসেচন, মধুসংযুক্ত ত্রিফলা সেবন, নিম্নলিখিত নবকার্ষিক নামক যোগ সেবন কর্ত্তব্য।

ত্রিফলা পুরকৃষ্ণানাং ত্রিপঞ্চৈকাংশযোজিতা।
গুটিকা শীতপিত্তার্শোভগন্দরবতাং হিতা॥

সমভাগে মিলিত ত্রিফলা ৩ কর্ষ, গুগ্‌গুলু ৫ কর্ষ ও পিঁপুল ১ কর্ষ সমুদায়ে ৯ কর্ষ পরিমিত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া ॥০ তোলা মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে শীতপিত্ত, অর্শঃ ও ভগন্দর রোগ উপশমিত হয়।

আর্দ্রকস্য রসঃ পেয়ঃ পুরাণগুড়সংযুতঃ।
শীতপিত্তাপহঃ শ্রেষ্ঠো বহ্নিমান্দ্যবিনাশনঃ॥

পুরাতন গুড়ের সহিত আদার রস পান করিলে শীতপিত্ত ও অগ্নিমান্দ্য প্রশমিত হয়।

দূর্ব্বানিশাযুতো লেপঃ কণ্ডূপামাবিনাশনঃ।
ক্রিমিদদ্রুহরশ্চৈব শীতপিত্তাপহঃ স্মৃতঃ॥

দূর্ব্বা ও হরিদ্রা একত্র বাঁটিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিলে বা প্রলেপ দিলে কণ্ডূ, পামা, গাত্রে ক্রিমি, দদ্রু ও শীতপিত্ত রোগের শান্তি হয়।

সিদ্ধার্থরজনীকল্কৈঃ প্রপুন্নাটতিলৈঃ সহ।
কটুতৈলেন সংমিশ্রমেতদুদ্বর্ত্তনং হিতম্॥

শ্বেতসর্ষপ, হরিদ্রা, চাকুন্দাবীজ ও কৃষ্ণতিল এই সমুদায় সর্ষপতৈলের সহিত বাঁটিয়া তদ্দ্বারা গাত্রমার্জ্জন করিলে শীতপিত্তাদি রোগের শান্তি হয়।

সগুড়ং দীপ্যকং যস্তু খাদেৎ পথ্যান্নভুঙ্নরঃ।
তস্য নশ্যতি সপ্তাহাদুদর্দ্দঃ সর্ব্বদেহজঃ॥

এক সপ্তাহ সুপথ্য ভোজী হইয়া গুড় ও যমানী ভক্ষণ করিলে সর্ব্বদেহস্থ উদর্দ্দ নষ্ট হয়।

অগ্নিমন্থভবং মূলং পিষ্টং পীতঞ্চ সর্পিষা।
শীতপিত্তোদর্দ্দ কোঠান্ সপ্তাহাদেব নাশয়েৎ॥

গণিয়ারীর মূল বাঁটিয়া ঘৃতের সহিত ৭ দিবস সেবন করিলে শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগের শান্তি হয়।

স্নিগ্ধস্বিন্নস্য সংশুদ্ধিমাদৌ কোঠে সমাচরেৎ।
উৎকোঠে শুদ্ধদেহস্য কুষ্ঠঘ্নীং কারয়েৎ ক্রিয়াম্॥

কোঠরোগে প্রথমতঃ স্নেহ সেবন ও স্বেদক্রিয়া সম্পাদন করিয়া শোধন (বমন ও বিরেচন) কর্ত্তব্য। উৎকোঠ রোগে শোধনক্রিয়ার পর কুষ্ঠনাশক চিকিৎসা করিবে।

কর্ষং গব্যঘৃতস্যাপি মাষকং মরিচস্য চ।
একীকৃত্য পিবেৎ প্রাতঃ শীতপিত্তাদিনাশনম্।

গব্য ঘৃত ২ তোলা, মরিচের গুঁড়া ১ মাষা একত্র উষ্ণ করিয়া সেবন করিলে শীতপিত্তাদির শান্তি হয়।

সিতাং ত্রিকটুসংযুক্তাং গু[illegible]মলকৈঃ সহ।
যমানীং খাদয়েচ্চাপি ব্যোষক্ষা[illegible]সমাযুতাম্॥

চিনির সহিত ত্রিকটু [illegible] গুড়ের সহিত যমানী ভক্ষণ করিলে [illegible]পিত্তাদিরোগের শান্তি হইয়া থাকে।

নিম্বস্য পত্রাণি সদা ঘৃতেন
ধাত্রীবিমিশ্রাণি নরঃ সদাদ্যাৎ।
বিস্ফোটকণ্ডু ক্রিমি শীতপিত্ত-
মুদর্দ্দকোঠৌ চ কফঞ্চ হন্যাৎ॥

নিমপত্র ও আমলাচূর্ণ ঘৃতের সহিত পাক করিয়া ভক্ষণ করিলে বিস্ফোটক, কণ্ডু, ক্রিমি, শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগ নষ্ট হয়।

আর্দ্রকখণ্ডঃ।

আর্দ্রকং প্রস্থমেকং স্যাদ্ গোঘৃতং কুড়বদ্বয়ম্।
গোদুগ্ধং প্রস্থযুগলং তদর্দ্ধং শর্করা মতা॥
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরিচং বিশ্বভেষজম্।
চিত্রকঞ্চ বিড়ঙ্গঞ্চ মুস্তকং নাগকেশরম্॥
ত্বগেলা পত্র কর্চূরং প্রত্যেকং পলমাত্রকম্।
বিধায় পাকং বিধিবৎ খাদেৎ তৎ কোলসম্মিতম্॥
ইদমার্দ্রকখণ্ডাখ্যং ভেষজং হি ব্যপোহতি।
শীতপিত্ত মুদর্দ্দঞ্চ কোঠমুৎকোঠমেব চ॥
যক্ষ্মাণং রক্তপিত্তঞ্চ কাসং শ্বাসমরোচকম্।
উদাবর্ত্তঞ্চ গুল্মঞ্চ শোফকণ্ডুক্রিমীনপি॥
দীপয়েদুদরে বহ্নিং বলং বীর্য্যঞ্চ বর্দ্ধয়েৎ।
বপুঃপুষ্টিং প্রকুরুতে তস্মাৎ সেব্যমিদং সদা॥

আদা ২ সের, গব্যঘৃত ১ সের, গব্যদুগ্ধ ৮ সের ও চিনি ৪ সের। প্রক্ষেপার্থ পিঁপুল, পিঁপুলমূল, মরিচ, শুঁঠ, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, মুতা, নাগেশ্বর, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র ও শটী প্রত্যেক ১ পল। এই সমুদায় যথাবিধি পাক করিয়া ১ তোলা মাত্রায় সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে শীতপিত্ত, উদর্দ্দ, কোঠ, উৎকোঠ, যক্ষ্মা, রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস, অরুচি, উদাবর্ত্ত, গুল্ম, শোথ, কণ্ডু ও ক্রিমি এই সমুদায়ের নাশ এবং অগ্নির দীপ্তি, বল ও শুক্রের বৃদ্ধি ও দেহের পুষ্টি হইয়া থাকে।

শীতপিত্তাদিষু ব্যাধিষু হরিদ্রাখণ্ডাদ্যানি ভেষজানি পরমহিতানি।

শীতপিত্তাদি রোগে হরিদ্রাখণ্ড প্রভৃতি ঔষধ বিশেষ হিতকর।

শীতপিত্তাদিষু পথ্যাপথ্যনির্ণয়ঃ।

পুরাণঃ শালয়ঃ শস্তা যূষো মুদ্গকুলত্থয়োঃ।
কর্কোটকং কারবেল্লং শিগ্রুর্দ্রাক্ষা চ দাড়িমম্॥
কটুতৈলং তপ্তনীরং নিখিলং কফপিত্তহৃৎ।
জ্ঞেয়ানি শীতপিত্তাদি গদেষু শুভদানি হি॥

শীতপিত্তাদি রোগে পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, মুগ ও কুলত্থকলায়ের যূষ, কাঁকরোল, করোলা, সজিনাশাক, কিস্‌মিস্, দাড়িম, সর্ষপতৈল, উষ্ণজল এবং পিত্তশ্লেষ্মনাশক দ্রব্য সমস্ত হিতপ্রদ।

গুর্ব্বন্নপানং ক্ষীরেক্ষু বিকারান্ মধুরং রসম্।
অম্লঞ্চাপ্যৌদকানূপজীবানামামিষং তথা॥
স্নেহং নব্যং নবীনঞ্চ মৎস্যং প্রাগ্‌দক্ষিণানিলম্।
শীতমম্বু দিবাস্বাপং শীতপিত্তাদিমাংস্ত্যজেৎ॥

গুরু অন্ন ও পানীয়, দুগ্ধ ও ইক্ষুরস দ্বারা প্রস্তুত খাদ্যসমূহ, মধুর ও অম্লরস, জলচর ও অনুপচর জীবের মাংস, স্নেহদ্রব্য, নূতন মদ্য, মৎস্য, পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিগাগত বায়ু, শীতল জল এবং দিবানিদ্রা এই সমস্ত শীতপিত্তাদি-রোগে বর্জ্জনীয়।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

বিসর্পাধিকারঃ।

বিসর্পস্য বিপ্রকৃষ্টং নিদানাদি-সংখ্যা নিরুক্তিশ্চ।

লবণাম্ল কটূষ্ণাদিসেবনাদ্ দোষকোপতঃ।
বিসর্পঃ সপ্তধা জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বতঃ পরিসর্পণাৎ॥
বাতিকঃ পৈত্তিকশ্চৈব কফজঃ সান্নিপাতিকঃ।
চত্বার এতে বীসর্পা বক্ষ্যন্তে দ্বন্দ্বজাস্ত্রয়ঃ॥

আগ্নেয়ো বাতপিত্তাভ্যাং গ্রন্থ্যাখ্যঃ কফবাতজঃ।
যস্তু কর্দ্দমকো ঘোরঃ স পিত্তকফসম্ভবঃ॥

লবণ, অম্ল, কটু ও উষ্ণদ্রব্য প্রভৃতি বাহুল্যরূপে সেবন করিলে বাতাদি দোষের প্রকোপ হইয়া বিসর্পরোগ উৎপন্ন হয়। সর্ব্বাঙ্গে বিসর্পিত হয় বলিয়া ইহার নাম বিসর্প। বিসর্প সাত প্রকার। যথা, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক এবং পিত্তশ্লৈষ্মিক। ইহাদের মধ্যে বাতপৈত্তিক বিসর্পকে অগ্নিবিসর্প, বাতশ্লৈষ্মিক বিসর্পকে গ্রন্থিবিসর্প এবং পিত্তশ্লৈষ্মিক বিসর্পকে কর্দ্দমক বিসর্প বলে।

রক্তং লসীকা ত্বঙ্মাংসং দূষ্যং দোষাস্ত্রয়ো মলাঃ।
বিসর্পাণাং সমুৎপত্তৌ তেতবঃ সপ্ত ধাতবঃ॥
ত্রয়ো মলা বাতপিত্তকফাঃ, দোষা দূষকা ইত্যর্থঃ। অন্যথা দোষা মলা ইত্যত্র পুনরুক্তিদোষো ভবতি।

রক্ত, লসীকা, ত্বক্, মাংস এই চারিটী দূষ্য পদার্থ এবং বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটী দোষ, যুগপৎ বিকৃত হইয়া বিসর্পরোগ উৎপাদন করে।

যাহারা দূষিত করে তাহাদিগকে দোষ এবং যাহাদিগকে দূষিত করে, তাহাদিগকে দূষ্য বলা যায়। অতএব বাতাদির দোষসংজ্ঞা এবং রক্তাদির দূষ্যসংজ্ঞা হইয়াছে।

বাতিকস্য বিসর্পস্য লক্ষণম্।

তত্র বাতাৎ পরীসর্পো বাতজ্বরসমব্যথঃ।
শোথস্ফুরণ নিস্তোদভেদায়ামার্ত্তিহর্ষবান্॥
পরীসর্পো বিসর্পঃ। বাতজ্বরসমব্যথঃ শিরোহৃদ্গাত্রোদরশূলাদিযুক্তঃ। আয়ামঃ আকর্ষণস্যেব ব্যথা।

বায়ুজন্য বিসর্পে বাতিক জ্বরের ন্যায় মস্তক, হৃদয়, গাত্র ও উদর এই সকল স্থানে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ সমূহ, শোথ, স্ফুরণ, লোমাঞ্চ, সূচিবেধবৎ, বিদারণবৎ ও আকর্ষণবৎ পীড়া উপস্থিত হয়।

পৈত্তিকস্য লক্ষণম্।

পিত্তাদ্ দ্রুতগতিঃ পিত্তজ্বরলিঙ্গোঽতিলোহিতঃ॥
দ্রুতগতিঃ শীঘ্রপ্রসরণশীলঃ।

পিত্তজন্য বিসর্প অতিলোহিত বর্ণ এবং শীঘ্র প্রসরণশীল হয়। ইহাতে পিত্তজ্বরের সমস্ত লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

শ্লৈষ্মিকস্য লক্ষণম্।

কফাৎ কণ্ডুযুতঃ স্নিগ্ধঃ কফজ্বরসমানরুক্॥

শ্লৈষ্মিক বিসর্প কণ্ডুবিশিষ্ট, চিক্কণ এবং কফজ্বরের লক্ষণসমূহ দ্বারা আক্রান্ত হয়।

সান্নিপাতিকস্য লক্ষণম্।

সন্নিপাতসমুত্থশ্চ সর্ব্বলিঙ্গসমন্বিতঃ॥

সান্নিপাতিক বিসর্পে উল্লিখিত বাতজাদি ত্রিবিধ বিসর্পেরই লক্ষণ মিলিত ভাবে উপস্থিত হয়।

বাতপৈত্তিকস্য লক্ষণম্।

বাতপিত্তাজ্জ্বরচ্ছর্দ্দিমূর্চ্ছাতীসারতৃড্ভ্রমৈঃ।
অস্থিভেদাগ্নিসদনতমকারোচকৈর্যুতঃ॥
করোতি সর্ব্বমঙ্গঞ্চ দীপ্তাঙ্গারাবকীর্ণবৎ।
যং যং দেশং বিসর্পশ্চ বিসর্পতি ভবেৎ স সঃ॥
শান্তাঙ্গারাসিতো নীলো রক্তো বাশুপচীয়তে।
অগ্নিদগ্ধ ইব স্ফোটৈঃ শীঘ্রগত্বাদ্ দ্রুতঞ্চ সঃ॥
মর্ম্মানুসারী বীসর্পঃ স্যাদ্ বাতোঽতিবলস্ততঃ।
ব্যথেতাঙ্গং হরেৎ সংজ্ঞাং নিদ্রাঞ্চ শ্বাসমীরয়েৎ॥

হিক্কাঞ্চ স গতোঽবস্থামীদৃশীং লভতে ন না।
ক্বচিচ্ছর্ম্মারতিগ্রস্তো ভূমিশয্যাসনাদিষু॥
চেষ্টমানস্ততঃ ক্লিষ্টো মনোদেহসমুদ্ভবাম্।
দুষ্প্রবোধোঽশ্নুতে নিদ্রাং সোঽগ্নিবীসর্প উচ্যতে॥

স্ফোটৈঃ উপচীয়ত ইত্যন্বয়ঃ। মর্ম্মানুসারী হৃদয়াদ্যনুসারী। অগ্নিদগ্ধ ইব অগ্নিদগ্ধে দেশে ইব। মনোদেহসমুদ্ভবাং নিদ্রাং মরণরূপামশ্নুতে প্রাপ্নোতি।

বাতপৈত্তিক বিসর্পে জ্বর, বমি, মূর্চ্ছা, অতিসার, তৃষ্ণা, ভ্রম, অস্থিবেদনা, অগ্নিমান্দ্য, তমক ও অরুচি এই সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। সমস্ত অঙ্গ জলন্ত অঙ্গার দ্বারা আকীর্ণ বলিয়া বোধ হয়। বিসর্প, দেহের যে যে স্থানে বিসর্পিত হয় সেই স্থান নির্ব্বাণ অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ অথবা নীলবর্ণ কিংবা রক্তবর্ণ হয়। অগ্নিদগ্ধ অঙ্গে যেরূপ স্ফোটক-সমূহ উত্থিত হয়, ইহাতে সেইরূপ হয়। বিসর্প, দ্রুতবেগে হৃদয় প্রভৃতি মর্ম্মস্থান আক্রমণ করে। বায়ু অতিশয় বলবান্ হইয়া উঠে। দারুণ অঙ্গবেদনা, চেতনালোপ, নিদ্রানাশ, শ্বাস ও হিক্কা এই সকল আসিয়া উপস্থিত হয়। রোগী কোন প্রকারেই ক্ষণকালের নিমিত্তও কিঞ্চিৎ আরাম লাভ করিতে পারে না। ভূমি ও শয্যা প্রভৃতিতে বিলুণ্ঠিতদেহ হইতে থাকে। এইরূপ ক্রমাগত নানা অসহ্য যাতনা ভোগ করিয়া পরিশেষে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া সকল ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ পায়। এইরূপ বিসর্পকে অগ্নিবিসর্প বলে।

বাতশ্লৈষ্মিকস্য লক্ষণম্।

কফেন রুদ্ধঃ পবনো ভিত্ত্বা তং বহুধা কফম্।
রক্তঞ্চ বৃদ্ধরক্তস্য ত্বক্‌শিরাস্নায়ু মাংসগম্॥
দূষয়িত্বা তু দীর্ঘাণু বৃত্তস্থূলখরাত্মনাম্।
গ্রন্থীনাং কুরুতে মালাং রক্তানাং তীব্ররুগ্‌জ্বরাম্॥
শ্বাসকাসাতিসারাস্যশোষহিক্কাবমিভ্রমৈঃ।
মোহবৈবর্ণ্যমূর্চ্ছাঙ্গভঙ্গাগ্নিসদনৈর্যুতাম্॥
ইত্যয়ং গ্রন্থিবীসর্পো বাতশ্লেষ্মপ্রকোপজঃ॥

কফরুদ্ধ বায়ু কফকে বহুধা ভেদ করিয়া এবং রক্তাধিক্য থাকিলে ত্বক্, শিরা, স্নায়ু ও মাংসগত রক্তকেও দূষিত করিয়া দীর্ঘ, সূক্ষ্ম, বর্ত্তুলাকার, স্থূল ও কঠিন রক্তবর্ণ গ্রন্থিশ্রেণী উৎপাদন করে। ইহাতে অতিশয় বেদনা, প্রবল জ্বর, শ্বাস, কাস, অতিসার, মুখশোষ, হিক্কা, বমি, ভ্রম, বিভ্রান্তচিত্ততা, বিবর্ণতা, মূর্চ্ছা, অঙ্গভঙ্গ ও অগ্নিমান্দ্য এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়। ইহার নাম গ্রন্থিবিসর্প। ইহা বাতশ্লেষ্মার প্রকোপে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পিত্তশ্লৈষ্মিকস্য লক্ষণম্।

কফপিত্তাজ্জ্বরঃ স্তম্ভো নিদ্রা তন্দ্রা শিরোরুজা।
অঙ্গাবসাদবিক্ষেপৌ প্রলাপারোচকভ্রমাঃ॥
মূর্চ্ছাগ্নিহানির্ভেদোঽস্থ্নাং পিপাসেন্দ্রিয়গৌরবম্।
আমোপবেশনং লেপঃ স্রোতসাং স চ সর্পতি।
প্রায়েণামাশয়ং গৃহ্নন্নেকদেশং ন চাতিরুক্।
পিড়কৈরবকীর্ণোঽতিপীতলোহিতপাণ্ডুরৈঃ॥
স্নিগ্ধোঽসিতো মেচকাভো মলিনঃ শোথবান্ গুরুঃ।
গম্ভীরপাকঃ প্রাজ্যোষ্মা স্পৃষ্টঃ ক্লিন্নোঽবদীর্য্যতে॥
পঙ্কত্বক্ শীর্ণমাংসশ্চ স্পৃষ্টস্নায়ুশিরাগণঃ।
শবগন্ধী চ বীসর্পঃ কর্দ্দমাখ্যমুশন্তি তম্॥

স চ সর্পতি একদেশমিত্যন্বয়ঃ। পিড়কৈঃ পিড়কাভিঃ। অবকীর্ণো ব্যাপ্তঃ। অসিতঃ কৃষ্ণঃ। মেচকঃ কৃষ্ণকৃষ্ণঃ। প্রাজ্যোষ্মা প্রচুরোষ্মা। স্পৃষ্টঃ ক্লিন্নোঽবদীর্য্যতে স্পৃষ্টঃ সন্নার্দ্রো ভবতি বিদীর্য্যতে। পঙ্কত্বক্ পঙ্কবর্ণা কর্দ্দমবর্ণা ত্বগ্ যত্র সঃ। শীর্ণমাংসঃ গলিতমাংসঃ। অতএব স্পৃষ্টস্নায়ুশিরাগণঃ।

পিত্তশ্লৈষ্মিক বিসর্পে জ্বর, দেহের স্তব্ধতা, নিদ্রা, তন্দ্রা, মস্তকবেদনা, অঙ্গের অবসন্নতা,

আক্ষেপ, প্রলাপ, অরুচি, ভ্রম, মূর্চ্ছা, অগ্নিমান্দ্য, অস্থিতে বিদারণবৎ পীড়া, পিপাসা, ইন্দ্রিয়গুরুতা, আমযুক্ত পুরীষ নির্গম এবং স্রোতঃ সকলের লিপ্ততা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই বিসর্প প্রায় আমাশয়ে উৎপন্ন হইয়া একদেশ বিসর্পী হয়। ইহা পীত, লোহিত ও পাণ্ডুবর্ণ পিড়কাসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত, চিক্কণকৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষকৃষ্ণবর্ণ, মলিন, শোথযুক্ত, গুরু এবং অতিশয় তাপবিশিষ্ট হয়। ইহা প্রথমে অন্তর্ভাগে পাকে। স্পর্শ করিলে আর্দ্র ও বিদীর্ণ হয়। পঙ্কের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ও গলিতমাংস হইয়া ক্রমশঃ স্নায়ু ও শিরাগণকে স্পর্শ করে এবং শবগন্ধযুক্ত হয়। ইহাকে কর্দ্দমবিসর্প বলে।

ক্ষতজস্য লক্ষণম্।

বাহ্যহেতোঃ ক্ষতাৎ ক্রুদ্ধঃ সরক্তং পিত্তমীরয়ন্।
বিসর্পং মারুতঃ কুর্য্যাৎ কুলত্থসদৃশৈশ্চিতম্।
স্ফোটৈঃ শোথজ্বররুজাদাহাঢ্যং শ্যাবশোণিতম্॥

বাহ্যহেতোঃ শস্ত্রপ্রহারব্যালদন্তনখাদ্যাগন্তুহেতোঃ। শ্যাবশোণিতং কৃষ্ণরক্তম্। অয়ঞ্চ পিত্তজে বিসর্পে অন্তর্ভাবনীয়ঃ। তেন ন সংখ্যাতিরেকঃ।

শস্ত্রপ্রহার এবং হিংস্রজন্তুর দন্ত ও নখাদির আঘাত প্রভৃতি আগন্তুক কারণ দ্বারা ক্ষত হইলে বায়ু কুপিত হইয়া রক্ত ও পিত্তকে বিকৃত করিয়া কুলত্থ কলায়ের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট স্ফোটকসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত বিসর্প উৎপাদন করে। ঐ স্থানের রক্ত কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায় এবং শোথ, জ্বর, বেদনা ও দাহ এই সকল লক্ষণ বর্ত্তমান হয়।

জ্বরাতিসারৌ বমথুস্ত্বঙ্মাংসদরণক্লমাঃ।
অরোচকাবিপাকৌ চ বিসর্পাণামুপদ্রবাঃ॥

জ্বর, অতিসার, বমি, ত্বক্ ও মাংসের বিদারণ, ক্লান্তি, অরুচি ও ভুক্তান্নের অপরিপাক এইগুলি বিসর্পের উপদ্রব।

সিধ্যন্তি বাতকফপিত্তকৃতা বিসর্পাঃ
সর্ব্বাত্মকঃ ক্ষতকৃতশ্চ ন সিদ্ধিমেতি।
পিত্তাত্মকোঽঞ্জনবপুশ্চ ভবেদসাধ্যঃ
কৃচ্ছ্রাশ্চ মর্ম্মসু ভবন্তি হি সর্ব্ব এব॥
কৃচ্ছ্রাঃ অসাধ্যত্বেন।

বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক বিসর্প সাধ্য। সান্নিপাতিক ও ক্ষতজ বিসর্প অসাধ্য। পৈত্তিক বিসর্পে রোগী কজ্জলবর্ণ হইলে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত। মর্ম্মস্থানজাত সকল প্রকার বিসর্পই অসাধ্য।

বিসর্পস্য চিকিৎসা।

সাধ্যা বিসর্পাস্ত্রয় আদিতো যে
ন সন্নিপাতক্ষতজৌ হি সাধ্যৌ
সাধ্যেষু তৎপথ্যগণৈর্বিদধ্যাদ্
ঘৃতানি সেকাংশ্চ তথোপদেহান্॥

উল্লিখিত তিনপ্রকার একদোষজ বিসর্প সাধ্য এবং সান্নিপাতিক ও ক্ষতজ বিসর্প অসাধ্য। সাধ্য বিসর্প সকলে তত্তৎপ্রশমক দ্রব্যগণের প্রলেপ তদ্যুক্ত সেচন ও তৎপ্রস্তুত ঘৃত প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

বিরেকবমনালেপসেচনাস্রবিমোক্ষণৈঃ।
উপাচরেদ্ যথাদোষং বিসর্পানাদিতো ভিষক্।

বিসর্প রোগের প্রথমাবস্থায় দোষানুসারে বিরেচন, বমন, লেপন, সেচন ও রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থেয়।

রাস্না নীলোৎপলং দারু চন্দনং মধুকং বলা।
ঘৃতক্ষীরযুতো লেপো বাতবীসর্পনাশনঃ॥

বায়ুজ বিসর্পে রাস্না, নীলোৎপলের মূল, দেবদারু, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও বেড়েলা

এই সমুদায় দ্রব্য ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে।

কসেরু শৃঙ্গাটক পদ্ম গুন্দ্রৈঃ
সশৈবলৈঃ সোৎপলকর্দ্দমৈশ্চ।
বস্ত্রান্তরৈঃ পিত্তকৃতে বিসর্পে
লেপো বিধেয়ঃ সঘৃতঃ সুশীতঃ॥

পৈত্তিক বিসর্পে কেশুর, পানিফল, পদ্মমূল, শরমূল, শৈবাল, সুন্দিমূল ও কর্দ্দম এই সকল দ্রব্য ঘৃতের সহিত মর্দ্দিত ও বস্ত্রের অভ্যন্তরস্থ করিয়া প্রলেপ রূপে সংযোজিত করিয়া রাখিবে।

ত্রিফলা পদ্মকোশীর সমঙ্গা করবীরকম্।
নলমূলমনন্তা চ লেপঃ শ্লেষ্মবিসর্পকে॥

শ্লৈষ্মিক বিসর্পে হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বেণারমূল, লজ্জালু, করবীরমূল, নলমূল ও অনন্তমূল এই সকল বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে।

দোষসম্মিলনাজ্জাতে পরীসর্পে ভিষক্ ক্রিয়াম্।
তত্তদ্দোষপ্রশমনীং যুক্ত্যা বুদ্ধ্বাবচারয়েৎ॥

দোষসম্মিলনজাত বিসর্পে যুক্তি অনুসারে বিবেচনাপূর্ব্বক তত্তদ্দোষনাশক চিকিৎসা করিবে।

পরিষেকঃ প্রলেপশ্চ শস্যতে পঞ্চবল্কলৈঃ।
পদ্মকোশীর মধুকৈঃ সর্ব্বত্রাপি চ চন্দনৈঃ॥

পদ্মকাষ্ঠ, বেণারমূল, যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন এই সকলের অথবা পঞ্চবল্কলের প্রলেপ ও সেচন সকল বিসর্পেই হিতজনক।

ভূনিম্ব বাসা কটুকা পটোলী
ফলত্রয়ৈশ্চন্দননিম্বকৈশ্চ।
বিসর্প দাহ জ্বর শোথ কণ্ডু-
বিস্ফোট তৃষ্ণা বমিহৃৎ কষায়ঃ॥

চিরাতা, বাসকছাল, কট্কী, ঝিঙ্গার মূল, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্তচন্দন ও নিমছাল এই সকলের ক্বাথ পান করিলে বিসর্প, দাহ, জ্বর, শোথ, কণ্ডু, বিস্ফোটক, তৃষ্ণা ও বমির শান্তি হয়।

কুষ্ঠাময় স্ফোট মসূরিকোক্ত-
চিকিৎসয়াপ্যাশু হরেদ্ বিসর্পান্।
সর্ব্বান্ বিপক্বান্ পরিশোধ্য ধীমান্
ব্রণক্রমেণোপচরেদ্ যথোক্তম্॥

বিসর্পরোগে কুষ্ঠ, স্ফোটক ও মসূরিকার ন্যায় চিকিৎসা করিবে। পাকিলে শোধন-ক্রিয়া করিয়া ব্রণবৎ চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

তিক্তবর্গোঽখিলশ্চৈব পানান্নমবিদাহকম্।
দ্রব্যং শোণিতসংশুদ্ধিকরং চন্দনলেপনম্॥
অনুদ্বেগকরং কর্ম্ম বিসর্পে পরমং হিতম্।
বিপরীতং বিজানীয়াৎ ক্লেশদং গদবৃদ্ধিকৃৎ॥

বিসর্পরোগে সমস্ত তিক্ত দ্রব্য, অবিদাহক অন্ন পানীয়, শোণিতবিশোধক দ্রব্য, আক্রান্ত-স্থান সকলে ঘৃষ্ট শ্বেতচন্দন লেপন এবং অনুদ্বেগজনক কর্ম্ম এই সকল হিতপ্রদ। ইহার বিপরীত, ক্লেশপ্রদ ও পীড়াবর্দ্ধক।

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

মসূরিকাধিকারঃ।

মসূরিকায়া নিদানং সম্প্রাপ্তিশ্চ।

কট্বম্ল লবণ ক্ষার বিরুদ্ধাধ্যশনাশনৈঃ।
দুষ্টনিষ্পাবশাকাদ্যৈঃ প্রদুষ্টপবনোদকৈঃ।
ক্রূরগ্রহেক্ষণাচ্চাপি দেশে দোষাঃ সমুদ্ধতাঃ।
জনয়ন্তি শরীরেঽস্মিন্ দুষ্টরক্তেন সঙ্গতাঃ।
মসূরাকৃতিসংস্থানাঃ পিড়কাঃ সা মসূরিকা॥

ক্ষারো যবক্ষারাদিঃ। দেশে ক্রূরগ্রহেক্ষণাৎ ক্রূরগ্রহাঃ রাহুশনৈশ্চরাদয়ঃ দেশক্ষোভকরাঃ তেষা-মীক্ষণাৎ যস্মিন্ দেশে ক্রূরগ্রহদৃষ্টিস্তত্রাপি মসূরি-কোৎপত্তিরিত্যর্থঃ। মসূরাকৃতিসংস্থানাঃ মসূরস্য

যা আকৃতিঃ তদ্বৎ সংস্থানমাকৃতির্যাসাং তাঃ। ক্রূরগ্রহেক্ষণাদিত্যত্র ক্রুদ্ধগ্রহেক্ষণাদিত্যপি পাঠঃ। সা মসূরিকা স এব মসূরিকাখ্যো রোগ ইত্যর্থঃ। মসূরিকাঃ ইতি পাঠে দোষাঃ মসূরাকৃতীর্যাঃ পিড়কাঃ জনয়ন্তি তা এব নাম্না মসূরিকাঃ ইতি স্যুরিত্যর্থঃ।

• কটু, অম্ল, লবণ ও ক্ষারভোজন, বিরুদ্ধ-ভোজন, অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন, দুষ্ট অন্ন, শিম্বী ও শাকাদি আহার, সদোষবায়ু সেবন ও সদোষ জল পান এবং দেহে ক্রূরগ্রহের দৃষ্টি এই সকল কারণে বাতাদিদোষ কুপিত ও দুষ্টরক্তের সহিত সঙ্গত হইয়া মসূরকলায়ের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট পিড়কা সকল উৎপাদন করে। এই পীড়ার নাম মসূরিকা। মসূরিকার বাঙ্গালা নাম বসন্ত।

মসূরিকায়া উৎপাদনবিধিঃ।

ধেন্বস্তন্যমসূরিকা নরাণাঞ্চ মসূরিকা।
তজ্জলং বাহুমূলাচ্চ শস্ত্রান্তেন গৃহীতবান্॥
বাহুমূলে চ শস্ত্রাণি রক্তোৎপত্তিকরাণি চ।
তজ্জলং রক্তমিলিতং স্ফোটকজ্বরসম্ভবম্॥
ইতি ধন্বন্তরিকৃতশাক্তেয়গ্রন্থঃ শব্দকল্পদ্রুমধৃতঃ।

গোস্তনজাত মসূরিকা ও নরগাত্রজ মসূরিকা হইতে মসূরিকা উৎপাদন করা যাইতে পারে। এইরূপে মসূরিকা উৎপাদন করাকে টীকা দেওয়া বলে। মসূরিকার পূয় অপরের দেহে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে তাহারও ঐ পীড়া উৎপন্ন হয়। গোস্তনজাত বসন্তের অথবা মনুষ্যের বাহুমূলজাত বসন্তের পূয় শস্ত্রদ্বারা গ্রহণ করিয়া বাহুমূলে রক্তের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিলে মনুষ্যের জ্বর ও বসন্তের উৎপত্তি হয়।

এক্ষণে রাজশাসনে মনুষ্যের বসন্তের পূয় হইতে টীকা দেওয়া বন্ধ হইয়াছে। গোবীজে টীকা দিলে তৎকালে কোন উপদ্রব বা বিশেষ ক্লেশ উপস্থিত হয় না, কিন্তু মনুষ্যবীজের টীকা যেরূপ ভবিষ্যতে নিরাপদে রাখে, ইহা তদ্রূপ নহে।

মসূরিকায়াঃ পূর্ব্বরূপম্।

তাসাং পূর্ব্বং জ্বরঃ কণ্ডূর্গাত্রভঙ্গোঽরতিভ্রমঃ।
ত্বচি শোথঃ সবৈবর্ণ্যো নেত্ররাগস্তথৈব চ॥

মসূরিকা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে জ্বর, গাত্রভঙ্গ, অসুস্থচিত্ততা, ভ্রম, ত্বকে শোথ, বিবর্ণতা এবং নেত্রলৌহিত্য এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

বাতজায়াস্তস্যা রূপম্।

স্ফোটাঃ শ্যাবারুণা রুক্ষাস্তীব্রবেদনয়ান্বিতাঃ।
কঠিনাশ্চিরপাকাশ্চ ভবন্ত্যনিলসম্ভবাঃ॥

বাতজ বসন্তের স্ফোটক সকল শ্যাব বা অরুণবর্ণ, রুক্ষ, তীব্রবেদনাযুক্ত ও কঠিন হয়। ইহা দীর্ঘকালে পাকিয়া থাকে।

পিত্তজায়া রূপম্।

সন্ধ্যস্থিপর্ব্বণাং ভেদঃ কাসঃ কম্পোঽরতির্ভ্রমঃ।
শোষস্তাল্বোষ্ঠজিহ্বানাং তৃষ্ণা চারুচিসংযুতা।
রক্তাঃ পীতাঃ সিতাঃ স্ফোটাঃ সদাহাস্তীব্রবেদনাঃ।
ভবন্ত্যচিরপাকাশ্চ পিত্তকোপসমুদ্ভবাঃ।

পৈত্তিক বসন্তের স্ফোটক সকল রক্ত, পীত বা কৃষ্ণবর্ণ, দাহ ও অত্যন্ত বেদনাযুক্ত এবং শীঘ্র পাক প্রাপ্ত হয়। ইহাতে সন্ধি, অস্থি ও পর্ব্বসকলে ভঙ্গবৎ বেদনা, কাস, কম্প, অসুস্থচিত্ততা, ভ্রম, তৃষ্ণা, অরুচি এবং তালু, ওষ্ঠ ও জিহ্বার শোষ উপস্থিত হয়।

রক্তজায়া লক্ষণম্ ।

বিড়্ভেদশ্চাঙ্গমর্দ্দশ্চ দাহস্তৃষ্ণারুচিস্তথা ।
মুখপাকোঽক্ষিপাকশ্চ জ্বরস্তীব্রঃ সুদারুণঃ ॥
রক্তজায়াং ভবন্ত্যেতে বিকারাঃ পিত্তলক্ষণাঃ ।

রক্তজ মসূরিকায় মলভেদ, অঙ্গমর্দ্দ, দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, মুখপাক, নেত্রপাক, কষ্টপ্রদ বেগবান্ জ্বর এবং পিত্তজ মসূরিকার লক্ষণ সকল উপস্থিত হয় ।

কফজায়া লক্ষণম্ ।

শ্বেতাঃ স্নিগ্ধা ভৃশংস্থূলাঃ কণ্ডুরা মন্দবেদনাঃ ।
মসূরিকাঃ কফোত্থাশ্চ চিরপাকাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
কফপ্রসেকঃ স্তৈমিত্যং শিরোরুগ্ গাত্রগৌরবম্ ।
হৃল্লাসোঽরুচির্নিদ্রা তন্দ্রালস্যঞ্চ জায়তে ॥

কফজ মসূরিকা শ্বেতবর্ণ, চিক্কণ, অতিশয় স্থূল, কণ্ডূ বিশিষ্ট, অল্প বেদনাযুক্ত ও দীর্ঘকালে পাকপ্রাপ্ত হয় । ইহাতে কফস্রাব, স্তৈমিত্য, শিরোবেদনা, গাত্রভার, হৃল্লাস, অরুচি, নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্য উপস্থিত হইয়া থাকে ।

দোষজায়া লক্ষণম্ ।

নীলাশ্চিপিটবিস্তীর্ণা মধ্যে নিম্না মহারুজাঃ ।
পূতিস্রাবাশ্চিরাংপাকাঃ প্রভূতাঃ সর্ব্বদোষজাঃ ।

ত্রিদোষজ বসন্ত নীলবর্ণ, চিড়ার ন্যায় বিস্তীর্ণ, মধ্যভাগে নিম্ন, অতিশয় বেদনাযুক্ত, দুর্গন্ধ স্রাবনিঃসারক ও দীর্ঘকালে পাকপ্রাপ্ত হয় । এই বসন্ত বহু সংখ্যায় উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

রসগতায়া মসূরিকায়া লক্ষণম্ ।

তোয়বুদ্বুদসঙ্কাশাস্ত্বগ্‌গতাস্তু মসূরিকাঃ ।
স্বল্পদোষাঃ প্রজায়ন্তে ভিন্নাস্তোয়ং স্রবন্তি চ ।
ত্বগ্‌গতা রসগতাঃ ।

রসধাতুগত মসূরিকা দেখিতে জলবুদ্বুদের ন্যায় ও স্বল্প দোষবিশিষ্ট । ইহা বিদীর্ণ হইলে জলবৎ স্রাব নির্গত হয় । ইহাকে পানীবসন্ত বলে ।

রক্তগতায়া লক্ষণম্ ।

রক্তস্থা লোহিতাকারাঃ শীঘ্রপাকাস্তনুত্বচঃ ।
সাধ্যা নাত্যর্থদুষ্টাশ্চ ভিন্না রক্তং স্রবন্তি চ ॥

সাধ্যা রক্তস্থা ইত্যর্থঃ । নাত্যর্থদুষ্টা অত্যর্থং দুষ্টশোণিতাঃ পুনর্ন সাধ্যাঃ কিন্তু কষ্টসাধ্যাঃ ।

রক্তগত মসূরিকা লোহিতবর্ণ, অস্থূল ত্বক্‌যুক্ত ও শীঘ্র পাকপ্রাপ্ত হয় । ইহা বিদীর্ণ হইলে রক্তনিঃস্রাব করে । রক্তগত মসূরিকা সাধ্য, কিন্তু রক্ত অতি বিকৃত হইয়া উৎপন্ন হইলে কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে ।

মাংসগতায়া লক্ষণম্ ।

মাংসস্থাঃ কঠিনাঃ স্নিগ্ধাশ্চিরপাকা ঘনত্বচঃ ।
গাত্রশূলারতিকণ্ডূতৃষ্ণাজ্বরসমন্বিতাঃ ॥

মাংসগত মসূরিকা কঠিন, চিক্কণ, স্থূলত্বগ্‌যুক্ত ও অধিককালে পাকপ্রাপ্ত হয় । ইহাতে গাত্রশূল, চিত্তের অস্বাস্থ্য, কণ্ডূ, তৃষ্ণা ও জ্বর এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ।

মেদোজায়া লক্ষণম্ ।

মেদোজা মণ্ডলাকারা মৃদবঃ কিঞ্চিদুন্নতাঃ ।
ঘোরজ্বরকরাশ্চৈব স্থূলাঃ স্নিগ্ধাঃ সবেদনাঃ ।
সম্মোহারতিসন্তাপাঃ কশ্চিদাভ্যো বিনিস্তরেৎ ।

মেদোজ মসূরিকা মণ্ডলাকার, মৃদু, কিঞ্চিৎ উন্নত, ঘোরজ্বরোৎপাদক, স্থূল, চিক্কণ ও বেদনাযুক্ত হয় । ইহাতে মোহ, অরতি ও সন্তাপ উপস্থিত হয় । ইহা প্রায় সাংঘাতিক

হইয়া থাকে। দৈবাৎ কেহ এই পীড়া হইতে পরিত্রাণ পায়।

অস্থিমজ্জাগতয়োর্লক্ষণম্।

ক্ষুদ্রা গাত্রসমা রুক্ষাশ্চিপিটাঃ কিঞ্চিদুন্নতাঃ।
মজ্জোত্থা ভৃশসম্মোহা বেদনারতিসংযুতাঃ॥
ভ্রমরেণেব বিদ্ধানি কুর্ব্বন্ত্যস্থীনি সর্ব্বতঃ।
ছিন্দন্তি মর্ম্মধামানি প্রাণানাশু হরন্তি চ॥

গাত্রসমা গাত্রতুল্যবর্ণাঃ। চিপিটাশ্চিপিটাকারাঃ। মজ্জগ্রহণেনাস্থ্নোঽপি গ্রহণং তদাধারত্বাৎ। অতএবাগ্রে ভ্রমরেণেব বিদ্ধানি কুর্ব্বন্ত্যস্থীনি সর্ব্বত ইতি। মর্ম্মধামানি মর্ম্মস্থানানি।

অস্থিগত ও মজ্জাশ্রিত বসন্ত ক্ষুদ্রাকার, গাত্রের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, রুক্ষ, চিপিটাকৃতি, কিঞ্চিৎ উন্নত, অত্যন্ত মোহোৎপাদক, বেদনাযুক্ত ও অরতিপ্রদ। এইরূপ বসন্ত অস্থি সকলকে বিদ্ধ, মর্ম্মস্থান ছিন্ন ও জীবন বিনষ্ট করে।

শুক্রগতায়া লক্ষণম্।

পক্বাভাঃ পিড়কাঃ স্নিগ্ধাঃ শ্লক্ষ্ণাশ্চাত্যর্থবেদনাঃ।
স্তৈমিত্যারতিসম্মোহদাহোন্মাদসমন্বিতাঃ॥
শুক্রগায়াং মসূর্য্যাস্তু লক্ষণানি ভবন্তি হি।
নির্দ্দিষ্টং কেবলং চিহ্নং দৃশ্যতে ন তু জীবিতম্॥

পক্বাভাঃ পক্বাকারা ন তু পক্বাঃ। শ্লক্ষ্ণাঃ কোমলাঃ। ন ত্বস্যাশ্চিকিৎসা যুক্তা যতো জীবনং ন দৃশ্যতে ইতি।

শুক্রগত মসূরিকায় পিড়কা সকল চিক্কণ, কোমল, অতিশয় বেদনাযুক্ত এবং স্তৈমিত্য, অরতি, মূর্চ্ছা, দাহ ও উন্মত্ততা এই সকলের জনক। এইরূপ বসন্ত অবশ্য মারক।

দোষমিশ্রাস্তু সপ্তৈতা দ্রষ্টব্যা দোষলক্ষণৈঃ।

উল্লিখিত সপ্তধাতুগত বসন্ত, বাতাদি দোষের লক্ষণ দর্শনানুসারে তত্তদ্দোষজ বলিয়া স্থির করিবে।

চর্ম্মজায়া মসূরিকায়া লক্ষণম্।

অরত্যরুচিহৃৎকণ্ঠরোধতন্দ্রাসমন্বিতাঃ।
দুশ্চিকিৎস্যাঃ সমুদ্দিষ্টাঃ পিড়কাশ্চর্ম্মসংজ্ঞিতাঃ॥
চর্ম্মসংজ্ঞিতাঃ চর্ম্মদল ইতি খ্যাতাঃ।

চর্ম্মজ মসূরিকায় অরতি, অরুচি, হৃদয়াবরোধ, কণ্ঠরোধ ও তন্দ্রা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহা দুশ্চিকিৎস্য। এইরূপ বসন্ত চর্ম্মদল নামে খ্যাত।

ত্বগ্গতা রক্তগাশ্চৈব পিত্তজাঃ শ্লেষ্মজাস্তথা।
শ্লেষ্মপিত্তকৃতাশ্চৈব সুখসাধ্যা মসূরিকাঃ॥

ত্বগ্গত, রক্তগত, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ ও কফপিত্তজ মসূরিকা সুখসাধ্য।

বাতজা বাতপিত্তোত্থাঃ শ্লেষ্মবাতকৃতাশ্চ যাঃ।
কৃচ্ছ্রসাধ্যা মতাস্তস্মাদ্ যত্নাদেতা উপাচরেৎ॥

বাতজ, বাতপিত্তজ ও কফবাতজ মসূরিকা কৃচ্ছ্রসাধ্য, অতএব যত্নপূর্ব্বক ইহাদের চিকিৎসা করিবে।

অসাধ্যাঃ সন্নিপাতোত্থাস্তাসাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্।
প্রবালসদৃশাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিজ্জম্বুফলোপমাঃ।
লোহজালসমাঃ কাশ্চিদতসীফলসন্নিভাঃ।
আসাং বহুবিধা বর্ণা জায়ন্তে দোষভেদতঃ॥

প্রবালসদৃশা ইত্যাদি। আসাং প্রবালজম্বুফললোহগুটিকাতসীফল সাদৃশ্যং বর্ণেন। অনুক্তবর্ণগ্রহণার্থমাহ আসাং বহুবিধা বর্ণা ইতি।

সান্নিপাতিক বসন্ত অসাধ্য। এই বসন্ত প্রবাল, জাম, লৌহগুটিকা বা মষিনার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট অথবা অন্য নানাপ্রকার বর্ণযুক্ত হয়।

কাসো হিক্কা প্রমোহশ্চ জ্বরস্তীব্রঃ সুদারুণঃ।
প্রলাপারতিমূর্চ্ছাশ্চ তৃষ্ণা দাহোঽতিঘূর্ণতা॥
মুখেন প্রস্রবেদ্রক্তং তথা ঘ্রাণেন চক্ষুষা।
কণ্ঠে ঘুর্ঘুরকং কৃত্বা শ্বসিত্যত্যর্থদারুণম্॥
মসূরিকাভিভূতস্য যস্যৈতানি ভিষগ্বরৈঃ।
লক্ষণানীহ দৃশ্যন্তে ন দেয়ং তত্র ভেষজম্॥
অতিঘূর্ণতা অতিনিদ্রা।

মসূরিকারোগে কাস, হিক্কা, চিত্তবিকার, অতি কষ্টপ্রদ তীব্র জ্বর, প্রলাপ, অরতি, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, দাহ, অতিনিদ্রা, মুখ, নাসিকা ও চক্ষু দিয়া রক্তস্রাব এবং কণ্ঠে ঘুর্ঘুরশব্দ পূর্ব্বক দারুণ শ্বাস নির্গম এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে তাহা অসাধ্য জানিবে।

মসূরিকাভিভূতো যো ভৃশং ঘ্রাণেন নিঃশ্বসেৎ।
স ভৃশং ত্যজতি প্রাণাংস্তৃষ্ণার্ত্তো বায়ুদূষিতঃ॥
বায়ুদূষিতঃ অপতানকাদিব্যাধিদূষিতঃ।

মসূরিকাভিভূত ব্যক্তির অতিশয় শ্বাস, তৃষ্ণা এবং অপতানকাদি বাতব্যাধি উপস্থিত হইলে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত।

মসূরিকান্তে শোথঃ স্যাৎ কূর্পরে মণিবন্ধকে।
তথাংসফলকে বাপি দুশ্চিকিৎস্যঃ সুদারুণঃ॥

মসূরিকাশান্তির পর কখন কখন কফোণিতে, মণিবন্ধে ও অংসফলকে শোথ হয়। তাহা অতি কষ্টপ্রদ ও দুশ্চিকিৎস্য।

কাশ্চিদ্বিনাপি যত্নেন সিধ্যন্ত্যাশু মসূরিকাঃ।
দৃষ্টাঃ কৃচ্ছ্রতরাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ সিধ্যন্তি বা ন বা।
কাশ্চিন্নৈব তু সিধ্যন্তি সাধ্যমানাঃ প্রযত্নতঃ॥

কোন প্রকার মসূরিকা বিনা চিকিৎসায় প্রশমিত হয়, কোন প্রকার কষ্টসাধ্য, কোন প্রকার মসূরিকার প্রশম বিষয়ে নিশ্চয় নাই এবং কোন প্রকার মসূরিকা সহস্র চেষ্টা করিলেও প্রশমিত হইবার নহে।

মসূরিকায়াশ্চিকিৎসা।

মসূরিকায়াং কুষ্ঠেষু লেপনাদিক্রিয়া হিতা।
পিত্তশ্লেষ্মবিসর্পোক্তা ক্রিয়া চাত্র প্রশস্যতে॥

মসূরিকা ও কুষ্ঠরোগে উপযুক্ত লেপনাদি ক্রিয়া ও পিত্তশ্লৈষ্মিক বিসর্পোক্ত চিকিৎসা হিতকর।

শ্বেতচন্দনকল্কঞ্চ হিলমোচীভবং দ্রবম্।
পিবেন্মসূরিকারম্ভে কেবলং বাপি তদ্রসম্॥

মসূরিকার প্রথমাবস্থায় শ্বেতচন্দনের কল্ক, হিঞ্চাশাকের রস অথবা কেবল হিঞ্চার রস সেবনীয়।

জ্বরে জাতে স্পৃশেন্নাম্বু তিষ্ঠেন্নির্ব্বাতবেশ্মনি।
ম্রক্ষয়েদ্বিজয়াচূর্ণৈর্গাত্রং বস্ত্রেণ বন্ধয়েৎ॥

জ্বর উপস্থিত হইলে অধিক জলপান ও স্নান পরিত্যাগ, নির্ব্বাতগৃহে বাস, গাত্রে জয়ন্তীপত্রের চূর্ণ মক্ষণ এবং বস্ত্রদ্বারা গাত্র আবরণ কর্ত্তব্য।

রুদ্রাক্ষং মরিচৈর্যুক্তং পীতং পর্য্যুষিতাম্ভসা।
ত্র্যহাৎ পাপরুজং হন্তি দৃষ্টং বারসহস্রশঃ॥

রুদ্রাক্ষ চূর্ণ ও মরিচচূর্ণ বাসিজলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বসন্তরোগ প্রশমিত হয়।

সর্ব্বাসাং বমনং পথ্যং পটোলারিষ্টবৎসকৈঃ।
কষায়ৈশ্চ বচাবৎসযষ্ট্যাহ্বফলকল্কিতৈঃ॥

সকল প্রকার বসন্তে পটোলপত্র, নিমছাল ও ইন্দ্রযব ইহাদের কাথে বচ, ইন্দ্রযব, যষ্টিমধু ও মদনফলের কল্ক মিশ্রিত করিয়া পানার্থ ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে বমন হইয়া পীড়ার উপশম হয়।

সুষবীপত্রনির্য্যাসং হরিদ্রাচূর্ণসংযুতম্।
রোমান্তী জ্বরবিস্ফোটমসূরীশান্তয়ে পিবেৎ॥

হরিদ্রাচূর্ণের সহিত উচ্ছেপাতার রস পান করিলে হামজ্বর, বিস্ফোট ও বসন্তের উপশম হয়।

উষ্ট্রকণ্টকমূলং বাপ্যনন্তামূলমেব বা।
বিধিগৃহীত জ্যেষ্ঠাম্বু পীতং হন্তি মসূরিকাম্॥

গোক্ষুরমূল অথবা অনন্তমূল তণ্ডুলজলের সহিত বাঁটিয়া সেবন করিলে বসন্ত রোগ প্রশমিত হয়।

বুাষিতং বারি সক্ষৌদ্রং পীতং দাহগুটীহরম্॥

বাসিজলের সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বসন্তের গুটী ও তজ্জন্য দাহের শান্তি হয়।

অমৃতাদিঃ।

অমৃতবৃষপটোলং মুস্তকং সপ্তপর্ণং
খদিরমসিতবেত্রং নিম্বপত্রং হরিদ্রে।
বিবিধবিষবিসর্পান্ কুষ্ঠবিস্ফোটকণ্ডূ-
রপনয়তি মসূরীং শীতপিত্তং জ্বরঞ্চ॥

গুলঞ্চ, বাসকছাল, পটোলপত্র, মুতা, ছাতিমছাল, খদিরকাষ্ঠ, কৃষ্ণবেত্র, নিমপত্র, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা ইহাদের ক্বাথ পান করিলে মসূরিকাদি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

গুড়ূচীং মধুকং দ্রাক্ষাং মোরটং দাড়িমৈঃ সহ।
পায়য়েৎ পাককালে তু ভেষজং গুড়সংযুতম্।
তেন পাকং ব্রজত্যাশু ন চ বায়ুঃ প্রকুপ্যতি॥

বসন্ত পাকিবার উপক্রমে গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ইক্ষুমূল, দাড়িম ও পুরাতন গুড় এই সকল যথানিয়মে সেবন করিলে শীঘ্র বসন্ত পাকিয়া উঠে, অথচ বায়ুর প্রকোপ হয় না।

লিহেত্বা বাদরং চূর্ণং পাচনার্থং গুড়েন তু।
অনেনাশু বিপচ্যন্তে বাতপিত্তকফাত্মিকাঃ॥

কুলশুঁঠচূর্ণ গুড়ের সহিত পান করিলে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক বসন্ত শীঘ্র পাকিয়া উঠে।

জাতীপত্রং সমঞ্জিষ্ঠং দার্ব্বী পূগফলং শমী।
ধাত্রীফলং সমধুকং ক্বথিতং মধুসংযুতম্॥
মুখরোগে কণ্ঠরোধে গণ্ডূষার্থং প্রশস্যতে॥

জাতীপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, দারুহরিদ্রা, সুপারি, শমীছাল, আমলা ও যষ্টিমধু ইহাদের ক্বাথে মধুমিশ্রিত করিয়া তাহার গণ্ডূষ ধারণ করিলে মুখক্ষত ও কণ্ঠরোধ নিবারণ হয়।

পঞ্চবল্কলচূর্ণেন ক্লেদিনীমবচূর্ণয়েৎ।
ভস্মনা কেচিদিচ্ছন্তি কেচিদ্গোময়রেণুনা।
ক্রিমিপাতভয়াচ্চাপি ধূপয়েৎ সরলাদিভিঃ॥

বসন্ত হইতে নিয়ত পূয় নিঃসৃত হইলে পঞ্চবল্কলচূর্ণ, গোময় ভস্ম বা গোময়রেণু দ্বারা অবকিরণ করিবে এবং সরলকাষ্ঠ ও দেবদারু প্রভৃতির ধূম প্রয়োগ করিবে। ইহাতে বসন্ত শুষ্ক হইবে এবং তাহাতে ক্রিমি জন্মিবার আশঙ্কা থাকিবে না।

কৃষ্ণাভয়ারজো লিহ্যান্মধুনা কণ্ঠশুদ্ধয়ে।
তথাষ্টাঙ্গাবলেহশ্চ কবড়শ্চার্দ্রকাদিভিঃ॥

কণ্ঠ পরিষ্কারার্থ মধুর সহিত পিঁপুল ও হরীতকীচূর্ণের অবলেহ, অষ্টাঙ্গাবলেহ এবং আদা প্রভৃতির কবল ধারণ ব্যবস্থেয়।

পঞ্চতিক্তং প্রযুঞ্জীত পানাভ্যঞ্জনভোজনৈঃ।
কুর্য্যাদ্ব্রণবিধানঞ্চ তৈলাদীন্ বর্জ্জয়েচ্চিরম্॥

বসন্তরোগে পানাদির নিমিত্ত পঞ্চতিক্ত ঘৃত ব্যবস্থেয় ও ব্রণোক্ত সমুদায় ক্রিয়া করিবে। ইহাতে তৈলাদি নিষিদ্ধ।

শীতলানন্দো রসঃ।

হেমরৌপ্যরসব্যোমগন্ধকাংস্তুয়োজতু।
কন্যাভির্মর্দ্দয়িত্বাথ মুদ্গমাত্রাং বটীঞ্চরেৎ॥

যথাদোষানুপানেন প্রয়োগাদস্য নিশ্চিতম্।
মসূরিকাদয়ঃ সর্ব্বে নশ্যন্তি ত্বরয়া গদাঃ॥
দেব্যা শীতলয়া প্রোক্তঃ শীতলানন্দনামকঃ।
মসূরিকাভিভূতানাং রসোঽয়ং হিতকাম্যয়া॥

স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদ, অভ্র, গন্ধক, লৌহ ও শিলাজতু এই সমুদায় সমানভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া মুগের ন্যায় বটিকা করিবে। দোষানুসারে অনুপান ব্যবস্থেয়। ইহাতে মসূরিকা প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়।

বসন্তসুন্দরো রসঃ।

মাক্ষিকং রজতং ব্যোম তুগাক্ষীরীং মহৌষধম্।
যত্নাচ্ছিরীষতোয়েন মর্দ্দয়িত্বা দিনত্রয়ম্॥
মুদ্গমানা বটীঃ কৃত্বা প্রযুঞ্জ্যাৎ পয়সা সহ।
মসূরিকাভিভূতেভ্যঃ প্রাতঃ সায়ঞ্চ নিত্যশঃ॥
শীতাৰ্দ্দিতা যথা বৃক্ষা বসন্তস্য সমাগমে।
তথাস্য সেবনান্মর্ত্ত্যা সুন্দরত্বমবাপ্নুয়ুঃ॥

স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্য, অভ্র, বংশলোচন ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া শিরীষছালের রসে ৩ দিন উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া মুগপ্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান দুগ্ধ। ইহা সেবন করিলে শীঘ্র মসূরিকার শান্তি হয়।

সংযতঃ প্রযতো নিত্যং ভবেজ্জাতমসূরিকঃ।
দিবানিদ্রাং সুরাং তৈলমামিষঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥

মসূরিকাক্রান্ত ব্যক্তির নিত্য সংযত ও শুদ্ধাচার হওয়া উচিত। এইরোগে দিবা-নিদ্রা, সুরা, তৈল ও আমিষ বর্জ্জনীয়।

রোমান্তিকায়া লক্ষণম্।

রোমকূপোন্নতিসমা রাগিণ্যঃ কফপিত্তজাঃ।
কাসারোচকসংযুক্তা রোমান্ত্যো জ্বরপূর্ব্বিকাঃ।

রাগিণ্যো লোহিতাঃ। জ্বরপূর্ব্বিকাঃ জ্বর-পূর্ব্বরূপাঃ।

রোমকূপের ন্যায় উন্নতিবিশিষ্ট লোহিতবর্ণ পিড়কাবিশেষকে রোমান্তী রোগ কহে। এই পীড়া বিকৃত কফ ও পিত্ত হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাতে কাস, অরুচি এই লক্ষণদ্বয় বর্ত্তমান থাকে। পিড়কা উদ্গত হইবার পূর্ব্বে জ্বর হইয়া থাকে। রোমান্তীর বাঙ্গালা নাম হাম।

তন্ত্রান্তরোক্তং রোমান্তিকায়া লক্ষণম্।

জ্বরস্তীব্রঃ খরোষ্ণা ত্বক্ চক্ষুঃ সাশ্রু সলোহিতম্।
ওষ্ঠয়োঃ শুষ্কতা লিপ্তা জিহ্বার্দ্রা বহ্নিমন্দতা॥
পিপাসা চ প্রতীশ্যায়ঃ ক্ষবথুশ্চাল্পমূত্রতা।
মলরোধোঽতিসারো বা কাসঃ শুষ্কঃ স্বরক্ষয়ঃ॥
বৈবর্ণ্যং স্ফীতবর্ত্ম ত্বমরতির্বলহীনতা।
হৃল্লাসশ্চ তথা ছর্দ্দির্বেদনোরসি চোদরে॥
ততঃ প্রায়শ্চতুর্থেঽহ্নি কণ্ডু রক্তা প্রকাশতে।
রোমকূপসমা নাম্না রোমান্তী সা প্রকীর্ত্তিতা॥
ভালে চ চিবুকে চাদৌ নিখিলে মুখমণ্ডলে।
ততোঽন্যত্র চ শাখাসু ক্রমাৎ কণ্ডুঃ প্রকাশতে॥
শোথঃ সঞ্জায়তে চাপি নেত্রয়োর্মুখমণ্ডলে।
নিঃসৃতে পিড়কাব্যূহে জ্বরশ্চ মৃদুতামিয়াৎ॥

হামের কণ্ডূ নির্গত হইবার পূর্ব্বে তীব্র জ্বর, ত্বকের উষ্ণতা ও রুক্ষতা, নেত্রের অশ্রুপূর্ণতা ও লৌহিত্য, ওষ্ঠ দ্বয়ের শুষ্কতা, জিহ্বার লিপ্ততা ও আর্দ্রতা, অগ্নিমান্দ্য, পিপাসা, প্রতীশ্যায়, হাঁচি, অল্পমূত্রতা, মলরোধ বা উদরাময়, শুষ্ককাস, স্বরভঙ্গ, বিবর্ণতা, চক্ষুর পাতার স্ফীতি, অসুস্থচিত্ততা, দৌর্ব্বল্য, বমির বেগ, বমি এবং বক্ষে ও উদরে বেদনা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। তদনন্তর প্রায় চতুর্থ দিবসে রোমকূপসম ও রক্তবর্ণ

কণ্ডূ নির্গত হয়। প্রথমে কপালে ও চিবুকে এবং ক্রমে সমস্ত মুখমণ্ডলে, অন্য অন্য অঙ্গে ও শাখা সকলে বহির্গত হয়। এই সময় কখন কখন নেত্রদ্বয়ে ও মুখমণ্ডলে শোথ হইয়া থাকে। পিড়কা সকল সম্যক্‌রূপে বহির্গত হইলে জ্বরের হ্রাস হয়।

রোমান্তিকায়াশ্চিকিৎসা।

উচ্চৈস্তরে প্রশস্তে চ রোমান্তীগদপীড়িতঃ।
গৃহেঽনার্দ্রে বসেন্নিত্যং গুরূষ্ণবসনাবৃতঃ॥
শীতবায়ুং শীততোয়ং সন্তাপং বহ্নিসূর্য্যয়োঃ।
ত্যজেৎ স্ত্রিয়ং দিবানিদ্রামধ্বানং নিশি জাগরম্‌॥

রোমান্তিকারোগী অনার্দ্র, উচ্চ ও প্রশস্ত গৃহে স্থূল উষ্ণবস্ত্রে দেহ আবৃত করিয়া সর্ব্বদা অবস্থিতি করিবে। এই পীড়ায় শীতল বায়ু, শীতল জল, অগ্নি ও সূর্য্যের তাপ, স্ত্রীসঙ্গম, দিবানিদ্রা, পথপর্য্যটন এবং রাত্রিজাগরণ নিষিদ্ধ।

সুখোষ্ণেনাম্বুনা স্বেদো রোমান্তীজ্বরহৃন্মতঃ॥

সুখোষ্ণজলের স্বেদে হামজ্বরের শান্তি হয়।

মসূর্য্যাং যে চ কথিতা ইহ ক্বাথাদয়োঽপি তে।
প্রযুজ্যমানা গদিনং স্বস্থীকুর্ব্বন্তি সত্বরম্‌॥

মসূরিকাধিকারে যে সকল ক্বাথাদি উক্ত হইয়াছে, ইহাতেও তৎসমস্ত চিকিৎসা করিবে।

যথাতথং প্রতীকার্য্যা জ্বরকাসাদয়শ্চ তে॥

ইহাতে জ্বর ও কাসি প্রভৃতি হইলে তাহাদের যথাযথ চিকিৎসা করিবে।

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

বাতরক্তাধিকারঃ।

বাতরক্তস্য বিপ্রকৃষ্টং নিদানম্‌।

লবণাম্লকটুক্ষার স্নিগ্ধোষ্ণাজীর্ণ ভোজনৈঃ।
ক্লিন্নশুষ্কাম্বুজানূপ মাংসপিণ্যাক মূলকৈঃ॥
কুলত্থমাষ নিষ্পাব শাকাদি পললেক্ষুভিঃ।
দধ্যারনাল সৌবীর শুক্ত তক্র সুরাসবৈঃ॥
বিরুদ্ধাধ্যশন ক্রোধ দিবাস্বপ্ন প্রজাগরৈঃ।
প্রায়শঃ সুকুমারাণাং মিথ্যাহার বিহারিণাম্‌।
স্থূলানাং সুখিনাঞ্চাপি প্রকুপ্যেদ্‌ বাতশোণিতম্‌॥

ন জীর্ণং পচনং যেষাং তাদৃশৈর্ভোজনৈঃ, জীর্ণমিত্যত্র ভাবেঽক্তপ্রত্যয়ঃ। অজীর্ণে সতি ভোজনৈরিতি সপ্তমীসমাসে স্বীকৃতে অধ্যশনশব্দপ্রয়োগাৎ তদর্থ স্যৈব পুনরুক্ত্যাপত্তিঃ স্যাৎ।

লবণ, অম্ল ও কটুরস দ্রব্য, ক্ষার দ্রব্য (যবক্ষারাদি), স্নিগ্ধপদার্থ আহার, দুর্জর বা অপরিমিত ভোজন, পচা বা শুষ্ক জলচর ও অনুপচর জীবের মাংস আহার এবং তিল খইল, মূলা, কুলত্থকলাই, মাষকলাই, শিম, শাকাদি, পলল (গুড়াদি সংস্কৃত তিলচূর্ণ), ইক্ষু, দধি, কাঁজি, সৌবীর, শুক্ত, তক্র, সুরা ও আসব এই সমুদায়ের উপযোগ, বিরুদ্ধ ভোজন, অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন, ক্রোধ, দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ এই সমুদায় দ্বারা বাতরক্ত প্রকুপিত হয়। এই পীড়া প্রায় কোমলাঙ্গ, অযথা আহারবিহাররত, স্থূলকায় ও বিলাসী ব্যক্তিদিগেরই হইয়া থাকে।

তস্য সম্প্রাপ্তিঃ।

হস্ত্যশ্বোষ্ট্রৈর্গচ্ছতশ্চাশ্নতশ্চ।
বিদাহ্যন্নং স বিদাহোঽশনস্য।
কৃৎস্নং রক্তং বিদহত্যাশু তচ্চ
দুষ্টং স্রস্তং পাদয়োশ্চীয়তে তু॥

তৎ সংপৃক্তং বায়ুনা দূষিতেন
তৎপ্রাবল্যাদুচ্যতে বাতরক্তম্॥

হস্তী, অশ্ব ও উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ অথবা পাদচারে অতিভ্রমণ এবং বিদাহজনক অন্ন ভোজন করিলে আহার-বিদাহ হেতু সমস্ত রক্ত দূষিত হইয়া পাদদ্বয়ে আসিয়া সঞ্চিত ও দূষিত বায়ুর সহিত মিলিত হয়। এই পীড়ায় বায়ুর প্রাবল্য থাকাতে ইহাকে বাতরক্ত বলা যায়। রক্তবাত না বলিয়া বাতরক্ত বলা অর্থাৎ অগ্রে বাত শব্দের উল্লেখ করিবার কারণ, এই পীড়ায় বায়ুর প্রাবল্য থাকে।

অপিচ। বায়ুঃ প্রবৃদ্ধো বৃদ্ধেন রক্তেনাবারিতঃ পথি।
ক্রুদ্ধঃ সংদূষয়েদ্রক্তং তজ্জ্ঞেয়ং বাতশোণিতম্॥

প্রবৃদ্ধ বায়ু, প্রবৃদ্ধ রক্ত কর্তৃক রুদ্ধমার্গ হইলে কুপিত হইয়া রক্তকে দূষিত করে। ইহারই নাম বাতরক্ত।

বাতরক্ত রোগ কুষ্ঠের প্রকারান্তর মাত্র, পীড়া প্রকাশ হইবার পর কুষ্ঠরূপেই পরিণত হইয়া থাকে। উভয় পীড়ায় প্রভেদের হেতু, সম্প্রাপ্তির ভিন্নতা মাত্র।

তস্য পূর্ব্বরূপম্।

স্বেদোঽত্যর্থং ন বা কার্ষ্ণ্যং স্পর্শাজ্ঞত্বং
ক্ষতেঽতিরুক্।
সন্ধিশৈথিল্যমালস্যং সদনং পিড়কোদ্গমঃ॥
জানুজঙ্ঘোরুকট্যংস হস্ত পাদাঙ্গ সন্ধিষু।
নিস্তোদঃ স্ফুরণং ভেদো গুরুত্বং সুপ্তিরেব চ॥
কণ্ডুঃ সন্ধিষু রুগ্ ভূত্বা ভূত্বা নশ্যতি চাসকৃৎ।
বৈবর্ণ্যং মণ্ডলোৎপত্তির্বাতাসৃক্ পূর্ব্বলক্ষণম্॥

বাতরক্ত রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে অধিক পরিমাণে ঘর্ম্মনির্গম অথবা সর্ব্বতোভাবে তাহার অনির্গম, দেহের স্থানে স্থানে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন প্রকাশ ও স্পর্শশক্তির লোপ, কোন কারণে কোন স্থানে ক্ষত হইলে তাহাতে অত্যন্ত বেদনা, সন্ধি সকলের শিথিলতা, আলস্য, অবসন্নতা, ব্রণসমূহের উৎপত্তি এবং জানু, জঙ্ঘা, উরু, কটি, স্কন্ধ, হস্ত, পদ ও সন্ধি সকলে সূচীবেধবৎ পীড়া, স্ফুরণ, বিদারণবৎ যাতনা, গুরুত্ব, স্পর্শশক্তির হানি ও কণ্ডু হইয়া থাকে। সন্ধি সকলে বেদনা হইয়া তাহার নিবৃত্তি হয়, আবার বেদনা হয়, এইরূপ পুনঃ পুনঃ হইতে থাকে। এবং দেহের বিবর্ণতা ও স্থানে স্থানে মণ্ডলাকার চিহ্ন সমূহের উদয় হয়। এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইলে বাতরক্ত রোগ জন্মিয়াছে বলিয়া অনুমান করা কর্ত্তব্য।

বাতরক্তস্য লক্ষণম্।

বাতেঽধিকেঽধিকং তত্র শূলস্ফুরণভঞ্জনম্।
শোথস্য রৌক্ষ্যকৃষ্ণত্বশ্যাবতা বৃদ্ধিহানয়ঃ॥
ধমন্যঙ্গুলিসন্ধীনাং সঙ্কোচোঽঙ্গগ্রহোঽতিরুক্।
শীতদ্বেষানুপশয়ৌ স্তম্ভবেপথুসুপ্তয়ঃ॥
রক্তে শোথোঽতিরুক্তোদস্তাম্রশ্চিমিচিমায়তে।
স্নিগ্ধরূক্ষৈঃ শমং নৈতি কণ্ডুক্লেদ সমন্বিতঃ॥
পিত্তে বিদাহঃ সংমোহঃ স্বেদো মূর্চ্ছা মদস্তৃষা।
স্পর্শাসহত্বং রুগ্রাগঃ শোথে পাকো ভৃশোষ্মতা॥
কফে স্তৈমিত্য গুরুতা সুপ্তি স্নিগ্ধত্ব শীততাঃ।
কণ্ডু মন্দা চ রুগ্দ্বন্দ্ব সর্ব্বলিঙ্গঞ্চ সঙ্করাৎ॥

বায়ুপ্রধান বাতরক্তে, পাদে অতিশয় শূল, স্ফুরণ ও ভঙ্গবৎ পীড়া, শোথের রুক্ষতা, কৃষ্ণতা, শ্যাববর্ণতা ও কখন বৃদ্ধি, কখন বা হ্রাস, ধমনী, অঙ্গুলী ও সন্ধিসকলের সঙ্কোচন, অঙ্গবেদনা, অতিশয় যাতনা, শীতসেবনে দ্বেষ এবং উহাতে অনিষ্টোৎপত্তি, স্তব্ধতা, কম্প ও স্পর্শশক্তির হানি হইয়া থাকে। রক্তোল্বণ

বাতরক্তে অত্যন্ত বেদনাবিশিষ্ট, সূচীবেধবৎ পীড়াযুক্ত ও তাম্রবর্ণ শোথ উৎপন্ন হয়, উহা সর্ব্বদা চিন্‌ চিন্‌ করিতে থাকে, ঐ শোথ অতিশয় কণ্ডূ ও ক্লেদযুক্ত হয়, ইহাতে স্নিগ্ধ ও রূক্ষ ক্রিয়া করিলে পীড়ার বৃদ্ধি হয়। পিত্তপ্রধান বাতরক্তে পাদে দাহ, বৈচিত্ত্য, ঘর্ম্মনির্গম, মূর্চ্ছা, মদ, তৃষ্ণা, শোথস্থান স্পর্শ করিলে অতি যাতনা, শোথে অতিশয় বেদনা, রক্তিমা ও অতিশয় উষ্ণতা হইয়া থাকে এবং ঐ শোথ পাকিয়া উঠে। কফবহুল বাতরক্তে দেহের স্তৈমিত্য (আর্দ্রবস্ত্রাবরণবৎ অনুভব), পাদের ভার, স্পর্শশক্তির অল্পতা, শীতস্পর্শতা, কণ্ডূ ও অল্প বেদনা হইয়া থাকে। কোন দোষদ্বয়ের প্রাবল্যে তদুভয়কৃত লক্ষণ সমুদায়ের মিলন এবং সর্ব্বদোষের প্রাবল্যে উল্লিখিত সর্ব্বলক্ষণের সমবায় হইয়া থাকে।

পাদয়োর্ম্মূলমাস্থায় কদাচিদ্ধস্তয়োরপি।
আখোর্বিষমিব ক্রুদ্ধং তদ্ দেহমনুসর্পতি ॥

ঐ বাতরক্ত পাদমূল এবং কখন কখন হস্তমূল হইতে আরম্ভ করিয়া মূষিক বিষের ন্যায় মন্দ মন্দ ভাবে ক্রমশঃ সমুদায় দেহে সঞ্চারিত হইয়া থাকে।

তস্যোপদ্রবাঃ।

অস্বপ্নারোচক শ্বাস মাংসকোথ শিরোগ্রহাঃ।
মূর্চ্ছা চাথ মদস্তৃষ্ণা জ্বরমোহ প্রবেপকাঃ ॥
হিক্কা পাঙ্গুল্য বীসর্প পাক তোদভ্রমক্লমাঃ।
অঙ্গুলীবক্রতাস্ফোট দাহমর্ম্মগ্রহার্ব্বুদাঃ ॥

নিদ্রানাশ, অরুচি, শ্বাস, মাংসগলন, মস্তকবেদনা, ইন্দ্রিয় মোহ, মত্ততা, তৃষ্ণা, জ্বর, প্রবল মূর্চ্ছা, কম্প, হিক্কা, পঙ্গুতা, বিসর্প, শোথে পাক, তোদ (সূচীবেধবৎ পীড়া), ভ্রম, ক্লান্তি, অঙ্গুলীর বক্রতা ও স্ফুটন, দাহ, মর্ম্মবেদনা ও অর্ব্বুদ এই গুলি বাতরক্ত পীড়ার উপদ্রব।

তস্যাসাধ্যত্বাদিকম্‌।

এতৈরুপদ্রবৈর্বর্জ্জ্যং মোহেনৈকেন বাপি যৎ।
অকৃৎস্নোপদ্রবং যাপ্যং সাধ্যং স্যান্নিরুপদ্রবম্‌ ॥
বাতরক্তমিতি শেষঃ।

বাতরক্ত রোগে উল্লিখিত উপদ্রব সমস্ত সংঘটিত হইলে অথবা এক মাত্র উপদ্রব মূর্চ্ছা থাকিলে, তাহা, অসাধ্য জানিবে। কতকগুলি উপদ্রব থাকিলে যাপ্য এবং নিরুপদ্রব হইলে সাধ্য হইয়া থাকে।

একদোষানুগং সাধ্যং নবং যাপ্যং দ্বিদোষজম্‌।
ত্রিদোষজ মসাধ্যং স্যাদ্ যস্য চ স্যুরুপদ্রবাঃ ॥

একদোষানুগত ও বর্ষাভ্যন্তর জাত বাতরক্ত সাধ্য, দ্বন্দ্বজ বাতরক্ত যাপ্য এবং ত্রিদোষজ বা সর্ব্বোপদ্রবসম্পন্ন বাতরক্ত অসাধ্য।

আজানু স্ফুটিতং যচ্চ প্রভিন্নং প্রস্রুতঞ্চ যৎ।
উপদ্রবৈশ্চ যজ্জুষ্টং প্রাণমাংসক্ষয়াদিভিঃ।
বাতরক্তমসাধ্যং স্যাদ্ যাপ্যং সংবৎসরোত্থিতম্‌ ॥

বাতরক্ত পাদ হইতে জানুপর্য্যন্ত আক্রমণ করিলে, স্ফুটিত (দলিত ত্বক, ঈষৎ বিদীর্ণ) বা বিদীর্ণ হইলে, উহা হইতে পূয়রক্তাদি নিঃস্রুত হইতে থাকিলে এবং বলক্ষয় ও মাংসক্ষয় প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত থাকিলে রোগীর মৃত্যু ধ্রুব। সংবৎসরজাত বাতরক্ত যাপ্য।

বাতরক্তস্য চিকিৎসা।

বাতশোণিতিনো রক্তং স্নিগ্ধস্য বহুশো হরেৎ।
অল্পাল্পং রক্ষয়েদ্ বায়ুং যথাদোষং যথাবলম্‌ ॥

বাতরক্ত পীড়িত রোগীকে স্নেহ পান করাইয়া তাহার পাদদেশ হইতে দোষ ও বলানুসারে অল্প পরিমাণে পুনঃ পুনঃ রক্তমোক্ষণ করিবে। রক্তমোক্ষণ বিষয়ে এইরূপ সাবধান হইতে হইবে, যেন তদ্দ্বারা বায়ুর প্রকোপ না হয়।

উগ্রাঙ্গদাহতোদেষু জলৌকোভির্বিনির্হরেৎ।
ম্লানেঽঙ্গে স্রাবয়েন্নাস্রং রক্ষেদ্ বাতোত্তরঞ্চ যৎ॥

অতিশয় দাহ ও সূচীবেধবৎ যাতনা থাকিলে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে। অঙ্গ ম্লান, ক্ষীণ ও শুষ্ক হইলে অথবা বায়ুর অধিক প্রকোপ থাকিলে রক্তমোক্ষণ অবিধেয়।

বিরেচনৈঃ স্নেহযুক্তৈ র্নিত্য মেনং বিরেচয়েৎ॥

এই পীড়ায় স্নেহসংযুক্ত বিরেচক ঔষধ দ্বারা প্রত্যহ কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য।

বিদধ্যাদসকৃচ্চাপি বস্তিকর্ম্ম যথাবলম্।
নহি বস্তিসমং কিঞ্চিদ্ বাতরক্ত চিকিৎসিতম্॥

বলানুসারে পুনঃ পুনঃ বস্তিকর্ম্ম কর্ত্তব্য। তদ্দ্বারা বিশেষ উপকার লাভ হইয়া থাকে।

গোধূমচূর্ণাজপয়ো ঘৃতঞ্চ
সচ্ছাগদুগ্ধো রুবুবীজকল্কঃ।
লেপো বিধেয়ঃ শতধৌতসর্পিঃ
সেকে পয়শ্চাবিকমেব শস্তম্॥

গোধূমচূর্ণ, ছাগদুগ্ধ, ও ছাগঘৃত অথবা গব্যঘৃত। ছাগদুগ্ধ ও এরণ্ডবীজ। শতধৌত ঘৃত। এই সমুদায় দ্বারা প্রলেপদান ও মেষদুগ্ধ সেবন উপকারক।

লেপস্তদ্বৎ তিলা ভৃষ্টাঃ পিষ্টাঃ পয়সি নির্বৃতাঃ।

ভৃষ্ট কৃষ্ণ তিল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

রাস্না গুড়ূচীং মধুকং বলাঞ্চ পয়সা সহ।
পিষ্ট্বা প্রলেপয়েৎ তেন বাতরক্তং প্রশাম্যতি।

রাস্না, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু ও বেড়েলা দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতরক্তের শান্তি হয়।

এরণ্ডবীজমমৃতাং শতাহ্বাং জীরকং বলাম্।
ছাগেন পয়সা পিষ্ট্বা লেপয়েদসকৃদ্ ভিষক্॥

এরণ্ডবীজ, গুলঞ্চ, শুল্‌ফা, জীরা ও বেড়েলা এই সমুদায় দ্রব্য ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রলেপার্থ ব্যবস্থা করিবে।

হরীতকীঃ প্রাশ্য সমং গুড়েন
ত্রিস্রোঽথবা পঞ্চ ততো গুড়ূচ্যাঃ।
ক্বাথোঽনুপীতঃ শময়ত্যবশ্যং
প্রভিন্নমাজানুজবাতরক্তম্॥

৩ টী বা ৫ টী হরীতকী কিঞ্চিৎ গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিয়া পশ্চাৎ গুলঞ্চের ক্বাথ পান করিলে বাতরক্ত পীড়ার শান্তি হয়।

পটোলাদি ক্বাথঃ।

পটোলকটুকাভীরু ত্রিফলামৃত সাধিতম্।
ক্বাথং পীত্বা জয়েজ্জন্তুঃ সদাহং বাতশোণিতম্॥

পটোলপত্র, কট্‌কী, শতমূলী, ত্রিফলা ও গুলঞ্চ ইহাদের ক্বাথ পান করিলে বাতরক্ত ও তজ্জনিত দাহের শান্তি হয়।

সম্পাকামৃত বাসানামেরণ্ড স্নেহসংযুতম্।
পীত্বা ক্বাথ মসৃগ্বাতং ক্রমাৎ সর্ব্বাঙ্গগং জয়েৎ।

সোঁদালফলের মজ্জা, গুলঞ্চ, বাসকপত্র ইহাদের ক্বাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষিপ্ত করিয়া পান করিলে ক্রমশঃ সার্ব্বাঙ্গিক বাতরক্তের শান্তি হয়।

ছিন্নোদ্ভবাকষায়েণ সেব্যং শুদ্ধং শিলাজতু।
অমৃতাত্রিফলাক্বাথসংযুতা বা পলঙ্কষা॥

গুলঞ্চের ক্বাথের সহিত শোধিত শিলাজতু এবং গুলঞ্চ ও ত্রিফলার ক্বাথের সহিত গুগ্গুলু সেবন করিলে বাতরক্তের শান্তি হয়।

গুড়ূচীঘৃতম্ ।

অমৃতায়াঃ পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
ঘৃতপ্রস্থং বিপক্তব্যং কল্কাদষ্টৌ পলানি চ॥
চতুর্গুণেন পয়সা বাতাসৃক্ কুষ্ঠনাশনম্।
কামলা পাণ্ডুরোগঘ্নং প্লীহকাসজ্বরাপহম্॥

গব্যঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ গুলঞ্চ ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—গুলঞ্চ ১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত সেবনে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, কামলা, পাণ্ডু, প্লীহা, কাস ও জ্বরের শান্তি হয়।

মহাপিণ্ডতৈলম্ ।

সারিবা সর্জ্জ মঞ্জিষ্ঠা যষ্টি সিক্থৈঃ পয়োঽন্বিতৈঃ।
তৈলং পক্বং প্রয়োক্তব্যং পিণ্ডাখ্যং বাতশোণিতে॥

তিলতৈল ৪ সের। কল্কার্থ অনন্তমূল, ধূনা, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু ও মোম মিলিত ১ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহারে বাতরক্তের শান্তি হয়।

পিণ্ডতৈলম্ ।

সমধূচ্ছিষ্ট মঞ্জিষ্ঠং সসর্জ্জরস শারিবাম্।
পিণ্ডতৈলং তদভ্যঙ্গাৎ বাতরক্তঃ প্রশাম্যতি॥

তিলতৈল ৪ সের। কল্কার্থ মোম, মঞ্জিষ্ঠা, ধূনা ও অনন্তমূল প্রত্যেক ২ পল। পাকার্থ জল ১৬ সের। এই তৈল ব্যবহারে বাতরক্তের শান্তি হয়।

পানমন্নঞ্চ ভৈষজ্যং যদ্ যৎ কুষ্ঠচিকিৎ মতম্।
তত্তন্নিত্যং প্রয়োক্তব্যং বাতরক্ত প্রশান্তয়ে॥

কুষ্ঠের যাবতীয় অন্ন, পানীয় ও ঔষধ বাতরক্তে প্রয়োজ্য।

কৈশোরগুগ্গুলু রসাভ্রগুগ্গুলু নিম্বাদিচূর্ণগুড়ূচী-
লৌহ বাতরক্তান্তকরসাদ্যান্যৌষধান্যত্র দেয়ানি।

বাতরক্ত রোগে কৈশোরগুগ্গুলু, রসাভ্র-গুগ্গুলু, নিম্বাদিচূর্ণ, গুড়ূচীলৌহ ও বাতরক্তান্তক রস প্রভৃতি ঔষধ সর্ব্বদা ব্যবস্থা করা যায়।

গুড়ূচী বিষতিন্দুক রুদ্র মহারুদ্র গুড়ূচ্যাখ্যাদীনি
তৈলানি বাতাস্রে বিশেষেণ হিতানীতি বিদ্যাৎ।

এই পীড়ায় গুড়ূচী, বিষতিন্দুক, রুদ্র ও মহারুদ্র গুড়ূচীনামক তৈল এবং এইরূপ অন্যান্য তৈল মর্দ্দনীয়।

বাতরক্তে পথ্যাপথ্যনির্ণয়ঃ ।

যবষষ্টিক নীবার কলমারুণ শালয়ঃ।
গোধূমশ্চনকো মুদ্গাঢ়কী চ মকুষ্ঠকঃ॥
অজাজামহিষীণাঞ্চ গবাং সর্পিঃ পয়স্তথা।
উপোদিকা কাকমাচী বেত্রাগ্রং সুনিষণ্ণকম্॥
বাস্তুকং কারবেল্লঞ্চ কুষ্মাণ্ডঞ্চ পুরাতনম্।
পটোলং তিক্তসংজ্ঞশ্চ পথ্যানি বাতশোণিতে॥

বাতরক্তরোগে যব, আশুতণ্ডুল, নীবার, কলমতণ্ডুল, দাউদখানি, গোধূম, ছোলা, মুগ, অড়র, বনমুগ, মেষী, ছাগী, মহিষী ও গোদুগ্ধ ও ঘৃত, পুঁই, কাকমাচী, বেতের ডগা, সুষুণি ও বেতুয়া শাক, করোলা, পুরাতন কুষ্মাণ্ড, পটোল ও যাবতীয় তিক্তদ্রব্য হিতপ্রদ।

মাষং কুলত্থং নিষ্পাবং কলায়ং মূলকং দধি।
মদ্যং মাংসঞ্চ মৎস্যঞ্চ কাঞ্জিকং ক্ষারসেবনম্॥

দিবাস্বপ্নং বহ্নিতাপং ব্যায়ামং মৈথুনং তথা।
কটূষ্ণগুর্ব্বভিষ্যন্দি লবণাম্লানি বর্জ্জয়েৎ॥

বাতরক্তীতি শেষঃ।

বাতরক্তপীড়িত ব্যক্তির পক্ষে মাষকলাই, কুলথকলাই, শিম, মটর, মূলা, দধি, মদ্য, মাংস, মৎস্য, কাঁজি, ক্ষারসেবা, দিবানিদ্রা, অগ্নিতাপ, ব্যায়াম, মৈথুন, কটু, উষ্ণ, গুরু ও কফজনক দ্রব্যমাত্র এবং লবণ ও অম্ল এই সমুদায় পরিবর্জ্জনীয়।

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

কুষ্ঠাধিকারঃ।

কুষ্ঠানাং নিদানং সম্প্রাপ্তিশ্চ।

বিরোধীন্যন্নপানানি দ্রবস্নিগ্ধ গুরূণি চ।
ভজতামাগতাং ছর্দ্দিং বেগাংশ্চান্যান্ প্রতিঘ্নতাম্॥
ব্যায়ামমগ্নিসন্তাপ মতি ভুক্ত্বা নিষেবিণাম্।
শীতোষ্ণলঙ্ঘনাহারান্ ক্রমং মুক্ত্বা নিষেবিণাম্॥
ঘর্ম্মশ্রমভয়ার্ত্তানাং দ্রুতং শীতাম্বুসেবিনাম্।
অজীর্ণাধ্যাশিনাঞ্চাপি পঞ্চকর্ম্মাপচারিণাম্॥
নবান্নদধি মৎস্যাতিলবণাম্লনিষেবিণাম্।
মাষমূলকপিষ্টান্নতিলক্ষীরগুড়াশিনাম্॥
ব্যবায়ঞ্চাপ্যজীর্ণেঽন্নে নিদ্রাং বা ভজতাং দিবা।
বিপ্রান্ গুরূন্ ধর্ষয়তাং পাপং কর্ম্ম চ কুর্ব্বতাম্॥
বাতাদয়স্ত্রয়ো দুষ্টাস্ত্বগ্রক্তং মাংসমম্বু চ॥
দূষয়ন্তি স কুষ্ঠানাং সপ্তকো দ্রব্যসংগ্রহঃ।
অতঃ কুষ্ঠানি জায়ন্তে সপ্ত চৈকাদশৈব চ॥

বিরুদ্ধ অন্নপানীয়, দ্রব, স্নিগ্ধ ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, নিঃসরণোন্মুখ বমি ও অন্যবিধ রোগের প্রতিরোধ, অপরিমিত ভোজন করিয়া ব্যায়ামকরণ বা অগ্ন্যাদির তাপসেবন, বিধিত্যাগী হইয়া শীত ও উষ্ণসেবা অথবা উপবাস ও ভোজন, রৌদ্রসেবনে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ও ভয়ার্ত্ত অবস্থায় দ্রুতভাবে শীতল জল সেবন, অজীর্ণসত্ত্বে পুনর্বার অধিক ভোজন, বমনাদি পঞ্চকর্ম্মের পর তদনন্তর কৃত্য সমুদায়ের অবৈধাচরণ এবং নূতন অন্ন, দধি, মৎস্য, অধিক লবণ, অম্ল, মাষকলাই, মূলা, পিষ্টান্ন, তিল, দুগ্ধ ও গুড় এই সমুদায়ের বাহুল্যরূপে ভোজন, ভুক্তান্ন জীর্ণ না হইতেই মৈথুনকরণ, দিবানিদ্রা, গুরু ও ব্রাহ্মণগণের অবমানন ও অন্যবিধ পাপাচরণ এই সমুদায় কারণে বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া রস, রক্ত, মাংস ও লসীকা ইহাদিগকে দূষিত করে। বাতাদি দোষত্রয় ও রসাদি দূষ্য চতুষ্টয় এই সপ্ত দ্রব্যের বিকৃতি হেতু কুষ্ঠরোগের উৎপত্তি হয়। কুষ্ঠ আঠার প্রকার, তন্মধ্যে সাত প্রকার মহাকুষ্ঠ ও এগার প্রকার ক্ষুদ্র কুষ্ঠ।

কুষ্ঠানি সপ্তধা দোষৈঃ পৃথগ্দ্বন্দ্বৈঃ সমাগতৈঃ।
সর্ব্বেষ্বপি ত্রিদোষেষু ব্যপদেশোঽধিকস্ত্বতঃ॥

সর্ব্বেষু কুষ্ঠেষু ত্রিদোষজেষু সৎস্বপি দোষস্যোল্বণতয়া তানি সপ্তধা ভবন্তি। তেষাং সপ্তধাত্বমুল্বণদোষকৃতত্বভেদেনৈব, ন তু সংখ্যয়া। সংখ্যয়া তেষামষ্টাদশবিধত্বমেব।

কুষ্ঠ সমস্ত ত্রিদোষজ। তবে ভিন্ন ভিন্ন দোষের উল্বণতা হেতু ইহারা সাত প্রকার হইয়া থাকে। যথা, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লেষ্মজ ও সন্নিপাতোৎপন্ন। দোষের উল্বণতানুসারে ইহারা সাতপ্রকার হইলেও সংখ্যায় আঠারপ্রকার।

বাতেন কুষ্ঠং কাপালং পিত্তেনৌড়ুম্বরং কফাৎ।
মণ্ডলাখ্যং বিচর্চ্চী চ ঋক্ষাখ্যং বাতপিত্ততঃ॥
চর্ম্মৈককুষ্ঠকিটিমং সিধ্মালস বিপাদিকাঃ।
বাতশ্লেষ্মোদ্ভবাঃ শ্লেষ্মপিত্তাদ্ দদ্রু শতারুষী॥
সপুণ্ডরীক বিস্ফোট পামা চর্ম্মদলং তথা।
সর্ব্বৈরেবোল্বণৈর্দোষৈঃ কুষ্ঠং স্যাৎ কাকণাভিধম্॥

বায়ুর উল্বণতায় কাপাল, পিত্তের প্রাধান্যে ঔড়ুম্বর, কফের আধিক্যে মণ্ডল ও বিচর্চ্চিকা, বায়ু ও পিত্ত এই উভয়ের প্রাবল্যে ঋক্ষস‌ংজ্ঞ, বায়ু ও শ্লেষ্মার আধিক্যে চর্ম্মকুষ্ঠ, এককুষ্ঠ, কিটিম, সিধ্ম, অলস ও বিপাদিকা, কফপিত্ত প্রাধান্যে দদ্রু, শতারু, পুণ্ডরীক, বিস্ফোট, পামা ও চর্ম্মদল এবং সর্ব্বদোষপ্রাবল্যে কাকণ নামক কুষ্ঠ উৎপন্ন হয়।

মহাকুষ্ঠানাং গণনা।

পূর্ব্বং ত্রিকং তথা সিধ্মং ততঃ কাকণকং তথা।
পুণ্ডরীকর্ক্ষজিহ্বাখ্যে মহাকুষ্ঠানি সপ্ত চ॥
সিধ্মশব্দোঽকারান্তো নপুংসকোঽপ্যস্তি।

কাপাল, উড়ুম্বর, মণ্ডল, সিধ্ম, কাকণক, পুণ্ডরীক ও ঋক্ষজিহ্ব এই সাতপ্রকার মহাকুষ্ঠ।

ক্ষুদ্রকুষ্ঠানাং গণনা।

এককুষ্ঠং স্মৃতং পূর্ব্বং গজচর্ম্ম ততঃ স্মৃতম্।
ততশ্চর্ম্মদলং প্রোক্তং ততশ্চাপি বিচর্চ্চিকা॥
বিপাদিকাভিধা সৈব পামাকচ্ছূস্ততঃ পরম্।
ক্ষুদ্রকুষ্ঠানি চৈতানি কথিতানি ভিষগ্বরৈঃ॥
বেষ্টিতং শতারুঃ।

(১) এককুষ্ঠ, (২) গজচর্ম্ম ইহারই নাম চর্ম্মকুষ্ঠ), (৩) চর্ম্মদল, (৪) বিচর্চ্চিকা, বিপাদিকা (উৎপত্তিস্থানভেদে বিচর্চ্চিকাই বিপাদিকানামে অভিহিত হয়), (৫) পামা, (৬) কচ্ছু, (৭) দদ্রু, (৮) বিস্ফোট, (৯) কিটিম, (১০) অলসক ও (১১) শতারু। এই এগার প্রকার ক্ষুদ্রকুষ্ঠ।

কেহ কেহ পামা ও কচ্ছুকে একরোগ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাহাদের মতে বিচর্চ্চিকা ও বিপাদিকা ভিন্ন ভিন্ন রোগ।

কুষ্ঠানাং পূর্ব্বরূপম্।

অতিশ্লক্ষ্ণখরস্পর্শ স্বেদাস্বেদ বিবর্ণতাঃ।
দাহঃ কণ্ডুস্ত্বচি স্বাপস্তোদঃ কোঠোন্নতিঃ ক্লমঃ॥
ব্রণানামধিকং শূলং শীঘ্রোৎপত্তি শ্চিরস্থিতিঃ।
রূঢ়ানামতিরূক্ষত্বং নিমিত্তেঽল্পেঽতিকোপনম্॥
রোমহর্ষোঽসৃজঃ কার্ষ্ণ্যং কুষ্ঠলক্ষণমগ্রজম্॥
ক্লম ইত্যত্র ভ্রম ইতি পাঠান্তরম্।

কুষ্ঠ রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে অঙ্গবিশেষের স্পর্শ অতি মসৃণ বা খর হয়, অতিরিক্ত পরিমাণে ঘর্ম্ম নির্গম অথবা একবারে তাহার রোধ হইয়া থাকে, শরীর বিবর্ণ হয় এবং দাহ, কণ্ডূ (চুলকানি, শুড়্শুড়ানি, দেহমধ্যে পিপীলিকাদির সঞ্চরণবৎ বোধ), অঙ্গবিশেষের ত্বকে স্পর্শশক্তির লোপ, সূচীবেধবৎ পীড়া, গাত্রের স্থানে স্থানে মণ্ডলাকার চিহ্নপ্রকাশ, ক্লান্তিবোধ, ক্ষত হইলে তাহাতে অত্যন্ত যাতনা, ক্ষতের শীঘ্র উৎপত্তি, দীর্ঘকাল স্থিতি, অল্প কারণে অতিশয় প্রকোপ এবং উহা শুষ্ক হইলে অতিশয় কর্কশস্পর্শ হইয়া থাকে। এই সকল লক্ষণের সহিত মধ্যে মধ্যে রোমাঞ্চ ও সমুদায় শরীরের রক্ত কৃষ্ণবর্ণ হয়।

মহাকুষ্ঠানাং মধ্যে কাপালস্য লক্ষণম্।

কৃষ্ণারুণকপালাভং যদ্ রূক্ষং পরুষং তনু।
কাপালং তোদবহুলং তৎ কুষ্ঠং বিষমং স্মৃতম্॥

কিঞ্চিৎ কৃষ্ণাঃ কিঞ্চিদরুণা যে কপালাঃ স্ফুটিত মৃৎপাত্রখণ্ডাঃ (খাপরা ইতি যাবৎ) তদ্বর্ণম্। পরুষং খরস্পর্শম্। তনু তনুত্বক্ কাপালং কপাল সংজ্ঞম্। বিষমং দুশ্চিকিৎস্যম্।

কাপালনামক কুষ্ঠ, মিশ্রিত কৃষ্ণলোহিত বর্ণবিশিষ্ট খর্পরের ন্যায় আভাযুক্ত, রূক্ষ

ও খরস্পর্শ এবং ইহাতে পীড়িতত্বক অতি পাতলা হয়। সূচীবেধের ন্যায় নিরন্তর যাতনা হইয়া থাকে। এইরূপ কুষ্ঠ দুশ্চিকিৎস্য।

ঔড়ুম্বরস্য লক্ষণম্ ।

রুগ্দাহরাগকণ্ডুভিঃ পরীতং রোমপিঞ্জরম্।
উড়ুম্বরফলাভাসং কুষ্ঠমৌড়ুম্বরং বদেৎ ॥

উড়ুম্বর ফলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট কুষ্ঠকে ঔড়ুম্বর কুষ্ঠ বলে। ইহাতে ব্যথা, দাহ ও কণ্ডু প্রবলরূপে বর্ত্তমান থাকে এবং ব্যাধি-স্থানের রোমসকল পিঙ্গলবর্ণ হইয়া যায়।

মণ্ডলস্য লক্ষণম্ ।

শ্বেতরক্তং স্থিরং স্ত্যানং স্নিগ্ধমুৎসন্ন মণ্ডলম্।
কৃচ্ছ্রমন্যোন্যসংসক্তং কুষ্ঠং মণ্ডল মুচ্যতে ॥

শ্বেতরক্তং কিঞ্চিচ্ছ্বেতং কিঞ্চিদ্রক্তম্, স্থিরং চিকিৎসাং বিনা অবিনাশি, স্ত্যানমার্দ্রম্, স্নিগ্ধং সস্বেদম্। উৎসন্নমণ্ডলমুন্নতমণ্ডলম, কৃচ্ছ্রং কষ্ট-সাধ্যম, অন্যোন্যসংসক্তং পরস্পরমিলিতম্।

মণ্ডলকুষ্ঠ শ্বেতসংযুক্ত রক্তবর্ণ, স্থিরভাবা-পন্ন, আর্দ্র, উন্নতমণ্ডলবিশিষ্ট ও পরস্পর-মিলিত। ইহা কষ্টসাধ্য ব্যাধি।

সিধ্মস্য লক্ষণম্ ।

শ্বেতং তাম্রং তনু চ যদ্ রজো ঘৃষ্টং বিমুঞ্চতি।
প্রায়েণোরসি-তৎ সিধ্মমলাবুকুসুমোপমম্ ॥

সিধ্মরোগ শ্বেত বা তাম্রবর্ণ ও পাতলা ত্বক্ সংযুক্ত হয়, ইহা দেখিতে লাউফুলের ন্যায়, রোগস্থান ঘর্ষণ করিলে রজঃসমূহ উত্থিত হয়, এই পীড়া দেহের মধ্যে প্রায় বক্ষঃস্থলেই হইতে দেখা যায়, কচিৎ অন্যাঙ্গেও হইয়া থাকে। ইহা ছুলিজাতীয় পীড়াবিশেষ।

কাকণস্য লক্ষণম্ ।

যৎ কাকণন্তিকাবর্ণমপাকং তীব্রবেদনম্।
ত্রিদোষলিঙ্গং তৎকুষ্ঠং কাকণং নৈব সিধ্যতি ॥

গুঞ্জাসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট (গুঞ্জা অর্থাৎ কুঁচের ন্যায় মধ্যে কৃষ্ণ, অন্তে রক্তবর্ণ অথবা মধ্যে লোহিত, অন্তে কৃষ্ণবর্ণ), অপাকশীল, তীব্রবেদনাযুক্ত ও ত্রিদোষকৃত লক্ষণ-সমূহযুক্ত কুষ্ঠকে কাকণকুষ্ঠ কহে। ইহা অসাধ্য ব্যাধি।

পুণ্ডরীকস্য লক্ষণম্ ।

সশ্বেতং রক্তপর্য্যন্তং পুণ্ডরীকদলোপমম্।
সরাগৈশ্চৈব সোৎসেধং পুণ্ডরীকং তদুচ্যতে ॥

পুণ্ডরীকদলোপমং পুণ্ডরীকং শ্বেতকমলং তৎ-পত্রোপমম্। রক্তপর্য্যন্তম্ অন্তে রক্তম্।

যে কুষ্ঠের মধ্যভাগ শ্বেতবর্ণ ও চতুর্দ্দিক্ রক্তবর্ণ, যাহা শ্বেতপদ্মপত্রসিভ অথবা ঈষৎ লোহিতাভাযুক্ত ও উন্নত, তাহাকে পুণ্ডরীক কুষ্ঠ বলে।

ঋক্ষজিহ্বস্য লক্ষণম্ ।

কর্কশং রক্তপর্য্যন্তমন্তঃশ্যাবং সবেদনম্।
যদৃক্ষজিহ্বাসংস্থান মৃক্ষজিহ্বং তদুচ্যতে ॥

ঋক্ষজিহ্বাসংস্থানম্ ঋক্ষো ভল্লুকস্তস্য জিহ্বা-কৃতি, যদৃষ্যজিহ্বাসংস্থানমৃষ্যজিহ্বং তদুচ্যতেতি পাঠে ঋষ্যো হরিণবিশেষস্তজ্জিহ্বাকারমিত্যর্থঃ।

কর্কশস্পর্শ, অন্তে রক্তবর্ণ, মধ্যাংশে শ্যামবর্ণ, বেদনাযুক্ত ও ভল্লুকের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট কুষ্ঠকে ঋক্ষজিহ্ব বলে।

ক্ষুদ্রকুষ্ঠানাং মধ্যে—

এককুষ্ঠ-গজচর্ম্মণোর্লক্ষণম্‌।

অস্বেদনং মহাবাস্তু মৎস্যশল্কোপমঞ্চ যৎ।
তদেককুষ্ঠং চর্ম্মাখ্যং বহুলং গজচর্ম্মবৎ॥

মহাবাস্তু মহাস্থানম্‌। মৎস্যশল্কোপমম্‌, অত্র শল্কশব্দেন লক্ষণয়া ত্বগুচ্যতে। তেন চক্রাকারমভ্রকপত্রসদৃশং ভবতি। এককুষ্ঠমিতি ক্ষুদ্রকুষ্ঠেষু মুখ্যত্বাৎ। চর্ম্মাখ্যং গজচর্ম্মাখ্যং চর্ম্মকুষ্ঠমিতি চ। বহুলং স্থূলং গজচর্ম্মবৎ রুক্ষং কৃষ্ণঞ্চ।

যে কুষ্ঠ ভেদ করিয়া স্বেদ নির্গত হয় না এবং যাহা বহ্বায়ত ও মৎস্যের ত্বক্‌সদৃশ অর্থাৎ চক্রাকার অভ্রপত্র সদৃশ হয়, তাহাকে এককুষ্ঠ বলে। (এক শব্দের অর্থ মুখ্য, ইহা ক্ষুদ্রকুষ্ঠ সমূহের মধ্যে মুখ্য অর্থাৎ প্রধান বলিয়া এককুষ্ঠনামে অভিহিত)।

গজচর্ম্মের ন্যায় রুক্ষ, কৃষ্ণবর্ণ ও স্থূলতাযুক্ত কুষ্ঠকে চর্ম্মকুষ্ঠ বা গজচর্ম্ম কুষ্ঠ বলে।

চর্ম্মদলস্য লক্ষণম্‌।

রক্তং সশূলং কণ্ডূমৎ সস্ফোটং দলয়ত্যপি।
তচ্চর্ম্মদলমাখ্যাতং স্পর্শস্যাসহনঞ্চ যৎ॥
দলয়তি বিদারয়তি চর্ম্মেতি শেষঃ।

রক্তবর্ণ, শূলব্যথিত, কণ্ডূযুক্ত, স্ফোটকবিশিষ্ট, স্পর্শাসহ ও চর্ম্মবিদারক কুষ্ঠকে চর্ম্মদল বলে।

বিচর্চ্চিকায়া লক্ষণম্‌।

সকণ্ডূঃ পিড়কা শ্যাবা বহুস্রাবা বিচর্চ্চিকা।

কণ্ডূবিশিষ্ট, শ্যামবর্ণ ও বহুপরিমাণে রসাদিস্রাবক পিড়কার নাম বিচর্চিকা।

বৈপাদিকস্য লক্ষণম্‌।

বৈপাদিকং পাণিপাদস্ফুটনং তীব্রবেদনম্‌॥
পাণ্যোঃ পাদয়োশ্চস্ফুটনং বিদারণং যেন তৎ।

হস্তপদের বিদারক ও তীব্রবেদনোৎপাদক ব্যাধিকে বৈপাদিক বা বিপাদিকা বলে।

পামায়া লক্ষণম্‌।

সাস্রাবকণ্ডূ পরিদাহরুগ্‌ভিঃ
পামাণুকাভিঃ পিড়কাভিরুহ্যা॥

স্রাব, কণ্ডূ, দাহ ও বেদনাযুক্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পিড়কার নাম পামা।

কচ্ছ্বোর্লক্ষণম্‌।

স্ফোটৈঃ সদাহৈরতি সৈব কচ্ছুঃ
স্ফিক্‌পাণিপাদপ্রভবৈর্নিরূপ্যা॥

নিতম্ব, হস্ত ও পাদদেশে জাত দাহযুক্ত স্ফোটকসমূহবিশিষ্ট পামাই কচ্ছুশব্দে অভিহিত হয়।

কতিপয় আচার্য্যের মতে বিচর্চিকা ও বিপাদিকা অভিন্ন পীড়া অপর কতিপয়ের মতে পামা ও কচ্ছু অভিন্ন পীড়া। বিচর্চিকা ও বৈপাদিককে ভিন্ন ভিন্ন পীড়া এবং পামা ও কচ্ছুকে অভিন্ন পীড়া বলিয়া মীমাংসা করাও অসন্তোষজনক নহে।

দদ্রোর্লক্ষণম্‌।

সকণ্ডূরাগপিড়কং দদ্রুমণ্ডলমুদ্গতম্‌॥
মণ্ডলরূপেণোৎপত্ত্যা দদ্রুমণ্ডলমিতি কীর্ত্তিতম্‌।

কণ্ডূ, রক্তিমা ও পিড়কাবিশিষ্ট, স্ফীতিযুক্ত এবং মণ্ডলাকারে উৎপন্ন ব্যাধিবিশেষকে দদ্রু বা দদ্রুমণ্ডল বলে।

বিস্ফোটস্য লক্ষণম্ ।

স্ফোটাঃ শ্যাবারুণাভাসা বিস্ফোটাঃ স্যুস্তনুত্বচঃ ॥

শ্যাব বা অরুণাভ ও সূক্ষ্মত্বক্‌বিশিষ্ট স্ফোটকসমূহকে বিস্ফোট বলে।

কিটিমস্য লক্ষণম্ ।

শ্যাবং কিণখরস্পর্শং পরুষং কিটিমং স্মৃতম্ ॥

শ্যাবমিত্যত্র শ্যামমিত্যপি পাঠঃ। কিণঃ শুষ্কব্রণস্থানং তদ্বৎ কর্কশস্পর্শম্, পরুষং রূক্ষম্ ।

শ্যাব বা কৃষ্ণবর্ণ, শুষ্ক ক্ষতস্থানের ন্যায় বন্ধুরস্পর্শ ও রূক্ষভাবাপন্ন ব্যাধিবিশেষকে কিটিম বলে।

অলসকস্য লক্ষণম্ ।

কণ্ডূমদ্ভিঃ সরাগৈশ্চ গণ্ডৈরলসকং চিতম্ ॥

গণ্ডৈর্মহাপিড়কাভিঃ, চিতং বেষ্টিতম্ ।

কণ্ডূ ও রক্তিমাবিশিষ্ট বৃহৎ পিড়কাসমূহাকীর্ণ ব্যাধিকে অলসক বলা যায়।

শতারুষো লক্ষণম্ ।

রক্তং শ্যাবং সদাহার্ত্তি শতারুঃ স্যাদ্ বহুব্রণম্ ॥

রক্ত ও শ্যাববর্ণ, দাহ ও বেদনাযুক্ত বহুব্রণরূপ পীড়াকে শতারুঃ বলে। [শত—অরুস্ (ব্রণ), বহু—ব্রণবিশিষ্ট বলিয়া ইহাকে শতারুঃ বলে]।

সপ্তধাতুগতানাংকুষ্ঠানাং লক্ষণানি ।

তত্র রসগতস্য লক্ষণম্ ।

ত্বক্‌স্থে বৈবর্ণ্যমঙ্গেষু কুষ্ঠে রৌক্ষ্যঞ্চ জায়তে।
ত্বক্‌স্বাপো রোমহর্ষশ্চ স্বেদস্যাতিপ্রবর্ত্তনম্ ।

ত্বক্‌শব্দেনাত্র রস উচ্যতে ধাতুপ্রস্তাবাৎ, তস্য ত্বক্‌স্থিতত্বাচ্চ।

রসগত কুষ্ঠে অঙ্গবৈবর্ণ্য, কুষ্ঠের রূক্ষতা, ত্বকের স্পর্শশক্তির লোপ, রোমাঞ্চ ও অধিক ঘর্ম্মনির্গম এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হইয়া থাকে।

রক্তগতস্য লক্ষণম্ ।

কণ্ডূর্বিপূয়কশ্চৈব কুষ্ঠে শোণিতসংশ্রিতে ॥

রক্তাশ্রিত কুষ্ঠে কণ্ডূ ও অধিক পূয়সঞ্চয় হইয়া থাকে।

মাংসগতস্য লক্ষণম্ ।

বাহুল্যং বক্ত্রশোষশ্চ কার্কশ্যং পিড়কোদ্গমঃ।
তোদঃ স্ফোটঃ স্থিরত্বঞ্চ কুষ্ঠে মাংসসমাশ্রিতে ॥

বাহুল্যং কুষ্ঠস্য পুষ্টিঃ, পিড়কোদ্গমঃ ক্ষুদ্রপিড়কোদ্গমঃ, স্ফোটঃ বৃহৎপিড়কা, স্থিরত্বম্ অসঞ্চারিত্বঞ্চ।

কুষ্ঠ মাংসধাতুগত হইলে কুষ্ঠের পুষ্টি, মুখশোষ, কুষ্ঠের কার্কশ্য, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কার উদ্গম, সূচীবেধবৎ পীড়া, স্ফোটকোৎপত্তি ও কুষ্ঠের অসঞ্চারিতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

মেদোগতস্য লক্ষণম্ ।

কৌণ্যং গতিক্ষয়োঽঙ্গানাং সম্ভেদঃ ক্ষতসর্পণম্ ।
মেদঃস্থানগতে লিঙ্গং প্রাগুক্তানি তথৈব চ ॥

কৌণ্যং হস্তনাশঃ, অঙ্গানাং সম্ভেদঃ অঙ্গভঙ্গঃ, ক্ষতসর্পণং ক্ষতপ্রসারঃ, প্রাগুক্তানি রক্তমাংসগতানি লিঙ্গানি।

কুষ্ঠ মেদোগত হইলে হস্তক্ষয়, গতিশক্তির লোপ, অঙ্গভঙ্গ, ক্ষতবিস্তার এই সকল এবং রক্ত ও মাংসগত কুষ্ঠের লক্ষণ সমস্ত সঞ্জাত হয়।

অস্থিমজ্জাগতয়োর্লক্ষণম্।

নাসাভঙ্গোঽক্ষিরাগশ্চ ক্ষতেষু ক্রিমিসম্ভবঃ।
স্বরোপঘাতশ্চ ভবেদস্থিমজ্জসমাশ্রিতে॥

কুষ্ঠ অস্থি ও মজ্জা ধাতুতে আশ্রয় করিলে নাসাভঙ্গ, নেত্রলোহিত্য, পীড়া প্রবল হইলে চক্ষুর ধ্বংসপর্য্যন্ত হইয়া থাকে, ক্ষতসকলে ক্রিমির উৎপত্তি ও স্বরভঙ্গ এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়।

শুক্রগতস্য লক্ষণম্।

দম্পত্যোঃ কুষ্ঠবাহুল্যাদ্ দুষ্টশোণিতশুক্রয়োঃ।
যদপত্যং তয়োর্জাতং জ্ঞেয়ং তদপি কুষ্ঠিতম্॥

শুক্রার্ত্তবগতং কুষ্ঠম্ অপত্যেন ব্যজ্যত ইতি তাৎপর্য্যম্।

কুষ্ঠ বাহুল্য হেতু সদোষ শোণিত শুক্রসম্পন্ন দম্পতিজাত অপত্যও কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয়। (শুক্রশোণিত গত কুষ্ঠ, কুষ্ঠিত অপত্যদ্বারা ব্যক্ত হয়)।

কুষ্ঠানামুল্বণবাতাদিদোষ-কৃতানি লিঙ্গানি।

খরং শ্যাবারুণং রুক্ষং বাতকুষ্ঠং সবেদনম্।
পিত্তাৎ প্রকুপিতং দাহরাগস্রাবান্বিতং মতম্॥
কফাৎ ক্লেদি ঘনং স্নিগ্ধং সকণ্ডু শৈত্যগৌরবম্।
দ্বিলিঙ্গং দ্বন্দ্বজং কুষ্ঠং ত্রিলিঙ্গং সান্নিপাতিকম্॥

বাতজনিত কুষ্ঠ কর্কশস্পর্শ, শ্যাব বা অরুণবর্ণ, রুক্ষভাবাপন্ন ও বেদনাবিশিষ্ট; পিত্তকুষ্ঠ পূতিক্লেদ, দাহ, রক্তিমা ও স্রাবযুক্ত এবং কফজ কুষ্ঠ ক্লেদবিশিষ্ট, পুষ্ট, স্নিগ্ধ, কণ্ডুব্যাপ্ত, শীতল ও গুরুতাসম্পন্ন হয়। কোন দোষদ্বয়কৃত কুষ্ঠ তত্তদ্ দোষকৃত লক্ষণ সমুদায়যুক্ত এবং ত্রিদোষকৃত কুষ্ঠ উল্লিখিত সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন হইয়া থাকে।

কুষ্ঠানাং সাধ্যত্বাদিকম্।

সাধ্যং ত্বগক্ত মাংসস্থং বাতশ্লেষ্মাধিকঞ্চ যৎ।
মেদোগং দ্বন্দ্বজং যাপ্যং বর্জ্জ্যং মজ্জাস্থিসংশ্রিতম্।
ক্রিমিতৃড়্দাহমন্দাগ্নিসংযুক্তং যৎ ত্রিদোষজম্॥

ত্বক্, রক্ত ও মাংসগত এবং বাতশ্লেষ্মোল্বণ কুষ্ঠ সাধ্য। মেদোগত দ্বন্দ্বজ কুষ্ঠ যাপ্য। মজ্জা ও অস্থিধাতু প্রাপ্ত এবং ক্রিমিব্যাপ্ত, তৃষ্ণা, দাহ ও মন্দাগ্নিসংযুক্ত এবং ত্রিদোষোল্বণ কুষ্ঠ অসাধ্য।

কুষ্ঠানামরিষ্টং লক্ষণম্।

প্রভিন্নং প্রস্রুতাঙ্গঞ্চ রক্তনেত্রং হতস্বরম্।
পঞ্চকর্ম্মগুণাতীতং কুষ্ঠং হন্তীহ মানবম্॥

প্রভিন্নঃ বিদীর্ণম্, হতস্বরং ঘর্ঘরস্বরম্, পঞ্চকর্ম্মগুণাতীতম্ অসঞ্জাতবমনাদিপঞ্চকর্ম্মগুণম্।

যে কুষ্ঠ বিদীর্ণ ও যাহা হইতে রসাদি স্রুত হয়, যদ্দ্বারা রোগীর নেত্র লোহিত বর্ণ ও স্বরভঙ্গ (ঘর্ঘরস্বরতা) হয় এবং যে কুষ্ঠে বমনাদিপঞ্চক্রিয়ারূপ চিকিৎসা দ্বারা কোন ফল দর্শে না, সেই সমুদায় অসাধ্য।

ত্বগ্দুষ্টিসাম্যাৎ কুষ্ঠভেদত্বাচ্চাত্রৈব শ্বিত্রমুচ্যতে।

কুষ্ঠৈকসম্ভবং শ্বিত্রং কিলাসঞ্চারুণং ভবেৎ।
নির্দ্দিষ্টমপরিস্রাবি ত্রিধাতূদ্ভবসংশ্রয়ম্॥

কুষ্ঠৈকসম্ভবং কুষ্ঠেন সহ একঃ সম্ভবো নিদানং যস্য তৎ। শ্বিত্রমেব রক্তমাংসাশ্রয়ণাদরুণং কিলাসসংজ্ঞঞ্চ ভবেৎ। ত্রিধাতূদ্ভবসংশ্রয়ং ত্রয়ো ধাতবো বাতপিত্তকফাস্তেভ্যঃ পৃথগ্ভূতেভ্য উদ্ভবো যস্য তৎ, অথচ ত্রয়ো ধাতবো রক্তমাংসমেদাংসি সংশ্রয়োঽধিষ্ঠানং যস্য তৎ।

কুষ্ঠ ও শ্বিত্র উভয়রোগই একবিধ নিদান দ্বারা সঞ্জাত হয়। উভয় পীড়ার প্রভেদ এই কুষ্ঠ সান্নিপাতিক, শ্বিত্র পৃথগ্‌ভূত বায়ু, পিত্ত ও কফদ্বারা উৎপন্ন হয়। কুষ্ঠ রসাদি সপ্তধাতুকেই আক্রমণ করে, ইহা কেবল রক্ত, মাংস ও মেদঃ এই তিনটী ধাতুকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। কুষ্ঠ হইতে রসাদি স্রুত হয়, কিন্তু ইহা স্রাবযুক্ত ও নির্দ্দিষ্ট। শ্বিত্র প্রথমে ত্বক্‌কে আশ্রয় করিয়া পরে রক্ত ও মাংসকে আশ্রয় করে এবং তৎকালে উহা আরক্তবর্ণ ও কিলাস সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

শ্বিত্রস্য দোষভেদেন লক্ষণভেদাঃ।

বাতাদ্রুক্ষারুণং পিত্তাৎ তাম্রং কমলপত্রবৎ।
সদাহং রোমবিধ্বংসি কফাচ্ছ্বৈতং ঘনং গুরু॥
সকণ্ডুকং ক্রমাদ্রক্ত মাংসমেদঃস্থ চাদিশেৎ।
বর্ণেনৈবেদৃগুভয়ং কৃচ্ছ্রং তচ্চোত্তরোত্তরম্॥

অরুণমীষল্লোহিতম্। কমলপত্রবদিত্যনেন মধ্যে শ্বেতমন্তে লোহিতম্। ঘনং পুষ্টম্।

বাতজ শ্বিত্র রুক্ষ ও ঈষৎ লোহিতবর্ণ, পৈত্তিক শ্বিত্র তাম্রবর্ণ বা পদ্মপত্রের ন্যায় মধ্যে শ্বেত ও অন্তে, লোহিতবর্ণ, দাহযুক্ত ও তৎস্থানের লোমনাশক এবং কফজ শ্বিত্র শ্বেতবর্ণ, পুষ্ট, গুরুতাযুক্ত ও কণ্ডূবিশিষ্ট। বাতজ শ্বিত্র রক্তাশ্রিত, পিত্তজ শ্বিত্র মাংসাশ্রিত ও কফজ শ্বিত্র মেদোগত। উভয়বিধ শ্বিত্রই দোষভেদে উল্লিখিত রূপ বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ অবস্থাপ্রাপ্ত শ্বিত্র যথাক্রমে কৃচ্ছ্রসাধ্য।

শ্বিত্রন্তু দ্বিবিধং বিদ্যাদ্ দোষজং ব্রণজং তথা॥

শ্বিত্র দুইপ্রকার। যথা, বাতাদিদোষজাত ও ক্ষতোৎপন্ন। অগ্নিদাহজ শ্বিত্র ব্রণজ অর্থাৎ ক্ষতজ শ্বিত্রেরই অন্তর্ভূত।

শ্বিত্রস্য সাধ্যত্বাদিকম্।

অশুক্লরোমাবহুলমসংশ্লিষ্টং মিথো নবম্।
অনগ্নিদগ্ধজং সাধ্যং শ্বিত্রং বর্জ্জ্যমতোঽন্যথা॥
অবহুলং তনু।

যে শ্বিত্রস্থানের রোমসকল শুক্লবর্ণ হয় নাই, তাহা এবং যাহা পাতলা, পরস্পর অসংযুক্ত ও অচিরোৎপন্ন ও যাহা অগ্নিদাহোৎপন্ন নহে, তাদৃশ শ্বিত্র সাধ্য। ইহার বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত শ্বিত্র অসাধ্য।

গুহ্যপাণিতলৌষ্ঠেষু জাতমপ্যচিরন্তনম্।
বর্জ্জনীয়ং বিশেষেণ কিলাসং সিদ্ধিমিচ্ছতা॥

গুহ্যং মেহনং ভগঞ্চ, তলমত্র পাদতলম্ সুশ্রুতেনান্তে জাতমিতি সামান্যতো নির্দ্দিষ্টত্বাৎ।

মেঢ্র, যোনি, হস্ততল ও পদতলে জাত শ্বিত্র অচিরোৎপন্ন হইলেও অসাধ্য হইয়া থাকে।

শ্বিত্র অতি দুশ্চিকিৎস্য রোগ এবং এই রোগপীড়িত ব্যক্তি অতি কুৎসিত দর্শন হইয়া থাকে, এই জন্য ইহা কুষ্ঠবৎ ঘৃণিত পীড়া বলিয়া গণিত হয়। বস্তুতঃ ইহা কুষ্ঠের ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক বা অঙ্গবিধ্বংসক রোগ নহে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাকে সামান্য চর্ম্ম রোগ বলিয়াই পরিগণিত করিতে

হয়। ইহা অকিঞ্চিৎকর অর্থাৎ দেহের বিশেষ অনিষ্টজনকতা শক্তিশূন্য বটে, কিন্তু অতি দুঃসাধ্য বা অসাধ্য তাহাতে কোন সংশয় নাই।

প্রসঙ্গাদ্ গাত্রসংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
একশয্যাসনাচ্চাপি বস্ত্র মাল্যানুলেপনাৎ॥
কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এব চ।
ঔপসর্গিক রোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরম্॥

প্রসঙ্গো মৈথুনম্, ঔপসর্গিকরোগাঃ পাপ-রোগাদয়ঃ।

মৈথুন, গাত্রসংস্পর্শ, নিঃশ্বাস লাগা, একপাত্রে ভোজন, এক শয্যায় শয়ন এবং ব্যবহৃত বস্ত্র, মাল্য ও অনুলেপন ব্যবহার এই সকল কারণে কুষ্ঠ, জ্বর, রাজযক্ষা, নেত্রাভিষ্যন্দ এবং মসূরিকা (বসন্ত), উপদংশ, কণ্ডূ, ব্রণ ও ভূতোন্মাদ প্রভৃতি পীড়া এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিতে সংক্রান্ত হইয়া থাকে। অতএব এই সকল সংক্রামক রোগ-পীড়িত ব্যক্তিদিগের সহিত উল্লিখিত রূপ সংসর্গ অবশ্য পরিবর্জ্জনীয়।

কুষ্ঠস্য চিকিৎসা।

সর্পির্বাতোত্তরে কুষ্ঠে বমনং শ্লেষ্মসম্ভবে।
পৈত্তে বিরেচনং শস্তং তথা শোণিতমোক্ষণম্॥

বায়ুপ্রধান কুষ্ঠে ঘৃতপান, শ্লৈষ্মিক কুষ্ঠে বমন এবং পৈত্তিক কুষ্ঠে বিরেচন ও রক্ত-মোক্ষণ বিধেয়।

দূর্ব্বাভয়া সৈন্ধব চক্রমর্দ্দ-
কুঠেরকাঃ কাঞ্জিকতক্রপিষ্টাঃ।
প্রলেপরূপা অপি বদ্ধমূলাং
কণ্ডূঞ্চ দদ্রুঞ্চ নিবারয়ন্তি॥

দূর্ব্বা, হরীতকী, সৈন্ধবলবণ, চাকুন্দাবীজ ও তুলসীপত্র এই সমুদায় দ্রব্য কাঁজি ও ঘোলের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কণ্ডূ ও দদ্রুর শান্তি হয়।

সোমরাজীভবং চূর্ণং শৃঙ্গবের সমন্বিতম্।
উদ্বর্ত্তনমিদং হন্তি কুষ্ঠমুগ্রং কৃতাস্পদম্॥

অত্র শৃঙ্গবেরস্য রসো গ্রাহ্যঃ।

আদার রসের সহিত মিশ্রিত সোমরাজী চূর্ণ দ্বারা কুষ্ঠস্থান মর্দ্দন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

বিড়ঙ্গৈড়গজাকুষ্ঠনিশাসিন্ধূত্থ সর্ষপৈঃ।
ধান্যাম্লপিষ্টৈর্লেপোঽয়ং দদ্রুকুষ্ঠ বিনাশনঃ॥

বিড়ঙ্গ, চাকুন্দাবীজ, কুড়, হরিদ্রা, সৈন্ধবলবণ ও সর্ষপ এই সমুদায় দ্রব্য কাঁজির সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রু নিবারণ হয়।

পর্ণানি পিষ্ট্বা চতুরঙ্গুলস্য
তক্রেণ পর্ণান্যথ কাকমাচ্যাঃ।
তৈলাক্ত পাত্রস্য নরস্য কুষ্ঠা-
ন্যুদ্বর্ত্তয়েদশ্বহনচ্ছদৈশ্চ॥

কুষ্ঠরোগীর গাত্রে তৈলমর্দ্দন করাইয়া সোঁদালপত্র, কাকমাচীপত্র ও করবীরপত্র তক্রের সহিত পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা কুষ্ঠস্থান মার্জ্জন ব্যবস্থা করিবে।

কাসমর্দ্দকমূলঞ্চ কাঞ্জিকেন প্রপেষিতম্।
দদ্রু কিটিম কুষ্ঠানি জয়েদেতৎ প্রলেপনাৎ॥

কালকাসন্দার মূল কাঁজিতে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রু ও কিটিম প্রভৃতি কুষ্ঠের শান্তি হয়।

আরগ্বধস্য পত্রাণি আরনালেন পেষয়েৎ।
দদ্রুঞ্চ কিটিমং সিধ্মং প্রলেপোঽয়ং বিনাশয়েৎ॥

সোঁদালপত্র কাঁজি দিয়া বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রু, কিটিম ও সিধ্মরোগ নিবারিত হয়।

চক্রাহ্বয়ং সুহীক্ষীর ভাবিতং মূত্রসংযুতম্।
রবিতপ্তং হি কিঞ্চিত্তু লেপনং কিটিমাপহম্॥

চাকুন্দাবীজ সিজের আটায় ভাবনা দিয়া এবং গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া রৌদ্রে কিঞ্চিৎ তপ্ত করিয়া প্রলেপ দিলে কিটিম রোগ নষ্ট হয়।

সক্ষারং গন্ধকং সম্যক্ কটুতৈলেন পেষয়েৎ।
সিধ্মং তল্লেপনাত্তূর্ণং নাশং যাস্তি ন সংশয়ঃ ॥

যবক্ষার ও গন্ধক কটুতৈলের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে সিধ্মরোগ নষ্ট হয়।

কাসমর্দ্দস্য বীজানি মূলকস্য তথৈব চ।
গন্ধাশ্মচূর্ণমিশ্রাণি সিধ্মস্য পরমৌষধম্ ॥

কালকাসন্দাবীজ, মূলার বীজ ও গন্ধকচূর্ণ কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে সিধ্মরোগ নষ্ট হয়।

মনঃশিলালে মরিচঞ্চ তৈল-
মার্কং পয়ঃ কুষ্ঠহরঃ প্রলেপঃ ॥
তৈলমত্র সার্ষপম্।

মনছাল, হরিতাল ও মরিচ এই সকল দ্রব্য সার্ষপ তৈল ও আকন্দের আঠার সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিবিধ কুষ্ঠের শান্তি হয়। এই প্রলেপ পামা ও কচ্ছুরোগে বিশেষ উপকারক।

মহিষীনবনীতেন সিন্দূরং মরিচং তথা।
পিষ্ট্বা প্রলেপয়েৎ সম্যক্ পামা কচ্ছু প্রশান্তয়ে ॥

মাহিষ নবনীতের সহিত মেটেসিন্দূর ও মরিচ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে পামা ও কচ্ছুরোগের শান্তি হয়।

স্নুক্কাণ্ড শুষিরে দগ্ধ্বা গৃহধূমং সসৈন্ধবম্।
অন্তর্ধূমং তৈলযুক্তং লেপাদ্ধন্তি বিচর্চ্চিকাম্ ॥

সিজকাষ্ঠের অন্তর্ভাগ খুলিয়া সেই নলে সৈন্ধবলবণ ও গৃহের ঝুল প্রবেশ করাইয়া অর্ধূমে দগ্ধ করিবে। ঐ ভস্ম কটুতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে বিচর্চ্চিকা রোগ নষ্ট হয়।

স্নুক্কাণ্ডে সার্ষপঃ কল্কঃ করীষানল পাচিতঃ।
লেপাদ্ বিচর্চ্চিকাং হন্তি রাগবেগ ইব ত্রপাম্ ॥

সিজের নলে পিষ্টসর্ষপ অন্তর্গত করিয়া বিলঘুঁটের অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। ইহা কটুতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। অনুরাগবেগ যেরূপ লজ্জাকে নষ্ট করে, ইহার প্রলেপও তদ্রূপ বিচর্চ্চিকা নষ্ট করে।

নারিকেলোদরে ন্যস্তস্তণ্ডুলঃ পূতিতাং গতঃ।
লেপাদ্ বিপাদিকাং হন্তি চিরকালানুবন্ধিনীম্ ॥

কোন নারিকেলের গর্ভে কতকগুলি তণ্ডুল নিক্ষিপ্ত করিয়া কিছুদিন রাখিবে। ঐ তণ্ডুল সকল পচিয়া গেলে তদ্দ্বারা বিপাদিকায় প্রলেপ দিবে। ইহাতে উক্ত রোগের শান্তি হয়।

সৈন্ধবং তিলপুষ্পঞ্চ কটুতৈলঞ্চ গোজলম্।
পক্ত্বা লোহময়ে পাত্রে সম্যগ্ ভাস্করতেজসা।
অস্য লেপনমাত্রেণ যাতি নাশং বিপাদিকা ॥

সৈন্ধবলবণ, তিলফুল, কটুতৈল ও গোমূত্র একত্র লোহপাত্রে মর্দ্দন করিয়া রৌদ্র পক্ব করিয়া প্রলেপ দিলে বিপাদিকা রোগ নষ্ট হয়।

উন্মত্তকস্য বীজেন মাণকক্ষার বারিণা।
কটুতৈলং বিপক্তব্যং নাশয়েত্তদ্ বিপাদিকাম্ ॥

কটুতৈল ১ সের। মাণের ডাঁটা ও পত্রভস্ম ২ সের, পাকার্থজল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। কল্কার্থ ধুতূরাবীজ এক পোয়া। যথাবিধি একত্র পাক করিবে। এই তৈল লেপনে বিপাদিকা রোগ নষ্ট হয়।

বায়স্তেড়গজা কুষ্ঠকৃষ্ণাভিগুণ্ডিকা কৃতা।
বস্তমূত্রেণ সংপিষ্টা লেপাচ্ছিত্রবিনাশিনী ॥

কাকমাচী, চাকুন্দাবীজ, কুড় ও পিঁপুল এই সমস্ত দ্রব্য ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে শ্বিত্র রোগ নষ্ট হয়।

গজচিত্রব্যাঘ্র চর্ম্মমসীতৈল বিলেপনাৎ।
শ্বিত্রং নাশং ব্রজেৎ কিংবা পূতিকীটবিলেপনাৎ॥

হস্তী ও চিতাবাঘের চর্ম্মভস্ম কটুতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে শ্বিত্ররোগের শান্তি হয়। পাতুড়িয়া পোকার প্রলেপও শ্বিত্রনাশক।

কুড়বো বাকুচীবীজাদ্ধরিতাল পলান্বিতঃ।
গবাং মূত্রেণ সংপিষ্টঃ প্রলেপাচ্ছ্বিত্রনাশনঃ॥

সোমরাজীবীজ ৪ পল ও হরিতাল ১ পল গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে শ্বিত্ররোগ অপনীত হয়।

ধাত্রীখদিরয়োঃ ক্বাথমবল্গুজরজোঽন্বিতম্।
পীত্বা শঙ্খেন্দুকুন্দাভং হন্তি শ্বিত্রং ন সংশয়ঃ॥

আমলা ও খদির ইহাদের ক্বাথে সোমরাজীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে শ্বিত্ররোগ অপনীত হয়।

গুঞ্জাফলাগ্নিচূর্ণন্তু লেপিতং শ্বেতকুষ্ঠনুৎ।
শিলাপামার্গভস্মাপি দ্বয়ং লেপাৎ তদর্থকৃৎ॥
মনঃশিলাদি দ্বয়ং তদর্থকৃৎ, শ্বেতকুষ্ঠাপহমিত্যর্থঃ, লেপাৎ প্রলেপনাৎ।

কুঁচফল ও চিতামূলচূর্ণ অথবা মনছাল ও আপাঙ্গভস্ম ইহাদের প্রলেপে শ্বিত্র ধ্বংস হয়।

অবল্গুজবীজচূর্ণং পীত্বা কোষ্ণেন বারিণা।
ভোজনং সর্পিষা কার্য্যং সর্ব্বকুষ্ঠ বিনাশনম্॥

সোমরাজীবীজচূর্ণ অর্দ্ধ তোলা উষ্ণজলের সহিত পান ও ঘৃত ভোজন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠের শান্তি হয়।

গুড়ূচী স্বরসঃ পীতঃ সর্পিষা কুষ্ঠনাশনঃ॥

ঘৃতের সহিত গুলঞ্চের রসপান করিলে কুষ্ঠের শান্তি হয়।

যঃ খাদেদভয়ারিষ্ট মরিষ্টামলকানি বা।
স জয়েৎ সর্ব্বকুষ্ঠানি মাসাদূর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥

মাসাধিক কাল ব্যাপিয়া প্রত্যহ হরীতকী ও নিমপত্র অথবা নিমপত্র ও আমলা ভক্ষণ করিলে কুষ্ঠের ধ্বংস হয়।

তীব্রেণ কুষ্ঠেন পরীতদেহো
যঃ সোমরাজীং নিয়মেন খাদেৎ।
সংবৎসরং কৃষ্ণতিলদ্বিতীয়াং
স সোমরাজীং বপুষাতিশেতে॥

একবৎসর প্রত্যহ সোমরাজীবীজ ও কৃষ্ণতিল একত্র ভক্ষণ করিলে তীব্র কুষ্ঠ নষ্ট হইয়া দেহ অতি সুন্দর লাবণ্যযুক্ত হয়।

মঞ্জিষ্ঠা বাকুচী চক্রমর্দ্দশ্চ পিচুমর্দ্দকঃ।
হরীতকী হরিদ্রা চ ধাত্রী বাসা শতাবরী॥
বলা নাগবলা যষ্টিমধুকং ক্ষুরকোঽপি চ।
পটোলস্য লতোশীরং গুড়ূচী রক্তচন্দনম্॥
মঞ্জিষ্ঠাদিরয়ং ক্বাথঃ কুষ্ঠানাং নাশনঃ পরঃ।
বাতরক্তস্য সংহর্ত্তা কণ্ডুমণ্ডল নাশনঃ॥

মঞ্জিষ্ঠা, সোমরাজীবীজ, চাকুন্দেবীজ, নিমছাল, হরীতকী, হরিদ্রা, আমলা, বাসকপত্র, শতমূলী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, যষ্টিমধু, কুলেখাড়া বীজ, পটোল ডাঁটা, বেণার মূল, গুলঞ্চ ও রক্তচন্দন ইহাদের ক্বাথপানে কুষ্ঠাদি রোগের শান্তি হয়।

অমৃতৈরণ্ডবাসাশ্চ সোমরাজী হরীতকী।
ক্বাথ এষাং হরেৎ কুষ্ঠং বাতরক্তঞ্চ দারুণম্॥

গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, বাসকছাল, সোমরাজী ও হরীতকী ইহাদের ক্বাথ পান করিলে কুষ্ঠ ও বাতরক্তের শান্তি হয়।

কুষ্ঠঘ্নী বটিকা।

কুপীলুমাষকং চূর্ণং তোলকং কুষ্ঠবৈরিণঃ।
আরগ্বধস্য নিম্বস্য সপ্তপর্ণস্য চ দ্রবৈঃ॥
সংমর্দ্দ্য বটিকাং কুর্য্যান্মাষার্দ্ধপ্রমিতাং ভিষক্।
কুষ্ঠঘ্নী বটিকা চৈষা কুষ্ঠং চানিলশোণিতম্॥
শীতপিত্ত মুদর্দ্দঞ্চ কোঠঞ্চ নিখিলং ব্রণম্।
মন্দত্বমনলস্যাপি নাশয়েদবিকল্পতঃ॥
কুষ্ঠবৈরী চাউলমুগ্‌রা ইতি যস্য প্রসিদ্ধিঃ।

কুঁচিলাচূর্ণ ১ মাষা ও চাউলমুগ্‌রাচূর্ণ ১ তোলা, একত্র সোঁদাল, নিম ও ছাতিমের রসে মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধ মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে কুষ্ঠ ও বাতরক্ত প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়।

কুষ্ঠবৈরিভবং তৈলং কুষ্ঠঘ্নং চর্ম্মদোষনুৎ॥

চাউলমুগ্‌রার তৈল ব্যবহারে কুষ্ঠরোগ নাশ ও চর্ম্মদোষ নিবারণ হয়। ইহার মর্দ্দন ও পান উভয়ই ব্যবস্থেয়। মাত্রা ৫ বিন্দু।

তন্মজ্জনা মধুখেন লিপ্তং গন্ধাশ্ম বা তথা।
কুষ্ঠং সর্ব্ববিধঞ্চৈব নাশং যাতি ন সংশয়ঃ॥

চাউলমুগ্‌রার বীজের শস্য, মোম ও গন্ধকচূর্ণ একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠক্ষত নিবারণ হয়।

চূর্ণোদকেন কুষ্ঠঘ্নতৈলং কুষ্ঠহরং পরম্॥

গর্জ্জনতৈল ৮৷১০ বিন্দু কিঞ্চিৎ চূণের জলের সহিত বিলোড়ন করিয়া পান করিলে কুষ্ঠ শান্তি হয়। এই তৈল কুষ্ঠস্থানে লাগাইলেও উপকার দর্শে।

অমৃতাঙ্কুরলৌহঞ্চ মহাভল্লাতকো গুড়ঃ।
রসমাণিক্যমপি বা তথাচ তালকেশ্বরঃ।
পঞ্চতিক্তঘৃতঞ্চৈব সর্ব্বকুষ্ঠেষু পূজিতম্।

সকলপ্রকার কুষ্ঠেই অমৃতাঙ্কুরলৌহ, মহাভল্লাতক গুড়, রসমাণিক্য, তালকেশ্বর ও পঞ্চতিক্তঘৃত প্রভৃতি প্রয়োজ্য।

মরিচাদ্যানি তৈলানি কুষ্ঠং ঘ্নন্তি সুদারুণম্।

মরিচাদ্য, সোমরাজী, কন্দর্পসার ও পৃথ্বীসার প্রভৃতি তৈল কুষ্ঠরোগে বিশেষ হিতকর।

কুষ্ঠমাশু ক্ষয়ং যাতি পঞ্চগব্যনিষেবণাৎ॥

প্রত্যহ পঞ্চগব্য পান করিলে শীঘ্র কুষ্ঠের শান্তি হয়।

কুষ্ঠানাং বিনিবৃত্তৌ চ গোমূত্রং পরমৌষধম্।
অভয়াসহিতং তদ্ধি ধ্রুবং সিদ্ধিপ্রদং মতম্॥

গোমূত্র পানদ্বারা কুষ্ঠ ধ্বংস হয়, হরীতকী-সংযুক্ত গোমূত্র বিশেষ ফলপ্রদ।

কুষ্ঠেষু পথ্যাপথ্যনির্ণয়ঃ।

পুরাণাঃ শালয়ো মুদ্গা আঢ়ক্যশ্চ মসুরকাঃ।
যবা নিম্বস্য পত্রাণি পটোলং বৃহতীফলম্॥
চক্রমর্দ্দদলং মেষশৃঙ্গঞ্চ হিলমোচিকা।
কোষাতকী চ বেত্রাগ্রং পক্বং তালং পুনর্নবা॥
গোখরোষ্ট্রাশ্বমহিষীমূত্রং সর্পির্বিরেচনম্।
নিখিলানি চ তিক্তানি কুষ্ঠরোগে হিতানি হি॥

পুরাতন শালি, মুগ, অড়র, মসুরী, যব, নিমপত্র, পটোল, বৃহতীফল, চাকুন্দেপত্র, মেষশৃঙ্গী, হিঞ্চাশাক, ঝিঙ্গা, বেতের ডগা, পক্ক তাল, পুনর্নবা, গো, গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও মহিষীর মূত্র, ঘৃত, বিরেচনক্রিয়া এবং তিক্ত-দ্রব্য মাত্র কুষ্ঠরোগে হিতকর।

পাপং কর্ম্ম দিবানিদ্রা বিরুদ্ধবিষমাশনম্।
ব্যায়ামো বেগরোধশ্চ সূর্য্যরশ্মিশ্চ মৈথুনম্॥
দ্রবগুরুনবান্নানাং ভোজনঞ্চ গুড়ো দধি।
দুগ্ধং মদ্যমামিষঞ্চ মৎস্যো মাষস্তিলস্তথা॥

ইক্ষুরসং মূলকঞ্চ বিষ্টম্ভি চ বিদাহকৃৎ।
এবংবিধানি চান্যানি কুষ্ঠে বর্জ্জ্যানি নিত্যশঃ॥

পাপকর্ম্ম, দিবানিদ্রা, বিরুদ্ধ ও বিষম ভোজন, ব্যায়াম, মলাদির বেগধারণ, সূর্য্যকিরণ, মৈথুন, দ্রব, গুরু ও নূতন অন্ন ভোজন, গুড়, দধি, দুগ্ধ, মদ্য, সর্ব্বপ্রকার আমিষ বিশেষতঃ মৎস্য, মাষকলাই, তিল, ইক্ষু, অম্ল, মূলা, বিষ্টম্ভী ও বিদাহী দ্রব্যসমূহ ইত্যাদি কুষ্ঠব্যাধিতে অনিষ্টকর।

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অর্শোঽধিকারঃ।

পৃথগ্‌দোষৈঃ সমস্তৈশ্চ শোণিতাৎ সহজানি চ।
অর্শাংসি ষট্‌প্রকারাণি বিদ্যাদ্‌গুদবলিত্রয়ে॥

কেচিদ্‌ রুধিরস্যাপি দোষত্বং মন্যন্তে, তন্মতমাশ্রিত্যাহ শোণিতাদিতি। সহজানি শরীরেণ সহ জাতানি। সংখ্যামাহ ষট্‌প্রকারাণীতি। গুদবলিত্রয়ে, সার্দ্ধং চতুরঙ্গুলং গুদস্য মানম্‌। তস্যাবয়বভূতাস্তিস্রো বলয়ঃ শঙ্খাবর্ত্তনিভাঃ উপর্য্যুপরি সন্তি। তাসাং নাম প্রবাহণী বিসর্জ্জনী সংবরণী চেতি। তত্র গুদোষ্ঠমর্দ্ধাঙ্গুলমানং তদূর্দ্ধমঙ্গুলমানা প্রথমা বলিঃ, সার্দ্ধৈকাঙ্গুলমানা দ্বিতীয়া, তৃতীয়া চ তাবতী। উক্তঞ্চ—

অর্দ্ধাঙ্গুলপ্রমাণেন গুদোষ্ঠং পরিচক্ষতে।
সার্দ্ধৈকাঙ্গুলমানেন পৃথগন্যে প্রকীর্ত্তিতে॥

অর্শোরোগ ছয়প্রকার। যথা, বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, ত্রিদোষজ, রক্তজ ও সহজ (দেহের উৎপত্তির সহিত উৎপন্ন)। গুহ্যের বলিত্রয়ে অর্শঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। গুদাংশের পরিমাণ ৪॥০ অঙ্গুলি, ইহার অবয়বভূত শঙ্খাবর্ত্তসদৃশ ৩টী বলি উপর্য্যুপরি অবস্থিত আছে, তাহার মধ্যে সর্ব্বনিম্নে অর্দ্ধাঙ্গুলি পরিমিত অংশকে গুদোষ্ঠ কহে, ঐ গুদোষ্ঠ ও তাহার উপরি এক অঙ্গুলি পরিমিত স্থান সংবরণী নামে প্রথম বলি, তাহার উপরে ১॥০ অঙ্গুলি স্থান বিসর্জ্জনীনাম্নী দ্বিতীয় বলি এবং তদূর্দ্ধে ১॥০ অঙ্গুলি তৃতীয় বলি বা সংবরণী। এই বলিত্রয় অর্শোরোগের উৎপত্তি স্থান।

অর্শসাং সম্প্রাপ্তি স্বরূপঞ্চ।

দোষাস্ত্বঙ্‌মাংসমেদাংসি সংদূষ্য বিবিধাকৃতীন্‌।
মাংসাঙ্কুরানপানাদৌ কুর্ব্বন্ত্যর্শাংসি তান্‌ জগুঃ॥

ত্বঙ্‌মাংসগ্রহণেন ত্বঙ্‌মাংসাশ্রিতং রক্তমপি গৃহ্যতে। অপানং গুদম্‌, আদিশব্দেন নাসিকাদীনাং গ্রহণম্‌।

বাতাদি দোষত্রয় ত্বক্‌, মাংস, রক্ত ও মেদকে দূষিত করিয়া গুহ্যপ্রভৃতি স্থানে নানাপ্রকার আকৃতিবিশিষ্ট মাংসাঙ্কুর উৎপাদন করে, ঐ সকল মাংসাঙ্কুরকে অর্শঃ বলে।

বাতার্শসাং বিপ্রকৃষ্টং নিদানম্‌।

কষায় কটু তিক্তানি রুক্ষ শীত লঘূনি চ।
প্রমিতাল্পাশনং তীক্ষ্ণং মদ্যং মৈথুন সেবনম্‌॥
লঙ্ঘনং দেশকালৌ চ শীতৌ ব্যায়ামকর্ম্ম চ।
শোকো বাতাতপস্পর্শো হেতুর্বাতার্শসাং মতঃ॥

কষায়, কটু, তিক্ত, রুক্ষ, শীতল ও লঘুদ্রব্য আহার, অত্যন্ত অল্পপরিমিত ভোজন, তীক্ষ্ণ মদ্যপান, অতি মৈথুন, লঙ্ঘন, শীতল দেশে বাস ও শীত সেবন, হেমন্ত ও শীতকালে অনাবৃত গাত্রে অবস্থান, ব্যায়াম, শোক এবং প্রবল বায়ু ও রৌদ্রসেবা এই সমস্ত বাতার্শের নিদান।

পিত্তার্শসাং বিপ্রকৃষ্টং নিদানম্‌।

কট্বম্ললবণোষ্ণানি ব্যায়ামাগ্ন্যাতপপ্রভাঃ।
দেশকালাবশিশিরৌ ক্রোধো মদ্যমসূয়নম্‌॥

বিদাহি তীক্ষ্ণমুষ্ণঞ্চ সর্ব্বং পানান্ন ভেষজম্।
পিত্তোল্বণানাং বিজ্ঞেয়ঃ প্রকোপে হেতুরর্শসাম্॥

কটু, অম্ল, লবণরস ও উষ্ণদ্রব্য ভোজন, ব্যায়াম, অগ্নি ও রৌদ্রের তাপ, উষ্ণদেশ, উষ্ণকাল, শরৎ ও গ্রীষ্মকাল, ক্রোধ, মদ্যপান, অসূয়া এবং বিদাহি, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ পানীয়, অন্ন ও ঔষধ এই সমস্ত পৈত্তিক অর্শের উৎপত্তির কারণ।

কফার্শসাং বিপ্রকৃষ্টং নিদানম্।

মধুর স্নিগ্ধশীতানি লবণাম্ল গুরূণি চ।
অব্যায়ামো দিবাস্বপ্নঃ শয্যাসনসুখে রতিঃ॥
প্রাগ্বাতসেবা শীতৌ চ দেশকালাবচিন্তনম্।
শ্লৈষ্মিকাণাং সমুদ্দিষ্টমেতৎ কারণমর্শসাম্॥

মধুর, স্নিগ্ধ, শীতল, লবণাস্বাদ, অম্লরস ও গুরুদ্রব্য, শারীরিক শ্রমরাহিত্য, দিবানিদ্রা, সুখশয্যা ও সুখাসনে আসক্তি, পূর্ব্ববায়ুসেবা, শীতলদেশ, শীতলকাল ও চিন্তারাহিত্য এই সমস্ত শ্লৈষ্মিক অর্শের কারণ।

ত্রিদোষজার্শসাং বিপ্রকৃষ্টং নিদানম্।

সর্ব্বো হেতুস্ত্রিদোষাণাং সহজৈর্লক্ষণৈঃ সমম্।
জনকত্বেন ত্রয়ো দোষা যেষাং তানি ত্রিদোষাণি।
ত্রিদোষার্শোলক্ষণং শ্বাসরুজাবিবন্ধৈঃ সহজার্শোভিঃ সমম্।

বাতজাদি অর্শের যে সমস্ত নিদান লিখিত হইল, সেই সমস্ত মিলিত হইয়া ত্রিদোষজ অর্শের হেতু হয় এবং সহজ অর্শে শ্বাস, বেদনা ও বিবন্ধাদি যে সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, ইহাতেও তৎসমুদায়ই বর্ত্তমান থাকে।

অর্শসাং পূর্ব্বরূপাণি।

বিষ্টম্ভোঽন্নস্য দৌর্ব্বল্যং কুক্ষেরাটোপ এব চ।
কার্শ্যমুদ্গারবাহুল্যং সক্থিসাদোঽল্পবিট্কতা॥
গ্রহণীদোষপাণ্ড্বর্ত্তোরাশঙ্কা চোদরস্য চ।
পূর্ব্বরূপাণি নির্দ্দিষ্টান্যর্শসামভিবৃদ্ধয়ে॥

অর্শোরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে অন্নের অজীর্ণতা, দৌর্ব্বল্য, কুক্ষিতে গুড় গুড় শব্দোৎপত্তি, কৃশতা, উদ্গারবাহুল্য, জঙ্ঘার অবসন্নতা ও অসম্যক্ মলনির্গম এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং গ্রহণীদোষ, পাণ্ডু বা উদররোগ উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশঙ্কা উপস্থিত হয়।

বাতার্শোলক্ষণম্।

গুদাঙ্কুরা বহ্বনিলাঃ শুষ্কাশ্চিমিচিমান্বিতাঃ।
ম্লানাঃ শ্যাবারুণাঃ স্তব্ধা বিশদাঃ পরুষাঃ খরাঃ॥
মিথোবিসদৃশা বক্রাস্তীক্ষ্ণা বিস্ফুটিতাননাঃ।
বিম্বীখর্জ্জূরকর্কন্ধুকার্পাসীফলসন্নিভাঃ॥
কেচিৎ কদম্বপুষ্পাভাঃ কেচিৎ সিদ্ধার্থকোপমাঃ।
শিরঃপার্শ্বাংসকট্যূরুবঙ্ক্ষণাদ্যধিকব্যথাঃ॥
ক্ষবথূদ্গারবিষ্টম্ভহৃদ্গ্রহারোচকপ্রদাঃ।
কাসশ্বাসাগ্নিবৈষম্য কর্ণনাদভ্রমাবহাঃ॥
তৈরার্ত্তো গ্রথিতং স্তোকং সশব্দং সপ্রবাহিকম্।
রুক্ফেনপিচ্ছানুগতং বিবদ্ধমুপবেশ্যতে॥
কৃষ্ণত্বঙ্নখবিণ্মূত্রনেত্রবক্ত্রশ্চ জায়তে।
গুল্মপ্লীহোদরাষ্ঠীলাসম্ভবস্তত এব চ॥

বাতোল্বণ অর্শঃ (মাংসাঙ্কুর) সকল স্রাবরহিত, চিমিচিমি বেদনাবিশিষ্ট, ম্লানভাবাপন্ন, ধূম্র বা অরুণবর্ণ, কঠিন, পিচ্ছিল, কর্কশ, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণ্টকাকীর্ণ, পরস্পর অসমান আকৃতিবিশিষ্ট, বক্র, তীক্ষ্ণাগ্র ও স্ফুটিতমুখ হইয়া থাকে। ইহাদের কাহারও আকার তেলাকুচাফলের ন্যায়, কাহারও কুলের ন্যায়,

কাহারও আকার কার্পাসফলের ন্যায়, কাহারও কদম্বপুষ্পের ন্যায় হইয়া থাকে। বাতার্শোরোগে মস্তক, পার্শ্ব, স্কন্ধ, কটি, উরু ও বঙ্ক্ষণ প্রভৃতিতে অত্যন্ত বেদনা, হাঁচি, উদ্গার, ভুক্তদ্রব্যের অপরিপাক, হৃদয়বেদনা, অরুচি, কাস, শ্বাস, অগ্নিবৈষম্য, কর্ণনাদ ও ভ্রম এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হইয়া থাকে। ইহাতে প্রবাহিকার ন্যায় অনেক লক্ষণ দৃষ্ট হয়। পিচ্ছিল, ফেনবিশিষ্ট, বদ্ধ ও গ্রথিত (গুটলি) মল অল্প অল্প নির্গত হয় এবং মলত্যাগকালে অত্যন্ত যাতনা ও শব্দ হইয়া থাকে। পীড়িত ব্যক্তির ত্বক্, নখ, মল, মূত্র, চক্ষু ও মুখ কৃষ্ণবর্ণ হয়। এই পীড়া হইতে গুল্ম, প্লীহা, উদরী ও অষ্ঠীলা রোগ উৎপন্ন হইতে পারে।

পিত্তার্শোলক্ষণম্ ।

পিত্তোত্তরা নীলমুখা রক্তপীতাসিতপ্রভাঃ।
তন্বস্রস্রাবিণো বিস্রাস্তনবো মৃদবঃ শ্লথাঃ॥
শুকজিহ্বাযকৃৎখণ্ডজলৌকাবক্ত্রসন্নিভাঃ।
দাহপাকজ্বরস্বেদ তৃষ্ণামূর্চ্ছারতিপ্রদাঃ॥
সোষ্মাণো দ্রবনীলোষ্ণপীতরক্তামবর্চ্চসঃ।
যবমধ্যা হরিৎপীতহারিদ্রত্বঙ্ নখাদয়ঃ॥

পৈত্তিক অর্শে অঙ্কুর সকল রক্ত, পীত বা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। ঐ সকল অঙ্কুর হইতে পাতলা রক্ত নির্গত হয়, ইহারা আমগন্ধবিশিষ্ট, সূক্ষ্ম, কোমল, লম্বমান ও উষ্ণ এবং শুকের জিহ্বা, যকৃৎ ও জলৌকার মুখের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট, ইহাদের মধ্যভাগ যবের ন্যায় স্থূল। ইহাতে দাহ, পাক, জ্বর, ঘর্ম্মাধিক্য, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা ও অনবস্থিতচিত্ততা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। মলের বর্ণ নীল পীত হইয়া থাকে এবং উহা দ্রব, উষ্ণ, রক্তমিশ্রিত ও আমযুক্ত। রোগীর ত্বক্ ও নখাদি হরিতবর্ণ, হরিতাল বর্ণ বা হরিদ্রা বর্ণ হইয়া থাকে।

কফার্শোলক্ষণম্ ।

শ্লেষ্মোল্বণা মহামূলা ঘনা মন্দরুজঃ সিতাঃ।
উৎসন্নোপচিতাঃ স্নিগ্ধাঃ স্তব্ধবৃত্তগুরুস্থিরাঃ॥
পিচ্ছিলাঃ স্তিমিতাঃ শ্লক্ষ্ণাঃ কণ্ড্বাঢ্যাঃ স্পর্শনপ্রিয়াঃ।
করীরপনসাস্থ্যাভাস্তথা গোস্তনসন্নিভাঃ॥
বঙ্ক্ষণানাহিনঃ পায়ুবস্তিনাভিবিকর্ষিণঃ।
সশ্বাসকাসহৃল্লাসপ্রসেকারুচিপীনসাঃ॥
মেহকৃচ্ছ্রশিরোজাড্যশিশিরজ্বরকারিণঃ।
ক্লৈব্যাগ্নিমার্দ্দবচ্ছর্দ্দিরামপ্রায়বিকারদাঃ॥
বসাভসকফপ্রাজ্যপুরীষাঃ সপ্রবাহিকাঃ।
ন স্রবন্তি ন ভিদ্যন্তে পাণ্ডুস্নিগ্ধত্বগাদয়ঃ॥

শ্লৈষ্মিক অর্শোঽঙ্কুর সকল নিবিড়াবয়ব, অল্প বেদনাবিশিষ্ট, শুভ্রবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি, স্থূল, স্নেহাভ্যক্তবৎ, স্তব্ধীভূত, বর্ত্তুলাকার, নিশ্চল, পিচ্ছিল, আর্দ্র বস্ত্রাচ্ছাদিতবৎ, মসৃণ, অত্যন্ত কণ্ডুবিশিষ্ট ও সুখস্পর্শ। ইহাদের মূল দূরবগাহী। এইরূপ অর্শ হইলে গুহ্যদেশ গুরুদ্রব্যাক্রান্ত বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের আকার বংশাঙ্কুর, কাঁঠালের বীজ বা গোরুর স্তনের ন্যায়। শ্লৈষ্মিক অর্শে গুহ্যদেশে বস্তিতে ও নাভিতে আকর্ষণবৎ পীড়া, বঙ্ক্ষণদ্বয়ের আনাহ (বন্ধনবৎ পীড়া), শ্বাস, কাস, হৃল্লাস, মুখপ্রসেক, অরুচি, পীনস, মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মস্তক শীতাক্রান্ত বলিয়া বোধ, শীতজ্বরোৎপত্তি, ক্লীবতা, অগ্নির বলহানি, বমি, অতীসার ও গ্রহণী প্রভৃতি আমবহুল পীড়ার উৎপত্তি এবং প্রবাহিকা-রোগের লক্ষণের সহিত বসার ন্যায় ও কফমিশ্রিত বহু মলনির্গম এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। রোগীর ত্বক্ প্রভৃতি পাণ্ডুবর্ণ ও স্নেহাভ্যক্তবৎ হইয়া থাকে। এইরূপ

অর্শে ক্লেদ ও রক্তাদি স্রুত হয় না। এই অর্শোহঙ্কুর সকল মলের গাঢ়তাহেতু প্রপীড়িত হইলেও বিদীর্ণ হয় না।

সান্নিপাতিকার্শসাং সহজার্শসাঞ্চ লক্ষণম্ ।

সর্ব্বৈঃ সর্ব্বাত্মকান্যাহু র্লক্ষণৈঃ সহজানি চ ॥

বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক অর্শের যে যে লক্ষণ লিখিত হইল, সান্নিপাতিক ও সহজ অর্শে তৎসমুদায় একত্র সংঘটিত হইয়া থাকে।

দ্বন্দ্বজার্শসাং লক্ষণম্ ।

হেতুলক্ষণসংসর্গাদ্ বিদ্যাদ্ দ্বন্দ্বোল্বণানি চ ॥

দ্বন্দ্বজার্শাংসি প্রকৃতিসমসমবায়ারব্ধত্বাৎ ন পৃথগ্ গণিতানি।

বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক এই তিন-প্রকার অর্শের মধ্যে কোন দুইপ্রকারের হেতু ও লক্ষণের সম্মিলন, তাদৃশ দ্বন্দ্বজ অর্শের হেতু ও লক্ষণ জানিবে।

রক্তার্শোলক্ষণম্ ।

রক্তোল্বণা গুদে কীলাঃ পিত্তাকৃতিসমন্বিতাঃ।
বটপ্ররোহসদৃশা গুঞ্জাবিদ্রুমসন্নিভাঃ।
তেঽত্যর্থং দুষ্টমুষ্ণঞ্চ গাঢ়বিট্‌কপ্রপীড়িতাঃ।
স্রবন্তি সহসা রক্তং তস্য চাতিপ্রবৃত্তিতঃ।
ভেকাভঃ পীড্যতে দুঃখৈঃ শোণিতক্ষয়সম্ভবৈঃ।
হীনবর্ণবলোৎসাহো হতৌজাঃ কলুষেন্দ্রিয়ঃ।
বিট্‌শ্যাবং কঠিনং রুক্ষমধোবায়ুর্ন বর্ত্ততে ॥

রক্তার্শের লক্ষণ পিত্তার্শের লক্ষণের ন্যায়। এই অর্শোহঙ্কুর সকলের আকার বটাঙ্কুর, কুঁচ বা প্রবালের ন্যায় হইয়া থাকে। ইহারা মূলের গাঢ়তাপ্রযুক্ত পীড়িত হইলে সহসা অধিক পরিমাণে দূষিত উষ্ণ রক্ত স্রুত হয়। অধিক রক্তস্রাব হেতু রোগী ভেকবৎ পাণ্ডুবর্ণ, রক্তক্ষয়জ বিবিধ পীড়ায় পীড়িত, হীনবর্ণ, হীনবল, হীনোৎসাহ, ওজোহীন ও বিকৃতেন্দ্রিয় হইয়া থাকে। এই অর্শে মল শ্যাববর্ণ, কঠিন ও রুক্ষ হয় এবং অধোবায়ু নির্গত হয় না।

তনু চারুণবর্ণঞ্চ ফেনিলঞ্চাসৃগশসাম্।
কট্যূরুগুদশূলঞ্চ দৌর্ব্বল্যং যদি চাধিকম্।
তত্রানুবন্ধো বাতস্য হেতুর্যদি চ রুক্ষণম্ ॥

রক্তার্শঃ যদি রুক্ষ হেতু হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে পাতলা, অরুণবর্ণ ও ফেনবিশিষ্ট রক্ত নির্গত হয়, কটিতে উরুতে ও গুহ্যে শূলবেদনা বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে উহাকে বাতানুবন্ধ জানিবে।

শিথিলং শ্বেতপীতঞ্চ বিট্ স্নিগ্ধং গুরু শীতলম্।
যদ্যর্শসাং ঘনঞ্চাসৃক্ তন্তুমৎ পাণ্ডু পিচ্ছিলম্ ॥
গুদং সপিচ্ছং স্তিমিতং গুরু স্নিগ্ধঞ্চ কারণম্।
শ্লেষ্মানুবন্ধো বিজ্ঞেয়স্তত্র রক্তার্শসাং বুধৈঃ ॥

রক্তার্শঃ যদি গুরু ও স্নিগ্ধ কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, মল শ্বেত ও পীতবর্ণ, শিথিল, স্নিগ্ধ, গুরু ও শীতল হয়, তন্তুবিশিষ্ট, পাণ্ডুবর্ণ, পিচ্ছিলবর্ণ, ঘন রক্ত নির্গত হয় এবং গুহ্যদেশ পিচ্ছিল ও আর্দ্রবৎ হয়, তাহা হইলে উহাতে কফের অনুবন্ধ জানিবে।

পঞ্চাত্মা মারুতঃ পিত্তং কফো গুদবলীত্রয়ম্।
সর্ব্বএব প্রকুপ্যন্তি গুদজানাং সমুদ্ভবে।
তস্মাদর্শাংসি দুঃখানি বহুব্যাধিকরাণি চ।
সর্ব্বদেহোপতাপীনি প্রায়ঃ কৃচ্ছ্রতমানি চ ॥
গুদবলীত্রয়ে ইতি চ পাঠঃ।

প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, আলোচকাদি পঞ্চ পিত্ত, অবলম্বকাদি পঞ্চ কফ এবং গুহ্যবলীত্রয়

এই সমুদায়ের প্রকোপে অর্শোরোগের উৎপত্তি হয়। এই জন্য ইহা এত কষ্টদায়ক, বহুরোগোৎপাদক, সর্ব্বদেহপীড়ক ও প্রায় কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে।

সুখসাধ্যার্শোলক্ষণম্।

বাহ্যায়াস্তু বলৌ জাতান্যেকদোষোল্বণানি চ।
অর্শাংসি সুখসাধ্যানি ন চিরোৎপতিতানি চ॥

বাহ্যবলিতে জাত, একদোষোল্বণ, অচিরোৎপন্ন ও বর্ষাভ্যন্তরজাত অর্শঃ সকল সুখসাধ্য।

কষ্টসাধ্যার্শোলক্ষণম্।

দ্বন্দ্বজানি দ্বিতীয়ায়াং বলৌ যান্যাশ্রিতানি চ।
কৃচ্ছ্রসাধ্যানি তান্যাহুঃ পরিসংবৎসরাণি চ॥

মধ্য বলিতে জাত, বর্ষাতীত ও দ্বিদোষোল্বণ অর্শঃ কষ্টসাধ্য।

অসাধ্যার্শোলক্ষণম্।

সহজানি ত্রিদোষাণি যানি চাভ্যন্তরাং বলিম।
জায়ন্তেঽর্শাংসি সংশ্রিত্য তান্যসাধ্যানি নির্দ্দিশেৎ॥

আজন্মজাত, সান্নিপাতিক ও অভ্যন্তর বলিতে উৎপন্ন অর্শঃ অসাধ্য।

শেষত্বাদায়ুষস্তানি চতুষ্পাদ সমন্বয়ে।
যাপ্যন্তে দীপ্তকায়াগ্নেঃ প্রত্যাখ্যেয়ান্যতোঽন্যথা॥

যদি আয়ুর কিঞ্চিৎ শেষ বর্ত্তমান থাকে, বৈদ্যাদি উপযুক্ত পাদচতুষ্টয়ের সংযোগ হয় এবং কায়াগ্নি প্রদীপ্ত থাকে, তাহা হইলে এই রোগ যাপ্য হয়, নতুবা অসাধ্য জানিবে।

হস্তে পাদে মুখে নাভ্যাং গুদে বৃষণয়োস্তথা।
শোথো হৃৎপার্শ্বশূলঞ্চ যস্যাসাধ্যোঽর্শসো হি সঃ॥

হস্ত, পদ, মুখ, নাভি, গুহ্য ও বৃষণদ্বয় এই সকল স্থানে অর্শোঽঙ্কুরের উৎপত্তি, শোথ এবং হৃদয় ও পার্শ্বে শূল এই সকল লক্ষণ একত্র সংঘটিত হইলে রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত।

হৃৎপার্শ্বশূলং সম্মোহশ্ছর্দ্দিরঙ্গস্য রুগ্জ্বরঃ।
তৃষ্ণা গুদস্য পাকশ্চ নিহন্যুর্গুদজাতুরম্॥

হৃদয় ও পার্শ্বে শূল, মূর্চ্ছা, বমি, সর্ব্বাঙ্গবেদনা, জ্বর, তৃষ্ণা ও গুহ্যদেশের পাক এইগুলি অর্শের অরিষ্ট লক্ষণ।

তৃষ্ণারোচকশূলার্ত্তমতিপ্রস্রুতশোণিতম্।
শোথাতিসারসংযুক্তমর্শাংসি ক্ষপয়ন্তি হি॥

তৃষ্ণা, অরুচি, শূল, অত্যন্ত রক্তস্রাব, শোথ ও অতিসার এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে রোগীর মৃত্যু ধ্রুব।

মেঢ্রাদিষ্বপি বক্ষ্যন্তে যথাস্বং নাভিজানি তু।
গণ্ডূপদাস্যরূপাণি পিচ্ছিলানি মৃদূনি চ॥
যথাস্বং যথাস্বীয়লক্ষণম্।

মেঢ্রপ্রভৃতি স্থানে এবং নাভিতে কেঁচুয়ার মুখের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, পিচ্ছিল ও কোমল অর্শোঽঙ্কুর উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। ইহারাও গুহ্যার্শের ন্যায় বাতজাদিভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়া থাকে।

চর্ম্মকীলস্য সম্প্রাপ্তির্লক্ষণঞ্চ।

ব্যানো গৃহীত্বা শ্লেষ্মাণং করোত্যর্শস্ত্বচো বহিঃ।
কীলোপমং স্থিরখরং চর্ম্মকীলন্তু তদ্ বিদুঃ॥
বাতেন তোদপারুষ্যং পিত্তাদসিতরক্ততা।
শ্লেষ্মণা স্নিগ্ধতা তস্য গ্রথিতত্বং সবর্ণতা॥

ব্যান বায়ু কফকে আশ্রয় করিয়া ত্বকের বহির্ভাগে নিশ্চল, কর্কশ ও কীলসদৃশ মাংসাঙ্কুর উৎপাদন করে, ইহাকে চর্ম্মকীল

বলাযায়। বাতজ মাংসাঙ্কুর সূচীবেধবৎ ব্যথা ও কর্কশতাবিশিষ্ট, পিত্তজ অঙ্কুর কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ এবং শ্লৈষ্মিক অঙ্কুর চিক্কণ, গ্রন্থিল ও গাত্রের সমানবর্ণযুক্ত।

অর্শসাং চিকিৎসা।

অর্শসাং সাধনোপায়শ্চতুর্দ্ধা পরিকীর্ত্তিতঃ।
ভেষজক্ষারশস্ত্রাগ্নিসাধ্যত্বাদাদ্য উচ্যতে॥

অর্শোরোগের চিকিৎসা চারিপ্রকার। যথা, ঔষধপ্রয়োগ, ক্ষারকর্ম্ম, শস্ত্রক্রিয়া ও অগ্নিকর্ম্ম। তন্মধ্যে প্রথমে ঔষধ চিকিৎসা লিখিত হইতেছে।

যদ্ বায়োরানুলোম্যায় যদগ্নিবলবৃদ্ধয়ে।
অন্নপানৌষধদ্রব্যং তৎ সেব্যং নিত্যমর্শসৈঃ॥

যে সকল অনুপান, ঔষধ ও ভোজ্যাদি দ্রব্য, বায়ুর অনুলোমতাসাধক, অগ্নিপ্রদীপক ও বলবর্দ্ধক সেই সমুদায় অর্শোরোগীর নিত্য সেবনীয়।

শুষ্কার্শসাং প্রলেপাদি ক্রিয়া তীক্ষ্ণা বিধীয়তে।
স্রাবিণাং রক্তমালোক্য ক্রিয়া কার্য্যাস্রপৈত্তিকী॥

শুষ্কার্শে তীক্ষ্ণ প্রলেপাদিক্রিয়া বিধেয়। যে অর্শে রক্তস্রাব হয়, তাহাতে রক্তপিত্তের চিকিৎসা করিবে।

স্নুক্ক্ষীরং রজনীযুক্তং লেপাদ্ দুর্নামনাশনম্।
কোষাতকীরজোঘর্ষান্নিপতন্তি গুদোদ্ভবাঃ॥

সিজের আটায় কিঞ্চিৎ হরিদ্রাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া অর্শের বলির মুখে বিন্দুমাত্র প্রদান করিলে অথবা ঘোষাফল চূর্ণ দ্বারা বলি ঘর্ষণ করিলে উহা পতিত হইয়া যায়।

অর্কক্ষীরং স্নুহীক্ষীরং তিক্ততুম্ব্যাশ্চ পল্লবাঃ।
করঞ্জো বস্তমূত্রঞ্চ লেপনং শ্রেষ্ঠমর্শসাম্॥

আকন্দের আটা, সিজের আটা, তিতলাউএর পত্র ও ডহরকরঞ্জের ছাল সমাংশ ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া বলির উপর প্রলেপ দিবে।

অর্শোঘ্নী গুদজা বর্ত্তিঃ ঘোষাফলোদ্ভবা।
কোষাতকীমূলকল্কেন লেপো রক্তার্শসাং হিতঃ॥

পুরাতন গুড় জলে গুলিয়া তাহাতে ঘোষাফল চূর্ণ দিয়া পাক করিয়া বাতি প্রস্তুত করিয়া গুহ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিবে। ঘোষালতার মূল বাটিয়া রক্তার্শে প্রলেপ দিবে।

তুম্বীবীজং সৌদ্ভিদন্তু কাঞ্জীপিষ্টং গুড়ীত্রয়ম্।
অর্শোহরং গুদস্থং স্যাদ্দধি মাহিষমশ্নতঃ॥

তিতলাউবীজ ও গাম্ভারলবণ সমভাগে, কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া তিনটী বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া গুহ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিবে। পথ্য মাহিষ দধি।

মহাবোধিপ্রদেশস্থ পথ্যা কোষাতকীরজঃ।
সফেনং লেপতো হন্তি লিঙ্গবর্ত্তিং ন সংশয়ঃ॥

হরীতকীচূর্ণ, ঘোষাফলচূর্ণ ও সমুদ্রফেন সমভাগে জলের সহিত পেষণ করিয়া লেপন করিলে লিঙ্গার্শের শান্তি হয়।

অপামার্গাঙ্ঘ্রিজঃ ক্ষারো হরিতালেন সংযুতঃ।
লেপনাল্লিঙ্গসম্ভূতমর্শো নাশয়তি ধ্রুবম্॥

আপাঙ্গমূলের ক্ষার ও হরিতাল সমভাগে জলদিয়া পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে লিঙ্গার্শের শান্তি হয়।

বাতাতিসারবদ্ ভিন্নবর্চ্চাংস্যর্শাংস্যুপাচরেৎ।
উদাবর্ত্তবিধানেন গাঢ়বিট্কানি চাসকৃৎ॥

অর্শোরোগে মল তরল অর্থাৎ অতিসারের ন্যায় ভেদ হইলে বাতাতিসারের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। মল কঠিন হইলে উদাবর্ত্তপীড়ার ন্যায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

বিড়্বিবন্ধে হিতং তক্রং যমানীবিড়্সংযুতম্ ।
বাতশ্লেষ্মার্শসাং তক্রাৎ পরং নাস্তীহ ভেষজম্ ॥
তৎ প্রয়োজ্যং যথাদোষং সস্নেহং রুক্ষমেব বা ।
ন বিরোহন্তি গুদজাঃ পুনস্তক্রসমাহতাঃ ॥

অর্শে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে যমানীচূর্ণ ও বিট্লবণের সহিত তক্রসেবনে উপকার হয়। বায়ু ও কফজন্য অর্শে তক্রাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ কিছুই নাই। উহা দোষানুসারে স্নেহ-বিশিষ্ট বা রুক্ষ করিয়া প্রযোজ্য অর্থাৎ বায়ুজন্য অর্শে নবনীত না তুলিয়া এবং কফজন্য অর্শে নবনীত তুলিয়া সেবন ব্যবস্থেয়। তক্রসেবনে অর্শঃ বিনষ্ট হইয়া আর পুনরুত্থিত হয় না।

হরীতকীং তিলান্ ধাত্রীং মৃদ্বীকাং মধুকং তথা ।
পরূষকস্য তোয়েন পিবেদর্শোনিবৃত্তয়ে ॥

হরীতকী, ত্বক্ রহিত কৃষ্ণতিল, কিস্‌মিস্ ও যষ্টিমধু এই সমুদায়ের চূর্ণ সমানভাগে মিশ্রিত করিয়া ফলসাছালের রস দিয়া সেবন করিলে অর্শের শান্তি হয়।

সগুড়াং পিপ্পলীযুক্তামভয়াং ঘৃতভর্জ্জিতাম্ ।
ত্রিবৃদ্দন্তীযুতাং বাপি ভক্ষয়েদানুলোমিকীম্ ॥

ঘৃতভৃষ্ট হরীতকীচূর্ণ ও পুরাতন গুড় কিঞ্চিৎ পিঁপুলের গুঁড়া অথবা তেউড়ীমূল ও দন্তীমূলচূর্ণের সহিত সেবন করিলে বায়ুর অনুলোমতাসাধন ও অর্শের উপশম হয়।

তিলারুষ্করসংযোগং ভক্ষয়েদগ্নিবর্দ্ধনম্ ।
কুষ্ঠরোগহরং শ্রেষ্ঠমর্শসাং নাশনং পরম্ ॥

ভেলারমুটি চূর্ণ ২ রতি ১ তোলা তিলের সহিত সেবন করিলে অর্শের ও কুষ্ঠরোগের শান্তি ও অগ্নির বৃদ্ধি হয়।

মৃল্লিপ্তং শৌরণং কন্দং পক্ত্বাগ্নৌ পুটপাকবৎ ।
অদ্যাৎ সতৈললবণং দুর্নাম্নাং বিনিবৃত্তয়ে ॥

বনওল মৃত্তিকালিপ্ত করিয়া পুটপাকের নিয়মানুসারে পাক করিয়া কিঞ্চিৎ তৈল ও লবণের সহিত ভক্ষণ করিলে অর্শের শান্তি হয়।

অসিতানাং তিলানাঞ্চ প্রকুঞ্চং শীতবার্য্যনু ।
খাদতোঽর্শাংসি নশ্যন্তি দ্বিজদার্ঢ্যাঙ্গপুষ্টিদম্ ॥

নিস্বক্ কৃষ্ণতিল ১ তোলা সেবন করিয়া কিঞ্চিৎ শীতল জল পান করিলে অর্শের নাশ, দন্তের দৃঢ়তা ও দেহের পুষ্টি হয়।

ভাবিতং রজনীচূর্ণৈঃ স্নুহীক্ষীরে পুনঃ পুনঃ ।
বন্ধনাৎ সুদৃঢ়ং সূত্রং ছিনত্ত্যর্শো ন সংশয়ঃ ॥

হরিদ্রাচূর্ণ সংযুক্ত সিজের আটায় কার্পাসসূত্র পুনঃ পুনঃ ভাবিত করিয়া তদ্দ্বারা অর্শের বলি বন্ধন করিয়া রাখিলে উহা ছিন্ন হইয়া যায়।

রক্তার্শসামুপেক্ষেত রক্তমাদৌ স্রবদ্ ভিষক্ ।
দুষ্টাস্রে নিগৃহীতে তু শূলানাহাবসৃগ্‌গদাঃ ॥

রক্তার্শোরোগে প্রথমতঃ রক্তস্রাব নিবারণের চেষ্টা করা উচিত নহে, কারণ দুষ্ট রক্ত বদ্ধ থাকিলে শূল, আনাহ ও বাতরক্তাদি পীড়া উপস্থিত হইতে পারে।

শক্রক্বাথঃ সবিশ্বো বা কিংবা বিল্বশলাটবঃ ।
যোজ্যা রক্তার্শ সৈন্ধবজ্যোৎস্নিকামূললেপনম্ ॥

ইন্দ্রযবের ক্বাথে কিঞ্চিৎ শুঁঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে রক্তার্শের শান্তি হয়। এই পীড়ায় কচিবেল বা বেলশুঁঠের ক্বাথও উপকারী। অর্শঃস্থানে ঘোষালতার মূল বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

নবনীততিলাভ্যাসাৎ কেশরনবনীতশর্করাভ্যাসাৎ ।
দধিসরমথিতাভ্যাসাদ্ গুদজাঃ শাম্যন্তি রক্তবহাঃ ॥

নিস্বক্ কৃষ্ণতিল ২ তোলা ও নবনীত ২ তোলা, নাগেশ্বরচূর্ণ ৪ মাষা, নবনীত

৪ মাষা ও চিনি ৪ মাষা অথবা দধির সর ২ তোলা সেবন করিলে রক্তার্শের শান্তি হয় ।

সমঙ্গোৎপলমোচাহ্বতিরীটতিলচন্দনৈঃ ।
ছাগক্ষীরং প্রয়োক্তব্যং গুদজে শোণিতাপহম্ ॥

বরাক্রান্তা, রক্তোৎপলের-মূল, মোচরস, লোধ, কৃষ্ণতিল, রক্তচন্দন মিলিত ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা ও জল ৬৪ তোলা, শেষ ১৬ তোলা। ইহা সেবন করিলে রক্তস্রাব নিবারণ হয় ।

কোমলং নলিনীপত্রং পিষ্ট্বা খাদেৎ সশর্করম্ ।
প্রাতরাজং পয়ঃ পীত্বা রক্তস্রাবাদ্ বিমুচ্যতে ॥

কাঁচ পদ্মপত্র চিনির সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে অথবা প্রাতে ছাগদুগ্ধ পান করিলে রক্তস্রাবের নিবৃত্তি হয় ।

সশর্করং কৃষ্ণতিলস্য কল্কং
বস্তীপয়োভিঃ পিবতি প্রভাতে ।
সদ্যো হরত্যেব গুদোত্থরক্তং
যোগোঽয়মুক্তো গিরিশেন সাক্ষাৎ ॥

প্রত্যহ প্রাতে পিষ্ট কৃষ্ণতিল ১ তোলা ও চিনি অর্দ্ধ তোলা একছটাক ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে শীঘ্র রক্তস্রাবের নিবারণ হয় ।

কৌটজং কল্কমাদায় পিষ্ট্বা তক্রেণ বুদ্ধিমান্ ।
পীত্বা বল্বাশসো রক্তস্রুতিমাশু নিযচ্ছতি ॥

কুড়চিমূলের ছাল অর্দ্ধ তোলা বাটিয়া তক্রের সহিত পান করিলে রক্তস্রাব রুদ্ধ হয় ।

ছাগেন পয়সা কল্কং শতমূলীসমুদ্ভবম্ ।
পিবেদ্ রক্তার্শসস্তদ্বৎ সসিতং দাড়িমং রসম্ ॥

শতমূলী ২ তোলা বাঁটিয়া ছাগদুগ্ধে গুলিয়া সেবন করিলে রক্তার্শের শান্তি হয়। চিনির সহিত দাড়িমের রস সেবন করিলেও উপকার দর্শে।

মোদকো নাগরাদ্যাখ্যো শৌরণো মোদকস্তথা ।
বাহুশালগুড়শ্চন্দ্রপ্রভাদ্যা গুড়িকা শুভা ॥
প্রাণদা গুড়িকা লেহঃ কৌটজো রক্তবারণঃ ।
নিত্যোদিতরসো মাণশূরণাদ্যঞ্চ লৌহকম্ ॥
লৌহমগ্নিমুখং নাম সৈন্ধবাদ্যন্তু চূর্ণকম্ ।
ইত্যাদ্যানি প্রয়োজ্যানি দুর্নাম্নাং বিনিবৃত্তয়ে ॥

নাগরাদ্যমোদক, শূরণমোদক, বাহুশাল-গুড়, চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা, প্রাণদা গুড়িকা, কুটজলেহ, নিত্যোদিত রস, মাণশূরণাদ্য লৌহ, ও সৈন্ধবাদ্য চূর্ণ ইত্যাদি ঔষধ অর্শোরোগে প্রয়োজ্য ।

বাতানুলোমনং যদ্ যৎ সরং বহ্নিপ্রদীপনম্ ।
সুজরং পুষ্টিদং তৎ তদন্নপানং হিতং মতম্ ॥
বেগাবরোধং স্ত্রীপৃষ্ঠযান মুৎকটমাসনম্ ।
যথাস্বং দোষলঞ্চান্নমর্শসঃ পরিবর্জয়েৎ ॥

যে যে অন্ন ও পানীয় বাতানুলোমক, সারক, অগ্নিদীপক, সুপাচ্য ও পুষ্টিকর, তৎসমুদায় অর্শোরোগীর হিতকর। মলাদির বেগধারণ, স্ত্রীসঙ্গম, অশ্বাদি যানে আরোহণ, উৎকটভাবে উপবেশন ও দোষজনক অন্ন নিষিদ্ধ ।

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

ভগন্দরাধিকারঃ ।

ভগন্দরস্য পূর্ব্বরূপং স্বরূপঞ্চ ।

কটীকপাল নিস্তোদ দাহ কণ্ডূ রুজাদয়ঃ ।
ভবন্তি পূর্ব্বরূপাণি ভবিষ্যতি ভগন্দরে ॥
গুদস্য দ্ব্যঙ্গুলে ক্ষেত্রে পার্শ্বতঃ পিড়কার্ত্তিকৃৎ ।
ভিন্নো ভগন্দরো জ্ঞেয়ঃ স চ পঞ্চবিধো মতঃ ॥

কটীকপালমত্র কটীফলকম্, আর্ত্তিকৃৎ পীড়াকৃৎ, পঞ্চবিধঃ বাতিক পৈত্তিক শ্লৈষ্মিক সান্নিপাতিক শল্যক্ষতভেদৈঃ ।

গুহ্যদেশের পার্শ্বে দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে অতি ব্যথাকর পিড়কা (ব্রণ) উৎপন্ন হইয়া বিদীর্ণ হইলে তখন উহা ভগন্দর নামে অভিহিত হয়। এই রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে কটীফলকে সূচীবেধবৎ বেদনা এবং গুহ্যপ্রদেশে দাহ, কণ্ডূ ও ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

বাতিকঃ শতপোনকসংজ্ঞো ভগন্দরঃ।

কষায়রূক্ষৈস্ত্বতিকোপিতোঽনিল
স্ত্বপানদেশে পিড়কাং করোতি যাম্।
উপেক্ষণাৎ পাকমুপৈতি দারুণং
রুজা চ ভিন্নারুণফেনবাহিনী॥
তত্রাগমো মূত্র পুরীষরেতসাং
ব্রণৈরনেকৈঃ শতপোনকং বদেৎ॥

রুজাদারুণম্ অতিদারুণরুক্, ব্রণৈরনেকৈঃ সূক্ষ্মমুখৈঃ, শতপোনকশ্চালনী তদ্বৎ।

কষায় ও রুক্ষ দ্রব্য সেবন দ্বারা বায়ু অতিশয় প্রকুপিত হইয়া গুহ্যদেশে পিড়কা উৎপাদন করে, উহা প্রথমাবধি বিশেষরূপে চিকিৎসিত না হইলে অতি দারুণ ব্যথার সহিত পাকিয়া উঠে এবং বিদীর্ণ হইয়া অরুণবর্ণ ফেন নিঃস্রুত করে। ক্রমশঃ অধিক শোষ হইয়া ঐ স্থান দিয়া মল, মূত্র ও শুক্র নির্গত হয়। বহু সূক্ষ্মমুখ ব্রণ উৎপন্ন হইয়া দেখিতে শতপোনক অর্থাৎ চালনীর ন্যায় হয়। এই জন্য ইহা বাতিক শতপোনক ভগন্দর নামে উক্ত হইয়া থাকে।

পৈত্তিকমুষ্ট্রগ্রীবসংজ্ঞমাহ।

প্রকোপণৈঃ পিত্তমতিপ্রকোপিতং
করোতি রক্তাং পিড়কাং গুদাশ্রিতাম্।
তদাশুপাকাহিমপূতিবাহিনীং
ভগন্দরং তূষ্ট্রশিরোধরং বদেৎ॥

আশুপাকাহিমপূতিবাহিনীং শীঘ্রপাকামুষ্ণদুর্গন্ধবাহিনীঞ্চ। তদা ভগন্দরমুষ্ট্রশিরোধরং বদেৎ। উষ্ট্রগ্রীবসংজ্ঞা চ পিড়কাবস্থায়াং বক্রাকারত্বেন।

পিত্তপ্রকোপক কারণে পিত্ত অতিশয় কুপিত হইয়া গুহ্যদেশে রক্তবর্ণ পিড়কা উৎপন্ন করে। উহা শীঘ্র পাকিয়া উষ্ণ দুর্গন্ধ স্রাব নিঃস্রুত করে। এইরূপ ভগন্দরকে উষ্ট্রগ্রীব বলে।

শ্লৈষ্মিকং পরিস্রাবিসংজ্ঞমাহ।

কণ্ডূয়নো ঘনস্রাবী কঠিনো মন্দবেদনঃ।
শ্বেতাবভাসঃ কফজঃ পরিস্রাবী ভগন্দরঃ॥

কঠিনঃ পিড়কাবস্থায়াম্। পরিস্রাবী নিরন্তরস্রাবশীলঃ।

কণ্ডূবিশিষ্ট, ঘনপূয়াদিস্রাবক, পিড়কাবস্থায় কঠিন, অল্প বেদনাযুক্ত ও শ্বেতাভ ভগন্দরকে পরিস্রাবী বলে। নিরন্তর পূয়স্রাব করে বলিয়া ইহার নাম পরিস্রাবী ভগন্দর।

সান্নিপাতিকং শম্বূকাবর্ত্তসংজ্ঞমাহ।

বহুবর্ণরুজাস্রাবা পিড়কা গোস্তনোপমা।
শম্বূকাবর্ত্তবন্নাড়ী শম্বূকাবর্ত্তকো মতঃ॥

বাতিকাদি ত্রিবিধ ভগন্দরে যে যে বর্ণ, বেদনা ও স্রাব লিখিত হইল, তৎসমুদায়ই যে ভগন্দরে লক্ষিত হয়, যাহা পিড়কাবস্থায় গোস্তনসদৃশ এবং যাহার গতি শম্বূকের আবর্ত্তের ন্যায়, তাহাকে শম্বূকাবর্ত্ত ভগন্দর বলে।

শল্যজমুন্মার্গিসংজ্ঞমাহ ।

ক্ষতাদ্ গতিঃ পায়ুগতা বিবৰ্দ্ধতে
উপেক্ষণাৎ স্যুঃ ক্রিময়ো বিদার্য্য তে ॥
প্রকুর্ব্বতে মার্গমনেকধা মুখৈ-
র্যৈস্তমুন্মার্গি ভগন্দরং বদেৎ ॥

এতস্যা তির্য্যক্ কৃতমার্গৈঃ পুরীষাদিনির্গমনাদুন্মার্গিসংজ্ঞা ।

কণ্টক বা নখাদি দ্বারা গুহ্যদেশে ক্ষত হইয়া শোথ উৎপন্ন হয়, উহা উপেক্ষিত হইলে উহাতে ক্রিমি জন্মে ঐ সকল ক্রিমি তৎস্থান বিদীর্ণ করিয়া বহুমুখবিশিষ্ট ব্রণ দ্বারা রন্ধ্র উৎপাদন করে। ইহাকে উন্মার্গী ভগন্দর কহে। তির্য্যক্‌ভাবাপন্ন মার্গ দ্বারা পুরীষাদি নির্গত হয় বলিয়া ইহার নাম উন্মার্গী ভগন্দর ।

তন্ত্রবিশেষোক্তমর্শোভগন্দরমাহ ।

কফপিত্তে তু পূর্ব্বোত্থে দুর্নামাশ্রিত্য কুপ্যতঃ ।
অর্শোমূলে ততঃ শোথঃ কণ্ডূদাহাদিমান্ ভবেৎ ॥
স শীঘ্রং পকভিন্নোঽস্য ক্লেদয়ন্ মূলমর্শসঃ ।
স্রবত্যজস্র গতিভিরয়মর্শোভগন্দরঃ ॥

অয়মন্ত্যমস্মিন্ শতপোনকাদীনাং দোষলক্ষণদর্শনাদন্তর্ভাবঃ ।

পূর্ব্বসঞ্চিত কফ ও পিত্ত অর্শোঽঙ্কুরকে আশ্রয় করিয়া প্রকুপিত হয়, অনন্তর অর্শোমূলে কণ্ডূ, দাহ ও বেদনাযুক্ত শোথ উৎপন্ন করে। ঐ শোথ শীঘ্র পক্ক ও বিদীর্ণ হইয়া অর্শের মূলকে ক্লিন্ন করিয়া নিরন্তর পূয়াদি নিঃস্রুত করে। ইহার নাম অর্শোভগন্দর। দোষবিশেষের লক্ষণানুসারে ইহা শতপোনকাদির মধ্যে কোনটীর অন্তর্ভূত হইতে পারে।

ঘোরাঃ সাধয়িতুং দুঃখাঃ সর্ব্ব এব ভগন্দরাঃ ।
তেষসাধ্যাস্ত্রিদোষোত্থঃ ক্ষতজশ্চ বিশেষতঃ ॥

সকল প্রকার ভগন্দরই অতিযন্ত্রণাদায়ক ও কষ্টসাধ্য ত্রিদোষজ, বিশেষতঃ ক্ষতজ ভগন্দর অসাধ্য ।

বাতমূত্রপুরীষাণি ক্রিময়ঃ শুক্রমেব চ ।
ভগন্দরাৎ স্রবন্তস্ত নাশয়ন্তি তমাতুরম্ ॥

ভগন্দরাৎ স্রবন্ত ইত্যাদমী বিশেষা ইতি শেষঃ ।

ভগন্দরের রন্ধ্র দিয়া অধোবায়ু, মল, মূত্র, ক্রিমি ও শুক্র নির্গত হইলে রোগীর মৃত্যু ধ্রুব ।

ভগন্দর চিকিৎসা ।

গুদজ শ্বয়থুং দৃষ্ট্বা বিশোধ্য শোধয়েৎ ততঃ ।
রক্তাবসেচনং কার্য্যং যথাপাকং ন গচ্ছতি ॥

উপবাসাদিনা শোষয়েৎ, বমনবিরেচনাদিনা শোধয়েৎ, রক্তাবসেচনং জলৌকাদিভিঃ ।

গুহ্যদেশে শোথ দৃষ্ট হইলে প্রথমতঃ উপবাসাদি কর্ষণক্রিয়া, বমনবিরেচনাদি শোধন ক্রিয়া এবং জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য। যেহেতু এই সমুদায় ক্রিয়াদ্বারা উহার পাক নিবারণ হইতে পারে, পাকিলে অত্যন্ত ক্লেশকর হইয়া উঠে।

বটপত্রেষ্টকাশুণ্ঠীগুড়ূচ্যঃ সপুনর্নবাঃ ।
সুপিষ্টাঃ পিড়কাবস্থে লেপঃ শস্তো ভগন্দরে ॥

পিড়কাবস্থায় বটপত্র, ইষ্টকচূর্ণ, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও পুনর্নবা এই সমুদায় একত্র উত্তমরূপে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

স্নুহ্যর্কদুগ্ধদার্ব্বীভির্বর্ত্তিং কৃত্বা বিচক্ষণঃ ।
ভগন্দরগতিং জ্ঞাত্বা পূরয়েৎ তাং প্রযত্নতঃ ।
এষা সর্ব্বশরীরস্থাং নাড়ীং হন্যান্ন সংশয়ঃ ॥

সিজ, আকন্দ আটা ও দারুহরিদ্রা উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া বাতি প্রস্তুত করিয়া ভগন্দরে প্রবিষ্ট করাইলে পীড়ার নিবৃত্তি হয়।

তিলা জ্যোতিষ্মতী কুষ্ঠং লাঙ্গলী গিরিকর্ণিকা।
শতাহ্বা ত্রিবৃতা দন্ত্যাঃ শোধনায় ভগন্দরে॥

কৃষ্ণতিল, লতাফট্‌কী, কুড়, ইষলাঙ্গলা, অপরাজিতামূল, শুল্‌ফা, তেউড়ীমূল ও দন্তীমূল এই সমুদায়ের প্রলেপে ভগন্দর হইতে পূয়াদি নিঃসৃত হয়।

তিলাভয়া লোধ্রমরিষ্টপত্রং
নিশে বচাং লোধ্রমগারধূমম্।
ভগন্দরে নাড়্যুপদংশয়োশ্চ
দুষ্টব্রণে শোধনরোপণায়॥
সমভাগপিষ্টং লেপনং দদ্যাৎ।

কৃষ্ণতিল, হরীতকী, লোধ ও নিমপত্র অথবা হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, লোধ ও গৃহের ঝুল সমভাগে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ভগন্দর, নাড়ীব্রণ, উপদংশ ও দুষ্টব্রণ হইতে পূয়াদি নিঃসৃত হইয়া পীড়ার শান্তি হয়।

ত্রিফলারসসংপিষ্টং বিড়ালাস্থিপ্রলেপনম্।
ভগন্দরং নিহন্ত্যাশু দুষ্টব্রণহরং পরম্॥

ত্রিফলার ক্বাথে বিড়ালের অস্থি পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ভগন্দর ও দুষ্টব্রণের শান্তি হয়।

খদিরাম্বুরতো ভূত্বা কষায়ং ত্রৈফলং পিবেৎ।
মহিষাক্ষবিড়ঙ্গানাং ভগন্দরবিনাশনম্॥

মহিষাক্ষগুগ্‌গুলু ও বিড়ঙ্গের ক্বাথ, ত্রিফলার ক্বাথ ও খদিরের জল বা খদিরকাষ্ঠের ক্বাথ পান করিলে ভগন্দর পীড়ার উপশম হয়।

জম্বুকমাংসং ভুঞ্জীত প্রকারৈর্ব্যঞ্জনাদিভিঃ।
অজীর্ণবর্জী মাসেন মুচ্যতে তু ভগন্দরাৎ॥

অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন পরিত্যাগ করিয়া একমাস ব্যাপিয়া ব্যঞ্জনাদির সহিত কোনরূপে শৃগালের মাংস ভোজন করিলে এই পীড়ার শান্তি হয়।

নবকার্ষিকনামা চ সপ্তবিংশতিকস্তথা।
গুগ্‌গুলুঃ সম্প্রয়োক্তব্যো রসশ্চিত্রবিভাণ্ডকঃ॥
তৈলং বিষ্যন্দনং নাম সৈন্ধবাদ্যনিশাদ্যকে।
ইত্যাদ্যানি প্রয়োজ্যানি ভেষজানি ভগন্দরে॥

নবকার্ষিক গুগ্‌গুলু, সপ্তবিংশতিক গুগ্‌গুলু ও চিত্রবিভাণ্ডক রস এবং বিষ্যন্দন তৈল, সৈন্ধবাদি তৈল ও নিশাদ্য তৈল ইত্যাদি ঔষধ ভগন্দরে হিতকর।

ভগন্দরে পথ্যাপথ্যব্যবস্থা।

সর্ষপঃ শালিমুদ্গৌ চ বিলেপী জাঙ্গলো রসঃ।
পটোলং শিগ্রু বেত্রাগ্রং পত্তূরং বালমূলকম্॥
তিলসর্ষপয়োস্তৈলং তিক্তবর্গো ঘৃতং মধু।
এবংবিধানি চান্যানি ভগন্দরহিতানি হি॥

সর্ষপ শালিতণ্ডুলের অন্ন, মুগের ডাইল, বিলেপী, জাঙ্গলমাংসের যূষ, পটোল, সজিনা, বেতের ডগা, শালিঞ্চশাক, কচিমূলা, তিল তৈল, সর্ষপতৈল, তিক্তবর্গ, ঘৃত ও মধু ইত্যাদি দ্রব্যসমূহ ভগন্দরে হিতকর।

বিরুদ্ধান্যন্নপানানি বিষমাশনমাতপম্।
ব্যায়ামং মৈথুনং যুদ্ধং পৃষ্ঠযানং গুরূণি চ।
সংবৎসরং পরিহরেদুপরূঢ়ব্রণো নরঃ॥

বিরুদ্ধ অন্নপানীয়, অপরিমিত আহার, অতি অল্প আহার, অনুচিত সময়ে আহার, রৌদ্রসেবা, ব্যায়াম, মৈথুন, যুদ্ধ, অশ্বাদিপৃষ্ঠে আরোহণ ও গুরুদ্রব্য এইগুলি ইহাতে অনিষ্টকর। পীড়াশান্তির পর একবৎসর পর্য্যন্ত এই সকল পরিত্যাজ্য।

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

ব্রণশোথাধিকারঃ

ব্রণশোথস্য সংখ্যা সামান্যরূপঞ্চ ।

পৃথক্ সমস্তদোষোত্থা রক্তজাগন্তুজৌ তথা ।
ব্রণশোথাঃ ষড়েতে স্যুঃ সংযুক্তাঃ শোথলক্ষণৈঃ ॥

ব্রণশোথ ছয়প্রকার। যথা, বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, রক্তজ ও আগন্তুজ। ইহারা উল্লিখিত শোথ অর্থাৎ বিদ্রধির লক্ষণ-যুক্ত জানিবে।

ব্রণশোথস্য বিশিষ্টং রূপম্ ।

বিষমং পচ্যতে বাতাৎ পিত্তোত্থশ্চাচিরাচিরম্ ।
কফজঃ পিত্তবচ্ছোথৌ রক্তাগন্তুসমুদ্ভবৌ ॥

বাতজ ব্রণশোথ বিষমভাবে পক্ক হয়, পিত্তজ শোথ শীঘ্র ও কফজ শোথ বিলম্বে পাকে। রক্তজ ও আগন্তুজ শোথ পিত্ত-শোথবৎ পাকিয়া থাকে।

অপক্কস্য ব্রণশোথস্য লক্ষণম্ ।

মন্দোষ্মতাল্পশোথত্বং কাঠিন্যং ত্বক্‌সবর্ণতা ।
মন্দবেদনতা চাপি শোথস্যামস্য লক্ষণম্ ॥

অল্প উত্তাপ, অল্প শোথ, কঠিনতা, ত্বকের ন্যায় বর্ণবিশিষ্টতা ও অল্প বেদনা এইগুলি আম অর্থাৎ অপক্ক শোথের লক্ষণ।

পচ্যমানস্য লক্ষণম্ ।

দহ্যতে দহনেনেব ক্ষারেণেব চ পচ্যতে ।
পিপীলিকাগণেনেব দশ্যতে ছিদ্যতে তথা ॥
ভিদ্যতে চৈব শস্ত্রেণ দণ্ডেনেব চ তাড্যতে ।
পীড্যতে পাণিনেবান্তঃ সূচীভিরিব তুদ্যতে ।
সোষচোষো বিবর্ণঃ স্যাদঙ্গুল্যেবাবঘট্যতে ।
আসনে শয়নে স্থানে শান্তিং বৃশ্চিকবিদ্ধবৎ ॥
ন গচ্ছেদাততঃ শোথো ভবেদাধ্মাতবস্তিবৎ ।
জ্বরস্তৃষ্ণারুচিশ্চৈতৎ পচ্যমানস্য লক্ষণম্ ॥

যখন ব্রণশোথ পাকিতে থাকে, তখন উহা যেন অগ্নিদ্বারা দগ্ধ, ক্ষারদ্বারা পক্ক, পিপীলিকা-সমূহ দ্বারা দষ্ট, শস্ত্রদ্বারা দ্বিধাকৃত ও বিদীর্ণ, দণ্ডদ্বারা তাড়িত, হস্তদ্বারা পীড়িত, সূচীদ্বারা বিদ্ধ এবং অঙ্গুলিদ্বারা বিঘট্টিত হয়। ঐ স্থানে অত্যন্ত দাহ এবং অগ্নির তাপ প্রাপ্তির ন্যায় অনুভব হয় এবং উহার বর্ণের রূপান্তর হইয়া থাকে। রোগী বৃশ্চিকদষ্টবৎ যাতনায় অস্থির হয়। বসিয়া, শুইয়া বা দাঁড়াইয়া কোনরূপেই স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে না। এই সকল লক্ষণের সহিত জ্বর, তৃষ্ণা ও অরুচি ও বিদ্যমান থাকে। শোথটীর আকার বায়ু-পূর্ণ বস্তির ন্যায় আয়ত হইয়া থাকে।

পক্কস্য লক্ষণম্ ।

বেদনোপশমঃ শোথো লোহিতোঽল্পো ন চোন্নতঃ ।
প্রাদুর্ভাবো বলীনাঞ্চ তোদঃ কণ্ডুর্মুহুর্মুহুঃ ॥
উপদ্রবাণাং প্রশমো নিম্নতা স্ফুটনং ত্বচাম্ ।
বস্তাবিবাম্বুসঞ্চারঃ স্যাচ্ছোথেঽঙ্গুলিপীড়িতে ॥
পূয়শ্চ পীড়য়েদেকমন্তমন্তে চ পীড়িতে ।
বুভুক্ষা ব্রণশোথস্য ভবেৎ পক্কস্য লক্ষণম্ ॥

ব্রণশোথ পাকিলে বেদনার উপশম, শোথ অল্প লোহিত, অনুন্নত, মাংসশৈথিল্যহেতু বলীর উৎপত্তি, মুহুর্মুহুঃ সূচীবেধবৎ যাতনা ও কণ্ডূ, জরাদি উপদ্রবের শান্তি, অঙ্গুলিপীড়নে অথবা স্বরূপতই শোথের নিম্নতা, ত্বকের কিঞ্চিৎ বিদীর্ণতা ও ক্ষুধার উদয় এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং শোথটী অঙ্গুলিদ্বারা চাপিলে বস্তিতে (চর্ম্মপুটে) জলসঞ্চারের

স্থায় হয়, তদ্রূপ একদিক্ পীড়িত হইলে অন্তর্গত পূয় অন্যদিক্ পীড়ন করে।

নর্ত্তেঽনিলাদ্ রুঙ্ ন বিনা চ পিত্তং
পাকঃ কফঞ্চাপি বিনা ন পূয়ঃ।
তস্মাদ্ধি সর্ব্বে পরিপাককালে
পচন্তি শোথাস্ত্রিভিরেব দোষৈঃ॥
পচন্তি পাকং প্রাপ্নুবন্তি।

বায়ু ব্যতীত বেদনা, পিত্ত ব্যতীত পাক এবং কফ ব্যতীত পূয়োৎপত্তি হয় না। অতএব পরিণামকালে শোথসকল তিন দোষের দ্বারাই পাকিয়া থাকে।

কক্ষং সমাশ্রিত্য যথৈব বহ্নি-
র্বায়ীরিতঃ সংদহতি প্রসহ্য।
তথৈব পূয়ো হ্যবিনিঃসৃতো হি
মাংসং শিরাঃ স্নায়ুমপীহ খাদেৎ॥
কক্ষং তৃণবনম্।

অগ্নি যেরূপ তৃণরাশিকে প্রাপ্ত ও বায়ুতাড়িত হইয়া ক্রমশঃ সমুদায় তৃণ দগ্ধ করে, সেইরূপ পূয়ও নিঃসৃত না হইলে ক্রমশঃ মাংস, শিরা ও স্নায়ুকে নষ্ট করিয়া ফেলে।

আমং বিদহ্যমানঞ্চ সম্যক্ পক্কঞ্চ যো ভিষক্।
জানীয়াৎ স ভবেদ্ বৈদ্যঃ শেষাস্তস্করবৃত্তয়ঃ॥

যিনি শোথের আম, পচ্যমান ও পক্ক লক্ষণ জানেন, তিনিই প্রকৃত চিকিৎসক, অন্যে তস্করবৃত্তি জানিবে।

যশ্ছিনত্ত্যামমজ্ঞানাদ্ যো বা পক্কমুপেক্ষতে।
শ্বপচাবিবমন্তব্যৌ তাবনিশ্চিত কারিণৌ।

যে চিকিৎসক অজ্ঞানতাহেতু অপক্ক শোথে শস্ত্রপ্রয়োগ করে, অথবা যে পক্কশোথকে উপেক্ষা করে, সেই অনিশ্চিতকর্ম্মা চিকিৎসকেরা চণ্ডাল সদৃশ পাপাত্মা জানিবে।

ব্রণশোথস্য চিকিৎসা।

আদৌ বিম্লাপনং কুর্য্যাদ্ দ্বিতীয়মবসেচনম্।
তৃতীয়মুপনাহন্তু চতুর্থীং পাটনক্রিয়াম্॥
পঞ্চমং শোধনঞ্চাপি ষষ্ঠং বৈ রোপণং তথা।
এতে ক্রমা ব্রণস্যোক্তা সপ্তমো বৈকৃতাপহঃ॥
বিম্লাপয়তীতি বিম্লাপনং কর্ত্তব্যানট্। এতেন লঙ্ঘনস্বেদপ্রলেপাদীনাং গ্রহণম্।

ব্রণশোথে নিম্নলিখিত ৭ টী ক্রিয়া উক্ত আছে। যথা, প্রথম বিম্লাপন (লঙ্ঘন, স্বেদ ও প্রলেপ প্রভৃতি), দ্বিতীয় সেচন, তৃতীয় উপনাহ, চতুর্থ পাটন, পঞ্চম শোধন, ষষ্ঠ রোপণ ও সপ্তম বিকৃতি দূরীকরণ।

ব্রণে শ্বয়থুরায়াসাৎ স চ রাগশ্চ জাগরাৎ।
তৌ চ রুক্ চ দিবাস্বপ্নাৎ তাশ্চ মৃত্যুশ্চ মৈথুনাৎ॥

পরিশ্রম করিলে ব্রণে শোথ উৎপন্ন হয়, রাত্রিজাগরণে শোথ ও রক্তিমা, দিবানিদ্রায় শোথ, রক্তিমা ও বেদনা এবং মৈথুনে শোথ রক্তিমা, বেদনা ও মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে।

ধুস্তূরমূলং সলবণমুষ্ণং ব্রণস্থিত্যারম্ভে।
দত্তং লেপান্নিয়তং ব্রণশোথং হরতি বহুদৃষ্টম্॥

ব্রণশোথের প্রথমাবস্থায় সৈন্ধবলবণের সহিত ধুতূরার মূল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

কল্কঃ কাঞ্জিক সংপিষ্টঃ স্নিগ্ধ শাখোটকত্বচঃ।
সুপর্ণ ইব নাগানাং বাতশোথবিনাশনঃ॥

শেওড়ামূলের কাঁচা ছাল কাঁজির সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে বাতিক ব্রণশোথের শান্তি হয়।

দূর্ব্বা চ নলমূলঞ্চ মধুকং চন্দনং তথা।
শীতলাশ্চ গণাঃ সর্ব্বে প্রলেপঃ পিত্তশোথহা॥

দূর্ব্বা, নলমূল, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন এবং শীতল দ্রব্যগণ, ইহাদের প্রলেপে পিত্তশোথের শান্তি হয়।

ন্যগ্রোধোড়ুম্বরাশ্বত্থপ্লক্ষবেতসবল্কলৈঃ।
সসর্পিষ্কৈঃ প্রলেপঃ স্যাচ্ছোথনির্ব্বাপণঃ পরঃ॥

বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেত ইহাদের ছাল ঘৃতের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণশোথের উপশম হয়।

আগন্তৌ শোণিতোত্থে চ এষ এব ক্রিয়াক্রমঃ॥

রক্তজ ও আগন্তুক শোথে পিত্ত শোথের ন্যায় প্রলেপাদি ব্যবস্থেয়।

অশ্বগন্ধা তথা রাস্না বৃশ্চিকালী মহৌষধম্।
ধুস্তূরমূলমিত্যেষাং প্রলেপঃ শ্লেষ্মশোথহা॥

অশ্বগন্ধা, রাস্না, বিছাটীমূল, শুঁঠ ও ধুতুরামূল এই সমুদায় একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে শ্লৈষ্মিক ব্রণশোথের শান্তি হয়।

ন রাত্রৌ লেপনং দদ্যাদ্ দত্তঞ্চ পতিতং তথা।
ন চ পর্য্যুষিতং শুষ্যমাণং নৈবাবধারয়েৎ।
শুষ্যমাণমুপেক্ষেত প্রদেহং পীড়নং প্রতি।
ন চাপি মুখমালিম্পেৎ তেন দোষঃ প্রসিচ্যতে॥

রাত্রিতে প্রলেপ দেওয়া নিষিদ্ধ, তদ্রূপ প্রদত্ত প্রলেপ পতিত হইলে পুনর্ব্বার তদ্দ্বারা প্রলেপ দেওয়া অকর্ত্তব্য এবং প্রলেপ শুষ্ক হইলে ইহা আর ধারণীয় নহে। পূয়াদি নিঃসারণার্থ যে প্রলেপ দেওয়া যায়, তাহা শুষ্ক হইলেও ধারণ করিয়া থাকা উচিত। ব্রণের মুখ পরিত্যাগ করিয়া অপর সর্ব্বাংশ প্রলেপ্য, কারণ মুখভাগ প্রলিপ্ত থাকিলে তদ্দ্বারা পূয়াদি নির্গত হইতে পারে না।

বেদনোপশমার্থায় তথা পাকশমায় চ।
অচিরোৎপতিতে শোথে শোণিতস্রাবণং হিতম্।
একতশ্চ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা রক্তমোক্ষণমেকতঃ।
রক্তং হি বেদনামূলং তচ্চেন্নাস্তি ন চাস্তি রুক্॥

বেদনাশান্তি ও পাকনিবারণার্থ অচিরোত্থিত শোথে জলৌকাদি দ্বারা রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য। অপর সমস্ত ক্রিয়া একদিকে এবং একমাত্র রক্তমোক্ষণ একদিকে। রক্তই বেদনার জনক, যদি তাহাই নিঃসারিত হইল, তাহা হইলে আর কেন বেদনা থাকিবে?

স চেদেবমুপক্রান্তঃ শোথো ন প্রশমং ব্রজেৎ।
তস্যোপনাহৈঃ পক্কস্য পাটনং হিতমুচ্যতে॥

এইরূপ চিকিৎসাদ্বারা যদি শোথের শান্তি না হয়, তাহা হইলে উষ্ণ পাচন প্রলেপ দ্বারা পাকাইয়া শস্ত্রক্রিয়া করিবে।

শণমূলকশিগ্রূণাং ফলানি তিলসর্ষপাঃ।
অতসী শক্তবশ্চৈবাপ্যুষ্ণদ্রব্যঞ্চ পাচনম্॥
অন্যচ্চোষ্ণং দ্রব্যং যবগোধূম ধান্যাদিকং ব্রণশোথস্য পাচনং ভবতি।

শণবীজ, মূলার বীজ, সজিনাবীজ, তিল ও সর্ষপ ইহাদের চূর্ণ শোথপাচক। এইরূপ যব, গোধূম ও ধান্যাদি উষ্ণদ্রব্য দ্বারাও ব্রণশোথ পাকিয়া থাকে।

তৈলেন সর্পিষা বাপি তাভ্যাং বা শক্তুপিণ্ডিকা।
সুখোষ্ণঃ শোথপাকার্থমুপনাহঃ প্রশস্যতে॥

তিলতৈল বা গব্য ঘৃতের সহিত, অথবা উভয়ের সহিত যবাদির শক্তু অল্প উষ্ণ করিয়া পাকার্থে প্রলেপ দিবে।

সতিলা সাতসীবীজা দধ্যম্লা শক্তুপিণ্ডিকা।
সকিণ্বকুষ্ঠলবণা শস্তা স্যাদুপনাহনে॥

তিল, মসিনা, সুরাবীজ, কুড়, সৈন্ধব লবণ ও ছাতু এই সমুদায় দ্রব্য দধির সহিত বাঁটিয়া অল্প উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে শোথ পাকিয়া উঠে।

রোগে ব্যধনসাধ্যে তু যথাদেশং প্রমাণতঃ।
শস্ত্রং বিদায় মতিমান্ স্রাবয়েৎ কুশলো ভিষক্॥

শস্ত্রসাধ্য ব্রণশোথে উপযুক্ত প্রদেশে এবং উপযুক্ত গম্ভীরতায় শস্ত্র প্রয়োগ করিয়া দোষ স্রাবিত করিবে।

বালবৃদ্ধাসহক্ষীণভীরূণাং যোষিতামপি।
ব্রণেষু-মর্ম্মজাতেষু ভেদনদ্রব্যলেপনম্‌॥

বালক, বৃদ্ধ, শস্ত্রাঘাতাসহিষ্ণু, ক্ষীণদেহ, ভীরু ও স্ত্রীলোক ইহাদের এবং মর্ম্মজাত ব্রণশোথে শস্ত্রপ্রয়োগ না করিয়া ভেদন দ্রব্য লেপন করিবে।

চিরবিল্বোঽগ্নিকো দন্তী চিত্রকো হয়মারকঃ।
কপোতকঙ্ক গৃধ্রাণাং পুরীষাণি চ দারণম্‌।
ক্ষারদ্রব্যাণি বা যানি ক্ষারো বা দারণঃ স্মৃতঃ॥

করঞ্জ, ভেলা, দন্তী, চিতা ও করবী এবং পায়রা, কঙ্কপক্ষী ও শকুনির মল শোথবিদারক জানিবে। এইরূপ আপাঙ্গ প্রভৃতির ক্ষার এবং যবক্ষারাদিও দারণ দ্রব্য।

হস্তিদন্তো জলে পিষ্টো বিন্দুমাত্রঃ প্রলেপিতঃ।
অত্যন্ত কঠিনে শোথে গোদন্তো ভেদনঃ পরঃ॥

হস্তীর দন্ত অথবা গোরুর দন্ত জলে পেষণ করিয়া তাহার বিন্দুমাত্র প্রলেপ দিলে অত্যন্ত কঠিন শোথও বিদীর্ণ হয়।

দ্রব্যাণাং পিচ্ছিলানান্তু ত্বঙ্‌মূলানি প্রপীড়নম্‌।
যবগোধূম মাষাণাং চূর্ণানি চ সমাসতঃ॥

পিচ্ছিল দ্রব্যের ত্বক্‌ ও মূল এবং যব, গোধূম ও মাষকলাই ইহাদের চূর্ণ পীড়ন দ্রব্য জানিবে, অর্থাৎ ইহাদের প্রলেপে শোথ সঙ্কুচিত হওয়াতে পূয়াদি নিঃসৃত হয়।

ব্রণস্য তু বিশুদ্ধস্য ক্বাথঃ শুদ্ধিকরঃ পরঃ।
পটোলনিম্বপত্রোত্থঃ সর্ব্বত্রৈব প্রযুজ্যতে॥

ব্রণ হইতে পূয়াদি নিঃসৃত হইলে বিশেষ বিশেষ ক্বাথ দ্বারা ব্রণ প্রক্ষালন কর্ত্তব্য। এতদ্‌বিষয়ে পটোলপত্র ও নিমপত্রের ক্বাথ সর্ব্বত্রই প্রশস্ত।

বাতিকে দশমূলানাং ক্ষীরিণাং পৈত্তিকে ব্রণে।
আরগ্বধাদেঃ কফজে কষায়ঃ শোধনে হিতঃ॥

বাতিক ব্রণশোথে দশমূলের, পৈত্তিকে বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষগণের এবং শ্লৈষ্মিকে সোঁদাল প্রভৃতি আরগ্বধাদিগণের ক্বাথ শোধনার্থ প্রযোজ্য।

তিলসৈন্ধবযষ্ট্যাহ্ব ত্রিবৃদ্‌ নিম্বনিশাযুগৈঃ।
সুপিষ্টৈর্ঘৃতসম্মিশ্রৈঃ প্রলেপো ব্রণশোধনঃ॥

কৃষ্ণতিল, সৈন্ধবলবণ, যষ্টিমধু, তেউড়ী-মূল, নিমপত্র, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এই সমুদায় উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত প্রলেপ দিলে ব্রণ বিশুদ্ধ হয়।

একং বা শারিবামূলং সর্ব্বব্রণবিশোধনম্‌॥

কেবল অনন্তমূলের ক্বাথ দ্বারা প্রক্ষালন করিলে ব্রণ বিশুদ্ধ হয়।

অপেত পূতিমাংসানাং মাংসস্থানামরোহতাম্‌।
কল্কঃ সংরোপণঃ কার্য্যস্তিলজো মধুসংযুতঃ॥

পচামাংস সকল অপগত হইয়া ব্রণ যখন কেবল মাংসস্থ থাকে, কিন্তু পূয়াদি শুষ্ক হয় না, তখন সংরোপণ প্রলেপ দিবে। কৃষ্ণতিল বাঁটিয়া মধুসংযুক্ত করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে ক্ষতপূয়াদি শুষ্ক হয়।

অশ্বগন্ধা রুহা লোধ্রং কট্‌ফলং মধুযষ্টিকা।
সমঙ্গা ধাতকীপুষ্পং পরমং ব্রণরোপণম্‌॥

অশ্বগন্ধা, কট্‌কী, লোধ, কট্‌ফল, যষ্টিমধু, লজ্জালুলতা ও ধাইফুল এই সমুদায়ের প্রলেপ উত্তম ক্ষত নিবারক।

মনঃশিলা সমঞ্জিষ্ঠা সলাক্ষা রজনীদ্বয়ম্‌।
প্রলেপঃ সঘৃতক্ষৌদ্রস্ত্বচঃ সাবর্ণ্যকৃৎ পরঃ॥

মনছাল, মঞ্জিষ্ঠা, লাক্ষা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এই সমুদায় ঘৃত ও মধুর সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণস্থান স্বাভাবিক পূর্ব্ববর্ণ প্রাপ্ত হয়।

ত্রিফলা গুগ্‌গুলুশ্চৈব সপ্তাঙ্গাখ্যশ্চ গুগ্‌গুলুঃ।
তৈলং জাত্যাদিকং নাম ব্রণরাক্ষসসংজ্ঞকম্॥
তৈলং ঘৃতঞ্চ গৌরাদ্যং বিড়ঙ্গারিষ্ট এব চ।
ভেষজান্যেবমাদীনি প্রয়োজ্যানি ব্রণে সদা॥

ব্রণশোথে ত্রিফলা গুগ্‌গুলু, সপ্তাঙ্গ গুগ্‌গুলু, জাত্যাদিক তৈল, ব্রণরাক্ষস তৈল, গৌরাদ্য তৈল, গৌরাদ্য ঘৃত ও বিড়ঙ্গারিষ্ট এই সমুদায় ঔষধ প্রয়োজ্য।

জীর্ণশাল্যোদনং স্নিগ্ধং জীবন্তী চ পুনর্নবা।
পটোলং মুদ্গযূষশ্চ হিতান্যেতানি সন্ততম্॥
অম্লং দধি চ শাকঞ্চ মাংসমানূপমৌদকম্।
ক্ষীরং গুরূণি চান্নানি ব্রণে চ পরিবর্জ্জয়েৎ।

সঘৃত পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, জীবন্তী ও পুনর্নবা শাক, পটোল ও মুগের যূষ এই সকল ব্রণশোথে পথ্য। অম্ল, দধি, শাক, আনূপ ও জলচর জীবের মাংস, দুগ্ধ ও গুরু অন্ন অহিতকর।

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শারীরব্রণাধিকারঃ।

দ্বিধা ব্রণঃ পরিজ্ঞেয়ো দোষজাগন্তুভেদতঃ।
দোষজো দুষ্টদোষৈঃ স্যাদন্যঃ শস্ত্রাদিসম্ভবঃ।
ক্ষতমীর্ম্মমরুশ্চাপি তৎপর্য্যায়া উদীরিতাঃ॥

ব্রণ দুই প্রকার। প্রথম দোষজ এবং দ্বিতীয় আগন্তুক। প্রথম প্রকার ব্রণ বিকৃত দোষ হইতে এবং দ্বিতীয় প্রকার ব্রণ শস্ত্রাদির আঘাত হইতে উৎপন্ন হয়। দোষজ ব্রণকে শারীরব্রণও বলাযায়। ক্ষত, ঈর্ম্ম ও অরুঃ এইগুলি ব্রণের পর্য্যায়।

তত্র বাতিকস্য লক্ষণম্।

স্তব্ধঃ কঠিনসংস্পর্শো মন্দস্রাবো মহারুজঃ।
তুদ্যতে স্ফুরতি শ্যাবো ব্রণো মারুতসম্ভবঃ॥
স্তব্ধঃ অচলঃ।

বাতিক ব্রণ অচল, কঠিনস্পর্শ, অল্পস্রাব যুক্ত, অত্যন্ত বেদনাক্রান্ত, শ্যাববর্ণ এবং তোদ ও স্ফুরণযুক্ত হইয়া থাকে।

পৈত্তিকস্য লক্ষণম্।

তৃষ্ণা মোহ জ্বর ক্লেদ দাহ দুঃখাবদারণৈঃ।
ব্রণং পিত্তকৃতং বিদ্যাৎ স্রাবৈর্গন্ধৈশ্চ পূতিকৈঃ॥
ক্লেদ আর্দ্রতা। দুঃখং ব্যথারূপম্। অবদারণং ব্রণে বিদারণবৎ পীড়া।

পৈত্তিক ব্রণে দাহ, বেদনা, বিদারণবৎ পীড়া, ক্লিন্নতা, দৌর্গন্ধ্য, পূতিস্রাব নির্গম এবং পিপাসা, মূর্চ্ছা ও জ্বর এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

শ্লৈষ্মিকস্য লক্ষণম্।

বহুপিচ্ছো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ স্তিমিতো মন্দবেদনঃ।
পাণ্ডুবর্ণোঽল্পসংক্লেদশ্চিরপাকী কফব্রণঃ॥
বহুপিচ্ছঃ বহুপিচ্ছিলঃ। অল্পসংক্লেদ ঈষদার্দ্রঃ।

শ্লৈষ্মিক ব্রণ অতিশয় পিচ্ছিল, ভারাক্রান্ত, চিক্কণ, আর্দ্রবস্ত্রাবৃতবৎ অনুভূত, অল্প বেদনাযুক্ত, পাণ্ডুবর্ণ, ঈষৎ আর্দ্র এবং দীর্ঘকালে পাকশীল হয়।

রৌধিরস্য দ্বন্দ্বজস্য সান্নিপাতিকস্য চ লক্ষণম্।

রক্তো রক্তস্রুতী রক্তাদ্ দ্বিত্রিজঃ স্যাৎ তদন্বয়ঃ।
তদন্বয়ঃ দ্বিত্রিদোষলিঙ্গসম্বন্ধঃ।

রক্তজ ব্রণ রক্তবর্ণ এবং রক্তস্রাবশীল হয়। উল্লিখিত কোন দুইটা দোষের লক্ষণ দৃষ্টে ব্রণকে তদ্দোষদ্বয়জাত এবং দোষত্রয়ের লক্ষণ দৃষ্টে উহাকে ত্রিদোষজ বলিয়া স্থির করিবে।

শুদ্ধব্রণস্য লক্ষণম্‌।

জিহ্বাতলাভোঽতিমৃদুঃ শ্লক্ষ্ণঃ স্নিগ্ধোঽল্পবেদনঃ।
সুব্যবস্থো নিরাস্রাবঃ শুদ্ধব্রণ ইতি স্মৃতঃ॥

জিহ্বাতলাভঃ তলশব্দোঽত্র স্বরূপার্থঃ। তেন জিহ্বাবদ্রক্তঃ সুব্যবস্থঃ উচ্ছূনতারহিতঃ।

ব্রণ জিহ্বার ন্যায় রক্তবর্ণ, সুকোমল, অবন্ধুর, স্নিগ্ধ, যৎসামান্য বেদনাযুক্ত, স্ফীতি-রহিত এবং স্রাবশূন্য হইলে তাহার সম্যক্‌ শোধন অর্থাৎ পূয়রসাদির নিঃসরণ হইয়াছে জানিবে।

দুষ্টব্রণস্য লক্ষণম্‌।

পূতিপূয়াতিদুষ্টাসৃক্‌স্রাব্যুৎসঙ্গী চিরস্থিতিঃ।
দুষ্টব্রণোঽতিগন্ধাদিঃ শুদ্ধলিঙ্গবিপর্য্যয়ঃ॥

উৎসঙ্গী কোটরবান্‌। অতিগন্ধাদিঃ আদি-শব্দেন স্রাববেদনা বিবর্ত্তাদয়ঃ সংগৃহ্যন্তে।

যে ব্রণ হইতে দুর্গন্ধ পূয় ও দূষিত রক্ত নির্গত হয়, যাহা কোটরবিশিষ্ট হয়, যাহা দীর্ঘকাল থাকে, যাহার স্রাব, গন্ধ ও বৈবর্ণ্য অত্যধিক হয় এবং যাহাতে উল্লিখিত শুদ্ধব্রণের বিপরীত লক্ষণ উদিত হয়, তাহাকে দুষ্ট ব্রণ বলিয়া জানিবে।

সংরোহদ্‌ব্রণস্য লক্ষণম্‌।

**কপোতবর্ণপ্রতিমা যস্যান্তাঃ ক্লেদবর্জ্জিতাঃ।
স্থিরাশ্চ পিড়কাবন্তো রোহতীতি তমাদিশেৎ॥**

কপোতবর্ণপ্রতিমাঃ পাণ্ডুধূসরাঃ। **স্থিরাঃ** বিদীর্ণতারহিতাঃ। পিড়কাবন্তঃ সংরোহণার্থাঃ যে মাংসাঙ্কুরাস্তদ্যুক্তাঃ।

ব্রণের চারিদিক্‌ পাণ্ডু ও ধূসরবর্ণ হইলে, ক্লেদনির্গমরোধ হইলে, বিদীর্ণতা না থাকিলে এবং অভিনব মাংসাঙ্কুর সকল উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইলে উহা সংরোহণ অর্থাৎ আরোগ্যোন্মুখ হইতেছে জানিবে।

সংরূঢ়ব্রণস্য লক্ষণম্‌।

রূঢ়বর্ত্মানমগ্রন্থিমশূনমরুজং ব্রণম্‌।
ত্বক্‌সবর্ণং সমতলং সম্যগ্‌রূঢ়ং বিনির্দ্দিশেৎ॥

রূঢ়বর্ত্মানং সংরূঢ়স্রাবমার্গম্‌। সমতলমনিম্নম্‌।

ব্রণের স্রাবমার্গ সকল পূরিয়া শূল ও বেদনার শান্তি হইলে, উহাতে গ্রন্থি না থাকিলে, সমতলতা হইলে এবং ত্বকের সমান বর্ণ উৎপন্ন হইলে, ব্রণ সংরূঢ় হইয়াছে জানিবে।

সুখসাধ্যত্বাদিকমাহ।

ত্বঙ্‌মাংসজঃ সুখে দেশে তরুণস্যানুপদ্রবঃ।
ধীমতোঽভিনবঃ কালে সুখে সাধ্যঃ সুখং ব্রণঃ॥

সুখে দেশে মর্ম্মরহিতে। অনুপদ্রবঃ জ্বরতৃষ্ণা-শ্বাসকাসারোচকাদিরহিতঃ। ধীমতঃ পথ্যসেবিনঃ। সুখে কালে হেমন্তে শিশিরে চ।

যুবা ও পথ্যসেবী ব্যক্তির হেমন্ত অথবা শীত ঋতুতে মর্ম্মরহিত অঙ্গে, ত্বক্‌ অথবা মাংসে উৎপন্ন, জ্বরাদি উপদ্রব রহিত, অচিরজাত ব্রণ সুখসাধ্য।

**গুণৈরন্যতরৈর্হীনস্ততঃ কৃচ্ছ্রো ব্রণঃ স্মৃতঃ।
সর্ব্বৈর্বিহীনো বিজ্ঞেয়স্ত্বসাধ্যো নিরুপক্রমঃ॥**

এভিস্ত্বঙ্মাংসজত্বাদিভিঃ । নিরুপক্রমঃ চিরমুপেক্ষিতঃ । নিরুপক্রম ইত্যত্র ভূর্য্যুপদ্রবঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

সুখসাধ্যতার যে সকল লক্ষণ লিখিত হইল, তাহার কোন কোনটীর অভাব হইলে ব্রণ কষ্টসাধ্য হয় । আর যদি সমুদায় গুণগুলির অভাব হয় অর্থাৎ ব্রণ যদি ত্বক্ ও মাংসভিন্ন অন্য গভীর ধাতুকে আশ্রয় করে, মর্ম্মস্থানে ও গ্রীষ্ম বর্ষাদি ঋতুতে উৎপন্ন হয়, যদি তাহা দীর্ঘকাল উপেক্ষিত হইয়া থাকে এবং রোগী যদি বৃদ্ধ ও কুপথ্যসেবী হয়, তাহা হইলে উহা অসাধ্য জানিবে ।

বসাং মেদোঽথ মজ্জানং মস্তুলুঙ্গঞ্চ যঃ স্রবেৎ ।
আগন্তুজো ব্রণঃ সিধ্যেন্ন সিধ্যেদ্দোষসম্ভবঃ ॥
মস্তুলুঙ্গং মস্তকাভ্যন্তরস্নেহঃ ।

যে ব্রণ হইতে বসা, মেদঃ, মজ্জা অথবা মস্তিষ্ক (মাথার ঘৃত) নিঃস্রুত হয় এবং তাহা যদি আগন্তুক ব্রণ না হয়, তাহা হইলে উহা প্রাণনাশক হইয়া থাকে । ঐ সকল লক্ষণযুক্ত আগন্তুজ ব্রণ প্রশমিত হইতে পারে ।

কুষ্ঠিনাং বিষজুষ্টানাং শোষিণাং মধুমেহিনাম্ ।
ব্রণাঃ কৃচ্ছ্রেণ সিধ্যন্তি যেষাঞ্চাপি ব্রণে ব্রণাঃ ॥

কুষ্ঠরোগী, বিষপীড়িত, ক্ষয়রোগ মধুমেহ রোগীর ব্রণ এবং ব্রণোপরিজাত ব্রণ কষ্টসাধ্য ।

ব্রণস্যারিষ্টলক্ষণমাহ ।

মদ্যাগুর্ব্বাজ্য সুমনঃ পদ্ম চন্দন চম্পকৈঃ ।
সগন্ধা দিব্যগন্ধাশ্চ মুমূর্ষূণাং ব্রণাঃ স্মৃতাঃ ॥
সুমনাঃ জাতী । দিব্যগন্ধাঃ পারিজাতাদিগন্ধাঃ । সগন্ধাঃ সমানগন্ধাঃ ।

ব্রণ হইতে মদ্য, অগুরু, ঘৃত, জাতীপুষ্প, পদ্ম, চন্দন অথবা চম্পকপুষ্পের গন্ধ কিংবা পারিজাতাদির গন্ধ নির্গত হইলে উহা অচিরে জীবননাশক হইয়া থাকে ।

যে চ মর্ম্মস্ব সম্ভূতা ভবন্ত্যত্যর্থবেদনাঃ ॥

মর্ম্মোৎপন্ন এবং অতীববেদনাযুক্ত ব্রণও অসাধ্য জানিবে ।

দহ্যন্তে চান্তরত্যর্থং বহিঃ শীতাশ্চ যে ব্রণাঃ ।
দহ্যন্তে বহিরত্যর্থং ভবন্ত্যন্তশ্চ শীতলাঃ ॥

যে ব্রণের অভ্যন্তরে অত্যন্ত দাহ অথবা বহির্ভাগে শীতলতা অথবা বহির্দ্দেশে অত্যন্ত দাহ অথচ অন্তর্ভাগে শীতলতা বিদ্যমান, তাহাও অসাধ্য হইয়া থাকে ।

প্রাণমাংসক্ষয়শ্বাসকাসারোচকপীড়িতাঃ ।
প্রবৃদ্ধপূয়রুধিরা ব্রণা যে চাপি মর্ম্মসু ॥

বলমাংসক্ষয়, শ্বাস, কাস ও অরুচি এই সকল উপদ্রবযুক্ত, অত্যধিক পূয়রক্তবিশিষ্ট এবং মর্ম্মজাত ব্রণ অসাধ্য ।

ক্রিয়াভিঃ সম্যগারব্ধা ন সিধ্যন্তি চ যে ব্রণাঃ ।
বর্জ্জয়েদপি তান্ বৈদ্যঃ সংরক্ষন্নাত্মনো যশঃ ॥

ক্রিয়াসকলের সম্যক্‌রূপ অনুষ্ঠান হইলেও যে ব্রণের উপশম না হয়, তাহাও অসাধ্য জানিবে ।

ব্রণস্য চিকিৎসা ।

ব্রণেষু নিখিলেষ্বাদৌ কোষ্ণসর্পির্নিষেচনম্ ।
বিধেয়ং সততং বৈদ্যৈস্তেন রুক্ পরিশাম্যতি ॥

ব্রণরোগে প্রথমতঃ সর্ব্বদা উষ্ণ গব্য ঘৃত লেপন কর্ত্তব্য । ইহাতে বেদনার শান্তি হয় ।

ক্ষালনং নিম্বতং কার্য্যং দ্বিঃ পঞ্চক্ষীরিবারিণা ।
ত্রিফলায়াঃ কষায়েণ পিচুমর্দ্দাম্বুনাপি বা ॥

প্রত্যহ দুইবার পঞ্চক্ষীরী বৃক্ষের, ত্রিফলার অথবা নিমপত্রের ক্বাথে ব্রণ প্রক্ষালন কর্ত্তব্য।

মৃদঙ্গারজচূর্ণেন কার্য্যঞ্চাপ্যবচূর্ণনম্।
ভস্মনা যবজেনাপি তিলাতস্যোরথাপি বা॥

পাথুরিয়া কয়লার গুঁড়া, যবভস্ম, তিল-ভস্ম, অথবা মসিনা ভস্মদ্বারা ক্ষত ব্যাপ্ত করিলে উহার শান্তি হয়।

সর্পিষা পরিদগ্ধেন তৈলেন তিলজেন বা।
ব্রণং সংলেপয়েন্নিত্যং স তেনাশু প্রশাম্যতি॥

দগ্ধ ঘৃত বা দগ্ধ তৈলের দ্বারা সর্ব্বদা ক্ষতলিপ্ত করিয়া রাখিলে শীঘ্র উহার উপশম হয়।

ব্রণং নানাবৃতং রক্ষেৎ কদাচিদপি বুদ্ধিমান্।
বাহ্যানিলসমাযোগাদ্বিকৃতির্ভূয়সী ভবেৎ॥

ক্ষত কদাচ অনাবৃত রাখিবে না, কারণ বাহ্যবায়ুর সংযোগে তাহার বহুতর বিকৃতি হইতে পারে।

যথা কীটপতঙ্গাদ্যৈর্ব্যাহতং ন ভবেদরুঃ।
প্রাপ্নুয়ান্নাভিঘাতঞ্চ সাবধানস্তথা ভবেৎ॥

ক্ষত যাহাতে কীট পতঙ্গাদি দ্বারা ব্যাহত এবং আঘাতপ্রাপ্ত না হয়, তদ্বিষয়ে সাবধান হইবে।

শারিবাদিগণক্বাথঃ সসর্পিষ্কো ব্রণপ্রণুৎ॥

ঘৃতের সহিত শারিবাদিগণের ক্বাথ পান করিলে ব্রণরোগের শান্তি হয়।

অভয়াং ত্রিবৃতাং শুণ্ঠীমেলাদ্বন্দ্বং নিশাযুগম্।
স্বর্ণপত্রাঞ্চ শ্যামাঞ্চ শারিবাং দারু নীলিনীম্।
নাগকেশরমৈন্দ্রীঞ্চ বিড়ঙ্গং গজপিপ্পলীম্।
ক্বাথয়িত্বা পিবেত্তোয়মীর্ষ্মী লবণসংযুতম্॥
ঈর্ম্মী ব্রণরোগী।

হরীতকী, তেউড়ীমূল, শুঁঠ, ছোট এলাইচ, বড়এলাইচ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সোনামুখী, শ্যামালতা, অনন্তমূল, দেবদারু, নীলমূল, নাগেশ্বর, রাখালসসার মূল, বিড়ঙ্গ ও গজপিপুল ইহাদের ক্বাথে সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ব্রণের শান্তি হয়।

ব্রণহরো রসঃ।

রসং গন্ধং বিষং বহ্নিং লৌহমভ্রং সমং সমম্।
সপ্তধা পার্থতোয়েন কাঞ্চনারাম্ভসা ত্রিধা॥
ভাবয়িত্বা বটীঃ কুর্য্যাদ্রক্তিকাপ্রমিতা ভিষক্।
রসো ব্রণহরো নাম ব্রণান্ সর্ব্বান্ হরেদসৌ॥

পারদ, গন্ধক, বিষ, চিতামূল, লৌহ ও অভ্র প্রত্যেক সমানভাগ। অর্জ্জুনছালের ক্বাথে ৭ বার এবং কাঞ্চনছালের ক্বাথে ৩ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। যথাযোগ্য অনুপানের সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার ব্রণের শান্তি হয়।

শোথে যান্যন্নপানানি ভেষজানি হিতানি চ।
তানি সর্ব্বাণি কুর্ব্বীয়াদ্ব্রণে স্যুঃ শর্ম্মণে সদা॥
শোথে শোথব্রণে সংযুক্তব্রণে।

ব্রণশোথে যে সকল অন্ন, পানীয় ও ঔষধ হিতকর, ব্রণরোগেও তৎসমস্ত হিতকর জানিবে।

সদ্যোব্রণাধিকারঃ।

আগন্তুজব্রণস্য নিদানম্।

নানাধারামুখৈঃ শস্ত্রৈর্নানাস্থাননিপাতিতৈঃ।
ভবন্তি নানাকৃতয়ো ব্রণাস্তাংস্তান্ নিবোধ মে॥

নানা ধারামুখানি যেষাং তৈঃ শস্ত্রৈঃ অর্দ্ধচন্দ্র-খড়্গ-ভল্ল-কুন্ত-শূল-শরাদিভিঃ। স্থানবিশেষেঽপি শস্ত্রনিপাততুল্যত্বেন আকৃতিবিশেষে হেতুরিত্যাহ উক্তং নানাস্থাননিপাতিতৈরিতি। নানাকৃতয়ঃ বহ্বাকৃতয়ঃ। আগন্তুজ ব্রণঃ সদ্যোব্রণ ইতি নাম্না চ উচ্যতে।

নানাপ্রকার ধারামুখবিশিষ্ট শস্ত্র নানা অঙ্গে নিপাতিত হইলে নানা আকৃতিবিশিষ্ট ব্রণ উৎপন্ন হয়। এইরূপ ব্রণকে আগন্তুজ ব্রণ বা সদ্যোব্রণ বলা যায়।

তস্যাকৃতয়ঃ।

ছিন্নং ভিন্নং তথা বিদ্ধং ক্ষতং পিচ্চিতমেব চ।
ঘৃষ্টমাহুস্তথা ষষ্ঠং তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্॥

ছিন্ন, ভিন্ন, বিদ্ধ, ক্ষত, পিচ্চিত ও ঘৃষ্ট ভেদে এই ছয় প্রকার সদ্যোব্রণ হইয়া থাকে। বিশেষ আকৃতিবিশিষ্ট প্রত্যেক ব্রণের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

ছিন্নস্য লক্ষণম্।

তির্য্যক্‌ছিন্নমৃজুর্ব্বাপি যো ব্রণস্ত্বায়তো ভবেৎ।
গাত্রস্য পাতনং তদ্ধি ছিন্নমিত্যভিধীয়তে॥

যো ব্রণঃ তির্য্যক্‌ছিন্নঃ খড়্গাদিকৃত তির্য্যক্‌চ্ছেদকৃতঃ। ঋজুর্ব্বাপি অথবা খড়্গাদিকৃতঃ অবক্রো ব্রণঃ। আয়তো দীর্ঘঃ। আয়ত ইতি তির্য্যক্‌ছিন্নস্য ঋজোশ্চ বিশেষণম্। গাত্রস্য পাতনং গাত্রস্যৈকদেশস্য ছেদেন পৃথক্‌করণং বা ছিন্নমিত্যভিধীয়তে।

খড়্গাদি দ্বারা তির্য্যক্‌ভাবে কৃত, আয়ত ব্রণ, খড়্গাদিকৃত অবক্র আয়ত ব্রণ অথবা ছেদদ্বারা গাত্রের একদেশের পৃথক্‌করণ এই সমুদায় ছিন্নশব্দে অভিহিত হয়।

ভিন্নস্য লক্ষণম্।

শক্তি কুন্তেষু খড়্গাগ্র বিষাণৈরাশয়ো হতঃ।
যৎ কিঞ্চিৎ প্রস্রবেৎ তদ্ধি ভিন্নমিত্যভিধীয়তে॥

শক্তিকুন্তেষু খড়্গাগ্রেত্যত্র শক্তি হস্তেষু খড়্গাগ্রেত্যাদি পাঠান্তরম্ [illegible] কোষ্ঠঃ। কুন্তঃ অস্ত্রভেদঃ।

শক্তি, কুন্ত, বাণ, খড়্গাগ্র বা শৃঙ্গদ্বারা কোষ্ঠ আহত হইয়া স্রাব নিঃসৃত করিলে তাহাকে ভিন্ন বলাযায়। কোষ্ঠ কি কি? তাহা লিখিত হইতেছে।

স্থানান্যামাগ্নিপক্বানাং মূত্রস্য রুধিরস্য চ।
হৃদুণ্ডুকঃ ফুসফুসশ্চ কোষ্ঠ ইত্যভিধীয়তে॥

আমাশয়, গ্রহণী, পক্বাশয়, বস্তি, রক্তাশয়, হৃদয়, উণ্ডুক ও ফুস্‌ফুস্ এইগুলি কোষ্ঠ নামে অভিহিত।

তস্মিন্ ভিন্নে রক্তপূর্ণে জ্বরো দাহশ্চ জায়তে।
মূত্রমার্গগুদাস্যেভ্যো রক্তং ঘ্রাণাচ্চ গচ্ছতি॥
মূর্চ্ছা শ্বাসস্তৃষাধ্মানমভক্তচ্ছন্দ এব চ।
বিণ্মূত্রবাতসঙ্গশ্চ স্বেদস্রাবোঽক্ষিরক্ততা॥
লোহগন্ধিত্বমাস্যস্য গাত্রদৌর্গন্ধ্যমেব চ।
হৃদি শূলং পার্শ্বয়োশ্চ বিশেষশ্চাভিধীয়তে॥

তস্মিন্ কোষ্ঠে। ভিন্নে শক্ত্যাদিভিঃ। রক্তপূর্ণে কোষ্ঠে। তস্মাদঙ্গাচ্ছিন্নাৎ স্রুতেন রক্তেন পূর্ণে বা জ্বরাদয়ো জায়ন্তে।

কোষ্ঠ শক্ত্যাদি দ্বারা ভিন্ন হইয়া তন্নিঃসৃত রক্তদ্বারা পরিপূর্ণ হইলে, জ্বর, দাহ, মূর্চ্ছা, শ্বাস, তৃষ্ণা, আধ্মান, অরুচি, মলরোধ, মূত্ররোধ, অধোবায়ুর অপ্রবর্ত্তন, অত্যন্ত স্বেদনির্গম, চক্ষের আরক্ততা, মুখদিয়া রক্তগন্ধনির্গম, গাত্রদৌর্গন্ধ এবং হৃদয় ও পার্শ্বদ্বয়ে শূল এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ঊর্দ্ধকোষ্ঠ ভিন্ন হইলে মুখ ও নাসিকা দিয়া এবং অধঃকোষ্ঠ ভিন্ন হইলে লিঙ্গ ও গুহ্য দিয়া রক্ত নির্গম হয়।

আমাশয়ে পক্বাশয়ে চ রক্তপূর্ণে লক্ষণভেদমাহ।

আমাশয়স্থে রুধিরে রুধিরং ছর্দ্দয়ত্যপি।
আধ্মানমতিমাত্রঞ্চ শূলঞ্চ ভৃশদারুণম্॥

পক্বাশয়গতে রক্তে রুজা গৌরবমেব চ।
অধঃকায়ে বিশেষেণ শীততা চ ভবেদিহ॥

রুজা শূলম্। গৌরবং পক্বাশয়ে। অধ কায়ে নাভেরধোদেশে বিশেষেণ গৌরবমিত্যন্বয়ঃ। শীততা চ ভবেদিহ ইহ নাভেরধোদেশে শীততা চ স্যাৎ। সা চ ব্যাধিস্বভাবাৎ।

আমাশয় রক্তপূর্ণ হইলে রক্তবমন, অতিশয় আধ্মান ও অতিদারুণ শূল উপস্থিত হয়। পক্বাশয় রক্তপূর্ণ হইলে শূল, গুরুতা এবং নাভির অধোদেশে শীতলতা অনুভূত হইয়া থাকে।

বিদ্ধস্য লক্ষণম্।

সূক্ষ্মাস্যশল্যাভিহতং যদঙ্গং ত্বাশয়ং বিনা।
উত্তুণ্ডিতং নির্গতং বা তদ্বিদ্ধমিতি নির্দ্দিশেৎ॥

আশয়ং বিনা কোষ্ঠং বিনা। উত্তুণ্ডিতম্ অনির্গতশল্যম্। নির্গতং বা নির্গতশল্যং বা।

কোষ্ঠ ব্যতিরেকে অন্য অঙ্গ, সূক্ষ্মমুখ-বিশিষ্ট শল্যদ্বারা অভিহত হইয়া ঐ শল্য নির্গত হউক বা না হউক, তাহা হইলে ঐরূপ অভিহত হওয়াকে বিদ্ধ হওয়া বলে। কোষ্ঠ ঐরূপ অভিহত হইলে বিদ্ধ না বলিয়া ভিন্ন বলা যায়।

সশল্যস্য ব্রণস্য লক্ষণম্।

শ্যাবং সশোথং পিড়কাচিতঞ্চ
মুহুর্মুহুঃ শোণিতবাহনঞ্চ।
মৃদূদ্গতং বুদ্বুদতুল্যমাংসং
ব্রণং সশল্যং সরুজং বদন্তি॥

মুহুর্মুহুঃ শোণিতবাহনমিতি যদা যদা শল্যং চলতি তদা তদা রুধিরং বহতি। উদ্গতম্ উত্থিতমুখম্।

যে ব্রণ শ্যাববর্ণ, শোথবিশিষ্ট, পিড়কা-ব্যাপ্ত, মৃদু, উত্থিত মুখযুক্ত, বুদ্বুদতুল্য মাংসবিশিষ্ট, অত্যন্ত বেদনাযুক্ত এবং যাহা হইতে মুহুর্মুহুঃ শোণিত নির্গত হয়, তাহার মধ্যে শল্য আছে জানিবে।

কোষ্ঠস্থিতস্য শল্যস্য লক্ষণম্।

ত্বচোঽতীত্য শিরাদীনি ভিত্বাঙ্গং পরিহৃত্য বা।
কোষ্ঠে প্রতিষ্ঠিতং শল্যং কুর্য্যাদুক্তানুপদ্রবান্॥

ত্বচঃ সপ্তাপি অতিক্রম্য। উক্তানুপদ্রবান্ প্রনষ্টশল্যবিজ্ঞানীয়োক্তান্ আটোপানাহাদীন্।

কোষ্ঠস্থ শল্য সপ্তত্বক্ অতিক্রম করিয়া শিরাদি ভেদ করিয়া এবং অঙ্গ পরিহার করিয়া আটোপ ও আনাহ প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত করে।

অসাধ্যকোষ্ঠভেদস্য লক্ষণম্।

কোষ্ঠান্তর্লোহিতং পাণ্ডুশীতপাদকরাননম্।
শীতোচ্ছ্বাসং রক্তনেত্রমানদ্ধঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥

কোষ্ঠান্তর্লোহিতং কোষ্ঠনিবদ্ধশোণিতম্। আনদ্ধমানাহবন্তম্।

কোষ্ঠস্থ রক্ত নির্গত না হইয়া উহাতে বদ্ধ থাকিলে এবং ঐ ব্যক্তির হস্ত, পদ ও মুখ শীতল হইলে, নেত্র রক্তবর্ণ এবং আনাহ উপস্থিত হইলে মৃত্যু অনিবার্য্য জানিবে।

ক্ষতস্য লক্ষণম্।

নাতিচ্ছিন্নং নাতিভিন্নমুভয়োর্লক্ষণান্বিতম্।
বিষমং ব্রণমঙ্গে যৎ তৎ ক্ষতং পরিকীর্ত্তিতম্॥

নাতিচ্ছিন্নং নাতিদীর্ঘঘাতম্। নাতিভিন্নং নাতিগম্ভীরঘাতম্। উভয়োশ্ছিন্নভিন্নয়োঃ। বিষমং ব্রণমঙ্গে যৎ যদ্ব্রণমঙ্গবৈষম্যকরম্।

যে ব্রণ অতিশয় ছিন্নলক্ষণযুক্ত বা অতিশয় ছিন্নলক্ষণযুক্ত নহে, অথচ যাহাতে ছিন্ন ও ভিন্ন এই উভয়েরই আংশিক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে এবং যাহা অঙ্গের বৈষম্য উৎপাদন করে, তাহাকে ক্ষত বলা যায়।

পিচ্চিতস্য লক্ষণম্।

প্রহারপীড়নাভ্যান্তু যদঙ্গং পৃথুতাং গতম্।
সাস্থি তৎ পিচ্চিতং বিদ্যাদ্‌মজ্জরক্তপরিপ্লুতম্॥

প্রহারো মুদ্গরাদিনা। পীড়নং কপাটাদিনা। পৃথুতাং চিপিটতাম্।

মুদ্গরাদি দ্বারা প্রহার অথবা কপাটাদি দ্বারা পীড়নহেতু অস্থি সহিত অঙ্গ চেপ্টাইয়া গেলে তাহাকে পিচ্চিত বলা যায়। ইহা ব্রণভাব প্রাপ্ত হইলে মজ্জা ও রক্তনিঃস্রুত হইয়া থাকে।

ঘৃষ্টস্য লক্ষণম্।

ঘর্ষণাদভিঘাতাদ্ বা যদঙ্গং বিগতত্বচম্।
উষ্মস্রাবান্বিতং তত্তু ঘৃষ্টমিত্যভিধীয়তে॥

ঘর্ষণাৎ কর্কশেষ্টকাপাষাণবস্ত্রাদিভিঃ। বিগতত্বচং বিগতা ত্বক্ যস্মাৎ।

কর্কশ ইষ্টক, প্রস্তর বা বস্ত্রাদি দ্বারা ঘর্ষণ অথবা অভিঘাত দ্বারা অঙ্গের ত্বক্ উঠিয়া গেলে এবং উষ্মাযুক্ত এবং স্রাব-নির্গমশীল হইলে তাহাকে ঘৃষ্ট বলা যায়।

মাংসশিরাস্নায়ুসন্ধ্যস্থিমর্ম্মক্ষতানাং লক্ষণম্।

ভ্রমঃ প্রলাপঃ পতনং প্রমোহো
বিচেষ্টনং গ্লানিরথোষ্ণতা চ।
স্রস্তাঙ্গতা মূর্চ্ছনমূর্দ্ধবাত-
স্তীব্রা রুজো বাতকৃতাশ্চ তাস্তাঃ।
মাংসোদকাভং রুধিরঞ্চ গচ্ছেৎ
সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থোপরমস্তথৈব চ।
দশার্দ্ধসংখ্যেষ্বথ বিক্ষতেষু
সামান্যতো মর্ম্মসু লিঙ্গমুক্তম্।

পতনং ভূমৌ। বিচেষ্টনং বিরুদ্ধং চেষ্টনং হস্তপাদাদি প্রক্ষেপণাদিকম্। মূর্চ্ছনমিন্দ্রিয়মোহঃ। প্রমোহো মনোমাত্রমোহঃ। তীব্রা রুজো বাতকৃতাশ্চ তাস্তাঃ দণ্ডাপতানকাদয়ঃ। রুধিরঞ্চ গচ্ছেৎ মেহন-ভগ-গুদাস্য ঘ্রাণেভ্যঃ স্রবেৎ। সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থোপরমঃ ইন্দ্রিয়াণাং কার্য্যনাশঃ। দশার্দ্ধসংখ্যেষু পঞ্চসু মাংসাদিমর্ম্মসু।

মাংস, শিরা, সন্ধি ও অস্থি এই পঞ্চ শরীরাবয়বের মর্ম্ম ক্ষত হইলে ভ্রম, প্রলাপ, পতন, মোহ, হস্তপাদাদির আক্ষেপ, গ্লানি সন্তাপ, অঙ্গশৈথিল্য, ইন্দ্রিয়মোহ, বায়ুর ঊর্দ্ধগতি, দণ্ডাপতানকাদি বাতপীড়া, মুখ-নাসাদি হইতে মাংসজল সদৃশ শোণিতনির্গম এবং ইন্দ্রিয়সকলের কার্য্যনাশ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

অমর্ম্মশিরাদীনাং বৃদ্ধানাং পৃথগ্-লক্ষণমাহ।

সুরেন্দ্রগোপপ্রতিমং প্রভূতং
রক্তং স্রবেৎ তৎক্ষতজশ্চ বায়ুঃ।
করোতি রোগান্ বিবিধান্ যথোক্তান্
শিরাসু বিদ্ধাস্বথবা ক্ষতাসু।

সুরেন্দ্রগোপঃ লোহিতবর্ণঃ কীটবিশেষঃ। রোগান্ শিরোঽভিতাপাদীন্। বিদ্ধাসু শরাদিনা। ক্ষতাসু খড়্গাদিনা।

মর্ম্মরহিত শিরাদেশ বিদ্ধ বা ক্ষত হইলে ইন্দ্রগোপকীটসদৃশ লোহিতবর্ণ প্রভূত রক্ত

নিঃসৃতত্বম্ এবং ক্ষতপ্রভব বায়ু শিরঃপীড়াদি বিবিধ রোগ উৎপাদন করে।

কৌব্জ্যং শরীরাবয়বাবসাদঃ
ক্রিয়াস্বশক্তিস্তুমুলা রুজশ্চ।
চিরাদ্‌ব্রণো রোহতি যস্য চাপি
তং স্নায়ুবিদ্ধং পুরুষং ব্যবস্যেৎ॥

কৌব্জ্যং বিদ্ধস্থানস্য বক্রতা। তুমুলা মহতী।

মর্ম্মরহিত স্নায়ুপ্রদেশ বিদ্ধ হইলে বিদ্ধ অঙ্গের বক্রতা, অঙ্গের অবসন্নতা, দৈহিক ক্রিয়া করণে অসামর্থ্য, অত্যধিক বেদনা এবং দীর্ঘকালে ব্রণরোহণ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

শোথাতিবৃদ্ধিস্তুমুলা রুজশ্চ
বলক্ষয়ঃ সর্ব্বত এব শোথঃ।
ক্ষতেষু সন্ধিষ্বচলাচলেষু
স্যাৎ সন্ধিকর্ম্মোপরমশ্চ লিঙ্গম্।

সর্ব্বত এব শোথঃ সর্ব্বসন্ধীন্ ব্যাপ্য শোথঃ। উপরমো নাশঃ।

মর্ম্মশূন্য অচল বা চলসন্ধি ক্ষত হইলে প্রবল শোথ, ঘোর বেদনা, বলক্ষয়, সর্ব্বসন্ধি ব্যাপিয়া শোথ এবং সন্ধিকার্য্যের নাশ এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হইয়া থাকে।

ঘোরা রুজো যস্য নিশাদিনেষু
সর্ব্বাস্ববস্থাসু ন চৈতি শান্তিম্।
ভিষগ্‌বিপশ্চিদ্ বিদিতার্থসূত্র-
স্তমস্থিবিদ্ধং পুরুষং ব্যবস্যেৎ॥

সর্ব্বাস্ববস্থাসু শয়নাসনাদিকাসু। বিদিতার্থসূত্রঃ জ্ঞাতশল্যতন্ত্রঃ।

অমর্ম্ম অস্থিদেশ বিদ্ধ হইলে দিনরাত্রি ঘোর বেদনা এবং শয়নোপবেশনাদি সকল অবস্থাতেই অসুখ হইয়া থাকে।

যথাস্বমেতানি বিভাবয়েচ্চ
লিঙ্গানি মর্ম্মস্বভিতাড়িতেষু।

অমর্ম্মশিরাদিবিদ্ধলক্ষণানি পৃথগভিধায় মর্ম্মবিদ্ধলক্ষণানি আহ যথাস্বমেতানীত্যাদি। যথাস্বং শিরাদীনাং বিদ্ধানাম্ এতানি লিঙ্গানি পৃথগুক্তানি লিঙ্গানি চকারাৎ ভ্রমপ্রলাপাদীনি চ। অভিতাড়িতেষু বিদ্ধেষু।

শিরাদির মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে এই পৃথগুক্ত লক্ষণ সকলের সহিত ভ্রমপ্রলাপাদি সামান্য লক্ষণ সকল উদিত হইয়া থাকে।

সর্ব্বব্রণানামুপদ্রবানাহ।

বিসর্পঃ পক্ষাঘাতশ্চ শিরাস্তম্ভোঽপতানকঃ।
মোহোন্মাদৌ ব্রণে পীড়া জ্বরস্তৃষ্ণা হনুগ্রহঃ॥
কাসশ্ছর্দ্দিরতীসারো হিক্কাশ্বাসঃ সবেপথুঃ।
ষোড়শোপদ্রবাঃ প্রোক্তা ব্রণানাং ব্রণচিন্তকৈঃ॥

বিসর্প, পক্ষাঘাত, শিরাস্তম্ভ, অপতানক, মোহ, উন্মাদ, ব্রণে অত্যন্ত বেদনা, জ্বর, পিপাসা, হনুস্তম্ভ, কাস, বমি, অতীসার, হিক্কা, শ্বাস ও কম্প এই ষোলটি ব্রণের উপদ্রব।

অথাগ্নিদগ্ধস্য নিদানমাহ।

তত্রাগ্নির্দ্বিবিধো জ্ঞেয়ঃ স্নেহরুক্ষসমাশ্রিতঃ।
স্নেহস্তত্র তু তৈলাদি রুক্ষং লৌহাদি কথ্যতে॥

অগ্নি দুই প্রকার। যথা, স্নেহাশ্রিত ও রুক্ষসমাশ্রিত। তৈলাদি স্নেহপদার্থ এবং লৌহাদি রুক্ষ পদার্থ বলিয়া কথিত হয়।

অগ্নিদগ্ধং চতুর্দ্ধা স্যাৎ প্লুষ্টং দুর্দগ্ধমেব চ।
সম্যগ্দগ্ধং তথাতিতীব্রদগ্ধঞ্চ পরিকীর্ত্তিতম্॥

অগ্নিদগ্ধ ব্রণ চারিপ্রকার। যথা, প্লুষ্ট, দুর্দগ্ধ, সম্যক্‌দগ্ধ ও তীব্রদগ্ধ। তাহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

যদ্বিবর্ণমতিপ্লুষ্টং তৎ প্লুষ্টমভিধীয়তে।
তীব্রদাহব্যথাবন্তো যত্র স্ফোটা ভবন্তি হি॥
চিরেণ তে প্রশাম্যন্তি তদ্দুর্দগ্ধমুদাহৃতম্॥
তাম্রবর্ণমগম্ভীরং দাহপীড়াসমন্বিতম্।
সুসংস্থিতঞ্চ কথিতং সম্যগ্দগ্ধং ভিষগ্বরৈঃ॥
ত্বঙ্মাংসং যত্র দগ্ধং স্যাদ্বিশ্লেষো বপুষস্তথা।
শিরাস্নাযুস্থিসন্ধীনাং তং বদন্ত্যতিদগ্ধকম্॥

বিবর্ণতা ও ফোস্কা হইলে তাহাকে প্লুষ্ট দাহ বলাযায়। যে দাহে অতিশয় দাহ ও বেদনাযুক্ত স্ফোটক সকল উত্থিত হইয়া দীর্ঘকালে পাক প্রাপ্ত হয়, তাহাকে দুর্দ্দগ্ধ বলে। যে দাহের ব্রণ তাম্রবর্ণ, অগম্ভীর, দাহপীড়াযুক্ত ও সুসংস্থিত তাহাকে সম্যক্দগ্ধ বলে। যে দাহে ত্বক্ ও মাংস দগ্ধ হইয়া যায় এবং শিরা, স্নায়ু, অস্থি ও সন্ধির বিশ্লেষ হয়, তাহাকে অতিদগ্ধ বলা যায়।

সদ্যোব্রণস্য চিকিৎসা।

স্রবত্যস্রং ব্রণে বাসস্তোয়সিক্তং প্রয়োজয়েৎ।
তেনাস্ররোধো ভবতি বেদনা চ প্রশাম্যতি॥

কোন স্থান সদ্যঃক্ষত হইয়া তাহা হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে উহাতে জলসিক্ত বস্ত্রখণ্ড যোজনা করিয়া রাখিবে। ইহাতে রক্তস্রাব রোধ ও বেদনার শান্তি হয়।

অপামার্গস্য সংসিক্তং পত্রোত্থেন রসেন তু।
সদ্যোব্রণেষু রক্তঞ্চ প্রবৃত্তং পরিতিষ্ঠতি॥

কোনস্থান কাটিয়া গিয়া রক্তস্রাব হইতে থাকিলে তাহাতে আপাঙ্গ পত্রের রস দিবে। ইহাতে রক্তস্রাব রোধ হয়।

শ্বেতৈরণ্ডস্য নির্য্যাসঃ শোণিতস্রুতিরোধকৃৎ।
বেদনায়াঃ প্রশমনো ব্রণদোষহরস্তথা॥

শ্বেত ভেরেণ্ডার আটা ফেনাইয়া ক্ষতে দিলে রক্তস্রাব রোধ, বেদনার শান্তি ও ব্রণদোষ নিবারণ হয়।

শুনো জিহ্বাকৃতশ্চূর্ণঃ সদ্যঃক্ষতবিরোহণঃ॥

কুক্কুরের জিহ্বা চূর্ণ করিয়া ক্ষতে লাগাইলে উহার শান্তি হয়।

ইতি সাপ্তাহিকঃ কার্য্যঃ সদ্যোব্রণহিতো বিধিঃ।
সপ্তাহাৎ পরতঃ কুর্য্যাচ্ছারীরব্রণবৎ ক্রিয়াঃ॥

সপ্তাহ পর্য্যন্ত এইরূপ সদ্যোব্রণের চিকিৎসা করিয়া পশ্চাৎ শারীরব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

পিত্তবিদ্রধিবীসর্পশমনং লেপনাদিকম্।
অগ্নিদগ্ধব্রণে সম্যক্ প্রযুঞ্জীত চিকিৎসকঃ॥

পিত্তবিদ্রধি ও পিত্তবিসর্পের শান্তিকারক প্রলেপাদি অগ্নিদগ্ধ ক্ষতে প্রয়োগ করিবে।

নারিকেলভবং তৈলং চূর্ণোদকসমন্বিতম্।
প্রলেপকং শময়েদ্দাহং বহ্নিদগ্ধব্রণস্য হি॥

নারিকেলতৈল ও চুণের জল একত্র ফেণাইয়া অগ্নিদগ্ধ অঙ্গে লাগাইলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবারণ হয়।

মহিষ্যা নবনীতেন ক্ষীরেণ পেষয়েৎ তিলান্।
তেন লেপেন দগ্ধাঙ্গং সদাহং সুখমশ্নুতে॥

মাহিষ নবনীত ও দুগ্ধের সহিত তিল পেষণ করিয়া লেপন করিলে দগ্ধাঙ্গের দাহ নিবারণ হয়।

মঞ্জিষ্ঠাদ্যং তথা তৈলং পাটলীতৈলমেব চ।
তথা জীরঘৃতং যোজ্যমগ্নিদগ্ধ প্রশান্তয়ে।

অগ্নিদাহজন্য ব্রণের শান্তি নিমিত্ত মঞ্জিষ্ঠাদ্য তৈল, পাটলীতৈল ও জীরক ঘৃত প্রয়োগ করিবে।

শারীরব্রণবচ্চাত্র ক্রিয়াঃ কার্য্যা ভিষগ্বরৈঃ॥

অগ্নিদগ্ধ ব্রণে শোথাবস্থায় শারীর ব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

নাড়ীব্রণাধিকারঃ।

যঃ শোথমামমিতি পক্কমুপেক্ষতেঽজ্ঞো।
যো বা ব্রণং প্রচুর পূয়মসাধুবৃত্তঃ।
অভ্যন্তরং প্রবিশতি প্রবিদার্য্য তস্য
স্থানানি পূর্ব্ববিহিতানি ততঃ সপূয়ঃ।
তস্যাতিমাত্রগমনাদ্ গতিরিষ্যতে তু
নাড়ীব যদ্বহতি তেন মতা তু নাড়ী॥

যে অজ্ঞ অহিতাচারী ব্যক্তি পক্ক শোথকে অপক্ক ভাবিয়া উপেক্ষা করে অথবা প্রচুর পূয়যুক্ত ব্রণের পীড়নাদি না করে, তাহা হইলে তাহার ব্রণের পূয় স্বকীয় স্থানকে অতিক্রম করিয়া বিদারণপূর্ব্বক ক্রমশঃ অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। উহার অতিমাত্র গমনহেতু ঐরূপ ব্রণকে গতিশব্দে এবং নাড়ীর (লতাদি নালের) ন্যায় বহনহেতু নাড়ীশব্দে উল্লেখ করা যায়। গতি বা নাড়ীব্রণের বাঙ্গালা নাম নালীঘা।

দোষৈস্ত্রিভির্ভবতি সা পৃথগেকশশ্চ
সম্মূর্চ্ছিতৈরপি চ শল্যনিমিত্ততোঽন্যা॥

নাড়ীব্রণ বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও শল্যনিমিত্তক এই পাঁচ প্রকার হইয়া থাকে।

বাতজায়া নাড্যা লক্ষণম্।

তত্রানিলাৎ পরুষসূক্ষ্মমুখী সশূলা
ফেনানুবিদ্ধমধিকং স্রবতি ক্ষপাসু॥

বায়ুজন্য নাড়ীব্রণ কর্কশ, সূক্ষ্মমুখবিশিষ্ট ও শূলাক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহা সফেন স্রাব নিঃসৃত করে, দিবস অপেক্ষা রাত্রিতে অধিক স্রাব নির্গত হইয়া থাকে।

পিত্তজায়া লক্ষণম্।

পিত্তাৎ তৃষা জ্বরকরী পরিদাহযুক্তা
পীতং স্রবত্যধিকমুষ্ণমহঃসু চাপি॥

পৈত্তিক, নাড়ীব্রণে তৃষ্ণা, জ্বর ও দাহ বর্ত্তমান থাকে। ইহাতে পীতবর্ণ উষ্ণ স্রাব নির্গত হয় এবং দিবাভাগেই অধিক হইয়া থাকে।

জ্ঞেয়া কফাদ্ বহুঘনার্জ্জুন পিচ্ছস্রাবা
স্তব্ধা সকণ্ডুরুকজা রজনীপ্রবৃদ্ধা॥
অর্জ্জুনঃ শ্বেতঃ।

কফজন্য নাড়ীব্রণে কণ্ডু, বেদনা ও স্তব্ধতা থাকে। ইহাতে বহুপরিমাণে ঘন, শ্বেতবর্ণ ও পিচ্ছিল স্রাব নির্গত হয়। এই নাড়ীব্রণ রাত্রিতে অধিক কষ্টপ্রদ হইয়া থাকে।

ত্রিদোষজায়া লক্ষণম্।

দাহজ্বর শ্বসন মূর্চ্ছন বক্ত্রশোষা
যস্যাং ভবন্ত্যভিহিতানি চ লক্ষণানি।
তামাদিশেৎ পবনপিত্তকফ প্রকোপাদ্
ঘোরামসূক্ষয় করীমিব কালরাত্রিম্॥

ত্রিদোষজ নাড়ীব্রণে দাহ, জ্বর, শ্বাস, মূর্চ্ছা, মুখশোষ এবং বাতজাদি ত্রিবিধ নাড়ীব্রণের লক্ষণ সমস্ত উপস্থিত হয়। ইহা প্রাণনাশক ব্যাধি।

দোষদ্বয়াভিহিত লক্ষণদর্শনেন
তিস্রো গতীর্ব্যতিকরপ্রভবাস্ত বিদ্যাৎ॥

দুই দোষের লক্ষণ দর্শনে বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক ও পিত্তশ্লৈষ্মিক এই তিন প্রকার দ্বন্দ্বজ নাড়ীব্রণও নির্ণয় করা যায়।

শল্যনিমিত্তায়া লক্ষণম্।

নষ্টং কথঞ্চিদনুমার্গ মুদীরিতেষু
স্থানেষু শল্যমচিরেণ গতিং করোতি।
সা ফেনিলং মথিতমচ্ছমসৃগ্বিমিশ্র-
মুষ্ণং করোতি সহসা সরুজঞ্চ নিত্যম্॥

নষ্টমদৃষ্টম্। মার্গমনু মার্গং লক্ষীকৃত্য। অণুমার্গমিতি পাঠে অণুঃ সূক্ষ্মো মার্গো যস্য তৎ শল্যম্। উদীরিতেষু ত্বগাদিষু। মথিতমুন্মথিতবৎ।

শল্য অদৃষ্ট হইলে যথাযথ পথে ত্বক প্রভৃতিতে নাড়ীব্রণ উৎপাদন করে, এবং ঐ নাড়ীব্রণ উন্মথিতবৎ ফেনযুক্ত, স্বচ্ছ, সরক্ত ও উষ্ণ স্রাব, বেদনার সহিত নির্গত করে।

নাড়ী ত্রিদোষপ্রভবা ন সিধ্যে-
চ্ছেষাশ্চ তিস্রঃ খলু যত্নসাধ্যাঃ।

সান্নিপাতিক নাড়ীব্রণ অসাধ্য। অপর তিনপ্রকারও যত্নসাধ্য জানিবে।

নাড়ীব্রণস্য চিকিৎসা।

নাড়ীনাং গতিমন্বিষ্য শস্ত্রেণাপাট্য কর্ম্মবৎ।
সর্ব্বব্রণক্রমং কুর্য্যাচ্ছোধনাদি যথাবিধি॥

নাড়ীব্রণের গতি অন্বেষণ করিয়া শস্ত্রদ্বারা পাটিত করিয়া শোধনাদি ব্রণবিহিত কার্য্য করিবে।

শ্বেতৈরণ্ডস্য নির্য্যাসঃ খদিরেণ সমাযুতঃ।
হন্তি নাড়ীব্রণান্ সর্ব্বান্ মৃগান্ মৃগপতির্যথা॥

শ্বেত এরণ্ডের নির্য্যাস ও খদির একত্র মর্দ্দিত করিয়া নালীক্ষতে লাগাইলে উহার শান্তি হয়।

আস্ফোতাক্ষীরসংযোগো নাড়ীং নাশয়তি ধ্রুবম্॥

হাপরমালীর আটা লাগাইলে নালীঘার শান্তি হয়।

বিড়ঙ্গত্রিফলাকৃষ্ণাচূর্ণং লীঢ়ং সমাক্ষিকম্।
হন্তি কুষ্ঠং ক্রিমীন্ মেহ নাড়ীব্রণ ভগন্দরান্।

বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও পিঁপুল ইহাদের সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত লেপন করিলে কুষ্ঠ, ক্রিমি, মেহ, নাড়ীব্রণ ও ভগন্দর পীড়ার শান্তি হয়।

কৃশদুর্ব্বলভীরূণাং গতির্মর্ম্মাশ্রিতা চ যা।
ক্ষারসূত্রেণ তাং ছিন্দ্যান্ন শস্ত্রেণ কদাচন॥

কৃশ, দুর্ব্বল ও ভয়শীল ব্যক্তির এবং মর্ম্মোৎপন্ন নাড়ীব্রণে শস্ত্রপ্রয়োগ না করিয়া ক্ষারসূত্র দ্বারা উহা ছেদন করা কর্ত্তব্য।

স্বর্জ্জিকাদ্যং কুম্ভিকাদ্যং তৈলং ভল্লাতকাদ্যকম্।
সপ্তাঙ্গগুগ্গুলুশ্চৈব নাড়ীব্রণনিসূদনম্॥

নাড়ীব্রণে স্বর্জ্জিকাদ্য, কুম্ভিকাদ্য ও ভল্লাতকাদ্য তৈল এবং সপ্তাঙ্গ গুগ্গুলু প্রভৃতি ঔষধ বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে।

যদ্বায়োরানুলোম্যায় যচ্চাগ্নিবলবৃদ্ধয়ে।
যচ্চাস্রশুদ্ধ্যৈ তৎ পথ্যমতোঽন্যচ্চাত্র গর্হিতম্॥

যাহার দ্বারা বায়ুর আনুলোম্য, অগ্নির দীপ্তি, বলবৃদ্ধি ও রক্তের শোধন হয়, তাহা এই পীড়ায় পথ্য। ইহার বিপরীত বর্জ্জনীয়।

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

উপদংশাধিকারঃ।

উপদংশস্য নিদানম্।

হস্তাভিঘাতান্নখদন্তপাতা-
দধাবনাদত্যুপসেবনাদ্ বা।
যোনিপ্রদোষাচ্চ ভবন্তি শিশ্নে
পঞ্চোপদংশা বিবিধোপচারৈঃ॥

হস্ত, নখ বা দন্তদ্বারা আঘাত, শিশ্নের অপ্রক্ষালন, অধিক মৈথুন, দুষ্টযোনিতে রতিক্রিয়া এবং ক্ষারজল বা উষ্ণজল দ্বারা

প্রক্ষালন প্রভৃতি বিবিধ অহিতক্রিয়া দ্বারা লিঙ্গে উপদংশাখ্য রোগ জন্মে। উপদংশ পাঁচ প্রকার। প্রত্যেকের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

বাতিকস্যোপদংশস্য লক্ষণম্ ।

সতোদভেদস্ফুরণৈঃ সকৃষ্ণৈঃ
স্ফোটৈর্ব্যবস্যেৎ পবনোপদংশম্ ॥

বাতিকোপদংশে স্ফোটক সকল কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং সূচীবেধবৎ ও বিদারণবৎ যাতনা ও স্ফুরণ থাকে।

পৈত্তিকস্য রক্তজস্য চ লক্ষণম্ ।

পীতৈর্বহুক্লেদযুতৈঃ সদাহৈঃ
পিত্তে রক্তাৎ পিশিতাবভাসৈঃ ।

পৈত্তিক উপদংশে স্ফোটক সকল পীতবর্ণ, বহু ক্লেদবিশিষ্ট ও দাহযুক্ত হয়। রক্তজ উপদংশের স্ফোটক সকল মাংসের ন্যায় তাম্রবর্ণ হয়।

শ্লৈষ্মিকস্য লক্ষণম্ ।

সকণ্ডুরৈঃ শোথযুতৈর্মহদ্ভিঃ
শুক্লৈর্ঘনস্রাবযুতৈঃ কফে।

শ্লৈষ্মিক উপদংশের শোথ সকল অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার, শুক্লবর্ণ, শ্লেষ্মযুক্ত ও কণ্ডুবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদের স্রাব গাঢ়।

ত্রিদোষজস্য লক্ষণম্ ।

নানাবিধস্রাবরুজোপপন্ন-
মসাধ্যমাহুস্ত্রিমলোপদংশম্ ॥

বাতিকাদিদোষত্রয়জাত উপদংশের লক্ষণে লিখিত প্রত্যেকরূপ স্রাব ও বেদনা সমস্তই যাহাতে বর্ত্তমান থাকে, তাহাকে সান্নিপাতিক উপদংশ কহে। ইহা অসাধ্য।

বিশীর্ণমাংসং ক্রিমিভিঃ প্রজগ্ধং
মুষ্কাবশেষং পরিবর্জ্জয়েচ্চ ॥

ক্রিমিসমূহ দ্বারা ভক্ষিত, গলিত মাংস এবং মেহনধ্বংসহেতু মুষ্কমাত্রাবশিষ্ট উপদংশ অসাধ্য।

সঞ্জাতমাত্রং ন করোতি মূঢ়ঃ
ক্রিয়াং নরো যো বিষয়ে প্রসক্তঃ ।
কালেন শোথক্রিমিদাহপাকৈ-
র্বিশীর্ণশিশ্নো ম্রিয়তে স তেন ॥

যে মূঢ়ব্যক্তি উপদংশরোগ উৎপন্ন হইবামাত্র চিকিৎসা না করায়, অথচ ব্যবায়ে প্রবৃত্ত থাকে, তাহার উপদংশে ক্রমে শোথ, দাহ ও পাক উপস্থিত এবং ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া ও সমস্ত লিঙ্গ ক্ষয় পাইয়া মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

লিঙ্গবর্ত্তের্লক্ষণম্ ।

অঙ্কুরৈরিব সংঘাতৈরুপর্য্যুপরি সংস্থিতৈঃ ।
ক্রমেণ জায়তে বর্ত্তিস্তাম্রচূড়শিখোপমা ॥
কোষস্যাভ্যন্তরে সন্ধৌ পর্ব্বসন্ধিগতাপি বা
সবেদনা পিচ্ছিলা চ দুশ্চিকিৎস্যা ত্রিদোষজা।
লিঙ্গবর্ত্তিরিতি খ্যাতা লিঙ্গার্শ ইতি চাপরে ॥
সংঘাতৈর্মাংসপ্রতানৈঃ ।

প্রসঙ্গক্রমে লিঙ্গবর্ত্তির লক্ষণ উক্ত হইতেছে।

কোষাভ্যন্তর সন্ধিতে অথবা লিঙ্গপর্ব্বের সন্ধিতে উপর্য্যুপরি সংস্থিত, অঙ্কুরবৎ দীর্ঘাকার মাংসপ্রতান উৎপন্ন হইয়া ক্রমে কুক্কুটমস্তকস্থ শিখার ন্যায় বর্ত্তি সঞ্জাত হয়। উহা পিচ্ছিল

ও বেদনাবিশিষ্ট হইয়া থাকে। এই পীড়া ত্রিদোষজ ও অতি কষ্টসাধ্য। ইহাকে লিঙ্গ-বর্ত্তি বা লিঙ্গার্শঃ বলা যায়।

সুশ্রুতে ক্বচিৎ স্ত্রীণামপ্যুপদংশঃ পঠ্যতে যথা—

মেঢ্রসন্ধৌ ব্রণাঃ কেচিৎ কেচিৎ সর্ব্বাশ্রয়াস্তথা।
কুলত্থাকৃতয়ঃ কেচিৎ কেচিৎ পদ্মদলোপমাঃ॥
রুক্তো দাহার্ত্তিবহুলাস্তুদ্যতোদসমন্বিতাঃ।
শীঘ্রং কেচিদ্ বিসর্পন্তি শনৈঃ কেচিৎ তথাপরে।
স্ত্রীণাং পুংসাঞ্চ জায়ন্তে উপদংশাঃ সুদারুণাঃ॥

ঔপদংশিক ব্রণ মেঢ্রসন্ধিতে ও মেঢ্রের সর্ব্বত্রই হইতে পারে। ব্রণের আকার কুলত্থকলায় ও পদ্মদলের ন্যায় হইয়া থাকে, ঐ সকলে বেদনা, সূচীবেধবৎ যাতনা ও দাহ বর্ত্তমান থাকে। উহাদের কতকগুলি শীঘ্র এবং কতকগুলি শনৈঃশনৈঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। উপদংশরোগ, স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই হইয়া থাকে। ইহা অতি যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি।

উপদংশস্য চিকিৎসা।

স্নিগ্ধস্বিন্নশরীরস্য ধ্বজমধ্যে শিরাব্যধঃ।
জলৌকঃপাতনং বা স্যাদূর্দ্ধাধঃ শোধনং তথা॥
সদ্যো নির্হৃতদোষস্য রুক্‌শোথাবুপশাম্যতঃ।
পাকো রক্ষ্যঃ প্রযত্নেন শিশ্নক্ষয়করো হি সঃ।

উপদংশরোগে প্রথমতঃ স্নেহপ্রয়োগ ও স্বেদপ্রদান করিয়া লিঙ্গমধ্যস্থ শিরা বিদ্ধ করিবে, জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণও ব্যবস্থেয়। ইহাতে বমন ও বিরেচন দ্বারা দেহশোধন আবশ্যক। এই সকল ক্রিয়ার দ্বারা দোষের শান্তি হওয়াতে বেদনা ও শোথের উপশম হয়। পাকিয়া উঠিলে লিঙ্গের ক্ষয় হইতে পারে, অতএব যাহাতে উহা না পাকে, বিধিমতে তাহার চেষ্টা করিবে।

ত্রিফলায়াঃ কষায়েণ ভৃঙ্গরাজরসেন বা।
ব্রণপ্রক্ষালনং কুর্য্যাদুপদংশপ্রশান্তয়ে॥

ত্রিফলার ক্বাথ অথবা ভীমরাজের রস দ্বারা ঔপদংশিক ক্ষতের প্রক্ষালন কর্ত্তব্য।

ত্রিফলাভস্ম মধুনা প্রলিপ্তং ব্রণহৃৎ পরম্।

ত্রিফলাভস্ম মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে ক্ষত নিবারণ হয়।

রসাঞ্জনং শিরীষেণ পথ্যয়া বা সমন্বিতম্।
সক্ষৌদ্রং বা প্রলেপোঽয়ং সর্ব্বলিঙ্গগদাপহঃ॥

শিরীষছাল অথবা হরীতকী পেষণ করিয়া তাহার সহিত কিঞ্চিৎ রসাঞ্জন মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে ঔপদংশিক ক্ষতেরশান্তি হয়। মধুতে রসাঞ্জন ঘষিয়া লেপন করিলেও উপকার দর্শে।

জয়াজাত্যশ্বমারার্কশম্পাকানাংদলৈঃ পৃথক্।
কৃতং প্রক্ষালনে ক্বাথং মেঢ্রপাকে প্রয়োজয়েৎ।

জয়ন্তী, জাতী, করবীর, আকন্দ বা সোঁদালের পত্রের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা ক্ষত প্রক্ষালন কর্ত্তব্য

ধূপঃ।

বদরার্কমপামার্গস্তথা ব্রাহ্মণযষ্টিকা।
হিঙ্গুলঞ্চ সমং তেষাং ভাগং কৃত্বা চ ধূপনম্।
দোষজং কৰ্ম্মজং হন্যাদুপদংশাদিজং ব্রণম্।

কুলমূলের ছাল, আকন্দমূলের ছাল, আপাঙ্গমূলের ছাল, বামনহাটী ও হিঙ্গুল প্রত্যেক সমান ভাগে লইয়া তাহার ধূপ প্রদানকরিলে উপদংশ প্রভৃতির শান্তি হয়।

ত্বচো দারুহরিদ্রায়াঃ শঙ্খনাভি রসাঞ্জনম্ ।
লাক্ষা গোময়নির্য্যাসস্তৈলং ক্ষৌদ্রং ঘৃতং পয়ঃ ॥
এভিস্তু পিষ্টৈস্তুল্যাংশৈরুপদংশং প্রলেপয়েৎ ।
ব্রণাশ্চ তেন শাম্যন্তি শ্বয়থুর্দ্দাহ এব চ ॥

দারুহরিদ্রার ছাল, শঙ্খনাভি, রসোত, লাক্ষা, গোময়রস, তিলতৈল, গব্যঘৃত ও গোদুগ্ধ এই সমুদায় সমান ভাগে লইয়া পেষণ করিয়া উপদংশে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

রসো ভৈরবনামা চ রসগুগ্গুলুকস্তথা ।
তৈলঙ্গারধূমাখ্যং করঞ্জাদ্যং ঘৃতং গদে ॥
উপদংশাভিধে দেয়ানীত্যাদ্যানি ভিষগ্বরৈঃ ।
চিকিৎসা ব্রণশোথোক্তা কার্য্যা চাত্র বিবিচ্য হি ॥

ভৈরব রস, রসগুগ্গুলু, অগারধূমাদ্য তৈল ও করঞ্জাদ্য ঘৃত ইত্যাদি ঔষধ উপদংশ-রোগে প্রযোজ্য। ইহাতে বিবেচনা করিয়া ব্রণরোগোক্ত চিকিৎসাও কর্ত্তব্য।

অপথ্যং ব্রণরোগে যদ্ যচ্চ পথ্যং প্রকীর্ত্তিতম্ ।
উপদংশে তথা তত্তদ্ বিজ্ঞাতব্যং বিচক্ষণৈঃ ॥

ব্রণরোগে যাহা পথ্য ও যাহা অপথ্য, ইহাতেও সেইরূপ নিয়ম জানিবে।

ঔপসর্গিকোপদংশঃ ।

বহুসঙ্করসেবাভ্যাং সঞ্জাতো জননেন্দ্রিয়ে ।
ব্রণঃ কষ্টতরো ঘোরো নানারোগপ্রকাশকঃ ॥
বিষোপদংশঃ পাপোপদংশ ইত্যেবমীরিতঃ ।
স এব হি বুধৈঃ পূর্ব্বৈঃ কথিতশ্চৌপসর্গিকঃ ॥

বহুমৈথুন ও সঙ্করমৈথুন দ্বারা জননেন্দ্রিয়ে অতি কষ্টপ্রদ ও বহুরোগজনক ব্রণ উৎপন্ন হয়। ইহাকে বিষোপদংশ, পাপোপদংশ ও ঔপসর্গিক উপদংশ বলে।

ব্যাধিঃ সংক্রামতি স্ত্রীতঃ পুংসি তস্মাৎ ততস্তথা ।
অপত্যেষু চ জায়েত কুলজোঽসৌ সুদারুণঃ ॥

এই ব্যাধি স্ত্রী হইতে পুরুষে ও পুরুষ হইতে স্ত্রীতে সংক্রান্ত হইয়া থাকে। পিতামাতার এই পীড়া থাকিলে অপত্যেও উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। অপত্যসংক্রামিত ব্যাধি কুলজ বলিয়া অতি দুশ্চিকিৎস্য।

উপদংশো দ্বিধা প্রোক্তো মুখ্যগৌণপ্রভেদতঃ ।
ইন্দ্রিয়স্থাদিমো দোষো মুখ্যোঽন্যো দৈহিকস্তথা ॥

উপদংশ দুইপ্রকার। মুখ্য ও গৌণ। সঙ্গমান্তে জননেন্দ্রিয়ে যে ব্রণ উৎপন্ন হয়, তাহাকে মুখ্য এবং ভবিষ্যতে যে দৈহিক বিকৃতি উপস্থিত হয়, তাহাকে গৌণ উপদংশ বলে। পিতামাতার দোষে সন্তানে যে ক্ষতাদিরূপ উপদংশ উৎপন্ন হয়, তাহাও গৌণ।

আরভ্য চ ক্রিয়াকালং সপ্তাহত্রয়মধ্যতঃ ।
ব্রণো বিষোপদংশস্য জায়তে জননেন্দ্রিয়ে ॥
ভবেদ্ দীর্ঘতরং কালং যাবত্তং সমতীত্য যঃ ।
তথা কৃচ্ছ্রতরঃ স স্যাদ্ বহুদুঃখপ্রদায়কঃ ॥

সঙ্গমকালেই যে জননেন্দ্রিয়ে ক্ষত প্রকাশ হয়, এরূপ নহে। তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত পীড়া অপ্রকাশিত থাকিতে পারে। ইহার মধ্যে কোন সময়ে ক্ষত প্রকাশিত হয়। ক্ষত, যত কাল অতিক্রম করিয়া প্রকাশিত হয়, পীড়া ততই দুরূহ হইয়া থাকে।

দ্বিধা পাপোপদংশস্য ব্রণঃ স্যাৎ কঠিনো মৃদুঃ ।
আদ্যঃ সংক্রামকঃ কৃচ্ছ্রঃ সর্ব্বদেহপ্রতাপনঃ ॥
অপরো ন চ সংক্রামেৎ কঞ্চিদ্দেহং ন দূষয়েৎ ।
এষ সাধ্যতরঃ প্রোক্তো ন চ কষ্টো যথাদিমঃ ॥

পাপোপদংশের ব্রণ কঠিন ও কোমল ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে কঠিন ব্রণ সংক্রামক, কষ্টসাধ্য ও সর্ব্বদেহদূষক, কোমল ক্ষত অন্যে সংক্রান্ত হয় না এবং ইহার দ্বারা দেহেও অন্য কোন হানি হইতে প্রায়

দেখা যায় না। শেষোক্ত উপদংশ সুখসাধ্য, ইহাতে রোগীর বিশেষ ক্লেশ হয় না।

পুংসো মেঢ্রস্য মুণ্ডে চ চর্ম্মণ্যাবরকে তথা।
ভগদ্বারে ভগৌষ্ঠে চ জায়ন্তে পিড়কাঃ স্ত্রিয়াঃ॥
সমন্তাৎ কঠিনাস্তাস্তু বিদীর্ণা রসবাহিকাঃ।
দৃঢ়মূলা মধ্যনিম্না জ্বরবধ্মাদিদায়িকাঃ॥

পুরুষের লিঙ্গমুণ্ডে ও লিঙ্গের আবরক চর্ম্মে এবং স্ত্রীলোকের যোনির দ্বারে ও যোনির ওষ্ঠে প্রথমে পিড়কা সকল উৎপন্ন হয়, উহাদিগের চতুর্দ্দিক্ কঠিন হইয়া থাকে। ক্রমে উহারা বিদীর্ণ হইয়া ক্ষত হয় এবং রস নির্গত হইতে থাকে। ঐ ক্ষতসকলের মূল দৃঢ় ও মধ্যভাগ নিম্ন। এই সময় জ্বর ও বাগী উৎপন্ন হয়।

মুখোপদংশ ইত্যস্মিন্ শান্তেঽপি পুনরেব হি।
বিকৃতিং বিবিধাং কুর্য্যাৎ তদ্বিষং দেহসংস্থিতম্॥

এই মুখোপদংশ চিকিৎসা দ্বারা শান্ত হইলেও দেহস্থ তদীয় বিষ কালান্তরে পুনর্ব্বার বিবিধ বিকার উপস্থিত করে।

ত্বগ্বিকারাক্ষিরোগৌ চ কেশলোম্নাঞ্চ সংক্ষয়ঃ।
গ্রন্থিপীনসকুষ্ঠানি গৌণোপদংশলক্ষণম্॥
ত্বগ্বিকারাদয়ঃ গৌণোপদংশত্বেন লক্ষ্যন্তে।

ত্বকের বিবিধ বিকৃতি, নেত্ররোগ, কেশ ও লোম সকলের ক্ষয়, স্থানে স্থানে গ্রন্থির উদ্ভব, পীনস ও কুষ্ঠ ইত্যাদি গৌণোপদংশের লক্ষণ।

বিষং পাপোপদংশস্য শ্লেষ্মগ্রন্থিষু সংস্থিতম্।
ব্রধ্নরোগং সংজনয়েৎ সজ্বরং বহুদুঃখদম্॥

উপদংশীয় বিষ শ্লেষ্মগ্রন্থিতে প্রসৃত হইয়া ব্রধ্নরোগ (বাগী) উৎপাদন করে। ইহাতে জ্বরও উপস্থিত হয়। ইহা অতিশয় কষ্টদায়ক। অন্য কারণজাত ব্রধ্নরোগের লক্ষণাদি যথাস্থানে লিখিত হইবে।

বিষোপদংশস্য চিকিৎসা।

পিড়কাসূপদংশস্য দহেৎ ক্ষারনিপাততঃ।
ব্যাধিস্তেন শমং যাতি ন কাশ্চিদ্ ব্যাপদোঽপরাঃ॥

উপদংশের পিড়কা প্রকাশিত হইলেই ক্ষারবিন্দুপাতদ্বারা উহা দগ্ধ করা উচিত ইহাতে পীড়ার শান্তি হয় এবং ভবিষ্যতে কোন উপদ্রব উপস্থিত হইতে পারে না।

কর্ষং শোধিতসূতস্য কটিগ্রাস্তদ্দ্বয়ং তথা।
যত্নতো মর্দ্দয়েৎ তাবদ্ যাবৎ সূতো ন দৃশ্যতে॥
অস্য গুঞ্জাদ্বয়ং খাদেৎ প্রত্যহং ত্রিঃ পুটস্থিতম্।
দন্তবেষ্টবাথায়াঞ্চ লালাস্রাবে চ তৎ ত্যজেৎ॥
রসচূর্ণস্য কর্পূররসস্যাপি নিষেবণাৎ।
অনেন বিধিনৈবাসৌ গদো ঘোরঃ প্রশাম্যতি॥

শোধিত পারদ ২ তোলা ও কুলখড়ী ৪ তোলা একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া নিশ্চন্দ্র করিবে। ইহার ২ রতি, ময়দার ঠুলির মধ্যস্থ করিয়া ৩ বার প্রত্যহ সেবনীয়। দন্তবেষ্টে বেদনা ও লালাস্রাব হইতে আরম্ভ হইলে ঔষধ সেবন পরিত্যাগ করিবে। রসচূর্ণ ও রসকর্পূরও এই নিয়মে সেবনীয়। রসকর্পূরের মাত্রা অর্দ্ধ সর্ষপ।

পলার্দ্ধপ্রমিতং চূর্ণং তোয়ে পঞ্চশরাবকে।
ক্ষিপ্ত্বা বিলোড্য সম্যক্ চ চতুর্যামান্ততঃ পরম্॥
স্বচ্ছাংশমূর্দ্ধগঞ্চাস্য গৃহ্ণীয়াদতিযত্নতঃ।
ইদং চূর্ণোদকঞ্চাস্মনাশনং ব্রণমেহনুৎ॥
দ্বিপলে চূর্ণতোয়েঽস্মিন্ রসচূর্ণস্য মাষকম্।
ক্ষিপ্ত্বা সম্মিশ্রয়েৎ তাবৎ যাবৎ কৃষ্ণপ্রভং জলম্॥
কৃষ্ণদ্রবেণ চানেন ক্ষালনং ব্রণহৃৎ পরম্।
উপদংশে বিশেষেণ শস্তমেতন্মহৌষধম্॥
সার্দ্ধদ্বিপলমানেঽস্মিন্ নিক্ষিপেন্নবরক্তিকম্।
কর্পূররসমেতেন কৃত্বা পীতদ্রবৌষধম্॥
ব্রণং পাপোপদংশস্য ক্ষালয়েৎ তেন বারিণা।
এতচ্চ পরমং প্রোক্তমৌষধং বিবুধৈরিহ॥

পাঁচ সের পরিমিত জলে বাখারি চূর্ণ (দগ্ধশম্বূকাদি) ৪ তোলা নিক্ষিপ্ত ও উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ৪ প্রহরকাল রাখিবে। পরে উপরের স্বচ্ছাংশ যত্নপূর্ব্বক ঢালিয়া লইবে। ইহার নাম চূর্ণোদক। চূর্ণোদক ব্যবহারে অম্লরোগ, ক্ষত ও মেহ নষ্ট হয়।

দুইপল পরিমিত চূর্ণের জলে ১ মাষা রসচূর্ণ নিক্ষিপ্ত করিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিলে কৃষ্ণদ্রব প্রস্তুত হয়। এই কৃষ্ণদ্রবে উপদংশের ক্ষত প্রক্ষালনে বিশেষ উপকার দর্শে। এইরূপ ২০ তোলা চূর্ণের জলে ৯ রতি পরিমিত রসকর্পূর চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পীতদ্রব প্রস্তুত করা যায়, ইহার দ্বারাও উপদংশের শান্তি হয়। কৃষ্ণ ও পীতদ্রবে বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়া ক্ষতে লাগাইয়া রাখা উচিত।

বিদ্রধৌ যা ক্রিয়া প্রোক্তা ব্রধ্নরোগেঽপি সা হিতা॥

ব্রধ্নরোগের চিকিৎসা বিদ্রধির চিকিৎসার ন্যায় অর্থাৎ প্রথমতঃ তাপস্বেদ, প্রলেপ, রক্তমোক্ষণাদি এবং পাকিলে শস্ত্রপ্রয়োগাদি কর্ত্তব্য।

গৌণোপদংশো বিষমে পিত্তঘ্নরক্তসংশোধনম্।
সর্ব্বং ভেষজমন্নঞ্চ পানঞ্চাপি বিনির্দ্দিশেৎ॥

মুখ্যোপদংশ উপশমিত হইলেও কালান্তরে অতি কষ্টপ্রদ ও দুষ্প্রতীকার্য্য গৌণোপদংশ উপস্থিত হয়। ইহাতে পিত্তনাশক, শোণিতদোষসংশোধক এবং সারক ঔষধ ও অন্ন পান ব্যবস্থা করিবে।

অনন্তাদ্যং ঘৃতম্।

অনন্তামলকীদ্রাক্ষাঃ কাকোলীযুগলং বরীম্।
এলাদ্বয়ং বিদারীঞ্চ মধূকং মধুকং মুরাম্॥
ত্রিফলাং স্বর্ণপর্ণাঞ্চ বীজং গোক্ষুরসম্ভবম্।
দশমূলং তালমূলীং ত্রিবৃতামিন্দ্রবারুণীম্॥
নীলিনীং শূকশিম্ব্যাশ্চ বীজং কর্ষপ্রমাণতঃ।
কল্কীকৃত্য পচেৎ প্রস্থে সর্পিষঃ শারিবাম্ভসা॥
ঘৃতমেতদনন্তাখ্যমুপদংশবিনাশনম্।
রসায়নং পরং বৃষ্যমস্রদোষনিসূদনম্॥

গব্যঘৃত ৪ সের। অনন্তমূলের স্বরস ১৬ সের। কল্কার্থ অনন্তমূল, আমলা, দ্রাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শতমূলী, ছোট এলাইচ, বড় এলাইচ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, মৌলফল, যষ্টিমধু, একাঙ্গী, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, সোনামুখী, গোক্ষুরবীজ, দশমূল, তালমূলী, তেউড়ীমূল, রাখালশসা, নীলমূল ও আলকুশীবীজ প্রত্যেক ২ তোলা। এই ঘৃত সেবন করিলে উপদংশ ও রক্তদোষ বিনষ্ট হয়। ইহা অতিশয় বৃষ্য ও রসায়ন। মাত্রা ২ তোলা।

ভেষজং কুষ্ঠশমনং বাতরক্তহরং তথা।
গৌণে মুখ্যে চ সংযোজ্যমুপদংশে যথাযথম্॥

কুষ্ঠ ও বাতরক্ত রোগে যে সকল ঔষধ ব্যবহৃত হয়, গৌণ এবং মুখ্য উপদংশেও বিবেচনা করিয়া তৎসমুদায় প্রয়োগ করিবে।

পাপপ্রমেহী বাতাস্রী কুষ্ঠী পাপোপদংশবান্।
ন ভজেদঙ্গনাং নাপি তদ্গদিষ্ঠাঙ্গনা নরম্॥

পাপমেহ, বাতরক্ত, কুষ্ঠ ও পাপোপদংশ এই সকল পীড়াগ্রস্ত পুরুষের স্ত্রীসহবাস এবং স্ত্রীর পুরুষ সহবাস অকর্ত্তব্য।

রক্তশালিং যবং মুদ্গং ঘৃতং শিগ্রুফলং তথা।
পটোলং তিক্তবর্গঞ্চ নিষেবেতোপদংশবান্॥

দাউদখানি তণ্ডুল, যব, মুগ, ঘৃত, সজিনাফল, পটোল ও তিক্ত দ্রব্য সমূহ এই পীড়ায় হিতকর।

দিবানিদ্রাঞ্চ গুর্ব্বন্নং বেগসন্ধারণং গুড়ম্।
মদ্যমায়াসমম্লঞ্চ বর্জ্জয়েদুপদংশবান্॥

দিবানিদ্রা, গুরু অন্ন, গুড়, মদ্য, অম্লদ্রব্য, মূত্রাদির বেগধারণ ও পরিশ্রম এই সমুদায় উপদংশে অনিষ্টকর।

ঊনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শূকদোষাধিকারঃ।

শূকদোষস্য নিদানম্।

অক্রমাচ্ছেফসো বৃদ্ধিং যোঽভিবাঞ্ছতি মূঢ়ধীঃ।
ব্যাধয়স্তস্য জায়ন্তে দশ চাষ্টৌ চ শূকজাঃ॥
অক্রমাৎ অনুচিতবৃদ্ধিক্রমাৎ।

জলে এক প্রকার সবিষ শূককীট উৎপন্ন হয়, তাহার প্রলেপাদি দ্বারা অযোগ্য উপায়ে লিঙ্গবৃদ্ধির চেষ্টা করিলে পশ্চাল্লিখিত আঠার প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়, ঐ পীড়াসকলকে শূকজ রোগ বলে।

তস্যাযোগ্যোপায়ঃ।

ভল্লাতকাস্থি জলশূকমথাব্জপত্র-
মন্তর্বিদাহ্য মতিমান্ সহ সৈন্ধবেন।
এতদ্ বিরূঢ়বৃহতীফলতোয়পিষ্ট-
মালেপিতং মহিষবিড়্ বিমলীকৃতেঽঙ্গে॥
স্থূলং মহত্তরতুরঙ্গমতুল্যমাশু শেফঃ করোত্যভি-মতং ন হি সংশয়োঽস্তি। ইত্যাদি।

ভেলার আঁটি, জলশূক, পদ্মপত্র ও সৈন্ধব লবণ এই সমুদায় দ্রব্য অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম, পক্ক বৃহতীফলের রসে মর্দ্দন করিতে হয়। লিঙ্গবর্দ্ধনেচ্ছু ব্যক্তি অগ্রে মহিষের বিষ্ঠাদিয়া লিঙ্গ মর্দ্দিত ও পরিষ্কৃত করিয়া উল্লিখিত ভস্ম দিয়া প্রলেপ দিলে লিঙ্গ অতিশয় স্থূল ও বৃহৎ হয়। এই সকল অনুচিত উপায়ে লিঙ্গবর্দ্ধন করিলে শূকরোগ জন্মে।

যোগ্যোপায়ঃ।

অশ্বগন্ধাবরীকুষ্ঠমাংসীসিংহীফলান্বিতম্।
চতুর্গুণেন দুগ্ধেন তিলতৈলং বিপাচয়েৎ।
তৎ তৈলং মেঢ়বক্ষোজকর্ণপালিবিবর্দ্ধনম॥

তিলতৈল ১ সের। দুগ্ধ ১ সের। কল্কার্থ অশ্বগন্ধা, শতমূলী, কুড়, জটামাংসী ও বৃহতীফল মিলিত এক পোয়া। যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈলের মর্দ্দনে লিঙ্গ, স্তন ও কর্ণপালি স্থূল ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই উপায়ে লিঙ্গ ও স্তনাদি বর্দ্ধন নিরাপদ।

শূকদোষেষু সর্ষপিকা।

গৌরসর্ষপসংস্থানা শূকদুর্ভগহেতুকা।
পিড়কা শ্লেষ্মবাতাভ্যাং জ্ঞেয়া সর্ষপিকা তু সা।
শূকদুর্ভগহেতুকা শূকনিমিত্তা দুষ্টযোনিনিমিত্তা চ॥

পূর্ব্বোক্তরূপ শূকসংযোগ এবং দুষ্ট যোনিসংসর্গ হেতু সর্ষপিকানামক রোগ উৎপন্ন হয়। এই পিড়কা দেখিতে গৌরসর্ষপের ন্যায়। ইহা বাতশ্লৈষ্মিক পীড়া।

অষ্ঠীলিকা।

কঠিনা বিষমৈর্ভুগ্নৈর্বায়ুনাষ্ঠীলিকা ভবেৎ।
বিষমৈর্ভুগ্নৈরিতি বক্ষ্যমাণ শূকবিশেষণম্॥
বিষমৈহ্রস্বদীর্ঘৈঃ। ভুগ্নৈর্বক্রৈঃ।

যে পিড়কা বক্রাকৃতি, বিষম (হ্রস্বদীর্ঘ) শূকসমূহ দ্বারা সম্পূরিত এবং কঠিন, তাহাকে অষ্ঠীলিকা বলে। ইহা বাতিক পীড়া।

গ্রথিতা।

শূকৈর্যৎ পূরিতং শশ্বদ্ গ্রথিতং নাম তৎ কফাৎ॥
যল্লিঙ্গং সদা শূকৈঃ পূরিতং তদ্গ্রথিতত্বাদ্ গ্রথিতমাহুঃ।

নিরন্তর শূকপূরিত লিঙ্গকে গ্রথিত বলা যায়।

কুম্ভিকা।

কুম্ভিকা রক্তপিত্তোত্থা জাম্ববাস্থিনিভাশুভা॥
অশুভা কৃষ্ণা, কুম্ভীফলতুল্যত্বাৎ কুম্ভিকা।

জামের আঁটির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ও কৃষ্ণবর্ণ পিড়কাকে কুম্ভিকা বলা যায়। ইহা রক্তপিত্তজ পীড়া। কোকণদেশীয় কুম্ভীনামক বৃক্ষের ফলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট বলিয়া ইহাকে কুম্ভিকা বলে।

অলজী।

অলজী স্যাৎ তথা যাদৃক্ প্রমেহপিড়কালজী।
সা চ রক্তা সিতা স্ফোটাচিতা চ কথিতা বুধৈঃ॥
এষা রক্তপিত্তনিমিত্তা জ্ঞেয়া।

শূকদোষজ অলজী, প্রমেহপিড়কা, অলজীর ন্যায় লক্ষণবিশিষ্ট, ইহাও রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ এবং স্ফোটকব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

মৃদিতম্।

মৃদিতং পীড়িতং যত্তু সংরব্ধং বাতকোপতঃ॥
শূকদোষে জাতে পীড়িতং সৎ যৎ সংরব্ধং সশোথং ভবতি তল্লিঙ্গং মৃদিতমুচ্যতে।

শূকদোষে লিঙ্গ টিপিলে উহাতে যে শোথ হয়, ঐরূপ সশোথ লিঙ্গকে মৃদিত বলে। ইহা বাতিক পীড়া।

সংমূঢ়পিড়কা।

পাণিভ্যাং ভৃশসংমূঢ়ে সংমূঢ়পিড়কা ভবেৎ॥
শূকদোষে জাতে পাণিভ্যাং ভৃশসংমূঢ়ে পিচ্চিতে লিঙ্গে, অত্রাপি বাতকোপত ইত্যনুবর্ত্ততে।

শূকদোষে হস্তদ্বয় দ্বারা লিঙ্গ অতিশয় বিমর্দ্দিত হইলে সংমূঢ়পিকা রোগ জন্মে। ইহাও বাতাত্মক ব্যাধি।

অবমন্থঃ।

দীর্ঘা বহ্ব্যশ্চ পিড়কা দীর্য্যন্তে মধ্যতস্তু যাঃ।
সোঽবমন্থঃ কফাসৃগ্ভ্যাং বেদনারোমহর্ষকৃৎ॥
দীর্ঘা দীর্ঘাঙ্কুরাঃ।

শূকদোষজ পিড়কাসকল দীর্ঘ অঙ্কুরবিশিষ্ট ও অধিক সংখ্যক হইলে এবং উহার মধ্যভাগ বিদীর্ণ হইলে তাহাকে অবমন্থ পীড়া বলাযায়। ইহাতে বেদনা ও রোমাঞ্চ উপস্থিত হয়।

পুষ্করিকা।

পিড়কা পিড়কাব্যাপ্তা পিত্তশোণিতসম্ভবা।
পদ্মকর্ণিকসংস্থানা জ্ঞেয়া পুষ্করিকেতি সা॥
পিড়কাব্যাপ্তা পার্শ্বতঃ ক্ষুদ্রপিড়কাব্যাপ্তা অতএব পদ্মকর্ণিকসংস্থানা।

যে পিড়কা চতুঃপার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কা দ্বারা পরিব্যাপ্ত, সুতরাং দেখিতে পদ্মের কর্ণিকার ন্যায়, তাহাকে পুষ্করিকা কহে। ইহা রক্তপিত্তাত্মক ব্যাধি।

স্পর্শহানিঃ।

স্পর্শহানিস্তু জনয়েচ্ছোণিতং শূকদূষিতম্॥
অত্র স্পর্শাসহত্বমেব লক্ষণম্।

শূকদূষিত রক্ত স্পর্শশক্তির লোপ করে। ইহাকে স্পর্শহানি রোগ বলে। স্পর্শশক্তির হানিই এই পীড়ার লক্ষণ।

উত্তমা।

মুদ্গমাষোপমা রক্তা রক্তপিত্তোদ্ভবা চ যা।
ত্রয়োত্তমাখ্যা পিড়কা শূকাজীর্ণসমুদ্ভবা॥

শূকাজীর্ণং পুনঃ পুনস্তু রবচারিতং শূকবিকৃত-রূপমেব।

লিঙ্গবদ্ধনার্থ পুনঃ পুনঃ শূকপ্রয়োগ করিলে উত্তমানামক পিড়কা উৎপন্ন হয়। ইহা দেখিতে মুগ বা মাষকলায়ের ন্যায় এবং রক্তবর্ণ। এই পীড়া রক্তপিত্তাত্মক।

শতপোনকঃ।

ছিদ্রৈরণুমুখৈর্লিঙ্গং চিরং যস্য সমন্ততঃ।
বাতশোণিতজো ব্যাধিবিজ্ঞেয়ঃ শতপোনকঃ॥

শতপোনকশ্চালনী, তত্তুল্যত্বাচ্ছতপোনকঃ।

লিঙ্গের চতুর্দ্দিকে সূক্ষ্ম মুখবিশিষ্ট বহুছিদ্র উৎপন্ন হইয়া চিরাবস্থিত হইলে তাহাকে শতপোনক ব্যাধি বলে। শতপোনক শব্দের অর্থ চালনী। দেখিতে চালনীর ন্যায় বলিয়া এই পীড়াকে শতপোনক বলে। এই ব্যাধি বাতরক্তাত্মক।

ত্বক্‌পাকঃ।

বাতপিত্তকৃতো জ্ঞেয়স্ত্বক্‌পাকো জ্বরদাহকৃৎ।
এতস্য লিঙ্গং ত্বক্‌পাকলক্ষণম্।

শূকপ্রয়োগে জ্বর ও দাহের সহিত ত্বকের পাক উপস্থিত হয়। ইহার নাম ত্বক্‌পাক রোগ। ত্বকের পচনই ইহার নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। এই পীড়া বাতপিত্তাত্মক।

শোণিতার্ব্বুদঃ।

কৃষ্ণৈঃ স্ফোটৈঃ সরক্তাভিঃ পিড়কাভির্নিপীড়িতম্।
লিঙ্গং বাস্তুরুজশ্চোগ্রা জ্ঞেয়ং তচ্ছোণিতার্ব্বুদম্॥
বাস্তু ব্রণাধিষ্ঠানং তত্র রুজঃ।

কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটকসমূহ এবং রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কাগণদ্বারা লিঙ্গ পরিব্যাপ্ত হইলে এবং ব্রণভূমিতে অতিশয় বেদনা হইলে, তাহাকে শোণিতার্ব্বুদ বলাযায়।

মাংসার্ব্বুদঃ।

মাংসদোষেণ জানীয়াদর্ব্বুদং মাংসসম্ভবম্॥

শূকপাতানন্তর লিঙ্গে আঘাতাদি প্রাপ্ত হইলে তজ্জন্য মাংসদোষহেতু মাংসার্ব্বুদ রোগ জন্মে।

মাংসপাকঃ।

শীর্য্যন্তে যস্য মাংসানি যস্য সর্ব্বাশ্চ বেদনাঃ।
বিদ্যাৎ তং মাংসপাকস্তু সর্ব্বদোষকৃতং ভিষক্॥
শীর্য্যন্তে গলন্তি, সর্ব্বাশ্চ বেদনাঃ বাতপিত্তকফজাঃ॥

মাংসসকল গলিত হইলে এবং বাতাদি-দোষত্রয়কৃত ত্রিবিধ বেদনা উপস্থিত হইলে তাহাকে মাংসপাক রোগ কহা যায়। ইহা সান্নিপাতিক পীড়া।

বিদ্রধিঃ।

বিদ্রধিং সন্নিপাতেন যথোক্তমভিনির্দ্দিশেৎ॥
উক্তসান্নিপাতিকবিদ্রধিতুল্যং কথয়েৎ।

সান্নিপাতিক বিদ্রধির যেরূপ লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, শূকদোষজ বিদ্রধিরও সেই লক্ষণ জানিবে।

তিলকালকঃ ।

কৃষ্ণানি চিত্রাণ্যথবা শূকানি সবিষাণি তু ।
পতিতানি পচন্ত্যাশু মেঢ্রং নিরবশেষতঃ ॥
কালানি ভূত্বা মাংসানি শীর্য্যন্তে যস্য দেহিনঃ ।
সন্নিপাতসমুত্থাংস্তু তান্ বিদ্যাৎ তিলকালকান্ ॥

সবিষাণীতি শূকানাং সর্ব্বেষামেব সবিষত্বেঽপি বিশেষার্থমুক্তম্। কৃষ্ণতিলতুল্যত্বাৎ তিলকালক-সংজ্ঞা।

কৃষ্ণবর্ণ বা বিবিধবর্ণযুক্ত এবং অতিশয় বিষবিশিষ্ট শূকপ্রয়োগে সমস্ত মেঢ্র পাকিয়া উঠে। পরে মাংসসকল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গলিত হইয়া পড়ে। এই পীড়ার নাম তিলকালক। ইহা সান্নিপাতিক ব্যাধি। ব্রণসকল দেখিতে কৃষ্ণতিলের ন্যায় হয় বলিয়া এই পীড়াকে তিলকালক বলে।

অসাধ্যাঃ ।

তত্র মাংসার্ব্বুদং যচ্চ মাংসপাকশ্চ যঃ স্মৃতঃ ।
বিদ্রধিশ্চ ন সিধ্যন্তি যে চ স্যুস্তিলকালকাঃ ॥

শূকপ্রয়োগজ রোগসমস্তের মধ্যে মাংসার্ব্বুদ, মাংসপাক, বিদ্রধি ও তিলকালক এই রোগগুলি অসাধ্য।

শূকরোগস্য চিকিৎসা ।

শূকদোষেষু সর্ব্বেষু বিষঘ্নীঃ কারয়েৎ ক্রিয়াম্ ।
জলৌকোভির্হরেদ্রক্তং রেচয়েল্লঘু ভোজয়েৎ ॥

সকল প্রকার শূকরোগেই বিষনাশক চিকিৎসা কর্ত্তব্য। ইহাতে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ, বিরেচন ও লঘু ভোজন ব্যবস্থেয়।

গুগ্‌গুলুং পায়য়েচ্চাপি ত্রিফলাক্বাথসংযুতম্ ।
ক্ষীরেণ লেপসেকাংশ্চ শীতানেব চ কারয়েৎ ॥

শূকদোষে ত্রিফলার ক্বাথের সহিত গুগ্‌গুলু সেবন এবং সদুগ্ধ শীতল প্রলেপ ও সেচন হিতকর।

দার্ব্বীতৈলম্ ।

দার্ব্বী স্বরসযষ্ট্যাহ্বৈর্গৃহধূম নিশাযুতৈঃ ।
সম্পক্বং তৈলমভ্যঙ্গান্মেঢ্ররোগং বিনাশয়েৎ ॥

তিলতৈল ৪ সের। কল্কার্থ দারুহরিদ্রা, তুলসী, যষ্টিমধু, গৃহের ঝুল ও হরিদ্রা মিশ্রিত ১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। ইহার দ্বারা শূকপ্রয়োগজ মেঢ্ররোগ সমস্তের শান্তি হয়।

রসাঞ্জনং সাহ্বয়মেকমেব
প্রলেপমাত্রেণ নয়েৎ প্রশান্তিম্ ।
সপূতিপূয়ব্রণশোথকণ্ডূ-
শূলান্বিতং সর্ব্বমনঙ্গরোগম্ ॥

সাহ্বয়মিত্যনঙ্গরোগস্য বিশেষণম্, অনঙ্গরোগস্য নামাপি দূরীকরোতীত্যর্থঃ।

রসোত জলে মর্দ্দন করিয়া লেপন করিলে পূয়স্রাব, ক্ষত, শোথ, কণ্ডূ ও শূল সহিত শূকরোগ সমস্তের শান্তি হয়।

সংলিখ্য সর্ষপীং সম্যক্ কষায়ৈরবচূর্ণয়েৎ ।
কষায়েষ্বেব তৈলঞ্চ কুর্ব্বীত ব্রণরোপণম্ ॥

সর্ষপীনামক পিড়কা ছেদন করিয়া অশ্বত্থাদি কষায় বৃক্ষের ত্বক্‌চূর্ণদ্বারা তৎস্থান ব্যাপ্ত করিবে এবং ঐ সকল কষায়ের সহিত তৈল পাক করিয়া ক্ষত নিবারণার্থ প্রয়োগ করিবে।

অষ্ঠীলিকাং জলৌকোভির্গ্রাহয়েৎ কুশলো ভিষক্।
তথা চানুপশাম্যন্তীং কফগ্রন্থিবদুদ্ধরেৎ॥

অষ্ঠীলিকা নামক পিড়কায় জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য। ইহাতে উপশম না হইলে কফগ্রন্থির ন্যায় শস্ত্রক্রিয়া বিধেয়।

স্বেদয়েদ্‌গ্রথিতং শশ্বন্নাড়ীস্বেদেন বুদ্ধিমান্।
সুখোষ্ণৈরুপনাহৈশ্চ সুস্নিগ্ধৈরুপনাহয়েৎ॥

গ্রথিত নামক পিড়কায় পুনঃ পুনঃ নাড়ীস্বেদ প্রদানানন্তর ঘৃতাদি সংযুক্ত ঈষদুষ্ণ প্রলেপ দিবে।

কুম্ভিকাং পাকমাপন্নাং ভিন্দ্যাচ্ছুদ্ধাং তু রোপয়েৎ।
তৈলেন ত্রিফলালোধ্রতিন্দুকাম্রাতকেন তু॥

কুম্ভিকা পাকিলে ছেদন করিয়া পূযাদি নিঃসারণানন্তর ত্রিফলা, লোধ, গাবছাল ও ও আমড়াছাল এই সকল কল্কের সহিত তৈল পাক করিয়া তাহাতে লাগাইবে।

প্রাক্স্রিত্বা জলৌকোভিরলজীং সেচয়েৎ ততঃ।
কষায়ৈস্তেষু সিদ্ধঞ্চ তৈলং রোপণমিষ্যতে॥

অলজী নামক পিড়কায় জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণানন্তর অশ্বথাদির ক্বাথ দ্বারা সেচন করিয়া ঐ সকলের ক্বাথে পক্ক তৈল প্রয়োগ করিবে।

বলাতৈলেন কোষ্ণেন মৃদিতং পরিষেচয়েৎ।
মধুরৈঃ সর্পিষা স্নিগ্ধৈঃ সুখোষ্ণৈরুপনাহয়েৎ॥

মৃদিত নামক পিড়কা ঈষদুষ্ণ বেড়েলার তৈলে সিক্ত করিয়া ঘৃত সংযুক্ত জীবনীয়গণের কল্ক অল্প উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

সংমূঢ়পিড়কাং ক্ষিপ্রং জলৌকোভিরুপাচরেৎ।
ভিত্ত্বা পর্য্যাগগতাঞ্চাপি লেপয়েৎ ক্ষৌদ্রসর্পিষা॥

সংমূঢ় পিড়কায় জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ এবং পক্কাবস্থায় শস্ত্রক্রিয়া করিয়া মধু ও ঘৃত লেপন করিবে।

অবমন্থে গতে পাকং ভিন্নে তৈলং বিধীয়তে।
ধবাশ্বকর্ণ পত্তঙ্গ সল্লকী তিন্দুকীকৃতম্॥

অবমন্থপিড়কা পাকিলে শস্ত্রক্রিয়া করিয়া ধাওয়া, অশ্বকর্ণ, শাল, বকম, সল্লকী ও গাব এই সকল বৃক্ষের ছালের সহিত তৈল পাক করিয়া উহাতে প্রয়োগ করিবে।

ক্রিয়াং পুষ্করিকায়াস্তু শীতাং সর্ব্বাং প্রয়োজয়েৎ।
জলৌকোভির্হরেচ্ছাসৃক্ সর্পিষা চাবসেচয়েৎ॥

পুষ্করিকারোগে সমস্ত শীতল ক্রিয়া, জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ এবং সেচন কর্ত্তব্য।

স্পর্শহান্যাং হরেদ্রক্তং প্রদিহ্যান্মধুরৈরপি।
ক্ষীরেক্ষুরসসর্পির্ভিঃ সেচয়েচ্চ সুশীতলৈঃ॥

স্পর্শহানিরোগে রক্তমোক্ষণ, মধুর দ্রব্যগণের প্রলেপ এবং অনুষ্ণ দুগ্ধ, ইক্ষুরস ও ঘৃতের সেচন কর্ত্তব্য।

পিড়কামুত্তমাখ্যাঞ্চ বড়িশেনোদ্ধরেদ্ ভিষক্।
উদ্ধৃত্য মধুসংযুক্তৈঃ কষায়ৈরবচূর্ণয়েৎ॥

উত্তমা নামক পিড়কা বড়িশাস্ত্র দ্বারা উদ্ধৃত করিয়া মধুসংযুক্ত অশ্বথাদির ত্বকচূর্ণ দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে।

রসক্রিয়া বিধাতব্যা লিখিতে শতপোনকে।
পৃথক্‌পর্ণ্যাদিসিদ্ধঞ্চ দেয়ং তৈলমনন্তরম্॥

শতপোনক রোগে শস্ত্রক্রিয়া করিয়া রসক্রিয়া এবং চাকুলে প্রভৃতির সহিত সিদ্ধ তৈল প্রয়োগ করিবে।

ক্রিয়াং কুর্য্যাদ্ ভিষক্ প্রাজ্ঞস্ত্বক্‌পাকস্য বিসর্পবৎ।
রক্তবিদ্রধিবচ্চাপি ক্রিয়াং শোণিতজেঽর্ব্বুদে॥

ত্বক্‌পাকে বিসর্পবৎ এবং রক্তার্ব্বুদে রক্তবিদ্রধির ন্যায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

কষায়কল্কসর্পীংষি তৈলং চূর্ণং রসক্রিয়াম্।
শোধনং রোপণঞ্চৈব বীক্ষ্য বীক্ষ্যাবচারয়েৎ।

যথাবৎ সর্পিষঃ পানং পশ্চাচ্চাপি বিরেচনম্।
হিতঃ শোণিতমোক্ষশ্চ যচ্চাপি লঘু ভোজনম্।

শূকরোগ সমস্তে কাথ, কল্ক, ঘৃত, চূর্ণৌষধ, অবলেহ, শোধন, রোপণ, বিবেচনামতে কর্ত্তব্য। উপযুক্ত ঔষধসিদ্ধ ঘৃতপান, বিরেচন, রক্তমোক্ষণ ও লঘু ভোজন শূকরোগে হিতকর।

অর্ব্বুদং মাংসপাকঞ্চ বিদ্রধিং তিলকালকম্।
প্রত্যাখ্যায় প্রকুর্ব্বীত ভিষক্ সম্যক্ প্রতিক্রিয়াম্।

শূকরোগ সমস্তের মধ্যে অর্ব্বুদ, মাংসপাক, বিদ্রধি ও তিলকালক এই রোগগুলি অসাধ্য জানিয়া চিকিৎসক যথাযোগ্য চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবেন।

পথ্যাপথ্যনির্ণয়ঃ।

শূকরোগেষু পথ্যানি সর্পিঃ শালির্যবো বচা।
মুদ্গযূষো দাড়িমঞ্চ পটোলং বালমূলকম্।
শিগ্রু কর্কোটকং চৈবং বেত্রাগ্রঞ্চ কঠিল্লকম্।
পত্তূরং সৈন্ধবং তৈলং কূপস্থ সলিলং তথা।

শূকরোগে ঘৃত, শালিতণ্ডুল, যব, বচ, মুগের যূষ, দাড়িম, পটোল, কচিমূলা, সজিনাফল, কাঁকরোল, বেতের ডগা, করলা, শালিঞ্চশাক, সৈন্ধবলবণ, তিলতৈল ও কূপোদক হিতকর।

ধারণং মূত্রবেগস্য দিবানিদ্রা চ মৈথুনম্।
ব্যায়ামো গুরু ভোজ্যঞ্চ ন হিতানি তথা গুড়ঃ।

মূত্রবেগ ধারণ, দিবানিদ্রা, মৈথুন, ব্যায়াম এবং গুড় ও অন্যান্য গুরুদ্রব্য ইহাতে অনিষ্টকর।

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

পারদবিকারঃ।

শুদ্ধঃ সূতোঽমৃতং সাক্ষাদশুদ্ধস্তু রসো বিষম্।
অযুক্তিযুক্তো রোগায় যুক্তিযুক্তো রসায়নঃ।
বিধিবৎ সেব্যমানোঽয়ং নিহন্তি সকলাময়ান্।
তস্য মিথ্যোপচারেণ ভবন্ত্যেতে মহাগদাঃ।
পীনসো নাসিকাভঙ্গো দন্তপাতঃ শিরোরুজা।
ভগন্দরো বিসর্পশ্চ নেত্ররোগো মুখাময়াঃ।
কোঠঃ কণ্ডুস্তথৈবর্ণ্যং ক্ষতঞ্চ নাসিকাদিষু।
কুষ্ঠোপদংশচিহ্নানি গাত্রেষু বিবিধানি চ।
গ্রন্থিবৎ শোথকাঠিন্যং সরুজং ফলকোষয়োঃ।
পক্ষাঘাতো গ্রন্থিবাতঃ প্রদাহোঽস্থ্যঙ্ক দারুণঃ।
জাড্যং মনোবিকারশ্চ সর্ব্বে কৃচ্ছ্রতমা গদাঃ।

শোধিত পারদ অমৃততুল্য, কিন্তু অশোধিত রস বিষবৎ অনিষ্টকারী। উপযুক্তরূপে ব্যবহৃত হইলে ইহা রসায়ন অর্থাৎ জরাব্যাধিনাশক হয়, কিন্তু অযুক্তিযুক্ত হইলে রোগকর হইয়া থাকে। পারদ যথারীতি শোধন করিয়া বিধিবৎ সেবন করিলে ইহা যেমন সকল ব্যাধিনাশ করে, তেমনি অশোধিত পারদ সেবিত হইলে নিম্নলিখিত দুর্নিবার্য্য রোগসমূহ উৎপাদন করে। যথা—পীনস, নাসাভঙ্গ, দন্তপাত, শিরোবেদনা, ভগন্দর, বিসর্প, নেত্ররোগ, নানাপ্রকার মুখরোগ, কোঠ, চর্ম্মবিকৃতি, নাসিকাদিতে ক্ষত, গাত্রে কুষ্ঠ ও উপদংশের বিবিধ প্রকার চিহ্ন, অণ্ডকোষে বেদনাযুক্ত গ্রন্থির ন্যায় শোথ ও কাঠিন্য, পক্ষাঘাত, গ্রন্থিবাত, অস্থির দারুণ প্রদাহ, জড়তা ও মনোবিকার প্রভৃতি কষ্টসাধ্য রোগসকল উৎপন্ন হয়।

তস্য চিকিৎসা।

অহন্যহনি সেবেত বহ্নিং রক্তিচতুষ্টয়ম্।
গন্ধকাদপরং নাস্তি ভেষজং কিঞ্চিদুত্তমম্।

শোধিত গন্ধক, পারদজনিত রোগসমূহের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রতিদিন ৪ রতি করিয়া শোধিত গন্ধক সেবন করিলে, পারদ-বিকার নষ্ট হইয়া থাকে।

ত্রিফলাদি ক্বাথঃ।

ত্রিফলা কটুকাভীরু পটোলামৃতপর্পট-।
ক্বাথং পীত্বা জয়েজ্জন্তু রোগং দুষ্টসূতোদ্ভবম্।

ত্রিফলা, কট্‌কী, শতমূলী, পটোলপত্র, গুলঞ্চ ও ক্ষেতপাপড়া ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে, দুষ্ট পারদজনিত রোগ সকল বিনষ্ট হয়।

সারিবাদ্যবলেহঃ।

শারিবায়াঃ পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
তস্মিন্ পাদাবশেষেষু গুড়ূচী শতমূলিকা।
জীবনীয়গণং ত্রিবৃৎ কটুকা ত্রিফলা তথা।
কুটৈলা ত্রায়মাণা চ প্রত্যেকার্দ্ধ পলং মতম্।
সুপিষ্টং নিক্ষিপেত্তত্র শীতে মধু পলাষ্টকম্।
ক্ষীরানুপানযোগেন পিবেৎ তোলক সম্মিতম্।
প্রমেহাশ্চোপদংশশ্চ মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ পীড়কাঃ।
নশ্যন্তি ত্বপরে রোগা রক্তদুষ্ট্যা ভবন্তি যে।
পারদবিকৃতিশ্চাপি সন্দেহো নাত্র কশ্চন।
মুক্তঃ সর্ব্বেভ্যো রোগেভ্যো বলবর্ণাগ্নিসংযুতঃ।
মানবো সিদ্ধকামোঽস্মাৎ শীঘ্রং ভবতি নিশ্চিতম্।

অনন্তমূল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। প্রক্ষেপ গুলঞ্চ, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকলা, ক্ষীরকাঁকলা, যষ্টিমধু, মুগানি, মাষাণি, জীবন্তী, তেউড়ী, কট্‌কী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, এলাইচ ও বলাডুমুর, প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা, শীতল হইলে মধু ১ সের মিশ্রিত করিয়া ১ তোলা মাত্রায় দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে উপদংশ, বিংশতি-প্রকার প্রমেহ, প্রমেহজন্য পিড়কা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অবৈধ পারদসেবনজনিত পীড়া প্রভৃতির নিবৃত্তি হয় এবং শরীর বল-বীর্য্যসম্পন্ন হয়।

বাতশোণিত কুষ্ঠোক্তং ক্বাথগুগ্‌গুলুকাদিকম্।
শারিবাদ্যবলেহঞ্চ বাতরক্তান্তকঞ্চ যৎ।
তৎ সর্ব্বং যোজয়েদ্বৈদ্যো জ্ঞাত্বা ব্যাধের্বলাবলম্।
মহারুদ্র গুড়ূচ্যাখ্যং কন্দর্পসার নামকম্।
ব্রণরাক্ষস তৈলঞ্চ নাড়ীব্রণ নিসূদনম্।
তৈলং বৃহন্মরীচাদ্যং যথাযোগ্যং প্রকল্পয়েৎ।

বাতরক্ত ও কুষ্ঠাধিকারোক্ত যাবতীয় ক্বাথ ও গুগ্‌গুল্বাদি এবং বাতরক্তান্তক যে কোন ঔষধ ও সারিবাদ্যবলেহ, ব্যাধির বলাবল বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে। মহারুদ্র-গুড়ূচী, কন্দর্পসারতৈল, ব্রণরাক্ষস তৈল, নাড়ীব্রণনিসূদন ও বৃহন্মরীচাদ্য তৈল যথা-যোগ্য ব্যবস্থা করিবে।

পথ্যাপথ্যম্।

বাতরক্তে তথা কুষ্ঠে পথ্যানি যানি তানি চ।
শিবতেজোভবে রোগে নির্দ্দিশেৎ কুশলো ভিষক্।

বাতরক্তে ও কুষ্ঠরোগে যে সমস্ত পথ্য নির্দ্দিষ্ট আছে, পারদজনিত রোগে সেই সকল পথ্য ব্যবস্থা করিবে।

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

উরুস্তম্ভাধিকারঃ।

উরুস্তম্ভস্য নিদানং সম্প্রাপ্তির্লক্ষণঞ্চ।

শীতোষ্ণ দ্রব সংশুষ্ক গুরুস্নিগ্ধৈর্নিষেবিতৈঃ।
জীর্ণাজীর্ণে তথায়াস সংক্ষোভ স্বপ্ন জাগরৈঃ।

সশ্লেষ্মমেদঃ পবনঃ সামমত্যর্থ সঞ্চিতম্‌ ।
অভিভূয়েতরং দোষমূরূ চেৎ প্রতিপদ্যতে ॥
সক্থ্যস্থিনী প্রপূর্য্যান্তঃ শ্লেষ্মণা স্তিমিতেন সঃ ।
তদা স্তভ্নাতি তেনোরূ স্তব্ধৌ শীতাবচেতনৌ ॥
পরকীয়াবিব গুরূ স্যাতামতিভৃশব্যথৌ ।
ধ্যানাঙ্গমর্দ্দ স্তৈমিত্য তন্দ্রা চ্ছর্দ্দ্যরুচিজ্বরৈঃ ॥
সংযুক্তৌ পাদসদন কৃচ্ছ্রোদ্ধরণ সুপ্তিভিঃ ।
তমূরুস্তম্ভমিত্যাহুরাঢ্যবাতমথাপরে ॥

শীতল ও উষ্ণ, দ্রব ও শুষ্ক এবং গুরু ও স্নিগ্ধ এইরূপ দ্রব্যদ্বন্দ্বের মধ্যে একবিধ দ্রব্য সম্যক্‌ জীর্ণ না হইতেই অপরবিধ দ্রব্য সেবন এবং পরিশ্রম, ক্ষোভ (সঞ্চলন), অতি নিদ্রা, অতি জাগরণ, এই সকল হেতুতে কফ ও মেদঃসংযুক্ত বায়ু আমযুক্ত, অতিসঞ্চিত ও অবশিষ্ট দোষ, পিত্তকে দূষিত করিয়া যদি উরুকে আশ্রয় করে, তাহা হইলে উহা (বায়ু) উর্ব্বস্থিকে আর্দ্র শ্লেষ্মা দ্বারা অন্তর্ভাগে পূর্ণ করিয়া উরুকে স্তব্ধ করে। এইরূপে উরু স্তব্ধ হইয়া শীতল, অচেতন, ভারাক্রান্ত ও অতিশয় ব্যথাবিশিষ্ট হয়। রোগী, উরু যেন তাহার নহে এইরূপ বোধ করে, অর্থাৎ উহা অকর্ম্মণ্য ও অনায়ত্ত হয়। এইরূপে পদের অবসন্নতা, উহার উত্তোলন চালনাদিতে অতি কষ্ট ও স্পর্শানুভবশক্তির রাহিত্য হইয়া থাকে এবং চিন্তা (সর্ব্বদা অনিষ্টাশঙ্কা), অঙ্গমর্দ্দ, স্তৈমিত্য (আদ্রবস্ত্রাবরণবৎ জ্ঞান), তন্দ্রা, বমি, অরুচি ও জ্বর এই সকল লক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপ পীড়াকে উরুস্তম্ভ বা আঢ্যবাত বলে।

তস্য পূর্ব্বরূপম্‌ ।

প্রাগ্রূপং তস্য নিদ্রাতিধ্যানং স্তিমিততা জ্বরঃ ।
রোমহর্ষোঽরুচিশ্ছর্দির্জঙ্ঘোর্ব্বোঃ সদনং তথা ।

উরুস্তম্ভ রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে নিদ্রারাহিত্য, অত্যন্ত চিন্তা (অনিষ্টাশঙ্কা), উরুদেশে আর্দ্রবস্ত্রসংযোগবৎ অনুভব, জ্বর, রোমাঞ্চ, অরুচি, বমি এবং জঙ্ঘা ও উরুদেশের অবসন্নতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

তস্যানুপশয়ঃ ।

বাতশঙ্কিভিরজ্ঞানাৎ তস্য স্যাৎ স্নেহনাৎ পুনঃ ।
পাদয়োঃ সদনং সুপ্তিঃ কৃচ্ছ্রাদুদ্ধরণং তথা ॥
জঙ্ঘোরু গ্লানিরত্যর্থং শশ্বচ্চাদাহ বেদনে ।
পদঞ্চ ব্যথতে ন্যস্তং শীতস্পর্শং ন বেত্তি চ ॥
সংস্থানে পীড়নে গত্যাং চালনে চাপ্যনীশ্বরঃ ।
অন্যনেয়ৌ হি সংভগ্নাবূরূ পাদৌ চ মন্যতে ॥

উরুস্তম্ভকে ভ্রমপ্রযুক্ত বাতব্যাধি মনে করিয়া স্নেহপ্রয়োগ করিলে পাদের স্পর্শশক্তি-হানি, উহার উত্তোলন ও চালনাদিতে কষ্ট, জঙ্ঘা ও উরুদেশের অতিশয় অকর্ম্মণ্যতা, নিরন্তর অল্প দাহ ও বেদনা, পাদন্যাসে অতি বেদনা, উহার শীতস্পর্শানুভব রাহিত্য, সংস্থান, পীড়ন ও চালনে অক্ষমতা ও গতি-শক্তির লোপ হয়। উরু ও পাদ স্বয়ং চালনা করিবার শক্তি লোপ হওয়াতে উহারা অন্য কর্ত্তৃক চাল্য হইয়া থাকে এবং এইরূপ বোধ হয়, যেন উহারা ভগ্ন হইয়া গেল।

তস্যারিষ্টং লক্ষণম্‌ ।

যদা দাহার্ত্তিতোদার্ত্তো বেপনঃ পুরুষো ভবেৎ ।
উরুস্তম্ভস্তদা হন্যাৎ সাধয়েদন্যথা নবম্‌ ॥ *

উরুদেশে ও সর্ব্বগাত্রে প্রবল দাহ, উরুতে অতিশয় ব্যথা ও সূচীবেধবৎ যাতনা এবং কম্প এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে

রোগীর মৃত্যু ধ্রুব। এই সকল লক্ষণবর্জ্জিত ও অচিরোৎপন্ন উরুস্তম্ভ চিকিৎসনীয়।

উরুস্তম্ভস্য চিকিৎসা।

স্নেহাসৃকস্রাববমনং বস্তিকর্ম্ম বিরেচনম্।
বর্জ্জয়েদাঢ্যবাতে তু যতস্তৈস্তস্য কোপনম্।
তস্মাদত্র সদা কার্য্যং স্বেদলঙ্ঘন রূক্ষণম্।
আমমেদঃ কফাদিক্যাম্মারুতং পরিরক্ষতা।
যৎ স্যাৎ কফপ্রশমনং ন তু মারুতকোপনম্।
তৎ সর্ব্বং সর্ব্বদা কার্য্যমূরুস্তম্ভস্য ভেষজম্।
সর্ব্বো রূক্ষঃ ক্রমঃ কার্য্যস্তত্রাদৌ কফনাশনঃ।
পশ্চাদ্ বাতবিনাশায় বিধেয়া নিখিলাঃ ক্রিয়াঃ।

উরুস্তম্ভরোগে স্নেহপ্রয়োগ, রক্তমোক্ষণ, বমন, বস্তিকর্ম্ম ও বিরেচন এই সমুদায় বর্জ্জনীয়। ইহাদের দ্বারা পীড়ার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব উহাতে আম, মেদঃ ও কফের আধিক্য হইতে বায়ুকে রক্ষা করিয়া স্বেদ, লঙ্ঘন ও রূক্ষক্রিয়া কর্ত্তব্য। যে সকল ঔষধ কফঘ্ন, অথচ বায়ুপ্রকোপক নহে, সেই সমুদায় উরুস্তম্ভে প্রয়োজ্য। ইহাতে প্রথমতঃ কফনাশক রূক্ষক্রিয়া সমস্ত কর্ত্তব্য, পশ্চাৎ বায়ুনাশের নিমিত্ত যাহা যাহা আবশ্যক হয়, তৎসমস্তের বিধান করিতে হইবে।

শিলাজতুং গুগ্‌গুলুং বা পিপ্পলীমথ নাগরম্।
উরুস্তম্ভে পিবেন্মূত্রৈ র্দশমূলীরসেন বা।

উরুস্তম্ভ রোগে শিলাজতু, গুগ্‌গুলু, পিপুল অথবা শুঁঠ, গোমূত্র বা দশমূলের কাথের সহিত সেবনীয়।

ভল্লাতকামৃতাশুণ্ঠী দারু পথ্যা পুনর্নবাঃ।
পঞ্চমূলীদ্বয়োন্মিশ্রা উরুস্তম্ভনিবর্হণাঃ।

ভেলা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, দেবদারু, হরীতকী, পুনর্নবা ও দশমূল ইহাদের কাথ পানে উরুস্তম্ভরোগ নষ্ট হয়।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূল ভল্লাতকাথ এব বা।
কল্কো বা সমধুর্দেয় উরুস্তম্ভবিনাশনঃ।

পিঁপুল, পিঁপুলমূল ও ভেলার মুটী ইহাদের কাথ বা কল্ক মধুর সহিত পান করিলে উরুস্তম্ভের শান্তি হয়।

ত্রিফলা চব্য কটুকং গ্রন্থিকং মধুনা লিহেৎ।
উরুস্তম্ভ বিনাশায় শিগ্রুকাথং পিবেদপি।
অত্র কটুকং ত্রিকটু।

মধুর সহিত ত্রিফলা, চৈঁ, ত্রিকটু ও পিঁপুলমূলচূর্ণ সেবন অথবা সজিনাছালের কাথ পান করিলে উরুস্তম্ভের শান্তি হয়।

ক্ষৌদ্র সর্ষপ বল্মীকমৃত্তিকা সংযুতং ভিষক্।
কুর্য্যাৎ প্রলেপনং গাঢ়মূরুস্তম্ভে সবেদনে।

সর্ষপচূর্ণ ও বল্মীকমৃত্তিকা (উইমাটী) মধুর সহিত মিশ্রিত ও ধুতুরাপত্রের রসের সহিত পিষ্ট ও উষ্ণ করিয়া উরুস্তম্ভে গাঢ়রূপে প্রলেপ দিবে।

কৃষ্ণধুস্তূর মূলঞ্চ ফলঞ্চ খাথসাভিধম্।
রসোন মরিচাজাজীজয়ন্তী শিগ্রু সর্ষপাঃ।
সর্ব্বাণ্যেতানি মূত্রেণ পিষ্টান্যুষ্ণীকৃতানি চ।
গাঢ়ং প্রলেপয়েদ্ বৈদ্য আঢ্যবাতে ভয়াবহে।

কৃষ্ণধুতুরার মূল, চেঁড়ীফল, রসুন, মরিচ, কৃষ্ণজীরা, জয়ন্তীপত্র, সজিনাছাল ও সর্ষপ এই সমুদায় দ্রব্য গোমূত্রের সহিত পিষ্ট ও উষ্ণীকৃত করিয়া গাঢ় প্রলেপ দিবে।

গুঞ্জাভদ্রো রসো হিঙ্গুসৈন্ধবাভ্যাং শুভপ্রদঃ।

উরুস্তম্ভরোগে হিঙ্গু ও সৈন্ধবলবণের সহিত গুঞ্জাভদ্ররস নামক ঔষধ সেবন হিতকর।

এভিশ্চেদ্ বিধিভিঃ শান্তি মূরুস্তম্ভো ন গচ্ছতি।
তৎ পাকাভিমুখে তস্মিন্ দদ্যাৎ পাচনমৌষধম্।

উল্লিখিত ক্রিয়া সমস্ত দ্বারা উরুস্তম্ভ প্রশমিত না হইয়া যদি পাকাভিমুখ হইয়া

উঠে, তাহা হইলে উহাতে পাঁচক প্রলেপাদি ব্যবস্থা করিবে।

এক এবাতসীকল্কঃ পাচনঃ স্যান্নিরত্যয়ঃ।
শণবীজস্য কল্কশ্চ পাচনার্থং প্রযুজ্যতে।

মসিনার কল্ক অতি নির্দ্দোষ পাচক। আধুনিক পুল্‌টিস্ দিবার নিয়মে প্রয়োগ করিবে। শণবীজের কল্কও ঐ নিয়মে ব্যবস্থেয়।

পাকং গতে গদে তস্মিন্ পায়য়িত্বাতুরং সুরাম্।
ততঃ শস্ত্রক্রিয়াং বৈদ্য আচরেৎ কর্ম্মপারগঃ।

ঊরুস্তম্ভ পাকিয়া উঠিলে শস্ত্রকর্ম্মকুশল চিকিৎসক, রোগীকে সুরাপান করাইয়া শস্ত্র ক্রিয়া করিবেন।

সুহৃদ্ভিঃ সান্ত্বিতস্যাস্য দৃঢ়মাপ্তৈর্ধৃতস্য চ।
সুরামোহিতচিত্তস্য সাবধানো লঘুক্রিয়ঃ।
গাঢ়ং শোথে নিদধ্যাদ্ধি শস্ত্রমুৎপলপত্রকম্।
বৈদ্যোঽথ তদ্ বিনিষ্কৃষ্য শোথং সম্যক্ প্রপীড়য়েৎ।
ততো ব্রণক্রমং কুর্য্যাৎ যাবদ্ ব্যাধির্নশাম্যতি।
এবং ভাগ্যবলাজ্জীবেদূরুস্তম্ভী কদাচন।

সুহৃদ্‌গণ কর্ত্তৃক সান্ত্বিত, সুরামোহিত চিত্ত ও বিশ্বস্ত আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক ধৃত, রোগীর পক্ক ঊরুস্তম্ভে বৈদ্য সাবধানতা ও লঘুহস্ততা অবলম্বন করিয়া উৎপলপত্রাখ্য শস্ত্র গাঢ়রূপে নিহিত করিবেন। পরে শস্ত্র উদ্ধার করিয়া সম্যক্‌প্রকারে শোথ পীড়ন করা আবশ্যক। অনন্তর ব্যাধি শান্তি পর্য্যন্ত ব্রণ চিকিৎসা কর্ত্তব্য। ঊরুস্তম্ভরোগী এইরূপ ক্রিয়ার দ্বারা ভাগ্যবলে পুনর্জীবন লাভ করিতে পারে।

ঊরুস্তম্ভে পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা।

ভোজ্যাঃ পুরাণা গোধূম কোদ্রবোদ্দালশালয়ঃ।
জাঙ্গলৈরঘৃতৈর্মাংসৈঃ শাকৈশ্চালবণৈ হিতৈঃ।
শাকৈরলবণৈর্দ্দদ্ভ্যাজ্জল তৈলাজ্য সাধিতৈঃ।
সুনিষণ্ণকনিম্বাদ্যৈ জীর্ণে শাল্যোদনং ভিষক্।

পুরাতন গোধূমের রুটি এবং পুরাতন কোদ, উদ্দাল ও শালিতণ্ডুলের অন্ন, ঘৃতবর্জ্জিত জাঙ্গলমাংসের যূষ ও অলবণ পক্ক শাকের সহিত আহারার্থ ব্যবস্থা করিবে। সুষুণিশাক ও নিম্বপত্র প্রভৃতি জল, তৈল ও ঘৃতের সহিত লবণ ব্যতিরেকে পাক করিয়া পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্নের সহিত আহারার্থ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

প্রতারয়েৎ প্রতিস্রোতো নদীং শীতজলাং শিবাম্।
সরশ্চ বিমলং শীতং স্থিরতোয়ং পুনঃ পুনঃ।

ঊরুস্তম্ভ রোগীকে শীতল জলশালিনী অনুগ্রপ্রকৃতি নদীতে স্রোতোঽভিমুখে সন্তরণ করাইবে। সুশীতল ও নির্ম্মল জলসম্পন্ন স্থিরভাবাপন্ন সরোবরে সন্তরণ দ্বারাও উপকার দর্শে।

গুরুশীতদ্রবস্নিগ্ধ বিরুদ্ধাসাত্ম্যভোজনম্।
তজ্যেদম্লঞ্চ লবণমূরুস্তম্ভ গদার্দ্দিতঃ।

ঊরুস্তম্ভরোগী গুরু, শীতল, দ্রব, স্নিগ্ধ, অম্ল, লবণ এবং বিরুদ্ধ ও অসাত্ম্য ভোজন পরিত্যাগ করিবেন।

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

বিদ্রধ্যধিকারঃ।

বিদ্রধেঃ সম্প্রাপ্তিঃ সামান্যং লক্ষণঞ্চ।

ত্বগ্রক্তমাংসমেদাংসি সংদূষ্যাস্থিসমাশ্রিতাঃ।
দোষাঃ শোথং শনৈর্ঘোরং জনয়ন্ত্যুচ্ছ্রিতা ভৃশম্।
মহামূলং রুজাবন্তং বৃত্তং বাপ্যথবায়তম্।
স বিদ্রধিরিতি খ্যাতো বিজ্ঞেয়ঃ ষড়্‌বিধশ্চ সঃ।

অতিপ্রবৃদ্ধ বাতাদি দোষত্রয় অস্থিকে আশ্রয় এবং ত্বক্, রক্ত, মাংস ও মেদকে দূষিত করিয়া ক্রমশঃ মহামূলবিশিষ্ট, অতি ব্যথাযুক্ত ও কষ্টদায়ক শোথ উৎপাদন করে। ঐ শোথ বর্ত্তুলাকার বা দীর্ঘ হইয়া থাকে। ইহার নাম বিদ্রধি (ফোড়া)।

পৃথগ্‌দোষৈঃ সমস্তৈশ্চ ক্ষতেনাপ্যসৃজা তথা।
ষন্নামপি হি তেষাস্তু লক্ষণং সম্প্রচক্ষ্যতে।

বিদ্রধি ছয় প্রকার। যথা, বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, ক্ষতজ ও রক্তজ। এই ছয় প্রকারের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে।

বাতিকস্য বিদ্রধের্লক্ষণম্।

কৃষ্ণোঽরুণো বা বিষমো ভৃশমত্যর্থবেদনঃ।
চিত্রোত্থানপ্রপাকশ্চ বিদ্রধির্বাতসম্ভবঃ।

বিষমঃ কদাচিদল্পঃ কদাচিন্মহান্ চিত্রোত্থান-প্রপাকঃ চিত্রৌ নানাবিধৌ বায়োর্বিষমক্রিয়ত্বাৎ উদ্গমপ্রপাকৌ যস্য স তথা।

বাতবিদ্রধি কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ, কখন ক্ষুদ্র, কখন বৃহৎ এবং অতিশয় বেদনাবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার উদ্গম ও পাক সমবেগ ও সম্যক্‌রূপে হয় না।

পৈত্তিকস্য লক্ষণম্।

পক্কোডুম্বরসঙ্কাশঃ শ্যাবো বা জ্বরদাহবান্।
ক্ষিপ্রোত্থানপ্রপাকশ্চ বিদ্রধিঃ পিত্তসম্ভবঃ।

পিত্তবিদ্রধি পক্ক যজ্ঞডুমুরফলের ন্যায় শ্যাববর্ণ হয়, ইহার উদ্গম ও পাক শীঘ্র নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এই বিদ্রধিতে জ্বর ও দাহ প্রবলরূপে বিদ্যমান থাকে।

শ্লৈষ্মিকস্য লক্ষণম্।

শরাবসদৃশঃ পাণ্ডুঃ শীতঃ স্নিগ্ধোঽল্পবেদনঃ।
চিরোত্থানপ্রপাকশ্চ বিদ্রধিঃ কফসম্ভবঃ।

শ্লৈষ্মিক বিদ্রধি শরার ন্যায় বৃহৎ, পাণ্ডুবর্ণ, শীতল, চিক্কণ ও অল্প বেদনা বিশিষ্ট হয়। ইহার উত্থান ও পাক দীর্ঘ-কালে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

তনুপীতসিতাশ্চৈষামাস্রাবাঃ ক্রমশঃ স্মৃতাঃ।

বাতিক বিদ্রধির স্রাব পাতলা, পৈত্তিকের পীতবর্ণ ও শ্লৈষ্মিকের শুভ্রবর্ণ হইয়া থাকে। বাতবিদ্রধিতে বাতানুরূপ অরুণাদি বর্ণের স্রাব নিঃসৃত হয়।

সান্নিপাতিক লক্ষণম্।

নানাবর্ণরুজাস্রাবো ঘাটালো বিষমো মহান্।
বিষমং পচ্যতে বাপি বিদ্রধিঃ সান্নিপাতিকঃ।

যে বিদ্রধির বর্ণ নানাপ্রকার অর্থাৎ কৃষ্ণ, লোহিত ও পাণ্ডুবর্ণ, যাহার বেদনা নানাপ্রকার অর্থাৎ তোদ, দাহ ও কণ্ডূ প্রভৃতি, যাহার স্রাব বিবিধরূপ অর্থাৎ পাতলা, পীতবর্ণ ও শুক্লবর্ণ হয়, যাহা কোটিবিশিষ্ট অর্থাৎ অত্যুন্নত হয়, যাহা নিম্নোন্নত আকৃতিবিশিষ্ট, যাহা অত্যন্ত স্থূল এবং যাহা বিষমভাবে পক্ক হয়, তাহাকে সান্নিপাতিক বিদ্রধি বলিয়া জানিবে।

আগন্তুবিদ্রধেঃ সম্প্রাপ্তির্লক্ষণঞ্চ।

তৈস্তৈর্ভাবৈরভিহতে ক্ষতে বাপথ্যকারিণঃ।
ক্ষতোষ্মা বায়ুবিসৃতঃ সরক্তং পিত্তমীরয়েৎ।
জ্বরস্তৃষ্ণা চ দাহশ্চ জায়তে তস্য দেহিনঃ।
আগন্তুর্বিদ্রধির্হ্যেষ পিত্তবিদ্রধিলক্ষণঃ।

কাষ্ঠ, লোষ্ট্র বা প্রস্তরাদি দ্বারা আঘাত বা তজ্জন্য ক্ষত হইলে যদি পথ্যসেবী না হওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার উষ্মা বায়ুচালিত হইয়া রক্ত ও পিত্তকে দূষিত করিয়া বিদ্রধি উৎপাদন করে। ইহার নাম আগন্তু বা ক্ষতজ বিদ্রধি। ইহাতে পিত্তবিদ্রধির সমুদায় লক্ষণ এবং জ্বর, তৃষ্ণা ও দাহ বর্ত্তমান থাকে।

রক্তবিদ্রধের্লক্ষণম্।

কৃষ্ণস্ফোটাবৃতঃ শ্যাবস্তীব্রদাহরুজাজ্বরঃ।
পিত্তবিদ্রধিলিঙ্গস্তু রক্তবিদ্রধিরুচ্যতে॥

রক্তপ্রকোপজ বিদ্রধি, কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটকাবৃত, শ্যাববর্ণ ও পিত্তবিদ্রধির সমুদায় লক্ষণযুক্ত। ইহাতে দাহ, বেদনা ও জ্বর অতিপ্রবলভাবে বিদ্যমান থাকে।

অন্তর্বিদ্রধিমাহ।

পৃথক্ সম্ভূয় বা দোষাঃ কুপিতা গুল্মরূপিণম্।
বল্মীকবৎ সমুন্নদ্ধমন্তঃ কুর্ব্বন্তি বিদ্রধিম্॥
গুদে বস্তিমুখে নাভ্যাং কুক্ষৌ বঙ্ক্ষণয়োস্তথা।
বৃক্কয়োঃ প্লীহ্নি যকৃতি হৃদি বা ক্লোম্নি বাপ্যথ।
তেষামুক্তানি লিঙ্গানি বাহ্যবিদ্রধিলক্ষণৈঃ॥

পৃথক্ পৃথক্ বা একত্র মিলিত বাতাদি দোষ সকল প্রকুপিত হইয়া দেহের অভ্যন্তরে গুল্মসদৃশ ও বল্মীকবৎ উন্নত বিদ্রধি উৎপাদন করে। গুহ্যে, বস্তিমুখে, নাভিতে, কুক্ষিতে বঙ্ক্ষণদ্বয়ে, বৃক্কদ্বয়ে, প্লীহায়, যকৃতে, হৃদয়ে ও ক্লোমযন্ত্রে এইরূপ বিদ্রধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদিগের লক্ষণ বাহ্যবিদ্রধির লক্ষণের ন্যায়।

অধিষ্ঠানবিশেষেণ লিঙ্গং শৃণু বিশেষতঃ।
গুদে বাতনিরোধশ্চ বস্তৌ কৃচ্ছ্রাল্পমূত্রতা।
নাভ্যাং হিক্কাজৃম্ভণে চ কুক্ষৌ মারুতকোপনম্।
কটীপৃষ্ঠগ্রহস্তীব্রো বঙ্ক্ষণোত্থে তু বিদ্রধৌ॥
বৃক্কয়োঃ পার্শ্বসঙ্কোচঃ প্লীহ্ন্যুচ্ছ্বাসাবরোধনম্।
সর্ব্বাঙ্গপ্রগ্রহস্তীব্রো হৃদি কাসশ্চ জায়তে।
শ্বাসো যকৃতি হিক্কা চ ক্লোম্নি পেপীয়তে পয়ঃ॥

অন্তর্বিদ্রধিতে অধিষ্ঠানবিশেষে লক্ষণ বিশেষ উপস্থিত হয়। যথা গুহ্যে বিদ্রধি হইলে বাতনিরোধ, বস্তিতে হইলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাল্পতা, নাভিতে হইলে হিক্কা ও জৃম্ভা, কুক্ষিতে হইলে বায়ুপ্রকোপ, বঙ্ক্ষণে হইলে কটি ও পৃষ্ঠে তীব্র বেদনা, হৃদয়ে হইলে সর্ব্বাঙ্গে তীব্র বেদনা ও কাস, যকৃতে হইলে শ্বাস ও হিক্কা এবং ক্লোমে হইলে অনিবার্য্য পিপাসা উপস্থিত হইয়া থাকে।

স্রাবমার্গমাহ।

নাভেরুপরিজাঃ পক্কা যান্ত্যূর্দ্ধমিতরে ত্বধঃ।
অধঃস্রুতেষু জীবেত্তু স্রুতেষূর্দ্ধং ন জীবতি।
অন্যচ্চ। ঊর্দ্ধং প্রভিন্নেষু মুখান্নরাণাং
প্রবর্ত্ততেঽসৃক্সহিতো হি পূয়ঃ।
অধঃপ্রভিন্নেষু তু পায়ুমার্গাদ্
দ্বাভ্যাং প্রবৃত্তিস্ত্বিহ নাভিজেষু॥

নাভির ঊর্দ্ধে যে সকল বিদ্রধি হয়, তাহারা পাকিয়া বিদীর্ণ হইলে মুখ দিয়া পূয়াদি নির্গত হইয়া থাকে, নাভির অধঃসম্ভূত বিদ্রধির পূয়াদি গুহ্যদিয়া নির্গত হয়। নাভিজ বিদ্রধির পূয়াদি ঊর্দ্ধাধ উভয়মার্গ দিয়াই নিঃস্রুত হইতে পারে। অধোদেশদ্বারা নিঃস্রুত হইলে জীবনরক্ষা হইতে পারে এবং ঊর্দ্ধনিঃস্রুত মৃত্যুর কারণ।

হৃন্নাভিবস্তিবর্জ্জ্যা যে তেষু ভিন্নেষু বাহ্যতঃ।
জীবেৎ কদাচিৎ পুরুষো নেতরেষু কদাচন॥

হৃদয়, নাভি ও বস্তি ব্যতীত অন্তস্থানের বিদ্রধি শরীরের বাহ্যদেশ হইতে শস্ত্রদ্বারা

বিদীর্ণ করিলে কদাচিৎ প্রাণরক্ষা হইতে পারে। কিন্তু ঐ তিন স্থানে বিদ্রধিতে শস্ত্রপ্রয়োগ করিলে নিশ্চিত মৃত্যু।

বাহ্যবিদ্রধীনাং সাধ্যাসাধ্যত্বমাহ।

সাধ্যা বিদ্রধয়ঃ পঞ্চ বিবর্জ্জ্যঃ সান্নিপাতিকঃ।

বাহ্যবিদ্রধি সকলের মধ্যে সান্নিপাতিক ভিন্ন অপর পাঁচপ্রকার বিদ্রধি, সাধ্য, সান্নিপাতিক বিদ্রধি অসাধ্য।

আধ্মাতং বদ্ধনিষ্যন্দং ছর্দ্দিহিক্কাতৃষান্বিতম্।
রুজাশ্বাসসমাযুক্তং বিদ্রধির্নাশয়েন্নরম্।

উদরাধ্মান, মূত্ররোধ (ইহা প্রাণ ও বস্তিজাত বিদ্রধিতেই হইয়া থাকে), বমি, হিক্কা, তৃষ্ণা, তীব্রবেদনা ও শ্বাস এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে বিদ্রধি জীবননাশক হয়।

আমপক্কবিদগ্ধত্বং তেষাং শোথবদাদিশেৎ।
শোথবৎ বক্ষ্যমাণ ব্রণশোথবৎ।

বিদ্রধির আমাবস্থা, পচ্যমানাবস্থা ও পক্কাবস্থাও ব্রণশোথের ন্যায় জানিবে।

বিদ্রধেশ্চিকিৎসা।

জলৌকাপাতনং শস্তং সর্ব্বস্মিন্নেব বিদ্রধৌ।
মৃদুর্বিরেকো লঘ্বন্নং স্বেদঃ পিত্তোত্তরং বিনা।

সকল প্রকার বিদ্রধিতেই জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ, মৃদুবিরেচন, লঘু-আহার ও স্বেদক্রিয়া ব্যবস্থেয়। পৈত্তিকে স্বেদ প্রদান নিষিদ্ধ।

বাতঘ্নমূলকল্কৈস্তু বসাতৈলঘৃতান্বিতৈঃ।
সুখোষ্ণবহলো লেপঃ প্রয়োজ্যো বাতবিদ্রধৌ॥

বাতবিদ্রধিতে দেবদারু প্রভৃতি বাতঘ্ন বৃক্ষের মূল বাটিয়া বসা, তৈল বা ঘৃত মিশ্রিত এবং ঈষদুষ্ণ করিয়া পুরু প্রলেপ দিবে।

স্বেদোপনাহাঃ কর্ত্তব্যাঃ শিগ্রুমূল সমন্বিতাঃ।
যবগোধূমমুদ্গৈশ্চ সিদ্ধ পিষ্টৈশ্চ লেপয়েৎ।

সজিনামূলের প্রলেপ ও তাহার ক্বাথের স্বেদ দ্বারা উপকার দর্শে। যব, গম ও মুগ সিদ্ধ করিয়া পেষণ করিবে, ইহা পুনর্ব্বার অল্প উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

পুনর্নবাদারুবিশ্বদশমূলভবাম্ভসা।
গুগ্গুলুং রুবুতৈলং বা পিবেন্মারুতবিদ্রধৌ।

পুনর্নবা, দেবদারু, শুঁঠ ও দশমূল ইহাদের ক্বাথে গুগ্গুলু বা এরণ্ড তৈল মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বাতবিদ্রধির শান্তি হয়।

পৈত্তিকং শর্করা লাজামধুকৈঃ শর্করাযুতৈঃ।
প্রদিহ্যাৎ ক্ষীরপিষ্টৈর্বা পয়স্যোশীরচন্দনৈঃ।

পৈত্তিক বিদ্রধিতে চিনি, খই ও যষ্টিমধু অথবা ক্ষীরকাকোলী, বেণার মূল, রক্তচন্দন ও চিনি, দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

পঞ্চবল্কলকল্কেন ঘৃতমিশ্রেণ লেপনম্।
যষ্ট্যাহ্বশারিবাদূর্ব্বানলমূলৈঃ সচন্দনৈঃ।
ক্ষীরপিষ্টৈঃ প্রলেপস্তু পিত্তবিদ্রধিনাশনঃ।

বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেত ইহাদের ছাল ঘৃতের সহিত অথবা যষ্টিমধু, অনন্তমূল, দূর্ব্বা, নলমূল ও রক্তচন্দন দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে পিত্তবিদ্রধির শান্তি হয়।

ইষ্টকাসিকতালৌহ গোশকৃত্তুষপাংশুভিঃ।
মূত্রপিষ্টৈশ্চ সততং স্বেদয়েৎ শ্লেষ্মবিদ্রধিম্।
গোমূত্রপিষ্টৈর্বিড়কাম্লিকমুস্তবিষ [illegible]
র্ব্বা স্বেদোপনাহৈঃ।

শ্লেষ্মবিদ্রধিতে ইষ্টকচূর্ণ, বালুকা, লৌহচূর্ণ, গোময় ও তুষচূর্ণ এই সমুদায় দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া এরণ্ডাদির পত্রে বদ্ধ ও অল্প উষ্ণ করিয়া স্বেদ দিবে।

পিত্তবিদ্রধিবৎ সর্ব্বাং ক্রিয়াং নিরবশেষতঃ।
বিদ্রধৌ কুশলঃ কুর্য্যাদ্ রক্তাগন্তুনিমিত্তয়োঃ।

রক্তজ ও আগন্তুজ বিদ্রধিতে পিত্তবিদ্রধির চিকিৎসা করিবে।

শোভাঞ্জনকনির্য্যূহো হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুতঃ।
অচিরাদ্ বিদ্রধিং হন্তি প্রাতঃ প্রাতর্নিষেবিতঃ॥

প্রত্যহ প্রাতে সজিনাছালের ক্বাথে হিঙ্গু সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিদ্রধি প্রশমিত হয়।

শিগ্রুমূলং জলে ধৌতং পিষ্টং বস্ত্রেণ গালয়েৎ।
তদ্রসং মধুনা পীত্বা হন্ত্যন্তর্বিদ্রধিং নরঃ।

সজিনামূলের ছাল জলে ধৌত করিয়া পেষণ করিবে, পরে বস্ত্রদ্বারা উহার রস গালিয়া লইবে। এই রস মধুর সহিত পান করিলে অন্তর্বিদ্রধি নষ্ট হয়।

শ্বেতবর্ষাভুবো মূলং মূলং বা বরুণস্য চ।
জলেন কথিতং পীতমন্তর্বিদ্রধিহৃৎ পরম্।

শ্বেতপুনর্নবার অথবা বরুণের মূল জলে যথাবিধি সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথ পান করিলে অন্তর্বিদ্রধি নষ্ট হয়।

শময়তি পাঠামূলং ক্ষৌদ্রযুতং তণ্ডুলাম্ভসা পীতম্।
অন্তর্ভূতং বিদ্রধিমুদ্ধতমাশ্বেব মনুজস্য।

আকনাদিমূল, মধু ও তণ্ডুলজলের সহিত সেবন করিলে দেহাভ্যন্তরগত বিদ্রধি প্রশমিত হয়।

অপক্কে শ্বেতদুদ্দিষ্টং পক্কে তু ব্রণবৎ ক্রিয়া।

অপক্ক বিদ্রধি চিকিৎসা লিখিত হইল, বিদ্রধি পাকিলে ব্রণশোথোক্ত চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

বিস্ফোটাধিকারঃ।

কট্বম্লতীক্ষ্ণোষ্ণবিদাহিরুক্ষ-
ক্ষারৈরজীর্ণাধ্যশনাতপৈশ্চ।
তথর্ত্তুদোষেণ বিপর্য্যয়েণ
কুপ্যন্তি দোষাঃ পবনাদয়স্তু।
ত্বচমাশ্রিত্য তে রক্তং মাংসাস্থীনি প্রদূষ্য চ।
ঘোরান্ কুর্ব্বন্তি বিস্ফোটান্ সর্ব্বান্ জ্বরপুরঃসরান্।

ঋতুদোষেণ ঋতুহেতুকশীতোষ্ণাদীনামতিযোগেন। বিপর্য্যয়েণ ঋতূচিতাহারবিহারবৈপরীত্যেন। ত্বচমাশ্রিত্য ত্বচি বিস্ফোটান্ কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। জ্বরপুরঃসরান্ জ্বরপূর্ব্বান্।

কটু, অম্ল, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বিদাহক, রুক্ষ ও ক্ষারদ্রব্য ভোজন, ভুক্ত অন্নের অপরিপাক, অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন, আতপসেবা, ঋতুহেতুক শীতোষ্ণাদির অতিযোগ এবং ঋতূচিত আহার বিহারের ব্যতিক্রম এই সকল কারণে বাতাদি দোষগণ কুপিত হইয়া রক্ত, মাংস ও অস্থিকে দূষিত করিয়া ত্বকে অতি কষ্টদায়ক বিস্ফোটক উৎপাদন করে, বিস্ফোটক উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে জ্বর হইয়া থাকে।

বিস্ফোটস্য সামান্যং লক্ষণম্।

অগ্নিদগ্ধা ইব স্ফোটাঃ সজ্বরা রক্তপিত্তজাঃ।
কচিৎ সর্ব্বত্র বা দেহে বিস্ফোটা ইতি তে স্মৃতাঃ।
অন্যচ্চ। যদা রক্তঞ্চ পিত্তঞ্চ বাতেনানুগতং ত্বচি।
অগ্নিদগ্ধনিভান্ স্ফোটান্ কুরুতে সর্ব্বদেহগান্।
সজ্বরান্ দাহসংযুক্তান্ বিদ্যাদ্বিস্ফোটকাংস্তু তান্।

বিকৃত রক্ত ও পিত্ত বাতানুগত হইয়া দেহের কোন স্থানে অথবা সর্ব্বাঙ্গে জ্বরের সহিত দাহ সংযুক্ত অগ্নিদগ্ধাভ স্ফোটক সকল উৎপাদন করে। উহাদিগের নাম বিস্ফোটক।

বাতিকস্য তস্য লক্ষণম্ ।

শিরোরুক্শূলভূয়িষ্ঠং জ্বরতৃট্পর্ব্বভেদনম্ ।
সকৃষ্ণবর্ণতা চেতি বাতবিস্ফোটলক্ষণম্ ।
শূলং তোদরূপম্ ।

বাতবিস্ফোটে শিরোবেদনা, স্ফোটকে শূচীবেধবৎ যাতনা, জ্বর, তৃষ্ণা, পর্ব্বসন্ধি সকলে ভঙ্গবৎ পীড়া এবং স্ফোটকের বর্ণ কৃষ্ণ, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

পৈত্তিকস্য তস্য লক্ষণম্ ।

জ্বরদাহরুজাস্রাবপাকতৃষ্ণাভিরন্বিতম্ ।
পীতলোহিতবর্ণঞ্চ পিত্তবিস্ফোটলক্ষণম্ ।

পৈত্তিক বিস্ফোটে জ্বর, দাহ, বেদনা, পাক, স্রাবনির্গম, তৃষ্ণা এবং স্ফোটকের বর্ণ পীত ও লোহিত হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিকস্য লক্ষণম্ ।

ছর্দ্দ্যরোচকজাড্যানি কণ্ডূকাঠিন্যপাণ্ডুতাঃ ।
যস্মিন্ রুক্ চিরাৎপাকঃ স বিস্ফোটঃ কফাত্মকঃ ॥
জাড্যং জড়ত্বমঙ্গানাম্ ।

শ্লৈষ্মিক বিস্ফোটে বমি, অরুচি ও অঙ্গ সকলের জড়তা এবং স্ফোটক কণ্ডূযুক্ত, কঠিন, পাণ্ডুবর্ণ ও প্রায় বেদনা রহিত হয়। এইরূপ বিস্ফোট শীঘ্র পাকে না।

দ্বন্দ্বজানাহ ।

বাতপিত্তকৃতো যস্তু কুরুতে তীব্রবেদনাম্ ।
কণ্ডূস্তৈমিত্যগুরুভির্জ্জানীয়াৎ কফবাতিকম্ ।
কণ্ডূর্দাহো জ্বরশ্ছর্দ্দিরেতৈস্তু কফপৈত্তিকম্ ।

কণ্ডূস্তৈমিত্যগুরুভিঃ কণ্ডূস্তৈমিত্য গুরুতাভিরিত্যর্থঃ ভাবপ্রধাননির্দ্দেশাৎ ।

বাতপিত্তকৃত বিস্ফোটে তীব্র বেদনা উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাতশ্লৈষ্মিক বিস্ফোটে কণ্ডূ, আর্দ্রতাভাব ও গুরুতা উপস্থিত হয়। পিত্তশ্লৈষ্মিক বিস্ফোটে কণ্ডূ, দাহ, জ্বর ও বমি এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়।

সান্নিপাতিকস্য লক্ষণম্ ।

মধ্যে নিম্নোন্নতোঽন্তে চ কঠিনঃ স্বল্পপাকবান্ ।
দাহরাগতৃষামোহচ্ছর্দ্দিমূর্চ্ছারুজাজ্বরাঃ ।
প্রলাপো বেপথুস্তন্দ্রা সোঽসাধ্যঃ স্যাৎ ত্রিদোষজঃ ।

মধ্যে অন্তে চ যথাক্রমং নিম্নঃ উন্নতশ্চ । নিম্নশ্চাসৌ উন্নতশ্চেতি নিম্নোন্নতঃ । অত্র সমাসো ন মনোহরঃ ।

সান্নিপাতিক বিস্ফোট নিম্নমধ্য, উন্নতান্ত, কঠিন ও সামান্যপাকযুক্ত হয় এবং দাহ, রক্তিমা, তৃষ্ণা, জ্ঞানবৈপরীত্য, বমি, মূর্চ্ছা, ব্যথা, জ্বর, প্রলাপ, কম্প ও তন্দ্রা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহা অসাধ্য।

রক্তপ্রকোপজস্য লক্ষণম্ ।

বেদিতব্যাশ্চ রক্তেন পৈত্তিকেন চ হেতুনা ।
গুঞ্জা ফলসমা রক্তা রক্তস্রাবা বিদাহিনঃ ।
ন তে সিদ্ধিং সমায়ান্তি সিদ্ধৈর্যোগশতৈরপি ।
পৈত্তিকেন হেতুনা পিত্তস্য হেতুনা কট্বাদিনা ।

রক্ত বিকৃত হইলে এবং পিত্তপ্রকোপের কারণ সকল উপস্থিত হইলে গুঞ্জাফলের

স্থায় রক্তবর্ণ, বিদাহক ও রক্তস্রাব যুক্ত বিস্ফোটক সকল উৎপন্ন হয়। এইরূপ বিস্ফোটক অসাধ্য।

একদোষোত্থিতঃ সাধ্যঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যো দ্বিদোষজঃ।
সর্ব্বদোষোত্থিতো ঘোরস্ত্বসাধ্যো ভূর্য্যুপদ্রবঃ॥
ভূর্য্যুপদ্রব ইতি অত্র বিসর্পোক্তা এব উপদ্রবা জ্ঞেয়াঃ।

একদোষজ বিস্ফোটক সাধ্য, দ্বিদোষজ কৃচ্ছ্রসাধ্য এবং নিরতিশয় বেদনাযুক্ত ও বহু উপদ্রবসম্পন্ন ত্রিদোষজ বিস্ফোটক অসাধ্য।

বিস্ফোটকস্য চিকিৎসা।

বিস্ফোটে লঙ্ঘনং কার্য্যং বমনং পথ্যভোজনম্।
যথাদোষবলং বীক্ষ্য যুক্তমুক্তং বিরেচনম্॥

বিস্ফোটকরোগে লঙ্ঘন, পথ্যভোজন এবং দোষ ও বল অনুসারে উপযুক্ত বিরেচন ব্যবস্থেয়।

জীর্ণশালির্যবো মুদ্গা মসূরশ্চাঢ়কী তথা।
এতান্যন্নানি বিস্ফোটে হিতানি মুনয়োঽব্রুবন্॥

পুরাতন শালিতণ্ডুল, যব, মুগ, মসূর ও অড়হর এইগুলি বিস্ফোটক রোগে হিতকর।

দ্বে পঞ্চমূল্যৌ রাস্না চ দার্ব্বীশীরং দুরালভা।
গুড়ূচী ধান্যকং মুস্তমেষাং ক্বাথং পিবেন্নরঃ।
বিস্ফোটান্ নাশয়ত্যাশু সমীরণনিমিত্তকান্॥

দশমূল, রাস্না, দারুহরিদ্রা, বেণার মূল, দুরালভা, গুলঞ্চ, ধন্যা ও মুতা ইহাদের কাথ পান করিলে বাতজ বিস্ফোটের শান্তি হয়।

দ্রাক্ষাকাশ্মর্য্যখর্জ্জুরপটোলারিষ্টবাসকৈঃ।
কটুকালাজদুঃস্পর্শৈঃ সিতাযুক্তস্তু পৈত্তিকে॥

দ্রাক্ষা, গাম্ভারীফল, খর্জ্জুর, পল্‌তা, নিমছাল, বাসকছাল, কট্‌ফল, খই, দুরালভা, ইহাদের কাথ চিনিসংযুক্ত করিয়া পান করিলে পৈত্তিক বিস্ফোটের শান্তি হয়।

ভূনিম্বসবচাবাসাত্রিফলেন্দ্রযবৎসকৈঃ।
পিচুমর্দ্দপটোলাভ্যাং কফজে মধুযুক্ শৃতম্॥

চিরতা, বচ, বাসকছাল, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, ইন্দ্রযব, কুড়চিছাল, নিমছাল ও পটোলপত্র ইহাদের কাথ মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিলে কফজ বিস্ফোটের শান্তি হয়।

কিরাততিক্তকারিষ্টযষ্ট্যাহ্বাম্বুদবাসকৈঃ।
পটোলপর্পটোশীরত্রিফলাকৌটজান্বিতৈঃ।
কথিতৈর্দ্দিশাঙ্গঃ স্যাৎ সর্ব্ববিস্ফোটনাশনম্॥

চিরতা, নিমছাল, যষ্টিমধু, মুতা, বাসকছাল, পটোলপত্র, ক্ষেতপাপড়া, বেণারমূল, ত্রিফলা ও ইন্দ্রযব ইহাদের কাথপানে সকল প্রকার বিস্ফোটের শান্তি হয়।

বিস্ফোটব্যাধিনাশায় তণ্ডুলাম্বুপ্রয়োজিতৈঃ।
বীজৈঃ কুটজবৃক্ষস্য লেপঃ কার্য্যো বিজানতা॥

ইন্দ্রযব তণ্ডুলজলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিস্ফোটকের শান্তি হয়।

ছিন্নাপটোলভূনিম্ববাসকারিষ্টপর্পটৈঃ।
খদিরাব্দযুতৈঃ কাথো হন্তি বিস্ফোটকজ্বরম্॥

গুলঞ্চ, পল্‌তা, চিরাতা, বাসকছাল, নিমছাল, ক্ষেতপাপড়া, খদিরকাষ্ঠ ও মুতা ইহাদের কাথপানে বিস্ফোটক জ্বর নিবৃত্ত হয়।

চন্দনং নাগপুষ্পঞ্চ সারিবা তণ্ডুলীয়কম্।
শিরীষবল্কলং জাতী লেপঃ স্যাদ্দাহনাশনঃ॥

রক্তচন্দন, নাগেশ্বর, অনন্তমূল, ক্ষুদেনটে, শিরীষছাল ও জাতীপুষ্প ইহাদের প্রলেপে দাহ শান্তি হয়।

উৎপলং চন্দনং লোধ্রমুশীরং সারিবাদ্বয়ম্।
এতেষাং লেপনাদাশু স্ফোটদাহঃ প্রশাম্যতি॥

উৎপল, রক্তচন্দন, লোধ, বেণার মূল, অনন্তমূল ও শ্যামালতা জলে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে স্ফোটকের দাহ নিবৃত্ত হয়।

রক্তদোষহরং যদ্‌যদ্‌ যদ্‌যৎ পিত্তপ্রণাশনম্‌।
সর্ব্বমত্র প্রয়োক্তব্যং বিবিচ্য ভিষজা সদা॥

বিস্ফোটকরোগে রক্তদোষনাশক ও পিত্তঘ্ন ঔষধ সকল বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে।

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

গলগণ্ডগণ্ডমালাপচীগ্রন্থ্যর্ব্বুদাধিকারঃ।

তত্র গলগণ্ডস্য সামান্যং লক্ষণম্‌।

নিবদ্ধঃ শ্বয়থুর্যস্য মুষ্কবল্লম্বতে গলে।
মহান্‌ বা যদি বা হ্রস্বো গলগণ্ডং তমাদিশেৎ॥
অন্যচ্চ। মহান্তং শোথমল্পং বা হনুমন্যাগলাশ্রয়ম্‌।
মুষ্কবল্লম্বমানন্তু গলগণ্ডং বিনির্দ্দিশেৎ॥

নিবদ্ধো দৃঢ়ঃ অচলো বা। মুষ্কবল্লম্বতে গলে ইত্যত্র গলে ইতি হনুমন্যয়োরুপলক্ষণম্‌। তথাচ মহান্তং শোথমল্পং বেত্যাদি।

গলে, হনুতে ও মন্যায় মুষ্কবৎ লম্বমান বৃহৎ বা ক্ষুদ্র দৃঢ় শোথকে গলগণ্ড বলা যায়।

তস্য সম্প্রাপ্তিঃ।

বাতঃ কফশ্চাপি গলে প্রবৃদ্ধৌ
মন্যে চ সংশ্রিত্য তথৈব মেদঃ।
কুর্ব্বন্তি গণ্ডং ক্রমশঃ স্বলিঙ্গৈঃ
সমাচিতং তং গলগণ্ডমাহুঃ।
স্বলিঙ্গৈর্বাতকফমেদোলক্ষণৈঃ।

গলদেশে কুপিত বায়ু, কফ ও মেদঃ মন্যাদ্বয়কেও আশ্রয় করিয়া শনৈঃ শনৈঃ স্ব স্ব লক্ষণযুক্ত গণ্ড উৎপাদন করে। ঐ প্রবৃদ্ধ গণ্ড অর্থাৎ শোথকে গলগণ্ড বলে।

বাতিকস্য তস্য লক্ষণম্‌।

তোদান্বিতঃ কৃষ্ণশিরাবনদ্ধঃ
শ্যাবোঽরুণো বা পবনাত্মকস্তু।
পারুষ্যযুক্তশ্চিরবৃদ্ধ্যপাকো
যদৃচ্ছয়া পাকমিয়াৎ কদাচিৎ।
বৈরস্যমাস্যস্য চ তস্য জন্তো-
র্ভবেৎ তথা তালুগলপ্রশোষঃ॥

চিরবৃদ্ধ্যপাকঃ চিরেণ বৃদ্ধিঃ অপাকশ্চ যস্য সঃ অথবা চিরেণ বৃদ্ধির্যস্য স চিরবৃদ্ধিঃ। নাস্তি পাকো যস্য সঃ অপাকঃ। ততঃ চিরবৃদ্ধিশ্চাসৌ অপাকশ্চেতি চিরবৃদ্ধ্যপাকঃ।

বাতিক গলগণ্ড সূচীবেধবৎ পীড়াযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ শিরাসমূহে ব্যাপ্ত, শ্যাব বা অরুণবর্ণ ও কার্কশ্যযুক্ত হয়। এইরূপ গলগণ্ড প্রায় পাকে না, কখন কখন পাকিতেও দেখা যায়। বাতরোগাক্রান্ত ব্যক্তির মুখবৈরস্য এবং তালু ও গলের শুষ্কতা হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিকস্য লক্ষণম্‌।

স্থিরঃ সবর্ণো গুরুরুগ্রকণ্ডুঃ
শীতো মহাংশ্চাপি কফাত্মকস্তু।
চিরাচ্চ বৃদ্ধিং ভজতেঽচিরাদ্বা
প্রপচ্যতে মন্দরুজঃ কদাচিৎ।
মাধুর্য্যমাস্যস্য চ তস্য জন্তো-
র্ভবেৎ তথা তালুগলপ্রলেপঃ॥

শ্লৈষ্মিক গলগণ্ড দৃঢ়, দেহের সমান বর্ণবিশিষ্ট, ভারযুক্ত, অধিক কণ্ডু সমন্বিত, শীতল, বৃহৎ ও অল্প বেদনাযুক্ত হয়। ইহা দীর্ঘকালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং দীর্ঘকালান্তে

কদাচিৎ পাকে। রোগীর মুখ মধুর এবং তালু ও কণ্ঠ শ্লেষ্মাদ্বারা লিপ্ত হয়।

মেদোজস্য লক্ষণম্।

স্নিগ্ধো মৃদুঃ পাণ্ডুরনিষ্টগন্ধো
মেদোভবঃ কণ্ডুযুতোঽল্পরুক্ চ।
প্রলম্বতেঽলাবুবদল্পমূলো
দেহানুরূপক্ষয়বৃদ্ধিযুক্তঃ।
স্নিগ্ধাস্যতা তস্য ভবেচ্চ জন্তো-
র্গলেন শব্দং কুরুতে চ নিত্যম্।

মেদোজাত গলগণ্ড চিক্কণ, কোমল, পাণ্ডুবর্ণ, দুর্গন্ধ, কণ্ডুবিশিষ্ট ও অল্প বেদনাযুক্ত হয়। ইহার মূলদেশ অল্প এবং ইহা লাউফলের ন্যায় লম্বমান হইয়া থাকে, দেহের পুষ্টিতে ইহার পুষ্টি ও দেহের কৃশতায় ইহার কৃশতা হয়। রোগী স্নিগ্ধাস্য হয় এবং গলদ্বারা সর্ব্বদা শব্দ করে।

কৃচ্ছ্রাচ্ছ্বসন্তং মৃদুসর্ব্বগাত্রং
সংবৎসরাতীতমরোচকার্ত্তম্।
ক্ষীণঞ্চ বৈদ্যো গলগণ্ডযুক্তং
ভিন্নস্বরঞ্চাপি বিবর্জ্জয়েচ্চ।

যে গলগণ্ডরোগীর শ্বাসক্রিয়ায় অতিশয় কষ্ট হয় ও সমস্ত গাত্র কোমল হইয়া যায়, অতিশয় অরুচি, ক্ষীণতা ও স্বরভঙ্গ উপস্থিত হয় এবং পীড়া এক বৎসের অধিক কাল প্রাচীন হয়, তাহা হইলে চিকিৎসা বিফল হয় জানিবে।

গণ্ডমালায়া লক্ষণম্।

কর্কন্ধুকোলামলকপ্রমাণৈঃ
কক্ষাংস মন্যা গল বঙ্ক্ষণেষু।
মেদঃকফাভ্যাং চিরমন্দপাকৈঃ
স্যাদ্ গণ্ডমালা বহুভিশ্চ গণ্ডৈঃ।

কর্কন্ধুঃ ক্ষুদ্রবদরঃ। কোলং বৃহদ্বদরম্। চির-মন্দপাকৈঃ চিরেণ মন্দঃ অল্পঃ পাকো যেষাং তৈঃ।

বাহুমূল, স্কন্ধ, মন্যা, গল ও বঙ্ক্ষণদেশে শেয়াকুল, কুল অথবা আমলার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট বহু গণ্ড উৎপন্ন হইলে উহাদিগকে গণ্ডমালা বলা যায়। গণ্ডমালা দীর্ঘকালান্তে সামান্যরূপ পাকে। এই পীড়া বিকৃত মেদঃ ও কফ দ্বারা উৎপন্ন হয়।

অপচ্যা লক্ষণম্।

তে গ্রন্থয়ঃ কেচিদবাপ্তপাকাঃ
স্রবন্তি নশ্যন্তি ভবন্তি চান্যে।
কালানুবন্ধং চিরমাদধাতি
সৈবাপচীতি প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ।

তে গ্রন্থয়ঃ গণ্ডমালায়া এব গণ্ডাঃ কেচিদবাপ্ত-পাকাঃ সন্তঃ স্রবন্তি কেচিন্নশ্যন্তি সংরোহন্তি অন্যে ভবন্তি চ কালানুবন্ধং চিরমাদধাতি সা গণ্ডমালা চিরং তিষ্ঠতি সা এব অপচী।

গণ্ডমালার গণ্ড সকলের মধ্যে যদি কতকগুলি পাকিয়া নিঃসৃত হইয়া শুকাইয়া যায় ও আবার নূতন কতকগুলি উৎপন্ন হয় এবং দীর্ঘকাল জ্বর স্থিতি করে, তাহা হইলে উহাকে অপচীরোগ বলিয়া ব্যাখ্যাত করা যায়।

সাধ্যা স্মৃতা পীনস পার্শ্বশূল-
কাসজ্বরচ্ছর্দ্দিযুতা ত্বসাধ্যা।

নিরুপদ্রবা অপচী সাধ্যা। পরন্তু পীনসাদ্যুপ-দ্রবযুক্তা সা অসাধ্যা।

উপদ্রব রহিত অপচী সাধ্য। কিন্তু পীনস, পার্শ্বশূল, কাস, জ্বর ও বমি এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইলে অসাধ্য হয়।

গ্রন্থের্লক্ষণম্।

বাতাদয়ো মাংসমসৃক্ প্রদুষ্টাঃ
সন্দূষ্য মেদশ্চ তথা শিরাশ্চ।
বৃত্তোন্নতং বিগ্রথিতন্তু শোথং
কুর্ব্বন্ত্যতো গ্রন্থিরিতি প্রদিষ্টঃ॥

বাতাদয়ো বাতপিত্তকফাঃ প্রদুষ্টাঃ সন্তঃ মাংসমসৃক্ মেদঃ শিরাশ্চ সন্দূষ্য বৃত্তোন্নতং বিগ্রথিতং গ্রন্থিরূপং শোথং কুর্ব্বন্তি। বিগ্রথিতত্বাদ্ গ্রন্থিঃ। স পঞ্চধা। যথা, বাতিকঃ পৈত্তিকঃ শ্লৈষ্মিকঃ মেদোজঃ শিরাজশ্চেতি।

বায়ু, পিত্ত ও কফ বিকৃত হইয়া মাংস, রক্ত, মেদঃ ও শিরাকে দূষিত করিয়া বর্ত্তুলাকার গ্রন্থিরূপ শোথ উৎপাদন করে। এইরূপ শোথকে গ্রন্থি বলা যায়।

বাতিকস্য গ্রন্থের্লক্ষণম্।

আয়ম্যতে বৃশ্চতি তুদ্যতে চ
প্রত্যস্যতে মথ্যতি ভিদ্যতে চ।
কৃষ্ণো মৃদুর্বস্তিরিবাততশ্চ
ভিন্নঃ স্রবেচ্চানিলজোঽস্রমচ্ছম্॥

আয়ম্যতে আকৃষ্য দীর্ঘং ক্রিয়তে ইব। বৃশ্চতি আশ্রয়ং ছিনত্তীব। প্রভ্রংশতে স্খলতীব। ভিদ্যতে বিদার্য্যতে ইব। আততো বিস্তারিত ইব। মৃদুঃ নবত্বাদকঠিনঃ। অস্রং রুধিরম্। অচ্ছং প্রকৃতম্।

বাতিক গ্রন্থিতে এইরূপ যাতনা সকল উপস্থিত হয়। যথা, উহা যেন আকৃষ্ট হইয়া দীর্ঘীকৃত হয়, যেন আশ্রয়কে ছেদ করে, যেন স্খলিত হইয়া পড়ে, যেন বিলোড়ন করে, যেন বিদীর্ণ হয় এবং যেন বিস্তারিত হয়। গ্রন্থি কৃষ্ণবর্ণ ও মৃদু হয়। ইহা বিদীর্ণ হইলে স্বাভাবিক নির্ম্মল রক্ত নিঃস্রাব করে।

পৈত্তিকস্য লক্ষণম্।

সন্দহ্যতে ধূপ্যতি চূষ্যতে চ
পাপচ্যতে বা জ্বলতীব চাপি।
রক্তঃ সপীতোঽপ্যথবাপি পিত্তাদ্
ভিন্নঃ স্রবেদ্ দুষ্টমতীব চাস্রম্॥

সন্দহ্যতে ভৃশং দাহং করোতি সকলশরীরে। ধূপ্যতি অন্তস্তাপং করোতি। চূষ্যতে শৃঙ্গেণেব। পাপচ্যতে ভৃশং পাকং করোতি। প্রজ্বলতীব অগ্নিরিব জ্বালাযুক্ত ইব ভবতি গ্রন্থিঃ। অস্রং রুধিরম্। অতীব দুষ্টং কৃষ্ণতাদিযুক্তং মজ্জবিমিশ্রঞ্চ। দুষ্টমিত্যস্য স্থানে উষ্ণমিতি পাঠান্তরম্।

পৈত্তিক গ্রন্থির যাতনা এইরূপ। উহা সকল শরীরের দাহ উপস্থিত করে, অন্তস্তাপ উৎপাদন করে, যেন শৃঙ্গদ্বারা চূষিত হয়, অতিশয় পাক উপস্থিত করে এবং অগ্নির ন্যায় শিখাযুক্তবৎ হয়। এইরূপ গ্রন্থি রক্ত বা পীত বর্ণ হইয়া থাকে। ইহা বিদীর্ণ হইলে কৃষ্ণতাদিযুক্ত মজ্জবিমিশ্রিত উষ্ণ রক্ত স্রাব করে।

শ্লৈষ্মিকস্য লক্ষণম্।

শীতোঽবিবর্ণোঽল্পরুজোঽতিকণ্ডুঃ
পাষাণবৎ সংহননোপপন্নঃ।
চিরাভিবৃদ্ধিশ্চ কফপ্রকোপাদ্
ভিন্নঃ স্রবেচ্ছুক্লঘনঞ্চ পূয়ম্॥

অবিবর্ণঃ প্রকৃতিবর্ণঃ। পাষাণবৎ সংহননোপপন্নঃ সংহততাযুক্তঃ।

শ্লৈষ্মিক গ্রন্থি শীতল শরীরের ন্যায় বর্ণযুক্ত, অল্পবেদনাবিশিষ্ট, অধিক কণ্ডূ সমাক্রান্ত এবং প্রস্তরবৎ সংহতিসম্পন্ন। ইহা দীর্ঘকালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং বিদীর্ণ হইলে শুক্লবর্ণ ঘন পূয নিঃস্রাব করে।

মেদোজস্য লক্ষণম্ ।

শরীরবৃদ্ধিক্ষয়বৃদ্ধিহানিঃ
স্নিগ্ধো মহান্ কণ্ডুযুতোঽরুজশ্চ ।
মেদঃকৃতো গচ্ছতি চাত্র ভিন্নে
পিণ্যাকসর্পিঃপ্রতিমন্তু মেদঃ ॥

তিলকল্কসদৃশং ঘৃতসদৃশং বা মেদঃ গচ্ছতি স্রবতীত্যর্থঃ ।

মেদোজাত গ্রন্থি শরীরের বৃদ্ধিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও শরীরের ক্ষয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ইহা চিক্কণ, বৃহৎ ও কণ্ডূযুক্ত হইয়া থাকে ইহাতে প্রায় বেদনা থাকে না। এই গ্রন্থি বিদীর্ণ হইলে তিলকল্ক তুল্য বা ঘৃত সদৃশ মেদঃ নিঃসৃত হয়।

শিরাজস্য লক্ষণম্ ।

ব্যায়ামজাতৈরবলস্য তৈস্তৈ-
রাক্ষিপ্য বায়ুশ্চ শিরাপ্রতানম ।
সঙ্কোচ্য সম্পিণ্ড্য বিশোষ্য চাপি-
গ্রন্থিং করোত্যুন্নতমাশু বৃত্তম্ ॥
গ্রন্থিঃ শিরাজঃ স তু কৃচ্ছ্রসাধ্যো
ভবেদ্ যদি স্যাৎ সরুজশ্চলশ্চ ।
অরুক্ স এবাপ্যচলো মহাংশ্চ
মর্ম্মোত্থিতশ্চাপি বিবর্জ্জনীয়ঃ ॥

তৈস্তৈর্বলবদ্বিগ্রহাদিভিঃ । আক্ষিপ্য চালয়িত্বা । সম্পিণ্ড্য সংহতীকৃত্য ।

বলবদ্বিগ্রহাদিরূপ ব্যায়াম ক্রিয়া সকল দ্বারা কুপিত বায়ু দুর্ব্বল ব্যক্তির শিরা সকলকে আক্ষিপ্ত, সংকোচিত, পিণ্ডীকৃত ও বিশোষিত করিয়া উন্নত ও গোলাকার গ্রন্থি উৎপাদন করে। এইরূপ গ্রন্থির নাম শিরাজ গ্রন্থি। ইহা বেদনাবিশিষ্ট ও চলিষ্ণু হইলে কৃচ্ছ্রসাধ্য হয়। আর যদি বেদনাশূন্য, বৃহৎ ও অচল হয়, তবে অসাধ্য জানিবে।

পক্কৈতানকুজো গ্রন্থীন্ মর্ম্মজানচলাংস্ত্যজেৎ ।
কপোলগলমন্যাসু ত্বশ্চিকিৎস্যা হি সন্ধিষু ।

যে পাঁচ প্রকার গ্রন্থি উল্লিখিত হইল, তাহারা যদি বেদনাহীন, অচল ও মর্ম্মজ হয়, তাহা হইলে অসাধ্য জানিবে। কপোল, গল, মন্যা ও সন্ধিতে উৎপন্ন গ্রন্থি দুশ্চিকিৎস্য।

অর্ব্বুদস্য সম্প্রাপ্তিঃ সামান্যং লক্ষণঞ্চ ।

গাত্রপ্রদেশে ক্বচিদেব দোষাঃ
সংমূর্চ্ছিতা মাংসমসৃক্ প্রদূষ্য ।
বৃত্তং স্থিরং মন্দরুজং মহান্ত-
মনল্পমূলং চিরবৃদ্ধ্যপাকম্ ।
কুর্ব্বন্তি মাংসোচ্ছ্রয়মত্যগাধং
তদর্ব্বুদং শাস্ত্রবিদো বদন্তি ॥

মহান্তং গ্রন্থ্যপেক্ষয়া । অত্যগাধং দূরান্তপ্রবিষ্টম্ অত এবানল্পমূলম্ ।

গাত্রের কোন স্থানে বাতাদি দোষ সকল কুপিত হইয়া মাংস ও রক্তকে দূষিত করিয়া বর্ত্তুলাকার, অচল, অতি অল্প বেদনাযুক্ত, বৃহৎ, দূরান্তপ্রবিষ্ট ও অনল্প মূলবিশিষ্ট মাংসোচ্ছ্রয় উৎপাদন করে। ইহার নাম অর্ব্বুদ। অর্ব্বুদকে চলিত ভাষায় আব্ বলে।

অর্ব্বুদস্য নিদানং বিশিষ্টং লক্ষণঞ্চ ।

বাতেন পিত্তেন কফেন চাপি
রক্তেন মাংসেন চ মেদসা চ ।
তজ্জায়তে তস্য চ লক্ষণানি
গ্রন্থেঃ সমানানি সদা ভবন্তি ।

বিকৃত বায়ু, পিত্ত, কফ, রক্ত, মাংস ও মেদঃ এই সকল দ্বারা ভিন্ন ভিন্নরূপ অর্ব্বুদ উৎপন্ন হয়। বাতজ, পিত্তজ, কফজ

ও মেদোজ অর্ব্বুদের লক্ষণ তত্তৎ গ্রন্থির ন্যায়। রক্তজ ও মাংসজ অর্ব্বুদের লক্ষণ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

রক্তজার্ব্বুদস্য লক্ষণম্।

দোষঃ প্রদুষ্টো রুধিরং শিরাশ্চ
সঙ্কোচ্য সম্পিণ্ড্য ততস্ত্বপাকম্।
সাস্রাবমুন্নহ্যতি মাংসপিণ্ডং
মাংসাঙ্কুরৈরাবৃতমাশু বৃদ্ধিম্॥
স্রবত্যজস্রং রুধিরং প্রদুষ্ট-
মসাধ্যমেতদ্রুধিরাত্মকন্তু।
রক্তক্ষয়োপদ্রবপীড়িতত্বাৎ
পাণ্ডুর্ভবেদর্ব্বুদপীড়িতস্তু॥

দোষোঽত্র পিত্তম্। রুধিরং শিরাশ্চ সঙ্কোচ্য সম্পিণ্ড্য সংহতীকৃত্য। মাংসাস্রজোঃ সর্ব্বেষ্বর্ব্বুদেষু দুষ্যত্বম্। রক্তজে তু বিশেষতো রক্তদুষ্টিঃ। এবং মাংসার্ব্বুদে বিশেষতো মাংসদুষ্টির্বোদ্ধব্যা। ততঃ মাংসপিণ্ডম্ উন্নহ্যতি উদ্গতং করোতি। অপাকম্ ঈষৎপাকং যথা স্যাদেবমিতি ক্রিয়াবিশেষণম্। ঈষৎপাকশ্চৈকদেশপাকেন। আশুবৃদ্ধিং শীঘ্রবর্দ্ধনম। রক্তক্ষয়োপদ্রবাঃ সুশ্রুতোক্তাঃ ত্বক্‌পারুষ্যাম্ল-শীতপ্রধানাশিরাশৈথিল্যরূপাঃ তৈঃ পীড়িতত্বাৎ। অর্ব্বুদপীড়িতঃ রক্তার্ব্বুদপীড়িতঃ।

পিত্ত বিকৃত হইয়া রক্ত ও শিরাগণকে সঙ্কোচিত ও সংহত করিয়া মাংসাঙ্কুরাবৃত স্রাবশীল মাংসপিণ্ড উদ্গত করে। এই মাংসপিণ্ড নিরন্তর দুষ্ট রক্ত স্রাব করে ও শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, ইহা প্রায় পাকে না, কখন কখন ইহার একাংশে পাক উপস্থিত হইতে দেখা যায়। ইহার নাম রক্তার্ব্বুদ। ইহা অসাধ্য পীড়া। নিরন্তর রক্তক্ষয় হওয়াতে রোগীর ত্বক্ পারুষ্য, অম্লাকাঙ্ক্ষা, শীতাভিলাষ, শিরাশৈথিল্য ও পাণ্ডুতা উপস্থিত হয়।

মাংসার্ব্বুদস্য সম্প্রাপ্তির্নিদানঞ্চ।

মুষ্টিপ্রহারাদিভিরর্দ্দিতেঽঙ্গে
মাংসং প্রদুষ্টং জনয়েদ্ধি শোথম্।
অবেদনং স্নিগ্ধমনন্যবর্ণ-
মপাকমশ্মোপমমপ্রচাল্যম্।
প্রদুষ্টমাংসস্য নরস্য গাঢ়-
মেতদ্ভবেন্মাংসপরায়ণস্য॥

মাংসং প্রদুষ্টং বাতেন। অবেদনং বেদনারহিতমীষদ্বেদনং বা। অপাকং পাকরহিতমীষৎপাকং বা। মাংসাশনাভ্যাসেন যঃ প্রদুষ্টমাংসস্তস্যৈতদ্ভবতি।

মুষ্টিপ্রহারাদি দ্বারা অঙ্গ মর্দ্দিত হইলে কুপিত বাতদুষ্ট মাংস বেদনারহিত অথবা অতি সামান্য বেদনাযুক্ত, চিক্কণ, দেহের ন্যায় বর্ণযুক্ত, পাকহীন বা ঈষৎ পাকবিশিষ্ট, প্রস্তর সদৃশ অপ্রচাল্য শোথ উৎপাদন করে। ইহার নাম মাংসার্ব্বুদ। নিরন্তর মাংস ভোজন করিলে মাংস দূষিত হইয়া এই পীড়ার উৎপত্তি হয়।

অসাধ্যত্বম্।

মাংসার্ব্বুদন্ত্বেতদসাধ্যমাহুঃ
সাধ্যেষ্বপীমানি বিবর্জ্জয়েচ্চ।
সম্প্রস্রুতং মর্ম্মসু যচ্চ জাতং
স্রোতঃসু বা যচ্চ ভবেদচাল্যম্॥

সাধ্যেষ্বপি বাতজাদিষ্বপি ইমানি বক্ষ্যমাণানি সম্প্রস্রুতাদীনি বিবর্জ্জয়েচ্চ। সম্প্রস্রুতং স্রাবযুক্তং স্রাবশ্চাত্রাপাকিত্বেঽপি ত্বগবদরণাৎ মনাগরপ্তব্যঃ।

উল্লিখিত মাংসার্ব্বুদ অসাধ্য। আর বাতজাদি অর্ব্বুদ সকলও যদি স্রাবযুক্ত, মর্ম্মোৎপন্ন অথবা স্রোতোজাত ও অচাল্য হয়, তাহা হইলে তাহারাও অসাধ্য হইয়া থাকে।

যজ্জায়তেঽন্যৎ খলু পূর্ব্বজাতে
জ্ঞেয়ং তদধ্যর্ব্বুদমর্ব্বুদজ্ঞৈঃ ।
যদ্দ্বন্দ্বজাতং যুগপৎ ক্রমাদ্বা
দ্বিরর্ব্বুদং তচ্চ ভবেদসাধ্যম্ ॥

প্রথমে একটী অর্ব্বুদ হইয়া যদি তাহাতে আর একটী অর্ব্বুদ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে উহাকে অধ্যর্ব্বুদ বলা যায়। অধ্যর্ব্বুদ অসাধ্য। একস্থানে যুগপৎ অথবা ক্রমে উৎপন্ন অর্ব্বুদ সকলও অসাধ্য জানিবে।

অর্ব্বুদানাং পাকাভাবহেতুঃ ।

ন পাকমায়ান্তি কফাধিকত্বাৎ
মেদোবহুত্বাচ্চ বিশেষতস্তু ।
দোষস্থিরত্বাদ্ গ্রথনাচ্চ তেষাং
সর্ব্বার্ব্বুদান্যেব নিসর্গতশ্চ ॥

কফের আধিক্য, মেদের বাহুল্য, দোষের স্থিরত্ব ও গ্রথিতত্ব হেতু এবং বিশেষ স্বভাব হেতু অর্ব্বুদে পাক উপস্থিত হইতে পারে না।

অথৈষাং চিকিৎসা ।

যবমুদ্গপটোলানি কটু রুক্ষঞ্চ ভোজনম্ ।
ছর্দ্দিং শোণিতমোক্ষঞ্চ গলগণ্ডে প্রয়োজয়েৎ ।

গলগণ্ডরোগে যব, মুগ, পটোল এবং কটু ও রুক্ষ ভোজন ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে রক্তমোক্ষণ ও বমনক্রিয়া কর্ত্তব্য।

তণ্ডুলোদকপিষ্টেন মূলেন পরিলেপিতঃ ।
হস্তিকর্ণপলাশস্য গলগণ্ডঃ প্রশাম্যতি ।

হস্তিকর্ণ পলাশের মূল, আতপ তণ্ডুলের জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে গলগণ্ড নিবারিত হয়।

সর্ষপান্ শিগ্রুবীজানি শণবীজাতসীযবান্ ।
মূলকস্য চ বীজানি তক্রেণাম্লেন পেষয়েৎ ।
গলগণ্ডা গণ্ডমালা গ্রন্থয়শ্চৈব দারুণাঃ ।
প্রলেপাদেব নশ্যন্তি বিলয়ং যান্তি সত্বরম্ ।

সর্ষপ, সজিনাবীজ, শণবীজ, মসিনা, যব ও মূলার বীজ একত্র অম্লতক্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে গলগণ্ড, গণ্ডমালা ও গ্রন্থি সকল সত্বর বিলয়প্রাপ্ত হয়।

জীর্ণকর্কারুকরসো বিড়সৈন্ধবসংযুতঃ ।
নস্যেন পীতঃ শমনং গলগণ্ডে ন সংশয়ঃ ॥

বিট্ ও সৈন্ধবলবণ সংযুক্ত পুরাতন কুষ্মাণ্ডের রসের নস্য গ্রহণ করিলে নবোৎপন্ন গলগণ্ড বিলীন হয়।

বহ্বোম্লতৈলযুক্তেন জলকুম্ভীকভস্মনা ।
লেপনং গলগণ্ডস্য চিরোত্থস্যাপি শস্যতে ॥
বহ্বোম্লঃ সর্ষপঃ ।

পানাভস্ম সার্ষপতৈলের সহিত মর্দ্দন করিয়া লেপন করিলে গলগণ্ডের শান্তি হয়।

শ্বেতাপরাজিতামূলং প্রাতঃ পিষ্ট্বা পিবেন্নরঃ ।
সর্পিষা নিয়তাহারো গলগণ্ডপ্রশান্তয়ে ॥

শ্বেত অপরাজিতার মূল ঘৃতের সহিত পেষণ করিয়া প্রাতে সেবন ও আহার সংযম করিলে গলগণ্ডের শান্তি হয়।

তিক্তালাবুফলে পক্কে সপ্তাহমুষিতং জলম্ ।
সদ্যঃ স্যাদ্‌গলগণ্ডঘ্নং পানাৎ পথ্যান্নসেবিনাম্ ।

পক্ব তিক্তলাউফলের পাত্রে সপ্তাহকাল জল রাখিয়া তাহা পান ও পথ্যান্ন সেবন করিলে গলগণ্ড নষ্ট হয়।

কাঞ্চনারত্বচঃ ক্বাথঃ শুণ্ঠীচূর্ণেন সংযুতঃ ।
মাক্ষিকাঢ্যঃ সকৃৎ পীতঃ ক্বাথো বরুণমূলজঃ ।
গণ্ডমালাং হরত্যাশু চিরকালানুবন্ধিনীম্ ।

শুঁঠচূর্ণের সহিত কাঞ্চনবৃক্ষের ছালের ক্বাথ অথবা মধুর সহিত বরুণমূলের ছালের ক্বাথ পান করিলে গণ্ডমালার শান্তি হয়।

পলমর্দ্ধপলং বাপি পিষ্টং তণ্ডুলবারিণা ।
কাঞ্চনারত্বচঃ পীত্বা গণ্ডমালাং ব্যপোহতি ॥

কাঞ্চনারত্বচঃ পলমর্দ্ধপলং বা তণ্ডুলজলেন পিষ্টম্ ।

আতপতণ্ডুলের জল দিয়া কাঞ্চনছাল বাঁটিয়া খাইলে গণ্ডমালার বিলয় হয় ।

ঐন্দ্র্যা বা গিরিকর্ণ্যা বা মূলং গোমূত্রযোগতঃ ।
গণ্ডমালাং হরেৎ পীতং চিরকালোত্থিতামপি ॥

রাখালশসার অথবা শ্বেত অপরাজিতার মূল গোমূত্রে বাঁটিয়া সেবন করিলে গণ্ডমালার নাশ হয় ।

অলম্বুষাদলোত্থ স্বরসং দ্বিপলং পিবেৎ ।
অপচ্যা গণ্ডমালায়াঃ কামলায়াশ্চ নাশনম্ ।

ভুঁইকদম্বের পত্রের রস ২ পল পান করিলে অপচী, গণ্ডমালা ও কামলারোগ নষ্ট হয় ।

স্বর্জিকামূলকক্ষারৈঃ শঙ্খচূর্ণসমন্বিতৈঃ ।
এতেন বিহিতো লেপো হন্তি গ্রন্থিং তথার্ব্বুদম্ ॥

স্বর্জ্জিকাক্ষার, মূলার ক্ষার ও শঙ্খচূর্ণ এই সকলের প্রলেপ দ্বারা গ্রন্থি ও অর্ব্বুদের ধ্বংস হয় ।

গ্রন্থিষ্বামেষু কর্ব্বীত ভিষক্ শোথপ্রতিক্রিয়াম্ ।
পক্বান্মুৎপাট্য সংশোধ্য রোপয়েদ্ব্রণভেষজৈঃ ॥

অপক্ক গ্রন্থিতে ব্রণশোথের চিকিৎসা করিবে, পাকিয়া উঠিলে উহা উৎপাটন করিয়া ব্রণঘ্ন ঔষধ দ্বারা শোধন রোপণাদি কার্য্য করিবে ।

গ্রন্থীনমর্ম্মপ্রভবানপক্কা-
নুদ্ধৃত্য চাগ্নিং বিদধীত বৈদ্যঃ ।
ক্ষারেণ চৈতান্ প্রতিসারয়েত্তু
সর্ব্বাংশ্চ সংলিখ্য যথোপদেশম্ ॥

অমর্ম্মজাত অপক্ক গ্রন্থি শস্ত্র দ্বারা দগ্ধ করিবে । গ্রন্থি সকল লেখন করিয়া ক্ষার দ্বারা প্রতিসারণ করা কর্ত্তব্য ।

দন্তীচিত্রকমূলত্বক্ সৌধার্কপয়সী গুড়ঃ ।
ভল্লাতকাস্থি কাসীসং লেপাচ্ছিন্দ্যাচ্ছিলামপি ।

দন্তীমূলের ছাল, চিতামূলের ছাল, সিজ আটা, আকন্দ আটা, পুরাতন গুড়, ভেলার মুটী ও হীরাকস ইহাদের প্রলেপে গ্রন্থি প্রভৃতি ছিন্ন হয় ।

গণ্ডার্ব্বুদাদি ভিন্দ্যাল্লেপো মাতৃবাহককীটজঃ ॥

পাতড়িয়া পোকার প্রলেপে গ্রন্থি ও অর্ব্বুদ প্রভৃতি বিনষ্ট হয় ।

গ্রন্থ্যর্ব্বুদানাং ন যতো বিশেষঃ
প্রদেশহেত্বাকৃতিদোষদূষ্যৈঃ ।
অতশ্চিকিৎসেদ্‌গ্রন্থিবদর্ব্বুদানি
বিধানবিদ্ গ্রন্থিচিকিৎসিতেন ॥

গ্রন্থি ও অর্ব্বুদ এই উভয় রোগের উৎপত্তি স্থান, নিদান, আকৃতি, দোষ ও দূষ্য সমুদায়ই তুল্য । অতএব গ্রন্থি চিকিৎসার বিধি অনুসারে অর্ব্বুদ চিকিৎসা করিবে ।

মূলকস্য কৃতঃ ক্ষারো হরিদ্রায়াস্তথৈব চ ।
শঙ্খচূর্ণেন সংযুক্তো লেপঃ স্যাদর্ব্বুদাপহঃ ॥

মূলার ক্ষার, হরিদ্রার ক্ষার ও শঙ্খচূর্ণ এই সমুদায় দ্বারা লেপন করিলে অর্ব্বুদের ধ্বংস হয় ।

হরিদ্রা লোধ্রপত্তঙ্গগৃহধূমমনঃশিলাঃ ।
মধুপ্রগাঢ়ো লেপোঽয়ং মেদোঽর্ব্বুদহরঃ পরঃ ।

হরিদ্রা, লোধ, বকমকাষ্ঠ, ঝুল ও মনছাল এই সমুদায় মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে মেদোজ অর্ব্বুদ বিলয় প্রাপ্ত হয় ।

শিগ্রুমূলকয়োর্বীজং রক্তোঘ্নং সুরসাং যবম্ ।
তক্রেণাশ্বরিপুং পিষ্ট্বা লিম্পেদর্ব্বুদশান্তয়ে ।

সজিনাবীজ, মূলার বীজ, সর্ষপ, তুলসী, যব ও করবীর মূল তক্রদ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অর্ব্বুদ নষ্ট হয় ।

উপোদিকারসাভ্যক্তাস্তৎপত্রপরিবেষ্টিতাঃ।
প্রণশ্যন্ত্যচিরান্নৃণাং পিড়কার্ব্বুদজাতয়ঃ॥

পিড়কা ও অর্ব্বুদ প্রভৃতিতে পুঁইপত্রের রস লেপন করিয়া পুঁইপত্রেরই দ্বারা বেষ্টন করিয়া বান্ধিয়া রাখিলে উহাদের বিলয় হয়।

কালাগ্নি ভৈরবরসো হেমামৃতরসস্তথা।
রসো বিদ্যাবল্লভাখ্যো গুড়িকা কাঞ্চনাভিধা॥
তুম্বীতৈলং চামৃতাখ্যং তৈলঞ্চ সিন্দুরাদিকং।
তৈলং বিম্বাদিকং চৈব নির্গুণ্ডীতৈলমেব চ॥
বোষাদ্যং চন্দনাদ্যঞ্চ গুঞ্জাদ্যং গলগণ্ডকে।
যথাযথং প্রয়োক্তব্যং বলদোষবিভেদতঃ॥

গলগণ্ডাদি রোগে তুম্বীতৈল, অমৃতাদ্য তৈল, কাঞ্চনগুড়িকা, কালাগ্নিভৈরবরস, বিদ্যাবল্লভরস ও হেমামৃতরস এবং সিন্দুরাদি তৈল, বিম্বাদিতৈল, নির্গুণ্ডী তৈল, বোষাদ্য তৈল, চন্দনাদ্যতৈল ও গুঞ্জাদ্য তৈল প্রভৃতি ঔষধ যথাযথ প্রয়োজ্য।

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

বৃদ্ধ্যধিকারঃ।

বৃদ্ধের্নিদানম্।

ক্রুদ্ধোঽনূর্দ্ধগতির্বায়ুঃ শোথশূলকরশ্চরন্।
মুষ্কৌ বঙ্ক্ষণতঃ প্রাপ্য ফলকোষাভিবাহিনীঃ।
প্রপীড্য ধমনীর্বৃদ্ধিং করোতি ফলকোষয়োঃ॥

ক্রুদ্ধঃ অনূর্দ্ধগতিরধোগতির্বায়ুঃ বঙ্ক্ষণতঃ জঙ্ঘাসন্ধেঃ মুষ্কৌ প্রাপ্য শোথশূলকরশ্চরন্ সন্ ফলকোষাভিবাহিনীর্ধমনীঃ প্রপীড্য ফলকোষয়োর্বৃদ্ধিং করোতি।

কুপিত অধোগত বায়ু বঙ্ক্ষণ হইতে মুষ্কে আগমন করিয়া শোথশূলজনক হইয়া বিচরণ পূর্ব্বক ফলকোষ বাহিনী ধমনী সকলকে প্রপীড়িত করিয়া কোষের বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এই পীড়ার নাম বৃদ্ধি বা কোষবৃদ্ধি।

দোষাস্রমেদোমূত্রান্ত্রৈঃ স বৃদ্ধিঃ সপ্তধা গতঃ।
মূত্রান্ত্রজাবপ্যনিলাদ্ধেতুভেদস্তু কেবলম্॥

বৃদ্ধিশব্দোঽত্র সংজ্ঞায়াং ক্তিক্‌প্রত্যয়েন নিষ্পন্নঃ পুংলিঙ্গঃ। ক্তিপ্রত্যয়ান্তো বৃদ্ধিশব্দস্তু স্ত্রীলিঙ্গঃ।

বাতজ, পিত্তজ, কফজ, রক্তজ, মেদোজ, মূত্রজ ও অন্ত্রসম্বন্ধীয়ভেদে বৃদ্ধিরোগ সাত প্রকার। ইহার মধ্যে মূত্রজ বৃদ্ধি ও অন্ত্রবৃদ্ধি বায়ুর প্রকোপেই উৎপন্ন হয়। তবে অন্য-হেতুভেদ বশতঃ পৃথক্ গণিত হইয়া থাকে।

বাতজস্য বৃদ্ধের্লক্ষণম্।

বাতপূর্ণদৃতিস্পর্শো রুক্ষো বাতাদহেতুরুক্॥

অহেতুরুক অহেতুকং যথা ঈষদপি নরুক্। তেন স্বল্পাদপি বিপ্রকৃষ্টাৎ কারণাৎ রুক্ পীড়া যস্য সঃ।

বায়ুজন্য প্রবৃদ্ধ কোষ সামান্য কারণে বেদনাক্রান্ত, স্পর্শে বায়ুপূর্ণ চর্ম্মপুটকের ন্যায় ও রুক্ষ হইয়া থাকে।

পিত্তজস্য লক্ষণম্।

পক্বোডুম্বরসঙ্কাশঃ পিত্তাদ্দাহোষ্মপাকবান্॥

পিত্তজন্য প্রবৃদ্ধ কোষ দাহ, উষ্মা ও পাকযুক্ত এবং দেখিতে পক্ক উড়ুম্বর ফলের ন্যায় হইয়া থাকে।

কফজস্য লক্ষণম্।

কফাচ্ছীতো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ কণ্ডুমান্ কঠিনোঽল্পরুক্।

কফজন্য প্রবৃদ্ধ কোষ ভারযুক্ত, চিক্কণ, কণ্ডূবিশিষ্ট, কঠিন ও অল্পবেদনাযুক্ত হয়।

রক্তজস্য লক্ষণম্।

কৃষ্ণস্ফোটাবৃতঃ পিত্তবৃদ্ধিলিঙ্গশ্চ রক্তজঃ॥

রক্তজ বৃদ্ধিতে কোষে কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক সমূহের উৎপত্তি এবং পৈত্তিক বৃদ্ধির লক্ষণ সমস্ত উদিত হইয়া থাকে।

মেদোজস্য লক্ষণম্।

কফবন্মেদসো বৃদ্ধির্মৃদুস্তালফলোপমঃ॥

মেদোজন্য প্রবৃদ্ধ কোষ তালফলের ন্যায় আকারবিশিষ্ট, মৃদু এবং কফজ বৃদ্ধির লক্ষণ যুক্ত হয়।

মূত্রজস্য লক্ষণম্।

মূত্রধারণশীলস্য মূত্রজঃ স তু গচ্ছতঃ।
অম্ভোভিঃ পূর্ণদৃতিবৎ ক্ষোভং যাতি সরুক্ মৃদুঃ।
মূত্রকৃচ্ছ্রমধঃ কুর্য্যাৎ সকলন্ ফলকোষয়োঃ॥

মূত্রধারণশীলস্য পুরুষস্য মূত্রজো বৃদ্ধির্ভবতি। গচ্ছতস্তস্য স বৃদ্ধিঃ জলপূর্ণ চর্ম্মপুটকবৎ ক্ষোভং যাতি। ফলকোষয়োরধঃ সরুজংশ্চ মূত্রকৃচ্ছ্রবন্ব্যথাং কুর্য্যাৎ। মূত্রকৃচ্ছ্রমধঃ স্যাচ্চ চলয়ন্ ফলকোষয়োঃ। ইতিপাঠে ফলকোষয়োশ্চলয়ন্ সন্ অধঃস্যাৎ, তত্র মূত্রকৃচ্ছ্রাদ্বেদনা চ স্যাদিত্যর্থঃ। চলয়ন্নিত্যত্র স্থানে ণিচ্ চলন্নিত্যর্থঃ।

মূত্রধারণশীল ব্যক্তির মূত্রজ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা ঐ ব্যক্তির গমনকালে উরুতে লাগিয়া জলপূর্ণ চর্ম্মপুটের ন্যায় ক্ষোভ প্রাপ্ত হয় (বসিয়া যায়)। এই বৃদ্ধি বেদনাযুক্ত ও মৃদু হয় এবং কোষের অধোগত হইয়া মূত্র ত্যাগকালে বেদনা উপস্থিত করে।

অন্ত্রবৃদ্ধের্নিদানং লক্ষণঞ্চ।

বাতকোপিভিরাহারৈঃ শীততোয়াবগাহনৈঃ।
ধারণেরণভারাধ্ববিষমাঙ্গপ্রবর্ত্তনৈঃ।
ক্ষোভণৈঃ ক্ষোভিতোঽন্যৈশ্চ ক্ষুদ্রান্ত্রাবয়বং যদা।
পবনো বিগুণীকৃত্য স্বনিবেশাদধো নয়েৎ।
কুর্য্যাদ্বঙ্ক্ষণসন্ধিস্থো গ্রন্থ্যাভং শ্বয়থুং তদা॥

ধারণং উপস্থিতস্য বেগস্য। ঈরণং অনুপস্থিতস্য বেগস্য প্রেরণম্। বিষমাঙ্গপ্রবর্ত্তনং বক্রত্বেনাঙ্গযোজনম্। অন্যানি ক্ষোভণানি চ বলবদ্বিগ্রহকঠোরধনুরাকর্ষণাদীনি। তৈঃ ক্ষোভিতঃ সন্দর্ষ্য সঞ্চালিতঃ পবনঃ যদা ক্ষুদ্রান্ত্রাবয়বং বিগুণীকৃত্য স্বনিবেশাদধোনয়েৎ, তদা বঙ্ক্ষণসন্ধিস্থঃ সন্ বঙ্ক্ষণসন্ধৌ গ্রন্থিরূপং শ্বয়থুং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ।

বাতপ্রকোপক আহার, শীতলজলে অবগাহন, উপস্থিত বেগের ধারণ, বেগ উপস্থিত না হইলেও বেগদান, ভারবহন, পথপর্য্যটন, বক্রভাবে অঙ্গপ্রবর্ত্তন এবং বিগ্রহাদি অন্যান্য ক্ষোভকারক কর্ম্মাদি দ্বারা বায়ু দূষিত ও চালিত হইয়া ক্ষুদ্রান্ত্রের অবয়বকে স্বস্থান হইতে অধোদিকে লইয়া যায় এবং বঙ্ক্ষণসন্ধিতে অবস্থিত হইয়া ঐ স্থানে গ্রন্থিরূপ শোথ উৎপাদন করে। এই পীড়ার নাম অন্ত্রবৃদ্ধি।

উপেক্ষিতায়া অন্ত্রবৃদ্ধেরবস্থা।

উপেক্ষমাণস্য মরুদ্বিবৃদ্ধি-
মাধ্মানরুক্স্তম্ভবতীঞ্চ কুর্য্যাৎ।
স পীড়িতোঽন্তঃ স্বনবান্ প্রয়াতি
প্রধ্মাপয়ন্নেতি পুনশ্চ মুক্তঃ।

উপেক্ষমাণস্য চিকিৎসামকুর্ব্বতঃ মরুদ্বায়ুঃ বিবৃদ্ধিং বাতরোগম্ আধ্মানরুক্ স্তম্ভবতীং কুর্য্যাদিত্যন্বয়ঃ। স বৃদ্ধিঃ (তিগন্তত্বাৎ পুংলিঙ্গঃ) পীড়িতঃ সন্ স্বনবান্ ভূত্বা অন্তঃ উদরান্তঃ প্রয়াতি প্রবিশতি মুক্তস্তু উদরং প্রধ্মাপয়ন্ পুনরধ এতি।

অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে উপেক্ষা করিলে ঐ বায়ু উদরাধ্মান, কোষে বেদনা ও গাত্রের স্তব্ধতা উপস্থিত করে। অন্ত্রবৃদ্ধি প্রপীড়িত হইলে শব্দ করিয়া উদরমধ্যে প্রবেশ করে এবং ত্যক্ত হইলে উদরাধ্মান উপস্থিত করিয়া পুনর্ব্বার অধোদিকে আগমন করিয়া থাকে।

অসাধ্যান্ত্রবৃদ্ধিমাহ।

ফলকোষং যদা প্রাপ্তো নরস্যাপ্রতিকারিণঃ।
অন্ত্রবৃদ্ধিরসাধ্যোঽয়ং বাতবৃদ্ধিসমাকৃতিঃ॥

প্রতিকারাভাবে অন্ত্রবৃদ্ধি কোষপ্রাপ্ত হইলে তখন উহা আর ঔষধসেবন দ্বারা প্রশমিত হইতে পারে না। এই অন্ত্রবৃদ্ধির লক্ষণ বাতবৃদ্ধির ন্যায় জানিবে।

সামীপ্যাদত্রৈব ব্রধ্নমাহ।

অত্যভিষ্যন্দি গুর্ব্বন্নশুষ্কপূত্যামিষাশনাৎ।
করোতি গ্রন্থিবচ্ছোথং দোষো বঙ্ক্ষণসন্ধিষু।
জ্বরশূলাঙ্গসাদাঢ্যং তং ব্রধ্নমিতি নির্দ্দিশেৎ॥
দোষোঽত্র সবাতঃ কফঃ।

অতিশয় অভিষ্যন্দি ও গুরু অন্ন এবং শুষ্ক এবং পচা মাংস আহার ইত্যাদি কারণে বায়ু ও কফ কুপিত হইয়া বঙ্ক্ষণসন্ধিতে গ্রন্থিবৎ শোথ উৎপন্ন করে। ইহাতে জ্বর, শূল ও দেহের অবসন্নতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই পীড়ার নাম ব্রধ্ন। চলিত কথায় ইহাকে কুঁচকি বলিয়া থাকে।

বৃদ্ধেশ্চিকিৎসা।

বৃদ্ধাবত্যশনং মার্গমুপবাসং গুরুণি চ।
বেগরোধং পৃষ্ঠযানং ব্যায়ামং মৈথুনং ত্যজেৎ॥
গুরুণি অন্নানি। অথবা গুরুণি অধিকভারবন্তি বস্তূনি ত্যজেৎ গুরুভারং নোদ্বহেদিত্যর্থঃ।

বৃদ্ধিরোগে অধিক ও গুরু আহার, অধিক ভ্রমণ, উপবাস, গুরুদ্রব্য বহন, মলাদির বেগধারণ, অশ্বাদিপৃষ্ঠে গমন, ব্যায়াম ও মৈথুন এই সকল অনিষ্টকর।

বাতবৃদ্ধৌ পিবেৎ স্নিগ্ধং যথাপ্রাপ্তং বিরেচনম্‌।
সক্ষীরং বা পিবেৎ তৈলং মাসমেরণ্ডসম্ভবম্‌॥
গুগ্‌গুলেরণ্ডজং তৈলং গোমূত্রেণ পিবেন্নরঃ।
বাতবৃদ্ধিং জয়ত্যাশু চিরকালানুবন্ধিনীম্‌॥

বাতবৃদ্ধিতে যথোপযুক্ত স্নিগ্ধ বিরেচন, দুগ্ধসংযুক্ত এরণ্ডতৈল এবং গোমূত্রের সহিত গুগ্‌গুলু ও এরণ্ডতৈল সেবনীয়।

পিত্তগ্রন্থিক্রমেণৈব পিত্তবৃদ্ধিমুপাচরেৎ।
জলৌকোভি হরেদ্রক্তং বৃদ্ধৌ পিত্তসমুদ্ভবে॥
চন্দনং মধুকং পদ্মমুশীরং নীলমুৎপলম্‌।
ক্ষীরপিষ্টং প্রলেপেন দাহশোথরুজাপহম্‌॥

পৈত্তিক বৃদ্ধিরোগে পৈত্তিকগ্রন্থির ন্যায় চিকিৎসা করিবে। ইহাতে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ এবং রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল ও নীলোৎপল দুগ্ধে বাঁটিয়া তাহার প্রলেপ ব্যবস্থা করিবে। এই ক্রিয়ার দ্বারা দাহ, শোথ ও বেদনার নিবৃত্তি হয়।

ত্রিকটুত্রিফলাক্বাথং সক্ষারলবণং পিবেৎ।
বিরেচনমিদং শ্রেষ্ঠং কফবৃদ্ধিবিনাশনম্‌॥
লেপনং কটুতীক্ষ্ণোষ্ণং স্বেদনং রূক্ষমেব চ।
পরিষেকোপনাহৌ চ সর্ব্বমুষ্ণমিহেষ্যতে॥

কফজবৃদ্ধিতে যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণের সহিত ত্রিকটু ও ত্রিফলার ক্বাথ সেবন দ্বারা বিরেচন, কটু, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ প্রলেপ ও রূক্ষস্বেদ বিধেয়। ইহাতে পরিষেক ও উপনাহাদি সমস্ত ক্রিয়া উষ্ণরূপে কর্ত্তব্য।

মুহুর্মুহুর্জলৌকোভিঃ শোণিতং রক্তজে হরেৎ।
পিবেদ্বিরেচনং বাপি শর্করাক্ষৌদ্র সংযুতম্॥
শীতমালেপনং সর্ব্বং সর্ব্বং পিত্তহরং তথা।
পিত্তবৃদ্ধিক্রমং কুর্য্যাদামে পক্কে চ রক্তজে॥

রক্তজ বৃদ্ধিতে জলৌকাদ্বারা পুনঃ পুনঃ রক্তমোক্ষণ, চিনি ও মধুসংযুক্ত বিরেচন, শীতল প্রলেপ এবং পিত্তনাশক ক্রিয়াসকলের অনুষ্ঠান বিধেয়। ইহার কি আমাবস্থা ও কি পক্কাবস্থা সর্ব্বাবস্থাতেই পৈত্তিক বৃদ্ধির ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

স্বেদো মেদঃসমুত্থে তু লেপয়েৎ সুরসাদিনা।
শিরোবিরেচনদ্রব্যৈঃ সুখোষ্ণৈঃ মূত্রসংযুতৈঃ॥

মেদোজাত বৃদ্ধিতে স্বেদক্রিয়া বিধেয়। ইহাতে তুলসী, নিসিন্দা ও শ্বেতপুনর্নবা প্রভৃতি এবং গোমূত্র সংযুক্ত ঈষদুষ্ণ শিরোবিরেচন দ্রব্যের প্রলেপ ব্যবস্থা করিবে।

সংস্বেদ্য মূত্রপ্রভবং বস্ত্রপট্টেন বেষ্টয়েৎ।
সীবন্যাঃ পার্শ্বতোঽধস্তাদ্ বিধ্যেদ্ ব্রীহিমুখেন বৈ॥

মূত্রজবৃদ্ধিতে স্বেদ প্রদানানন্তর বস্ত্রপট্ট দ্বারা কোষবন্ধন এবং ব্রীহিমুখ শস্ত্র দ্বারা সীবনীর পার্শ্বে অধোদিকে বেধ করিয়া জল নিঃসারণ করিবে।

মুষ্ককোষমগচ্ছন্ত্যামন্ত্রবৃদ্ধৌ বিচক্ষণঃ।
বাতবৃদ্ধিক্রমং কুর্য্যাৎ স্বেদমগ্নিশিখা হিতঃ॥

অন্ত্রবৃদ্ধি কোষপ্রাপ্ত না হইলে অর্থাৎ বঙ্ক্ষণে গ্রন্থিরূপ প্রথমাবস্থায় বাতবৃদ্ধির চিকিৎসা করিবে এবং অগ্নিতাপ দিবে।

তৈলমৈরণ্ডজং পীত্বা বলাসিদ্ধ পয়োঽন্বিতম্।
আধ্মানশূলোপচিতামন্ত্রবৃদ্ধিং জয়েন্নরঃ॥

বেড়েলার সহিত সিদ্ধ এরণ্ডতৈল দুগ্ধের সহিত পান করিলে আধ্মান ও শূলসহিত অন্ত্রবৃদ্ধি প্রশমিত হয়।

গন্ধর্ব্বহস্ততৈলেন ক্ষীরেণ বিহিতং শৃতম্।
বিশালামূলজং চূর্ণমন্ত্রবৃদ্ধিং বিনাশয়েৎ॥

এরণ্ডতৈল ও দুগ্ধের সহিত যথাবিধি পক্ক রাখালসসার মূল চূর্ণ সেবন করিলে অন্ত্রবৃদ্ধির নিবৃত্তি হয়।

বচাসর্ষপকল্কেন প্রলেপঃ শোথনাশনঃ।
শিগ্রুবল্কসর্ষপৈর্লেপঃ শোথশ্লেষ্মানিলাপহঃ॥

বচ ও সর্ষপ অথবা সজিনাছাল ও সর্ষপ বাটিয়া প্রলেপ দিলে কোষের স্ফীতি-নিবারণ হয়।

বহুবারস্য বীজঞ্চ পিষ্টং তচ্চার্দ্রকৈঃ সহ।
করণ্ডং নাশয়েদ্ ভদ্রে লেপনান্নাত্র সংশয়ঃ॥

বহুবারবীজ ও আদা বাটিয়া প্রলেপ দিলে করণ্ডের বিলয় হয়।

ন্যগ্রোধক্ষীরলেপেন ব্রধ্নরোগো বিনশ্যতি॥

বটের আটা লেপন করিলে ব্রধ্নরোগের শান্তি হয়।

অজাক্ষীরেণ গোধূমকল্কং কুন্দুরুকস্য বা।
বিলেপনং সুখোষ্ণং স্যাদ্ ব্রধ্নশূলহরং পরম্॥

গোধূম বা কুন্দুর খোটি ছাগদুগ্ধে বাটিয়া অল্প উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে ব্রধ্ন শান্তি হয়।

অজাজীহপুষাকুষ্ঠ গোধূমবদরাণি চ।
কাঞ্জিকেন সমং পিষ্ট্বা কুর্য্যাদ্ ব্রধ্নে প্রলেপনম্॥

কৃষ্ণজীরা, হবুষ, কুড়, গোধূম ও কুলশুঁট প্রত্যেক সমভাগ। কাঁজির সহিত বাঁটিয়া অল্প উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে ব্রধ্ন নিবারণ হয়।

হরীতকীবচাশুণ্ঠী ত্রিবৃতাস্বর্ণপত্রিকাঃ।
এলাদ্বয়ং দেবপুষ্পং ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ।
অনেন প্রশমং যান্তি ব্রধ্নকাসজ্বরা ধ্রুবম্॥

হরীতকী, বচ, শুঁঠ, তেউড়ীমূল, সোণামুখী, ছোটএলাইচ, বড়এলাইচ ও লবঙ্গ

ইহাদের ক্বাথপানে ব্রধ্ন, জ্বর ও কাসের শান্তি হয়।

বৃদ্ধিহরো রসঃ।

রসং গন্ধং বিষং ব্যোষং তথা লবণপঞ্চকম্।
ত্রিক্ষারং জয়পালঞ্চ মর্দ্দয়েদ্বহ্নিবারিণা॥
রক্তিমাত্রাং বটীং কৃত্বা পায়য়েৎ পয়সা সহ।
অনেন প্রশমং যান্তি বৃদ্ধিব্রধ্নাদয়ো গদাঃ॥

পারদ, গন্ধক, মিঠা, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা ও জয়পাল প্রত্যেক সমভাগ। চিতার রসে মাড়িয়া একরতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা দুগ্ধের সহিত সেবনীয়। ইহাতে বৃদ্ধি ও ব্রধ্ন প্রভৃতির শান্তি হয়।

শতপত্রাদ্যং তৈলম্।

দশমূলং তুলামানং গন্ধাঢ্যা তৎসমা মতা।
বারিদ্রোণে পৃথক্ পক্কা পাদশেষং সমুদ্ধরেৎ॥
আঢকং কটুতৈলস্য তৎকষায়ে বিপাচয়েৎ।
স্বরসঃ শতপত্রস্য সমৃণালচ্ছদস্য চ॥
তৈলতুল্যঃ প্রদাতব্যঃ পেষ্যাণীমানি দাপয়েৎ।
শতপত্রং বলা রাস্না পাঠা মূর্ব্বা চ চিত্রকম্॥
ভল্লাতকং বাজিগন্ধা সৈন্ধবঞ্চ খদিরং কণা।
শিগ্রুস্তুম্বুরমূলঞ্চ গ্রন্থিকং রক্তচন্দনম্॥
ত্রায়ন্তী সরলোশীরং কারবী পর্ণিনীদ্বয়ম্।
কালীয়কং চ মুশলী প্রত্যেকং পলসম্মিতম্॥
অস্য তৈলস্য পক্বস্য শৃণু বীর্য্যমতঃ পরম্।
অণ্ডবৃদ্ধ্যন্ত্রবৃদ্ধিং বা পাঙ্গুলাং শ্লীপদং তথা॥
পক্ষাঘাতং গৃধ্রসীঞ্চ সর্ব্ববাতরুজাং জয়েৎ।
শতপত্রাদিকং তৈলং দুর্ল্লভং জগতীতলে॥

যথাবিধি মূর্চ্ছিত সর্ষপতৈল ১৬ সের। ক্বাথার্থ দশমূল মিলিত ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, গন্ধভাদুলে ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, পদ্মের পত্র, পুষ্প, মূল ও মৃণাল এই সমস্তের রস ১৬ সের। কল্কার্থ পদ্মপুষ্প, বেড়েলা, রাস্না, আকনাদি, মূর্ব্বামূল, চিতামূল, ভেলারমুটী, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব, খদিরকাষ্ঠ, পিঁপুল, সজিনা-মূল, গেঁটেলা, রক্তচন্দন, বলাড়ুমুর, সরলকাষ্ঠ, বেণারমূল, কৃষ্ণজীরা, শালপানি, চাকুলে, কৃষ্ণঅগুরু ও তালমূলী প্রত্যেক ১ পল। যথাবিধি তৈল পাক করিবে। এই শত-পত্রাদি তৈল মর্দ্দন করিলে কোষবৃদ্ধি, অন্ত্রবৃদ্ধি, পাঙ্গুলা, শ্লীপদ, পক্ষাঘাত ও গৃধ্রসী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বাতব্যাধি বিনষ্ট হয়।

রেচনং মূত্রকৃদ্ যচ্চ যদ্বাতস্যানুলোমনম্।
তৎসর্ব্বং বৃদ্ধিরোগেষু ভেষজং পরিযোজয়েৎ॥

যে সকল ঔষধ বিরেচক, মূত্রকারক ও বাতানুলোমক, সেই সমস্ত ঔষধ বৃদ্ধি রোগে বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে।

তৈলং গন্ধর্ব্বহস্তঞ্চ বৃহন্মন্দার তৈলকং।
রসো বাতারিনামা চ যোজ্যান্যত্রাপরাণি চ॥

বৃদ্ধিরোগে বৃহন্মন্দারতৈল, গন্ধর্ব্বহস্ত তৈল এবং বাতারিরস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োজ্য।

পর্ব্বণি সলিলোচ্ছ্বাসাদ্ রোগা রসনিমিত্তজাঃ।
বৃদ্ধিশ্লীপদ গণ্ডাদ্যাশ্চান্যেঽপি শ্লেষ্মবাতজাঃ॥
বর্দ্ধন্তে বা প্রবর্ত্তন্তে পক্ষান্তেঽহিতসেবিনাম্।
উষ্ণবীর্য্যং তদা পথ্যং সংশুষ্কং লঘুভোজনম্।
পয়োগুণাধিকঞ্চান্নং স্নানাভ্যঙ্গং বিবর্জ্জয়েৎ॥

অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় জলের উচ্ছ্বাস হয় বলিয়া অহিত সেবন করায় বৃদ্ধি (কুরণ্ড, একশিরা), শ্লীপদ (গোদ) ও গলগণ্ডাদি রসজনিত যাবতীয় রোগ এবং বাতশ্লেষ্মা সম্ভূত জীর্ণ জ্বর, কাস ও অন্যান্য রোগ ঐ সময়ে (পক্ষান্তে) বর্দ্ধিত বা প্রবর্ত্তিত হয়। অতএব তৎকালে উষ্ণবীর্য্য, শুষ্ক ও লঘু-পাক দ্রব্য এবং পয়োগুণবহুল অন্ন অর্থাৎ

যাহাতে জলীয় পদার্থ অধিক আছে তাহা ভোজন, স্নান ও তৈলাভ্যঙ্গ বর্জ্জন করিবে।

অনভিষ্যন্দি পানান্নং নাতিশীতা ক্রিয়া তথা।
বৃদ্ধিরোগে হিতায় স্যাদ্বিপরীতং বিবর্জ্জয়েৎ॥

বৃদ্ধিরোগে অনভিষ্যন্দি অন্নপানীয় এবং অনতিশীতল ক্রিয়া হিতকর। ইহার বিপরীত বর্জ্জনীয়।

শ্লীপদাধিকারঃ।

শ্লীপদস্য সামান্যং লক্ষণম্।

যঃ সজ্বরো বঙ্ক্ষণজো ভৃশার্ত্তিঃ
শোথো নৃণাং পাদগতঃ ক্রমেণ।
তচ্ছ্লীপদং স্যাৎ করকর্ণনেত্র-
শিশ্নোষ্ঠনাসাস্বপি কেচিদাহুঃ॥

প্রথমে জ্বরের সহিত বঙ্ক্ষণসন্ধিতে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত শোথ উৎপন্ন হইয়া ঐ শোথ ক্রমে পাদে উপস্থিত হইলে উহাকে শ্লীপদ বলা যায়। কেহ কেহ বলেন, হস্তে, কর্ণে, নেত্রে, লিঙ্গে, ওষ্ঠে ও নাসিকাতেও শ্লীপদাখ্য রোগ হইয়া থাকে। শ্লীপদের বাঙ্গালা নাম গোদ।

বাতজ শ্লীপদস্য লক্ষণম্।

বাতজং কৃষ্ণরুক্ষং হি স্ফুটিতং তীব্রবেদনম্।
অনিমিত্তরুজং চাস্য বহুশো জ্বর এব চ॥

বাতজ শ্লীপদ কৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ, স্ফুটিত ও তীব্রবেদনাযুক্ত হয়। ইহাতে অল্পকারণে বেদনার বৃদ্ধি এবং অত্যন্ত জ্বর হইয়া থাকে।

পিত্তজস্য লক্ষণম্।

পিত্তজং পীতসঙ্কাশং দাহজ্বরযুতং ভৃশম্।

পিত্তজ শ্লীপদ পীতাভ ও অতিশয় দাহযুক্ত এবং ইহাতে অত্যন্ত জ্বর বিদ্যমান থাকে।

কফজস্য লক্ষণম্।

শ্লৈষ্মিকস্তু ভবেৎ স্নিগ্ধং তথা পাণ্ডু গুরু স্থিরম্॥

কফজ শ্লীপদ চিক্কণ, পাণ্ডুবর্ণ, গুরু ও দৃঢ় হয়।

ত্রীণ্যপ্যেতানি জানীয়াচ্ছ্লীপদানি কফোচ্ছ্রয়াৎ।
গুরুত্বঞ্চ মহত্বঞ্চ যস্মান্নাস্তি কফং বিনা॥

এই তিন প্রকার শ্লীপদই কফ প্রাধান্যে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে হেতু কফ ব্যতিরেকে কোথাও গুরুত্ব ও মহত্ত্বের সম্ভব নাই।

অসাধ্যং শ্লীপদমাহ।

বল্মীকমিব সঞ্জাতং কণ্টকৈরুপচীয়তে।
অব্দাত্মকং মহচ্চ বর্জনীয়ং বিশেষতঃ॥

যে বল্মীক প্রবৃদ্ধ হইয়া বহু শিখরাকার গ্রন্থি দ্বারা উপচিত হইয়া বল্মীকের ন্যায় হইয়া উঠে, যাহা একবৎসর হইয়াছে এবং যাহা অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা অসাধ্য বলিয়া জানিবে।

স্রাবমত্যুন্নত সর্ব্বলিঙ্গং
সকণ্ডুকং শ্লেষ্মযুতং বিবর্জ্জ্যম্।

স্রাবযুক্ত, অতিশয় উন্নত, উল্লিখিত সমস্ত লক্ষণযুক্ত, কণ্ডূবিশিষ্ট এবং অধিক কফ লক্ষণসম্পন্ন শ্লীপদ অসাধ্য।

পুরাণোদকভূয়িষ্ঠাঃ সর্ব্বর্ত্তুষু চ শীতলাঃ।
যে দেশাস্তেষু জায়ন্তে শ্লীপদানি বিশেষতঃ॥

যে দেশে পুরাণ জল অধিক পরিমাণে সঞ্চিত থাকে এবং যেখানে সকল ঋতুতেই শীতলতা বর্ত্তমান থাকে, সেই দেশে বাহুল্যরূপে শ্লীপদ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শ্লীপদস্য চিকিৎসা।

লঙ্ঘনালেপনস্বেদরেচনৈ রক্তমোক্ষণৈঃ।
প্রায়ঃশ্লেষ্মহরৈরুষ্ণৈঃ শ্লীপদং সমুপাচরেৎ॥

শ্লীপদরোগে লঙ্ঘন, আলেপন, স্বেদ, বিরেচন, রক্তমোক্ষণ এবং কফঘ্ন ও উষ্ণ ঔষধ ব্যবস্থেয়।

ধুস্তূরৈরণ্ডনির্গুণ্ডী বর্ষাভূশিগ্রু সর্ষপৈঃ।
প্রলেপঃ শ্লীপদং হন্তি চিরোত্থমপি দারুণম্॥

ধুতুরামূল, এরণ্ডমূল, নিসিন্দাপত্র, শ্বেত পুনর্নবা, সজিনাছাল ও সর্ষপ এই সমুদায় বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে শ্লীপদ শুষ্ক হয়।

নিষ্পিষ্টমারনালেন রূপিকামূলবল্কলম্।
প্রলেপাচ্ছ্লীপদং হন্তি বদ্ধমূলমপি স্থিরম্॥

শ্বেত আকন্দের মূল কাঁজি দিয়া বাঁটিয়া প্রক্ষেপ দিলে শ্লীপদের শান্তি হয়।

হিতশ্চালেপনে নিত্যং চিত্রকো দেবদারু বা।
সিদ্ধার্থশিগ্রুকল্কো বা সুখোষ্ণো মূত্রপেষিতঃ॥

চিতামূল, দেবদারু, শ্বেতসর্ষপ অথবা সজিনাছাল গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে।

শাখোটবল্কলক্বাথং গোমূত্রেণ যুতং পিবেৎ।
শ্লীপদানাং বিনাশায় মেদোদোষনিবৃত্তয়ে॥

গোমূত্রের সহিত শেওড়াছালের ক্বাথ পান করিলে মেদোদোষ নিবৃত্তি ও শ্লীপদের শান্তি হয়।

রজনীং গুড়সম্মিশ্রাং গোমূত্রেণ পিবেন্নরঃ।
বর্ষোত্থং শ্লীপদং হন্তি দদ্রুকুষ্ঠং বিশেষতঃ॥

হরিদ্রাচূর্ণ ও পুরাতন গুড় গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে শ্লীপদের ধ্বংস হয়।

শ্লীপদঘ্নো রসোঽভ্যাসাদ্ গুড়ূচ্যাস্তৈলসংযুতঃ॥

প্রত্যহ গুলঞ্চের ক্বাথে কটুতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শ্লীপদ প্রশমিত হয়।

বর্ষাভূত্রিফলাচূর্ণং পিপ্পল্যা সহ যোজিতম্।
সক্ষৌদ্রং শ্লীপদং হন্তি চিরোত্থমপি দারুণম্॥

শ্বেতপুনর্নবা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও পিঁপুল চূর্ণ মধুর সহিত অবলেহ করিলে শ্লীপদ নষ্ট হয়।

গন্ধর্ব্বতৈলসিদ্ধাং হরীতকীং গোজলেন পিবতি।
শ্লীপদবিবদ্ধমুক্তো ভবত্যসৌ সপ্তরাত্রেণ॥
গন্ধর্ব্বতৈলম্ এরণ্ডতৈলম্। গোজলেন গোমূত্রেণ।

এরণ্ডতৈল সিদ্ধ হরীতকী গোমূত্রের সহিত প্রত্যহ সেবন করিলে শীঘ্র শ্লীপদের শান্তি হয়।

ধান্যাম্লং তৈলসংযুক্তং কফবাতবিনাশনম্।
দীপনঞ্চামদোষঘ্নমেতচ্ছ্লীপদনাশনম্॥

কাঁজি ও সর্ষপতৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অগ্নির দীপ্তি, আমদোষ নিবারণ ও শ্লীপদের শান্তি হয়। ইহা বাতশ্লেষ্মনাশক।

কাঞ্জিকেন পিবেচ্চূর্ণং মূত্রৈর্বা বৃদ্ধদারজম্॥

কাঁজি বা গোমূত্রের সহিত বিদ্ধড়ক-বীজচূর্ণ সেবন করিলে শ্লীপদের শান্তি হয়।

ত্রিকটুত্রিফলা দারুত্রিবৃত্তৈলাপুনর্নবাঃ।
নিশাদ্বয়ং দেবপুষ্পমরুণাকেন্দ্রবারুণীম্॥
ক্বাথয়িত্বা পিবেৎ তোয়ং যবক্ষারসমাযুতম্।
অনেন প্রশমং যান্তি ব্যাধয়ঃ শ্লীপদাদয়ঃ॥

শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দেবদারু, তেউড়ীমূল, এলাইচ,

পুনর্নবা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লবঙ্গ, আতইচ ও রাখালসসার মূল ইহাদের কাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিলে শ্লীপদাদি বহুরোগের ধ্বংশ হয়।

শোথাধিকারকথিতাঃ ক্রিয়াশ্চাত্র প্রযোজয়েৎ॥

শ্লীপদরোগে শোথাধিকারোক্ত ক্রিয়া সকল অনুষ্ঠেয়।

বৃদ্ধদার সমং চূর্ণং পিপ্পল্যাদ্যঞ্চ চূর্ণকং।
কৃষ্ণাদ্যং মোদকঞ্চৈব ঘৃতং সৌরেশ্বরাভিধং॥
নিত্যানন্দরসশ্চৈব বিড়ঙ্গাদ্যঞ্চ তৈলকং।
শ্লীপদঘ্না ভবন্ত্যেতে শ্লীপদগজকেশরী॥

শ্লীপদরোগে বৃদ্ধদারকসম চূর্ণ, পিপ্পলাদ্য চূর্ণ, কৃষ্ণাদ্যমোদক, সৌরেশ্বর ঘৃত, বিড়ঙ্গাদি তৈল, নিত্যানন্দ রস ও শ্লীপদগজকেশরী রস প্রভৃতি ঔষধ প্রযোজ্য।

কফঘ্নং সারকং পানমন্নং বহ্নিকরঞ্চ যৎ।
নাভিষ্যন্দকরং পথ্যং হেয়মস্মাদ্বিজানতা॥

কফঘ্ন, সারক, অগ্নিকর ও অনভিষ্যন্দি অন্নপানীয় শ্লীপদরোগে পথ্য, ইহার বিপরীত বর্জ্জনীয়।

ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ভগ্নাধিকারঃ।

ভগ্নস্য ভেদমাহ।

ভগ্নং সমাসাদ্ দ্বিবিধং হুতাশ!
কাণ্ডে চ সন্ধৌ চ হি তত্র সন্ধৌ।
উৎপিষ্ট-বিশ্লিষ্ট-বিবর্ত্তিতানি
তির্য্যগ্গতং ক্ষিপ্তমধশ্চ ষড়্ধা॥

ভগ্নমিত্যত্র ভাবার্থে ক্তপ্রত্যয়স্তেন ভগ্নং ভঙ্গঃ স চাত্র বিশ্লেষোঽপ্যভিপ্রেতঃ। সমাসাৎ সংক্ষেপাৎ। হুতাশ হে অগ্নিবেশ! কাণ্ডেসন্ধিপর্য্যন্তে একখণ্ডে। সন্ধৌ দ্বয়োরস্থ্নোঃ সন্ধানস্থানে। তত্র সন্ধৌ উৎপিষ্টাদিভেদৈঃ ষট্প্রকারং ভগ্নং ভবতি। অধঃ অধোভগ্নমিত্যর্থঃ। স্বল্পবক্তব্যত্বেন সন্ধিভগ্নস্যাদৌ বিবরণম্।

সংক্ষেপতঃ ভগ্ন দুই প্রকার, যথা কাণ্ডভগ্ন ও সন্ধিভগ্ন। সন্ধিসীমাপর্য্যন্ত একখণ্ড অস্থির নাম কাণ্ড, কাণ্ডশব্দে নলক, কপাল, বলয়, তরুণ ও রুচক এই পাঁচপ্রকার অস্থিই বুঝিতে হইবে। সন্ধিগত অস্থির বিশ্লেষই সন্ধিভগ্ননামে অভিহিত হয়। সন্ধিভগ্ন ছয় প্রকার, যথা উৎপিষ্ট, বিশ্লিষ্ট, বিবর্ত্তিত, তির্য্যগ্গত, ক্ষিপ্ত ও অধোভগ্ন। ক্রমশঃ সকলের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

সন্ধিভগ্নস্য সামান্যং লক্ষণমুৎপিষ্ট-বিশ্লিষ্টয়োশ্চ লক্ষণম্।

প্রসারণাকুঞ্চনবর্ত্তনোগ্রা-
রুক্ স্পর্শবিদ্বেষণমেতদুক্তম্।
সামান্যতঃ সন্ধিগতস্য লিঙ্গ-
মুৎপিষ্টসন্ধেঃ শ্বয়থুঃ সমন্তাৎ।
বিশেষতো রাত্রিভবা রুজশ্চ
বিশ্লিষ্টকে তৌ চ রুজা চ নিত্যম্॥

বর্ত্তনং পরিবর্ত্তনম্। উৎপিষ্টস্য লিঙ্গমাহ। উৎপিষ্টসন্ধেঃ উৎপিষ্টঃ দ্বাভ্যামস্থিভ্যাং পিষ্টঃ সন্ধির্যস্য তস্য অথবা উৎপিষ্টশ্চাসৌ সন্ধিশ্চেতি কর্ম্মধারয়ঃ। সমন্তাৎ উভয়ভাগয়োঃ। বিশ্লিষ্টমাহ বিশ্লিষ্টকে ইত্যাদি। বিশ্লিষ্টজে ইতিপাঠে বিশ্লেষজে ইত্যর্থঃ। তৌ চেতি তৌ রাত্রিরুক্সমস্তাচ্ছোথৌ। রুজা চ নিত্যং সদা রুজাধিকা ভবতীত্যুৎপিষ্টাদ্ভেদঃ।

উল্লিখিত ছয় প্রকার সন্ধিভগ্নের সাধারণ লক্ষণ এই। যথা অঙ্গের প্রসারণ, আকুঞ্চন ও পরিবর্ত্তন করিলে অত্যন্ত যাতনা হয় এবং ঐ স্থান স্পর্শ করিতে পারা যায় না।

উৎপিষ্ট নামক সন্ধিভগ্নে উভয় দিকে শোথ ও রাত্রিতে যাতনার বৃদ্ধি হয়। অস্থিদ্বয়ের উৎপেষণকে উৎপিষ্ট সন্ধিভগ্ন বলা যায়।

সন্ধির শিথিলতা হইলে বিশ্লিষ্ট সন্ধিভগ্ন বলা যায়। ইহার লক্ষণ উৎপিষ্ট সন্ধির ন্যায়, তবে ইহাতে সর্ব্বদাই তীব্র যাতনা বিদ্যমান থাকে। এই মাত্র বিশেষ।

বিবর্ত্তিত-তির্য্যগ্গত-ক্ষিপ্তাধো-ভগ্নানাং লক্ষণম্ ।

বিবর্ত্তিতে পার্শ্বরুজশ্চ তীব্রা-
স্তির্য্যগ্গতে তীব্ররুজো ভবন্তি ।
ক্ষিপ্তেঽতিশূলং বিষমঞ্চ সক্থ্নোঃ
ক্ষিপ্তে ত্বধো রুগ্বিঘটশ্চ সন্ধেঃ ॥

বিবর্ত্তিতে বিপরীতং বর্ত্তিতে অস্থিদ্বয়োপরিবর্ত্তিতে, পার্শ্বরুজঃ সন্ধিস্থিতাস্থিখণ্ডদ্বয়পার্শ্বয়োঃ রুজঃ।

সন্ধিবিবর্ত্তিত অর্থাৎ বিপরীত ভাবাপন্ন হইলে অস্থিদ্বয়ের উভয় পার্শ্বে তীব্র বেদনা হয়। তির্য্যগ্গত হইলে তীব্র বেদনা, অস্থি বিক্ষিপ্ত হইলে শূলবৎ বেদনা এবং অধঃক্ষিপ্ত হইলে বেদনা ও সন্ধির বিঘটন হয়।

কাণ্ডভগ্নমাহ ।

ভগ্নঞ্চ কাণ্ডে বহুধা প্রয়াতি
সমাসতো নামভিরেব তুল্যম্ ॥

কাণ্ডভগ্ন অনেক প্রকার। ইহারা সংক্ষেপতঃ নামানুরূপ লক্ষণযুক্ত জানিবে। নিম্নে তৎসমুদায় লিখিত হইতেছে।

কাণ্ডে ত্বতঃ কর্কটকাশ্বকর্ণৌ
বিচূর্ণিতং পিচ্চিতমস্থিছল্লিতম্ ।
কাণ্ডেষু ভগ্নং হ্যতিপাতিতঞ্চ
মজ্জাগতং বিস্ফুটিতঞ্চ বক্রম্ ॥
ছিন্নং দ্বিধা দ্বাদশধা চ কাণ্ডে
স্রস্তাঙ্গতা শোথরুজাতিবৃদ্ধিঃ ।
সংপীড্যমানে ভবতীহ শব্দঃ
স্পর্শাসহং স্পন্দনতোদশূলম্ ।
সর্ব্বাস্ববস্থাস্থ ন শর্ম্মলাভো
ভগ্নস্য কাণ্ডে খলু চিহ্নমেতৎ ॥

অতঃ সন্ধিভগ্নানন্তরং কাণ্ডভগ্নমাহ। কর্কটকঃ অস্থিবিশ্লেষপূর্ব্বকো মধ্যে প্রোন্নতঃ পার্শ্বয়োরবনতঃ কর্কটতুল্যরূপত্বাং কর্কটঃ। অশ্বকর্ণঃ অশ্বকর্ণবদ্ বিপুলাস্থিনির্গমাদশ্বকর্ণঃ। বিচূর্ণিতং চূর্ণিতমস্থি তচ্চ শব্দস্পর্শাভ্যাং বোদ্ধব্যম্। পিচ্চিতমস্থিনিয়ন্ত্রিতবহুশোথম্। ছল্লিতং বিশ্লিষ্টম্। কাণ্ডেষু ভগ্নং কাণ্ডভগ্নম্। যদ্যপি কর্কটকাদি সর্ব্বমেব কাণ্ডভগ্নং তথাপি ইদং কাণ্ডভগ্নসংজ্ঞা বিশিষ্টা। অত্র ভগ্নং ভঙ্গঃ ত্রুটিঃ তেন সর্ব্বথা ত্রুটিতং পৃথগ্ভূতং ত্বচি স্থিতং যত্র কাণ্ডং তং কাণ্ডভগ্নম্। অতিপাতিতমশেষেণ ছিত্ত্বা পাতিতমস্থি। মজ্জাগতম্ অস্থ্যবয়বোঽস্থিমধ্যে প্রবিশ্য মজ্জানং নিঃসারয়তি। বিস্ফুটিতং স্তোকবিদারণম্। বক্রং স্থানং ত্যক্ত্বা কুটিলীভূতম্। ছিন্নং দ্বিধা একং বিদীর্ণং সংলগ্নম্ অপরং বিদীর্য্য দ্বিধাভূতম্। দ্বাদশধা চ কাণ্ডে। কাণ্ডে চ ভগ্নং দ্বাদশধেত্যন্বয়ঃ। কাণ্ডভগ্নস্য সামান্যং লক্ষণমাহ স্রস্তাঙ্গতেত্যাদি। স্পর্শাসহমিতি কাণ্ডভগ্নস্য বিশেষণম্। শূলং শূলেনেব ব্যথা। রুজা সামান্যা পীড়া। সর্ব্বাস্ববস্থাসু শয়নাসনাদিষু।

কাণ্ডভগ্ন ১২ প্রকার। যথা, কর্কটক, অশ্বকর্ণ, বিচূর্ণিত, পিচ্চিত, ছল্লিত, কাণ্ডভগ্ন, অতিপাতিত, মজ্জাগত, বিস্ফুটিত, বক্র এবং দুই প্রকার ছিন্ন।

১। কর্কটক—অস্থিবিশ্লেষহেতু মধ্যভাগে উচ্চতা ও পার্শ্বদ্বয়ে নিম্নতা হইয়া কাঁকড়ার ন্যায় আকার হইলে তাহাকে কর্কটকভগ্ন বলা যায়।

২। অশ্বকর্ণ—বিপুল অস্থি নির্গমহেতু অশ্বকর্ণবৎ আকার উৎপন্ন হইলে তাহাকে অশ্বকর্ণভগ্ন বলা যায়।

৩। বিচূর্ণিত—অস্থি চূর্ণিত হইলে বিচূর্ণিত ভগ্ন বলে। অস্থির চূর্ণন শব্দ ও স্পর্শ দ্বারা অবগত হওয়া যায়।

৪। পিচ্চিত—পিষ্ট অস্থিকে পিচ্চিত বলে। প্রবল শোথদ্বারা ইহা অবগত হওয়া যায়।

৫। ছল্লিত—অস্থির বিশ্লেষমাত্র হইলে ছল্লিত ভগ্ন বলা যায়।

৬। কাণ্ডভগ্ন—যদিও কর্কটাদি সকল প্রকার ভগ্নই কাণ্ডভগ্ন, তথাপি কিছু বিশিষ্টতাহেতু ইহার কাণ্ডভগ্ন সংজ্ঞা হইয়াছে। অস্থি সর্ব্বদা পৃথগ্‌ভূত হইয়া ত্বকে অবস্থিত হইলে তাহাকে কাণ্ডভগ্ন বলা যায়।

৭। অতিপাতিত—অস্থি নিঃশেষে ছিন্ন হইয়া পাতিত হইলে অতিপাতিত বলে।

৮। মজ্জাগত—অস্থির অবয়ব, অস্থিমধ্যে প্রবেশ করিয়া মজ্জানিঃসারণ করিলে মজ্জাগত ভগ্ন বলা যায়।

৯। বিস্ফুটিত—অল্প বিদীর্ণ অস্থিকে বিস্ফুটিত বলে।

১০। বক্র—অস্থি স্বস্থান ত্যাগ করিয়া কুব্জীভূত হইলে তাহাকে বক্রভগ্ন বলে, এস্থলে বক্রতাই ভগ্ন।

১১।১২। দুই প্রকার ছিন্ন—প্রথম অস্থি বিদীর্ণ হইয়া লগ্নথাকা, দ্বিতীয় বিদীর্ণ হইয়া দ্বিধাভূত হওয়া।

উল্লিখিত দ্বাদশ প্রকার ভগ্নেই এই সাধারণ লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। যথা—অঙ্গের শিথিলতা, প্রবল শোথ, প্রবল বেদনা, ঐ স্থানের নিপীড়নে শব্দোৎপত্তি, ঐ স্থানের স্পর্শে অত্যন্ত যাতনার উদয়, স্পন্দন, সূচীবেধবৎ পীড়া, শূলবৎ বেদনা এবং শয়নোপবেশনাদি সকল অবস্থাতেই ক্লেশের অবিশ্রাম।

কষ্টসাধ্যমাহ।

অল্পাশিনোঽনাত্মবতো জন্তোর্বাতাত্মকস্য চ।
উপদ্রবৈর্বা জুষ্টস্য ভগ্নং কৃচ্ছ্রেণ সিধ্যতি॥

অনাত্মবতো রোগপ্রতীকারে যত্নরহিতস্য। বাতাত্মকস্য বাতপ্রকৃতেঃ। উপদ্রবৈর্জ্বরাধ্মান মোহমূত্রপুরীষসঙ্গাদিভিঃ।

ভগ্নাঙ্গ ব্যক্তি যদি বাতপ্রকৃতি সম্পন্ন হয়, রোগ প্রতীকারে যত্নশীল না হয়, তাহার আহার কমিয়া যায় এবং জ্বর, আধ্মান, মূর্চ্ছা, মূত্রপ্রতিবন্ধ ও মলরোধ এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহা হইলে পীড়া কষ্টসাধ্য বলিয়া জানিবে।

অসাধ্যমাহ।

ভিন্নং কপালং কট্যান্তু সন্ধিমুক্তং তথা চ্যুতম্।
জঘনং প্রতিপিষ্টঞ্চ বর্জ্জয়েদ্ধি বিচক্ষণঃ॥

কপালং জানুনিতম্বাংসগণ্ডতালুশঙ্খ বঙ্ক্ষণ শিরোঽস্থীনি কপালানি। তথা চ্যুতং তথা ক্ষিপ্তম্। প্রতিপিষ্টমুৎপিষ্টম্।

জানু, নিতম্ব, স্কন্ধ, গণ্ড, তালু, শঙ্খ, বঙ্ক্ষণ ও মস্তক এই সকলের অস্থিকে কপালাস্থি বলে। কপালাস্থি ভগ্ন হইলে তাহা অসাধ্য জানিবে। সন্ধিভগ্নের মধ্যে ক্ষিপ্তনামক ভগ্ন এবং উৎপিষ্ট ও জঘন অসাধ্য।

পুনরসাধ্যমাহ।

অসংশ্লিষ্টকপালঞ্চ ললাটে চূর্ণিতঞ্চ যৎ।
ভগ্নং স্তনান্তরে পৃষ্ঠে শঙ্খে মূর্দ্ধ্নি চ বর্জ্জয়েৎ॥

অসংশ্লিষ্টকপালমিতি ভগ্নবিশেষণম্। স্তনান্তরে উরসি। মূর্দ্ধ্নি চূড়াস্থানে।

অসংযুক্ত কপাল ভগ্ন ললাটাস্থির চূর্ণন এবং বক্ষে, পৃষ্ঠে, শঙ্খে ও মস্তকের চূড়াস্থানে যে ভগ্ন হয়, তাহা অসাধ্য।

অপরমসাধ্যমাহ।

সম্যক্ সংহিতমপ্যস্থি দুর্ন্যাসাদ্দুষ্টবন্ধনাৎ।
সংক্ষোভাদ্বাপি যদ্ গচ্ছেদ্বিক্রিয়াং তচ্চ বর্জ্জয়েৎ॥

সম্যক্ সংহিতমপি সম্যগ্‌যোজিতমপি অস্থি দুর্ন্যাসাৎ দুঃস্থাপনাৎ সংন্যস্তমপি দুষ্টবন্ধনাৎ সুবদ্ধমপি সংক্ষোভাৎ অভিঘাতাদিনা সঞ্চলনাৎ যদ্বিক্রিয়াং গচ্ছেৎ বিকৃতং ভবতি তদ্বর্জ্জয়েৎ।

অস্থি সম্যক্ যোজিত হইলেও যদি অনুচিতরূপে স্থাপিত হয়, সুন্যস্ত হইলেও যদি অযথা বন্ধন করা যায় এবং সুবদ্ধ হইলেও যদি অভিঘাতাদি দ্বারা সঞ্চালিত হয়, তাহা হইলে বিকৃত হইয়া অসাধ্য হইয়া উঠে।

তরুণাস্থীনি নাম্যন্তে ভিদ্যন্তে নলকানি তু।
কপালানি বিভজ্যন্তে স্ফুটন্তি রুচকানি চ॥

তরুণাস্থীনি ঘ্রাণকর্ণাক্ষিগুদেষু কোমলাস্থীনি নাম্যন্তে বক্রীভবন্তি। তেনাত্র বক্রতালক্ষণং ভগ্নং। নলকানি নলাদীনি নাড়ীবৎ সরন্ধ্রাণ্যস্থিপর্ব্বাণি ভিদ্যন্তে অস্থ্যন্তরানুপ্রবেশাদ্বিদীর্য্যন্তে। কপালানি জানুনিতম্বাংসগণ্ডতালুশঙ্খশিরোঽস্থীনি বিভজ্যন্তে। স্ফুটন্তি রুচকানি দন্তাঃ স্ফুটন্তি ত্রুট্যন্তি। অস্থীনি তরুণ নলক কপাল রুচক বলয়ভেদাৎ পঞ্চবিধানি। তত্র রুচকানি চেতি চকারাদ্বলয়ান্যপি ত্রুট্যন্তীতি বোদ্ধব্যম্। পাণ্যোঃ পার্শ্বযুগে পৃষ্ঠে বক্ষোজঠর-পায়ুষু। পাদয়োরপি চাস্থীনি বলয়ানি বভাষিরে ইতি।

অস্থি বিশেষ ভগ্নও বিশেষ বিশেষরূপ হইয়া থাকে, যথা তরুণাস্থি সকল নত হইয়া যায়, অতএব নততাই ইহাদের ভগ্ন। নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু ও গুহ্য এই সকল স্থানে তরুণাস্থি বর্ত্তমান আছে। নলকাস্থি বিদীর্ণ হয়, নলবৎ সরন্ধ্র অস্থির নাম নলকাস্থি, উহাদের অভ্যন্তরে অন্য অস্থির প্রবেশ হেতু উহারা বিদীর্ণ হয়, কপালাস্থি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায় অথবা ফাটিয়া যায়, জানু প্রভৃতির অস্থিকে কপালাস্থি বলে। দন্ত এবং বলয়াস্থি সকল ত্রুটিত হইয়া যায়। হস্তদ্বয়ে, পার্শ্বদ্বয়ে, পৃষ্ঠে, বক্ষে, উদরে, গুহ্যে ও পাদদ্বয়ে বলয়াস্থি বিদ্যমান আছে।

ভগ্নস্য চিকিৎসা।

আদৌ ভগ্নং বিদিত্বা তু সেচয়েচ্ছীতলাম্বুনা।
পঙ্কেনালেপনং কার্য্যং বন্ধনঞ্চ কুশান্বিতম্॥

ভগ্নস্থানে প্রথমতঃ শীতল জল সেচন, পঙ্কলেপন ও কুশাদি দ্বারা বন্ধন করিবে।

সপ্তাহাদথ সপ্তাহাৎ সৌম্যেষ্বৃতুষু বন্ধনম্।
সাধারণেষু কর্ত্তব্যং পঞ্চমে পঞ্চমেঽহনি॥
আগ্নেয়েষু ত্র্যহাৎ কার্য্যং ভগ্নদোষবশেন বা॥
তত্রাতিশিথিলে বন্ধে সন্ধিস্থৈর্য্যং ন জায়তে॥
গাঢ়েনাপি ত্বগাদীনাং শোফো রুক্ পাক এব চ।
তস্মাৎ সাধারণং বন্ধং ভগ্নে শংসন্তি তদ্বিদঃ॥

শীতল ঋতুতে সপ্তাহান্তে, সমশীতোষ্ণ ঋতুতে পঞ্চদিবসান্তে এবং উষ্ণ ঋতুতে ত্রিদিনান্তে অথবা সকল ঋতুতেই ভগ্নের অবস্থানুসারে উপযুক্ত সময়ান্তরে বন্ধন মোচন করিয়া পুনর্ব্বন্ধন করিবে। বন্ধন শিথিল হইলে সন্ধির স্থিরতা হয় না, অতি দৃঢ়

হইলে ত্বগাদির শোথ, বেদনা ও পাক উপস্থিত হয়। অতএব সাধারণ বন্ধন কর্ত্তব্য।

ভগ্নে লেপায় মঞ্জিষ্ঠা মধুকঞ্চাম্বুপেষিতম্।
শতধৌতঘৃতোন্মিশ্রং শালিপিষ্টঞ্চ লেপনম্॥

মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু জলে পেষণ করিয়া ভগ্নস্থানে তাহার প্রলেপ দিবে। এইরূপ শতধৌত ঘৃত মিশ্রিত পিষ্ট শালিতণ্ডুলের প্রলেপও হিতকর।

রসোনমধুলাক্ষাজ্যসিতাকল্কং সমশ্নতাম্।
ছিন্নভিন্নচ্যুতাস্থ্নাঞ্চ সন্ধানমচিরাদ্ভবেৎ॥

রসুন, মধু, লাক্ষা, ঘৃত ও চিনি এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া ভক্ষণ করিলে ছিন্ন, ভিন্ন ও স্থানচ্যুত অস্থি পুনঃ সংহিত হয়।

সঘৃতঞ্চাস্থিসংহারং লাক্ষাগোধূমমর্জ্জুনম্।
সন্ধিভগ্নেঽস্থিসভগ্নে পিবেৎ ক্ষীরেণ বা পুনঃ।

সন্ধিভগ্নে ও কাণ্ডভগ্নে হাড়যোড়া, লাক্ষা, গোধূম ও অর্জ্জুনছাল দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া পান করিবে।

পীতং বরাটিকা চূর্ণং পয়সা ভগ্নদোষজিৎ॥

দুগ্ধের সহিত ২।১ রতি পরিমাণে কড়িভস্ম সেবন করিলে ভগ্নদোষ নিবারিত হয়।

অবনামিতমুন্নহেদুন্নতঞ্চাবপীড়য়েৎ।
অঞ্চেদতিক্ষিপ্তমধোগতঞ্চোপরিবর্ত্তয়েৎ॥

অবনত অস্থিকে উন্নত, উন্নত অস্থিকে অবপীড়িত, উৎক্ষিপ্ত অস্থিকে আকর্ষণ পূর্ব্বক অধঃস্থাপিত এবং অধোগত অস্থিকে উত্তোলিত করিয়া পশ্চাৎ বন্ধনাদি করিবে।

সব্রণস্য তু ভগ্নস্য ব্রণং সর্পির্মধূত্তরৈঃ।
প্রতিসার্য্য কষায়ৈশ্চ শেষং ভগ্নবদাচরেৎ।

ক্ষতযুক্ত ব্রণে ঘৃত ও মধুসংযুক্ত কষায় দ্বারা প্রক্ষালনাদি পূর্ব্বক পশ্চাৎ ভগ্ন চিকিৎসা করিবে।

ভগ্নং নৈতি যথা পাকং প্রযতেত তথা ভিষক্।
বাতব্যাধিবিনির্দ্দিষ্টান্ স্নেহাংশ্চাত্র প্রযোজয়েৎ।

ভগ্নাঙ্গ যাহাতে পাক প্রাপ্ত না হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইবে। ভগ্নরোগে বাতরোগাধিকারোক্ত স্নেহ প্রয়োগ করিবে।

গন্ধতৈলাদিকঞ্চাত্র ভিষগ্ বুদ্ধা প্রযোজয়েৎ॥

ভগ্নরোগে গন্ধতৈলাদি প্রয়োগ করিবে।

মাংসং মাংসরসঃ ক্ষীরং সর্পির্যূষঃ কলায়জঃ।
বৃংহণঞ্চান্নপানঞ্চ দেয়ং ভগ্নায় জানতা॥

ভগ্নরোগে মাংস, মাংসরস, দুগ্ধ, ঘৃত, মটরকলাইয়ের যূষ এবং বৃংহণ অন্ন পানীয় পথ্য।

লবণং কটুকং ক্ষারমম্লং মৈথুনমাতপম্।
ব্যায়ামঞ্চ ন সেবেত ভগ্নো রুক্ষান্নমেব চ॥

অধিক লবণ, কটুদ্রব্য, ক্ষার, অম্ল, মৈথুন, আতপসেবা, ব্যায়াম ও রুক্ষান্ন এই সমুদায় ভগ্ন ব্যক্তির পরিত্যাজ্য।

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

বাতব্যাধ্যধিকারঃ।

বাতব্যাধীনাং বিপ্রকৃষ্টং নিদানং সম্প্রাপ্তিশ্চ।

রুক্ষ শীতাল্প লঘ্বন্ন ব্যবায়াতি প্রজাগরৈঃ।
বিষমাদুপচারাচ্চ দোষাসৃক্ স্রবণাদপি॥
লঙ্ঘন প্লবনাত্যধ্ব ব্যায়ামাদি বিচেষ্টিতৈঃ।
ধাতূনাং সংক্ষয়াচ্চিন্তা শোকরোগাতিকর্ষণাৎ॥
বেগসন্ধারণাদামাদভিঘাতাদভোজনাৎ।
মর্ম্মাবাধাদ্ গজোষ্ট্রাশ্ব শীঘ্রযানাপতংসনাৎ॥
দেহে স্রোতাংসি রিক্তানি পূরয়িত্বানিলো বলী।
করোতি বিবিধান্ ব্যাধীন্ সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গ সংশ্রয়ান্॥

রূক্ষ, শীতল, অল্পপরিমিত, বা লঘু অন্ন ভোজন, অতিমৈথুন, অধিক জাগরণ, বিষম উপচার (শীতসেবার পর হঠাৎ উষ্ণ সেবা ও উষ্ণ সেবার পর হঠাৎ শীতসেবা, শীতবীর্য্য দ্রব্য আহারাদির পর হঠাৎ উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য আহারাদি ইত্যাদি অথবা অনিষ্টার্থ শক্রকৃত যাগাদি), অতিশয় বমন বিরেচনাদি, অধিক রক্তস্রাব, উৎপতন, সন্তরণ, অধিক পথ-পর্য্যটন ও ব্যায়ামাদি আয়াসজনক কর্ম্ম সমূহ, ধাতুক্ষয়, চিন্তা, শোক ও রোগ দ্বারা অতি কর্ষণ, বেগধারণ, আমসঞ্চয়, আঘাত প্রাপ্তি, উপবাস, মর্ম্মস্থানে আঘাত প্রাপ্তি এবং হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব প্রভৃতি যানে দ্রুতগমন হেতু তত্তৎস্থান হইতে পতন এই সকল কারণে রিক্ত (সাত্ম্যপদার্থশূন্য), দৈহিক স্রোতঃ-সমস্ত কুপিত বায়ু দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়াতে সার্ব্বাঙ্গিক বা অঙ্গ বিশেষ সংশ্রয়ী বিবিধ রোগের উৎপত্তি হয়।

অব্যক্তং লক্ষণং তেষাং পূর্ব্বরূপমিতি স্মৃতম্।
আত্মরূপন্তু যদ্ ব্যক্তমপায়ো লঘুতা পুনঃ॥

বাতব্যাধি সমস্তের অসম্যক্ ব্যক্ত লক্ষণই তাহাদের পূর্ব্বরূপ এবং সম্যক্ প্রকাশিত লক্ষণই রূপ বলিয়া অভিহিত হয়। ইহাদের লঘুতাই অপায় অর্থাৎ নিবৃত্তি বলিয়া অভিহিত হয়।

সঙ্কোচঃ পর্ব্বণাং স্তম্ভো ভঙ্গোঽস্থ্নাং পর্ব্বণামপি।
রোমহর্ষঃ প্রলাপশ্চ পাণিপৃষ্ঠ শিরোগ্রহঃ।
খাঞ্জ্য পাঙ্গুল্যকুব্জত্বং শোষোঽঙ্গানামনিদ্রতা।
গর্ভশুক্র রজোনাশঃ স্পন্দনং গাত্রসুপ্ততা।
শিরোনাসাক্ষি জত্রূণাং গ্রীবায়াশ্চাপি হুণ্ডনম্।
ভেদস্তোদোঽর্ত্তিরাক্ষেপো মুহুশ্চায়াস এব চ॥
এবং বিধানি রূপাণি করোতি কুপিতোঽনিলঃ।
হেতুস্থান বিশেষাচ্চ ভবেদ্রোগবিশেষকৃৎ।

কুপিত বায়ু দ্বারা নিম্নলিখিত বিকার সমস্ত সংঘটিত হয়। যথা পর্ব্বসকলের সঙ্কোচ, স্তব্ধতা, অস্থি ও পর্ব্বসমস্তে ভঙ্গবৎ বেদনা, লোমাঞ্চ, প্রলাপ, হস্ত পদ ও মস্তকে বেদনা (অথবা আকর্ষণবৎ পীড়া),-খঞ্জতা, পঙ্গুতা, কুব্জত্ব, অঙ্গশোষ, নিদ্রানাশ (অথবা নিদ্রার অল্পতা), গর্ভ, শুক্র ও ঋতুর নাশ, অঙ্গস্পন্দন, স্পর্শশক্তির লোপ, মস্তক, নাসিকা, চক্ষুঃ জত্রু ও গ্রীবার অন্তঃপ্রবেশ বা বক্রতা, ওষ্ঠাদির ভেদ, শূলব্যথা, পাদাদিতে পীড়া-বিশেষ, মুহুর্মুহুঃ আক্ষেপ ও শ্রান্তিবোধ। কফাদি হেতু বিশেষের যোগবশতঃ ও স্থান (অঙ্গ) ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কোষ্ঠাশ্রিতস্য বাতস্য লক্ষণম্।

তত্র কোষ্ঠাশ্রিতে দুষ্টে নিগ্রহো মূত্রবর্চ্চসোঃ।
ব্রধ্নহৃদ্রোগ গুল্মার্শঃ পার্শ্বশূলঞ্চ মারুতে।

কুপিত বায়ু আমাশয়াদি কোষ্ঠকে আশ্রয় করিলে মলমূত্রের অপ্রবর্ত্তন, ব্রধ্নরোগ (কুঁচ্‌কিতে শোথ), হৃদ্রোগ, গুল্ম, অর্শঃ ও পার্শ্বশূল সংঘটিত হয়।

গুদগতস্য তস্য লক্ষণম্।

গ্রহো বিণ্মূত্র বাতানাং শূলাধ্মানাশ্মশর্করাঃ।
জঙ্ঘোরুত্রিক পার্শ্বাংস পৃষ্ঠরোগো গুদে স্থিতে।

কুপিত বায়ু মলাশয়কে আশ্রয় করিলে মল, মূত্র ও অধোবায়ুর অপ্রবৃত্তি, শূল, উদরাধ্মান, অশ্মরী, শর্করা এবং জঙ্ঘা, উরু, ত্রিক, পার্শ্বদ্বয়, স্কন্ধ ও পৃষ্ঠে শূলাদি পীড়া হইয়া থাকে।

আমাশয়গতস্য লক্ষণম্।

রুক্ পার্শ্বোদরহৃন্নাভে তৃষ্ণোদ্গার বিসূচিকাঃ।
কাসঃ কণ্ঠাস্যশোষশ্চ শ্বাসশ্চামাশয়স্থিতে।

বায়ু কুপিত হইয়া আমাশয়কে আশ্রয় করিলে পার্শ্বদ্বয়, উদর, হৃদয় ও নাভিতে বেদনা, তৃষ্ণা, উদ্গারবাহুল্য, বিসূচিকা, কাস, কণ্ঠশোষ, মুখশোষ ও শ্বাস উপস্থিত হইয়া থাকে।

পক্বাশয়গতস্য লক্ষণম্।

পক্বাশয়স্থোঽন্ত্রকূজং শূলাটোপৌ করোতি চ।
কৃচ্ছ্রমূত্র পুরীষত্বমানাহং ত্রিকবেদনাম্।
(আটোপো বাতস্য ক্ষুব্ধত্বম)।

কুপিত বায়ু পক্বাশয়কে আশ্রয় করিলে অন্ত্রে কূজন (অব্যক্ত ধ্বনিবিশেষের উদ্ভব), শূল, বায়ুর ক্ষুব্ধতা, অতিকষ্টে মল মূত্রের নির্গম, আনাহ ও ত্রিকদেশে বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে।

শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়গতস্য লক্ষণম্।

শ্রোত্রাদিম্বিন্দ্রিয়বধং কুর্য্যাদ্ দুষ্টঃ সমীরণঃ।

বায়ু কুপিত হইয়া শ্রোত্রাদি (কর্ণাদি) যে ইন্দ্রিয়ে অবস্থিত হয়, সেই ইন্দ্রিয়ের শক্তি নষ্ট হইয়া থাকে।

ত্বগ্‌গতস্য লক্ষণম্।

ত্বগ্রুক্ষা স্ফুটিতা সুপ্তা কৃশা কৃষ্ণা চ তুদ্যতে।
আতন্যতে সরাগা চ পর্ব্বরুক্ ত্বগ্‌গতেঽনিলে।

কুপিত বায়ু ত্বগ্‌গত (রসগত) হইলে ত্বক্ রুক্ষ, স্ফুটিত, স্পর্শশক্তিহীন, শীর্ণ, কৃষ্ণ বা ঈষৎ রক্তবর্ণ, সূচীবেধসদৃশ যাতনা-বিশিষ্ট, বিস্তীর্ণবৎ এবং পর্ব্বসকলে বেদনা হইয়া থাকে।

রক্তগতস্য লক্ষণম্।

রুজস্তীব্রাঃ সসন্তাপা বৈবর্ণ্যং কৃশতারুচিঃ।
গাত্রে চারুংষি ভুক্তস্য স্তম্ভশ্চাসৃগ্‌গতেঽনিলে।

কুপিত বায়ু রক্তকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত হইলে অঙ্গ সকলে তীব্র বেদনা ও সন্তাপ, বিবর্ণতা, কৃশতা, অরুচি, গাত্রে পীড়কোৎপত্তি ও ভুক্ত দ্রব্যের স্তব্ধতা এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়।

মাংসমেদোগতস্য লক্ষণম্।

গুর্ব্বঙ্গং তুদ্যতেঽত্যর্থং দণ্ডমুষ্টিহতং যথা।
সরুক্ শ্রমিতমত্যর্থং মাংসমেদোগতেঽনিলে।

বায়ু কুপিত হইয়া মাংস বা মেদকে আশ্রয় করিলে অঙ্গ সমস্ত গুরু এবং সূচীবেধ অথবা দণ্ড বা মুষ্টির আঘাতজাত বেদনা সদৃশ বেদনা বিশিষ্ট ও স্পর্শাসহ হইয়া থাকে।

মজ্জাস্থিগতস্য লক্ষণম্।

ভেদোঽস্থ্‌নাং পর্ব্বণাং সন্ধিশূলং মাংসবলক্ষয়ঃ।
অস্বপ্নঃ সন্ততা রুক্ চ মজ্জাস্থি কুপিতেঽনিলে।

কুপিত বায়ু মজ্জা বা অস্থিকে আশ্রয় করিলে অস্থি ও পর্ব্বসকলে ভঙ্গবৎ পীড়া, সন্ধিশূল, মাংসক্ষয়, বলনাশ, নিদ্রার অভাব ও অবিচ্ছিন্ন যাতনা উপস্থিত হয়।

শুক্রগতস্য লক্ষণম্।

সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গ রোগাংশ্চ কুর্য্যাৎ স্নায়ুগতোঽনিলঃ।
হন্তি সন্ধিগতঃ সন্ধীন্ শূলশোথৌ করোতি চ।

কুপিত বায়ু শুক্রগত হইলে শুক্রের শীঘ্র মোক্ষণ, সংরোধ ও বিকৃতি হইয়া থাকে।

এবং তাদৃশ (কুপিতবায়ুদুষ্ট) শুক্র দ্বারা যে গর্ভ উৎপন্ন হয়, তাহারও অকালে মোক্ষণ, বদ্ধতা বা বিকৃতি হইতে দেখা যায়। (বিশুদ্ধ শুক্রজাত গর্ভও কুপিত বায়ুকর্তৃক আশ্রিত হইলে তাহার অসময়ে মোক্ষণ, প্রসবকালে বদ্ধতা এবং বিকৃতি ঘটিয়া থাকে।)

শিরাগতস্য লক্ষণম্‌।

কুর্য্যাচ্ছিরাগতঃ শূলং শিরাকুঞ্চন পূরণম্‌।
সবাহ্যাভ্যন্তরায়ামং খল্লীং কৌব্জমথাপি বা॥

কুপিত বায়ু শিরাগত হইলে শিরার আকুঞ্চন ও পূরণ, শূল, বাহ্যায়াম, অন্তরায়াম, খল্লী (খালিধরা) ও কুব্জতা উপস্থিত করে।

স্নায়ুগতস্য লক্ষণম্‌।

সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গ রোগাংশ্চ কুর্য্যাৎ স্নায়ুগতোঽনিলঃ।

স্নায়ুগত কুপিত বায়ুদ্বারা সার্ব্বাঙ্গিক ও অঙ্গবিশেষ সংশ্রয়ী রোগ সকলের উৎপত্তি হয়।

সন্ধিগতস্য লক্ষণম্‌।

হন্তি সন্ধিগতঃ সন্ধীন্‌ শূলশোথৌ করোতি চ।

কুপিত বায়ু সন্ধিগত হইলে সন্ধিসকলের নাশ (বিশ্লেষ স্তম্ভাদি) বিশেষতঃ শূল ও শোথ উপস্থিত করে।

সর্ব্বাঙ্গগতস্য লক্ষণম্‌।

সর্ব্বাঙ্গকুপিতে বাতে গাত্রস্ফুরণ ভঞ্জনম্‌।
জায়ন্তে বেদনাস্তীব্রাঃ স্ফুটন্তীবাস্য সন্ধয়ঃ।

সর্ব্বাঙ্গ সংশ্রিত কুপিত বায়ু দ্বারা গাত্রের স্ফুরণ, ভঙ্গবৎ পীড়া, বেদনা ও সন্ধি সকল স্ফুটিতবৎ হয়।

অতঃপরং পিত্তকফাবৃতানাং প্রাণাদীনাং বায়ুনাং লক্ষণান্যুচ্যন্তে।

এক্ষণে প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, পিত্ত ও কফদ্বারা আবৃত হইলে যে রূপ লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়, তাহা লিখিত হইতেছে।

প্রাণে পিত্তাবৃতে ছর্দ্দি র্দাহশ্চৈবোপজায়তে।
দৌর্ব্বল্যং সদনং তন্দ্রা বৈরস্যঞ্চ কফাবৃতে।

প্রাণবায়ু পিত্তদ্বারা আবৃত হইলে বমি ও দাহ এবং কফদ্বারা আবৃত হইলে দৌর্ব্বল্য, অবসন্নতা, তন্দ্রা ও মুখে বিকৃতাস্বাদ উপস্থিত হয়।

অপানে পিত্তযুক্তে তু দাহৌষ্ণ্যরক্তমস্রতাঃ।
অধঃকায়ে গুরুত্বঞ্চ শীততা চ কফাবৃতে।

অপানবায়ু পিত্তাবৃত হইলে দাহ, গাত্রের উষ্ণতা ও রক্তস্রাব এবং কফাবৃত হইলে নিম্নাঙ্গের গুরুত্ব ও শৈত্য উপস্থিত হয়।

স্বেদদাহৌষ্ণ্যমূর্চ্ছাঃ স্যুঃ সমানে পিত্তসংবৃতে।
কফেন সক্তে বিণ্মূত্রে গাত্রহর্ষশ্চ জায়তে।

সমানবায়ু পিত্তসংযুক্ত হইলে স্বেদ, দাহ, গাত্রের উষ্ণতা ও মূর্চ্ছা এবং কফসংযুক্ত হইলে মলমূত্ররোধ ও লোমাঞ্চ উপস্থিত হইয়া থাকে।

উদানে পিত্তযুক্তে তু দাহো মূর্চ্ছা ভ্রমঃ ক্লমঃ।
অস্বেদহর্ষৌ মন্দোঽগ্নিঃ শীততা চ কফাবৃতে।

উদানবায়ু পিত্তযুক্ত হইলে দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও ক্লান্তিবোধ এবং কফযুক্ত হইলে ঘর্ম্মের অনুৎপত্তি, লোমাঞ্চ, অগ্নিমান্দ্য ও অঙ্গের শীতলতা অথবা শীতানুভব উপস্থিত হয়।

ব্যানে পিত্তাবৃতে দাহো গাত্রবিক্ষেপণং ক্লমঃ।
স্তম্ভোঽথ দণ্ডকশ্চাপি শূলশোথৌ কফাবৃতে।

ব্যানবায়ু পিত্তদ্বারা আবৃত হইলে দাহ, অঙ্গসকলের ইতস্ততঃ বিক্ষেপ ও ক্লান্তিবোধ এবং কফদ্বারা আবৃত হইলে স্তব্ধতা, দণ্ডবৎ অবস্থা, শূল ও শোথ উপস্থিত হয়।

আক্ষেপকস্য সামান্যং লক্ষণম্।

যদা তু ধমনীঃ সর্ব্বাঃ কুপিতোঽভ্যেতি মারুতঃ।
তদাক্ষিপত্যাশু মুহুর্মুহুর্দেহং মুহুশ্চরঃ।
মুহুর্মুহুশ্চাক্ষেপণাদাক্ষেপক ইতি স্মৃতঃ।

কুপিত বায়ু ধমনীগণকে আশ্রয় করিলে আক্ষেপক রোগ উপস্থিত হয়। বায়ু মুহুর্মুহুঃ সঞ্চরণ করিয়া মুহুর্মুহুঃ দেহকে আক্ষিপ্ত করে। মুহুর্মুহুঃ আক্ষেপণ হেতু এই রোগকে আক্ষেপক কহা যায়।

গজারূঢ়জনস্যেব গাত্রবিক্ষেপণং বুধাঃ।
আহুরাক্ষেপকং ব্যাধিং গাত্রস্যাক্ষেপণান্মুহুঃ।

গজারূঢ় ব্যক্তির ন্যায় অঙ্গ সমস্তের ইতস্ততঃ বিক্ষেপকে আক্ষেপক রোগ বলা যায়।

আক্ষেপক বিশেষস্যাপতন্ত্রকস্য লক্ষণম্।

ক্রুদ্ধৈঃ স্বৈঃ কোপনৈর্বায়ুঃ স্থানাদূর্দ্ধং প্রপদ্যতে।
পীড়য়ন্ হৃদয়ং গত্বা শিরঃশঙ্খৌ চ পীড়য়ন্।
ধনুর্বন্নময়েদ্ গাত্রাণ্যাক্ষিপেন্মোহয়েৎ তথা।
স কৃচ্ছ্রাদুচ্ছ্বসেদুচ্ছৈস্তব্ধাক্ষোঽথ নিমীলকঃ।
কপোত ইব কূজেচ্চ নিঃসংজ্ঞঃ সোঽপতন্ত্রকঃ।

নিজ প্রকোপক হেতু সমূহ দ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া পক্বাশয় হইতে উর্দ্ধগত হয়। উহা হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া হৃদয়কে এবং মস্তকে উপস্থিত হইয়া মস্তক ও শঙ্খদ্বয়কে পীড়িত করিয়া দেহকে ধনুকের ন্যায় বক্র ও আক্ষিপ্ত এবং মোহ উপস্থিত করে। রোগী অতিকষ্টদায়ক শ্বাসদ্বারা আক্রান্ত, চেতনাবিহীন এবং স্তব্ধনেত্র অথবা নিমীলিত নেত্র হইয়া কপোতবৎ শব্দ নিঃসারণ করিতে থাকে। এই ব্যাধির নাম অপতন্ত্রক। আক্ষেপক সকলের মধ্যে ইহা একপ্রকার আক্ষেপক।

অপতানকস্য লক্ষণম্।

দৃষ্টিং সংস্তভ্য সংজ্ঞাঞ্চ হত্বা কণ্ঠেন কূজতি।
হৃদি মুক্তে নরঃ স্বাস্থ্যং যাতি মোহং বৃতে পুনঃ।
বায়ুনা দারুণং প্রাহুরেকে তদপতানকম্।

অপতানক নামে আর এক প্রকার দারুণ যন্ত্রণাদায়ক ও দুশ্চিকিৎস্য আক্ষেপক রোগ আছে, তাহাতে দৃষ্টি স্তব্ধীভূত, সংজ্ঞা নষ্ট ও কণ্ঠ হইতে অব্যক্ত শব্দ নির্গত হইয়া থাকে। এই পীড়ায় বায়ু হৃদয়কে পরিত্যাগ করিলে রোগী আরাম অনুভব করে এবং আক্রমণ করিলে পুনর্ব্বার মোহ প্রাপ্ত হয়। ইহা অপতন্ত্রকেরই প্রকার ভেদ মাত্র।

দণ্ডাপতানকস্য লক্ষণম্।

কফান্বিতো ভৃশং বায়ুস্তাস্বেব যদি তিষ্ঠতি।
দণ্ডবৎ স্তম্ভয়েদ্ দেহং স তু দণ্ডাপতানকঃ।
তাসু ধমনীষু।

বায়ু যদি অতিশয় কফ সংযুক্ত হইয়া ধমনী সকলে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে উহা দেহকে দণ্ডের ন্যায় স্তব্ধ করিয়া রাখে অর্থাৎ আকুঞ্চনাদি শক্তির লোপ হয়।

এই রূপ পীড়ার নাম দণ্ডাপতানক। ইহাও এক প্রকার আক্ষেপক।

ধনুঃস্তম্ভস্য লক্ষণম্ ।

ধনুস্তুল্যো নমেদ্ যস্তু স ধনুস্তম্ভ সংজ্ঞিতঃ।
বিবর্ণবদ্ধবদনঃ স্রস্তাঙ্গো নষ্টচেতনঃ।
প্রস্বেদবান্ ধনুস্তম্ভী দশরাত্রং ন জীবতি ॥

বিবর্ণবদ্ধবদনঃ বদনান্তর্গত মুখগণ্ডাদ্যঙ্গানাং বিবর্ণতা, চিবুকস্য বদ্ধতা জ্ঞেয়া।

ধনুকের ন্যায় নমনকে ধনুস্তম্ভ রোগ বলে। ইহাতে মুখ, গণ্ডদেশ ও অন্য অঙ্গ বিবর্ণ, চিবুক বদ্ধ, অঙ্গ সকল স্রস্ত ও চেতনা লুপ্ত হয়। ধনুস্তম্ভ রোগীর অত্যন্ত ঘর্ম্ম নির্গমরূপ উপদ্রব উপস্থিত হইলে, দশ দিবসের মধ্যে মৃত্যু নিশ্চিত। ধনুস্তম্ভকে বাঙ্গালা কথায় ধনুষ্টঙ্কার বলে। ইহাও একপ্রকার আক্ষেপক রোগ।

অন্তরায়ামস্য লক্ষণম্ ।

অঙ্গুলী গুল্ফ জঠর হৃদ্ বক্ষো গল সংশ্রিতঃ।
স্নায়ুপ্রতানমনিলো যদাক্ষিপতি বেগবান্ ।
বিষ্টব্ধাক্ষঃ স্তব্ধহনুর্ভগ্নপার্শ্বঃ কফং বমন্।
অভ্যন্তরং ধনুরিব যদা নমতি মানবঃ।
তদাস্যাভ্যন্তরায়ামং কুরুতে মারুতো বলী।

অঙ্গুলি, গুল্ফ, উদর, হৃৎকোষ্ঠ, বক্ষঃ ও গলদেশে অবস্থিত বায়ু, বেগবান্ হইয়া স্নায়ু সকলকে আক্ষিপ্ত করিলে রোগীর চক্ষুর্দ্বয় স্তব্ধ, হনু বদ্ধ, পার্শ্বদ্বয় ভগ্ন, কফ উদ্গীর্ণ এবং দেহ অভ্যন্তর দিকে ধনুকের ন্যায় নত হয়। এইরূপ পীড়াকে অভ্যন্তরায়াম বলা যায়।

বাহ্যায়ামস্য লক্ষণম্ ।

বাহ্যস্নায়ুপ্রতানস্থো বাহ্যায়ামং করোতি চ।
তমসাধ্যং বুধাঃ প্রাহুর্বক্ষঃকট্যূরুভঞ্জনম্ ।

বিকৃত বায়ু, বাহ্য স্নায়ুসমূহে অবস্থিত হইয়া বাহ্যায়াম উপস্থিত করে। ইহাতে দেহ পশ্চাৎদিকে ধনুকের ন্যায় বক্র হইয়া থাকে এবং বক্ষঃ, কটি ও উরু ভগ্নবৎ হয়। ইহা প্রায় অসাধ্য হইয়া থাকে।

অন্তরায়াম ও বাহ্যায়াম এই উভয় প্রকার আক্ষেপক রোগের সাধারণ নাম ধনুস্তম্ভ। সচরাচর বহিরায়ামই হইতে দেখা যায়।

আক্ষেপস্য দোষানুবন্ধাদিভেদেন চত্বারো ভেদাঃ ।

কফপিত্তান্বিতো বায়ুর্বায়ুরেব চ কেবলঃ।
কুর্য্যাদাক্ষেপকঞ্চান্যং চতুর্থমভিঘাতজম্ ।

বায়ু কফানুবন্ধযুক্ত, পিত্তানুবন্ধযুক্ত ও নিরনুবন্ধ এই তিন প্রকার অবস্থাপন্ন হইয়া ত্রিবিধ আক্ষেপক উপস্থিত করে। চতুর্থ প্রকার আক্ষেপক, অভিঘাত হইতে উৎপন্ন হয়। আঘাত হেতু বায়ু কুপিত হইয়া আক্ষেপ উৎপাদন করে।

গর্ভপাতনিমিত্তশ্চ শোণিতাতিস্রবাচ্চ যঃ।
অভিঘাতনিমিত্তশ্চ ন সিধ্যত্যপতানকঃ।

গর্ভপাত, অধিক রক্তস্রাব ও আঘাত হেতু উৎপন্ন অপতানক অসাধ্য। এই সকল কারণে উৎপন্ন বহিরায়ামাদিও প্রায় অসাধ্য হইয়া থাকে।

গতে বেগে ভবেৎ স্বাস্থ্যং সর্ব্বেষ্বাক্ষেপকাদিষু।

আক্ষেপকাদি রোগ সকলে যখন বায়ুর বেগের অপগম হয়, তখন স্বাস্থ্য অনুভব হইয়া থাকে।

কুব্জস্য লক্ষণম্।

হৃদয়ং যদি বা পৃষ্ঠমুন্নতং ক্রমশঃ সরুক্।
ক্রুদ্ধো বায়ুর্যদা কুর্য্যাৎ তদা তং কুব্জমাদিশেৎ॥

বায়ু কুপিত হইয়া যদি হৃদয় বা পৃষ্ঠকে ক্রমশঃ উন্নত ও ব্যথান্বিত করে, তাহা হইলে তাহাকে কুব্জ বলা যায়।

পক্ষবধস্য লক্ষণম্।

গৃহীত্বার্দ্ধং তনোর্বায়ুঃ শিরাস্নায়ু বিশোষ্য চ।
পক্ষমন্যতমং হন্তি সন্ধিবন্ধান্ বিমোক্ষয়ন্॥
কৃৎস্নার্দ্ধকায়স্তস্য স্যাদকর্ম্মণ্যো বিচেতনঃ।
একাঙ্গরোগং তং কেচিদন্যে পক্ষবধং বিদুঃ।
সর্ব্বাঙ্গরোগস্তদ্বচ্চ সর্ব্বকায়াশ্রিতেঽনিলে।

কুপিত বায়ু অৰ্দ্ধ দেহকে ব্যাপ্ত, শিরা ও স্নায়ু সকলকে বিশুষ্ক ও সন্ধিবন্ধন সমস্তকে শিথিল করিয়া দেহের বাম বা দক্ষিণ একতর পক্ষকে বিনষ্ট (জীবনীশক্তিহীন) করে। ইহাতে সমস্ত অৰ্দ্ধকায় (অৰ্দ্ধনারীশ্বরাকারে) অকর্ম্মণ্য ও চেতনাশক্তিবিহীন (স্পর্শাদি জ্ঞানশূন্য) হয়। এই পীড়াকে একাঙ্গ রোগ বা পক্ষবধ (পক্ষাঘাত) বলে। কুপিত বায়ু ঐরূপে সমস্ত দেহকে আক্রমণ করিলে সর্ব্বাঙ্গ রোগ (সর্ব্বাঙ্গীন পক্ষাঘাত) উপস্থিত হয়। পক্ষাঘাত দেহের কোন অত্যাল্পায়ত স্থানেও হইতে পারে।

দাহ সন্তাপমূর্চ্ছাঃ স্যু র্বায়ৌ পিত্তসমন্বিতে।
শৈত্যশোথ গুরুত্বানি তস্মিন্নেব কফাবৃতে॥

পিত্তযুক্ত বায়ু দ্বারা পক্ষাঘাত রোগ উৎপন্ন হইলে দাহ, সন্তাপ ও মূর্চ্ছা এই সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। কফসংযুক্ত বায়ু দ্বারা পক্ষাঘাত হইলে অঙ্গের শীতলতা, গুরুত্ব ও শোথ উপস্থিত হয়। পক্ষাঘাত ভিন্ন অন্য বায়ুরোগেও পিত্ত কফানুবন্ধ ভেদে উল্লিখিত দ্বিবিধ লক্ষণ সংঘটিত হইয়া থাকে।

শুদ্ধবাতহতং পক্ষং কৃচ্ছ্রসাধ্যতমং বিদুঃ।
সাধ্যমন্যেন সংযুক্তমসাধ্যং ক্ষয়হেতুকম্॥
ক্ষয়হেতুকং ধাতুক্ষয়কুপিত শুদ্ধবাতজমিত্যর্থঃ।

নিরনুবন্ধ বায়ুকৃত পক্ষাঘাত অতি কষ্টসাধ্য ও অনুবন্ধযুক্ত (পিত্ত বা কফসংযুক্ত) বায়ুকৃত পক্ষাঘাত সাধ্য। ধাতুক্ষয় হেতু বায়ু কুপিত হইয়া পীড়া উৎপাদন করিলে যদি তাহাতে কোন অনুবন্ধ না থাকে, তাহা হইলে উহা অসাধ্য জানিবে।

অর্দ্দিতস্য সম্প্রাপ্তির্লক্ষণঞ্চ।

উচ্চৈর্ব্যাহরতোঽত্যর্থং খাদতঃ কঠিনানি বা।
হসতো জৃম্ভতো বাপি ভারাদ্ বিষমশায়িনঃ॥
শিরোনাসৌষ্ঠ চিবুক ললাটেক্ষণ সন্ধিগঃ।
অর্দ্দয়ত্যনিলো বক্ত্রমর্দ্দিতং জনয়েৎ ততঃ॥
বক্রীভবতি বক্ত্রার্দ্ধং গ্রীবা চাপ্যপবর্ত্ততে।
শিরশ্চলতি বাক্‌সঙ্গো নেত্রাদীনাঞ্চ বৈকৃতম্॥
গ্রীবা চিবুক দন্তানাং তস্মিন্ পার্শ্বে চ বেদনা।
তমর্দ্দিতমিতি প্রাহুর্ব্যাধিং ব্যাধিবিশারদাঃ॥

উচ্চৈস্বরে নিরন্তর বাক্যোচ্চারণ, কঠিন দ্রব্য ভক্ষণ, (চৰ্ব্বণ), হাস্য, জৃম্ভা, ভারবহন ও বিষমভাবে শয়ন এই সকল কারণে মস্তক, নাসিকা, ওষ্ঠ, চিবুক, ললাট ও নেত্রসন্ধি এই সকল স্থানে অবস্থিত কুপিত বায়ু মুখমণ্ডলকে অর্দ্দিত (পীড়িত) করিয়া অৰ্দ্দিতাখ্য রোগ উৎপাদন করে। ইহাতে মুখমণ্ডলের অৰ্দ্ধাংশ ও গ্রীবা বক্রীভূত, মস্তক কম্পনযুক্ত, বাক্য নিরুদ্ধ ও নেত্রাদি বিকৃত হইয়া থাকে। অর্দ্দিতপীড়িত ব্যক্তির

পার্শ্ব, গ্রীবা, চিবুক ও দন্তে বেদনা হইয়া থাকে।

বাতাৎ পিত্তাৎ কফাচ্চ স্যাৎ ত্রিবিধং তৎ সমাসতঃ।
লালাস্রাবো ব্যথা কম্পঃ স্ফুরণং হনুবাগ্‌গ্রহঃ॥
ওষ্ঠয়োঃ শ্বয়থুঃ শূলঞ্চার্দ্দিতে বাতজে ভবেৎ।
পীতমাস্যং জ্বরস্তৃষ্ণা পিত্তজে মোহধূপনে।
গণ্ডে শিরসি মন্যায়াং শোথঃ স্তম্ভঃ কফাত্মকে॥

ঐ অর্দ্দিত রোগ বায়ুজ, পিত্তজ ও কফজ ভেদে তিন প্রকার। বাতজ অর্দ্দিতে লালাস্রাব, বেদনা, কম্প, স্ফুরণ (স্পন্দনবিশেষ), হনুস্তম্ভ, বাঙ্‌নিরোধ, ওষ্ঠদ্বয়ে শোথ ও শূল, পৈত্তিক অর্দ্দিতে মুখ পীতবর্ণ, জ্বর, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা ও পীড়িতাঙ্গ হইতে ধূমনির্গমবৎ বোধ এবং কফজ অর্দ্দিতে গণ্ডে, মস্তকে ও মন্যায় শোথ ও স্তব্ধতা হইয়া থাকে।

অসাধ্যার্দ্দিতস্য লক্ষণম্।

ক্ষীণস্যানিমিষাক্ষস্য প্রসক্তাব্যক্তভাষিণঃ।
ন সিধ্যত্যর্দ্দিতং গাঢ়ং ত্রিবর্ষং বেপনস্য চ॥

অর্দ্দিত রোগী অতিক্ষীণ, নির্নিমেষচক্ষুঃ, সংলগ্ন ও অব্যক্তভাষী এবং কম্পনপীড়িত হইলে অথবা পীড়া উৎপন্ন হইবার পর তিন বৎসর অতিক্রম করিলে তাহার পীড়া অসাধ্য হয়।

হনুগ্রহস্য নিদানং লক্ষণঞ্চ।

জিহ্বা নির্লেখনাচ্ছুষ্ক ভক্ষণাদভিঘাততঃ।
কুপিতো হনুমূলস্থঃ স্রংসয়িত্বানিলো হনুম্।
করোতি বিবৃতাস্যত্বমথবা সংবৃতাস্যতাম্।
হনুগ্রহঃ স তেন স্যাৎ কৃচ্ছ্রাচ্চর্ব্বণ ভাষণম্॥
স্রংসয়িত্বা অধঃকৃত্বা, নির্লেখনং কর্ষণম্।

জিহ্বা নির্লেখন (অধিক জিবছোলা ও উহার আকর্ষণাদি,) চণকাদি শুষ্ক দ্রব্য চর্ব্বণ ও আঘাত প্রাপ্তি এই সকল কারণে হনুমূলস্থ বায়ু কুপিত হইয়া হনুকে অধঃকৃত করিয়া মুখবিবৃতি সংঘটন করে, ইহাতে ঐ ব্যক্তি মুখ বন্ধ করিতে পারে না। ঐরূপ কুপিত বায়ু দ্বারা কখন কখন মুখ সংবৃত (দন্তে দন্তে লগ্ন) হইয়াও যায়। এই দুই বিকৃতিকেই হনুগ্রহ বলে। হনুগ্রহপীড়িত প্রকার ব্যক্তিকে অতি কষ্টে চর্ব্বণ ও বাক্যোচ্চারণ করিতে হয়।

মন্যাস্তম্ভস্য নিদানং লক্ষণঞ্চ।

দিবাস্বপ্নাসমস্থান বিকৃতোর্দ্ধ নিরীক্ষণৈঃ।
মন্যাস্তম্ভং প্রকুরুতে স এব শ্লেষ্মণাবৃতঃ॥

দিবানিদ্রা, বিষমভাবে অবস্থান ও বিকৃতভাবে (গ্রীবাদি বিকৃত করিয়া) ঊর্দ্ধ নিরীক্ষণ এই সকল কারণে কুপিত বায়ু কফাবৃত হইয়া মন্যাস্তম্ভ উপস্থিত করে। ইহাতে গ্রীবা ফিরাইতে ঘুরাইতে পারা যায় না। অনেক সময় শয়নের দোষে এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে।

জিহ্বাস্তম্ভস্য লক্ষণম্।

বাগ্‌বাহিনীশিরাসংস্থো জিহ্বাং স্তম্ভয়তেঽনিলঃ।
জিহ্বাস্তম্ভঃ স তেনান্ন পান বাক্যেষ্বনীশতা॥

বাক্যপ্রবর্ত্তিনী শিরা সকলে অবস্থিত কুপিত বায়ু, জিহ্বাস্তম্ভ উপস্থিত করে। ইহাতে পান, ভোজন ও বাক্যোচ্চারণের শক্তি রহিত হয়।

শিরোগ্রহস্য লক্ষণম্‌ ।

রক্তমাশ্রিত্য পবনঃ কুর্য্যান্মূর্দ্ধধরাঃ শিরাঃ ।
রুক্ষাঃ সবেদনাঃ কৃষ্ণাঃ সোঽসাধ্যঃ স্যাচ্ছিরোগ্রহঃ ॥

কুপিত বায়ু গ্রীবাস্থ রক্তকে বিকৃত করিয়া গ্রীবাস্থ মস্তকাবলম্বক শিরাসমূহকে রুক্ষ, বেদনাযুক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ করে। ইহাতে মস্তকের চালনাদি রহিত হয়। এইরূপ পীড়াকে শিরোগ্রহ (শিরাগ্রহ এইরূপ পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়) কহে। ইহা অসাধ্য পীড়া।

গৃধ্রস্যা লক্ষণম্‌ ।

স্ফিকপূর্ব্বা কটিপৃষ্ঠোরুজানুজঙ্ঘা পদং ক্রমাৎ ।
গৃধ্রসী স্তম্ভরুক্‌তোদৈ র্গৃহ্লাতি স্পন্দতে মুহুঃ ॥
বাতাদ্‌ বাতকফাভ্যাং সা বিজ্ঞেয়া দ্বিবিধা পুনঃ ।
বাতজায়াং ভবেৎ তোদো দেহস্যাতীব বক্রতা ॥
জানুজঙ্ঘোরু সন্ধীনাং স্ফুরণং স্তম্ভতা ভৃশম্‌ ।
বাতশ্লেষ্মোদ্ভবায়াস্তু গৌরবং বহ্নিমার্দ্দবম্‌ ।
তন্দ্রা মুখপ্রসেকশ্চ ভক্তদ্বেষস্তথৈব চ ॥

গৃধ্রসীনামক বাতব্যাধিতে প্রথমতঃ স্ফিক্‌ (কটি, প্রোথ, নিতম্ব) স্থানে বেদনা উপস্থিত হইয়া ক্রমশঃ কটি, পৃষ্ঠ, জানু, জঙ্ঘা ও পদ পর্য্যন্ত আক্রমণ করে। ঐ সকল স্থানে কখন স্তব্ধতা, কখন বাধা, কখন সূচীবেধবৎ যাতনা এবং স্পন্দন হইয়া থাকে। এই গৃধ্রসীবাত, বাতজ ও বাতশ্লেষ্মজ ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে বাতজ গৃধ্রসীতে সূচীবেধবৎ পীড়া, দেহের অতিশয় বক্রতা এবং জানু, উরু ও সন্ধি সকলের স্ফুরণ ও অতিশয় স্তব্ধতা থাকে। বাতশ্লেষ্মজ গৃধ্রসীতে জঙ্ঘাদিতে গুরুতা, অগ্নিমান্দ্য, তন্দ্রা, মুখদিয়া জলস্রাব ও আহারে বিদ্বেষ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

বিশ্বচ্যা লক্ষণম্‌ ।

তলং প্রত্যঙ্গুলীনাং যাঃ কণ্ডরা বাহুপৃষ্ঠতঃ ।
বাহ্বোঃ কর্ম্মক্ষয়করী বিশ্বচী সা নিগদ্যতে ॥

বিশ্বাচীত্যপি পাঠঃ। কণ্ডরা মহাস্নায়বঃ। তলং হস্তস্যোপরিভাগঃ। তলশব্দোঽত্র উপরিবাচকঃ। যথা, ভূতলমিতি। তেনায়মর্থঃ। যা বাহুপৃষ্ঠতঃ বাহ্বোঃ পৃষ্ঠমারভ্য তলং প্রতিহস্ততলং যাবল্লক্ষীকৃত্য অঙ্গুলীনাং যাঃ কণ্ডরাঃ তাঃ সন্দূষ্য বাহ্বোঃ প্রসারণাকুঞ্চনাদি কর্ম্মক্ষয়করী ভবতি সা ইহ বাতব্যাধিষু বিশ্বচীত্যুচ্যতে। বাহ্বোরিতি দ্বিত্বং সম্ভবপরম্‌। একস্মিন্নপি বাহৌ বিশ্বচী ভবতি।

বাহুর পশ্চাৎদিকে হস্তের উপরিভাগ ও অঙ্গুলী সমস্ত পর্য্যন্ত যে সকল কণ্ডরা আছে, তাহারা কুপিত বায়ু কর্ত্তৃক দূষিত হইলে বিশ্বচীনামক বাতরোগ উৎপন্ন হয়। এই ব্যাধি উৎপন্ন হইলে বাহুর প্রসারণ ও আকুঞ্চন প্রভৃতির শক্তি রহিত হয়। বিশ্বচী দোষের অবস্থান ও আক্রমণ ভেদে এক বা উভয় বাহুতেও হইতে পারে।

ক্রোষ্টুকশীর্ষস্য লক্ষণম্‌ ।

বাতশোণিতজঃ শোথো জানুমধ্যে মহারুজঃ ।
জ্ঞেয়ঃ ক্রোষ্টুকশীর্ষস্তু স্থূলঃ ক্রোষ্টুকশীর্ষবৎ ॥

কুপিত বায়ু ও দুষ্টরক্তযোগে জানুতে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত ও শৃগালের মস্তকের ন্যায় স্থূল শোথবিশেষ উৎপন্ন হয়। ইহাকে ক্রোষ্টুকশীর্ষ রোগ বলে। ক্রোষ্টুক শব্দে শৃগাল ও শীর্ষ শব্দে মস্তক বুঝায়।)

খঞ্জস্য পঙ্গোশ্চ লক্ষণম্‌ ।

বায়ুঃ কট্যাশ্রিতঃ সক্থ্নঃ কণ্ডরামাক্ষিপেদ্‌ যদা ।
খঞ্জস্তদা ভবেজ্জন্তুঃ পঙ্গুঃ সক্থ্নোর্দ্বয়োর্বধাৎ ॥

কটিদেশজ কুপিত বায়ু, সক্থির (কটি হইতে গুল্ফ পর্য্যন্ত ভাগে) কণ্ডরাকে আক্ষিপ্ত করিলে খঞ্জত্ব উপস্থিত হয়। উভয় সক্থিই এইরূপ আক্রান্ত হইলে পঙ্গুতা (সম্পূর্ণরূপে গতিশক্তিরাহিত্য) উপস্থিত হইয়া থাকে। (খঞ্জ ও পঙ্গু এই দুই শব্দে ভাব প্রধান নির্দ্দেশে রোগবাচকও হইতে পারে।

কলায়খঞ্জস্য লক্ষণম্।

প্রক্রামন্ বেপতে যস্তু খঞ্জন্নিব চ গচ্ছতি।
কলায়খঞ্জং তং বিদ্যান্মুক্তসন্ধিপ্রবর্দ্ধনম্॥

প্রক্রামন্ গমনমারভমাণঃ। কলায়খঞ্জ ইতি শাস্ত্রে রূঢ়া সংজ্ঞা ন তু যৌগিকী।

গমন আরম্ভ করিবার সময় যে ব্যক্তি কম্পিত হয় এবং তৎপরে খঞ্জের (খোঁড়ার) ন্যায় গমন করিতে থাকে, তাহাকে কলায়খঞ্জ বলে। এইরূপ ব্যাধিতে পদের সন্ধিবন্ধন সমস্ত শিথিল হইয়া যায়।

বাতকণ্টকস্য লক্ষণম্।

রুক্ পাদে বিষমে ন্যস্তে শ্রমাদ্বা জায়তে যদা।
বাতেন গুল্ফমাশ্রিত্য তমাহুর্বাতকণ্টকম্॥

উচ্চাবচ স্থানে পাদন্যাস অথবা শ্রমহেতু কুপিত বায়ু গুল্ফদেশ আশ্রয় করিয়া বেদনা উৎপাদন করে। ইহার নাম বাতকণ্টক।

পাদদাহস্য লক্ষণম্।

পাদয়োঃ কুরুতে দাহং পিত্তাসৃক্ সহিতোঽনিলঃ।
বিশেষতশ্চংক্রমণাৎ পাদদাহং তমাদিশেৎ॥

বিকৃত পিত্ত ও রক্তসংযুক্ত কুপিত বায়ু পাদদাহ রোগ উৎপাদন করে। অধিক ভ্রমণ হেতুই প্রায় এই পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পাদহর্ষস্য লক্ষণম্।

হৃষ্যেতে চরণৌ যস্য ভবেতাঞ্চাপি সুপ্তকৌ।
পাদহর্ষঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কফবাত প্রকোপজঃ॥

হৃষ্যেতে রোমাঞ্চিতৌ ভবতঃ। সুপ্তকৌ ঝিনি ঝিনি যুক্তৌ ইতি ভাবমিশ্রঃ।

চরণদ্বয়ের রোমাঞ্চ বা রোমাঞ্চবৎ অবস্থা এবং সুপ্ততা অর্থাৎ ঝিনিঝিনির উপস্থিতিকে পাদহর্ষ বলা যায়। বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রকোপ-বশতঃ পাদহর্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে।

বাহুশোষস্য লক্ষণম্।

অংসদেশে স্থিতো বায়ুঃ শোষয়েদংসবন্ধনম্।
অংসবন্ধন শোষাৎ স্যাদ্ বাহুশোষঃ সবেদনঃ॥

স্কন্ধদেশস্থিত কুপিত বায়ু, স্কন্ধবন্ধনকে শুষ্ক করিয়া বাহুশোষ রোগ উৎপাদন করে। ইহাতে বাহুতে বেদনা হইয়া থাকে।

শিরাঃ সঙ্কোচ্য বাহুস্থাঃ স কুর্য্যাদববাহুকম্॥

স্কন্ধদেশস্থ বায়ু, বাহুস্থ শিরা সকলকে সঙ্কুচিত করিয়া অববাহুক রোগ উৎপাদন করে।

মূক-মিন্মিণ-গদ্‌গদানাং লক্ষণম্।

আবৃত্য বায়ুঃ সকফো ধমনীঃ শব্দবাহিনীঃ।
নরান্ করোত্যক্রিয়কান্ মূকমিন্মিণগদ্‌গদান্॥

অক্রিয়কান্ বচনক্রিয়াব্যতিক্রমযুক্তান্।

কফসংযুক্ত বায়ু, শব্দবহা ধমনী সকলকে আবৃত করিয়া মনুষ্যদিগকে মূক (সম্পূর্ণ বচন শক্তিরহিত, বোবা,) মিন্মিণ (সানুনাসিক

ভাষী, খোনা) ও গদ্গদ (লুপ্তপদ ব্যঞ্জন ভাষী, তোত্‌লা) রূপ বচনব্যতিক্রম যুক্ত করে।

তূণ্যা লক্ষণম্ ।

অধো যা বেদনা যাতি বর্চ্চোমূত্রাশয়োত্থিতা।
ভিন্দতীব গুদোপস্থং সা তূণী নামতো মতা॥

মলাশয় ও মূত্রাশয় হইতে যে বেদনা বিশেষ উত্থিত হইয়া অধোগামী হয়, এবং গুহ্যদেশ ও উপস্থকে (মেঢ় বা যোনিকে) বিদীর্ণবৎ করে, তাহাকে তূণীরোগ বলা যায়।

প্রতিতূণ্যা লক্ষণম্ ।

গুদোপস্থোত্থিতা যা তু প্রতিলোমং প্রধাবিতা।
বেগৈঃ পক্কাশয়ং যাতি প্রতিতূণীতি সোচ্যতে॥

মলদ্বার ও উপস্থ (লিঙ্গ বা যোনি) ইহাতে উত্থিত যে বেদনাবিশেষ, প্রবলবেগে পক্কাশয়গামী হয়, তাহার নাম প্রতিতূণী।

আধ্মানস্য লক্ষণম্ ।

সাটোপ মত্যুগ্ররুজ মাধ্মাত মুদরং ভৃশম্।
আধ্মানমিতি জানীয়াদ্ ঘোরং বাতনিরোধজম্॥

আটোপ অর্থাৎ গুড়্ গুড়্ এইরূপ শব্দ-যুক্ত, অতিশয় যাতনাবিশিষ্ট ও বায়ুদ্বারা অতি স্ফীত উদরকে আধ্মান রোগ বলে। এই কষ্ট-দায়ক আধ্মান অর্থাৎ উদরস্ফীতিরোগ, অধো-বায়ুর নিরোধ বশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প্রত্যাধ্মানস্য লক্ষণম্ ।

বিমুক্তপার্শ্ব হৃদয়ং তদেবামাশয়োত্থিতম্।
প্রত্যাধ্মানং বিজানীয়াৎ কফব্যাকুলিতানিলম্॥

বিমুক্তপার্শ্বহৃদয়ং পার্শ্বহৃদয়ে বিহায় জাতং তদেবাধ্মানং কফব্যাকুলিতানিলং কফেন বিরুদ্ধ বাতম্।

ঐ আধ্মান অর্থাৎ উদরস্ফীতি, যদি আমাশয় (পাকস্থলী) হইতে উৎপন্ন হয় অথবা পার্শ্ব ও হৃদয়কে আক্রমণ না করে, তাহা হইলে উহাকে প্রত্যাধ্মান বলা যায়। ইহাতে বায়ু কফদ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া থাকে।

বাতাষ্ঠীলায়া লক্ষণম্ ।

নাভেরধস্তাৎ সঞ্জাতঃ সঞ্চারী যদি বাচলঃ।
অষ্ঠীলাবদ্ ঘনো গ্রন্থিরূর্দ্ধমায়ত উন্নতঃ॥
বাতাষ্ঠীলাং বিজানীয়াদ্ বহির্মার্গাবরোধিনীম্॥

নাভির অধোভাগে সঞ্জাত, চলিষ্ণু অথবা অচল, উপরি দিকে দীর্ঘ ও উন্নত অষ্ঠীলার ন্যায় দৃঢ় গ্রন্থিবিশেষকে বাতাষ্ঠীলা রোগ বলে। ইহাতে মল, মূত্র ও অধোবায়ুর নিরোধ হইয়া থাকে। (অষ্ঠীলা শব্দে বর্ত্তুলাকার পাষাণ খণ্ড অথবা গোলাকার ও দীর্ঘ অনতিস্থূল লৌহদণ্ডাংশ বুঝায়)।

প্রত্যষ্ঠীলায়া লক্ষণম্ ।

এতামেব রুজোপেতাং বাতবিণ্মূত্র রোধিনীম্।
প্রত্যষ্ঠীলামিতি বদেজ্জঠরে তির্য্যগুত্থিতাম্॥

এই অষ্ঠীলাই যদি অতিশয় বেদনাপ্রদ এবং বায়ু, মল ও মূত্রের নিরোধক হইয়া উদরে তির্য্যগ্‌ভাবে উত্থিত হয়, তাহা হইলে ইহাকে প্রত্যষ্ঠীলা বলা যায়।

বস্তিবাতস্য লক্ষণম্ ।

মারুতেঽবিগুণে বস্তৌ মূত্রং সম্যক্ প্রবর্ত্ততে।
বিকারা বিবিধাশ্চাত্র প্রতিলোমে ভবন্তি চ॥

বস্তিদেশে বায়ু অনুলোম থাকিলে সম্যক্‌প্রকারে ও অবিকৃতভাবে মূত্র নিঃসৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ স্থানে বায়ু প্রতিলোম ভাবে অবস্থিত থাকিলে মূত্রকৃচ্ছ্রাদি বিবিধ বিকার উপস্থিত হয়।

বেপথোর্লক্ষণম্।

সর্ব্বাঙ্গকম্পঃ শিরসো বায়ুর্বেপথু সংজ্ঞকঃ।
শিরসঃ শিরঃকম্প ইত্যর্থঃ। বায়ুর্বায়ুরোগঃ।

হস্তাদি অঙ্গ সকলের বিশেষতঃ মস্তকের কম্পনকে বেপথু নামক বায়ুরোগ বলে। বেপথুশব্দের অর্থ কম্প।

খল্ল্যা লক্ষণম্।

খল্লী তু পাদজঙ্ঘোরু করমূলাবমোটনী॥

পাদ, জঙ্ঘা (জানু হইতে গুল্ফ পর্য্যন্ত ভাগ) ও করমূলের অবমোটনকে (মুচ্‌ড়িয়া যাওয়াকে) খল্লী রোগ বলে। ইহার বাঙ্গালা নাম খালিধরা।

স্থাননামানুরূপৈশ্চ লিঙ্গৈঃ শেষান্ বিনির্দ্দিশেৎ॥

অনুক্ত বাতব্যাধি সমস্ত, স্থানানুরূপ ও নামানুরূপ লক্ষণ দ্বারা নির্দ্দেশ্য। যথা কুক্ষি-শূল ও নখভেদ ইত্যাদি। কুক্ষিশূল বলিলে কুক্ষিদেশে কীল নিখননবৎ পীড়া বিশেষ এবং নখভেদ বলিলে নখে বিদারণবৎ পীড়াবিশেষ বুঝিতে হইবে। কুক্ষি ও নখাদি স্থান এবং শূল ও ভেদাদি নাম বুঝিতে হইবে।

সর্ব্বেষ্বেতেষু সংসর্গং পিত্তাদ্যৈরুপসংক্ষয়েৎ॥

উল্লিখিত বাতব্যাধি সমস্তে পিত্তাদিরও সংযোগ হইয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ চিহ্ন দ্বারা তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে।

হনুস্তম্ভার্দ্দিতাক্ষেপ পক্ষাঘাতাপতানকাঃ।
কালেন মহতাঢ্যানাং যত্নাৎ সিধ্যন্তি বা ন বা॥

হনুস্তম্ভ, অর্দ্দিত, আক্ষেপ, পক্ষাঘাত ও অপতানক, এই সকল রোগ যদি ধনবান্ লোকের হয় এবং অতি যত্নের সহিত দীর্ঘকাল চিকিৎসা করা হয়, তাহা হইলেও পীড়ার শান্তি হয় কি না বলা যায় না।

নবান্ বলবতস্ত্বেতান্ সাধয়েন্নিরুপদ্রবান্॥

বলবান্ ব্যক্তির অচিরোৎপন্ন ঐ সকল রোগ সাধ্য হইয়া থাকে।

বিসর্প দাহরুক্ সঙ্গমূর্চ্ছারুচ্যগ্নিমার্দ্দবৈঃ।
ক্ষীণমাংসবলং বাতা ঘ্নন্তি পক্ষবধাদয়ঃ॥

বিসর্প, দাহ, বেদনা, মলাদির অপ্রবৃত্তি, মূর্চ্ছা, অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য এই সকল উপদ্রব উপস্থিত থাকিলে এবং রোগীর বল ও মাংস পরিক্ষীণ হইলে পক্ষাঘাতনামক বাতব্যাধি প্রাণনাশক হইয়া থাকে।

শূনং সুপ্তত্বচং ভগ্নং কম্পাধ্মান নিপীড়িতম্।
অর্ত্তিমন্তং নরঞ্চাশু বাতব্যাধির্বিনাশয়েৎ॥

শোথ, ত্বকের স্পর্শশক্তির লোপ, অঙ্গভঙ্গ, কম্প, আধ্মান ও অতি গুরুতর যাতনা থাকিলে বাতব্যাধি শীঘ্র মারাত্মক হয়।

অব্যাহত গতির্যস্য স্থানস্থঃ প্রকৃতিস্থিতঃ।
বায়ুঃ স্যাৎ সোঽধিকং জীবেদ্ বীতরোগঃ সমাঃ শতম্॥

যাহার দেহে বায়ু অব্যাহতগতি, স্বস্থান-সেবী ও প্রকৃতিস্থ হইয়া অবস্থিতি করে, সে ব্যক্তি শতবর্ষজীবী হইয়া থাকে।

বাতব্যাধীনাং চিকিৎসা।

স্বাদ্বম্ললবণৈঃ স্নিগ্ধৈরাহারৈর্বাত রোগিণঃ।
অভ্যঙ্গ স্নেহ বস্ত্যাদ্যৈঃ সর্ব্বানেবোপপাদয়েৎ॥

বায়ু রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে স্বাদু, অম্ল ও লবণরস সংযুক্ত স্নিগ্ধ আহার, তৈলাদি মর্দ্দন ও স্নেহবস্তি প্রভৃতি ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

বিশেষতস্তু কোষ্ঠস্থে বাতে ক্ষীরং পিবেন্নরঃ ।
আমাশয়স্থে শুদ্ধঃ স্যাদ্ যথারোগহরী ক্রিয়া ॥
আমাশয়গতে বাতে ছর্দ্দিতায় যথাক্রমম্ ।
রূক্ষঃ স্বেদো লঙ্ঘনঞ্চ কর্ত্তব্যং বহ্নিদীপনম্ ॥

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুতে দুগ্ধ পান, বিশেষ উপকারক। আমাশয়গত বায়ুতে বমন বিরেচনাদি করিয়া যথোপযুক্ত ক্রিয়া করিবে এবং বমনক্রিয়ার পর রূক্ষ স্বেদ, লঙ্ঘন ও অগ্নিসন্দীপক ঔষধাদি প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

পক্কাশয় গতে বাতে হিতং স্নেহ বিরেচনম্ ॥

পক্কাশয়াশ্রিত বায়ুতে এরণ্ডতৈলাদি দ্বারা বিরেচন ব্যবস্থেয়।

কার্য্যো বস্তিগতে বাপি বিধির্বস্তিবিশোধনঃ ।
ত্বঙ্মাংসাসৃক্ শিরাপ্রাপ্তে কুর্য্যাচ্চাসৃগ্ বিমোক্ষণম্ ॥

বস্তিগত বায়ুতে বস্তিবিশুদ্ধি এবং ত্বক্ (রস), মাংস ও রক্তাশ্রিত বায়ুতে রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থেয়।

স্বেদাভ্যঙ্গাবগাহাংশ্চ হৃদ্যং চান্নং ত্বগাশ্রিতে ।

ত্বগ্‌গত বায়ুতে স্বেদ, অভ্যঙ্গ (তৈলাদি মর্দ্দন) ও তৈলদ্রোণী প্রভৃতিতে অবগাহন এবং সুমিষ্ট অন্ন ভোজন উপকারক।

স্নেহোপনাহাগ্নিকর্ম্ম বন্ধনোন্মর্দ্দনানি চ ।
স্নায়ুসন্ধ্যস্থি সংপ্রাপ্তে কুর্য্যাদ্ বাতে বিচক্ষণঃ ॥

স্নায়ু, সন্ধিস্থল ও অস্থিতে বাতাশ্রয় করিলে স্নেহন, প্রলেপ প্রদান, অগ্নিক্রিয়া, বন্ধন ও মর্দ্দনাদি ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

শীতাঃ প্রদেহা রক্তস্থে বিরেকো রক্তমোক্ষণম্ ।
বিরেকো মাংসমেদঃস্থে নিরূহাঃ শমনানি চ ।
বাহ্যাভ্যন্তরতঃ স্নেহৈরস্থিমজ্জগতং জয়েৎ ॥

রক্তগত বায়ুতে বিরেচন ও রক্ত মোক্ষণ, মাংসাশ্রিত ও মেদোগত বায়ুতে বিরেচন, নিরূহণ (কাথাদি রুক্ষদ্রব্য দ্বারা পিচকারী দেওয়া) ও প্রশমন ঔষধ এবং অস্থিগত ও মজ্জাশ্রিত বায়ুতে স্নেহদ্রব্যের বাহ্য ও আভ্যন্তর প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

স্বাদ্বন্নপানং শুক্রস্থে বলশুক্রকরং হিতম্ ।
বিবদ্ধমার্গং শুক্রন্তু দৃষ্ট্বা দদ্যাদ্ বিরেচনম্ ॥

শুক্রগত কুপিত বায়ুতে বলকর ও শুক্রজনক হৃদ্য অন্নপান হিতকর। শুক্রের মার্গরোধ হইলে বিরেচন ক্রিয়া ব্যবস্থেয়।

গর্ভে শুষ্কে তু বাতেন বালানাঞ্চাপি শুষ্যতাম্ ।
সিতামধুক কাশ্মর্য্যৈ র্হিত মুত্থাপনে পয়ঃ ॥

কুপিত বায়ু দ্বারা গর্ভ বা বালকগণ শুষ্ক হইতে থাকিলে চিনি, যষ্টিমধু ও গাম্ভারী ফল দুগ্ধে পাক করিয়া সেবন ব্যবস্থেয়।

শিরোগতেঽনিলে বাতশিরোরোগহরী ক্রিয়া ।

কুপিত বায়ু মস্তককে আশ্রয় করিলে বাতিক শিরোরোগের ন্যায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

ব্যাদিতাস্যে হনুং স্বিন্নামঙ্গুষ্ঠাভ্যাং প্রপীড্য চ ।
প্রদেশিনীভ্যাঞ্চোন্নম্য চিবুকোন্নমনং হিতম্ ।

ব্যাদিতাস্য রোগে (মুখ বিবৃত হইয়া থাকা অর্থাৎ মুখ বুজিতে না পারা, ইহাকে হনুগ্রহ বলে), হনুদেশে স্বেদ প্রদান করিয়া দুই হস্তের দুই বৃদ্ধা অঙ্গুলি দ্বারা উক্ত স্থান (হনুদ্বয়) চাপিয়া এবং দুই তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা চিবুক (দাড়ি) উন্নত করিয়া মুখ প্রকৃতিস্থ করিবে।

বলায়া পঞ্চমূল্যা বা ক্ষীরং বাতার্দ্দিতে পিবেৎ ।
ছাগযূষং সসর্পিষ্কং কাথঞ্চ দশমূলজম্ ॥
অর্দ্দিতে পিত্তজে শীতান্ স্নেহাংশ্চৈব বিনির্দ্দিশেৎ ।
ঘৃতবস্তিং প্রসেকঞ্চ ক্ষীরবস্তিং তথৈব চ ॥

জিহ্মীভূতাননো মূকো দাহবান্ যোঽর্দ্দিতী ভবেৎ।
কুর্য্যাৎ প্রতিক্রিয়াং তস্য বাতপিত্তবিনাশিনীম্॥
কফঘ্নীং কফজে কুর্য্যাৎ ক্রিয়াং নিরবশেষতঃ।
বমনং শোথসংযুক্তে কুর্য্যাদ্ বীক্ষ্য বলং ভিষক্॥

বাতজ অর্দ্দিতে বেড়েলা বা বৃহৎ পঞ্চমূল ক্ষীরপাকবিধি অনুসারে পাক করিয়া সেবন করিলে উপকার দর্শে। ইহাতে ঘৃতসংযুক্ত ছাগমাংসের যূষ ও দশমূলের ক্বাথ উপকারী। পিত্তজ অর্দ্দিতে শীতল স্নেহপান, ঘৃতবস্তি ও দুগ্ধবস্তি হিতপ্রদ। অর্দ্দিত রোগে মুখ বক্রীভূত, বাক্‌শক্তিরাহিত্য ও দাহ এই সমুদায় লক্ষণ উপস্থিত থাকিলে বাতপিত্তনাশক ক্রিয়া কর্ত্তব্য। কফজ অর্দ্দিতে কফঘ্ন ক্রিয়া কর্ত্তব্য। অতিশয় শোথ থাকিলে রোগীর বল বিবেচনা করিয়া বিরেচন করান যাইতে পারে।

ছাগলাদ্যং ঘৃতং তৈলং মহামাষাখ্যকং তথা।
অর্দ্দিতং ক্ষপয়েদাশু বিরেকশ্চাত্র শস্যতে॥

ছাগলাদ্যঘৃত সেবন ও মহামাষতৈল মর্দ্দনে শীঘ্র অর্দ্দিত রোগের শান্তি হয়। এই ব্যাধিতে বিরেচনক্রিয়াও হিতকর।

আয়াময়োরর্দ্দিতবদ্ বাহ্যাভ্যন্তরয়োঃ ক্রিয়া।
তৈলদ্রোণ্যাঞ্চ শয়নমান্তরোঽত্র সুদুস্তরঃ॥

বহিরায়াম ও অন্তরায়ামের চিকিৎসা অর্দ্দিতের ন্যায় করিবে। রোগিকে তৈলদ্রোণিতে বসাইবে। এই উভয়বিধ আয়ামের মধ্যে বাহ্যায়াম অতি কষ্টসাধ্য।

বলামাষাত্মগুপ্তাশ্চ রোহিষাণাং তথা তৃণম্।
এরণ্ডমূলনির্য্যাসাং ক্বাথো হন্ত্যর্দ্দিতং গদম্।
পক্ষাঘাতং বিশ্বচীঞ্চ পানে নস্যে চ যোজিতঃ॥

বেড়েলা, মাষকলাই, আলকুশীমূল, গন্ধতৃণ (অভাবে বেণা) ও এরণ্ডমূল ইহাদের ক্বাথ পান বা নস্যরূপে ব্যবহার করিলে অর্দ্দিত, পক্ষাঘাত ও বিশ্বচী রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

রসোনকল্কং নবনীতমিশ্রং
খাদেন্নরো যোঽর্দ্দিতরোগযুক্তঃ।
তস্যার্দ্দিতং নাশমুপৈতি শীঘ্রং
বৃন্দং ঘনানামিব মাতরিশ্বা॥

অর্দ্দিত রোগে রসুন বাটিয়া নবনীতের সহিত ভক্ষণ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

পঞ্চমূলীকৃতঃ ক্বাথো দশমূলীকৃতোঽথবা।
রুক্ষঃ স্বেদস্তথা নস্যং মন্যাস্তম্ভে প্রশস্যতে॥

মন্যাস্তম্ভে বৃহৎপঞ্চমূল বা দশমূলের ক্বাথ, রুক্ষ স্বেদ ও নস্য ব্যবহেয়।

অর্দ্দিতে কফজে শস্তং তৈলঞ্চ দশমূলজম্।
মহালক্ষ্মীবিলাসাদি তথা চার্দ্রকলেপনম্।
ঊর্ণাতন্তুময়ৈর্বস্ত্রৈঃ পীড়াস্থানস্য বন্ধনম্॥

কফজ অর্দ্দিতে মহাদশমূলতৈল, আর্দ্রকলেপন, মহালক্ষ্মীবিলাসাদি ঔষধ ব্যবস্থা এবং ঊর্ণাবস্ত্র দ্বারা পীড়া স্থান বান্ধিয়া রাখিলে বিশেষ উপকার হয়।

কুক্কুটাণ্ডদ্রবৈকৈর্ঘৈঃ সৈন্ধবাজ্য সমন্বিতৈঃ।
গ্রীবাং সংমর্দ্দয়েৎ তেন মন্যাস্তম্ভঃ প্রশাম্যতি॥

কুকুড়ার ডিমের দ্রবাংশ, সৈন্ধব লবণ ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত এবং উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা মর্দ্দন করিলে মন্যাস্তম্ভের শান্তি হয়।

বাতাদ্ বাগ্বহনাড়ীদুষ্টৌ স্নেহগণ্ডূষ ধারণম্॥

বাতদোষবশতঃ বাক্যবহা নাড়ী বিকৃত হইলে ঘৃততৈলাদি স্নেহ পদার্থের গণ্ডূষ ধারণ কর্ত্তব্য।

বাতঘ্নৈর্দশমূল্যা চ নবং কুব্জমুপাচরেৎ।
স্নেহৈর্মাংসরসৈর্বাপি প্রবৃদ্ধং তং বিবর্জ্জয়েৎ॥

কুব্জরোগে দশমূল ও অন্যান্য বাতঘ্ন ঔষধ, স্নেহ দ্রব্য ও মাংসের যূষ হিতকর।

এই রোগ অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে।

আধ্মানে লঙ্ঘনং পাণিতাপশ্চ ফলবর্ত্তয়ঃ।
দীপনং পাচনঞ্চৈব বস্তিশ্চাপ্যত্র শোধনঃ॥

উদরাধ্মানে লঙ্ঘন, হস্ত উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা উদরে তাপদান, ফলবর্ত্তি, অগ্নিদীপক ও পাচক ঔষধ এবং বিরেচক বস্তি ব্যবস্থেয়।

কর্ষমাত্রা ভবেৎ কৃষ্ণা ত্রিবৃতা স্যাৎ পলোন্মিতা।
খণ্ডাদপি পলং গ্রাহ্যং চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ।
মধুনা শাণকমিতং লিহ্যাদাধ্মান নাশনম্॥

পিঁপুল ২ তোলা, তেউড়ীমূল ৮ তোলা ও চিনি ৮ তোলা প্রত্যেক চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে মধুর সহিত অবলেহ করিলে আধ্মানের শান্তি হয়।

দারু হৈমবতী কুষ্ঠ শতাহ্বা হিঙ্গু সৈন্ধবৈঃ।
লিম্পেত্তুষ্কৈরম্লপিষ্টৈঃ শূলাধ্মান যুতোদরম্॥

দেবদারু, বচ, কুড়, শুলফা, হিঙ্গু ও সৈন্ধব লবণ এই সকল দ্রব্য কাঁজির সহিত বাঁটিয়া উষ্ণ করিয়া উদরে লেপন করিলে শূল ও আধ্মানের শান্তি হয়।

প্রত্যাধ্মানে সমুৎপন্নে কুর্য্যাদ্ বমন লঙ্ঘনে।
দীপনাদীনি যুঞ্জীত পূর্ব্ববদ্ বস্তিকর্ম্ম চ॥

প্রত্যাধ্মান রোগে বমন, লঙ্ঘন, অগ্নিদীপক ও পাচক ঔষধ এবং বস্তিক্রিয়া ব্যবস্থেয়।

প্রত্যষ্ঠীলাষ্ঠীলকয়োরন্তর্বিদ্রধি গুল্মবৎ।
ক্রিয়া কার্য্যা চ হিঙ্গ্বাদি চূর্ণং কোষ্ণাম্বুনা হিতম্॥

প্রত্যষ্ঠীলা ও অষ্ঠীলা রোগে অন্তর্বিদ্রধি ও গুল্মের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। উক্ত রোগদ্বয়ে পশ্চাল্লিখিত হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ ঈষদুষ্ণ জলের সহিত পেয়।

হিঙ্গ্বাদি চূর্ণম্।

হিঙ্গুগ্রন্থিক ধান্যজীরক বচা চব্যাগ্নিপাঠা শটী
বৃক্ষাম্লং লবণত্রয়ং ত্রিকটুকং ক্ষারদ্বয়ং দাড়িমম্।
পথ্যা পৌষ্কর বেতসাম্ল হবুষা যোজ্যং তদেভিঃ কৃতং
চূর্ণং ভাবিত মেতদার্দ্রকরসৈঃ স্যাদ্ বীজপুরদ্রবৈঃ॥

হিঙ্গু, পিঁপুলমূল, ধন্যা, জীরা, বচ, চৈ, চিতামূল, আকনাদি, শটী, মহাদা, সৈন্ধব, সচল, বিটলবণ, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, দাড়িমবীজ, হরীতকী, কুড়, অম্লবেতস ও হবুষ ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া আদার ও টাবালেবুর রসে ভাবনা দিয়া লইলেই হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ প্রস্তুত হইল।

তৈলমেরণ্ডজং বাপি ত্রিফলাক্কাথ সংযুতম্।
মাসমেকং পিবেৎ প্রাতর্গৃধ্রস্যূরুগ্রহাপহম্।

এক মাস ব্যাপিয়া প্রত্যহ প্রাতে ত্রিফলার ক্কাথের সহিত এরণ্ড তৈল পান করিলে গৃধ্রসী ও উরুগ্রহের শান্তি হয়।

শেফালিকাদলক্কাথো মৃদ্বগ্নি পরিসাধিতঃ।
দুর্ব্বারং গৃধ্রসীরোগং পীতমাত্রঃ সমুদ্ধরেৎ॥

মৃদু অগ্নিতে, শেফালিকাপত্রের ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে গৃধ্রসীরোগের নিবৃত্তি হয়।

পিষ্ট্বৈরণ্ডফলং ক্ষীরে পক্কা বিশ্বৌষধান্বিতম্।
পায়সো ভক্ষিতো নিত্যং গৃধ্রসী কটিশূলনুৎ॥

এরণ্ডফল পেষণ পূর্ব্বক শুঁঠের সহিত দুগ্ধে পাক করিয়া পায়স প্রস্তুত করিবে। ইহা নিত্য সেবন করিলে গৃধ্রসী ও কটীশূল নিবারিত হয়।

এরণ্ডমূলং বিল্বঞ্চ বৃহতী কণ্টকারিকা।
কষায়ো রুচকোপেতঃ পীতো বঙ্ক্ষণবস্তিগম্।
গৃধ্রসীজং হরেচ্ছূলং চিরকালানুবন্ধি চ॥

এরণ্ডমূল, বেলছাল, বৃহতী ও কণ্টকারী ইহাদের ক্বাথ সচল লবণের সহিত পান করিলে গৃধ্রসী জন্য বঙ্ক্ষণ ও বস্তিদেশের বেদনা নিবারণ হয়।

বৃহন্নিম্বতরোঃ সারো বারিণা পরিপেষিতঃ।
পীতঃ প্রণাশয়েৎ ক্ষিপ্রমসাধ্যামপি গৃধ্রসীম্॥

বৃহৎনিম্ববৃক্ষের সার জলে বাঁটিয়া অথবা তাহার ক্বাথ করিয়া সেবন করিলে গৃধ্রসী-রোগ নষ্ট হয়।

রক্তাবসেচনং কার্য্যমভীক্ষ্ণং বাতকণ্টকে।
পিবেদেরণ্ডতৈলং বা দহেৎ সূচীভিরেব বা॥

বাতকণ্টক রোগে পাদ হইতে পুনঃ পুনঃ রক্তমোক্ষণ, এরণ্ড তৈল সেবন ও উত্তপ্ত সূচী দ্বারা দাহ কর্ত্তব্য।

বাতরক্তক্রমং কুর্য্যাৎ পাদদাহে বিশেষতঃ॥

পাদদাহ রোগে বাতরক্তের ন্যায় ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

মসূরবিদলৈঃ পিষ্টৈঃ শৃতশীতেন বারিণা।
চরণৌ লেপয়েৎ সম্যক্ পাদদাহপ্রশান্তয়ে॥

মুসুরির ডাল শৃত শীতল জলের সহিত পেষণ করিয়া পাদদেশে লেপন করিলে পাদদাহের শান্তি হয়।

নবনীতেন সংলিপ্তৌ বহ্নিনা পরিতাপিতৌ।
মুচোতে চরণৌ ক্ষিপ্রং পরিতাপাৎ সুদারুণাৎ॥

এই রোগে পদে নবনীত মাখাইয়া অগ্নির উত্তাপ প্রদান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

পাদহর্ষে তু কর্ত্তব্যঃ কফবাতহরো বিধিঃ॥

পাদহর্ষ রোগে বাতশ্লেষ্মনাশক ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

দশমূলীবলা মাষক্বাথং তৈলাজ্য মিশ্রিতম্।
সায়ং ভুক্ত্বা পিবেন্নস্তং বিশ্বচ্যামববাহুকে॥

বিশ্বচী ও অববাহুক রোগে দশমূল, বেড়েলা ও মাষকলাইয়ের ক্বাথ তিলতৈল ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া সায়ংকালীন ভোজনের পর নস্যরূপে গ্রহণ করিলে উপকার দর্শে।

মাষাদিতৈলম্।

মাষ সিন্ধু বলা রাস্না দশমূলক হিঙ্গুভিঃ।
বচা শিবজটাখ্যাভিঃ সিদ্ধং তৈলং সনাগরম্।
ঊর্দ্ধং ভক্তাশনান্নস্যাদ্ বাহুশোষাববাহুকৌ।
বিশ্বচীমুদ্ধতাঞ্চাপি পক্ষাঘাতং তথাদ্দিতম॥

মাষকলাই, সৈন্ধবলবণ, বেড়েলা, রাস্না, দশমূল, হিঙ্গু, বচ, রুদ্রজটালতা (অভাবে সিদ্ধির জটা, গাঁজা) ও শুঁঠ এই সকল কল্ক দ্রব্যের সহিত যথাবিধি তিলতৈল পাক করিবে। আহারান্তে তাহার নস্য গ্রহণ বা বেদনাস্থানে মর্দ্দন করিলে বিশ্বচী ও অববাহুক রোগের শান্তি হয়।

খল্ল্যাং স্নিগ্ধাম্ললবণৈঃ স্বেদোম্মর্দ্দোপনাহনম্॥

খল্লী (খালিধরা) রোগে স্নিগ্ধ, অম্ল দ্রব্য ও লবণ দ্বারা স্বেদপ্রদান, মর্দ্দন ও প্রলেপ ব্যবস্থেয়।

কুষ্ঠসৈন্ধবয়োঃ কল্কঃ শুক্তৈল সমন্বিতঃ।
সুখোষ্ণো মর্দ্দনে যোজ্যঃ খল্লীশূলনিবারণঃ॥

কুড় ও সৈন্ধব লবণ, চুক্র অভাবে কাঁজি ও তিলতৈলের সহিত বাটিয়া ঈষৎ উষ্ণ করিয়া মর্দ্দন করিলে খালিধরা নিবারণ হয়।

কোলং কুলত্থং সুরদারু রাস্নে
মাষাতসীতৈল ফলানি কুষ্ঠম
বচা শতাহ্বা যবচূর্ণ মম্ল-
মুষ্ণানি বাতাময়িনাং প্রদেহঃ॥

কুল আঁটির শস্য, কুলত্থকলায়, দেবদারু, রাস্না, মাষকলাই, ত্রিফলা, কুড়, বচ, শুল্ফা

ও যব ইহাদের চূর্ণ মসিনার তৈলের সহিত মর্দ্দিত ও অল্প উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে থালিধরা ও অন্যান্য বাতরোগের শান্তি হয়।

দশমূলীকষায়েণ মাতুলুঙ্গরসেন চ।
শৃতেন তৈলেনাভ্যঙ্গঃ শিরোবস্তিশ্চ তদ্গহে॥
তদ্গ্রহে শিরোগ্রহে।

শিরোগ্রহ রোগে দশমূলের ক্বাথ ও টাবালেবুর রসের সহিত যথাবিধি তিলতৈল পাক করিয়া তদ্দ্বারা মর্দ্দন কর্ত্তব্য। ইহাতে শিরোবস্তিও বিশেষ উপকারী। প্রণালী বিশেষ দ্বারা মস্তকে তৈল সিক্ত করাকে শিরোবস্তি বলে। ইহার প্রক্রিয়া আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞানের প্রথমখণ্ডে দ্রষ্টব্য।

তূণ্যাঞ্চ প্রতিতূণ্যাঞ্চ প্রশস্তাঃ স্নেহবস্তয়ঃ।
পিবেদ্ বা স্নেহলবণং পিপ্পল্যাদিমথাম্বুনা॥

তূণী ও প্রতিতূণী রোগে স্নেহবস্তি এবং ঘৃতাদি সংযুক্ত লবণ ও জলপিষ্ট পিপ্পল্যাদি গণোক্ত দ্রব্য সেবন উপকারী।

বলা দূর্ব্বাজটশ্চূর্ণং সহিতং কর্ষসম্মিতম্।
পিবেৎ কুড়বদুগ্ধেন মুহুর্মূত্রণ শান্তয়ে॥

বেঁড়েলা ও মূর্ব্বামূলচূর্ণ মিলিত ২ তোলা, অর্দ্ধ সের দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে মুহুর্মূত্রণ অর্থাৎ বারংবার মূত্র-ত্যাগ রোগ নিবারিত হয়।

পথ্যা বিভীত ধাত্রীণাং চূর্ণং চূর্ণং মৃতায়সঃ।
মধুনা সহ সংলীঢ়ং মুহুর্মূত্রণ শান্তিকৃৎ॥

হরীতকী, বহেড়া ও আমলাচূর্ণ মিশ্রিত অর্দ্ধ তোলা, লৌহ ৬ রতি এই সমুদায় মধুর সহিত মাড়িয়া অবলেহ করিলে মুহুর্মুহুঃ মূত্র প্রবৃত্তির নিবারণ হয়।

যবক্ষারস্য চূর্ণন্তু সংযোজ্য সিতয়া সহ।
ভক্ষয়েন্নিয়তং তেন প্রশাম্যেন্মূত্রনিগ্রহঃ॥

যবক্ষার চূর্ণ ১ আনা ও চিনি অর্দ্ধ আনা একত্র জলের সহিত পান করিলে মূত্র রোধের নিবৃত্তি হয়।

আমলক্যাস্তু কল্কেন বস্তিভাগং প্রলেপয়েৎ।
তেন প্রশাম্যতি ক্ষিপ্রং দারুণো মূত্রনিগ্রহঃ॥

আমলা বাঁটিয়া বস্তিদেশে প্রলেপ দিলে মূত্রনিগ্রহের শান্তি হয়।

মেহনস্যাথ যোনের্বা মুখস্যাভ্যন্তরে শনৈঃ।
ঘনসারযুতাং বর্ত্তিং ধারয়েন্মূত্র নিগ্রহে॥

মূত্রনিগ্রহরোগে লিঙ্গ ও যোনিরন্ধ্রের অভ্যন্তরে কর্পূর সংযুক্ত বর্ত্তি প্রবেশ করাইয়া রাখিলে মূত্র নিঃসরণ হইতে পারে।

গুগ্গুলুং ক্রোষ্টুশীর্ষে তু গুড়ূচী ত্রিফলাম্ভসা।
ক্ষীরেণৈরণ্ড তৈলং বা পিবেদ্ বা বৃদ্ধদারকম্॥

ক্রোষ্টুশীর্ষ রোগে গুলঞ্চ, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ইহাদের ক্বাথে অর্দ্ধ তোলা গুগ্গুলু নিক্ষিপ্ত করিয়া সেবনীয়। অর্দ্ধ পোয়া দুগ্ধের সহিত ১ ছটাক এরণ্ডতৈল অথবা অর্দ্ধ তোলা বিদ্ধড়কবীজচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবনেও উপকার লাভ হইয়া থাকে।

রসৈস্তিত্তিরিমাংসস্য পীতৈর্গুগ্গুলু সংযুতৈঃ।
বাতরক্তক্রিয়াভিশ্চ জয়েজ্জম্বুকমস্তকম্॥

গুগ্গুলু সংযুক্ত তিত্তিরপক্ষীর মাংসের যূষ পান এবং বাতরক্তোক্ত ক্রিয়া সমস্ত দ্বারা ক্রোষ্টুশীর্ষ রোগের শান্তি হয়।

মাষাত্মগুপ্তা বাতারি বাট্যালক জটাশৃতম্।
হিঙ্গুসৈন্ধব সংযুক্তং পক্ষাঘাতং বিনাশয়েৎ॥

মাষকলাই, আলকুশী মূল, এরণ্ড মূল ও বেড়েলা মূল ইহাদের ক্বাথে হিঙ্গু ও সৈন্ধব লবণ সংযুক্ত করিয়া পান করিলে পক্ষাঘাত রোগের উপশম হয়।

গ্রন্থিকাগ্নিকণা শুণ্ঠী রাস্না সৈন্ধব কল্কিতম্।
মাষক্বাথশৃতং তৈলং পক্ষাঘাতং ব্যপোহতি॥

পিঁপুলমূল, চিতামূল, পিঁপুল, শুঁঠ, রাস্না ও সৈন্ধব লবণ এই সকল কল্কে ও মাষকলায়ের ক্বাথের সহিত যথাবিধি তিলতৈল পাক করিয়া ঐ তৈল মর্দ্দন করিলে পক্ষাঘাতের শান্তি হয়।

মাষাত্মগুপ্তাতিবিষারুবুক
রাস্না শতাহ্বা লবণৈঃ সুপিষ্টৈঃ ।
চতুর্গুণে মাষ বলা কষায়ে
তৈলং শৃতং হন্তি হি পক্ষঘাতম্ ॥

মাষকলাই, আলকুশীমূল, আতইচ, এরণ্ডমূল, রাস্না, শুলফা ও সৈন্ধব লবণ এই সকল কল্ক এবং মাষকলাই ও বেড়েলার ক্বাথের সহিত যথাবিধি তিলতৈল পাক করিবে। উক্ত ক্বাথদ্বয়ের পরিমাণ তৈলের চতুর্গুণ হওয়া আবশ্যক। এই তৈল মর্দ্দনে পক্ষাঘাতের শান্তি হয়।

পক্ষাঘাত সমাক্রান্তং সুতীক্ষ্ণৈশ্চ বিরেচনৈঃ ।
শোধয়েদ্ বস্তিভিশ্চাপি ব্যাধিরেবং প্রশাম্যতি ॥

পক্ষাঘাতপীড়িত রোগীর পক্ষে সুতীক্ষ্ণ বিরেচক ও বস্তিক্রিয়া নিতান্ত আবশ্যক। এইরূপ ক্রিয়ায় ব্যাধি উপশমিত হয়।

সর্ব্বাঙ্গগত মেকাঙ্গ গতঞ্চাপি সমীরণম্ ।
তৈলাবগাহনং হন্তি তোয়বেগমিবাচলঃ ॥

সর্ব্বাঙ্গগত বা একাঙ্গগত সকল প্রকার বাতব্যাধিই তৈলাবগাহন দ্বারা উপশমিত হইয়া থাকে।

পক্ষাঘাতেঽর্দ্দিতে চাপি ধনুঃস্তম্ভেঽপতন্ত্রকে ।
অন্যেষপি চ সংসেকঃ শস্যতে তৈলগাহনম্ ॥

পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, ধনুঃস্তম্ভ, অপতন্ত্রক ও অন্যান্য বাতরোগেও বিরেচন ক্রিয়া ও তৈলাবগাহন বিশেষ হিতপ্রদ।

বাহ্যায়ামেঽন্তরায়ামে বস্তিস্তীক্ষ্ণং বিরেচনম্ ।
পৃষ্ঠবংশে চ শীতাম্ভঃসেচনং হিতমুচ্যতে ॥

ধনুষ্টঙ্কার রোগে বস্তিক্রিয়া, জয়পাল তৈলাদি তীক্ষ্ণ বিরেচক দ্বারা বিরেচন ও পৃষ্ঠবংশে শীতল জল সেচন হিতকর।

সম্বিদাসস্বরীনামো ধূমশ্চ ফণিফেনজঃ ।
মদ্যঞ্চ কনকদ্রাব আয়ামৌ দ্বৌ নিবারয়েৎ ॥

গাঁজা বা অহিফেনের ধূম সেবন এবং মদ্য বা ধুতুরার রস পানে বাহ্য ও আভ্যন্তরিক ধনুষ্টঙ্কার উপশমিত হয়।

পত্রঞ্চ কানকং বীজং পিষ্ট্বা তেন প্রলেপয়েৎ ।
আয়ামিনঃ পৃষ্ঠবংশং স তেন সুখমাপ্নুয়াৎ ॥

ধুতুরার পত্র ও বীজ শীতল জলের সহিত পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা পৃষ্ঠবংশে লিপ্ত করিলে রোগী স্বাস্থ্য অনুভব করে।

মহামাষাখ্যকং তৈল মায়ামার্দ্দিতং তথা ।
হনুগ্রহং বিশ্বচীঞ্চ নিহন্ত্যাচ্চাববাহুকম্ ॥

মহামাষনামক তৈল মর্দ্দনে ধনুষ্টঙ্কার, অর্দ্দিত, হনুগ্রহ, বিশ্বচী ও অববাহুক রোগের উপশম হয়।

প্রায়শঃ সর্ব্ববাতেষু বিরেকঃ স্নেহসেবনম্ ।
তথানুবাসনং স্নেহস্বেদশ্চাপি প্রশস্যতে ॥

প্রায় সকল প্রকার বাতব্যাধিতেই বিরেচন, স্নেহসেবন, স্নেহবস্তি ও স্নেহ স্বেদ বিধেয়।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি রসঃ।

হীরং সুবর্ণং সুমৃতঞ্চ তার-
মেষাং সমং তীক্ষ্ণরজশ্চতুর্ণাম্ ।
সমং মৃতাভ্রং রসসিন্দূরঞ্চ
নিষ্পিষ্য তীক্ষ্ণস্য তথাশ্মনো বা ॥
খল্লে দ্রবেণৈব কুমারিকায়া
গুঞ্জাপ্রমাণাং বটিকাং প্রকুর্য্যাৎ ।
ত্রৈলোক্যচিন্তামণিরেব নাম্না
সংপূজ্য সম্যক্ গিরিজাং দিনেশ ॥

হন্ত্যাময়ান্ যোগশতৈর্ব্বিবদ্ধ্যা
মদপ্রণাশায় মুনিপ্রণীতঃ ।
যস্য প্রসাদেন গদানশেষান্
জরাং বিনির্জ্জিত্য সুখং বিভাতি ॥
স্নিগ্ধে শ্লেষ্মণ্যার্দ্রকস্য রসেন পায়য়েৎ সুধীঃ ।
শুষ্কে চ মাক্ষিকেণৈব পিত্তে ঘৃত সিতাযুতম্ ॥
শ্লেষ্মণি মারুতে সম্যক্ শুষ্কে চ সমতাং গতে ।
কণাচূর্ণং ক্ষৌদ্রযুতং প্রমেহে দুগ্ধসংযুতম্ ॥
বলবর্ণাগ্নিজননঃ কাসঘ্নঃ কফবাতজিৎ ।
আয়ুঃ পুষ্টিকরো বৃষ্যঃ সর্ব্বরোগনিসূদনঃ ॥
তারশব্দেনাত্র শুদ্ধমৌক্তিকমেবোচ্যতে ন তু রজতং ।
হীরং স্বর্ণং সুশুদ্ধঞ্চ মৌক্তিকমিতি পাঠান্তরদর্শনাৎ ॥

হীরক, স্বর্ণ, মুক্তা, তীক্ষ্ণলৌহ প্রত্যেক ১ ভাগ, অভ্র ৪ ভাগ, রসসিন্দূর ৪ ভাগ, লৌহ বা প্রস্তর খল্লে ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা দ্বারা বাতব্যাধি ও অন্যান্য বিবিধ রোগ অনুপান বিশেষের সহিত সেবনে প্রশমিত হয়। অস্পর্শ বাতেও এই ঔষধ সেবনীয়।

কল্যাণলেহশ্চ রসোনপিণ্ডঃ
ত্রয়োদশাঙ্গঃ কিল গুগ্গুলুশ্চ ।
এতানি শস্তানি হি ভেষজানি
বিবিচ্য দেয়া হ্যনিলাময়েষু ॥

কল্যাণলেহ, রসোনপিণ্ড ও ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্গুলু প্রভৃতি ঔষধ, সকল প্রকার বাতরোগেই হিতকর।

চতুর্ম্মুখরসশ্চাপি চিন্তামণি চতুর্ম্মুখঃ ।
যোগীন্দ্রাখ্যো রসো বাতচিন্তামণিরসস্তথা ॥
বাতরোগেষু সর্ব্বেষু রসরাজোঽপি শস্যতে ।

চতুর্ম্মুখ রস, চিন্তামণিচতুর্ম্মুখ, যোগীন্দ্র রস, বাতচিন্তামণি ও রসরাজ রস, সকল প্রকার বাতরোগেই যথাযোগ্য অনুপানের সহিত ব্যবস্থা করিবে।

ছাগাদ্যং নকুলাদ্যঞ্চ ঘৃতমত্র প্রশস্যতে ।

ছাগলাদ্য ও নকুলাদ্য ঘৃত, বাতব্যাধি সমূহে বিশেষ উপকারপ্রদ হইয়া থাকে।

শ্রীবিষ্ণু নারায়ণ মাষনাম
প্রসারণী নামক তৈলবর্গঃ ।
সম্যক্ প্রযুক্তোঽনিলরোগসংঘঃ
হত্বা এবং বুদ্ধিবলে বিধত্তে ॥

শ্রীবিষ্ণু, নারায়ণ, মাষ ও প্রসারণীনামক প্রভৃতি তৈল সমূহ মর্দ্দনে বাত রোগ সমূহের ধ্বংস এবং বুদ্ধি ও বলের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বায়ুরোগে পথ্যাপথ্যনির্ণয়ঃ ।

সংবৎসরোষিতাঃ শালিঃ ষষ্টিকাস্তৈলসর্পিষী ।
গ্রাম্যানূপৌদকানাঞ্চ যূষো মাষকুলত্থয়োঃ ॥
নবীন তিল গোধূম বার্ত্তাকু লশুনানি চ ।
রোহিতো মদ্গুরঃ শৃঙ্গী নর্ম্মী চ কবয়ীল্লিশৌ ॥
দ্রাক্ষা দাড়িম জম্বীর পরূষকফলানি চ ।
স্নিগ্ধোষ্ণানি চ ভোজ্যানি স্নিগ্ধোষ্ণমনুলেপনম্ ॥
এবংবিধানি সর্ব্বাণি হিতানি বাতরোগিণাম্ ॥

একবর্ষের পুরাতন শালি ও ষষ্টিক তণ্ডুল, তিলতৈল, ঘৃত, গ্রাম্য, আনূপ ও জলচর জীবের মাংসের যূষ, মাষকলাই ও কুলত্থ কলাইয়ের যূষ, নূতন তিল ও গোধূম, বেগুন, রসুন, রোহিত, মাগুর, শিঙ্গী, বড় চিঙ্ড়ী, কই ও ইলিশ মৎস্য, দ্রাক্ষা, দাড়িম, গোঁড়া-লেবু ও ফল্সা, স্নিগ্ধোষ্ণ ভোজন ও স্নিগ্ধোষ্ণ প্রলেপ ইত্যাদি, বাতরোগে হিতপ্রদ।

প্রজাগরো বেগরোধঃ শ্রমশ্ছর্দ্দিশ্চ লঙ্ঘনম্ ।
তৃণধান্যং কলায়শ্চ চণকো রাজমাষকঃ ॥
কঠিল্লকঞ্চ নিষ্পাববীজং বিম্বী কশেরুকম্ ।
শীতমম্বু বিরুদ্ধান্নং ব্যবায়ো ভ্রমণং বহু ॥
এবংবিধানি সর্ব্বাণি ন হিতান্যনিলাময়ে ।
বিশেষাদর্দ্দিতাধ্মানবতাং স্নানং বিগর্হিতম্ ॥

জাগরণ, বেগধারণ, অধিক পরিশ্রম, বমনক্রিয়া, উপবাস, তৃণধান্য, মটর, ছোলা,

বরবটী, করলা, শিমবীজ, কুন্দুরুকি, শীতল জল, বিরুদ্ধ ভোজন, মৈথুন, অধিক ভ্রমণ এইরূপ সমস্ত, বাতব্যাধিতে অহিতকর। অৰ্দ্দিত ও আধ্মান রোগে স্নান করিলে বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে।

আগন্তুজপক্ষাঘাতাধিকারঃ।

পক্ষাঘাতো দ্বিধা জ্ঞেয়ো দোষাগন্তুজভেদতঃ।
দোষজঃ কথিতঃ পূর্ব্বমধুনাগন্তুজং শৃণু।
আগন্তুজোঽপি দ্বিবিধঃ পক্ষাঘাতঃ প্রকীর্ত্ত্যতে।
আদ্যঃ পারদসম্ভূতো দ্বিতীয়ো নাগজঃ স্মৃতঃ।

পক্ষাঘাত দুই প্রকার, প্রথম দোষজ এবং দ্বিতীয় আগন্তুজ। দোষজ পক্ষাঘাত বাতব্যাধি অধিকারে উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে আগন্তুজ পক্ষাঘাত বর্ণিত হইতেছে। আগন্তুজ পক্ষাঘাতও দুই প্রকার, এক পারদজাত, অপর সীসকোত্থিত।

তত্র পারদজপক্ষাঘাতস্য নিদানম্।

রসসংস্পর্শ সাতত্যাৎ তদ্ধূমস্য চ সেবনাৎ।
পক্ষাঘাতো ভবেদ্ যস্তু স জ্ঞেয়ঃ পারদোদ্ভবঃ।

সর্ব্বদা পারদের সংস্পর্শ করিলে অথবা তাহার ধূম গাত্রে লাগাইলে যে পক্ষাঘাত উৎপন্ন হয়, তাহার নাম পারদজ পক্ষাঘাত।

ব্যবসায়ানুরোধে যাহাদিগকে সর্ব্বদা পারদের সংস্পর্শ করিতে এবং তাহার ধূম গাত্রে লাগাইতে হয়, তাহাদিগেরই এই পীড়া হইতে দেখা যায়। অতএব রোগনির্ণয়কালে রোগীর অবলম্বিত ব্যবসায় জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক।

তস্য লক্ষণম্।

আদৌ বাহ্বোর্বলধ্বংসস্ততঃ কম্পঃ প্রজায়তে।
বেপেতে সক্থিনী চাপি কায়ঃ সর্ব্বস্ততঃ পরম্।
গদী চলতি নৃত্যন্ বৈ দৃঢ়ং দ্রব্যং ন ধারয়েৎ।
স্পষ্টং প্রভাষিতুঞ্চাপি চর্ব্বিতুঞ্চ ন চ ক্ষমঃ।
ততস্তস্যাতিনিদ্রা চ প্রলাপো বলসংক্ষয়ঃ।
হৃল্লাসো বহ্নিনাশশ্চ দন্তধ্বংসঃ ক্বচিৎ স্রুতিঃ।
শান্তির্ভবতি কম্পস্য বিধৃতেঽঙ্গে রসাময়ে।
নাগাময়স্য লিঙ্গানি শৃণুতাতঃ সমাসতঃ।
(অত্র বৈ শব্দস্য ইবার্থে প্রয়োগঃ। স্রুতির্লালাস্রাবঃ।)

প্রথমে বাহুদ্বয় দুর্ব্বল হইয়া কম্পিত হইতে থাকে, পরে সক্থিদ্বয় ও তৎপরে সমস্ত দেহ কম্পিত হয়। রোগী যখন চলে, বোধ হয় যেন নৃত্য করিতেছে, কোন দ্রব্য দৃঢ়রূপে ধারণ করিতে, স্পষ্ট কথা কহিতে এবং আহারদ্রব্য চর্ব্বণ করিতে সমর্থ হয় না। ক্রমশঃ অরতি, নিদ্রাবেশ, প্রলাপ, বলহানি, হৃল্লাস, অগ্নিনাশ ও দন্তধ্বংশ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। কদাচিৎ লালাস্রাব দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ পীড়ায় কম্পিত অঙ্গ ধারণ করিলে কম্পের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

অস্য চিকিৎসা।

মুখ্যং চিকিৎসিতঞ্চাস্য নিদানপরিবর্জ্জনম্।
নিদানসেবিনো ব্যাধির্নৌষধাদ্ বিনিবর্ত্ততে।

নিদানপরিবর্জ্জনই এই পীড়ার মুখ্য চিকিৎসা। নিদানত্যাগ না করিয়া কেবল ঔষধ সেবন করিলে পীড়ার শান্তি হয় না।

স্বেদ সঞ্জননং সর্ব্বং মূত্রকৃচ্ছ্র বিরেচনম্।
রক্তদোষহরং চাত্র শর্ম্মদং ভেষজং মতম্।

এই পীড়ায় স্বেদকারক, মূত্রপ্রবর্ত্তক, বিরেচক ও রক্তদোষনাশক ঔষধ সমস্ত হিতকর।

গন্ধকং পরমং প্রাহুর্ভেষজং পারদাময়ে ।

পারদজনিত পক্ষাঘাতে গন্ধকই মহৌষধ। ইহা প্রত্যহ ২। ৪ রতি মাত্রায়, দুগ্ধের সহিত সেবনীয়।

নেপালনিম্বতোয়েন সেব্যো লৌহোঽস্য শান্তয়ে ।

নেপালনিম্বের ক্বাথের সহিত লৌহ সেবন করিলে অনেক উপকার দর্শে।

নাগজপক্ষাঘাতস্য নিদানম্ ।

চিত্রকৃৎপ্রমুখা যে হি নাগৈঃ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বতে ।
যে বা নাগপয়োঽস্ত পানং তেষাং ততো গদঃ ॥

চিত্রকর প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তিগণ সীসক দ্বারা রঞ্জনাদি কর্ম্ম করে এবং যাহারা সীসকপাত্র ব্যবহার করে, তাহাদের এই পীড়া জন্মিয়া থাকে।

তস্য লক্ষণম্ ।

অঙ্গুলীস্তু সমারভ্য মণিবন্ধং ততোঽখিলম্ ।
ব্যাধির্ব্যাপ্নোতি দৌর্ব্বল্যং তত্রৈকং লক্ষণং মতং ॥
অংসে প্রকোষ্ঠে তোদশ্চ বাহ্বোশ্চ পরিশীর্ণতা ।
নীলিমা দন্তবেষ্টে চ শূলং চিহ্নানি চাস্য বৈ ॥

প্রথমে অঙ্গুলীসকল আরম্ভ করিয়া মণিবন্ধ পর্য্যন্ত পীড়া ব্যাপ্ত হয়, ঐ স্থানের দৌর্ব্বল্যই ইহার প্রধান লক্ষণ। পরে প্রকোষ্ঠে ও স্কন্ধে সূচীবেধবৎ বেদনা, বাহুর শীর্ণতা, দন্তবেষ্টে নীলিমা এবং উদরে শূল এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

অস্য চিকিৎসা ।

স্বেদনং ভেদনং চাপি কুষ্ঠঘ্নং যচ্চ ভেষজম্ ।
তৎসর্ব্বমিহ সংসেব্যং কৃত্বা হেতুবিবর্জ্জনম্ ॥

এই পীড়ায় নিদানপরিবর্জ্জন করিয়া স্বেদকারক, ভেদকারক ও কুষ্ঠঘ্ন ঔষধ সমস্ত সেবনীয়।

বেপথুবাতাধিকারঃ ।

বেপথুবাতস্য নিদানম্ ।

বাতপ্রকোপি পানান্নৈর্জ্জরসা সুরয়া তথা ।
কশেরুমজ্জরোগাচ্চ বেপথুর্নিলসম্ভবঃ ॥

বাতপ্রকোপক পানান্ন, বার্দ্ধক্য, অধিক সুরাপান এবং কশেরুমজ্জার বিশেষ পীড়া এই সকল কারণে বেপথুবাত নামক ব্যাধি উৎপন্ন হয়।

তস্য লক্ষণম্ ।

আদৌ হস্তং সমারভ্য কদাচিদ্বাপি মস্তকম্ ।
ক্রমাৎ কৃচ্ছ্রতরঃ সর্ব্বং দেহং ব্যাপ্নোতি বেপথুঃ ॥
স না শক্নোতি সম্যক্ চ চলিতুঞ্চাভিতঃ পতেৎ ।
গচ্ছেচ্চাতিদ্রুতমিব নিদ্রিতোঽপি চ বেপতে ॥
নাহারং ভক্ষয়েৎ সম্যগ্ বক্রকায়ো ভবত্যপি ।
চিবুকঞ্চ সমারোপ্য বক্ষোঽস্থন্যবতিষ্ঠতে ॥
ততো বহুপ্রলাপশ্চ চেতনাপরিবর্জ্জিতঃ ।
স্বয়ংপ্রবৃত্তবিণ্মূত্রঃ প্রাণী প্রাণাংস্ত্যজত্যপি ।
অতোঽয়ং দারুণো ব্যাধির্নোপেক্ষ্যো জীবনৈষিণা ॥

প্রথমে হস্ত কখন বা মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া কম্প উপস্থিত হইয়া ক্রমশঃ অতি কষ্টদায়ক হইয়া সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত হয়। রোগী সহজে চলিতে পারে না এবং চলিতে চলিতে সম্মুখে পতিত হয়। গমন কালে বোধ হয়, দ্রুতবেগে চলিতেছে, নিদ্রিত অবস্থাতেও কম্পিত হয়, আহারদ্রব্য সহজে গলাধঃকরণ করিতে পারে না, দেহ সম্মুখে বক্র হইয়া যায়। বক্ষের অস্থির উপর চিবুক রাখিয়া

উপবিষ্ট হয়, অঙ্গ ধরিয়া রাখিলেও কাঁপিতে থাকে, স্পষ্ট বাক্য উচ্চারণ করিতে পারে না। ক্রমে প্রলাপ উপস্থিত, চেতনা লুপ্ত ও আপনা হইতে মলমূত্র নির্গত হয় এবং শ্বাস উপস্থিত হইয়া প্রাণ বিয়োগ হয়। অতএব এই দারুণ ব্যাধি উপস্থিত হইবামাত্রই বিশেষ চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

তস্য চিকিৎসা।

বৃংহণং ভেষজং সর্ব্বং জ্ঞেয়ং বেপথুবাতহৃৎ।
বাতব্যাধিহরং তৈলং ঘৃতঞ্চ নিখিলং হিতম্॥

সমস্ত বৃংহণ ঔষধ এবং বাতব্যাধিনাশক তৈল ও ঘৃত সকল এই পীড়ায় হিতকর।

বাতব্যাধিষু যৎপথ্যং যদপথ্যঞ্চ কীর্ত্তিতম্।
জ্ঞেয়ং বেপথুবাতে তৎ পথ্যঞ্চাপথ্যমেব চ॥

বাতব্যাধিতে যাহা যাহা পথ্য ও যাহা যাহা অপথ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, বেপথুবাতেও তদ্রূপ জানিবে।

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

আমবাতাধিকারঃ।

আমবাতস্য নিদানং সম্প্রাপ্তিশ্চ।

বিরুদ্ধাহারচেষ্টস্য মন্দাগ্নের্নিশ্চলস্য চ।
স্নিগ্ধং ভুক্তবতো হ্যন্নং ব্যায়ামং কুর্ব্বতস্তথা॥
বায়ুনা প্রেরিতো হ্যামঃ শ্লেষ্মস্থানং প্রধাবতি।
তেনাত্যর্থং বিদগ্ধোঽসৌ ধমনীঃ প্রতিপদ্যতে॥
বাতপিত্তকফৈর্ভূয়ো দূষিতঃ সোঽন্নজো রসঃ।
স্রোতাংস্যভিষ্যন্দয়তি নানাবর্ণোঽতিপিচ্ছিলঃ॥
জনয়ত্যাশু দৌর্ব্বল্যং গৌরবং হৃদয়স্য চ।
ব্যাধীনামাশ্রয়ো হ্যেব আমসংজ্ঞোঽতি দারুণঃ॥
স্নিগ্ধং ভুক্তবতো ব্যায়ামং কুর্ব্বত ইতি মিলিতো হেতুঃ।

বিরুদ্ধ আহার, বিহার, অগ্নিমান্দ্য, নিশ্চলভাবে অবস্থান ও স্নিগ্ধান্নভোজন করিয়াই ব্যায়ামকরণ এই সকল কারণে আম অর্থাৎ জীর্ণ অন্নরস, বায়ুদ্বারা সন্ধ্যাদি কফস্থানে নীত ও অত্যন্ত বিকৃত হইয়া ধমনীসমূহে উপস্থিত হয়। অনন্তর আমাখ্য সেই অন্নরস বায়ু, পিত্ত ও কফদ্বারা অতিশয় দূষিত, বিবিধ বর্ণযুক্ত ও অতি পিচ্ছিল হইয়া স্রোতঃসমস্তে গুরুতা সম্পাদন করে। এইরূপে শীঘ্র দৌর্ব্বল্য ও বক্ষঃস্থলের ভার উপস্থিত হইয়া পীড়া জন্মে। এই আম বহুব্যাধিজনক, কষ্টপ্রদ ও দুরপনেয়।

আমবাতস্য সামান্যং লক্ষণম্।

যুগপৎ কুপিতাবেতৌ ত্রিক সন্ধি প্রবেশকৌ।
স্তব্ধং কুরুতো গাত্রমামবাতঃ স উচ্যতে॥

আমসংযুক্ত বায়ু ও কফ, যুগপৎ (এককালে) কুপিত হইয়া ত্রিক ও সন্ধিসমূহে প্রবেশ করিয়া গাত্রকে স্তব্ধ করে। ইহার নাম আমবাত পীড়া।

তস্যাপরং লক্ষণম্।

অঙ্গমর্দোঽরুচিস্তৃষ্ণা আলস্যং গৌরবং জ্বরঃ।
অপাকঃ শূনতাঙ্গানামামবাতস্য লক্ষণম্॥

শূনতা শোথঃ।

অঙ্গমর্দ্দন, অরুচি, তৃষ্ণা, আলস্য, দেহের ভার, জ্বর, অপরিপাক ও অঙ্গের স্ফীততা এই গুলি আমবাতের অপর লক্ষণ। আমবাতকে চলিত কথায় বাতের পীড়া বলে।

স কষ্টঃ সর্ব্বরোগাণাং যদা প্রকুপিতো ভবেৎ।
হস্তপাদ শিরো গুল্ফ ত্রিক জানূরু সন্ধিষু॥
করোতি সরুজং শোথং যত্র দোষঃ প্রপদ্যতে।
স দেশো রুজ্যতেঽত্যর্থং ব্যাবিদ্ধ ইব বৃশ্চিকৈঃ॥

জনয়েৎ সোঽগ্নিদৌর্ব্বল্যং প্রসেকারুচি গৌরবম্ ।
উৎসাহহানিং বৈরস্যং দাহঞ্চ বহুমূত্রতাম্ ।
কুক্ষৌ কঠিনতাং শূলং তথা নিদ্রাবিপর্য্যয়ম ।
তৃট্ ছর্দ্দি ভ্রম মূর্চ্ছাশ্চ হৃদ্‌গ্রহং বিড় বিবদ্ধতাম্ ।
জাড্যান্ত্রকূজমানাহং কষ্টাংশ্চান্যানুপদ্রবান্ ।

আমবাত রোগ প্রকুপিত হইলে সর্ব্ব রোগাপেক্ষাই কষ্টদায়ক হইয়া থাকে। ইহাতে হস্ত, পদ, মস্তক, গুল্‌ফ, ত্রিক, জানু, উরু ও সন্ধিসমূহে বেদনা ও শোথ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং সেই বিকৃত আম যে স্থানকে আশ্রয় করে, সেই স্থান যেন বৃশ্চিকসমূহ দ্বারা দষ্ট হইতেছে এই রূপ বোধ হয়। এবং অগ্নির দুর্ব্বলতা, মুখ নাসাদি দিয়া জলস্রাব, অরুচি, দেহের ভার, উৎসাহ হীনতা, মুখে বিকৃত আস্বাদোৎপত্তি, দাহ, মূত্রাধিক্য, কুক্ষিদেশের কঠিনতা ও ঐ স্থানে শূলবৎ ব্যথা, নিদ্রানাশ, তৃষ্ণা, বমি, ভ্রম, মূর্চ্ছা, হৃদয়ে বেদনা, মলরোধ, দেহের জড়তা, অন্ত্রনাড়ীতে কূজন (অব্যক্ত ধ্বনি বিশেষের উদ্গম) ও আনাহ এবং অন্যান্য কষ্টপ্রদ বিবিধ উপদ্রব উপস্থিত হয়।

তস্য বিশিষ্টানি লক্ষণানি ।

পিত্তাৎ সদাহরাগঞ্চ সশূলং পবনাত্মকম্ ।
স্তিমিতং গুরুকণ্ডুকং কফজুষ্টং তমাদিশেৎ ।

পৈত্তিক আমবাতে গাত্র, দাহপীড়িত ও রক্তিমাযুক্ত, বাতজে শূলব্যথিত এবং কফজে আর্দ্র বস্ত্রাবৃতবৎ, ভারবিশিষ্ট ও কণ্ডুব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

একদোষানুগঃ সাধ্যো দ্বিদোষো যাপ্য উচ্যতে ।
সর্ব্বদেহচরৈঃ শোথৈঃ স কৃচ্ছ্রঃ সান্নিপাতিকঃ ।

একদোষজ আমবাত সাধ্য, দ্বন্দ্বজ যাপ্য এবং সর্ব্বদেহ ব্যাপ্ত শোথলক্ষণযুক্ত, সান্নিপাতিক আমবাত কৃচ্ছ্রসাধ্য বা অসাধ্য জানিবে।

আমবাতস্য চিকিৎসা ।

লঙ্ঘনং স্বেদনং তিক্তং দীপনানি কটূনি চ ।
বিরেচনং স্নেহনঞ্চ বস্তয়শ্চামমারুতে ।

আমবাত রোগে লঙ্ঘন, স্বেদক্রিয়া, তিক্ত, অগ্নিদীপক ও কটুদ্রব্য আহার, বিরেচন, স্নেহ সেবন ও বস্তিক্রিয়া কর্ত্তব্য।

রুক্ষঃ স্বেদো বিধাতব্যো বালুকাপুটকৈস্তথা ।
উপনাহাশ্চ কর্ত্তব্যাস্তেঽপি স্নেহবিবর্জ্জিতাঃ ।

এই পীড়ায় বালির পুঁটলি উত্তপ্ত করিয়া রুক্ষ স্বেদ প্রদান ও স্নেহ বর্জ্জিত প্রলেপন ব্যবস্থেয়।

আমবাতাভিভূতায় পীড়িতায় পিপাসয়া ।
পঞ্চকোলেন সংসিদ্ধং পানীয়ং হিতমুচ্যতে ।

আমবাত ব্যথিত রোগী তৃষ্ণায় কাতর হইলে পঞ্চকোলের (পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চৈ, চিতামূল ও শুঁঠ এই পাঁচটীর) সহিত সিদ্ধ জল পানার্থ ব্যবস্থা করিবে।

শুষ্ক মূলক যূষং বা যূষং বা পাঞ্চমৌলিকম্ ।
সৌবীরং কাঞ্জিকং বাপি শুণ্ঠীচূর্ণাবচূর্ণিতম্ ।

শুষ্ক মূলা বা বৃহৎ পঞ্চমূল সিদ্ধ জল সৌবীর ও কাঁজি এই সকল, শুঁঠ চূর্ণ সংযুক্ত করিয়া পান করিলে উপকার দর্শে।

শতপুষ্পা বচা শিগ্রু শ্বদংষ্ট্রা বরুণত্বচঃ ।
সহদেবী চ বর্ষাভূঃ শটী চাপি প্রসারণী ।
সতর্কারীফলং হিঙ্গু শুক্ত কাঞ্জিক পেষিতম্ ।
আমবাতহরং শ্রেষ্ঠং সুখোষ্ণং লেপনং হিতম্ ।

শুল্‌ফা, বচ, সজিনা-মূলের ছাল, গোক্ষুর, বরুণছাল, পীতবেড়েলা, পুনর্নবা, শটী, গন্ধভাদুলে, জয়ন্তীফল ও হিঙ্গু এই সমুদায়

দ্রব্য শুক্ত ও কাঁজির সহিত পিষ্ট ও অল্প উষ্ণ করিয়া বেদনা স্থানে প্রলেপ দিবে।

হিংস্রা কেমুক মূলঞ্চ শিগ্রু বল্মীক মৃত্তিকা।
মূত্রেণৈতানি সংপিষ্য চোপনাহায় কল্পয়েৎ॥

কণ্টকারী, কেঁউমূল, সজিনাছাল ও উইমৃত্তিকা এই সমুদায় দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে।

চিত্রকং কটুকা পাঠা কলিঙ্গাতিবিষামৃতাঃ।
দেবদারু বচা মুস্ত নাগরাতিবিষাভয়াঃ।
পিবেদুষ্ণাম্বুনা নিত্যং মামবাতস্য শান্তয়ে॥

চিতামূল, কটকী, আকনাদি, ইন্দ্রযব, আতইচ, গুলঞ্চ, দেবদারু, বচ, মুতা, শুঁঠ, আতইচ ও হরীতকী ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে আমবাতের উপশম হয়। (এই যোগে আতইচের দুইবার উল্লেখ থাকাতে উহার দুইভাগ গ্রহণীয়)।

রাস্নাপঞ্চকম্।

রাস্নাং গুড়ূচী মেরণ্ডং দেবদারু মহৌষধম্।
পিবেৎ সার্ব্বাঙ্গিকে বাতে সামে সন্ধ্যস্থিমজ্জগে॥

রাস্না, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, দেবদারু ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ সন্ধিগত, অস্থিগত, মজ্জাশ্রিত ও সার্ব্বাঙ্গিক আমবাতের শান্তিকারক।

রাস্নাসপ্তকম্।

রাস্নামৃতারগ্বধ দেবদারু
ত্রিকণ্টকৈরণ্ড পুনর্নবানাম্।
ক্বাথং পিবেন্নাগর চূর্ণমিশ্রং
জঙ্ঘোরুপার্শ্ব ত্রিকপৃষ্ঠশূলী॥

আমবাত রোগে মজ্জা, উরু, পার্শ্ব, ত্রিক ও পৃষ্ঠদেশে শূলব্যথা থাকিলে শুঁঠ চূর্ণের সহিত রাস্নাসপ্তক ক্বাথ প্রয়োজ্য। নিম্নলিখিত সাতটী দ্রব্যের ক্বাথকে রাস্নাসপ্তক ক্বাথ বলে। সেই দ্রব্য ৭টী এই। রাস্না, গুলঞ্চ, সোঁদালের আঠা, দেবদারু, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল ও পুনর্নবা।

রাস্নাপঞ্চকে রাস্নাসপ্তকে চ উষ্ণে বিরেচনার্থ মেরণ্ডতৈলং প্রক্ষিপন্তি বৃদ্ধাঃ।

বৃদ্ধ বৈদ্যগণ বিরেচনার্থ রাস্নাপঞ্চক ও রাস্নাসপ্তকের উষ্ণ ক্বাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষিপ্ত করিয়া সেবন করিতে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

আমবাত গজেন্দ্রস্য শরীরবন চারিণঃ।
এক এব নিহন্তাসাবেরণ্ড স্নেহকেশরী॥

আমবাত পীড়ায় এরণ্ডতৈল মহৌষধ।

ভৃষ্ট্বাদ্যাৎ কটুতৈলেহগ্নৈঃ সহারগ্বধপল্লবম্।
কিংবাম্লকাঞ্জিকে পক্বা খাদেদামানিলাপহম্॥

সোঁদাল পত্র সর্ষপতৈলে ভাজিয়া অথবা অম্ল কাঁজির সহিত পাক করিয়া অন্নের সহিত ভক্ষণ করিলে আমবাতের উপশম হয়।

চূর্ণং শ্লক্ষ্ণং নাগরস্য কাঞ্জিকেন পিবেৎ সদা।
আমবাত প্রশমনং কফবাতহরং পরম্॥

প্রত্যহ শুঁঠ চূর্ণ ৵০ বা ।০ আনী মাত্রায় কাঁজির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে আমবাত ও বাতশ্লেষ্মা নষ্ট হয়।

ত্রিবৃৎ সৈন্ধব শুণ্ঠীনামারনালেন চূর্ণিতম্।
পীত্বা বিরিচ্যতে জন্তু রামবাতহরং পরম্॥

তেউড়ীমূল চূর্ণ ১২ মাষা, সৈন্ধব লবণ ২ মাষা ও শুঁঠ চূর্ণ ২ মাষা একত্র মিশ্রিত করিয়া কাঁজির সহিত সেবন করিলে বিরেচন হইয়া আমবাতের শান্তি হয়।

আমপ্রমাথিনী বটিকা।

সোরকং রবিমূলঞ্চ গন্ধকং লৌহ মভ্রকম্।
পিষ্ট্বা রুদ্ধ তোয়েন কুর্য্যাম্মাষমিতাং বটীম্॥
ত্রিবৃৎ ক্বাথে চ সা সেব্যা কফাময় নিসূদনী।
আমবাত প্রশমনী বটিকামপ্রমাথিনী।

সোরা, আকন্দমূলের ছাল চূর্ণ, গন্ধক, লৌহ ও অভ্র এই সমুদায়, সোঁদাল পত্রের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। তেউড়ীর ক্বাথের সহিত সেবনীয়। ইহাতে আমবাত ও কফজ রোগ সমূহ নষ্ট হয়।

আমবাতাদ্রিবজ্র রসঃ।

রস গন্ধক লৌহাভ্র ফণিফেনং সমং সমম।
সপ্তধা যাবশূকস্য মর্দ্দয়েদর্কজৈ রসৈঃ॥
ততো মাষার্দ্ধমানাঞ্চ বিদধ্যাদ্ বটিকাং ভিষক্।
যথাদোষানুপানেন প্রদদ্যাদামবাতিনে॥
আমবাতং মহাঘোরং প্রমেহানপি বিংশতিম্।
আমবাতাদ্রি বজ্রাখ্যো রসো হন্তি ন সংশয়ঃ॥

রস, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও অহিফেন প্রত্যেক ১ ভাগ ও যবক্ষার ৭ ভাগ একত্র আকন্দপত্রের রসের সহিত মাড়িয়া ৬ রতি পরিমিত বটিকা করিবে। যথাযোগ্য অনুপানের সহিত সেবনীয়। ইহাতে আমবাত ও প্রমেহ রোগের শান্তি হয়।

চূর্ণং বৈশ্বানরং নাম রসোনপিণ্ডমেব চ।
যোগরাজ গুগ্‌গুলু চ সিংহনাদাখ্য গুগ্‌গুলু।
তথা ত্রিফলাদিলৌহং বিড়ঙ্গাদিকলৌহকম্।
পঞ্চাননরস লৌহং বাতগজেন্দ্র সিংহকম্।
আমবাতেশ্বররস আমবাতারিনামিকা।
বটিকা চামবাতারি রসাদীন্যামবাতকে।
যথা দোষানুপানানি বৈদ্যৈর্যোজ্যানি যুক্তিতঃ।

আমবাত রোগে বৈশ্বানর চূর্ণ, রসোনপিণ্ড, যোগরাজগুগ্‌গুলু, সিংহনাদ গুগ্‌গুলু, ত্রিফলাদি লৌহ, বিড়ঙ্গাদি লৌহ ও পঞ্চানন রস লৌহ এবং বাতগজেন্দ্র সিংহ, আমবাতেশ্বর রস, আমবাতারি বটিকা ও আমবাতারি রস প্রভৃতি ঔষধ উপযুক্ত অনুপানের সহিত প্রয়োজ্য।

তৈলং বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যং তথা বিজয়ভৈরবম্।
মহামাষাভিধং তৈলং ছাগলাদ্যং তথৈব চ।
ছাগলাদ্যঘৃতঞ্চৈব আমবাতনিসূদনম্॥

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্য তৈল, বিজয়ভৈরব তৈল ও বাতরোগাধিকারোক্ত মহামাষ প্রভৃতি তৈল এবং ছাগলাদ্য তৈল ও ছাগলাদ্য ঘৃত প্রভৃতি আমবাতে ব্যবস্থেয়।

আমবাতে পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা।

বাস্তুকশাকং সারিষ্ঠশাকং পৌনর্নবং হিতম্।
পটোলং লশুনঞ্চৈব বার্ত্তাকুং কারবেল্লকম্॥
যবান্নং কোরদূষান্নং পুরাণং শালিষষ্টিকম্।
লাবকানাং তথা মাংসং হিতং তক্রেণ সংস্কৃতম্॥
হিতঞ্চ যূষং কৌলত্থং কালায়ং চণকস্য চ।
রুচ্যং দদ্যাদ্ যথাসাত্ম্য মামবাত হিতঞ্চ যৎ॥

বেতুয়াশাক, নিমপত্র, পুনর্নবা, পটোল রসুন, বেগুন, করলা, যবান্ন, কোদ তণ্ডুলের অন্ন, পুরাতন শালি ও আশু তণ্ডুলের অন্ন, তক্র সংস্কৃত লাবপক্ষীর মাংস এবং কুলত্থ, মটর ও ছোলার যূষ ও অন্যান্য আমবাত প্রশমক দ্রব্য রোগীর সাত্ম্যাসাত্ম্য বিবেচনা করিয়া আহারার্থ ব্যবস্থা করিবে।

দধি মৎস্যো গুড়ঃ ক্ষীরং দুষ্টনীরমুপোদিকা।
বিরুদ্ধমশনং পূর্ব্বো বায়ু র্বেগস্য রোধনম্॥
নিশায়াং জাগরঃ শীততোয়স্য পরিষেবণম্।
ন হিতান্যনিলে সামে ব্যায়াতিশয়োঽপি চ॥

দধি, মৎস্য, গুড়, দুগ্ধ, সদোষ জল, পুঁইশাক, বিরুদ্ধ ভোজন, পূর্ব্ববায়ু, মলাদির

বেগ রোধ, রাত্রিজাগরণ, শীতল জল পান ও ব্যবহার ও অতিমৈথুন এই সমস্ত, আমবাতে নিষিদ্ধ।

ঊনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

উদাবর্ত্তানাহাধিকারঃ।

অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ ভাবানাং প্রবৃত্তানাং স্বভাবতঃ।
ন বেগান্ ধারয়েৎ প্রাজ্ঞো বাতাদীনাং জিজীবিষুঃ॥

জীবনেচ্ছু ব্যক্তি স্বভাবতঃ অধঃ ও ঊর্দ্ধমার্গ প্রবর্ত্তনশীল বাতাদির বেগধারণ কদাচ করিবেন না। উহাদের বেগরোধে অতি উৎকট পীড়া বা প্রাণহানি পর্য্যন্ত হইতে পারে।

উদাবর্ত্তস্য বিপ্রকৃষ্টং নিদানম্‌।

বাতবিণ্মূত্র জৃম্ভাশ্রু ক্ষবোদ্গারবমীন্দ্রিয়ৈঃ।
ক্ষুত্তৃষ্ণোচ্ছ্বাসনিদ্রাণাং ধৃত্যোদাবর্ত্তসম্ভবঃ॥

ইন্দ্রিয়মত্র শুক্রম্‌। অত্র তৃতীয়া সপ্তম্যর্থা। ধৃত্যা বেগবিঘাতেন।

বায়ু, মল, মূত্র, জৃম্ভা (হাই), অশ্রু, হাঁচি, উদ্গার, বমি, শুক্র, তৃষ্ণা, উচ্ছ্বাস ও নিদ্রা এই সকলের বেগধারণ করিলে উদাবর্ত্ত রোগ জন্মে।

ত্রয়োদশবিধশ্চাসৌ ভিন্ন এতৈস্তু কারণৈঃ।

এই ত্রয়োদশ প্রকার বেগের বিঘাতে ত্রয়োদশ প্রকার উদাবর্ত্ত রোগ উৎপন্ন হয়।

উদাবর্ত্তস্য সামান্যং লক্ষণম্‌।

যস্ত্রোর্দ্ধং জায়তে বায়োরাবর্ত্তঃ স চিকিৎসকৈঃ।
উদাবর্ত্ত ইতি প্রোক্তো ব্যাধিস্তত্রানিলঃ প্রভুঃ।
আবর্ত্তো ভ্রমঃ।

যে ব্যাধিতে দেহস্থ বায়ুর ঊর্দ্ধ আবর্ত্ত (ঘূর্ণি) উপস্থিত হয়, তাহাকে উদাবর্ত্ত বলে। ইহা বায়ুপ্রধান পীড়া।

অপানবাতনিরোধজস্যোদাবর্ত্তস্য লক্ষণম্‌।

বাতমূত্রপুরীষাণাং সঙ্গো ধ্মানং ক্লমো রুজা।
জঠরে বাতজাশ্চান্যে রোগাঃ স্যুর্বাতনিগ্রহাৎ॥

সঙ্গঃ অপ্রবৃত্তিঃ। ধ্মানমাধ্মানম্‌। রুজা জঠরে। অন্যে রোগাঃ তোদশূলগুল্মাদয়ঃ।

অধোবায়ুর বেগ নিগ্রহ করিলে বায়ু, মূত্র ও মল ইহাদের অপ্রবর্ত্তন, উদরাধ্মান, ক্লান্তি, উদরে বেদনা এবং তোদ (সূচীবেধবৎ পীড়া), শূল ও গুল্ম প্রভৃতি বাতজ পীড়া সমস্তের উৎপত্তি হয়। ইহাকে বাতনিরোধজ উদাবর্ত্ত বলে।

পুরীষনিরোধজস্য লক্ষণম্‌।

আটোপশূলৌ পরিকর্ত্তিকা চ
সঙ্গঃ পুরীষস্য তথোর্দ্ধবাতঃ।
পুরীষমাস্যাদথবা নিরেতি
পুরীষবেগেঽভিহতে নরস্য॥

পুরীষবেগে অভিহতে ধারিতে সতি আটোপঃ সম্যগ্ গুড়গুড় শব্দঃ। শূলমিতি পাকাশয়ে। পরিকর্ত্তিকা গুদে কর্ত্তনবৎ পীড়া। ঊর্দ্ধবাতঃ উদ্গারঃ।

মলবেগ রোধ করিলে উদরমধ্যে গুড় গুড় শব্দ, শূল, গুহ্যপ্রদেশে কর্ত্তনবৎ পীড়া, মলের অপ্রবৃত্তি, উদ্গারবাহুল্য এবং কখন কখন মুখদিয়া মলনির্গমন পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহা মলনিরোধজ উদাবর্ত্ত।

মূত্রনিরোধজস্য লক্ষণম্।

বস্তিমেহনয়োঃ শূলং মূত্রকৃচ্ছ্রং শিরোরুজা।
বিনামো বঙ্ক্ষণানাহঃ স্যাল্লিঙ্গং মূত্রনিগ্রহে।

বিনামো ব্যথয়া বপুষো নমনম্। বঙ্ক্ষণানাহো বঙ্ক্ষণয়োরাকর্ষণবদ্ব্যথা।

মূত্রনিরোধে বস্তি ও লিঙ্গে শূলবেদনা, মূত্রকৃচ্ছ্র, শিরোবেদনা, ব্যথাহেতু দেহের নমন এবং বঙ্ক্ষণদ্বয়ে আকর্ষণবৎ পীড়া এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

জৃম্ভানিরোধজস্য লক্ষণম্।

মন্যাগলস্তম্ভশিরোবিকারা
জৃম্ভোপঘাতাৎ পবনাত্মকাঃ স্যুঃ।
তথাক্ষিনাসাবদনাময়াশ্চ
ভবন্তি তীব্রাঃ সহ কর্ণরোগৈঃ।

জৃম্ভা (হাই) নিরোধ করিলে বাতিক শিরঃপীড়া, মন্যাস্তম্ভ ও গলস্তম্ভ এবং চক্ষুঃ, নাসিকা, মুখ ও কর্ণ এই সকলের পীড়া উপস্থিত হয়।

অশ্রুনিরোধজস্য লক্ষণম্।

আনন্দজং বাপ্যথ শোকজং বা
নেত্রোদক প্রাপ্তমমুঞ্চতো হি।
শিরোগুরুত্বং নয়নাময়াশ্চ
ভবন্তি তীব্রাঃ সহ পীনসেন।

আনন্দ বা শোকজন্য আগত অশ্রুর বেগ রোধ করিলে মস্তকের ভারবোধ, পীনস ও অতিকষ্টপ্রদ নেত্ররোগ উৎপন্ন হয়। ইহার নাম অশ্রুনিরোধজ উদাবর্ত্ত।

হিক্কানিরোধজস্য লক্ষণম্।

মন্যাস্তম্ভঃ শিরঃশূল মর্দ্দিতার্দ্ধাবভেদকৌ।
ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ দৌর্ব্বল্যং ক্ষবথোঃ স্যাদ্ বিনিগ্রহাৎ।

ক্ষবথু অর্থাৎ হাঁচির বেগধারণ করিলে মন্যাস্তম্ভ, শিরঃশূল, অর্দ্দিত, অর্দ্ধাবভেদক ও ইন্দ্রিয়সকলের দৌর্ব্বল্য এই সকল পীড়া উপস্থিত হয়।

উদ্গারনিরোধজস্য লক্ষণম্।

কণ্ঠাস্যপূর্ণত্বমতীব তোদঃ
কূজশ্চ বায়োরথবা প্রবৃত্তিঃ।
উদ্গারবেগেঽভিহতে ভবন্তি
ঘোরা বিকারাঃ পবনপ্রসূতাঃ।

তোদো হৃদি আমাশয়ে পীড়া চ। কূজোঽব্যক্ত শব্দঃ। উদরে বায়োরপ্রবৃত্তিঃ। ঘোরা বিকারা হিক্কাদয়ঃ।

উদ্গারবেগ নিরোধ করিলে কণ্ঠ ও মুখের পরিপূর্ণতা, হৃদয়ে ও আমাশয়ে সূচী-বেধবৎ পীড়া, উদরমধ্যে অব্যক্ত শব্দ নির্গম, বায়ুর অপ্রবর্ত্তন এবং হিক্কাপ্রভৃতি বিবিধ বায়ুজন্য পীড়া উপস্থিত হয়। ইহা উদ্গার-নিরোধজ উদাবর্ত্ত।

বান্তিনিরোধজস্য লক্ষণম্।

কণ্ডূকোঠারুচিব্যঙ্গ শোথপাণ্ড্বাময়জ্বরাঃ।
কুষ্ঠহৃল্লাসবীসর্পাশ্ছর্দ্দিনিগ্রহজা গদাঃ।

বমননিরোধে কণ্ডূ, কোঠ, অরুচি, মুখব্যঙ্গ, শোথ, পাণ্ডুরোগ, জ্বর, কুষ্ঠ, বমনের বেগ ও বিসর্প এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। ইহা বমননিরোধজ উদাবর্ত্ত।

শুক্রনিরোধজস্য লক্ষণম্।

মূত্রাশয়ে বৈ গুদমুষ্কয়োশ্চ
শোথো রুজা মূত্রবিনিগ্রহশ্চ।
শুক্রাশ্মরী তৎস্রবণং ভবেচ্চ
তে তে বিকারা বিহতে তু শুক্রে॥

তৎস্রবণং শুক্রস্রাবঃ। তে তে বিকারাঃ বাতকুণ্ডলিকাদয়ঃ।

শুক্রনিরোধে বস্তি, গুহ্য ও অণ্ডকোষে শোথ ও বেদনা, মূত্ররোধ, শুক্রাশ্মরী, শুক্রাস্রাব এবং বাতকুণ্ডলিকাদি বিবিধ পীড়া হইয়া থাকে। ইহার নাম শুক্রনিরোধজ উদাবর্ত্ত।

ক্ষুধাবিঘাতজস্য লক্ষণম্।

তন্দ্রাঙ্গমর্দ্দাবরুচিঃ শ্রমশ্চ
ক্ষুধোঽভিঘাতাৎ কৃশতা চ দৃষ্টেঃ॥

ক্ষুধানিগ্রহ করিলে তন্দ্রা, অঙ্গমর্দ্দ, অরুচি, শ্রান্তি ও দর্শনশক্তির দৌর্ব্বল্যরূপ উদাবর্ত্ত রোগ জন্মে।

তৃষ্ণাভিঘাতজস্য লক্ষণম্।

কণ্ঠাস্যশোষঃ শ্রবণাবরোধ-
স্তৃষ্ণাভিঘাতাদ্ধৃদয়ে ব্যথা চ॥

তৃষ্ণানিগ্রহ করিলে কণ্ঠ ও মুখের শোষ, শ্রবণশক্তির অবরোধ ও হৃদয়ে বেদনা, এই সকল লক্ষণরূপ উদাবর্ত্ত উপস্থিত হয়।

শ্বাসনিরোধজস্য লক্ষণম্।

শ্রান্তস্য নিশ্বাসবিনিগ্রহেণ
হৃদ্রোগমোহাবথবাপি গুল্মঃ॥

পরিশ্রান্ত ব্যক্তি নিশ্বাসরোধ করিলে হৃদোষ, মোহ অথবা গুল্মরোগ উপস্থিত হয়। ইহা শ্বাসনিরোধজ উদাবর্ত্ত।

নিদ্রাবিঘাতজস্য লক্ষণম্।

জৃম্ভাঙ্গমর্দ্দোঽক্ষিশিরোঽতিজাড্যং
নিদ্রাবিঘাতাদথবাপি তন্দ্রা॥

অতিজাড্যং গৌরবম্, শিরোগাত্রাক্ষিগৌরব-মিতি কশ্চাহ্বরে পাঠঃ।

নিদ্রাবিঘাতে জৃম্ভা, অঙ্গমর্দ্দ এবং চক্ষু মস্তকের ভার অথবা তন্দ্রা উপস্থিত হয়। ইহাকে নিদ্রাবিঘাতজ উদাবর্ত্ত বলে।

রুক্ষাদিকুপিতবাতজোদাবর্ত্তস্য নিদানসম্প্রাপ্তিপূর্ব্বকং লক্ষণম্।

বায়ুঃ কোষ্ঠানুগো রুক্ষৈঃ কষায়কটুতিক্তকৈঃ।
ভোজনৈঃ কুপিতঃ সদ্য উদাবর্ত্তং করোতি চ॥
বাতমূত্রপুরীষাসৃক্কফমেদোবহানি বৈ।
স্রোতাংস্যুদাবর্ত্তয়তি পুরীষং চাতিবর্ত্তয়েৎ॥
ততো হৃদ্বস্তিশূলার্ত্তো হৃল্লাসারতিপীড়িতঃ।
বাতমূত্রপুরীষাণি কৃচ্ছ্রেণ লভতে নরঃ॥
শ্বাসকাসপ্রতিশ্যায়দাহমোহতৃষাজ্বরান্।
বমিহিক্কাশিরোরোগমনঃশ্রবণবিভ্রমান্।
বহূনন্যাংশ্চ লভতে বিকারান্ বাতকোপজান্॥

উদাবর্ত্তয়তি নিরুণদ্ধি, ন তু বিড়াদীন্ অধোগময়তি। মনোবিভ্রমঃ রজ্জৌ সর্পজ্ঞানম্। শ্রবণবিভ্রমঃ অন্যথাশ্রবণম্।

বেগরোধজ উদাবর্ত্তের লক্ষণ লিখিত হইল, এক্ষণে রুক্ষাদি আহার হেতু প্রকুপিত বায়ুজন্য উদাবর্ত্তের লক্ষণাদি লিখিত হইতেছে।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু রুক্ষ, কষায়, কটু ও তিক্ত ভোজন হেতু কুপিত হইয়া সদ্যঃ উদাবর্ত্ত রোগ

উৎপাদন করে। ইহাতে বায়ু, মূত্র, মল, অশ্রু, কফ ও মেদঃ এই সকলের স্রোতঃপথ রুদ্ধ হইয়া মলনির্গমন বন্ধ হয়। রোগী হৃচ্ছূল, বস্তিশূল, বমনের বেগ এবং অনির্ব্বচনীয় অস্বাস্থ্যে কাতর হইয়া অতিকষ্টে বায়ু, মূত্র ও মল ত্যাগ করে। ক্রমশঃ শ্বাস, কাস, প্রতীশ্যায়, দাহ, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, জ্বর, বমি, হিক্কা, শিরোরোগ, মনোবিভ্রম, শ্রবণশক্তির অল্পতা এবং অন্যান্য বিবিধ বায়ু প্রকোপজ রোগ উপস্থিত হয়।

অসাধ্যস্যোদাবর্ত্তস্য লক্ষণম্ ।

তৃষ্ণাচ্ছর্দ্দিপরিক্লিষ্টং ক্ষীণং শূলৈরুপদ্রুতম্ ।
শকৃদ্বমন্তং মতিমানুদাবর্ত্তিনমুৎসৃজেৎ ।

উদাবর্ত্তরোগী পিপাসা ও বমনহেতু পরিক্লিষ্ট, ক্ষীণদেহ ও শূলপীড়িত হইলে এবং পুরীষ বমন করিলে তাহার জীবনাশা পারিত্যাজ্য।

আনাহস্য লক্ষণম্ ।

আমং শকৃদ্ বা নিচিতং ক্রমেণ
ভূয়ো বিবদ্ধং বিগুণানিলেন ।
প্রবর্ত্তমানং ন যথাস্বমেনং
বিকারমানাহমুদাহরন্তি ।

যথাস্বং পূর্ব্ববৎ ।

অপক্ব আহাররস বা পুরীষ ক্রমশঃ সঞ্চিত এবং পশ্চাৎ বিগুণ বায়ুদ্বারা বিবদ্ধ হইয়া স্বাভাবিকরূপে নিঃসৃত না হইলে তাহাকে আনাহরোগ বলা যায়।

আমজস্যানাহস্য লক্ষণম্ ।

তস্মিন্ ভবত্যামসমুদ্ভবে তু
তৃষ্ণাপ্রতীশ্যায়শিরোবিদাহাঃ ।
আমাশয়ে শূলমথো গুরুত্বং
হৃৎস্তম্ভ উদ্গারবিঘাতনঞ্চ ।

আমজ আনাহে তৃষ্ণা, প্রতীশ্যায়, শিরোদাহ, আমাশয়ে শূল ও গুরুতা, হৃদয়ের স্তব্ধতা এবং উদ্গারের অপ্রবর্ত্তন এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

শকৃৎসঞ্চয়জস্য লক্ষণম্ ।

স্তম্ভঃ কটীপৃষ্ঠপুরীষমূত্রে
শূলোঽথ মূর্চ্ছা শকৃতো বমিশ্চ ।
শ্বাসশ্চ পক্বাশয়জে ভবন্তি
তথালসোক্তানি চ লক্ষণানি ।

পক্বাশয়জে শকৃৎসঞ্চয়জে আনাহে। স্তম্ভশব্দঃ কটীপৃষ্ঠয়োঃ স্তব্ধতাবাচী মূত্রপুরীষয়োরপ্রবৃত্তিবাচী চ। অলসোক্তানি লক্ষণানি আধ্মানবাতবিঘাতাদীনি। শ্বাস ইত্যত্র শোথ ইতি পাঠান্তরম্।

পুরীষসঞ্চয়জ আনাহে কটী ও পৃষ্ঠের স্তব্ধতা, মলমূত্রের অপ্রবর্ত্তন, শূল, মূর্চ্ছা, পুরীষবমন, শ্বাস, শোথ এবং অলসরোগের লক্ষণ সমস্ত অর্থাৎ আধ্মান ও বাতনিরোধাদি উপস্থিত হইয়া থাকে। আনাহরোগের বাঙ্গালা নাম মুদো।

উদাবর্ত্তানাং চিকিৎসা ।

সর্ব্বেষ্বেতেষু বিধিবদুদাবর্ত্তেষু কৃৎস্নশঃ ।
বায়োঃ ক্রিয়া বিধাতব্যা স্বমার্গপ্রতিপত্তয়ে ।

সকল উদাবর্ত্তেই বায়ুর আনুলোম্য সাধন জন্য যথাবিধি তৎপ্রশমক ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

অধোবাতনিরোধোত্থে উদাবর্ত্তে হিতং মতম্ ।
স্নেহপানং তথা স্বেদো বর্ত্তির্বস্তির্হিতো মতঃ ।

অধোবায়ু নিরোধজন্য উদাবর্ত্তে স্নেহপান, স্বেদ, ফলবর্ত্তি ও বস্তিক্রিয়া কর্ত্তব্য।

পুরীষজেতু কর্ত্তব্যো বিধিরানাহিকো ভবেৎ॥

মলরোধজাত উদাবর্ত্তে আনাহ নাশক বিধিই প্রশস্ত।

সৌবর্চ্চলাঢ্যাং মদিরাং মূত্রে স্বস্তিহতে পিবেৎ।
এলামপ্যথ মদ্যেন ক্ষীরং বাপি পিবেন্নরঃ॥
ধাত্রীফলানাং স্বরসং সজলং বা পিবেৎ ত্র্যহম্।
রসমশ্বপুরীষস্য গর্দ্দভস্যাথবা পিবেৎ॥
ভদ্রদারু ঘনং মূর্ব্বাং হরিদ্রাং মধুকং তথা।
কোলপ্রমাণানি পিবেদাম্তক্ষীরেণ বারিণা॥
দুস্পর্শাস্বরসং বাপি কষায়ং ককুভস্য চ।
এর্ব্বারুবীজং তোয়েন পিবেদ্ বা লবণান্বিতম্॥
পঞ্চমূলীশৃতং ক্ষীরং দ্রাক্ষারসমথাপি বা।
যোগাংশ্চ বিতরেৎ তত্র সর্ব্বথৈবাশ্মরীভিদঃ॥

মূত্ররোধজন্য উদাবর্ত্তে সৌবর্চ্চল লবণ বা এলাইচ চূর্ণের সহিত মদ্য এবং দুগ্ধ পান হিতকর। তিন দিবস জলের সহিত আমলকীর রস পান করিলে উপকার দর্শে। অশ্ব বা গর্দ্দভের বিষ্ঠার রসও উপকারক। দেবদারু, মুতা, মূর্ব্বামূল, হরিদ্রা, যষ্টিমধু এই সমুদায় সমভাগে জল দিয়া পেষণ করিয়া এক তোলা মাত্রায়, মেঘাম্বুর সহিত পান করিলে ইহার উপশম হয়। দুরালভার রস, অর্জ্জুনছালের ক্বাথ কাঁকুড়ের বীজ বাঁটিয়া জল ও সৈন্ধবলবণের সহিত সেবনেও ইহার প্রতীকার হয়। স্বল্পপঞ্চমূল মিশ্রিত ২ তোলা, দুগ্ধ ১৬ তোলা এবং জল ৬৪ তোলা একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিলে নামাইয়া তাহা দুই তিন বারে পেয়। দ্রাক্ষার রসও বিশেষ উপকারক। ইহাতে অশ্মরীভেদক সমস্ত ক্রিয়াই কর্ত্তব্য।

স্নেহস্বেদৈরুদাবর্ত্তং জৃম্ভাজং সমুপাচরেৎ।
অশ্রুমোক্ষোঽশ্রুজে কার্য্যঃ স্নিগ্ধস্বিন্নস্য দেহিনঃ॥

জৃম্ভাবিঘাতজ উদাবর্ত্তে স্নেহস্বেদ ব্যবস্থেয়। অশ্রুরোধজন্য উদাবর্ত্তে তীক্ষ্ণ অঞ্জনাদি দ্বারা অশ্রু মোক্ষণ কর্ত্তব্য।

ক্ষবরোধভবে তীক্ষ্ণঘ্রাণ নস্যার্কদর্শনৈঃ।
প্রবর্ত্তয়েৎ ক্ষুতং সক্তং স্নেহস্বেদৌ চ শীলয়েৎ॥

হাঁচির ব্যাঘাত নিমিত্ত যে উদাবর্ত্ত হয়, তাহাতে মরিচাদি তীক্ষ্ণদ্রব্যের ঘ্রাণ ও নস্য এবং সূর্য্যদর্শন দ্বারা, রুদ্ধ হাঁচির প্রবর্ত্তন কর্ত্তব্য।

উদ্গারস্যাবরোধে তু স্নৈহিকং ধূমমাচরেৎ॥

উদ্গাররোধজন্য উদাবর্ত্তে স্নৈহিক ধূম প্রয়োজ্য।

ছর্দ্দিনিগ্রহসঞ্জাতে বমনং লঙ্ঘনং হিতম্।
বিরেচনঞ্চাত্র মতং তৈলেনাভ্যঞ্জনং তথা॥

বমননিগ্রহজন্য উদাবর্ত্তে বমন, লঙ্ঘন, বিরেচন এবং তৈলাভ্যঙ্গ বিধেয়।

বস্তিশুদ্ধিকরৈঃ সিদ্ধং চতুর্গুণজলং পয়ঃ।
আবারিনাশাৎ ক্বথিতং পীতবন্তং প্রকামতঃ॥
রময়েয়ুঃ প্রিয়া নার্য্যঃ শুক্রোদাবর্ত্তিনং নরম্।
তস্যাভ্যঙ্গোঽবগাহশ্চ মদিরা চরণায়ুধাঃ।
শালিঃ পয়োনিরূহশ্চ হিতং মৈথুনমেব চ॥

কুশমূলাদি বস্তিশোধক দ্রব্য যথালাভ ১ ভাগ, দুগ্ধ ৮ ভাগ ও জল ৩২ ভাগ, শেষ দুগ্ধ। ইহা শুক্রোদাবর্ত্ত রোগীকে যথেষ্ট পান করাইয়া প্রিয়তমা রমণীর সেবন করাইবেন। ইহাতে তৈলাভ্যঙ্গ, অবগাহন, মদ্যপান, কুক্কুটমাংসের যূষ,, শালিতণ্ডুলের অন্ন ও দুগ্ধের পিচকারী উপকারক। মৈথুনই ইহার প্রকৃত ঔষধ।

ক্ষুদ্বিঘাতে হিতং স্নিগ্ধমুষ্ণমল্পঞ্চ ভোজনম্।
তৃষ্ণাঘাতে পিবেন্মণ্ডং যবাগূং বাপি শীতলাম্॥

ক্ষুধাপ্রতিরোধজ উদাবর্ত্তে অল্প পরিমাণে স্নিগ্ধ ও উষ্ণ ভোজন কর্ত্তব্য। তৃষ্ণানিগ্রহজ উদাবর্ত্তে শীতল যবাগূ ও মণ্ড পেয়।

ভোজ্যো রসেন বিশ্রান্তঃ শ্রমশ্বাসাতুরো নরঃ।
নিদ্রাঘাতে পিবেৎ ক্ষীরং স্বপ্যাচ্চেষ্টকথারতঃ॥

উচ্ছ্বাস বিঘাতজ উদাবর্ত্তে মাংসরস পান ও বিশ্রাম কর্ত্তব্য। তৃষ্ণানিগ্রহ জন্য উদাবর্ত্তে দুগ্ধপান এবং মনোরম কথোপকথনপূর্ব্বক নিদ্রাসেবা হিতকর।

রুক্ষাদিকুপিতবাতজোদাবর্ত্তস্য চিকিৎসা ।

হিঙ্গুমাক্ষিকসিন্ধূত্থৈঃ পিষ্টৈর্ব্বর্ত্তিং বিনির্ম্মিতাম্ ।
ঘৃতাভ্যক্তাং গুদে ন্যস্যেদুদাবর্ত্তবিনাশিনীম্ ॥
ফলবর্ত্তিঃ ।

অতঃপর রুক্ষাদি সেবনজন্য কুপিত বাতকৃত উদাবর্ত্তের চিকিৎসা লিখিত হইতেছে। হিঙ্গু, মধু ও সৈন্ধব লবণ একত্র পেষণ করিয়া বর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ঘৃত সহযোগে গুহ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে ভেদ হইয়া উদাবর্ত্তের শান্তি হয়।

যুঞ্জ্যান্নারাচচূর্ণাদীংস্তৌষধানি যথাযথম্ ।
উদাবর্ত্তে তথানাহে যদ্ বায়োশ্চানুলোমনম্ ॥

নারাচচূর্ণাদি ঔষধ উদাবর্ত্তে ও আনাহে প্রয়োজ্য। এই উভয় রোগে বাতানুলোমক ঔষধমাত্রেই হিতকর।

আনাহস্য চিকিৎসা ।

তুল্যকারণকার্য্যত্বাদুদাবর্ত্তহরীং ক্রিয়াম্ ।
আনাহেষু চ কুর্ব্বীত বিশেষশ্চাভিধীয়তে ॥

উদাবর্ত্ত ও আনাহ এই উভয় রোগই প্রায়ই এক কারণে উৎপন্ন, এই নিমিত্ত আনাহ রোগেও উদাবর্ত্তপ্রশমক সমস্ত ক্রিয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু কিছু বিশেষ এই—

ত্রিবৃৎ কৃষ্ণা হরীতক্যো দ্বিচতুঃ পঞ্চভাগিকাঃ ।
গুড়েন তুল্যা গুটিকা হরত্যানাহমুল্বণম্ ॥

তেউড়ী ২ ভাগ, পিঁপুল ৪ ভাগ, হরীতকী ৫ ভাগ এবং গুড় ১১ ভাগ এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া যথাযোগ্য মাত্রায় সেবনীয়। ইহাতে আনাহের শান্তি হয়।

মূত্রকৃচ্ছ্রপ্রশমনীঃ তথাচাপ্যতিবিরেচনীম্ ।
সর্ব্বথৈব প্রযুঞ্জীত ক্রিয়ামানাহশান্তয়ে ॥

আনাহরোগে মূত্রকৃচ্ছ্রপ্রশমক ও অতি বিরেচক যোগ সমস্ত প্রয়োজ্য।

সুজরঞ্চ সরং যদ্‌যদন্নং পানঞ্চ পুষ্টিদম্ ।
উদাবর্ত্তে তথানাহে সেব্যং বর্জ্যং ততোঽন্যথা ॥

যে সকল অন্ন ও পানীয় সুপাচ্য, সারক ও পুষ্টিকর, সেই সমুদায় উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগে সেব্য, ইহার বিপরীত বর্জ্জনীয়।

পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

উন্মাদাধিকারঃ ।

উন্মাদস্য নিরুক্তিঃ ।

মদয়ন্ত্যুদ্গতা দোষা যস্মাদুন্মার্গমাশ্রিতাঃ ।
মানসোঽয়মতো ব্যাধিরুন্মাদ ইতি কীর্ত্তিতঃ ॥

প্রবৃদ্ধ বাতাদি দোষসকল বিমার্গগামী হইয়া মদ অর্থাৎ চিত্তবিভ্রম উৎপাদন করে। ইহারই নাম উন্মাদ। উন্মাদ মানসিক ব্যাধি।

তস্যৈবাবস্থাভেদেন সংজ্ঞান্তরম্ ।

স চাপ্রবৃদ্ধস্তরুণো মদসংজ্ঞাং বিভর্ত্তি চ ॥

অচিরোৎপন্ন অপ্রবৃদ্ধ উন্মাদ মদ নামে অভিহিত হয়।

উন্মাদস্য বিপ্রকৃষ্টং নিদানম্।

বিরুদ্ধ দুষ্টাশুচি ভোজনানি
প্রধর্ষণং দেবগুরুদ্বিজানাম্।
উন্মাদহেতুর্ভয়হর্ষ পূর্ব্বো
মনোঽভিঘাতো বিষমাশ্চ চেষ্টাঃ॥

একত্র সংযুক্ত দুগ্ধ মৎস্যাদি বিরুদ্ধ ভোজন, ধুস্তুরবীজাদি বিষসংযুক্ত ভোজন, অশুচি আহার, দেবতা, গুরু ও ব্রাহ্মণগণের ধর্ষণ, ভয় ও হর্ষ হেতুক চিত্তবিঘাত এবং প্রবল ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করণাদি বিষম চেষ্টা সমূহ উন্মাদরোগের কারণ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

তস্য সন্নিকৃষ্টং নিদানং সংখ্যা চ।

একৈকশঃ সর্ব্বশশ্চ দোষৈরত্যর্থ মূর্চ্ছিতৈঃ।
মানসেন চ দুঃখেন স পঞ্চবিধ উচ্যতে।
বিষাদ্ ভবতি ষষ্ঠশ্চ যথাস্বং তত্র ভেষজম্॥

বায়ু, পিত্ত ও কফ, মিলিত দোষত্রয়, মানসিক দুঃখ ও বিষসেবা এই ছয় কারণে ছয় প্রকার উন্মাদ রোগ উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে বিষজ উন্মাদে বিষঘ্ন ঔষধ প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

তস্য সম্প্রাপ্তিঃ।

তৈরল্পসত্ত্বস্য মলাঃ প্রদুষ্টা-
বুদ্ধের্নিবাসং হৃদয়ং প্রদূষ্য।
স্রোতাংস্যধিষ্ঠায় মনোবহানি
প্রমোহয়ন্ত্যাশু নরস্য চেতঃ॥

ঐ সকল কারণে অল্প সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তির বাতাদি দোষত্রয় দূষিত হইয়া বুদ্ধির স্থান হৃদয়কে দূষিত করিয়া মনোবহ স্রোতঃসকলকে আশ্রয় করিয়া, চিত্তকে বিকৃত করে।

তস্য সামান্যং লক্ষণম্।

ধীবিভ্রমঃ সত্ত্বপরিপ্লবশ্চ
পর্য্যাকুলা দৃষ্টিরধীরতা চ।
আবদ্ধবাক্ত্বং হৃদয়ঞ্চ শূন্যং
সামান্যমুন্মাদ গদস্য লিঙ্গম॥

বুদ্ধিবিভ্রম, চিত্তচাঞ্চল্য, পর্য্যাকুল দৃষ্টি, অধীরতা, অসম্বদ্ধ ভাষিত্ব ও হৃদয়ের শূন্যতা এই গুলি সর্ব্বপ্রকার উন্মাদ রোগের সাধারণ লক্ষণ।

বাতিকোন্মাদস্য নিদানাদি।

রুক্ষাল্প শীতান্ন বিরেক ধাতু-
ক্ষয়োপবাসৈরনিলোঽতিবৃদ্ধঃ।
চিন্তাদি দুষ্টং হৃদয়ং প্রদূষ্য
বুদ্ধিং স্মৃতিঞ্চাপ্যপহন্তি শীঘ্রম্॥
অস্থানহাস্য স্মিতনৃত্য গীত-
বাগঙ্গ বিক্ষেপণ রোদনানি।
পারুষ্য কার্শ্যারুণ বর্ণতাশ্চ
জীর্ণে বলঞ্চানিলজস্য রূপম॥

রুক্ষ, শীতল ও অতি অল্প পরিমিত অন্ন ভোজন, বিরেচন, ধাতুক্ষয় ও উপবাস এই সকল কারণে বায়ু প্রবৃদ্ধ ও কুপিত হইয়া চিন্তাদি হেতু পূর্ব্বাবধি বিকৃত চিত্তকে দূষিত করিয়া শীঘ্র বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির নাশ করিয়া উন্মাদ রোগ উৎপাদন করে। এই বাতিক উন্মাদে অনবসরে হাস্য, স্মিত অর্থাৎ মৃদু হাস্য, নৃত্য, গীত, বাক্যপ্রয়োগ, অঙ্গ বিক্ষেপণ ও রোদন এবং দেহের রুক্ষতা, কৃশতা ও অরুণবর্ণতা এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়। এইরূপ উন্মাদ ভুক্তাহার জীর্ণ হইয়া গেলে প্রবলতা ধারণ করে।

পৈত্তিকোন্মাদস্য নিদানাদি।

অজীর্ণ কট্বম্ল বিদাহি শীতৈ-
র্ভোজ্যৈশ্চিরং পিত্তমুদীর্ণবেগম্।
উন্মাদমত্যুগ্র মনাত্মকস্য
হৃদি স্থিতং পূর্ব্ববদাশু কুর্য্যাৎ॥
অমর্ষ সংরম্ভ বিনগ্নভাবাঃ
সন্তর্জ্জনাভিদ্রবণৌষ্ণ্য রোষাঃ।
প্রচ্ছায় শীতান্ন জলাভিলাষাঃ
পীতা চ ভা পিত্তকৃতস্য লিঙ্গম্॥

আহারের অপরিপাক, কটু, অম্ল, বিদাহী ও উষ্ণ দ্রব্য আহার, এই সকল কারণে পূর্ব্ব সঞ্চিত পিত্ত, অতি প্রবল শক্তিসম্পন্ন ও হৃদয়গত হইয়া ধৃতি ও সত্ত্ববিহীন ব্যক্তির হৃদয়কে পূর্ব্ববৎ দূষিত করিয়া অতি প্রবল উন্মাদ উপস্থিত করে। এই পৈত্তিক উন্মাদে অসহিষ্ণুভাব, বিবিধ বাগাড়ম্বর কথন, বিবস্ত্র হইয়া থাকা, তর্জ্জন, গর্জ্জন (ত্রাসন) দ্রুতবেগে পলায়ন, গাত্রে উষ্ণতা ও দাহবিশেষ, ক্রোধ প্রকাশ, দেহের পীতপ্রভতা, এবং ছায়াসেবনে, শীতল অন্নাহারে ও শীতল জল পানে অভিলাষ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

শ্লৈষ্মিকস্য নিদানং সম্প্রাপ্তির্লক্ষণঞ্চ।

সংপূরণৈর্মন্দ বিচেষ্টিতস্য
সোষ্মা কফো মর্ম্মণি সংপ্রবৃদ্ধঃ।
বুদ্ধিং স্মৃতিঞ্চাপ্যুপহত্য চিত্তং
প্রমোহয়ন্ সংজনয়েদ্ বিকারম্॥
বাক্‌চেষ্টিতং মন্দমরোচকশ্চ
নারী বিবিক্তপ্রিয়তা চ নিদ্রা।
ছর্দ্দিশ্চ লালা চ বলঞ্চ ভুক্তে
নখাদি শৌক্ল্যঞ্চ কফাত্মকে স্যাৎ॥

পরিশ্রমবিহীন ব্যক্তির অতিরিক্ত ও কফকর দ্রব্য ভোজনাদি দ্বারা হৃদয়গত শ্লেষ্মা কুপিত ও পিত্ত সংযুক্ত হইয়া বুদ্ধি ও স্মৃতি শক্তির লোপ এবং চিত্তের মোহ উপস্থিত করিয়া উন্মাদ রোগ উৎপাদন করে। এই কফজ উন্মাদে বাক্য ও চেষ্টার অল্পতা, অরুচি, স্ত্রীপ্রিয়তা, সর্ব্বদা নির্জ্জন স্থানে থাকিতে ইচ্ছা, নিদ্রাধিক্য, বমি, মুখ হইতে লালাস্রাব ও নখাদির শুক্লতা এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়। আহার করিবার পরক্ষণ হইতেই কিয়ৎ কালপর্য্যন্ত এই রূপ ব্যাধির প্রবলতা উপস্থিত হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিকস্য নিদানং লক্ষণঞ্চ।

যঃ সন্নিপাতপ্রভবোঽতিঘোরঃ
সর্ব্বৈঃ সমস্তৈঃ স চ হেতুভিঃ স্যাৎ।
সর্ব্বাণি রূপাণি বিভর্ত্তি তাদৃগ্
বিরুদ্ধ ভৈষজ্য বিধিবিবর্জ্জ্যঃ॥

উল্লিখিত বিবিধ উন্মাদের কারণ সমুদায়ের সমবায় দ্বারা অতি ঘোরতর সান্নিপাতিক উন্মাদ রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে ঐ ত্রিবিধ উন্মাদেরই লক্ষণ সমস্ত উদিত হয়। ইহা অসাধ্য ব্যাধি। কোন ঔষধ প্রয়োগ করিয়া এক দোষের শান্তি করিতে গেলে, অপর দোষ প্রবল হইয়া উঠে। সুতরাং এই ব্যাধিগ্রস্ত রোগী চিকিৎসকের পরিত্যাজ্য।

মনোদুঃখজস্য নিদানাদি।

চৌরৈর্নরেন্দ্রপুরুষৈররিভিস্তথান্যৈ-
র্বিত্রাসিতস্য ধনবান্ধবসংক্ষয়াদ্ বা।
গাঢ়ং ক্ষতে মনসি চ প্রিয়য়া রিরংসো-
র্জায়েত চোৎকটতরো মনসো বিকারঃ॥
চিত্রং ব্রবীতি চ মনোঽনুগতং বিসংজ্ঞো
গায়ত্যথো হসতি রোদিতি চাপি মূঢ়ঃ॥

চৌর, রাজপুরুষ, শত্রু অথবা অন্য হিংস্রাদি কর্ত্তৃক উৎকট ত্রাস সঞ্জনিত হইলে, ধন বা প্রিয় বন্ধু প্রভৃতি বিনষ্ট হইলে এবং কোন স্ত্রীতে অতি প্রগাঢ় অভিলাষ উৎপন্ন হইলে যদি তৎপ্রাপ্তি নিতান্ত অসম্ভাবিত হয়, তাহা হইলে, উৎকট মনোবিকার হেতু উন্মাদ উপস্থিত হয়। ঈদৃশ বিকারগ্রস্ত রোগী অতি আশ্চর্য্য গুপ্ত মনের কথা সকল বলিতে থাকে, চেতনাহীন হয় এবং কখন গান করে, কখন হাসে ও কখন বা রোদন করিতে থাকে।

বিষজস্য লক্ষণম্ ।

রক্তেক্ষণো হতবলেন্দ্রিয়ভাঃ সুদীনঃ
শ্যাবাননো বিষকৃতেঽথ ভবেদ্ বিসংজ্ঞঃ ।

বিষ সেবন জন্য উন্মাদ রোগীর চক্ষুঃ রক্তবর্ণ, বল, ইন্দ্রিয় শক্তি ও দেহের কান্তি নষ্ট, দৈন্য ভাব, মুখ শ্যাববর্ণ ও চেতনা বিলুপ্ত হয়।

উন্মাদানামরিষ্টং লক্ষণম্ ।

অবাঙ্মুখস্তূন্মুখো বা ক্ষীণমাংসবলো নরঃ ।
জাগরূকো হ্যসন্দেহ মুন্মাদেন বিনশ্যতি ।

উন্মাদরোগী কেবল অধোমুখ বা ঊর্দ্ধমুখ হইয়া থাকিলে, তাহার মাংস ও বলের ক্ষয় এবং নিদ্রার অভাব হইলে মৃত্যু আসন্নতর জানিবে।

ভৌতিকস্যোন্মাদস্য লক্ষণম্ ।

অমর্ত্ত্যবাগ্ বিক্রম বীর্য্যচেষ্টো
জ্ঞানাদি বিজ্ঞান বলাদিভির্যঃ ।
উন্মাদকালোঽনিয়তশ্চ যস্য
ভূতোত্থ মুন্মাদ মুদাহরেৎ তম্ ॥

পূর্ব্বতন মনুষ্যেরা বিশ্বাস করিতেন যে, দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব ও পিপাচাদি ভূতগণ মনুষ্যদেহে আবিষ্ট হইয়া আশ্চর্য্য লক্ষণাক্রান্ত বিবিধ পীড়ার উৎপাদন করেন। রোগী অসম্ভাবিত ও অতর্কিত কোন আশ্চর্য্য ও বিস্ময়জনক কথা বলিলে অথবা মনুষ্যের ক্ষমতার অতীত কোন কার্য্য করিলে এইরূপ অদ্ভুত ভাব সকল দর্শন করিয়া তাঁহারা মনুষ্যদেহে ভূতগণের আবেশ হইয়াছে, এইরূপ কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। ঐরূপ উন্মাদব্যাধির নাম ভূতোন্মাদ।

ভূতোন্মাদে রোগীর বাক্য, পরাক্রম, শৌর্য্য, চেষ্টা, জ্ঞান, স্মৃতি, মেধাদি, শিল্পাদি জ্ঞান, বল, চেষ্টা পটুতা এই সকল অমানুষ ভাবসম্পন্ন এবং রোগের প্রকোপকালের বিশেষ নির্দ্দিষ্ট নিয়ম থাকে না। (উন্মাদকালোঽনিয়তঃ) এই স্থলে নিয়তঃ এই পাঠ স্বীকার করিলে রোগের প্রকোপ কাল নিয়মিত এই অর্থ করিতে হইবে, অর্থাৎ দেবগ্রহেরা পূর্ণিমায়, যক্ষেরা প্রতিপদে ও সর্পগ্রহেরা পঞ্চমীতে আবিষ্ট হয়, ইত্যাদি বুঝিতে হইবে।

দেবাবিষ্টস্য লক্ষণম্ ।

সন্তুষ্টঃ শুচিরতিদিব্য মাল্যগন্ধো
নিস্তন্দ্রীরবিতথ সংস্কৃত প্রভাষী ।
তেজস্বী স্থিরনয়নো বরপ্রদাতা
ব্রহ্মণ্যো ভবতি নরঃ স দেবজুষ্টঃ ।

দেব গ্রহাবিষ্ট রোগী সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, শুদ্ধাচারসম্পন্ন, স্বর্গীয় মাল্যের ন্যায় অতিমনোহর গন্ধযুক্ত, তন্দ্রাবিহীন, সতত

সংস্কৃতভাষী, তেজস্বী, স্থিরনেত্র, বরদাতা ও ব্রহ্মণ্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণনিষ্ঠাপরায়ণ, ব্রাহ্মণানুরক্ত বা ঈশ্বরধ্যান রত হইয়া থাকে।

দৈত্যাবিষ্টস্য লক্ষণম্।

সংস্বেদী দ্বিজগুরুদেব দোষবক্তা
জিহ্মাক্ষো বিগতভয়ো বিমার্গ দৃষ্টিঃ।
সন্তুষ্টো ভবতি ন চান্নপান জাতৈ-
র্দুষ্টাত্মা ভবতি স দেবশত্রুজুষ্টঃ॥

বিমার্গদৃষ্টিঃ কুমার্গরতঃ।

দৈত্যাবিষ্ট ব্যক্তি ঘর্ম্মাক্ত দেহ, ব্রাহ্মণ, গুরু ও দেবগণের দোষবক্তা, কুটিলনেত্র, ভয়হীন ও কুমার্গরত হয়। এইরূপ পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি বিবিধ ও প্রচুর অন্নপান ব্যবহারেও পরিতৃপ্ত হয় না।

গন্ধর্ব্বাবিষ্টস্য লক্ষণম্।

হৃষ্টাত্মা পুলিনবনান্তরোপসেবী
স্বাচারঃ প্রিয়পরিগীত গন্ধমাল্যঃ।
নৃত্যন্ বৈ প্রহসতি চারু চাল্পশব্দং
গন্ধর্ব্ব গ্রহপরিপীড়িতো মনুষ্যঃ॥

হৃষ্টাত্মা হৃষ্টজীবাত্মা, পুলিনং তোয়োত্থিতং তটম্, বনান্তরং বনমধ্যম্, তয়োঃ সেবী। চারু চাল্পশব্দমিতি হসনক্রিয়াবিশেষণম্।

গন্ধর্ব্বাবিষ্ট ব্যক্তি হৃষ্টাত্মা, নদীতট ও বনমধ্যবাসী, অনিন্দিতাচার, সঙ্গীতপ্রিয় এবং গন্ধ মাল্য সেবী হয়। ঈদৃশ ব্যক্তি নাচিতে নাচিতে অল্প শব্দযুক্ত মনোহর হাস্য করিতে থাকে।

যক্ষাবিষ্টস্য লক্ষণম্।

তাম্রাক্ষঃ প্রিয়তনু রক্তবস্ত্রধারী
গম্ভীরো দ্রুত গতিরল্প বাক্ সহিষ্ণুঃ।
তেজস্বী বদতি চ কিং দদামি কস্মৈ
যো যক্ষগ্রহপরিপীড়িতো মনুষ্যঃ॥

যক্ষাবিষ্ট ব্যক্তি তাম্রনেত্র, মনোহর সূক্ষ্ম রক্তবস্ত্রধারী, গম্ভীরপ্রকৃতি, দ্রুতগামী, অল্পভাষী, সহিষ্ণু ও তেজস্বী হয়। ঈদৃশ ব্যক্তি বলে যে, কাহাঁকে কি দিব, যাহার যাহা ইচ্ছা আমার নিকট প্রার্থনা করিলেই পাইবে।

পিত্রাবিষ্টস্য লক্ষণম্।

প্রেতানাং স দিশতি সংস্তরেষু পিণ্ডান্
শান্তাত্মা জলমপি চাপসব্য বস্ত্রঃ।
মাংসেপ্সু স্তিলগুড় পায়সাভিলাষী
তদ্ভক্তো ভবতি পিতৃগ্রহাভিজুষ্টঃ॥

প্রেতানাং মৃতানাং পিতৃণাং দিশতি দদাতি। অপসব্যবস্ত্রঃ দক্ষিণস্কন্ধকৃতোত্তরীয়ঃ।

পিতৃগ্রহাবিষ্ট ব্যক্তি, দক্ষিণ স্কন্ধে উত্তরীয় ধারণপূর্ব্বক শান্তচিত্তে কুশপত্ররচিত আস্তরণে মৃত পিতৃগণের পিণ্ড ও সলিল প্রদান করে। এই ব্যক্তি মাংস, তিল, গুড় ও পায়স ভোজনে অভিলাষী এবং পিতৃগণের প্রতি ভক্তিসম্পন্ন হয়।

নাগাবিষ্টস্য লক্ষণম্।

যস্তূর্ব্ব্যাং প্রসরতি সর্পবৎ কদাচিৎ
সৃক্কণৌ মুহুরপি জিহ্বয়াবলেঢ়ি।
ক্রোধালুর্ঘৃত মধুদুগ্ধ পায়সেপ্সু-
র্বিজ্ঞেয়ঃ স খলু ভুজঙ্গমেন জুষ্টঃ॥

সর্পগ্রহাবিষ্ট ব্যক্তি সর্পের ন্যায় ভূমিতে পরিসর্পণ ও জিহ্বা দ্বারা মুহুর্মুহু সৃক্ক অর্থাৎ ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয় অবলেহন করে। ঈদৃশ ব্যক্তি ঘৃত, মধু, দুগ্ধ ও পায়স ভোজনে অভিলাষী এবং অত্যন্ত ক্রোধপরবশ হয়।

রাক্ষসাবিষ্টস্য লক্ষণম্‌।

মাংসাসৃক্ বিবিধ সুরা বিকার লিপ্সু-
র্নির্লজ্জো ভৃশমতি নিষ্ঠুরোঽতিশূরঃ।
ক্রোধালু র্বিপুলবলো নিশাবিহারী
শৌচদ্বিড্‌ভবতি স রাক্ষসৈ র্গৃহীতঃ।

রাক্ষসাবিষ্ট ব্যক্তি মাংস, রক্ত ও বিবিধ সুরায় অভিলাষী, অত্যন্ত নির্লজ্জ, নিরতিশয় নিষ্ঠুর, অতি পরাক্রান্ত, ক্রোধপরবশ, বিপুল বলসম্পন্ন, রাত্রি ভ্রমণশীল ও শৌচবিদ্বেষী হইয়া থাকে।

ব্রহ্মরাক্ষসাবিষ্টস্য লক্ষণম্‌।

দেববিপ্র গুরুদ্বেষী বেদবেদাঙ্গ নিন্দকঃ।
আত্মপীড়াকরোঽ হিংস্রো ব্রহ্মরাক্ষসেবিতঃ।

ব্রহ্মরাক্ষসাবিষ্ট ব্যক্তি দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুর দ্বেষী এবং বেদ ও বেদাঙ্গ সকলের নিন্দা করে। ঈদৃশ ব্যক্তি আত্ম পীড়াকারী ও হিংসা বিবর্জ্জিত হয়।

পিশাচাবিষ্টস্য লক্ষণম্‌।

উদ্ধস্তঃ কৃশপরুষো বিরুদ্ধভাষী
দুর্গন্ধো ভৃশমশুচি স্তথাতিলোলঃ।
বহ্বাশী বিজন বনান্তরোপসেবী
ব্যাচেষ্টন্ ভ্রমতি রুদন্ পিশাচজুষ্টঃ।
উদ্ধস্ত ইত্যত্র উদ্বস্ত্র ইতিপাঠে নগ্ন ইত্যর্থঃ।

পিশাচাবিষ্ট ব্যক্তি উর্দ্ধবাহু (উদ্বস্ত্র এই রূপ পাঠে উলঙ্গ এই অর্থ), কৃশ, রূক্ষাঙ্গ, বিপরীত ভাষী, দুর্গন্ধ দেহ, অতিশয় অশুচি, অন্নপানাদিতে অতি লোলুপ, বিরুদ্ধ চেষ্টাশীল ও রোদনপরায়ণ হয় এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকে।

গ্রহা হিংসার্থং পূজার্থং বা নরান্ গৃহ্নন্তি তত্র হিংসার্থ গৃহীতস্য লক্ষণম্‌।

স্থূলাক্ষো দ্রুতমটনঃ সফেনবামী
নিদ্রালুঃ পততি চ কম্পতে চ যোঽতি।
যশ্চাদ্রি দ্বিরদনগাদি বিচ্যুতঃ স্যাৎ
সোঽসাধ্যো ভবতি তথা ত্রয়োদশেঽব্দে।

গ্রহগণ হিংসার্থ বা পূজাপ্রাপ্ত্যর্থ মনুষ্য-দেহে আবেশ করেন। হিংসার্থ গৃহীত ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চয়। তাদৃশ ব্যক্তি স্থূলনেত্র বেগে ভ্রমণ শীল, ফেন মিশ্রিত বমনকারী ও নিদ্রাসক্ত হয় এবং পতিত হইয়া অত্যন্ত কাঁপিতে থাকে। গ্রহাবিষ্ট রোগী পর্ব্বত, হস্তীপৃষ্ঠ বা বৃক্ষাদি হইতে পতিত হইলে অথবা রোগোৎপত্তির পর ত্রয়োদশ বৎসর অতিক্রম করিলে অসাধ্য হয়।

দেবাদীনামাবেশসময়ঃ।

দেবগ্রহাঃ পৌর্ণমাস্যামসুরাঃ সন্ধ্যয়োরপি।
গন্ধর্ব্বাঃ প্রায়শোঽষ্টম্যাং যক্ষাশ্চ প্রতিপদ্যথ।
কৃষ্ণক্ষয়ে হি পিতরঃ পঞ্চম্যামপি চোরগাঃ।
রক্ষাংসি রাত্রৌ পিশাচাশ্চতুর্দ্দশ্যাং বিশন্তি হি।
দর্পণাদীন্ যথা চ্ছায়া শীতোষ্ণং প্রাণিনো যথা।
স্বমণিং ভাস্করার্চ্চিশ্চ যথা দেহঞ্চ দেহধৃক্।
বিশন্তি চ ন দৃশ্যন্তে গ্রহাস্তদ্বচ্ছরীরিণঃ।

দেবগ্রহ সকল প্রায় পূর্ণিমা তিথিতে, অসুরেরা সন্ধ্যাদ্বয়ে, গন্ধর্ব্বগণ অষ্টমীতে, যক্ষগ্রহ সকল প্রতিপদে, পিতৃগ্রহগণ অমাবস্যায়, সর্পগ্রহেরা পঞ্চমীতে, রাক্ষসগণ রাত্রিতে ও পিশাচেরা চতুর্দ্দশীতে নরদেহে আবিষ্ট হন। যেরূপ, প্রতিবিম্ব দর্পণাদিতে, শৈত্য ও উষ্ণতা প্রাণিগণে, সূর্য্যকিরণ সূর্য্যমণিতে এবং জীবাত্মা জীবদেহে অলক্ষিতভাবে আবিষ্ট হয়, সেইরূপ গ্রহ

সকলও জীবদেহে অলক্ষিতভাবে আবিষ্ট হইয়া থাকে।

উন্মাদস্য চিকিৎসা।

বাতিকে স্নেহপানং প্রাগ্ বিরেকঃ পিত্তসম্ভবে।
কফজে বমনং কার্য্যং পরো বস্ত্যাদিকঃ ক্রমঃ ॥

বাতিক উন্মাদে স্নেহপান, পৈত্তিকে বিরেচন ও শ্লৈষ্মিকে বমনক্রিয়া প্রথমতঃ ব্যবস্থেয়। তৎপরে বস্তিক্রিয়া প্রভৃতি কর্ত্তব্য।

অপস্মারে যদুদ্দিষ্টং কর্ম্ম কল্যাণসাধনম্।
উন্মাদেঽপি চ তৎকার্য্যং সামান্যাদ্ দোষদূষ্যয়োঃ ॥

উন্মাদরোগে দোষ ও দূষ্যের ভাব অপস্মারের ন্যায় হইয়া থাকে। অতএব ইহাতে অপস্মারোক্ত ক্রিয়া সকলও কর্ত্তব্য।

জলাগ্নিদ্রুমশৈলেভ্যো বিষমেভ্যশ্চ তং সদা।
রক্ষেদুন্মাদিনং যত্নাৎ সদ্যঃ প্রাণহরং হি তৎ ॥

উন্মাদরোগীকে জল, অগ্নি, বৃক্ষ, পর্ব্বত ও অন্যান্য বিষম বস্তু হইতে সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে, যেহেতু ঐ সকল দ্বারা সদ্যঃ প্রাণ নষ্ট হইতে পারে।

সংভোজ্য পিকমাংসং তং নির্ব্বাতে স্থাপয়েৎ সুখম্।
ত্যক্ত্বা স্মৃতিমতিভ্রংশং সংজ্ঞাং লব্ধ্বা প্রবুধ্যতে ॥

উন্মাদরোগীকে কোকিলের মাংস ভোজন করাইয়া নির্ব্বাত স্থানে সুখে নিদ্রিত করিবে। ইহাতে রোগী স্মৃতিভ্রংশ ও বুদ্ধিবিকৃতি বিবর্জ্জিত হইয়া স্বাভাবিক সংজ্ঞা লাভ করিয়া জাগরিত হইয়া উঠে।

ব্রাহ্মী কুষ্মাণ্ডীফল ষড়্গ্রন্থা শঙ্খপুষ্পিকা স্বরসাঃ।
দৃষ্টা উন্মাদহৃতঃ পৃথগেতে কুষ্ঠমধুমিশ্রাঃ ॥

ব্রহ্মীশাক, পক্ব কুষ্মাণ্ড, বচ বা ডানকুনি শাক অথবা চোরকাঁচকী ইহাদের স্বরস কুড়চূর্ণ ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে উন্মাদের শান্তি হয়।

কুষ্মাণ্ডবীজকল্কঞ্চ মধুনা দিবসত্রয়ম্।
পীত্বোন্মাদং মহাঘোরং ব্যপহায় সুখী ভবেৎ ॥

পক্ব কুষ্মাণ্ডের বীজ বাঁটীয়া মধুর সহিত তিন দিবস সেবন করিলে পীড়ার উপশম হয়।

পুরাণমথবা সর্পিঃ পিবেৎ প্রাতরতন্দ্রিতঃ ॥

প্রত্যহ প্রাতে পুরাতন ঘৃত পান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

তর্জ্জনং ত্রাসনং দানং সান্ত্বনং হর্ষণং তথা।
বিস্ময়ো বিস্মৃতে র্হেতোর্নয়ন্তি প্রকৃতিং মনঃ ॥

উন্মাদরোগে তর্জ্জন, ত্রাসোৎপাদন, দান, সান্ত্বনা, হর্ষোৎপাদন ও বিস্ময়জনন কর্ত্তব্য। এই সকল দ্বারা পীড়ার বিষয়ে বিস্মৃতি উপস্থিত হইয়া মনঃ প্রকৃতিস্থ হয়।

সিদ্ধার্থকো হিঙ্গু বচা করঞ্জো দেবদারু চ।
মঞ্জিষ্ঠা ত্রিফলা শ্বেতা কটভীত্বক্ কটুত্রয়ম্ ॥
সমাংশানি প্রিয়ঙ্গুশ্চ শিরীষো রজনীদ্বয়ম্।
বস্তমূত্রেণ পিষ্টোঽয়মগদঃ পানমঞ্জনম্ ॥
নস্যমালেপনঞ্চৈব স্নানমুদ্বর্ত্তনং তথা।
অপস্মার বিষোন্মাদ গ্রহালক্ষ্মী প্রশান্তয়ে ॥
ভূতেভ্যশ্চ ভয়ং হন্তি রাজদ্বারে চ শস্যতে।
সর্পিরেতেন সিদ্ধং বা সগোমূত্রং তদর্থকৃৎ ॥

শ্বেতসর্ষপ, হিঙ্গু, বচ, করঞ্জবীজ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শ্বেতঅপরাজিতা, লতাফট্‌কীছাল, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, প্রিয়ঙ্গু, শিরীষবীজ, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগমূত্রের সহিত বাঁটিবে। ইহার জল-সংযোগে পান, ইহার অঞ্জন, নস্য, আলেপন, এতন্মিলিত জলে স্নান ও উদ্বর্ত্তন, ইহার দ্বারা গাত্র মার্জন করিলে অপস্মার, বিষব্যাধি ও উন্মাদাদি প্রশমিত হয়।

উল্লিখিত দ্রব্য সমূহ কল্ক স্বরূপ করিয়া গোমূত্রের সহিত ঘৃত পাক করিয়া ঐ ঘৃত ব্যবহার করিলেও এই পীড়ার শান্তি হয়।

ত্র্যূষণং হিঙ্গু লবণং বচা কটুকরোহিণী।
শিরীষস্য করঞ্জস্য বীজং শ্বেতাশ্চ সর্ষপাঃ॥
গোমূত্রপিষ্টৈরেতৈর্বা বর্ত্তির্নেত্রাঞ্জনে হিতা।
চাতুর্থকমপস্মারমুন্মাদঞ্চ নিযচ্ছতি॥

শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হিঙ্গু, সৈন্ধবলবণ, বচ, কট্‌কী, শিরীষবীজ, করঞ্জবীজ ও শ্বেতসর্ষপ এই সকল দ্রব্য গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহার অঞ্জনে চাতুর্থক জ্বর, অপস্মার ও উন্মাদের শান্তি হয়।

ইষ্টদ্রব্য বিনাশেন মনো যস্যাভিহন্যতে।
তস্য তৎসদৃশপ্রাপ্ত্যা সান্ত্বাশ্বাসৈঃ শমং নয়েৎ॥

ইষ্টদ্রব্যের বিনাশ হেতু মনোবিকার উপস্থিত হইলে তৎসদৃশ দ্রব্য প্রাপণ, সান্ত্বনাও আশ্বাস দ্বারা পীড়ার উপশমের চেষ্টা করিবে।

কামশোক ভয়ক্রোধহর্ষের্ষা লোভসম্ভবান্।
পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বৈরেভিরেব শমং নয়েৎ॥

কাম, শোক, ভয়, ক্রোধ, হর্ষ, ঈর্ষা ও লোভ হেতু উৎপন্ন উন্মাদ রোগে প্রতিদ্বন্দি জ্ঞান দ্বারা পীড়ার উপশমের চেষ্টা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ কামজন্য উন্মাদ শোক জ্ঞাপন দ্বারা ও ভয় জন্য উন্মাদ ক্রোধ জনন দ্বারা প্রতীকর্ত্তব্য। ইত্যাদি।

গন্ধর্ব্বৈঃ পিতৃভি র্দৈবৈরুন্মত্তস্য চ বুদ্ধিমান্।
বর্জ্জয়েদঞ্জনাদীনি তীক্ষ্ণানি ক্রূরমেব চ॥

দেব, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগ্রহগণের আবেশ হেতু বিকৃতচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে তীক্ষ্ণ ও ক্রূর কর্ম্ম সমস্ত নিষিদ্ধ।

কৃষ্ণা মরিচ সিন্ধূত্থ মধু গোপিত্ত নির্ম্মিতম্।
অঞ্জনং সর্ব্বভূতোত্থ মহোন্মাদ বিনাশনম্॥

পিঁপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ ও গোরোচনা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মধু দিয়া মাড়িবে। ইহার অঞ্জনে ভূতোন্মাদের শান্তি হয়।

নিম্বপত্র বচা হিঙ্গু সর্পনির্ম্মোক সর্ষপৈঃ।
ডাকিন্যাদিহরো ধূপো ভূতোন্মাদ বিনাশনঃ॥

নিমপত্র, বচ, হিঙ্গু, সাপের খোলস্ ও সর্ষপ ইহাদের ধূপ দ্বারা ডাকিনী প্রভৃতি দূরীকৃত ও ভূতোন্মাদ নিবারিত হয়।

ঘৃতং পানীয়কল্যাণং ক্ষীরকল্যাণকং তথা।
হিঙ্গ্বাদ্যং চৈতসং চৈব মহাপৈশাচকং ঘৃতম্॥
শিবাঘৃতঞ্চ বৈদ্যেন যোজ্যমুন্মাদশান্তয়ে।

উন্মাদরোগে পানীয়কল্যাণক, ক্ষীরকল্যাণক, চৈতস, হিঙ্গ্বাদ্য, মহাপৈশাচিক ও শিবাঘৃত প্রভৃতি ঔষধ উপকারক।

তৈলং নারায়ণং বাপি মহানারায়ণং তথা।
উন্মাদেষু প্রয়োক্তব্যমিতি চক্রেণ ভাষিতম্॥

সকল প্রকার উন্মাদেই নারায়ণ ও মহানারায়ণ তৈল বিশেষ উপকার প্রদান করে।

চতুর্ম্মুখরসশ্চৈব তথোন্মাদগজাঙ্কুশঃ।
ইত্যাদয়ঃ প্রয়োক্তব্যা রসা উন্মাদশান্তয়ে॥

উন্মারোগে উন্মাদগজাঙ্কুশ, ভূতাঙ্কুশ ও চতুর্ম্মুখ রস প্রভৃতি ঔষধ সর্ব্বদা ব্যবস্থা করা যায়। অনুপান ত্রিফলার জল ও শতমূলীর রস প্রভৃতি।

রক্তশালির্যবো মুদ্গো গোধূমঃ কৌর্ম্মমামিষম্।
ধন্বোম্ভবরসো দ্রাক্ষা কপিত্থং নারিকেলকম্॥
বাস্তুকঞ্চ তথা ব্রাহ্মী কুষ্মাণ্ডস্য ফলং মহৎ।
পটোলং ধারোষ্ণপয়ঃ শতধৌতং তথা হবিঃ॥
পুরাতনং নূতনঞ্চ সুশীতমঙ্গলেপনম্।
হিতান্যুন্মাদথোন্মাদে বিরুদ্ধমশনং সুরা॥
উষ্ণাশনং তীক্ষ্ণবীর্য্যং পত্রশাকং কঠিল্লকম্।
তিক্তানি নিখিলান্যেব ব্যবায়ো নিশিজাগরঃ॥

নিদ্রাতৃষ্ণা ক্ষুধাদীনাং বলাদ্ বেগবিধারণম্ ।
সর্ব্বাণি ক্রূরকর্ম্মাণি মতানি ন শুভায় চ ।

উন্মাদরোগে দাউদখানি তণ্ডুল, যব, মুগ গোধুম, কূর্ম্মমাংস, মরুদেশীয় জীবের মাংসের যূষ, দ্রাক্ষা, কয়েতবেল, কোমল নারিকেল, বাস্তূকশাক, ব্রহ্মীশাক, পককুষ্মাণ্ড, পটোল, ধারোষ্ণ দুগ্ধ, শতধৌত ঘৃত, পুরাতন ঘৃত, নূতন ঘৃত ও সুশীতল অনুলেপন ইত্যাদি হিতজনক এবং বিরুদ্ধ ভোজন, সুরাপান, উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ দ্রব্য ভোজন, পত্রশাক, করলা যাবতীয় তিক্ত দ্রব্য, মৈথুন, রাত্রিজাগরণ, ক্রূরকর্ম্ম সকল এবং নিদ্রা, তৃষ্ণা ও প্রভৃতির বেগ ধারণ অনিষ্টোৎপাদক ।

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

স্মরোন্মাদাধিকারঃ ।

স্মরোন্মাদস্য নিদানম্ ।

উন্মাদো দয়িতাপ্রাপ্তেঃ শুক্রস্য বিকৃতেরপি ।
জননেন্দ্রিয়দোষাচ্চ বৈগুণ্যাদনিলস্য চ ।
পুরুষস্য তথা নার্য্যাঃ স্মরোন্মাদ ইতীরিতঃ ॥

প্রিয়জনের অপ্রাপ্তি, শুক্রের বিকৃতি, জননেন্দ্রিয়ের দোষ এবং বায়ুর বৈগুণ্য এই সকল কারণে যে উন্মাদ ও উপস্থিত হয়। তাহাকে স্মরোন্মাদ বলাযায় ।

তস্য লক্ষণম্ ।

স্তব্ধতা বেপনং শ্বাসঃ প্রলাপঃ পাণ্ডুতা তথা ।
চিন্তাধৈর্য্যং রোদনঞ্চ লক্ষণং স্মরজে মদে ।
চক্ষুরাগস্তদনু মনসঃ সঙ্গতির্ভাবনা চ
ব্যাবৃত্তিঃ স্যাত্তদনু বিষয়গ্রামতশ্চেতসোঽপি ।
নিদ্রাচ্ছেদস্তদনু তনুতা নিস্ত্রপত্বং ততোঽনূ-
ন্মাদো মূর্চ্ছা তদনু মরণং স্যুর্দশাঃ প্রক্রমেণ ॥

স্মরোন্মাদে স্তব্ধতা অথবা কম্প, শ্বাস, প্রলাপ, পাণ্ডুতা, চিন্তা, অধৈর্য্য ও রোদন এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। অথবা নেত্রলোহিত্য, মনের একাগ্রতা, ভাবনা, বিষয়সকল হইতে মনের ব্যাবৃত্তি, নিদ্রানাশ, দেহের শীর্ণতা, নির্লজ্জতা, মত্ততা, মূর্চ্ছা এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটিত হইতে পারে ।

তস্য চিকিৎসা ।

প্রিয়মেলনমেবৈকং স্মরোন্মাদস্য ভেষজম্ ।
উন্মাদো সংকৃতে তত্র ক্রোধোৎপাদনমেব বা ॥

প্রিয়ব্যক্তির সহিত সম্মেলনই স্মরোন্মাদ-রোগের একমাত্র ঔষধ। যাহার জন্য স্মরোন্মাদ রোগ জন্মে, তাহার প্রতি বিশেষ ক্রোধ উৎপাদন করিয়া দিতে পারিলেও পীড়ার শান্তি হইতে পারে ।

অভয়াদিচূর্ণম্ ।

অভয়া ত্রিবৃতা দ্রাক্ষা কুটজস্য ফলং বচা ।
ইন্দ্রবারুণিকামূলং পিপ্পলী গজপিপ্পলী ॥
সুরপ্রিয়ং বিষা বহ্নিঃ শশাঙ্কঃ সূর্য্য এব চ ।
এতচ্চূর্ণং পিবেন্নিত্যং স্মরোন্মাদনিবৃত্তয়ে ॥

হরীতকী, তেউড়ীমূল, দ্রাক্ষা, ইন্দ্রযব, বচ, রাখালসসার মূল, পিঁপুল, গজপিঁপুল, কাবাবচিনি, আতইচ, চিতামূল, কর্পূর ও আকন্দমূল ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া এক আনা মাত্রায়, জল দিয়া সেবন করিলে স্মরোন্মাদের শান্তি হয় ।

স্মরোন্মাদাপহা প্রোক্তা সেবিতর্ত্তু হরীতকী ।

ঋতুহরীতকী সেবন করিলে স্মরোন্মাদের নিবৃত্তি হয় ।

মেদোঘ্নঞ্চৈবজং যচ্চ যৎকফস্য নিবারকম্।
স্মরোন্মাদে প্রয়োক্তব্যং তত্তদ্‌বুদ্ধ্যা ভিষগ্বরৈঃ॥

এই পীড়ায় মেদোঘ্ন ও কফঘ্ন ঔষধ প্রয়োজ্য।

হিতং প্রকীর্ত্তিতঞ্চাত্র শুক্রমেহঘ্নমৌষধম্॥

শুক্রমেহঘ্ন ঔষধও এই পীড়ায় হিতকর।

বাতানুলোমনং যচ্চ সুপাচ্যং বহ্নিদীপনম্।
অত্রান্নং যোজয়েৎ প্রাজ্ঞো বিপরীতং বিবর্জ্জয়েৎ॥

বাতানুলোমক, সুপাচ্য ও বহ্নিদীপক অন্ন এই পীড়ায় প্রয়োজ্য, ইহার বিপরীত বর্জ্জনীয়।

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

গদোদ্বেগাধিকারঃ।

গদোদ্বেগস্য স্বরূপম্।

বিনা ব্যাধিং ব্যাধিশঙ্কা গদোদ্বেগ ইতীরিতঃ।
পদার্থত্বাভাববত্ত্বাদপদার্থগদশ্চ সঃ॥

ব্যাধি ব্যতিরেকে ব্যাধির আশঙ্কাকে গদোদ্বেগ বলা যায়। ইহা প্রকৃত পীড়া নহে, ভ্রমাত্মক জ্ঞানমাত্র! ইহার পদার্থত্ব নাই বলিয়া ইহা অপদার্থগদ বলিয়াও কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

অপদার্থগদস্য নিদানম্।

কায়েন মনসা ভূয়ান্ শ্রমঃ শোকো বলক্ষয়ঃ।
নৈরাশ্যং মানহানিশ্চ মহোদ্বেগো মহাভয়ম্॥
দুরদৃষ্টং বীজদোষঃ সত্ত্বস্যাভাব এব চ।
অপদার্থগদস্যৈতে হেতবঃ কথিতা বুধৈঃ॥

অতিশয় শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম, শোক, বলক্ষয়, আশাভঙ্গ, মানহানি, অতিশয় উদ্বেগ, মহৎভয়, দুরদৃষ্ট, পৈতৃক বীজদোষ এবং সত্ত্বগুণের অভাব এই সকল কারণে অপদার্থ ব্যাধির উৎপত্তি হয়।

তস্য লক্ষণম্।

অদ্ভুতস্য গদস্যাস্য লক্ষণান্যদ্ভুতানি চ।
অসম্ভব্যান্যচিন্ত্যানি মহোৎপাতময়ানি চ॥
কোঽপ্যেবং মন্যতে নূনমুদরং ভুজগোঽবিশৎ।
কোষ্ঠে ভ্রমত্যসৌ নিত্যং ভুঙ্‌ক্তে যদ্ভুজ্যতে ময়া॥
নির্যাস্যতি পথা কেন কেনোপায়েন নঙ্ক্ষ্যতি।
কিং বিধাস্যতি নো জানে দংশ্যো বাহং দুরাত্মনা॥
কোঽপি বা মন্যতে ভেকো মমৈকো মূর্দ্ধ্নি সংস্থিতঃ।
বিঘটয়তি মস্তিষ্কং মারয়িষ্যতি মাং ধ্রুবম্॥
কোঽপীত্থং চিন্তয়েচ্চিরং কায়ঃ কাচময়ো মম।
সঞ্জাতোঽয়মতো রক্ষ্যঃ সদাঘাতাৎ প্রযত্নতঃ॥
ইত্যেবং বহুরূপাভির্ব্যর্থচিন্তাভিরাকুলঃ।
অপদার্থগদী শুষ্যেৎ সদা ভীতঃ সদাসুখী॥
বহুধা বোধিতোঽপ্যেষ সান্ত্বিতোঽপি পুনঃ পুনঃ।
ভ্রমং চিত্তাদ্দূরীকর্ত্তুং ন শক্নোতি ন সাধ্বসম্॥
যশ্চাস্য কথয়েদ্‌ভ্রান্তিং তস্মৈ দ্রুহ্যতি নিত্যশঃ।
প্রীয়তে চ গদোদ্বেগী ব্যাধেঃ সত্ত্বাত্ত্ববাদিনি॥

এই অদ্ভুত পীড়ার লক্ষণ সকলও অদ্ভুত। ঐ সকল লক্ষণ অসম্ভাব্য, অভাবনীয় ও মহোৎপাতময়। কোন রোগী মনে করে, তাহার উদরে একটা সর্প প্রবেশ করিয়াছে, উহা নিরন্তর কোষ্ঠে ভ্রমণ করিতেছে, ভুক্ত আহার দ্রব্য সর্পটাই খাইয়া ফেলে, সর্প কোন পথ দিয়া বহির্গত হইবে, ইহা সর্ব্বদা ভাবিতে থাকে, কি উপায়েই বা বিনষ্ট হইবে, ইহা কি অনিষ্ট করিবে জানি না, দুরাত্মা কখন দংশন করিয়া আমার জীবন নষ্ট করিবে। কেহ বা মনে করে, আমার মস্তকে একটা ভেক রহিয়াছে, উহা মস্তিষ্ক বিঘট্টন করিতেছে, ইহাতে আমার নিশ্চিত মৃত্যু

হইবে। কোন রোগী এইরূপ আশ্চর্য্য চিন্তা করে, তাহার শরীর কাচময় হইয়া গিয়াছে, অতএব ইহাকে আঘাত হইতে সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা উচিত, কারণ আঘাত লাগিলেই ভাঙ্গিয়া যাইবে। গদোদ্বেগ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, এইরূপ নানাবিধ অলীক চিন্তায় আকুল হইয়া ক্রমশঃ শুষ্কদেহ হইয়া যায় এবং সর্ব্বদা ভীত ও অসুখী হইয়া কাল যাপন করে। সহস্র বুঝাইলে এবং পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা করিলেও চিত্ত হইতে ভ্রম ও ভয় দূর করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি তাহার ভ্রম প্রদর্শন করিতে যায় তাহার প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়া দ্রোহ করিতে উদ্যত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি পীড়া সত্য বলে তাহার প্রতি বড়ই সন্তুষ্ট থাকে।

গদোদ্বেগবতা কোষ্ঠে কস্মিংশ্চিদনুভূয়তে।
সুতীব্রা বেদনা প্রায়ঃ পাককোষ্ঠে বিশেষতঃ॥
জিহ্বা স্যাৎ কফলিপ্তাস্য পূতিঃ শ্বাসো নিরেতি চ।
উৎক্লেশশ্চ তথা বান্তিরিত্যজীর্ণলক্ষণম্॥
প্রাখর্য্যং স্পর্শশক্তেশ্চ ত্বাভিমল্লোহিতাস্যতা।
হৃদয়োদরকম্পশ্চ পাণ্ডুত্বমুদরাময়ঃ॥

পাককোষ্ঠে আমাশয়ে।

গদোদ্বেগাক্রান্ত ব্যক্তি কোন কোষ্ঠে বিশেষতঃ আমাশয়ে প্রায় এক প্রকার সুতীব্র বেদনা অনুভব করে। ইহার জিহ্বা কফ-লিপ্ত, পূতিশ্বাস নির্গম, বমনের বেগ এবং বমন এই সকল অজীর্ণের লক্ষণও দেখিতে পাওয়া যায়। স্পর্শশক্তি প্রখর, মুখমণ্ডল উজ্জ্বল ও লোহিতবর্ণ, হৃদয় ও উদরে কম্প দেহের পাণ্ডুতা এবং উদরাময় এই সকল লক্ষণও উপস্থিত হইয়া থাকে।

হৃদি সাংঘাতিকো ব্যাধিঃ কেন বাপ্যনুভূয়তে।
গদোদ্বেগবতান্যেন পুরুষত্বস্য সংক্ষয়ঃ॥
জ্বরঃ সততকোঽন্যেন দুষ্প্রতীকার্য্য এব চ।
কিমাশ্চর্য্যং বেপনাদ্যং জায়তে চ তদা তদা॥

কোন গদোদ্বেগী মনে করে তাহার হৃদয়ে সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছে, কেহ বা ভাবে তাহার পুরুষত্ব নষ্ট হইয়াছে। কেহ বা আপনাকে দুষ্প্রতীকার্য্য দ্বৈকালীক জ্বরে আক্রান্ত মনে করে, ইহা বড় আশ্চর্য্য। ঐ কাল্পনিক জ্বর আসিবার সময় কম্প ও শীত প্রভৃতিও উপস্থিত হইয়া থাকে।

ইত্থং বহুবিধাকারা ব্যাধয়ঃ কল্পনাকৃতাঃ।
ভ্রমরূপাঃ প্রজায়ন্তে নিঃসত্ত্বানামমেধসাম্॥

সত্ত্বগুণহীন ও মেধাশূন্য ব্যক্তিদিগের এই প্রকার বহুবিধ লক্ষণবিশিষ্ট ভ্রমাত্মক কাল্পনিক ব্যাধি উপস্থিত হইয়া থাকে।

শক্যন্তে ব্যাধয়ো বক্তুং নৈতে নিরবশেষতঃ।
বুদ্ধিমদ্ভির্লক্ষণীয়া যথাস্বং দোষলক্ষ্ম চ॥

এই সকল ব্যাধি নিরবশেষে বর্ণনকরা সাধ্যাতীত। বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক স্ববুদ্ধিদ্বারা তৎসমুদায় বিবেচনা করিয়া লইবেন এবং লক্ষণদৃষ্টে দোষের অনুবন্ধ বুঝিবেন।

প্রায়শঃ ষোড়শাদর্ব্বাঙ্ নচ পঞ্চাশতঃ পরম্।
ব্যাধিরেষ প্রদৃশ্যেত হেতুস্তত্র মনোগতিঃ॥

প্রায় ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে এবং পঞ্চাশ বৎসরের পর এই পীড়া হইতে দেখা যায়না, এই মধ্যবর্ত্তীকালে মনের নানাপ্রকার গতি হওয়াতে এই পীড়া জন্মিয়া থাকে।

মাসি মাসি রজঃস্রাবাৎ সর্ব্বে শুধ্যন্তি ধাতবঃ।
অতঃ স্নায়ুগদঃ স্ত্রীণামেব প্রায়ো ন জায়তে॥

স্ত্রীদিগের প্রতিমাসে রজঃস্রাব হওয়াতে দৈহিক ধাতুসমস্ত বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

এইজন্য উহাদিগের প্রায় এই গদোদ্বেগ পীড়া হইতে দেখা যায় না।

গদোদ্বেগস্য চিকিৎসা।

সান্ত্বনাশ্বাসনস্নেহহর্ষণৈঃ পবিচর্য্যয়া।
অপদার্থগদাক্রান্তং চিকিৎসেৎ তর্পণেন চ॥

অপদার্থ গদাক্রান্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা, আশ্বাসন, স্নেহ, হর্ষণ, পরিচর্য্যা ও তর্পণ ক্রিয়াদ্বারা চিকিৎসা করিবে।

পাচনং বহ্নিকৃদ্ যচ্চ যদ্ বাতস্যানুলোমনম্।
পিত্তঘ্নন্নাতিকফকৃৎ তদ্ যুঞ্জ্যাদত্র ভেষজম্॥

যে ঔষধ পাচক, অগ্নিজনক, বাতানুলোমক, পিত্তনাশক অথচ অধিক কফবর্দ্ধক নহে, তাহা এই পীড়ায় প্রয়োজ্য।

বাতব্যাধ্যধিকারোক্ত তৈলানি চ ঘৃতানি চ।
যুক্ত্যা যুঞ্জ্যাদ্ভিষক্ প্রাজ্ঞো ভেষজঞ্চ রসায়নম্॥

বাতব্যাধি অধিকারে যে সকল তৈল ও ঘৃত উক্ত হইয়াছে, তৎসমুদায় এবং রসায়ন ঔষধ সকল যথাযুক্তি প্রয়োগ করিবে।

গদো মিথ্যেতি ন বদেদুদ্বিগ্নস্য কদাচন।
স যদ্ব্রবীতি বৃত্তান্তং শৃণুয়াদবধানবান্॥

চিকিৎসক কখন গদোদ্বেগীকে, তাহার পীড়া মিথ্যা একথা বলিবেন না। সে, পীড়ার বৃত্তান্ত যাহা বলে অবধানের সহিত শ্রবণ করিবেন।

অত্র পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা।

হৃদ্যং স্নিগ্ধঞ্চ পানান্নং সুপাচ্যং দেহপোষণম্।
অপদার্থগদে প্রোক্তং শুভায়ান্নন্ন শর্ম্মণে।

যে অন্ন ও পানীয় হৃদ্য, স্নিগ্ধ, সুপাচ্য ও দেহের পুষ্টিকর, তৎসমুদায় এই পীড়ায় হিতকর। ইহার বিপরীত অনিষ্টজনক জানিবে।

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

মূর্চ্ছাধিকারঃ।

মূর্চ্ছায়া নিদানং সম্প্রাপ্তিশ্চ।

ক্ষীণস্য বহুদোষস্য বিরুদ্ধাহারসেবিনঃ।
বেগাঘাতাদভীঘাতাদ্ধীনসত্ত্বস্য বা পুনঃ॥
করণায়তনেষূগ্রা বাহ্যেষ্বাভ্যন্তরেষু চ।
নিবিশন্তে যদা দোষাস্তদা মূর্চ্ছন্তি মানবাঃ॥

বহুদোষস্যাধিকদোষস্য নত্বনেকদোষস্য, তথা সতি মূর্চ্ছা ত্রিদোষৈব স্যাৎ, তথৈবাস্তু কো দোষঃ? অত্র পৃথগ্দোষাণাং মূর্চ্ছানাং বক্ষ্যমাণত্বাৎ। বেগাঘাতাৎ মলাদেঃ, অভীঘাতাৎ লগুড়াদিনা, হীনসত্ত্বস্য স্বল্পসত্ত্বগুণস্য অর্থাদধিকতমোগুণস্য, সা চ উক্তা মূর্চ্ছা পিত্ততমঃপ্রায়েতি। করণায়তনেষু করণং মনঃ তস্যায়তনেষু স্বস্থানেষু বাহ্যেষু কর্ম্মেন্দ্রিয়েষু, আভ্যন্তরেষু বুদ্ধীন্দ্রিয়েষু।

বিরুদ্ধ ভোজন, মলাদির বেগধারণ ও লগুড়াদিদ্বারা আঘাতপ্রাপ্তি এই সকল কারণে এবং দুর্ব্বল ও বহুদোষব্যাপ্তদেহ ব্যক্তির ও যাহার সত্ত্বগুণ অতিঅল্প, তমোগুণ অধিক, তাহার বাহ্য এবং আভ্যন্তর ইন্দ্রিয়ে উগ্রদোষ সকল নিবিষ্ট হইয়া মূর্চ্ছা রোগ উৎপাদন করে।

তস্য সামান্যং লক্ষণম্।

সংজ্ঞাবহাসু নাড়ীষু পিহিতাস্বনিলাদিষু।
তমোঽভ্যুপৈতি সহসা সুখদুঃখব্যপোহকৃৎ।
সুখদুঃখব্যপোহাচ্চ নরঃ পততি কাষ্ঠবৎ।
মোহো মূর্চ্ছেতি তামাহুঃ ষড়্‌বিধা সা প্রকীর্ত্তিতা।

জ্ঞানবাহিনী যাবতীয় নাড়ী বাতাদিদ্বারা আচ্ছন্ন হইলে সহসা সুখ ও দুঃখজ্ঞাননাশক

তমোগুণ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সুখ দুঃখজ্ঞানের নাশহেতু মনুষ্য কাষ্ঠবৎ পতিত হয়। এই পীড়ার নাম মোহ বা মূর্চ্ছা। ইহা ছয় প্রকার।

বাতাদিভিঃ শোণিতেন মদ্যেন চ বিষেণ চ।
ষট্স্বপ্যেতাসু পিত্তন্তু প্রভুত্বেনাবতিষ্ঠতে।

বায়ু, পিত্ত ও কফ ইহাদের প্রকোপহেতু, রক্তদর্শনাদি জন্য এবং অনুচিত মদ্যপান ও বিষসেবন দ্বারা মূর্চ্ছা রোগ উৎপন্ন হয়। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, রক্তদর্শনাদিজাত, মদ্যজ এবং বিষজ এই ছয় প্রকার মূর্চ্ছাতেই পিত্ত প্রভুত্বে অবস্থিত জানিবে।

মূর্চ্ছায়াঃ পূর্ব্বরূপম্ ।

হৃৎপীড়া জৃম্ভণং গ্লানিঃ সংজ্ঞাদৌর্বল্যমেব চ।
সর্ব্বাসাং পূর্ব্বরূপাণি যথাস্বং তাং বিভাবয়েৎ॥

সংজ্ঞাদৌর্ব্বল্যম্ অসম্যগ্‌জ্ঞানত্বম্। যথাস্বং তাং বিভাবয়েৎ তাং মূর্চ্ছাং যথাস্বং বাতজাদিভেদেন জানীয়াৎ ব্যক্তরূপাবস্থায়াং ন তু পূর্ব্বরূপাবস্থায়াম্।

মূর্চ্ছা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে হৃদয়ে পীড়াবিশেষ, জৃম্ভা, গ্লানি ও জ্ঞানের দৌর্ব্বল্য এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হইয়া থাকে। মূর্চ্ছার ব্যক্তরূপাবস্থায় উহা কোন্ দোষ হইতে জাত, তাহা জানিতে পারা যায়।

বাতজায়া মূর্চ্ছায়া লক্ষণম্ ।

নীলং বা যদিবা কৃষ্ণমাকাশমথবারুণম্।
পশ্যংস্তমঃ প্রবিশতি শীঘ্রঞ্চ প্রতিবুধ্যতে।
বেপথুশ্চাঙ্গমর্দ্দশ্চ প্রপীড়া হৃদয়স্য চ।
কার্শ্যং শ্যাবারুণাচ্ছায়া মূর্চ্ছায়ে বাতসম্ভবে।

নীলং নীলবর্ণং, কৃষ্ণং কজ্জলাভম্, অরুণম্ অলক্তরাগম্। তমঃ প্রবিশতি মূর্চ্ছতি। শ্যাবারুণাচ্ছায়া গাত্রস্য। মূর্চ্ছায়া মূর্চ্ছায়োঽপি পর্য্যায়ঃ। যত উক্তম্। সংজ্ঞোপঘাতো মূর্চ্ছায়ো মূর্চ্ছা স্যান্মূর্চ্ছনং তথা। কশ্মলং প্রলয়ো মোহঃ সন্ন্যাসস্তু মৃত্যোপম ইতি।

রোগী যদি নীল, কৃষ্ণ অথবা অরুণবর্ণ আকাশ দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হয় ও শীঘ্র সংজ্ঞালাভ করে এবং এবং কম্প, অঙ্গমর্দ্দ, হৃদয়পীড়া, কৃশতা ও শ্যাব বা অরুণবর্ণ গাত্রকান্তি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই মূর্চ্ছাকে বাতজ বলিয়া জানিবে।

পিত্তজায়া লক্ষণম্ ।

রক্তং হরিতবর্ণং বা বিয়ৎ পীতমথাপি বা।
পশ্যংস্তমঃ প্রবিশতি সস্বেদশ্চ প্রবুধ্যতে।
সপিপাসঃ সসন্তাপো রক্তপীতাকুলেক্ষণঃ।
সংভিন্নবর্চ্চাঃ পীতাভো মূর্চ্ছায়ে পিত্তসম্ভবে।

পিত্তজ মূর্চ্ছায় রোগী রক্ত, হরিত বা পীতবর্ণ আকাশ দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হয় এবং পশ্চাৎ ঘর্ম্মাক্তদেহ, পিপাসান্বিত, সন্তাপযুক্ত ও পীতকায় হইয়া জাগরিত হইয়া উঠে। এই কালে ইহার চক্ষুঃ রক্ত, পীত বা অরুণ বর্ণ হয় এবং মলনির্গম হইয়া থাকে।

কফজায়া লক্ষণম্ ।

মেঘসঙ্কাশমাকাশং তমোভির্বা ঘনৈর্বৃতম্।
পশ্যংস্তমঃ প্রবিশতি চিরাচ্চ প্রতিবুধ্যতে।
গুরুভিঃ প্রাবৃতৈরঙ্গৈর্যথৈবার্দ্রেণ চর্ম্মণা।
সপ্রসেকঃ সহৃল্লাসো মূর্চ্ছায়ে কফসম্ভবে।

মেঘসঙ্কাশং শুভ্রমেঘসঙ্কাশমিত্যর্থঃ। ঘনৈর্নিবিড়ৈস্তমোভিরন্ধকারৈঃ। গুরুভিরঙ্গৈরুপলক্ষিতঃ।

শ্লৈষ্মিক মূর্চ্ছায় শুভ্রমেঘনিভ অথবা নিবিড় অন্ধকারাবৃত আকাশদর্শনানন্তর মূর্চ্ছা

হয়। ইহাতে দীর্ঘকাল পরে মূর্চ্ছাভঙ্গ হয় এবং তৎকালে রোগী আপন অঙ্গসকল আর্দ্রচর্ম্মবেষ্টিতবৎ গুরু বোধ করে এবং মুখদ্বারা জলস্রাব ও বমির বেগ হইয়া থাকে।

চরকোক্ত ত্রিদোষজমূর্চ্ছালক্ষণম্‌।

সর্ব্বাকৃতিঃ সন্নিপাতাদপস্মার ইবাগতঃ।
স জন্তুং পাতয়ত্যাশু বিনা বীভৎসচেষ্টিতৈঃ॥

অপস্মার ইবাগতস্তেন মহতাভিঘাতেন পতিতঃ চিরেণ প্রতিবুধ্যতে চ তর্হি তয়োঃ কো ভেদ ইত্যত্র আহ। সান্নিপাতিকমূর্চ্ছায়ঃ ফেনবমনদন্তঘটনাক্ষি-বিকৃত্যাদিভির্বীভৎসচেষ্টিতৈর্বিনাপি পাতয়তি।

সুশ্রুতে ত্রিদোষজ মূর্চ্ছার উল্লেখ নাই। চরক তাহা অতিরিক্ত বর্ণন করিয়াছেন। চরকোক্ত সান্নিপাতিক মূর্চ্ছার লক্ষণ এই, ইহাতে বাতজাদি ত্রিবিধ মূর্চ্ছারই লক্ষণ সকল মিলিত হয়। ইহাতে মনুষ্য অপস্মারবৎ প্রবলবেগে পতিত ও দীর্ঘকালে চেতনাপ্রাপ্ত হয়। অপস্মারে যেরূপ ফেনবমন, দন্তঘটন ও নেত্রবিকৃতি প্রভৃতি ভয়ানক বিকৃত অঙ্গব্যাপার সকল বর্ত্তমান থাকে, সান্নিপাতিক মূর্চ্ছায় তাহা থাকে না, উভয়ের এইমাত্র ভেদ।

রক্তজায়া নিদানম্‌।

পৃথিব্যম্বুস্তমোরূপং রক্তগন্ধস্তদন্বয়ঃ।
তস্মাদ্রক্তস্য গন্ধেন মূর্চ্ছন্তি ভুবি মানবাঃ।
দ্রব্যস্বভাব ইত্যেকে দৃষ্ট্বা যদভিমুহ্যতি॥

মৃত্তিকা ও জল তমোগুণবহুল, রক্তগন্ধ ও মৃত্তিকাজলাত্মক বলিয়া সুতরাং অধিক তমোগুণবিশিষ্ট। তজ্জন্য রক্তের গন্ধ আঘ্রাণে মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়। কেহ কেহ বলেন দ্রব্যের স্বভাবই কারণ, যেহেতু গন্ধ আঘ্রাণ না করিয়া দর্শন করিলেও মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। রক্তের এমনি শক্তি যে উহার গন্ধাঘ্রাণ বা দর্শন করিলেও মূর্চ্ছা উৎপন্ন হয়।

রক্তেন মূর্চ্ছিতস্য লক্ষণম্‌।

স্তব্ধাঙ্গদৃষ্টিস্ত্বসৃজা গূঢ়োচ্ছ্বাসশ্চ মূর্চ্ছিতঃ॥

রক্তদর্শনাদি হেতু মূর্চ্ছিত ব্যক্তির অঙ্গ স্তব্ধীভূত এবং অব্যক্তরূপে শ্বাসক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়।

মদ্যজায়া বিষজায়াশ্চ নিদানম্‌।

গুণাস্তীব্রতরত্বেন স্থিতাস্তু বিষমদ্যয়োঃ।
ত এব তস্মাত্তাভ্যাস্তু মোহৌ স্যাতাং যথেরিতৌ॥
ত এব গুণাঃ লঘুরুক্ষাশুবিশদাদয়ঃ।

লঘু, রুক্ষ, আশু, বিশদ ও ব্যবায়ি প্রভৃতি গুণসকল তৈলাদিতে ব্যস্তসমস্তভাবে থাকে, কিন্তু উহারা বিষ ও মদ্য এই দুইটী পদার্থে অতিতীব্রভাবে বর্ত্তমান থাকে। মদ্য অপেক্ষা বিষে আরও বলবত্তরভাবে থাকে। ঐ সকল তীব্রগুণের সত্ত্বাহেতু মদ্য ও বিষ সেবনদ্বারা নিম্নলিখিত লক্ষণসম্পন্ন মূর্চ্ছা উৎপন্ন হয়।

মদ্যজায়া লক্ষণম্‌।

মদ্যেন প্রলপন্‌ শেতে নষ্টবিভ্রান্তমানসঃ।
গাত্রাণি বিক্ষিপন্‌ ভূমৌ জরাং যাবন্ন যাতি তৎ॥

কোন ব্যক্তি অধিক পরিমাণে মদ্য পান করিলে জ্ঞানরহিত ও ভ্রান্তচিত্ত হইয়া অঙ্গ-সকল আক্ষিপ্ত করিয়া প্রলাপ করিতে করিতে ভূমিতে পতিত অর্থাৎ মূর্চ্ছিত হয়। পীত মদ্য যাবৎ না জীর্ণ হয়, তাবৎ চেতনার উদয় হয় না। ইহার নাম মদ্যজ মূর্চ্ছা।

বিষজায়া লক্ষণম্।

বেপথু স্বপ্ন তৃষ্ণাঃ স্যুস্তমশ্চ বিষমূর্চ্ছিতে।
বেদিতব্যং তীব্রতরং যথাস্বং বিষলক্ষণৈঃ॥

বিষস্য মূল কন্দ ফল পত্র ক্ষীরাদিভেদভিন্নস্য যথাস্বং লক্ষণমুক্তং সুশ্রুতে কল্পস্থানে, তল্লক্ষণং মদ্যাপেক্ষয়া তীব্রতরং বেদিতব্যম্।

মূল, কন্দ, ফল, পত্র ও ক্ষীরাদি ভেদে বিবিধ বিষের যে ভিন্ন লক্ষণ উক্ত আছে, সেই সমুদায়, যদিও মদ্যে অবস্থিত আছে, তথাপি বিষে তদপেক্ষা তীব্রভাবে থাকে। ঐ বিষসেবনদ্বারা মূর্চ্ছিত হইলে কম্প, নিদ্রা, তৃষ্ণা ও অন্ধকার দর্শন এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

মূর্চ্ছা পিত্ততমঃপ্রায়া রজঃ পিত্তানিলাদ্ ভ্রমঃ।
তমোবাতকফাৎ তন্দ্রা নিদ্রা শ্লেষ্মতমোভবা॥

সংজ্ঞানাশসাধর্ম্ম্যাৎ মূর্চ্ছাভ্রমতন্দ্রানিদ্রাণাং কো ভেদঃ? ইত্যত আহ। মূর্চ্ছা পিত্ততমঃপ্রায়েত্যাদি।

মূর্চ্ছা, ভ্রম, তন্দ্রা ও নিদ্রা এই সকলেই চৈতন্য হানি হয়, অতএব ইহাদের কি ভেদ আছে, তাহা লিখিত হইতেছে।

পিত্ত ও তমোগুণের যোগে মূর্চ্ছা, রজোগুণ, পিত্ত ও বায়ুর একত্র মিলনে ভ্রমরোগ, তমোগুণ, বায়ু ও কফের যোগে তন্দ্রা এবং শ্লেষ্মা ও তমোগুণের যোগে নিদ্রা উপস্থিত হইয়া থাকে।

ভ্রমরোগস্য লক্ষণম্।

এতদ্ ভ্রমতি বিশ্বং বা দেহং বা ভ্রমতি স্বকম্।
জ্ঞানমেবংবিধং প্রোক্তং ভ্রমরোগাভিধানকম্॥

বিশ্বস্থ সমস্ত পদার্থ যেন আমার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে, অথবা অন্য পদার্থ সকল স্থির আছে, কেবল আমার দেহই যেন ঘুরিতেছে, এইরূপ ভ্রমজ্ঞানকে ভ্রমরোগ বলে।

তন্দ্রায়া লক্ষণম্।

ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বসংবিত্তির্গৌরবং জৃম্ভণং ক্লমঃ।
নিদ্রার্ত্তস্যেব যস্যেতি তস্য তন্দ্রাং বিনির্দ্দিশেৎ॥

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বিষয়েষু অসংবিত্তিরসম্যগ্জ্ঞানম্। ইতি ইন্দ্রিয়ার্থাসম্যগ্জ্ঞানাদি। যস্যেত্যত্র যস্যেহা ইতি পাঠান্তরে ঈহা চেষ্টা জৃম্ভাদিরূপঃ কায়িকব্যাপারঃ।

নিদ্রার্ত্ত ব্যক্তির ন্যায় ইন্দ্রিয় বিষয় সকলে অসম্যক্ জ্ঞান, শরীর ভার, জৃম্ভা ও ক্লম এইগুলি উপস্থিত হইলে তাহাকে তন্দ্রা বলা যায়।

নিদ্রায়া লক্ষণম্।

যদা তু মনসি ক্লান্তে কর্ম্মাত্মানঃ ক্লমান্বিতাঃ।
বিষয়েভ্যো নিবর্ত্তন্তে তদা স্বপিতি মানবঃ॥

কর্ম্মাত্মান ইন্দ্রিয়াণি।

যখন শ্রমাদি দ্বারা মন ক্লান্ত হওয়াতে ইন্দ্রিয়গণ শ্রান্ত হইয়া স্ব স্ব বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয়, তখন মনুষ্য নিদ্রিত হইয়া পড়ে।

সন্ন্যাসস্য সম্প্রাপ্তির্লক্ষণঞ্চ।

বাগ্দেহমনসাং চেষ্টা-মাক্ষিপ্যাতিবলা মলাঃ।
সংন্যস্যন্ত্যবলং জন্তুং প্রাণায়তনমাশ্রিতাঃ।
স না সন্ন্যাসসন্ন্যস্তঃ কাষ্ঠীভূতো মৃতোপমঃ।
প্রাণৈর্বিমুচ্যতে শীঘ্রং মুক্ত্বা সদ্যঃফলাং ক্রিয়াম্॥

আক্ষিপ্য বিনাশ্য। সংন্যস্যন্তি মূর্চ্ছয়ন্তি। প্রাণায়তনং হৃদয়ম্। সন্ন্যস্তঃ মূর্চ্ছিতঃ। কাষ্ঠীভূতঃ ক্রিয়ারহিতঃ অতএব মৃতোপমঃ। সদ্যঃফলাং ক্রিয়াং সূচীব্যধনাঞ্জনাবপীড়কর্ণিকচ্ছুঘর্ষণাদিরূপাম্।

অতি প্রবৃদ্ধ দোষসকল, প্রাণের স্থান হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া বাক্য, দেহ ও মনের চেষ্টাকে বিনাশ করিয়া দুর্ব্বল মনুষ্যকে মূর্চ্ছিত করে। মূর্চ্ছিত ব্যক্তি কাষ্ঠবৎ নিষ্ক্রিয় ও

মৃতবৎ হইয়া যায়। সেই সময় যদি সূচীবেধ, তীক্ষ্ণ অঞ্জনদান, তীক্ষ্ণ নস্য প্রয়োগ এবং আলকুশী ঘর্ষণ প্রভৃতি সদ্যঃফলদায়ক ক্রিয়া সকলের অনুষ্ঠান করিয়া চেতনার উদয় না করা যায়, তাহা হইলে সেই মূর্চ্ছা মৃত্যুরূপে পরিণত হয়।

দোষেষু মদমূর্চ্ছায়া গতবেগেষু দেহিনাম্।
স্বয়মপ্যুপশাম্যন্তি সন্ন্যাসো নৌষধৈর্বিনা॥

মদশ্চ মূর্চ্ছায়াশ্চ মদমূর্চ্ছায়াঃ। মদঃ অপ্রবৃদ্ধ উন্মাদঃ মূর্চ্ছায়াঃ মূর্চ্ছাঃ। মূর্চ্ছায়াঃ ইতি মূর্চ্ছায়শব্দস্য জসি রূপম্। মূর্চ্ছায়শব্দো মূর্চ্ছাশব্দস্য পর্য্যায়ঃ। মদো মূর্চ্ছাশ্চ ঔষধৈরুপশাম্যন্তি, বেগহানৌ স্বয়মপি চ উপশাম্যন্তি। সন্ন্যাসস্তু কদাপি স্বয়ং নোপশাম্যতি, তচ্ছান্তয়ে ভেষজমবশ্যং প্রয়োক্তব্যম্।

মদ ও মূর্চ্ছা রোগ কখন ঔষধ দ্বারা উপশমিত হয় অথবা কখন বেগাপগমে ঔষধের সাহায্য ব্যতিরেকেও স্বয়ং নিবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু সন্ন্যাসরোগ, বিশেষ ঔষধ প্রয়োগ ব্যতিরেকে কখনই স্বয়ং শান্ত হয় না।

শৈশবসন্ন্যাসস্য নিদানং লক্ষণঞ্চ।

দুষ্টস্তন্যস্য পানাচ্চ সদা শীতগৃহে স্থিতেঃ।
বাতাতপবিহীনে বা দুষ্টানিলবিদূষিতে॥
পানাশনবিহারৈশ্চ দোষলৈর্বহুভিঃ শিশুঃ।
সন্ন্যাসাখ্যেন রোগেণ পীড্যতে ক্রিমিভিস্তথা॥
উত্তারনয়নঃ স স্যাদাক্ষিপ্তাঙ্গস্তসংজ্ঞকঃ।
দারুবৎপতিতো ভূমৌ দৃঢ়কায়ো মৃতোপমঃ॥
নাম্না শৈশবসন্ন্যাসো গদোঽয়ং শিশুপীড়নঃ।
ক্রিয়া সদ্যঃফলা চাত্র রেচনঞ্চ হিতং মতম্॥

বায়ু ও রৌদ্রের গতিবর্জ্জিত গৃহ, সর্ব্বদা শীতল থাকে, তাহাতে সর্ব্বদা স্থিতি, বিকৃত স্তনদুগ্ধ পান, অন্যান্য দোষজনক পানীয় পান, আহার ও আচরণ এবং ক্রিমিসঞ্চয় এই সকল কারণে শিশু, সন্ন্যাসনামক পীড়ায় আক্রান্ত হয়। ইহাতে শিশু উত্তারনেত্র, আক্ষিপ্তদেহ, সংজ্ঞাহীন, কাষ্ঠবৎ ভূমিতে পতিত, দৃঢ়শরীর ও মৃতবৎ হয়। এই পীড়ার নাম শৈশবসন্ন্যাস (রসতড়কা)। ইহা শিশুদিগের অতিশয় অহিতকর। ইহাতেও পূর্ব্ববৎ সদ্যঃফলজনক ক্রিয়া সমস্ত এবং এরণ্ডতৈলাদি দ্বারা বিরেচন হিতজনক।

মূর্চ্ছায়াশ্চিকিৎসা।

সেকাবগাহৌ মণয়ঃ সহারাঃ
শীতাঃ প্রদেহা ব্যজনানিলশ্চ।
শীতানি পানানি চ গন্ধবন্তি
সর্ব্বাসু মূর্চ্ছাস্বনিবারিতানি॥

মস্তকাদিতে জলসেচন, অবগাহন, চন্দ্রকান্তাদি মণিধারণ, মুক্তাদিহারধারণ, অঙ্গে চন্দনাদি লেপন, ব্যজনবায়ু এবং কর্পূরাদি দ্বারা সুগন্ধীকৃত শীতল পানীয়, সকল মূর্চ্ছাতেই প্রয়োজ্য।

রক্তজায়াস্তু মূর্চ্ছায়াং হিতঃ শীতক্রিয়াবিধিঃ॥

রক্ত দর্শন ও রক্তের গন্ধ আঘ্রাণাদি দ্বারা উৎপন্ন মূর্চ্ছায় শীতল ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

মৃদুবীর্য্যং হিতং মদ্যং মূর্চ্ছায়ে মদ্যসম্ভবে।
সেবনং ফণিফেনস্য স্তোকমাত্রস্য চাম্ভসা।

মদ্যজাত মূর্চ্ছাতে মৃদুবীর্য্য মদ্য হিতকর। ইহাতে অল্পপরিমিত অহিফেন জলে গুলিয়া সেবন করিলে অনেক উপকার দর্শে।

বমনং পীতমদ্যস্য মদ্যমূর্চ্ছাহরং মতম্॥

পীত মদ্যের বমন দ্বারা মদ্যপানজাত মূর্চ্ছার নিবারণ হয়।

শীতক্রিয়াশ্চ নিখিলা নিদ্রা চাত্র হিতা মতা॥

ইহাতে সমস্ত প্রকার শীতল ক্রিয়া এবং নিদ্রা সেবন বিশেষ উপকারক ।

বিষজায়াং বিষঘ্নানি ভেষজানি প্রয়োজয়েৎ ।

বিষ সেবন জাত মূর্চ্ছাতে বিষঘ্ন ঔষধ প্রয়োগ করিবে ।

কোলমজ্জোষণোশীরকেশরং শীতবারিণা ।
পীতং মূর্চ্ছাং জয়েল্লীঢ়া কৃষ্ণা বা মধুসংযুতা ॥

কুলআঁটির শস্য, পিঁপুল, বেণার মূল ও নাগেশ্বর এই সমুদায়ের চূর্ণ শীতল জলের সহিত অথবা পিঁপুলচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে মূর্চ্ছা নিবারণ হয় ।

পীতং পয়শ্চ ধারোষ্ণং মূর্চ্ছায়ান্তকরং পরম্ ।
মূর্চ্ছায়স্য মূর্চ্ছায়া অন্তকরং নাশকম্ ।

প্রত্যহ ধারোষ্ণ দুগ্ধপান করিলে মূর্চ্ছা-রোগের শান্তি হয় ।

শিরীষবীজগোমূত্রকৃষ্ণামরিচসৈন্ধবৈঃ ।
অঞ্জনং স্যাৎ প্রবোধায় সরসোনশিলাবচৈঃ ॥

শিরীষবীজ, পিঁপুল, মরিচ, সৈন্ধব লবণ, রসুন, মনছাল ও বচ এই সমুদায় দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া তাহা অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিলে মূর্চ্ছার শান্তি হয় ।

অঞ্জনং সমাগারক্তং মধুসিন্ধুশিলোষণৈঃ ।
প্রমোহপ্রোহি ভবতি ভাবিতং ভিষজাং বরৈঃ ।

সৈন্ধব লবণ, মনছাল ও মরিচ মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া অঞ্জন দিলে মূর্চ্ছা নিবারণ হয় ।

মধুকসারসিন্ধূত্থবচোষণকণাঃ সমাঃ ।
শ্লক্ষ্ণং পিষ্ট্বাম্ভসা নস্যং কুর্য্যাৎ সংজ্ঞোদয়ায় চ ॥

চৈতন্য আনয়নের জন্য মৌলের আটা, সৈন্ধব লবণ, বচ, মরিচ ও পিঁপুল সমভাগে জলের সহিত পেষণ করিয়া তাহার নস্য প্রয়োজ্য ।

পিবেদ্ দুরালভাক্কাথং সঘৃতং ভ্রমশান্তয়ে ।
ত্রিফলায়াঃ প্রয়োগো বা প্রয়োগঃ পয়সোঽপি বা ।
রসায়নানাং কৌম্ভস্য সর্পিষো বা প্রশস্যতে ।

রসায়নানাং শিলাজত্বাদি রসায়নৌষধানাম্ । কৌম্ভং সর্পির্দশাব্দিকম্ ।

ভ্রমরোগে ঘৃতসংযুক্ত দুরালভার কাথ পান, ত্রিফলাভিজা জলপান, দুগ্ধপান, শিলাজতু প্রভৃতি রসায়ন ঔষধ সেবন এবং দশবর্ষীয় পুরাতন ঘৃতপান এই সকল হিতকর ।

মধুনা হন্ত্যুপযুক্তা ত্রিফলা রাত্রৌ গুড়ার্দ্রকং প্রাতঃ ।
সপ্তাহাৎ পথ্যভুক্তো মদমূর্চ্ছাকামলোন্মাদান্ ।

সপ্তাহ কাল ব্যাপিয়া প্রাতঃকালে গুড় ও আদা এবং রাত্রিতে মধুমিশ্রিত ত্রিফলাচূর্ণ সেবন করিলে এবং সুপথ্য ভোজন করিয়া থাকিলে মদ, মূর্চ্ছা, কামলা ও উন্মাদ রোগের শান্তি হয় ।

সন্ন্যাসস্য চিকিৎসা ।

প্রভূত দোষস্তমসোঽতিরেকাৎ
সম্মূর্চ্ছিতো নৈব বিবুধ্যতে যঃ ।
সন্ন্যাস্তসংজ্ঞঃ স হি দুশ্চিকিৎস্যো
নবো ভিষগ্ভিঃ পরিকীর্ত্তিতোঽসৌ ।

প্রভূতদোষসম্পন্ন কোন ব্যক্তি তমো-গুণের অত্যাধিকতাহেতু সন্ন্যাসরোগে মূর্চ্ছিত হইয়া চেতনা লাভ করিতে না পারিলে তাহার পীড়া অতি দুশ্চিকিৎস্য জানিবে। অতএব মূর্চ্ছা উপস্থিত হইবামাত্রই সদ্যঃফল-জনক ক্রিয়া সকলের অনুষ্ঠান করিয়া চৈতন্য আনয়নে যত্নবান্ হইবে ।

অঞ্জনাঞ্জবপীড়াশ্চ ধূমাঃ প্রধমনানি চ ।
সূচিভিস্তোদনং শস্তং দাহ পীড়া নখান্তরে ।

লুঞ্চনং কেশলোম্নাঞ্চ দন্তৈর্দংশনমেব চ।
আত্মগুপ্তাবঘর্ষশ্চ হিতস্তস্তাববোধনে॥

অবপীড়ঃ কল্কীকৃতৌষধস্য নাসাপুটে দানম্ প্রধমনম্ ঔষধচূর্ণস্য দ্বিমুখ্যা নাড়িকয়া মুখবাতেন দানম্। তস্য সন্ন্যস্তস্য।

সন্ন্যাসরোগে মূর্চ্ছা উপস্থিত হইবামাত্রই চক্ষে তীক্ষ্ণ অঞ্জনপ্রদান, নাসিকায় কল্কীকৃত ঔষধ দানরূপ এবং ফুৎকার দ্বারা দ্বিমুখ নলস্থ ঔষধ প্রয়োগরূপ দুই প্রকার নস্য, ধূমপ্রয়োগ, অঙ্গে সূচীস্ফুটন, অগ্নিসংযোগ, নখমধ্যে পীড়ন, কেশ ও লোম ধরিয়া আকর্ষণ দন্তদ্বারা দংশন এবং গাত্রে আলকুশী ঘর্ষণ ইত্যাদি সদ্যঃফলোৎপাদক ক্রিয়া সকলের অনুষ্ঠান দ্বারা চৈতন্যসম্পাদনের চেষ্টা করিবে।

মূর্চ্ছাস্বপি চ সর্ব্বাসু সন্ন্যাসাখ্যে তথা গদে।
অপস্মারোন্মাদহরান্ যোগান্ যুক্ত্যা প্রয়োজয়েৎ॥

মূর্চ্ছা এবং সন্ন্যাসরোগে বিবেচনাপূর্ব্বক অপস্মারনাশক ও উন্মাদ শান্তিকর ঔষধ সকল প্রয়োগ করিবে।

শৈশবসন্ন্যাসস্য চিকিৎসা।

ব্যাধৌ শৈশবসন্ন্যাসে নিদানানাং নিরাকৃতৌ।
বিদধ্যাৎ সর্ব্বথা যত্নং কল্মদোষহরং তথা॥

শৈশবসন্ন্যাস রোগে নিদ্রার পরিবর্জ্জনে সর্ব্বথা যত্ন কর্ত্তব্য এবং যে দোষ প্রবল থাকিবে, তৎপ্রশমক ক্রিয়া অনুষ্ঠেয়।

কুর্য্যাচ্চ রুবুতৈলেন রসচূর্ণেন বা পুনঃ।
রেচনং শিশুসন্ন্যাসে স্বেদস্তত্রোদরে হিতঃ॥

শিশুসন্ন্যাস রোগে এরণ্ডতৈল অথবা রসচূর্ণের দ্বারা বিরেচন এবং উদরে স্বেদ প্রদান হিতকর।

অরোগিণ্যাঃ শিশুং ধাত্র্যাঃ স্তন্যং শুদ্ধং প্রপায়য়েৎ।
স্তন্যস্য শোধনং বাপি কুর্য্যাদ্যস্যাঃ পিবেৎ স তৎ।
স শিশুঃ। তৎ স্তন্যম্।

সন্ন্যাসপীড়িত শিশুকে আরোগিণী ধাত্রীর বিশুদ্ধ স্তন্য পান করাইতে ব্যবস্থা করিবে অথবা শিশু যাহার স্তন্য পান করে, তাহার দুষ্ট স্তন্য শোধনের উপায় করিয়া দিবে।

ক্রিমিজে শিশুসন্ন্যাসে ক্রিমীণাং হরণং হিতম্॥

ক্রিমিজন্য শিশুসন্ন্যাসে ক্রিমি নিঃসারণ কর্ত্তব্য।

কণামধুযুতং সূতং মূর্চ্ছায়াং প্রাশয়েদ্ভিষক্॥
সূতং মারিতম্।

মূর্চ্ছারোগে পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত রসসিন্দূর সেবনীয়।

তাম্রচূর্ণং সমোশীরং কেশরং শীতবারিণা।
পীতং মূর্চ্ছাং দ্রুতং হন্যাদ্ বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥

তাম্রভস্ম অর্দ্ধ রতি, বেণার মূল অর্দ্ধ রতি এবং নাগেশ্বর অর্দ্ধ রতি একত্র শীতল জলের সহিত সেবন করিলে শীঘ্র মূর্চ্ছা নিবারণ হয়।

শুণ্ঠীকৃষ্ণাশতাহ্বাশ্চ সাভয়া গুড়সংযুতা।
প্রাশিতা নাশয়ত্যাশু ভ্রমরোগং সুদারুণম্॥

শুঁঠ, পিপুল, শুল্ফা ও হরীতকী ইহাদের চূর্ণ পুরাতন গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ভ্রমরোগের শান্তি হয়।

তাম্রং দুরালভাক্বাথৈঃ পীতন্তু ঘৃতসংযুতম্।
নিবারয়েদ্ ভ্রমং শীঘ্রং সংশয়োঽত্র ন বিদ্যতে॥

দুরালভার ক্বাথের সহিত তাম্রভস্ম অর্দ্ধ রতি কিঞ্চিৎ ঘৃত সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে ভ্রমরোগের শান্তি হয়।

সৈন্ধবং শ্বেতমরিচং সর্ষপাঃ কুষ্ঠমেব চ।
বস্তমূত্রেণ সম্পিষ্টং নস্যং তন্দ্রানিবারণম্॥

সৈন্ধব লবণ, শ্বেতমরিচ (অথবা সজিনা-বীজ), সর্ষপ ও কুড় এই সমুদায় ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া নস্য প্রদান করিলে তন্দ্রা নিবারণ হয়।

শিরীষবীজং লশুনং পিপ্পলীং লবণোত্তমম্ ।
মনঃশিলাঞ্চ মধুনা শ্লক্ষ্ণং যত্নেন মর্দ্দয়েৎ ।
তস্যাঞ্জনেন তন্দ্রাশু সনিদ্রা বিনিবর্ত্ততে ।

শিরীষবীজ, রশুন, পিপুল, সৈন্ধব লবণ ও মনছাল এই সমুদায় দ্রব্য মধুর সহিত অতিযত্নে শ্লক্ষ্ণরূপে মর্দ্দন করিয়া তাহা অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিলে নিদ্রা ও তন্দ্রার নাশ হয় ।

তন্দ্রিণং সুখশয্যায়াং প্রকামং স্বাপয়েদ্বিষক্ ॥

তন্দ্রাপীড়িত ব্যক্তিকে সুখশয্যায় শয়ন করাইয়া যথাতৃপ্তি নিদ্রা যাইতে দিবে ।

নিদ্রানাশস্য চিকিৎসা ।

পিপ্পলীচূর্ণযুক্তস্য গুড়স্য পরিলেহনাৎ ।
চিরাদপি চ সংনষ্টাং নিদ্রামাপ্নোতি মানবঃ ॥

গুড়ের সহিত পিপুল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া অবলেহ করিলে চিরপ্রনষ্ট নিদ্রা পুনরাগত হয় ।

ক্ষুরঃ পোতকী মাষাঃ সুরা মাংসং ঘৃতং পয়ঃ ।
গোধূমগুড়মৎস্যাশ্চ নিদ্রাং কুর্ব্বন্তি দেহিনাম্ ।

কুলেখাড়াবীজ, পুঁইশাক, মাষকলায়, সুরা, মাংস, ঘৃত, দুগ্ধ, গোধূম, গুড় ও মৎস্য এই সমুদায় দ্রব্য নিদ্রাকারক ।

শক্রাশনমজাক্ষীরং পাদলেপাৎ তদর্থকৃৎ ।

ছাগদুগ্ধের সহিত সিদ্ধি বাটিয়া পাদদ্বয়ে লেপন করিলে নিদ্রা উপস্থিত হয় ।

মূর্চ্ছান্তকো রসঃ ।

সিন্দূরং মাক্ষিকং হেম শিলাজত্বয়সী তথা ।
শতমূল্যা বিদার্য্যাশ্চ স্বরসেন বিভাবয়েৎ ।
শ্লক্ষ্ণং পিষ্ট্বা ততঃ কুর্য্যাদ্ বটিকা বল্লসম্মিতাঃ ।
রসো মূর্চ্ছান্তকো হন্ত্যাদসৌ মূর্চ্ছাঃ শিবোদিতঃ ।

রসসিন্দূর, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, শিলাজতু ও লৌহ এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসে ভাবনা দিয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে মূর্চ্ছা রোগের শান্তি হয় । অনুপান শতমূলীর রস ও ত্রিফলার জল প্রভৃতি ।

তৈলং নারায়ণাদ্যঞ্চ কল্যাণাদ্যং তথা ঘৃতম্ ।
মূর্চ্ছাস্বপি চ সর্ব্বাসু সংন্যাসে চ প্রয়োজয়েৎ ।

নারায়ণাদি তৈল এবং কল্যাণাদি ঘৃ সকল প্রকার মূর্চ্ছাতে এবং সংন্যাস রোগে প্রয়োগ করিবে ।

অত্র পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা ।

যবো লোহিতশালিশ্চ বার্ত্তাকুশ্চ পটোলকম্ ।
যূষা জাঙ্গলমাংসস্য রোহিতাদ্যাস্তথা ঝষাঃ ।
ধারোষ্ণং গোপয়স্তক্রং স্নানং নদ্যা জলেঽমলে ।
হিতান্যেতানি মূর্চ্ছায়াং সংন্যাসাখ্যে তথা গদে ।

মূর্চ্ছা এবং সন্ন্যাস রোগে যব, দাউদখানি চাউল, বেগুন, পটোল, জাঙ্গল মাংসের যূষ, রোহিত প্রভৃতি মৎস্য, ধারোষ্ণ গোদুগ্ধ ও তক্র এবং নির্ম্মল নদীজলে স্নান এই সকল হিতকর ।

তীক্ষ্ণং দ্রব্যং ক্রিয়াংতীক্ষ্ণাং বেগানাঞ্চ বিধারণম্ ।
ক্রোধশোকাদ্যভিবর্ভ ইত্যেতৈর্বর্দ্ধতে গদঃ ।

তীক্ষ্ণদ্রব্য, তীক্ষ্ণক্রিয়া, মল মূত্রাদির বেগধারণ এবং ক্রোধ শোকাদির দ্বারা অভিভব এই সকল দ্বারা পীড়া বৃদ্ধিপায় ।

চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

অপস্মারাধিকারঃ ।

অপস্মারস্য নিদানং সম্প্রাপ্তিশ্চ ।

চিন্তাশোকাদিভির্দোষাঃ ক্রুদ্ধা হৃৎস্রোতসি স্থিতাঃ ।
কৃত্বা স্মৃতেরপধ্বংসং মপস্মারং প্রকুর্ব্বতে ।

চিন্তা ও শোকাদি কারণে হৃদয়স্রোতঃস্থিত দোষ সকল কুপিত হইয়া স্মৃতির অপধ্বংস অর্থাৎ নাশ করিয়া অপস্মার অর্থাৎ মৃগী রোগ উৎপাদন করে। এখানে স্মৃতিশব্দ জ্ঞান মাত্র বোধক।

অপস্মারস্য সংখ্যা।

ধাতাৎ পিত্তাৎ কফাৎ সর্বৈর্দোষৈঃ স স্যাচ্চতুর্বিধঃ॥

অপস্মার চারিপ্রকার। যথা, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক।

তস্য সামান্যং লক্ষণম্।

তমঃ প্রবেশঃ সংরম্ভো দোষোদ্রেকো হতস্মৃতিঃ।
অপস্মার ইতি জ্ঞেয়ো গদো ঘোনতরো হি সঃ॥

দোষোদ্রেকহতস্মৃতেরিতি পাঠে দোষোদ্রেকহতস্মৃতেঃ পুরুষস্য ইত্যর্থঃ।

অন্ধকারপ্রবেশের ন্যায় বোধ, সংরম্ভ (নেত্রবিকৃতি, হস্ত পদাদির বিক্ষেপ ইত্যাদি আক্ষেপিক ক্রিয়া সকল) এবং দোষ প্রাবল্য হেতু জ্ঞানের নাশকে অপস্মার রোগ বলে। ইহা অতি দুশ্চিকিৎস্য ও কষ্টদায়ক পীড়া।

তস্য পূর্ব্বরূপম্।

হৃৎকম্পঃ শূন্যতা স্বেদো ধ্যানং মূর্চ্ছা প্রমূঢ়তা।
নিদ্রানাশশ্চ তস্মিংশ্চ ভবিষ্যতি ভবত্যথ।

অপস্মার রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে হৃৎকম্প, হৃদয়ের শূন্যতা, স্বেদ, চিন্তা, মনোমোহ, ইন্দ্রিয়মোহ ও নিদ্রানাশ এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

বাতিকস্যাপস্মারস্য লক্ষণম্।

কম্পতে প্রদশেদ্ দন্তান্ ফেনোদ্বামী শ্বসিত্যপি।
অভিতোঽরুণ কৃষ্ণানি পশ্যেদ্রূপাণি চানিলাৎ॥

বাতিক অপস্মারে রোগী কম্পিত হয়, দন্ত দ্বারা দন্ত দংশন করে এবং উহার মুখ দিয়া ফেন নির্গত ও খর শ্বাস প্রবাহিত হয়। ইহাতে রোগী সম্মুখে অরুণ ও কৃষ্ণবর্ণ অবাস্তবিক আকৃতি সমূহ দর্শন করে।

পৈত্তিকস্য তস্য লক্ষণম্।

পীতফেনাঙ্গ বক্ত্রাক্ষঃ পীতাসৃগ্রূপ দর্শনঃ।
সতৃষ্ণোষ্ণানল ব্যাপ্তলোকদর্শী চ পৈত্তিকে॥

পৈত্তিক অপস্মারে রোগীর সর্ব্বাঙ্গ বিশেষতঃ মুখ, চক্ষু এবং মুখ নির্গত ফেন পীতবর্ণ হয়। রোগী পীত ও রক্তবর্ণ আকৃতি সমূহ দর্শন করে, এবং তৃষ্ণাপীড়িত ও উষ্ণগাত্র হইয়া থাকে। তাহার বোধ হয়, সমস্ত জগৎ যেন অগ্নিব্যাপ্ত হইয়াছে।

শ্লৈষ্মিকস্য লক্ষণম্।

শুক্লফেনাঙ্গ বক্ত্রাক্ষঃ শীতো হৃষ্টাঙ্গজো গুরুঃ।
পশ্যেচ্ছুক্লানি রূপাণি শ্লৈষ্মিকে মুচ্যতে চিরাৎ॥

শ্লৈষ্মিক অপস্মারে সর্ব্বাঙ্গ বিশেষতঃ মুখ ও চক্ষুঃ এবং মুখনির্গত ফেন শুভ্রবর্ণ, গাত্র শীতল ও গুরু, রোমাঞ্চ এবং অবাস্তব শুক্ল রূপ সকলের দর্শন এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। বাতিক ও পৈত্তিক অপস্মার অপেক্ষা ইহাতে অধিক বিলম্বে মূর্চ্ছাপনোদন অর্থাৎ চেতনা লাভ হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিকস্য লক্ষণং তস্যারিষ্টত্বং তথেতরেষামরিষ্ট লক্ষণঞ্চ।

সমস্তৈর্লক্ষণৈরেতৈর্বিজ্ঞাতব্যস্ত্রিদোষজঃ।
অপস্মারঃ স চাসাধ্যো যঃ ক্ষীণস্যানবশ্চ যঃ॥
প্রস্ফুরন্তং সুবহুশঃ ক্ষীণং প্রচলিত ভ্রুবম্।
নেত্রাভ্যাঞ্চ বিকুর্ব্বাণমপস্মারো বিনাশয়েৎ॥

উল্লিখিত বাতিকাদি ত্রিবিধ অপস্মারের লক্ষণ সমূহের একত্র উদয় দেখিলে তাহাকে সান্নিপাতিক অপস্মার বলিয়া বিবেচনা করিবে। এইরূপ অপস্মার অসাধ্য। ক্ষীণ ব্যক্তির অপস্মার ও দীর্ঘকালোৎপন্ন অপস্মারও অসাধ্য। অপস্মার রোগীর নিরন্তর গাত্রস্ফুরণ অথবা কম্পন, অতিশয় ক্ষীণতা, ভ্রূদ্বয়ের চাঞ্চল্য ও বিকৃতনেত্রতা, মৃত্যুর লক্ষণ জানিবে।

অপস্মারস্য প্রকোপকালঃ।

পক্ষাদ্ বা দ্বাদশাহাদ্ বা মাসাদ্ বা কুপিতা মলাঃ
অপস্মারায় কুর্ব্বন্তি বেগং কিঞ্চিদথান্তরম্॥
দেবে বর্ষত্যপি তথা ভূমৌ বীজানি কানিচিৎ।
শরদি প্রতিরোহন্তি তথা ব্যাধিসমুচ্ছ্রয়াঃ॥

দোষ সকল পক্ষান্তে, দ্বাদশাহান্তে, মাসান্তে অথবা ইহাদের অবান্তর কালান্তে কুপিত হইয়া অপস্মারের বেগ আনয়ন করে। যেরূপ মেঘ বর্ষণ করিলেও তৎকালে অর্থাৎ বর্ষা ঋতুতে উপ্ত কোন কোন বীজ শরৎকালে অঙ্কুরিত হয়, তদ্রূপ ব্যাধি সমূহের হেতুভূত দোষ, দেহমধ্যে নিষণ্ণ থাকিলেও সর্ব্বদা রোগোৎপাদক না হইয়া যথাকালেই দর্শিত প্রভাব হয়। এই কারণে অপস্মার ও বিষমজ্বরাদি ব্যাধিতে ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট কালান্তে লক্ষণ প্রকাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অপস্মারস্য চিকিৎসা।

তৈলেন লশুনঃ সেব্যঃ পয়সা চ শতাবরী।
ব্রাহ্মী রসশ্চ মধুনা সর্ব্বাপস্মার ভেষজম্॥

সকল প্রকার অপস্মারেই সর্ষপ তৈলের সহিত রসুন, দুগ্ধের সহিত শতমূলী ও মধুর সহিত ব্রহ্মীশাকের রস সেবনীয়।

চূর্ণৈঃ সিদ্ধার্থকাদীনাং ভক্ষিতৈরথবাপি তৈঃ।
গোমূত্র পিষ্টৈঃ সর্ব্বাঙ্গলিপ্তৈঃ শাম্যত্যপস্মৃতিঃ॥

শ্বেত সর্ষপাদির চূর্ণ ভক্ষণ করিলে অথবা উহা গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে প্রলেপ দিলে অপস্মারের শান্তি হয়।

সিদ্ধার্থ শিগ্রুকটুঙ্গ কিণিহীভিঃ প্রলেপনম্।
চতুর্গুণে গবাং মূত্রে তৈলমভ্যঞ্জনে হিতম্॥

শ্বেত সর্ষপ, সজিনাছাল, সোনাছাল ও আপাঙ্গমূল ইহাদের প্রলেপ দিলে অপস্মারের শান্তি হয়। অথবা ঐ সকল দ্রব্য মিলিত ১ সের, সর্ষপ তৈল ৪ সের ও গোমূত্র ১৬ সের, যথানিয়মে পাক করিয়া ঐ তৈল মর্দ্দনার্থে ব্যবস্থা করিবে। ইহাও উত্তম অপস্মার নাশক।

নির্গুণ্ডীভববন্দাক নাবনস্য প্রয়োগতঃ।
উপৈতি সহসা নাশমপস্মারো মহাগদঃ॥

নিসিন্দা বৃক্ষে জাত বন্দাক অর্থাৎ বাঁদরা চূর্ণ করিয়া তাহার নস্য লইলে সহসা অপস্মারের নিবৃত্তি হয়।

মনোহ্বা তার্ক্ষ্যশৈলঞ্চ চ শকৃৎ পারাবতস্য চ।
অঞ্জনাঙ্কন্ত্যপস্মার মুন্মাদঞ্চ বিশেষতঃ॥

মনঃশিলা, রসাঞ্জন অর্থাৎ সুর্ম্মা ও পায়রার বিষ্ঠা একত্র পেষণ করিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে অপস্মার ও উন্মাদের শান্তি হয়।

নকুলোলূক মার্জ্জার গৃধ্রকীটাহি কাকজৈঃ।
তুণ্ডৈঃ পক্ষৈঃ পুরীষৈশ্চ ধূপনং কারয়েদ্ ভিষক্॥

নকুল, পেচক, বিড়াল, শকুনি, জ্ঞানকীট (এই কীট পশ্চিম প্রদেশে নদীতীরে বালুকা মধ্যে অবস্থিতি করে, ইহা বৃশ্চিক জাতীয়) সর্প ও কাক ইহাদের যথাসম্ভব তুণ্ড (ঠোঁঠ), পক্ষ ও বিষ্ঠা দ্বারা ধূপ প্রদান করিলে অপস্মারের নিবৃত্তি হয়।

যঃ খাদেৎ ক্ষীরভক্তাশী মাক্ষিকেণ বচারজঃ।
অপস্মারং মহাঘোরং চিরোত্থং স জয়েদ্ ধ্রুবম্ ॥

প্রত্যহ মধুর সহিত বচচূর্ণ সেবন ও দুগ্ধান্ন ভোজন করিলে অপস্মার রোগের শান্তি হয়।

কুষ্মাণ্ডকফলোত্থেন রসেন পরিপেষিতম্।
অপস্মার বিনাশায় যষ্ট্যাহ্বং স পিবেৎ ত্র্যহম্ ॥

কুমড়ার রসের সহিত যষ্টিমধু বাঁটিয়া তিন দিবস সেবন করিলে অপস্মারের শান্তি হয়।

মাংস্যাস্তু নাবনাদ্ ধূমাদশনাচ্চ মহাগদঃ।
অপস্মারশ্চিরোত্থোঽপি সদ্য এব বিনশ্যতি ॥

জটামাংসীর নস্য লইলে, ধূপ গ্রহণ করিলে এবং উহা সেবন করিলে চিরজাত অপস্মারও শীঘ্র প্রশমিত হয়।

পঞ্চকোলং সমরিচং ত্রিফলা বিড়সৈন্ধবম্।
কৃষ্ণাবিড়ঙ্গ পূতীক যমানী ধান্যজীরকম্ ॥
পীত মুষ্ণাম্বুনা চূর্ণং বাতশ্লেষ্মাময়াপহম্।
অপস্মারে তথোন্মাদেঽপ্যর্শঃসু গ্রহণীগদে ॥
আমবাতে মহাঘোরে শোথে শূলে চ শস্যতে।
এতৎ কল্যাণকং চূর্ণং নষ্টস্যাগ্নেশ্চ দীপনম্ ॥

পিপুল, পিঁপুলমূল, চই, চিতামূল শুঁঠ, মরিচ, হরিতকী, আমলা, বহেড়া, বিটলবণ, সৈন্ধব লবণ, পিঁপুল, বিড়ঙ্গ, করঞ্জ বীজ, ধন্যা ও জীরা ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ৵০ আনা মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে, বাতশ্লেষ্মজ রোগমাত্র, অপস্মার, উন্মাদ, অর্শঃ, গ্রহণী, আমবাত, শোথ, শূল ও অগ্নিমান্দ্য নিবারণ হয়। ইহার নাম কল্যাণক চূর্ণ। পিঁপুলের দুইবার উল্লেখ থাকায় উহার দুই ভাগ গ্রহণীয়।

পঞ্চগব্যং মহৎ স্বল্পং মহাচৈতস সংজ্ঞকম্।
কুষ্মাণ্ডাখ্যং তথা সর্পী রসশ্চ চণ্ডভৈরবঃ ॥
ভূতভৈরবনামা চ তৈলং নারায়ণাভিধম্।
তথা পলঙ্কষাদ্যঞ্চ হিতান্যুক্তাপস্মৃতৌ ॥

অপস্মাররোগে স্বল্প ও মহৎ পঞ্চগব্য ঘৃত, মহাচৈতসঘৃত, কুষ্মাণ্ডঘৃত, চণ্ডভৈরব রস, ভূতভৈরব রস, নারায়ণ তৈল ও পলঙ্কষাদ্য তৈল ইত্যাদি ঔষধ বিশেষ উপকারক।

অত্র পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা।

সর্পিঃ পুরাতনং মুদ্গা গোধূমা রক্তশালয়ঃ।
কূর্মামিষং ধন্বরসো দুগ্ধং ব্রাহ্মীদলং বচা ॥
পটোলং বৃদ্ধকুষ্মাণ্ডং বাস্তুকং স্বাদু দাড়িমম্।
শোভাঞ্জনং নারিকেলং পরূষামলকে তথা।
এবং বিধানি চান্যানি সুখদানি স্মৃতিক্ষয়ে ॥

পুরাতন ঘৃত, মুগ, গম, দাউদখানি তণ্ডুল, কচ্ছপমাংস, মরুদেশীয় জীবের মাংস, দুগ্ধ, ব্রাহ্মীশাক, বচ, পটোল, পাকা কুমড়া, বেতুয়া শাক, মিষ্ট দাড়িম, সজীনার শাকাদি, নারিকেল, ফলসা ও আমলা ইত্যাদি দ্রব্য অপস্মার রোগে হিতকর।

চিন্তা শোকো ভয়ং ক্রোধস্ত্বশুচীন্যশনানি চ।
মদ্যং মৎস্যো বিরুদ্ধান্নং তীক্ষ্ণোষ্ণ গুরু ভোজনম্।
আয়াসোঽতিব্যবায়শ্চ পূজ্যপূজাব্যতিক্রমঃ।
বিম্বাখ্যবাঢ়ফলং শাকং নিদ্রাক্ষুত্তৃড় বিনিগ্রহঃ ॥
তোয়াবগাহনং শৈলদ্রুমাদ্যারোহণং তথা।
ইত্যাদীনি স্মৃতিধ্বংসে বর্জ্জনীয়ানি যত্নতঃ ॥

অপস্মার রোগে চিন্তা, শোক, ভয়, ক্রোধ, অশুচি আহার, মদ্য, মৎস্য একত্র

সংযুক্ত দুগ্ধমৎস্যাদি বিরুদ্ধ ভোজন, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও গুরুদ্রব্য ভোজন, পরিশ্রম, পূজনীয়গণের পূজার ব্যতিক্রম করণ, কুঁদরুকী, চাল্‌তা, পত্র শাক, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও নিদ্রার বেগধারণ, একাকী জলে অবগাহন, বৃক্ষ ও পর্ব্বতাদিতে আরোহণ ইত্যাদি সমস্ত, যত্ন-পূর্ব্বক বর্জ্জনীয়।

যোষাপস্মারাধিকারঃ।

যোষাপস্মারস্য নিদানম্।

শোণিতস্য ক্ষয়াদ্বাপি তথাধিক্যাদজীর্ণতঃ।
কোষ্ঠরোধান্মনোভঙ্গাদত্যুদ্বেগাচ্চ শোকতঃ ॥
রজোঽভাবাচ্চ যোষাণাং জরায়ুবিকৃতেস্তথা।
অশক্তেরপি নৈষ্ঠুর্য্যাৎ পত্যুরস্নেহতস্তথা ॥
বৈধব্যজন্যাদাদেশ্চ যোষাপস্মারসংজ্ঞকঃ।
গদঃ প্রজায়তে কৃচ্ছ্রো মনোদেহপ্রতাপনঃ ॥
যোষিতামেব বাহুল্যাদ্যত এষ ভবেদ্ গদঃ।
অপস্মারপ্রকৃতিকস্তেনাস্যৈষাভিধা মতা ॥

রক্তের ক্ষয় অথবা আধিক্য, অজীর্ণদোষ, কোষ্ঠরোধ, মনোভঙ্গ, অতিশয় উদ্বেগ ও শোক এই সকল কারণে এবং স্ত্রীদিগের রজোলোপ, জরায়ুর ক্রিয়াব্যতিক্রম, স্বামীর নিষ্ঠুরতা, অস্নেহ ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধনে অক্ষমতা এবং বৈধব্যহেতু মনঃপীড়া ইত্যাদি কারণে যোষাপস্মার নামক কষ্টপ্রদ পীড়া উৎপন্ন হয়। ইহা মনঃ ও দেহের তাপ উৎপাদন করে। ইহা বাহুল্যরূপে যোষা অর্থাৎ স্ত্রীদিগেরই হইয়া থাকে এবং ইহার লক্ষণাদি অপস্মারের ন্যায়, এই জন্য ইহাকে যোষাপস্মার বলা যায়।

কালোঽস্য যৌবনং ব্যাধে র্নার্ব্বাগ্ দ্বাদশবর্ষতঃ।
পরং পঞ্চাশতো বাপি ব্যাধিরেষঃ প্রজায়তে ॥

এই পীড়ার প্রকৃত সময় যৌবনকাল। ইহা দ্বাদশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে এবং পঞ্চাশ বৎসরের পর প্রায় হইতে দেখা যায় না।

অস্য পূর্ব্বরূপম্।

হৃদ্রুজা জৃম্ভণং সাদো বর্ষ্মণো মনসোঽপি চ।
ভবেদ্ভবিষ্যতি গদে যোষাপস্মারসংজ্ঞকে ॥

এই পীড়া প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে হৃদয়ের পীড়া, জৃম্ভা এবং দেহের ও মনের অবসন্নতা উপস্থিত হইয়া থাকে।

অস্য লক্ষণম্।

বৈচিত্ত্যং বুদ্ধিবিভ্রান্তির্হাস্যং ক্রন্দনমেব চ।
উচ্চৈঃ ক্রোশঃ প্রলপনং জ্যোতির্দ্বেষস্তথা ভ্রমঃ ॥
ঔদ্ধত্যং শ্বাসকৃচ্ছ্রঞ্চ কণ্ঠামাশয়বেদনা।
প্রাবল্যং স্পর্শশক্তেশ্চ ক্বচিদঙ্গে সদা ব্যথা ॥
অলীকবর্ত্তুলোত্থানমাকণ্ঠমুদরাদপি।
সদল্পবুদ্ধিমূর্চ্ছা চ ব্যাধাবস্মিন্ প্রজায়তে ॥

চিত্তবিকৃতি, বুদ্ধিবিভ্রম, কখন হাস্য, কখন ক্রন্দন, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার, প্রলাপ, আলোকাসহিষ্ণুতা, ভ্রম, ঔদ্ধত্য, শ্বাসকৃচ্ছ্র, কণ্ঠে ও আমাশয়ে বেদনা, স্পর্শশক্তির প্রবলতা, কোন অঙ্গে বেদনার বর্ত্তমানতা, উদর হইতে কণ্ঠপর্য্যন্ত অলীক বর্ত্তুলের উত্থান এবং অল্প জ্ঞানের সত্তাবিশিষ্ট মূর্চ্ছা এইগুলি এই পীড়ার লক্ষণ।

অস্য চিকিৎসা।

যদ্ ধাতুপোষকং পানমন্নমৌষধমেব চ।
কোষ্ঠশুদ্ধিকরঞ্চাপি তত্তদত্র প্রযোজয়েৎ ॥

এই পীড়ায় ধাতুপোষক ও কোষ্ঠশুদ্ধি-কারক, অন্ন, পানীয় ও ঔষধ প্রযোজ্য।

মূর্চ্ছায়াং শীততোয়েন সেকঃ শিরসি চক্ষুষোঃ।
শিরোবিরেচনং বাপি প্রযোজ্যং তন্নিবৃত্তয়ে॥

মূর্চ্ছাকালে মস্তকে ও চক্ষুদ্বয়ে শীতল জলাভিষেক এবং তীব্র দ্রব্যের নস্যাদি প্রযোজ্য।

অত্র প্রযোজয়েৎ সর্ব্বং মূর্চ্ছাপস্মারভেষজম্॥

এই পীড়ায় মূর্চ্ছা ও অপস্মারাধিকারোক্ত ঔষধ সমস্ত প্রয়োগ করিবে।

জরায়ুদোষং নিখিলং প্রতিকুর্য্যাদ্ যথাবিধি॥

জরায়ুর ক্রিয়ার ব্যতিক্রম থাকিলে, তাহা যথোচিত ক্রিয়াদ্বারা নিবারণ করিবে।

যোষাপস্মারণং সান্ত্বৈঃ প্রিয়দানাচ্চ শাম্যতি॥

সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ এবং অভিলষিত বস্তু প্রদানদ্বারা যোষাপস্মারের শান্তি হয়।

বৃহৎ ভূতভৈরবরসঃ।

দ্বিগুণং স্বর্ণসিন্দুরং তৎসমং হেমভস্মকম্।
মুক্তা প্রবাল কান্তায়ো রাজপট্টং সমং মতম্।
কন্যানীরেণ সংমর্দ্দ্য ভেকপর্ণ্যা রসেন চ।
পত্রৈরেরণ্ডজৈ র্বদ্ধা ধান্যরাশৌ নিধাপয়েৎ।
ত্রিদিনান্তে সমুদ্ধৃত্য বল্লমাত্রাং বটীং চরেৎ।
একৈকাং বটিকাং খাদেৎ ত্রিফলা-শর্করা-যুতাম্।
অথবা পয়সা সার্দ্ধং ভূতোন্মাদ-বিনাশিনীম্।
অপস্মারং মহাঘোরং যোষাপস্মার মেবচ।
হন্ত্যবশ্যং মদং মূর্চ্ছাং বিবিধা বাতবেদনাঃ॥

স্বর্ণসিন্দূর ২ ভাগ, স্বর্ণ ২ ভাগ, মুক্তা, প্রবাল, কান্তলৌহ ও রাজপট্ট অর্থাৎ বিরাট দেশীয় মণি প্রত্যেক ১ ভাগ। এই সকল দ্রব্য ঘৃতকুমারী ও আলকুশীর রসে মর্দ্দন করিয়া এরণ্ডপত্রে বন্ধন পূর্ব্বক ৩ দিন ধান্যরাশির মধ্যে নিহিত করিয়া রাখিবে। পরে উহা উদ্ধৃত করিয়া ২ রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। ঐ বটী ত্রিফলার জল, চিনি বা দুগ্ধসহ প্রতিদিন এক একটী করিয়া সেবন করিলে অতি উৎকট উন্মাদ, ভূতোন্মাদ, অপস্মার, যোষাপস্মার, মদ, মূর্চ্ছা ও বিবিধ প্রকার বাতবেদনা প্রশমিত হয়।

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

মদাত্যয়াধিকারঃ।

যে বিষস্য গুণাঃ প্রোক্তাস্তেঽপি মদ্যে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তেন মিথ্যোপচারেণ ভবত্যুগ্রো মদাত্যয়ঃ॥

বিষের যে সমস্ত গুণ কথিত আছে, তৎসমুদায়, মদ্যেও প্রতিষ্ঠিত। মদ্য বিধিবহির্ভূতরূপে সেবিত হইলে উৎকট মদাত্যয় রোগ জন্মে।

কিন্তু মদ্যং স্বভাবেন যথৈবান্নং তথা স্মৃতম্।
অযুক্তিযুক্তং রোগায় যুক্তিযুক্তং যথামৃতম্॥
প্রাণাঃ প্রাণভৃতামন্নং তদযুক্ত্যা নিহন্ত্যসূন্।
বিষং প্রাণহরং তচ্চ যুক্তিযুক্তং রসায়নম্॥

মদ্য স্বভাবতঃ অন্নসদৃশ দ্রব্য বিশেষ। ইহা অবিধিরূপে সেবিত হইলে রোগোৎপাদক হয়, কিন্তু বিধিপীত মদ্য অমৃতবৎ হিতপ্রদ। যে অন্ন প্রাণিদিগের প্রাণস্বরূপ, তাহাও অযথা ব্যবহৃত হইলে প্রাণনাশক হইয়া থাকে এবং স্বভাবতঃ প্রাণনাশক গুণসম্পন্ন বিষও যুক্তিযুক্তরূপে সেবিত হইলে রসায়ন সদৃশ উপকারক হয়।

বিধিনা মাত্রয়া কালে হিতৈরন্নৈর্যথাবলম্।
প্রহৃষ্টো যঃ পিবেন্মদ্যং তস্য স্যাদমৃতোপমম্॥
স্নিগ্ধৈস্তদন্নৈ র্মাংসৈশ্চ ভক্ষৈশ্চ সহ সেবিতম্।
ভবেদায়ুঃ প্রকর্ষায় বলায়োপচয়ায় চ॥
কম্যতা মনসস্তুষ্টিস্তেজো বিক্রম এব চ।
বিধিবৎ সেব্যমানে তু মদ্যে সন্নিহিতা গুণাঃ॥

মদ্য যথাবিধানে, যথামাত্রায় ও যথাকালে (যে ঋতুতে যে মদ্য পেয়) প্রহৃষ্ট হইয়া পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যরক্ষক অন্নের সহিত পীত হইলে অমৃত সদৃশ উপকারক হয়। স্নিগ্ধ অন্ন ও মাংস প্রভৃতি ভক্ষ্য দ্রব্যের সহিত নিপীত মদ্য আয়ুর্বর্দ্ধক, বলাধায়ক ও পুষ্টিকর হইয়া থাকে। মদ্য বিধিপূর্ব্বক সেবিত হইলে দেহের কমনীয়তা, চিত্তের তুষ্টি, তেজঃ ও পরাক্রম এই সকল গুণ সমুৎপন্ন হয়।

মদ্যপানজাশ্চতুর্ব্বিধা মদাবস্থাঃ।

তত্র প্রথমো মদঃ।

বুদ্ধিস্মৃতি প্রীতিকরঃ সুখশ্চ
পানান্ন নিদ্রারতি বৰ্দ্ধনশ্চ।
সংপাঠ গীতস্বর বৰ্দ্ধনশ্চ
প্রোক্তোঽতিরম্যঃ প্রথমো মদো হি।

মদ্যের মাত্রা ও তীব্রতা ভেদে চারি প্রকার মদ অর্থাৎ মত্ততা উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক অবস্থার লক্ষণ যথাক্রমে লিখিত হইতেছে। প্রথমমদ বুদ্ধির প্রকাশক, স্মরণশক্তিবর্দ্ধক, প্রীতিজনক, সুখোৎপাদক এবং পান, ভোজন, রতি, পাঠশক্তি, সঙ্গীত-শক্তি ও কণ্ঠস্বরের সংবৰ্দ্ধক। এইরূপ মদাবস্থা অতিরমণীয়। এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলেই মদ্যপান হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। ইহাতে তৃপ্ত না হইয়া আরও অধিক পানে প্রবৃত্ত হইলে ক্রমশঃ অধোগত হইতে হয়।

দ্বিতীয়ো মদঃ।

অব্যক্ত বুদ্ধিস্মৃতিবাগ্ বিচেষ্টঃ
সোন্মত্ত লীলাকৃতিরপ্রশান্তঃ।
আলস্য নিদ্রাভিহতো মুহুশ্চ
মধ্যেন মত্তঃ পুরুষো মদেন।

দ্বিতীয়মদমত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি, স্মরণশক্তি ও বাক্য, অসম্যক্ ব্যক্ত, চেষ্টার বিকৃতি, আকৃতি ও কার্য্য, উন্মাদ রোগীর ন্যায় এবং মুহুর্মুহুঃ আলস্য ও নিদ্রার আবির্ভাব এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে। ঈদৃশ অবস্থা উপস্থিত হইলে মদ্য পান হইতে বিরত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য, নতুবা নিতান্ত দুরবস্থা প্রাপ্ত ও একান্ত নিন্দাভাজন হইতে হয়।

তৃতীয়ো মদঃ।

গচ্ছেদগম্যাং ন গুরূংশ্চ মন্যেৎ
খাদেদভক্ষ্যাণি চ নষ্টসংজ্ঞঃ।
ব্রূয়াচ্চ গুহ্যানি হৃদি স্থিতানি
মদে তৃতীয়ে পুরুষোঽস্বতন্ত্রঃ।

মদ্যেয় দ্বিতীয়াবস্থালাভেও সন্তুষ্ট ও ক্ষান্ত না হইয়া আরও পানে প্রবৃত্ত থাকিলে অতি ঘৃণিত তৃতীয়াবস্থা উপস্থিত হয়। দুর্ভাগ্য, ব্যক্তি, এই অবস্থায় উপস্থিত হইলে অগম্যা নারীতে গমন, গুরুজনের অবমাননা, অভক্ষ্যভক্ষণ ও হৃদয়স্থ অতি গুহ্যবিষয়েরও প্রকাশ করে। ঈদৃশ দশাপন্ন ব্যক্তি, আপনি আপনার অনায়ত্ত ও লুপ্তসংজ্ঞ হইয়া থাকে।

চতুর্থো মদঃ।

চতুর্থে তু মদে মূঢ়ো ভগ্নদার্ব্বিব নিষ্ক্রিয়ঃ।
কার্য্যাকার্য্যবিভাগাজ্ঞো মৃতাদপ্যপরো মৃতঃ।

অতঃপর চতুর্থ মদাবস্থায় মনুষ্য, সর্ব্বথা জ্ঞানশূন্য, ভগ্নকাষ্ঠবৎ নিষ্ক্রিয় ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধরহিত হইয়া থাকে। ফলতঃ চতুর্থমদ প্রাপ্ত ব্যক্তি অবিকল মৃতবৎ অবস্থায় উপনীত হয়।

কো মদং তাদৃশং গচ্ছেদুন্মাদমিব চাপরম্।
বহুদোষমিবামূঢ়ঃ কান্তারং স্ববশঃ কৃতী।

বিচারশক্তিসম্পন্ন আত্মবশ কোন্ কৃতী ব্যক্তি, বহুদোষাশ্রয় বিবিধভয়সংকুল, দুর্গম পথের ন্যায়, তাদৃশ মদাবস্থায় ইচ্ছা করিয়া উপনীত হইয়া থাকেন। সকলেরই সাবধান থাকা উচিত, যেন কদাচ দ্বিতীয় এবং অতিঘৃণিত তৃতীয় বা চতুর্থ মদাবস্থা প্রাপ্ত হইতে না হয়।

নির্ভক্তমেকান্তত এব মদ্যং
নিষেব্যমাণং মনুজেন নিত্যম্।
আপাদয়েৎ কষ্টতমান্ বিকারা-
নাপাদয়েচ্চাপি শরীরভেদম্॥

নিত্য অধিক পরিমাণে অন্নহীন মদ্যপান করিলে কৃচ্ছ্রসাধ্য ও অতি কষ্টপ্রদ বিবিধ রোগ উৎপন্ন এবং পরিশেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া থাকে।

ক্রুদ্ধেন ভীতেন পিপাসিতেন
শোকাভিতপ্তেন বুভুক্ষিতেন।
ব্যায়াম ভারাধ্ব পরিক্ষতেন
বেগাবরোধাভিহতেন চাপি॥
অত্যম্ল ভক্ষাবততোদরেণ
সাজীর্ণভুক্তেন তথাবলেন।
উষ্ণাভিতপ্তেন চ সেব্যমানং
করোতি মদ্যং বিবিধান্ বিকারান্॥

ক্রোধ, ভয়, পিপাসা, শোক ও ক্ষুধাকালে ব্যায়াম, ভার বহন বা পথপর্য্যটন হেতু ক্লান্ত অবস্থায়, মল মূত্রাদির বেগসংবরণ করিয়া, উদর পীত জল বা ভুক্তান্নের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিতে, ভুক্তান্ন সম্যক্ জীর্ণ না হইতেই, দৌর্ব্বল্যাবস্থায় এবং উষ্ণাভিতপ্ত হইয়া মদ্যপান করিলে পানাত্যয়াদি রোগ উৎপন্ন হয়।

পানাত্যয়ং পরমদং পানাজীর্ণমথাপি চ।
পানবিভ্রমমুগ্রঞ্চ যকৃদ্রোগং করোতি তৎ।
তৎ অবিধিপীতং মদ্যম্।

অবিধিপীত মদ্য পানাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ, পানবিভ্রম ও দারুণ যকৃদ্রোগ উৎপাদন করে। পানাত্যয় ও মদাত্যয় অভিন্ন রোগবাচক শব্দ।

বাতিকস্য মদাত্যয়স্য লক্ষণম্।

হিক্কাশ্বাসশিরঃ কম্প পার্শ্বশূল প্রজাগরৈঃ।
বিদ্যাদ্ বহুপ্রলাপস্য বাতপ্রায়ং মদাত্যয়ম্।

বাতিক মদাত্যয় রোগে হিক্কা, শ্বাস, মস্তককম্পন, পার্শ্বশূল, নিদ্রানাশ ও প্রলাপ বাহুল্য এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হইয়া থাকে।

পৈত্তিকস্য তস্য লক্ষণম্।

তৃষ্ণাদাহ জ্বরস্বেদ মোহাতিসার বিভ্রমৈঃ।
বিদ্যাদ্ধরিত বর্ণস্য পিত্তপ্রায়ং মদাত্যয়ম্।

পৈত্তিক মদাত্যয়ে তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, ঘর্ম্মনির্গম, মূর্চ্ছা, অতিসার, ভ্রম ও দেহের হরিত বর্ণতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

শ্লৈষ্মিকস্য লক্ষণম্।

ছর্দ্দ্যরোচক হৃল্লাস তন্দ্রাস্তৈমিত্য গৌরবৈঃ।
বিদ্যাচ্ছীত পরীতস্য কফপ্রায়ং মদাত্যয়ম্।

শ্লৈষ্মিক মদাত্যয়ে বমি, অরুচি, বমনের বেগ, তন্দ্রা, গাত্র আর্দ্রবস্ত্রাবৃতবৎ বোধ, দেহের ভার ও অতিশয় শীত এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

সান্নিপাতিকস্য লক্ষণম্।

জ্ঞেয়স্ত্রিদোষজশ্চাপি সর্ব্বৈর্লিঙ্গৈর্মদাত্যয়ঃ।

উল্লিখিত বাতিকাদি ত্রিবিধ মদাত্যয়েরই লক্ষণ সমূহের উদয় দৃষ্ট হইলে তাহাকে সান্নিপাতিক মদাত্যয় বলিয়া জানিবে।

পরমদস্য লক্ষণম্‌ ।

শ্লেষ্মোচ্ছ্রয়োঽঙ্গগুরুতা বিরসাস্যতা চ
বিণ্মূত্র সক্তিরথ তন্দ্রিররোচকশ্চ ।
লিঙ্গং পরস্য তু মদস্য বদন্তি তজ্জ্ঞা-
স্তৃষ্ণা রুজা শিরসি সন্ধিষু চাপি ভেদঃ ॥

পরমদ নামক রোগে শ্লেষ্মাপ্রাচুর্য্য, নাসাস্রাবাদি, দেহভার, মুখবৈরস্য, মল মূত্ররোধ, তন্দ্রা, অরুচি, তৃষ্ণা, মস্তক বেদনা ও সন্ধি সমস্তে ভঙ্গবৎ পীড়া, এই সকল লক্ষণ উদিত হইয়া থাকে।

পানাজীর্ণস্য লক্ষণম্‌ ।

আধ্মানমুগ্রমথচোদ্গিরণং বিদাহঃ
পানেঽজরাং সমুপগচ্ছতি লক্ষণানি ।

উদ্গিরণং বান্তিরুদ্গারো বা। পীয়ত ইতি পানং মদ্যম্‌। অজরা অজীর্ণত্বম্‌।

পানাজীর্ণ রোগে অতি কষ্টদায়ক উদরাধ্মান, বমন অথবা উদ্গারোদ্গম ও গাত্র দাহ এই সকল লক্ষণ সঞ্জাত হয়। পীত মদ্য সম্যক্‌ জীর্ণ না হইলে পানাজীর্ণ পীড়া উপস্থিত হয়।

পানবিভ্রমস্য লক্ষণম্‌ ।

হৃদ্গাত্রতোদ কফসংস্রব কণ্ঠধূম-
মূর্চ্ছা বমি জ্বর শিরোরুজন প্রদাহাঃ ।
দ্বেষঃ সুরান্ন বিকৃতেষপি তেষু তেষু
তং পান বিভ্রম মুশন্ত্যখিলেন ধীরাঃ ॥

অখিলেনেতি ভাবপ্রধানো নির্দ্দেশঃ। অখিলত্বেনেত্যর্থঃ।

পান বিভ্রমাখ্য রোগে সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ বক্ষে সূচীবেধবৎ বেদনা, কফস্রাব, কণ্ঠ হইতে ধূমনির্গমনবৎ অনুভব, মূর্চ্ছা, বমি, শিরঃপীড়া, দাহ এবং গৌড়ী ও কাদম্বরী প্রভৃতি সুরা সকলে ও খাদ্যসমূহে বিদ্বেষ উপস্থিত হইয়া থাকে।

যকৃদ্রোগঃ ।

মদ্যানাং সততাভ্যাসাৎ তীব্রমদ্যনিষেবণাৎ।
নিরন্নাদপি পানাচ্চ যকৃদ্রোগা ভবন্তি হি ॥
যকৃদ্রোগাধিকারে তান্‌ সলক্ষণচিকিৎসিতান্‌।
পুরাসেচনকেভ্যো বো ব্যাসতোঽহমকীর্ত্তয়ম্‌ ॥

বিবিধ মদ্যের নিরন্তর পান, তীব্র মদ্যপান ও খাদ্যরহিত পান (মদ্যপান) এই সকল কারণে যকৃদ্রোগ উৎপন্ন হয়। যকৃতে যে সমস্ত রোগ হইয়া থাকে, তাহাদের লক্ষণ ও চিকিৎসা যকৃদধিকারে সবিস্তারে লিখিত হইয়াছে।

মদাত্যয়াদীনামুপদ্রবাঃ ।

হিক্কাজ্বরৌ বমথু বেপথু পার্শ্বশূলাঃ
কাসভ্রমাবপি চ পানহতং ভজন্তে ॥

হিক্কা, জ্বর, বমি, কম্প, পার্শ্বশূল, কাস ও ভ্রম এই গুলি, উল্লিখিত রোগ সকলের (মদাত্যয়াদির) উপদ্রব।

তেষামরিষ্ট লক্ষণানি ।

হীনোত্তরৌষ্ঠ মতিশীত মমন্দদাহং
তৈল প্রভাস্যমপি পানহতং ত্যজেত্তু ।
জিহ্বৌষ্ঠদন্ত মসিতং ত্বথবাপি নীলং
পীতে চ যস্য নয়নে রুধিরপ্রভে বা ॥

পানবিকৃতি (মদাত্যয়াদি পীড়িত) রোগীর ওষ্ঠের লম্বন (ঝুলিয়া পড়া), বাহ্যাঙ্গে শীত অথচ অত্যন্ত অন্তর্দাহ, মুখ তৈলাক্তবৎ, জিহ্বা ও দন্ত কৃষ্ণ বা নীলবর্ণ এবং চক্ষুঃ পীত বা রক্তবর্ণ, এই সকল লক্ষণ ব্যস্ত বা সমস্ত ভাবে উদিত হইলে ব্যাধি মৃত্যুরূপী জানিবে।

মদাত্যয়াদীনাং চিকিৎসা।

মদ্যোত্থানাঞ্চ রোগাণাং মদ্যমেব হি ভেষজম্।
যথা দহনদগ্ধানাং দহনস্বেদনং হিতম্॥
মিথ্যাতিহীন মদ্যেন যো ব্যাধিরুপজায়তে।
সমেনৈব নিপীতেন মদ্যেন স হি শাম্যতি॥

যেরূপ অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তিদিগের পক্ষে অগ্নিস্বেদই উপকারী, সেইরূপ মদ্যপানজাত মদাত্যয়াদি রোগে মদ্যই শ্রেষ্ঠ ঔষধ। হীন-মাত্র, অতিমাত্র অথবা বিধিবহির্ভূতরূপে পীত মদ্য দ্বারা যে পীড়া উৎপন্ন হয়, তাহা সমমাত্র ও সদ্‌যুক্তি পীত মদ্য দ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে।

মদ্যং সৌবর্চ্চল ব্যোষযুক্তং কিঞ্চিজ্জলান্বিতম্।
জীর্ণমদ্যায় দাতব্যং বাতপানাত্যয়াপহম্॥

বাতিক মদাত্যয়ে সৈচল লবণ, শুঁঠ, পিঁপুল ও মরিচসংযুক্ত জলমিশ্রিত মদ্যই পেয়।

মুদ্গযূষঃ সিতাযুক্তঃ স্বাদুর্বা পৈশিতো রসঃ।
পিত্তপানাত্যয়ে যোজ্যাঃ সর্ব্বশশ্চ ক্রিয়া হিমাঃ॥
মদ্যং পুরাতনং তত্র শীতবীর্য্যমথাপি বা।
দ্রাক্ষামলক তোয়াক্তং সিতয়া সহ শস্যতে॥

পৈত্তিক মদাত্যয়ে চিনি সংযুক্ত মুদ্গযূষ ও স্বাদু মাংসের যূষ পান উপকারী। ইহাতে সর্ব্বতোভাবে শীতল ক্রিয়া কর্ত্তব্য। পুরাতন অথবা শীতলবীর্য্য মদ্য, দ্রাক্ষা ও আমলকীর রসের সহিত একত্র এবং তাহাতে চিনি সংযুক্ত করিয়া পান করিলে পিত্তপানাত্যয়ের শান্তি হয়।

পানাত্যয়ে কফোদ্ভূতে লঙ্ঘনঞ্চ যথাবলম্।
দীপনীয়ৌষধোপেতং পিবেন্মদ্যং সমাহিতঃ॥

শ্লৈষ্মিক পানাত্যয়ে যথাশক্তি লঙ্ঘন ও অল্প পরিমাণে পঞ্চকোলচূর্ণ সংযুক্ত মদ্যপান ব্যবস্থেয়।

সর্ব্বজে সর্ব্বমেবেদং প্রয়োক্তব্যং চিকিৎসিতম্।
আভিঃ ক্রিয়াভি র্মিশ্রাভিঃ শান্তিং যাতি মদাত্যয়ঃ॥

সান্নিপাতিক মদাত্যয়ে উল্লিখিত ক্রিয়া সকলের সম্মিলন কর্ত্তব্য।

খর্জ্জুরাদিমন্থঃ।

মন্থঃ খর্জ্জুর মৃদ্বীকা বৃক্ষাম্লাম্লক দাড়িমৈঃ।
পরূষকৈঃ সামলকৈর্যুক্তো মদ্যবিকারনুৎ॥
জলে চতুষ্পলে শীতে ক্ষুণ্ণং দ্রব্যপলং ক্ষিপেৎ।
মৃৎপাত্রে মর্দ্দয়েৎ সম্যক্ তস্মাচ্চ দ্বিপলং পিবেৎ॥

খর্জ্জুর, দ্রাক্ষা, মহাদা, তেঁতুল, দাড়িম, পরূষফল ও আমলা মিলিত ১ পল। এই গুলি একত্র ক্ষুণ্ণ করিয়া ৪ পল শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিবে, পরে এই সমুদায় চট্‌কাইয়া ছাঁকিয়া সেই জল ২ পল পরিমাণে পান করিলে মদ্যপানজ রোগ সমস্ত নিরাকৃত হয়। ইহার নাম খর্জ্জুরাদি মন্থ।

দ্রাক্ষা কপিত্থফল দাড়িম পানকং যৎ
তৎ পানবিভ্রমহরং মধুশর্করাঢ্যম্॥

দ্রাক্ষা, পক্ব কয়েতবেলের শস্য ও দাড়িমের রস ইহাদের সরবত মধু ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পানবিভ্রম পীড়ার শান্তি হয়।

পথ্যাক্কাথেন সংসিদ্ধং ঘৃতং ধাত্রীরসেন বা।
সর্পিঃ কল্যাণকং বাপি মদমূর্চ্ছাহরং পিবেৎ॥

হরীতকীক্বাথ অথবা আমলকীর রসের সহিত সিদ্ধ ঘৃত কিংবা কল্যাণক নামক ঘৃত মদমূর্চ্ছানিবারক।

মদ্যং পীত্বা যদি না তৎক্ষণ মবলেঢ়ি শর্করাং সঘৃতাম্॥
জাতু ন মদয়তি মদ্যং মনাগপি প্রথিতবীর্য্যমপি॥

অতি তীব্রবীর্য্য মদ্য পান করিয়াও যদি তৎক্ষণাৎ ঘৃতাক্ত শর্করা অবলেহন করা যায়, তাহা হইলে কদাচ কিছুমাত্র মত্ততা উপস্থিত হয় না।

প্রসঙ্গাৎ কোদ্রবাদিমদচিকিৎসা লিখ্যন্তে।

সগুড়ঃ কুষ্মাণ্ডরসঃ শময়তি মদমাশু কোদ্রবজম্।
ধুস্তূরজঞ্চ দুগ্ধং সশর্করঞ্চাশু পানেন॥

এক্ষণে প্রসঙ্গবশতঃ কোদ্রবাদি ভক্ষণজাত মত্ততার চিকিৎসা লিখিত হইতেছে।

কোদ্রব ভক্ষণজাত মত্ততা, গুড়মিশ্রিত কুষ্মাণ্ডজল পানে এবং ধুস্তূর ভক্ষণজাত মত্ততা, শর্করাসংযুক্ত দুগ্ধপানে প্রশমিত হয়।

সচ্ছর্দ্দি মূর্চ্ছাতিসারং মদ্যং পূগফলোদ্ভবম্।
সদ্যঃ প্রশময়েৎ পীত মাতৃপ্তের্বাপি শীতলম্॥

সুপারি ভক্ষণে বমি, মূর্চ্ছা ও অতিসার সহিত যে মত্ততা উপস্থিত হয়, তাহা, সম্যক্ তৃপ্তি পর্য্যন্ত শীতল জল পানে প্রশমিত হইয়া থাকে।

জাতীফলমদং শীঘ্রং হন্তি পথ্যা নিষেবিতা।
শীততোয়াবগাহশ্চ শর্করা দধিযোজিতা॥
বিভীতমদ্য শাস্ত্যর্থমেতদেব চিকিৎসিতম্॥

জায়ফল ভক্ষণজাত মদ হরীতকী সেবনে, শীতল জলাবগাহনে ও শর্করা সংযুক্ত দধি ভোজনে নিবারিত হয়। বহেড়া ভক্ষণজাত মত্ততাও এই সমুদায় ক্রিয়া দ্বারা নিরাকৃত হইয়া থাকে।

মদাত্যয়ে পথ্যাপথ্যানি।

হিতা মদাত্যয়ে প্রত্নাঃ শালি মুদ্গ যবাঃ সিতাঃ।
পয়ঃ পটোলং খর্জ্জূরং দাড়িমং নারিকেলকম্॥
দ্রাক্ষা ধাত্রী বিচিত্রান্নং হৃদ্যং মদ্যং পরূষকম্।
লাবতিত্তিরিদক্ষৈণ শশচ্ছাগাবিজো রসঃ॥
শিশিরঃ পবনো ধারাগৃহং চন্দ্রস্য রশ্ময়ঃ।
চন্দনালেপনং স্নানং প্রিয়ালিঙ্গনমেব॥
তাম্বূলং ধূমপানঞ্চ লাবণং স্বেদনাঞ্জনে।
বর্জ্জ্যান্যখিল তীক্ষ্ণানি ব্যাধৌ মদ্যসমুদ্ভবে॥

মদ্য পানজ ব্যাধি সকলে পুরাতন শালিতণ্ডুল, মুদ্গ ও যব, চিনি, দুগ্ধ, পটোল, খর্জ্জুর, দাড়িম, নারিকেল, দ্রাক্ষা, আমলকী ও পরূষফল, পাকশাস্ত্রোক্ত বিবিধ ক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত উপাদেয় খাদ্য সমূহ, হৃদ্য, মদ্য, লাব, তিত্তির, কুক্কুট, এণ, শশ ও ছাগাদির মাংসের যূষ, শীতল বায়ু, ধারাগৃহ, চন্দ্র কিরণ, গাত্রে চন্দন লেপন, স্নান ও প্রিয়ালিঙ্গন এই সমস্ত হিতপ্রদ।

তাম্বূল, ধূমপান, নস্য, স্বেদ, অঞ্জন এবং সমস্ত তীক্ষ্ণ ক্রিয়া মদাত্যয়াদি রোগে বর্জ্জনীয়।

ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

তত্ত্বোন্মাদাধিকারঃ।

তত্ত্বোন্মাদস্য স্বরূপম্।

অহো মম মহদ্ভাগ্যং লব্ধা যদ্ ব্রহ্মণঃ কৃপা।
ইত্যেবং ভ্রমজো মোহস্তত্ত্বোন্মাদ ইতীরিতঃ॥
তত্ত্বোন্মাদো হর্ষমৌঢ্য ব্রহ্মমোহশ্চ স স্মৃতঃ।
বৃথাধীপ্রভবো ব্যাধিরয়ং সদ্ভির্নিরূপিতঃ॥

কিংরূপং কুত্র বা ব্রহ্ম নৈতজ্জানাতি কোঽপ্যহো।
পুরাণৈর্দর্শনৈর্বা ন লব্ধং যদ্ ব্রহ্মদর্শনম্॥
একেশকর্তৃকং বিশ্বং বদন্ত্যন্যে নিরীশ্বরম্।
ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মতর্কেণ ব্যাকুলং বহুধা বৃথা॥
মানং দুরূহং সত্তায়ামাস্তাং দূরে দয়াদিকম্।
অনির্ণীতমনির্ণেয়ং তদেবমবধারয়॥
মদর্থং ব্রহ্ম কুর্ব্বেতজ্জহেনং মম বৈরিণম্।
ধনং দেহি যশো দেহি দেহি রাজ্যমকণ্টকম্॥
বিশালনেত্রাং সুদতীং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
নিতম্বিনীং ক্ষীণমধ্যাং স্মরকেলিকলাবিদম্॥
নিত্যং নর্ম্মপ্রিয়াং তন্বীং রম্ভোরুং রসিকেশ্বরীম্।
মদ্‌ব্রতাং নিত্যসন্তুষ্টাং সুন্দরীং দেহি কামিনীম্॥
ইত্থমর্থনমাত্রেণ ব্রহ্ম ভীতং সসম্ভ্রমম্।
ভ্রান্তবুদ্ধে! ন মন্যস্ব প্রার্থিতং সাধয়িষ্যতি॥
কদাচিৎ প্রার্থনা কাপি যদি তে সফলা ভবেৎ।
বিদ্ধি তৎ কাকতালীয়ং তত্র ব্রহ্ম ন কারণম্॥
ন স্তবৈর্হৃষ্যতি ব্রহ্ম নাপি দ্বেষ্টি চ নিন্দয়া।
অস্তিবাদী প্রিয়ো নাস্য নাস্তিবাদী ন চাপ্রিয়ঃ॥
ন মূর্খেঽনাদরস্তস্য বহুমানো ন পণ্ডিতে।
ধনিনো বা ভয়ং নাস্য ন দরিদ্রে চ তাড়নম্॥
শ্বপাকে যবনে বাপি ব্রাহ্মণে বেদপারগে।
মদ্যপে গণিকাসক্তে মালাতিলকধারিণি॥
শুচৌ বাপ্যশুচৌ সাধ্ব্যাং বেশ্যায়াং বালবৃদ্ধয়োঃ।
সর্ব্বত্রৈব সমং ব্রহ্ম বিশ্বরূপং সনাতনম্॥
এবংভূতস্য তস্যেয়মিতি মৎপ্রীতয়ে কৃতিঃ।
তত্ত্বোন্মাদ্যতি যস্তস্য ব্যাধিরুন্মাদ এব হি॥
(তত্ত্বোন্মাদ ইত্যত্র উন্মাদশব্দো ভাবকৃতা নিষ্পন্নঃ)

আহা আমার কি সৌভাগ্য! আমি জগদীশ্বরের কৃপালাভ করিয়াছি, এইরূপ ভ্রমজন্য যে মোহ, তাহার নাম তত্ত্বোন্মাদ। তত্ত্বোন্মাদ, হর্ষমৌঢ্য ও ব্রহ্মমোহ এই গুলি ইহার পর্য্যায়। এই পীড়া ভ্রমবুদ্ধিসম্ভূত, ইহা পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন। ব্রহ্ম কি প্রকার, তিনি কোথায়, ইহা কেহই জানেন না। পুরাণ বা দর্শনশাস্ত্র তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারে নাই। কতকগুলি লোকে জগৎকে সেশ্বর ও কতকগুলি লোকে নিরীশ্বর বলিয়া থাকেন। এই ব্রহ্মাণ্ড বহু বৃথা ব্রহ্মতর্কে চিরকাল ব্যাকুল হইয়া আছে। তাঁহার দয়া প্রকাশাদির কথা দূরে থাকুক, তাঁহার সত্তাবিষয়েই প্রমাণ দুরূহ। ব্রহ্ম কখনও নির্ণীত হন নাই এবং নির্ণীত হইবেনও না, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া রাখ। হে, ব্রহ্ম! তুমি আমার জন্য ইহা কর, আমার এই শত্রুকে নাশ কর, ধন দাও, যশঃ দাও অকণ্টক রাজ্য দাও এবং বিশালনেত্রা, শোভনদন্তা, পীনোন্নতপয়োধরা, স্থূলনিতম্বা, ক্ষীণমধ্যা, কামকেলিকলাভিজ্ঞা, নিত্যপরিহাসপ্রিয়া, ক্ষীণাঙ্গী, সুলোরু, সুরসিকা, মদ্গতপ্রাণা, নিত্যসন্তুষ্টা, সুন্দরী কামিনী দাও। তুমি এইরূপ প্রার্থনা করিলে, কিন্তু তোমার অভিলাষ সিদ্ধ না হইলে অথবা করিতে বিলম্ব করিলে তুমি আর তাঁহাকে মানিবেনা, ব্রহ্ম এই ভয়ে ভীত ও ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন, ইহা মনেও করি না। যদিও কখন তোমার কোন প্রার্থনা সফল হইতে দেখ, তাহা কাকতালীয়রূপে সিদ্ধ জানিবে, তাহাতে ব্রহ্ম কারণ নহে। ব্রহ্ম স্তবেও তুষ্ট হন না এবং তাঁহার নিন্দা করিলেও দ্বেষ করেন না। যে ব্যক্তি ব্রহ্ম আছেন বলিয়া বেড়ান, তিনিই যে তাঁহার বড় প্রিয় এবং যে ব্যক্তি নাই বলেন তিনি যে অপ্রিয় তাহাও মনে করিও না। তাঁহার মূর্খজনেও অনাদর নাই, পণ্ডিতেও বহুমান নাই, ধনীর নিকটেও ভয় নাই এবং দরিদ্রের প্রতিও তাড়না নাই। চণ্ডাল বা যবন এবং বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণ, বেশ্যাসক্ত, মদ্যপায়ী এবং মালাতিলকধারী ব্যক্তি, শুচি এবং অশুচি, সাধ্বী এবং বেশ্যা ও বালক এবং বৃদ্ধ প্রভৃতি সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম সমরূপ।

এবম্ভূত ব্রহ্ম আমার প্রীতি সম্পাদনের জন্য ব্যস্ত হইয়া এই কার্য্য করিলেন, ইহা ভাবিয়া যে ভ্রান্তবুদ্ধি ব্যক্তি উন্মত্ত হয়, তাহার প্রকৃতই উন্মাদ রোগ ঘটিয়াছে, তাহাতে কি সন্দেহ আছে।

প্রায়শো বুদ্ধিহীনানামসত্ত্বাং নীচচেতসাম্।
ব্যাধিরেযোঽভিজায়েত কদাচিন্মহতামপি॥

প্রায় বুদ্ধিহীন, অসৎস্বভাব, নীচচিত্ত ব্যক্তিদিগের এই পীড়া হইয়া থাকে। এতদ্দেশীয় গৌড়ীবৈষ্ণবদিগের সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণাদিসময়ে কখন কখন এই দশা হইয়া থাকে, ইহাকে দশাধরা বলে। অনেক দুরাত্মা আপনার মহত্ত্বস্থাপনের নিমিত্ত অথবা মনোগত কোন দুষ্ক্রিয়া সাধনের জন্য এইরূপ কৃত্রিম অবস্থার ভান করে।

এই পীড়া সচরাচর যদিও কাণ্ডজ্ঞানরহিত অধার্ম্মিক মূর্খগণেরই হইয়া থাকে, তথাপি কখন কখন প্রকৃত ধার্ম্মিক ও সুপণ্ডিত-দিগেরও ইহা উপস্থিত হইতে দেখাযায়। ধার্ম্মিকশিরোমণি, সচ্চরিত্রের আদর্শ, কাপট্য-শূন্য, পরমবিনয়ী, সুবিদ্বান্, মহাত্মা শ্রীচৈতন্য দেব এই রোগে আক্রান্ত ছিলেন।

তত্ত্বোন্মাদস্য নিদানম্।

অতিপ্রগাঢ়াচ্চিত্তস্য ধর্ম্মাদ্যভিনিবেশনাৎ।
ব্যাধিস্তত্ত্বোন্মাদনামা জায়তে বাতকোপতঃ॥

ধর্ম্মাদিতে অতি প্রগাঢ়রূপে চিত্তের অভিনিবেশ করিলে বায়ুর প্রকোপ হইয়া তত্ত্বোন্মাদনামক রোগ উপস্থিত হয়।

তস্য লক্ষণম্।

ব্রহ্মমোহে প্রমূঢ়ত্বং স্থিরাস্পন্দা কনীনিকা।
চক্ষুরুন্মীলিতং সুপ্তি গতিরোধোঽথ বাগ্মিতা।
দন্তোগ্রভাবৌ বিক্ষেপো হাস্যং ক্লৈব্যঞ্চ রোদনম্।
এবম্ভূতানি লিঙ্গানি তত্ত্বোন্মাদে ভবন্তি হি।

তত্ত্বোন্মাদরোগে মূর্চ্ছা, কনীনিকা স্থির ও মৃতব্যক্তির ন্যায় অচল, চক্ষু উন্মীলিত, স্পর্শজ্ঞানের অভাব ও গতিশক্তিরোধ এবং কখন কখন বক্তৃতাকরণ, দন্তপ্রকাশ, উগ্র-ভাব, আক্ষেপ, হাস্য, মত্ততা ও রোদন এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

তস্য চিকিৎসা।

স্নায়ুস্থৈর্য্যকরং যদ্‌যৎ তথা বাতানুলোমনম্।
ভেষজং পানমন্নঞ্চ তত্তদত্র প্রয়োজয়েৎ।

যে যে ঔষধ, অন্ন ও পানীয় স্নায়ুর স্থৈর্য্যকারক এবং বায়ুর অনুলোমক, তৎসমস্ত এই পীড়ায় প্রয়োজ্য।

শ্রীখণ্ডাদিচূর্ণম্।

শ্রীখণ্ডং শারিবাং শ্যামাং মুশলীং মধুকং বিড়ম্।
ফলত্রয়ং নিশাদ্বন্দ্বমুৎপলং নাগকেশরম্।
মাংসীমিক্ষুরকং বালমুশীরং গিরিমৃত্তিকাম্।
বলাং নাগবলাঞ্চৈব ভিষগেকত্র চূর্ণয়েৎ।
পয়সা ধারয়োষ্ণেন শাণমস্য প্রপায়য়েৎ।
অনেন নাশমায়ান্তি তত্ত্বোন্মাদাদয়ো গদাঃ।

শ্বেতচন্দন, অনন্তমূল, শ্যামালতা, তাল-মূলী, যষ্টিমধু, বিট্‌লবণ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, উৎপলমূল, নাগেশ্বর, জটামাংসী, কুলেখাড়াবীজ, বালা, বেণার মূল, গিরিমাটী, বেড়েলা ও গোরক্ষ-চাকুলে একত্র চূর্ণ করিয়া লইবে। ইহার অর্দ্ধ তোলা, ধারোষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবনীয়। ইহাতে তত্ত্বোন্মাদ প্রভৃতি রোগের শান্তি হয়।

চৈতন্যোদয়রসঃ ।

হেমাভ্রং মৌক্তিকং সূতং গন্ধকং জতুকায়সী ।
তুগাক্ষীরং শশাঙ্কঞ্চ ভাবয়িত্বা বরাম্ভসা ॥
রক্তিমানা বটীঃ কৃত্বা চ্ছায়ায়াং পরিশোষয়েৎ ।
শতাবর্য্যম্ভসা শান্ত্যৈ তন্দ্রোন্মাদস্য পায়য়েৎ ॥

স্বর্ণ, মুক্তা, পারদ, গন্ধক, শিলাজতু, লৌহ, বংশলোচন ও কর্পূর প্রত্যেক সমভাগ, ত্রিফলার কাথে ভাবনা দিয়া একরতি প্রমাণ বটিকা করিয়া ছায়ায় শুকাইবে। শতমূলীর রসের সহিত সেবনীয়। ইহাতে তন্দ্রোন্মাদ পীড়ার শান্তি হয়। ইহা জলে গুলিয়া নস্য দিলে চৈতন্যের উদয় হয়।

শতধৌতঘৃতাভ্যঙ্গোঽসমে চ মধুসর্পিষী ।
আজ্যং সলিলমিশ্রঞ্চ ব্রহ্মমোহে পরৌষধম্ ॥

শতধৌত ঘৃতমর্দ্দন, অসমভাগ ঘৃতমধু সেবন এবং সজল ঘৃত পান, এইগুলি ব্রহ্মমোহে বিশেষ উপকারক।

কদাচিৎ তাড়নাদ্যৈশ্চ ব্রহ্মমোহঃ প্রশাম্যতি ।
গদে ত্বপ্রকৃতে তস্মিন্ প্রহার এব ভেষজম্ ॥
অপ্রকৃতে কৃত্রিমে ।

কখন কখন তাড়নাদি দ্বারাও ব্রহ্মমোহের শান্তি হয়। কৃত্রিম পীড়ায় প্রহারই পরম ঔষধ।

অপস্মারহরং যচ্চ বাতব্যাধিহরং তথা ।
ঘৃততৈলাদিকং সর্ব্বং ব্রহ্মমোহে প্রশস্যতে ॥

অপস্মারপ্রশমক ও বাতব্যাধিনাশক ঘৃততৈলাদি এই পীড়ায় উপকারক।

অত্র পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা ।

ধারোষ্ণং গোপয়ঃ শস্তং শালয়শ্চ পুরাতনাঃ ।
যবমুদ্গতিলাশ্চাপি নিখিলং চানুলোমনম্ ॥
পরিহাসঃ প্রিয়ৈঃ সার্দ্ধং প্রিয়াভিশ্চ সহাসনম্ ।
ইত্যেতানি হিতান্যত্র বিপরীতান্যশর্ম্মণে ॥

ধারোষ্ণ গোদুগ্ধ, পুরাতন শালি, যব, মুগ, তিল ও সমস্ত বাতানুলোমক দ্রব্য এবং প্রিয়বর্গের সহিত পরিহাস ও প্রিয়াগণের সহিত একত্র অবস্থান, এই পীড়ায় হিতকর। এতদ্বিপরীত অনিষ্টজনক।

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

অচলবাতাধিকারঃ ।

অচলবাতস্য স্বরূপম্ ।

যয়ৈব সংস্থয়া জন্তুর্মোহমাপ্নোতি চেৎ ততঃ ।
পরতোঽপি তয়া তিষ্ঠেৎ সাপিচেৎ ক্লেশকৃদ্ ভৃশম্ ॥
স গদোঽচলবাতাখ্যোঽচলসংস্থানমেব চ ।
তাদবস্থ্যাগদশ্চাপি তথৈবাপরিবর্ত্তকঃ ॥
বাতাগতেঃ সমস্থানাং পূর্ব্বভাবস্থিতেস্তথা ।
তথৈবাপরিবৃত্তেশ্চ মতং নাম চতুষ্টয়ম্ ॥

রোগী সুস্থ অবস্থায় যে সংস্থানে থাকে, রোগাক্রমণ হইলেও যদি ঠিক্ সেই সংস্থানে থাকে, পূর্ব্বসংস্থান অতি ক্লেশকর হইলেও মূর্চ্ছাকালে তাহার পরিবর্ত্তন না হয়, তাহা হইলে ঐ পীড়াকে অচলবাত বলা যায়। যদি রোগী সুস্থাবস্থায় একটী হস্ত ঊর্দ্ধদিকে তুলিয়া থাকে, তাহা হইলে মূর্চ্ছাকালেও হস্ত ঐরূপ ঊর্দ্ধদিকেই থাকিবে, পড়িয়া যাইবে না ইত্যাদি। এই পীড়ার অপরাপর নাম অচলসংস্থান, তাদবস্থ্যগদ ও অপরিবর্ত্তক। বায়ুর অচলতাহেতু অচলবাত, সংস্থানের অন্যথাহেতু অচলসংস্থান, পূর্ব্বাবস্থায় অবস্থিতিহেতু তাদবস্থ্যগদ এবং পরিবর্ত্তনের অভাবহেতু অপরিবর্ত্তক এই চারিনামে এই পীড়া অভিহিত হইয়া থাকে।

তস্য নিদানম্।

চিন্তনাৎ ক্ষীণধাতুত্বাত্ত্রয়াৎ সত্ত্বস্য সংক্ষয়াৎ।
বীজদোষবশাচ্চৈব জায়তেহপরিবর্ত্তকঃ।

অতিভয়, চিন্তা, ক্ষীণধাতুত্ব, ভয়, সত্ত্বগুণের ক্ষয় ও পৈতৃকবীজদোষ, এইগুলি অচলবাতের নিদান।

তস্য লক্ষণম্।

স্পর্শহানিরচেষ্টত্বং পেশীনাং দৃঢ়তা তথা।
মূর্চ্ছনঞ্চ বিনাক্ষেপং চিহ্নান্যপরিবর্ত্তকে।
অসামান্যং গদস্যাস্য লিঙ্গং প্রাক্‌সংস্থয়া স্থিতিঃ।
কদাচিচ্ছ্বাসভূয়স্ত্বং ধমন্যাঃ ক্ষুদ্রতা তথা।

স্পর্শশক্তির হানি, অঙ্গসঞ্চালনাদি ক্রিয়ার লোপ, পেশীমণ্ডলের দৃঢ়তা এবং আক্ষেপব্যতিরেকে মূর্চ্ছা এইগুলি এই পীড়ার অসাধারণ চিহ্ন। ইহাতে কখন কখন শ্বাসাধিক্য এবং নাড়ীর ক্ষুদ্রতা হইয়া থাকে।

পূর্ব্বরূপং বিনা ব্যাধিঃ সহসৈব প্রকাশতে।
গ্রীবাদার্ঢ্যং শিরঃপীড়া কদাচিচ্চলচিত্ততা।
পূর্ব্বরূপত্বেন প্রকাশত ইতি শেষঃ।

এই ব্যাধি পূর্ব্বরূপ ব্যতিরেকে সহসা প্রকাশিত হয়। কখন কখন গ্রীবাদেশের দৃঢ়তা, শিরঃপীড়া ও চিত্তচাঞ্চল্য এই সকল পূর্ব্বলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

তস্য চিকিৎসা।

যথা গদবতশ্চিত্তং প্রসন্নমবতিষ্ঠতে।
সর্ব্বথা তদ্বিধাতব্যং তদ্ধি মুখ্যং চিকিৎসিতম্।

এই পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির চিত্ত যাহাতে সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকে, সর্ব্বপ্রযত্নে তাহা কর্ত্তব্য। কারণ চিত্তপ্রসাদনই এই পীড়ার মুখ্য চিকিৎসা।

শীর্ষ্ণি শীতাম্বুসেকশ্চ চন্দনাদিপ্রলেপনম্।
তথা মেষীপয়ঃপানং বিধেয়ং মৃদুরেচনম্।

মস্তকে শীতলজল সেচন, গাত্রে চন্দনাদি লেপন, মেষদুগ্ধ পান এবং মৃদুবিরেচন এই পীড়ায় উপকারক।

হিঙ্গ্বাদ্যং চূর্ণম্।

হিঙ্গুচন্দনশীতাংশু দারুদারুনিশানিশাঃ।
ফলত্রয়মুশীরঞ্চ মধুকং মধুকং মুরাম্।
সর্ব্বৈর্ঘ্যৈকত্র পয়সা পিবেচ্ছীতাম্বুনা তথা।
অনেনাচলবাতাখ্যো যাতি নাশং গদো ধ্রুবম্।

হিঙ্গু, শ্বেতচন্দন, কর্পূর, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বেণার মূল, মৌলফল, যষ্টিমধু ও একাঙ্গী প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার অর্দ্ধ বা একমাষা, দুগ্ধ বা শীতলজলের সহিত সেবনীয়।

সিন্দূরং পয়সা পীত্বা গদী স্বাস্থ্যমবাপ্নুয়াৎ।

দুগ্ধের সহিত রসসিন্দূর সেবন করিলে পীড়ার উপশম হয়।

বাতাময়হরং যচ্চ যদ্ যন্মূর্চ্ছাহরং তথা।
তৎতদ্ বিবিচ্য যোক্তব্যং যথাদোষানুপানকম্।

বাতব্যাধিপ্রশমক ও মূর্চ্ছানাশক ঔষধ সকল উপযুক্ত অনুপানের সহিত বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে এই পীড়ার শান্তি হয়।

অপস্মারে চ মূর্চ্ছায়াং তথা বাতাময়েঽপি চ।
যৎপথ্যং যদপথ্যঞ্চ তত্তদেবাত্র সম্মতম্।

অপস্মার, মূর্চ্ছা ও বাতব্যাধিতে যাহা যাহা পথ্য ও অপথ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, ইহাতেও সেইরূপ জানিবে।

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

খঞ্জনিকাধিকারঃ ।

তস্য নিদানম্ ।

খঞ্জন্যদনসাতত্যাদনিলো বিকৃতিং গতঃ ।
সক্থ্নি সঞ্জনয়েদ্ব্যাধিং ঘোরং খঞ্জনিকাভিধম্ ॥

খঞ্জনীনামক দাইল নিরন্তর ভক্ষণ করিলে বায়ু বিকৃত হইয়া সক্থিতে অর্থাৎ উরুদেশে খঞ্জনিক নামক কষ্টদায়ক ব্যাধি উৎপাদন করে ।

খঞ্জনী যামুনে দেশে বাহুল্যেন প্রজায়তে ।
তস্যাঃ সমশনাৎ তত্র পীড্যন্তে ব্যাধিনা জনাঃ ॥

যমুনার নিকটস্থ প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানে খঞ্জনীনামক শস্য অধিকপরিমাণে জন্মে। উহা প্রচুর পরিমাণে ভক্ষণ করাতে ঐ প্রদেশের লোকেরা এই পীড়াদ্বারা প্রায় আক্রান্ত হইয়া থাকে ।

বাতাময়াধিকারে যা প্রোক্তা কলায়খঞ্জতা ।
সৈবায়মিতি কৈশ্চিদ্বা কৈশ্চিদ্বান্যোঽভিমন্যতে ॥

বাতব্যাধি অধিকারে কলায়খঞ্জতানামক একটী রোগ উক্ত হইয়াছে, কেহ কেহ বলেন, সেই পীড়া ও এই খঞ্জনিক ব্যাধি অভিন্ন। আর কতকগুলি পণ্ডিতে বলেন উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন পীড়া ।

অস্যানুপশয়ঃ ।

শৈত্যেনার্দ্রতয়া চাপি ব্যাধিরেব বিবর্দ্ধতে ।

শৈত্য ও আর্দ্রতা দ্বারা এই পীড়ার বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

স্ত্রীভ্যঃ পুংসাময়ং ব্যাধির্বাহুল্যেনাভিজায়তে ।

এই পীড়া স্ত্রীদিগের অপেক্ষা পুরুষের অধিক হইয়া থাকে ।

অস্য লক্ষণম্ ।

সুপ্তোত্থিতস্যোঽসি জানুসন্ধৌ
রুজা চ গুর্ব্বী চ দৃঢ়া চ জঙ্ঘা ।
কক্দ্মতী ক্ষীণবলা ততো না
সোঽঙ্গুষ্ঠমাকৃষ্য চলেৎ সুকৃচ্ছ্রম্ ॥
বক্রত্বং জানুসন্ধেশ্চ জঙ্ঘায়াশ্চাপি শীর্ণতা ।
পাদসংস্থানবৈরূপ্যমরতিশ্চাত্র সম্ভবেৎ ॥

প্রত্যূষে গাত্রোত্থানের পর হঠাৎ জানুসন্ধিতে দারুণ বেদনা এবং জঙ্ঘা দৃঢ় ও গুরুভারযুক্ত অনুভূত হয়। ক্রমশঃ কটির বলহানি হইয়া রোগী সহজে চলিতে পারে না এবং চলিবার সময় পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি ভূমির উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যায়। পরে জানুসন্ধির বক্রতা, জঙ্ঘার শীর্ণতা, পাদ সংস্থানের বৈরূপ্য ও অরতি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ।

অস্য চিকিৎসা ।

আরোগ্যমিচ্ছতা ত্যাজ্যা খঞ্জনীদ্বিদলাশনম্ ।
নিদানসেবিনো যস্মান্ন ব্যাধির্বিনিবর্ত্ততে ॥

এই পীড়া হইতে মুক্তিলাভ ইচ্ছা করিলে খঞ্জনী দাইল ভক্ষণ অবশ্য ত্যাজ্য। কারণ নিদানসেবীর ব্যাধি কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না ।

বলাদিকাথঃ ।

বাতঘ্নং পোষণং যচ্চ পানমন্নঞ্চ ভেষজম্ ।
প্রয়োজ্যমিহ তৎসর্ব্বং বিবিচ্য ভিষজা সদা ॥
বলাং গন্ধতৃণং মাষাং ত্রিবৃতাং কটুরোহিণীম্ ।
কাথয়িত্বা পিবেত্তোয়ং খঞ্জকাময়শান্তয়ে ॥

বেড়েলা, গন্ধতৃণ, মাষকলাই, তেউড়ীমূল ও কটকী ইহাদের কাথ পান করিলে সত্বর খঞ্জনিক রোগের শান্তি হয়।

বাতাময়হরং সর্পিস্তৈলঞ্চাত্র প্রয়োজয়েৎ ।

এই পীড়ায় বাতব্যাধি নাশক ঘৃত ও তৈল সমস্ত বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে।

খঞ্জনিকারি রসঃ ।

কপীলুরজতায়াংসি সংভাব্যার্জ্জুনবারিণা।
মুদ্গমাত্রাং বটীং কৃত্বা শোষয়েৎ সূর্য্যরশ্মিনা ॥
পক্ষপাতং ঘোরতরং গদং খঞ্জনিকং তথা।
রসঃ খঞ্জনিকার্য্যাখ্যো হরেদাশু ন সংশয়ঃ ॥

কঁচিলা, রৌপ্য ও লৌহ অর্জ্জুনছালের কাথে ভাবনা দিয়া মুগপ্রমাণ বটিকা করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। ইহা সেবন করিলে পক্ষাঘাত ও খঞ্জনিক রোগের শান্তি হয়।

ঊনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

তাণ্ডবরোগাধিকারঃ।

হিমবচ্ছিখরে রম্যে সিদ্ধর্ষিগণ সেবিতে।
সুগন্ধিসুমনঃ শোভিফলবদ্বহুপাদপে ॥
শ্রুতদ্বিজকুলে শান্তৈঃ শ্বাপদৈর্বহুভির্বৃতে।
বটমূলে সমাসীনমাত্রেয়ং জ্ঞানসাগরম্ ॥
আয়ুর্ব্বেদমহাচার্য্যং তপোদীপ্তকলেবরম্।
উগ্রভ্রো ভক্তিমানগ্রে কৃতাঞ্জলিরভাষত ।
কথং তাণ্ডবরোগস্য জন্ম চিহ্নানি কানি চ।
কথঞ্চ স্যাৎ প্রতীকারঃ সর্ব্বং মে কৃপয়া বদ ॥
শ্রুত্বৈতাং প্রার্থনাং ধীরঃ শিষ্যায় শিষ্যবৎসলঃ।
বচনৈর্বক্তুমারেভে ব্যক্তার্থৈস্তদৃষীশ্বরঃ ॥

একদা সুগন্ধিপুষ্প শোভিত, ফলবান্ বৃক্ষ সমূহে পরিব্যাপ্ত, বিহঙ্গম গণের কলরবহেতু অতি সুখপ্রদ, হিংসাশূন্য শ্বাপদগণে পরিবৃত, সিদ্ধ ও ঋষিগণের অধিষ্ঠান ভূমি, পরম রমণীয় হিমগিরিশিখরে বটবৃক্ষমূলে উপবিষ্ট, পরম জ্ঞানী, তপঃপ্রভাবে দীপ্তদেহ, আয়ুর্ব্বেদ মহাচার্য্য ভগবান্ আত্রেয়কে ভক্তিমান্ শিষ্য উগ্রভ্র ঋষি, অগ্রভাগে কৃতাঞ্জলি হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরো! কিরূপে তাণ্ডবরোগের উৎপত্তি হয়? উহার লক্ষণ কি? এবং কিরূপেই বা প্রতীকার হইয়া থাকে এই সমুদায় আমাকে কৃপাকরিয়া উপদেশ প্রদান করুন? শিষ্যের এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া শিষ্যবৎসল ঋষিবর তৎসমুদায় বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন।

তাণ্ডবরোগস্য নিদানম্ ।

আত্রেয় উবাচ।

প্রীতোঽস্মি ভক্তিমন্ বৎস যত্তে গচ্ছোতুমিচ্ছসি।
যদ্ দক্ষায়াবদৎ পূর্ব্বং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥

হে ভক্তিমন্ বৎস! তোমার প্রার্থনায় আমি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি যাহা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছ তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। লোকপিতামহ ব্রহ্মা, দক্ষপ্রজাপতিকে পূর্ব্বে ইহার উপদেশ দিয়াছিলেন।

অত্যাতঙ্কাদতিক্রোধাদ্‌তিহর্ষাদ্বলক্ষয়াৎ।
কর্ষণাৎ স্বপ্নরোধাচ্চ বিড়্বন্ধাৎ ক্রিমিসঞ্চয়াৎ ॥
আশানাশাদভীঘাতাৎ স্ত্রীণামৃতুবিপর্য্যয়াৎ।
কশেরুকামজ্জনশ্চাত্যুগ্রভাবাৎ প্রজায়তে ।
ব্যাধিস্তাণ্ডবনামা স প্রাণিনাং ক্লেশকৃৎ পরঃ।
অঙ্গানাং তাণ্ডবাদস্য তাণ্ডবাখ্যা বুধৈঃ কৃতা ॥

অতিশয় ভয়, অত্যন্ত ক্রোধ, অতি হর্ষ, বলক্ষয়, কর্ষণক্রিয়া, নিদ্রারোধ, মলবদ্ধ, ক্রিমি-সঞ্চয়, আশাভঙ্গ, আঘাতপ্রাপ্তি, কশেরুকা মজ্জার অত্যুগ্রতা এবং স্ত্রীদিগের ঋতুবিপর্য্যয় এই সকল কারণে তাণ্ডবরোগ উৎপন্ন হয়। ইহা অতি কষ্টদায়ক পীড়া।

তাণ্ডব শব্দের অর্থ নৃত্য, এই পীড়ায় অঙ্গসকল যেন নৃত্য করিতেছে, এইরূপ বোধ হয়, এইজন্য ইহাকে তাণ্ডবরোগ বলা যায়।

কৈশোরে বয়সি প্রায়ঃ স্ত্রীণাঞ্চাপি বিশেষতঃ।
ব্যাধিরেষোঽভিজায়েত বৃদ্ধানাঞ্চ বলক্ষয়াৎ ॥

এই ব্যাধি জীবিত কালের অন্যান্য সময়াপেক্ষা কৈশোর বয়সেই বাহুল্যরূপে হইয়া থাকে। ইহা পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীদিগের অধিক হইতে দেখাযায়। বৃদ্ধবয়সে বলক্ষয়-হেতু বৃদ্ধদিগেরও ইহা হইয়া থাকে।

তাণ্ডবরোগস্য লক্ষণম্।

বামবাহুং সমারভ্য প্রায় আদৌ ততোঽপরম্।
ততঃ পাদৌ ততোঽঙ্গানি চালয়েৎ তাণ্ডবাময়ঃ ॥

তাণ্ডবপীড়া প্রথমে প্রায় বামবাহুকে, পরে দক্ষিণ বাহুকে, তদনন্তর পাদদ্বয়কে এবং পশ্চাৎ অন্যান্য অঙ্গকে কম্পিত করে।

মুষ্টিনা কিমপি দ্রব্যং সম্যগ্ধারয়িতুং ক্ষমঃ।
সমর্পয়িতুমাস্যে বাপ্যাদনীয়ং ন তাণ্ডবী।
নৃত্যন্নিব চলত্যেষ বীভৎসৈর্মুখচেষ্টিতৈঃ।
অধীরঃ সততং তিষ্ঠেন্নিদ্রায়াং কম্পবর্জ্জিতঃ।
বীভৎসৈর্মুখচেষ্টিতৈরুপলক্ষিতঃ।

তাণ্ডবরোগাক্রান্ত ব্যক্তি মুষ্টিদ্বারা কোন দ্রব্য সম্যক্‌রূপে ধারণ করিতে বা হস্তে করিয়া ভোজ্যদ্রব্য মুখে অর্পণ করিতে সমর্থ হয় না। যখন চলে, বোধ হয় যেন নাচিতেছে, অতি বিকৃত মুখভঙ্গী করিতে থাকে এবং সর্ব্বদা অধীরভাবে থাকে। কিন্তু নিদ্রাবস্থায় কোন অঙ্গের কম্পন দেখিতে পাওয়া যায় না।

তাণ্ডবরোগস্য চিকিৎসা।

বৃংহণং রেচনঞ্চৈব বহ্নের্বলবিবর্দ্ধনম্।
ঔষধং পানমন্নঞ্চ প্রয়োজ্যং তাণ্ডবে গদে।

যে সকল ঔষধ, অন্ন ও পানীয় বৃংহণ, রেচন এবং অগ্নির বলবর্দ্ধক, তাণ্ডবরোগে তৎসমুদায় প্রয়োজ্য।

ক্রিমিসঞ্চয়সম্ভূতে কার্য্যং ক্রিমিবিনাশনম্।
রজোরোধভবে বাপৌ রজসস্তু প্রবর্ত্তনম্।

ক্রিমিসঞ্চয় জন্য পীড়ায় ক্রিমিবিনাশ এবং রজোরোধজাত পীড়ায় রজঃস্রাব কর্ত্তব্য।

শ্যামামনন্তাং মধুকং ত্রিবৃতাং চন্দনদ্বয়ম্।
এলাদ্বয়ং তথা ধাত্রী ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ।
অনেন প্রশমং যাতি তাণ্ডবাখ্যো গদো ধ্রুবম্ ॥

শ্যামালতা, অনন্তমূল, যষ্টিমধু, তেউড়ী-মূল, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, ছোটএলাইচ, বড়এলাইচ ও আমলা ইহাদের ক্বাথপানে তাণ্ডবরোগের শান্তি হয়।

তাণ্ডবারি লৌহম্।

দারুরামঠকর্পূরযশদায়ো যথোত্তরম্।
প্রগৃহ্য চতুরাবৃত্ত্যা বিভাব্য বিজয়াম্বুনা।
কুপীলুজ কষায়েণ পার্থস্য স্বরসেন চ।
ষড়্‌রক্তিকাং বটীং কৃত্বা যুঞ্জ্যাৎ তাণ্ডবশান্তয়ে।

দারুমুজ ১ ভাগ, হিঙ্গু ৪ ভাগ, কর্পূর ১৬ ভাগ, দস্তা ৬৪ ভাগ ও লৌহ ২৫৬ ভাগ এই সমুদায় একত্র করিয়া সিদ্ধি, কুঁচিলা ও অর্জ্জুনের স্বরসে ভাবনা দিয়া ৬ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে তাণ্ডবরোগের শান্তি হয়।

অত্র পথ্যাদি ।

বৃংহণং পানমন্নঞ্চ স্নানং স্রোতঃস্বতীজলে ।
শয়নং ক্লেশশূন্যং যৎ কর্ম্ম তচ্চেহ শর্ম্মণে ।
কর্ষণাদ্যখিলং প্রোক্তমশুভায় পুরাতনৈঃ ॥

বৃংহণ অন্নপানীয়, স্রোতঃস্বতী নদীর জলে স্নান, অধিক ক্ষণ শয়ন এবং ক্লেশবর্জ্জিত কর্ম্ম ইহাতে হিতজনক এবং কর্ষণক্রিয়া প্রভৃতি অনিষ্টকর জানিবে ।

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

স্নায়ুশূলাধিকারঃ ।

স্নায়ুশূলস্য স্বরূপম্ ।

স্নায়ুষ্বতীব যা ঘোরা তচ্ছাখাস্বপি বা পুনঃ ।
বেদনা স্নায়ুশূলাখ্যা সা ভবেৎ প্রাণপীড়নী ॥

স্নায়ুসকলে অথবা উহার শাখাগণে অতি ঘোর বেদনা হইলে তাহাকে স্নায়ুশূল বলা যায় । ইহা অতি যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি ।

ব্যাধেঃ স্থানম্ ।

বাহ্বোঃ শীর্ষ্ণস্তথা সক্থ্নোরন্যস্যাঙ্গস্য বা পুনঃ ।
ত্বচো নিম্নস্থিতাস্বেব স্নায়ুস্ গদো ভবেৎ ॥

বাহু, মস্তক ও সকথি এবং অন্য অঙ্গেরও ত্বকের নিম্নস্থ স্নায়ু সকল এই ব্যাধির স্থান ।

শূলোঽয়ং নিখিলাঙ্গেষু ভবেৎ তীব্ররুজাকরঃ ।
বিশিষ্টাঙ্গভবস্তাস্তু বিশিষ্টাখ্যা চ বর্ত্ততে ॥

তীব্রবেদনাপ্রদ এই স্নায়ুশূল, দেহের সর্ব্বত্রই হইতে পারে, বিশেষ বিশেষ অঙ্গে জাত পীড়ার বিশেষ বিশেষ আখ্যা আছে ।

ঊর্দ্ধভেদার্দ্ধভেদৌ চাপ্যধোভেদস্তথৈব চ ।
মুণ্ডমুণ্ডার্দ্ধকস্ফিগ্‌জগদানামভিধা ক্রমাৎ ॥

মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলকে ঊর্দ্ধভেদ, উহার অর্দ্ধাংশে উৎপন্ন স্নায়ুশূলকে অর্দ্ধভেদ এবং স্ফিক্‌সম্ভূত স্নায়ুশূলকে অধোভেদ বলাযায় ।

তত্রোর্দ্ধভেদস্য নিদানম্ ।

বলরক্তক্ষয়াদ্বাপি বৃক্কমস্তিষ্কদোষতঃ ।
অজীর্ণাদ্ দশনব্যাধেরূর্দ্ধভেদো গদো ভবেৎ ॥

বলক্ষয়, রক্তক্ষয়, বৃক্কদোষ, মস্তিষ্কদোষ, অজীর্ণ এবং বিবিধ দন্তরোগ এই সকল কারণে ঊর্দ্ধভেদনামক স্নায়ুশূল উৎপন্ন হয় ।

ঊর্দ্ধভেদস্য লক্ষণম্ ।

ললাটেঽক্ষিপুটে নিম্নে গণ্ডে নস্যোষ্ঠ এব চ ।
জিহ্বাপার্শ্বেঽধরে দন্তে শূলবদ্ দাহবচ্চ যা ॥
একস্মিন্ প্রায়শঃ পার্শ্বে বেদনা মুখমণ্ডলে ।
ঊর্দ্ধভেদাখ্যয়া সোক্তোঽগদঙ্কারৈঃ ক্রমৈষিণী ॥

ললাটে, নিম্ন অক্ষিপুটে, গণ্ডে, নাসিকায়, ওষ্ঠে, জিহ্বাপার্শ্বে, অধরে ও দন্তে শূলবৎ বেদনা হইলে তাহাকে ঊর্দ্ধভেদাখ্য স্নায়ুশূল বলাযায় । ইহা প্রায় মুখমণ্ডলের একপার্শ্বে হইয়া থাকে এবং ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিপায় ।

ঊর্দ্ধভেদস্যানুপশয়ঃ ।

শীতানিলস্য সংস্পর্শাদ্ দেহকম্পাচ্চ বর্দ্ধতে ।

শীতলবায়ুর সংস্পর্শে ও দেহের কম্পনে ইহার বৃদ্ধি হয় ।

স্নায়ুভেদস্য বিকৃতেরঙ্গভেদে ভবেদ্ গদঃ ।

স্নায়ুবিশেষের বিকৃতিহেতু অঙ্গবিশেষে পীড়া প্রকাশ হয় । অর্থাৎ যে স্নায়ুর যেখানে অধিকার, সেই স্নায়ুর বিকৃতিতে সেই অঙ্গ ব্যথিত হইয়া থাকে ।

অর্দ্ধাভেদস্য নিদানম্।

আর্দ্রস্থানস্থিতেশ্চাপি শীতযোগাদ্ বলক্ষয়াৎ।
অর্দ্ধভেদঃ প্রজায়েত দুষ্টবাতাম্বুসেবনাৎ॥

আর্দ্রস্থানে অবস্থিতি, শীতসংযোগ, বলক্ষয় এবং বিকৃত বায়ু ও বিকৃত জলসেবন এই সকল কারণে অর্দ্ধভেদনামক স্নায়ুশূল উৎপন্ন হয়।

তস্য লক্ষণম্।

যার্দ্ধং ব্যাপ্য ভবেৎ তীব্রা বেদনা মুখমণ্ডলে।
বামে চ প্রায়শঃ পার্শ্বে সার্দ্ধভেদঃ প্রকীর্ত্তিতে॥
বাণেনেব শিরো বিদ্ধং ব্যথতেঽতি সুদারুণম্।
কদাচিৎ ক্রমমালম্ব্য বিরামশ্চাত্র বা মহান্॥
বাহুল্যেন চ নারীণাং ব্যাধিরেব প্রজায়তে।
প্রাদুর্ভাবো বয়ঃস্থস্য যৌবনে হ্যধিকো মতঃ॥

মুখমণ্ডলের অর্দ্ধাংশ ব্যাপিয়া তীব্র বেদনা হইলে তাহাকে অর্দ্ধভেদ বলাযায়। ইহা প্রায় বামপার্শ্বেই হইয়া থাকে। ইহাতে বোধ হয় মস্তক যেন বাণ দ্বারা বিদ্ধ হইতেছে। কখন কখন এই পীড়া ক্রম অবলম্বন করিয়া উপস্থিত হয় এবং সুদীর্ঘকাল বিরামও দেখিতে পাওয়া যায়। যৌবন বয়সেই ইহার প্রাদুর্ভাব অধিক। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির ইহা অধিক হইতে দেখা যায়।

অধোভেদস্য নিদানম্।

বিড়্বিরোধাচ্ছ্রমাচ্ছীতাদ্ দৌর্ব্বল্যাদামবাততঃ।
আর্দ্রস্থানস্থিতের্গর্ব্ভদোষাৎ স্যান্নিম্নভেদকঃ॥
নিম্নভেদকঃ অধোভেদঃ।

মলরোধ, পরিশ্রম, শীতসেবা, দৌর্ব্বল্য, আমবাতরোগ, আর্দ্রস্থানে অবস্থিতি এবং গর্ভবিকৃতি এইগুলি, অধোভেদনামক স্নায়ুশূলের নিদান।

তস্য লক্ষণম্।

স্ফিচারুজান্বসন্ধ্যোশ্চ পশ্চিমে চ ক্বচিৎ পদে।
জঙ্ঘায়াং বাপি সঞ্ছলমধোভেদঃ স উচ্যতে॥

শোথে, উরু ও জানুসন্ধির পশ্চাদ্‌ভাগে এবং কখন কখন মধ্যে ও জঙ্ঘায় যে স্নায়ুশূল উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাকে অধোভেদ বলাযায়।

একস্মিন প্রায়শঃ সক্থি শূলোঽয়ং স্যান্নিশাবলী।
বাহুল্যেনৈব বয়সি প্রৌঢ় এব প্রজায়তে॥

ইহা সচরাচর প্রায় এক সক্থি অর্থাৎ উরুতেই হইয়া থাকে, রাত্রিকালে ইহার বল অধিক হয় এবং ইহা প্রৌঢ়বয়সেই অধিক হইতে দেখা যায়।

স্নায়ুশূলস্য চিকিৎসা।

যদগ্নের্দীপনং কিঞ্চিদ্ যদ্ বা স্যাদ্ বলবর্দ্ধনম্।
বাতানুলোমনং যচ্চ স্নায়ুশূলে তদৌষধম্॥

যাহা অগ্নিপ্রদীপক, বলবর্দ্ধক ও বাতানুলোমক, তাহাই স্নায়ুশূলের ঔষধ।

স্নায়ুশূলহরং চূর্ণম্।

এলাদ্বয়মুশীরঞ্চ চন্দনং শারিবাদ্বয়ম্।
মেদাদ্বন্দ্বং নিশাদ্বন্দ্বং গুড়ূচীং বিশ্বভেষজম্॥
ফলত্রয়ং যমানীঞ্চ রৌপ্যং সর্ব্বসমং তথা।
একীকৃত্য বয়মানং পায়য়েদ্ গব্যসর্পিষা॥
স্নায়ুশূলহরং নাম চূর্ণমেতদ্ধরেদ্ধ্রুবম্।
নিখিলং স্নায়ুশূলঞ্চ সর্ব্বান্ বাতাময়াংস্তথা॥

ছোটএলাইচ, বড়এলাইচ, বেণার মূল, শ্বেতচন্দন, শ্যামালতা, অনন্তমূল, মেদ,

মহামেদ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও যমানী প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান রৌপ্য। সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। ২ রতি মাত্রায় গব্য ঘৃতের সহিত সেবনীয়। ইহাতে সকল প্রকার স্নায়ুশূল ও বাতরোগ সমস্ত বিনষ্ট হয়।

মিহিরোদয়ো রসঃ।

মাক্ষিকং রজতং লৌহং সিন্দূরং বহ্নিবারিণা।
ভাবয়িত্বা বিমর্দ্দ্যাথ কৃত্বা রক্তিমিতা বটীঃ॥
একৈকাং খাদয়েদাসাং ত্রিফলাদ্বিরতম্মুখে।
মিহিরোদয়নামায়ং স্নায়ুশূলং রসো হরেৎ॥

স্বর্ণমাক্ষিক রৌপ্য, লৌহ ও রসসিন্দূর প্রত্যেক সমভাগ, চিতার রসে ভাবনা দিয়া ও মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ত্রিফলার জলের সহিত প্রাতে সেবনীয়। ইহার দ্বারা স্নায়ুশূল নষ্ট হয়।

প্রয়োজ্যং দারু গরল মর্দ্ধভেদ প্রশান্তয়ে।
বিরতৌ তৎ প্রয়োক্তব্যং ন প্রকোপে কদাচ ন॥

অর্দ্ধভেদ রোগে সেঁকো ব্যবহার্য্য। ইহা ব্যাধির বিরামকালে প্রয়োজ্য, প্রবলাবস্থায় প্রয়োগ নিষিদ্ধ। মাত্রা এক সর্ষপের চতুর্থাংশ। দুগ্ধের সহিত সেবন কর্ত্তব্য।

মদিরামৃতসারাখ্যং লৌহং ক্ষোদঃ কুপীলুজঃ।
সেব্যাক্তেতানি বিধিনা স্নায়ুশূলস্য শান্তয়ে॥

স্নায়ুশূলে মদিরা, অমৃতসার লৌহ ও কুঁচিলাচূর্ণ ব্যবস্থামত সেবন করিলে উপকার দর্শে।

স্বেদসেক প্রলেপাংশ্চ স্নায়ুশূলেষু যোজয়েৎ।
তীব্রং বিরেচনঞ্চাত্র বিদধ্যান্মলসঞ্চয়ে॥

স্নায়ুশূলে উপযুক্ত স্বেদ, সেচন ও প্রলেপ ব্যবস্থা করিবে। মলসঞ্চয় থাকিলে জয়পাল তৈলাদি তীব্র বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

ঘৃতং তৈলাদিকং যোজ্যমনিলাময় নাশনম্।
স্নায়ুশূলেষু সর্ব্বেষু ভেষজঞ্চ রসায়নম্॥

স্নায়ুশূলে বাতরোগ নাশক ঘৃত ও তৈলাদি এবং রসায়ন ঔষধ সমস্ত প্রয়োজ্য।

অত্র পথ্যাপথ্য বিধিঃ।

যৎ পথ্যং যদপথ্যঞ্চ বাতব্যাধৌ প্রকীর্ত্তিতম্।
তথৈব স্নায়ুশূলেষু নির্ণীতং বিবুধৈরিতি॥

বাতব্যাধিতে যাহা যাহা পথ্য এবং যাহা যাহা অপথ্য, স্নায়ুশূলেও সেইরূপ জানিবে।

খালিত্যাধিকারঃ।

তস্য নিদানম্।

স্নায়ূনাং বলনাশাচ্চ বাতস্যাতিপ্রকোপণাৎ।
কর্ম্মণশ্চাতিসাতত্যাৎ খালিত্যং খলু জায়তে॥

স্নায়ুর বলনাশ, বায়ুর অতিশয় প্রকোপ এবং ক্রিয়ার উপযুক্ত বিরামাভাব হেতু খালিত্য রোগ জন্মে।

স্ত্রীভ্যঃ পুংসাময়ং ব্যাধি র্যৌবনাৎ পরতস্তথা।
বাহুল্যেনাভিজায়েত সদ্ভিরেবং নিরূপিতম্॥

এই পীড়া স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষদিগের এবং যৌবন বয়সের পরে অধিক হইতে দেখা যায়।

তস্য লক্ষণম্।

শ্রান্তির্ভারশ্চ হস্তস্য জায়তে তদনন্তরম্।
অঙ্গুল্যাঃ স্খলনাদ্ধানির্ভবেদারব্ধকর্ম্মণঃ।
লেখনেঽক্ষরদোষঃ স্যাদ্ বাদ্যে তালব্যতিক্রমঃ।
প্রযত্নাদপি দোগ্ধা গাং দোগ্ধুং সম্যঙ্ ন চার্হতি।

প্রথমে হস্তে শ্রান্তি ও ভারবোধ হইয়া অঙ্গুলীর স্খলন হওয়াতে আরব্ধ কর্ম্মের হানি হয়। লিখিতে লিখিতে লেখনী স্থানভ্রষ্ট হওয়াতে বিকৃত অক্ষর লিখিত হয়, অঙ্গুলীর অনায়ত্ততাহেতু বাদ্যকালে তালের ব্যতিক্রম জন্মে এবং গোদোহনে বিশেষ চেষ্টা করিলেও দোহন কার্য্যে অসমর্থ হয়।

স্খালিত্যং সুচিরং যস্য বিদ্যতে ব্যবসায়িনঃ।
দৃঢ়ং ধারয়িতুং দ্রব্যং ন স শক্নোতি মুষ্টিনা।

নিতান্ত স্বকার্য্যনিরত ব্যক্তির স্খালিত্য-রোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে ঐ ব্যক্তি কোন দ্রব্য মুষ্টিদ্বারা দৃঢ়রূপে ধারণ করিতে পারে না।

স্খালিত্যস্য চিকিৎসা।

স্বকর্ম্মণো নিবৃত্তির্হি স্খালিত্যে খলু ভেষজম্।
কটুতিক্তকষায়ৈঃ কিং কিং পথ্যস্য চ সেবয়া।

স্বকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তিই স্খালিত্য রোগের ঔষধ। কটু, তিক্ত ও কষায় দ্বারা এবং পথ্যসেবা দ্বারা বিশেষ ফল দেখিতে পাওয়া যায় না।

তিমিঙ্গিলগিলস্নেহঃ সপ্তাহং পরিযোজিতঃ।
স্খালিত্যং ক্ষপয়েদ্ ব্রহ্মন্ স্নেহঃ শৌকর এব বা।
ব্রহ্মন্নিতি ইন্দ্রকৃতসম্বোধনম্।

সাত দিবস তিমিঙ্গিলগিল মৎস্যের অথবা শূকরের বসা মর্দ্দন করিলে স্খালিত্য রোগের শান্তি হইতে পারে। সামুদ্রিক বৃহদাকার মৎস্যবিশেষের নাম তিমি, ঐ তিমিকে যে মৎস্য ভক্ষণ করে, তাহার নাম তিমিঙ্গিল এবং ঐ তিমিঙ্গিলের ভক্ষকের নাম তিমিঙ্গিলগিল। শেষোক্তের অপ্রাপ্তিতে প্রথমোক্তের বসাতেও কার্য্য হইতে পারে।

আদিত্যপক্বং তৈলম্।

বলা রাস্নাশ্বগন্ধা চ জীবকর্ষভকৌ বরা।
জয়ন্তী মধুযষ্টিশ্চ ত্রিবৃল্লবণপঞ্চকম্।
এলাদ্বয়ং মুরামাংসী দেবপুষ্পং সরোরুহম্।
কেশরং নলিকা কুষ্ঠং মুশলী চন্দনদ্বয়ম্।
প্রত্যেকং কার্ষিকং তৈলে ক্ষিপ্ত্বা প্রস্থপ্রমাণকে।
মাসান্ ষট্ স্থাপয়েদ্রুদ্ধা তৎপাত্রং সূর্য্যতেজসি।
ততঃ কল্কান্ সমুদ্ধৃত্য তৈলমেতৎ প্রয়োজয়েৎ।
অনেন প্রশমং যান্তি স্খালিত্যপ্রমুখা গদাঃ।

তিলতৈল ৪ সের। কল্কার্থ বেড়েলা, রাস্না, অশ্বগন্ধা, জীবক, ঋষভক, হরীতকী আমলা, বহেড়া, জয়ন্তী, যষ্টিমধু, তেউড়ী, পঞ্চলবণ, ছোটএলাইচ, একাঙ্গী, জটামাংসী, লবঙ্গ, পদ্ম, নাগেশ্বর, নালুকা, কুড়, তালমূলী, শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ২ তোলা। পাত্রমধ্যে তৈল ও কল্ক সকল রাখিয়া পাত্র আবৃত করিয়া ৬ মাস রৌদ্রে রাখিবে। পরে কল্ক সকল ছাঁকিয়া ফেলিবে। ইহার নাম আদিত্যপক্ব তৈল। ইহার মর্দ্দনে স্খালিত্য প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়।

স্খালিত্যারিরসঃ।

রৌপ্যমভ্রং তুত্থকঞ্চ মর্দ্দয়েৎ কন্যকাম্ভসা।
মুদ্গমাত্রাং বটীং কৃত্বা পায়য়েৎ সহ সর্পিষা।
স্খালিত্যারী রসো নাম স্খালিত্যং স্নায়ুজং গদম্।
বাতশ্লেষ্মোদ্ভবাংশ্চাপি গদানাশু নিবারয়েৎ।

রৌপ্য, অভ্র ও তুঁতিয়া সমভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া মুদ্গপ্রমাণ বটিকা

করিবে। ঘৃতের সহিত সেবনীয়। ইহার দ্বারা খালিত্য, স্নায়ুরোগ এবং বাতশ্লৈষ্মিক বিবিধ পীড়া নিবারিত হয়।

ভেষজান্যত্র যৌজ্যানি বাতব্যাধিহরাণি চ ।

ইহাতে বাতব্যাধিনাশক ঔষধ সমস্তও প্রয়োজ্য।

পথ্যমত্র বিজানীয়াদ্ দ্রব্যং পুষ্টিবলপ্রদম্ ॥

এই পীড়াতে বলপুষ্টিপ্রদ দ্রব্যমাত্রই পথ্য জানিবে।

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

ক্লোমরোগাধিকারঃ ।

প্লীহাক্ষুদ্রান্ত্রয়োর্ম্মধ্যমন্নপাকাদি কর্ম্মণি ।
সহায়ভূতমধ্যাস্তে ক্লোম তচ্চ তিলাভিধম্ ॥
গুর্ব্বতিস্নিগ্ধ ভোজ্যৈশ্চাপ্যভিঘাতাদিভিস্তথা ।
বৃদ্ধিস্তস্য মৃদুত্বঞ্চ তত্র শোণিত সঞ্চয়ঃ ॥
বিদ্রধির্ব্বা ভবেত্তত্র ব্যাধয়োঽন্যে চ দারুণাঃ ।
এবং বিকৃতিমাপন্নে তিলকে বহ্নিসংক্ষয়ঃ ॥
উৎক্লেশো বমনং কার্শ্যং পাণ্ডুতা সদনং ভ্রমঃ ।
ঊর্দ্ধোদরে ব্যথা তীব্রা কাঠিন্যমপি চোষ্ণতা ।
শূলাধ্মান প্রসেকাশ্চ বিদ্রধৌ মহতী চ তৃট্ ।
শিলা চাপ্যশ্মরীতুল্যা সুকষ্টাপ্যত্র জায়তে ॥

প্লীহা ও ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যভাগে ক্লোমনামক যন্ত্র অবস্থিতি করে। ইহার অপর নাম তিল বা তিলক। ইহার দ্বারা অন্নপাকাদিকার্য্যের সাহায্য হয়। অপরিমিত ভোজন, স্নিগ্ধ ও অন্যবিধ গুরুপাক দ্রব্য ভোজন এবং অভিঘাতাদি কারণে এই যন্ত্রের বিবিধ পীড়া হইয়া থাকে। কখন ইহার বৃদ্ধি ও কোমলতা, ইহাতে রক্তসঞ্চয় ও বিদ্রধি এবং অন্যান্য বহু প্রকার পীড়া হইতে পারে। এই যন্ত্র এইরূপে বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে অগ্নিমান্দ্য, বমনের বেগ, বমন, দেহের কৃশতা ও পাণ্ডুতা, অবসন্নতা, ভ্রম, ঊর্দ্ধোদরে অত্যন্ত বেদনা, কাঠিন্য ও উষ্ণতা, শূল, আধ্মান ও মুখ দিয়া লালাস্রাব এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়, ইহাতে বিদ্রধি হইলে অত্যন্ত পিপাশা উপস্থিত হইয়া থাকে। ক্লোম যন্ত্রে কখন কখন অশ্মরীবৎ শিলা উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। ইহা অতি কষ্টদায়ক ও দুশ্চিকিৎস্য।

তস্য চিকিৎসা ।

যদ্বহ্নে র্দীপনং যচ্চ মারুতস্যানুলোমনম্ ।
অন্নপানৌষধং সর্ব্বং তত্তৎ ক্লোম্ন্যাতুরে হিতম্ ॥

অগ্নিদীপ্তিকারক এবং বাতানুলোমক অন্ন, পান ও ঔষধ সমস্ত ক্লোম পীড়ায় হিতকর।

অভয়াদিক্বাথঃ ।

অভয়ামলকং দারু ধন্যাকং বিশ্বভেষজম্ ।
দ্রাক্ষা চ শারিবেত্যেষাং ক্বাথঃ ক্লোমগদাপহঃ ॥

হরীতকী, আমলা, দেবদারু, ধন্যা, শুঁঠ, দ্রাক্ষা ও অনন্তমূল ইহাদের ক্বাথ পান করিলে ক্লোমরোগের ধ্বংস হয়।

যো যঃ সমাশ্রয়েদ্ব্যাধিঃ ক্লোম্নি তং তমবেক্ষ্য চ ।
ক্রিয়াং সংসাধয়েদ্ বৈদ্যো যথাদোষং যথাবলম্ ॥

ক্লোমযন্ত্রে যখন যেরূপ ব্যাপি হইবে, চিকিৎসক তাহা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দোষ ও রোগীর বলানুসারে চিকিৎসা করিবেন।

সুরেন্দ্রমোদকশ্চৈব রসশ্চ শশিশেখরঃ
সুরেন্দ্রাভ্রবটী চৈব বাতপিত্তহরাণি চ ।
ভেষজান্যেবমাদীনি ক্লোমরোগহরাণি হি ॥

সুরেন্দ্রমোদক, শশিশেখর রস ও সুরেন্দ্রাভ্র-বটী এবং বাতপিত্তনাশক ঔষধ সমস্ত ক্লোমরোগ শান্তির জন্য প্রয়োগ করিবে।

অনুগ্রাণ্যন্নপানানি ক্লোমাময়নিপীড়িতঃ।
সেবেতোগ্রাণি সর্ব্বাণি যত্নতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

ক্লোমরোগে অনুগ্র অন্নপান সেবনীয় এবং সমস্ত উগ্র দ্রব্যাদি পরিবর্জ্জনীয়।

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

বৃক্কাময়াধিকারঃ।

বৃক্কাময়স্য পূর্ব্বরূপম্।

ত্বগ্রুক্ষোষ্ণা বেগবতী ধমনী কঠিনা তথা।
নিদ্রানাশো বহ্নিমান্দ্যং শোথোঽক্ষি চ মুখে পদে॥
বৃক্কাময়স্য পূর্ব্বাণি রূপাণ্যাহুর্ভিষগ্‌বরাঃ॥

বৃক্করোগ জন্মিবার পূর্ব্বে ত্বক্ রুক্ষ ও উষ্ণ, নাড়ী বেগবতী ও কঠিনা, নিদ্রানাশ, অগ্নিমান্দ্য এবং চক্ষে, মুখে ও পদে শোথ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

বৃক্কাময়স্য লক্ষণম্।

রক্তাল্পত্বান্মুখস্য স্যাৎ পাণ্ডুত্বং কটিবেদনা।
ত্বক্ শুষ্কা স্বেদহীনা চ ধমনী দ্রুতগামিনী॥
বহ্নিমান্দ্যমজীর্ণঞ্চ ভক্তদ্বেষো ব্যথোদরে।
অম্লোদ্গারস্তথা ছর্দ্দির্হৃদ্বেপঃ শ্বাসকৃচ্ছ্রতা॥
মূত্রাল্পত্বং সদা বেগো বিশেষান্নিশি জায়তে।
মূত্রকালে চ শিশ্নাগ্রে মনাগ্দাহোঽনুভূয়তে॥
বৃক্কয়োর্বিকৃতিশ্চাস্মিন্ বিশেষাজ্জায়তে গদে।
যকৃৎপ্লীহহৃদাঞ্চাপি সা সদৈব প্রজায়তে॥
কর্ণনাদো দৃষ্টিদোষঃ শিরোগ্রীবাংসবেদনা।
শাখাসু গৌরবং মূর্চ্ছা বৃক্করোগস্য লক্ষণম্॥

বৃক্করোগে রক্তের অল্পতাহেতু মুখের পাণ্ডুতা, কটিবেদনা, ত্বক্ শুষ্ক ও ঘর্ম্মরহিত, নাড়ী বেগবতী, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, আহারে বিদ্বেষ, উদরে বেদনা, অম্লোদ্গার, বমি, হৃৎকম্প, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, মূত্রের অল্পতা, সর্ব্বদা বিশেষতঃ রাত্রিতে মূত্রবেগ ও মূত্রত্যাগকালে লিঙ্গাগ্রে অল্প দাহ অনুভূত হয়। এই পীড়ায় বিশেষরূপে বৃক্কদ্বয়ে বিকৃতি হইয়া থাকে এবং বৃক্কবিকৃতি সহিত যকৃৎ, প্লীহা, ও হৃদয় যন্ত্রেরও বিকৃতি হইতে দেখাযায় এবং কর্ণনাদ, দৃষ্টিদোষ, মস্তকে, গ্রীবায় ও স্কন্ধে বেদনা, শাখাচতুষ্টয়ে ভারবোধ ও মূর্চ্ছা এই সকল লক্ষণও সংঘটিত হইয়া থাকে।

বৃক্কাময়স্য নিদানম্।

রক্তস্য পরিবৃত্ত্যা হি জায়তে বৃক্কবৈকৃতম্॥

রক্তের পরিবর্ত্তন হেতুই বৃক্করোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অস্য চিকিৎসা।

যন্মূত্রলং শোণিত শোধনঞ্চ
যৎ পোষণং বহ্নিবিবর্দ্ধনঞ্চ।
বৃক্কস্য রোগে পরিযোজয়েৎ তদ্
ব্যাধের্বলং বীক্ষ্য ভিষগ্ বিধিজ্ঞঃ॥

এই পীড়ায় মূত্রকর, রক্তশোধক, ধাতু-পোষক ও বহ্নিবর্দ্ধক ঔষধ প্রয়োজ্য।

রসো বিবর্দ্ধয়েদ্ব্যাধিমতস্তং নেহ যোজয়েৎ॥

পারদ সেবনে এই পীড়ার বৃদ্ধি হয়, অতএব ইহাতে কদাচ উহা প্রয়োজ্য নহে।

সর্ব্বতোভদ্রা বটী।

হেমরৌপ্যাভ্রলৌহানি জতু গন্ধঞ্চ মাক্ষিকম্।
বটীং রক্তিমিতাং কুর্য্যাদ্বিমর্দ্দ্য বরুণাম্ভসা॥

বটীয়ং সর্ব্বতোভদ্রা নিখিলান্ বৃক্কজান্ গদান্।
হরেদ্বস্তিভবাংশ্চাপি বলং বীর্য্যঞ্চ বর্দ্ধয়েৎ ॥

স্বর্ণ, রৌপ্য, অভ্র, লৌহ, শিলাজতু, গন্ধক ও স্বর্ণমাক্ষিক এই সমুদায় সমভাগে বরুণের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহার দ্বারা বৃক্কজ ও বস্তিজ রোগ সমস্ত দূরীকৃত হয়।

রসায়নাধিকারোক্তান্যৌষধান্যত্র যোজয়েৎ ॥

এই পীড়ায় রসায়নাধিকারোক্ত ঔষধ সমস্ত প্রয়োজ্য।

ন চাস্তি শমনে কিঞ্চিন্নির্দ্দিষ্টমস্য ভেষজম্।
পথ্যৈর্বল্যৈঃ সুপাচ্যৈশ্চ ভিষগেনং প্রযাপয়েৎ ॥

এই পীড়ার নির্দ্দিষ্ট ঔষধ কিছুই নাই, বলকর ও সুপাচ্য পথ্য দ্বারা ইহাকে চিকিৎসা করিবে।

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকারঃ।

মূত্রকৃচ্ছ্রস্য বিপ্রকৃষ্টং নিদানম্।

ব্যায়াম তীক্ষ্ণৌষধ রুক্ষমদ্য-
প্রসঙ্গ নৃত্য দ্রুত পৃষ্ঠযানাৎ।
আনূপমৎস্যাধ্যশনানজীর্ণাৎ
স্যুর্ম্মূত্রকৃচ্ছ্রাণি নৃণাং তথাষ্টৌ ॥

তীক্ষ্ণৌষধং রাজিকা শূরণাদিযুক্তম্। রুক্ষেতি মদ্যবিশেষণম্। প্রসঙ্গঃ সন্ততং সেবা। নৃত্যং নর্ত্তনম্। নিত্যেতি পাঠান্তরং। দ্রুতপৃষ্ঠযানাৎ অশ্বাদিনা গমনাৎ। আনূপং প্রচুরজলদেশস্তৎসম্ভবো মৎস্যঃ। অষ্টৌ বাতিক পৈত্তিক-শ্লৈষ্মিক সান্নিপাতিক শল্যজ পুরীষজ শুক্রজাশ্মরীজানি।

ব্যায়াম, তীক্ষ্ণ ঔষধ সেবন, রুক্ষদ্রব্য ভোজন, নিরন্তর তীব্র মদ্যপান, অধিক নৃত্য করা, সর্ব্বদা অশ্বাদি যানে দ্রুতবেগে গমন, জলবহুল দেশের মৎস্য ভোজন, ভুক্ত আহার পরিপাক না হইতেই পুনর্ব্বার ভোজন এবং অজীর্ণ দোষ এই সকল কারণে মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ উৎপন্ন হয়। মূত্রকৃচ্ছ্র আট প্রকার। ক্রমশঃ সকলের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

মূত্রকৃচ্ছ্রস্য সম্প্রাপ্তির্লক্ষণঞ্চ।

পৃথঙ্মলাঃ স্বৈঃ কুপিতা নিদানৈঃ
সর্ব্বেঽথবা কোপমুপেত্য বস্তৌ।
মূত্রস্য মার্গং পরিপীড়য়ন্তি
যদা তদা মূত্রয়তীহ কৃচ্ছ্রাৎ ॥

প্রত্যেক পৃথক্ দোষ অথবা মিলিত দোষগণ স্ব স্ব প্রকোপক হেতুতে বস্তিদেশে বিকারপ্রাপ্ত হইয়া মূত্রমার্গ পরিপীড়ন করিলে অতি ক্লেশে মূত্র নির্গত হয়। ইহার নাম মূত্রকৃচ্ছ্র।

বাতিকস্য মূত্রকৃচ্ছ্রস্য লক্ষণম্।

তীব্রা চ রুক্ বঙ্ক্ষণবস্তিমেঢ্রে
স্বল্পং মুহুর্ম্মূত্রয়তীহ বাতাৎ।

বাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রে বঙ্ক্ষণ, বস্তি ও মেঢ্রে তীব্র বেদনা এবং মুহুর্মুহুঃ অল্প পরিমাণে মূত্র নির্গত হয়।

পৈত্তিকস্য তস্য লক্ষণম্।

পীতং সরক্তং সরুজং সদাহং
কৃচ্ছ্রং মুহুর্ম্মূত্রয়তীহ পিত্তাৎ।

কৃচ্ছ্রমিতি ক্রিয়াবিশেষণম্।

পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রে দাহ ও বেদনার সহিত অতিকষ্টে পীত বা রক্তবর্ণ মূত্র নির্গত হয়।

শ্লৈষ্মিকস্য লক্ষণম্।

বস্তেঃ সলিঙ্গস্য গুরুত্বশোথৌ
মূত্রং সপিচ্ছং কফমূত্রকৃচ্ছ্রে॥

শ্লৈষ্মিক মূত্রকৃচ্ছ্রে বস্তি ও লিঙ্গে গুরুতা ও শোথ এবং পিচ্ছিল মূত্র নির্গত হয়।

সান্নিপাতিকস্য লক্ষণম্।

সর্ব্বাণি রূপাণি তু সন্নিপাতাদ্
ভবন্তি তৎ কৃচ্ছ্রতমং হি কৃচ্ছ্রম্॥

সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রে উল্লিখিত ত্রিবিধ লক্ষণই উদিত হয়। ইহা অতি কষ্টসাধ্য।

শল্যজস্য লক্ষণম্।

মূত্রবাহিষু শল্যেন ক্ষতেষ্বভিহতেষু চ।
মূত্রকৃচ্ছ্রং তদাঘাতাজ্জায়তে ভৃশদারুণম্।
বাতকৃচ্ছ্রেণ তুল্যেন তস্য লিঙ্গানি নির্দ্দিশেৎ॥

মূত্রবাহিষু স্রোতঃসু শল্যেন কণ্টকাদিনা ক্ষতেষু সক্ষতীকৃতেষু অথবা অভিহতেষু মুষ্ট্যাদিভিরভিহতেষু তদাঘাতাৎ মূত্রমার্গাঘাতাৎ।

মূত্রবহস্রোতঃ কণ্টকাদি দ্বারা ক্ষত অথবা মুষ্টিপ্রহারাদি দ্বারা আহত হইলে পরম দারুণ মূত্রকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়। ইহার নাম শল্যজ মূত্রকৃচ্ছ্র। ইহার লক্ষণ বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রের ন্যায়।

পুরীষজস্য লক্ষণম্।

শকৃতস্তু প্রতীঘাতাদ্বায়ুর্বিগুণতাং গতঃ।
আধ্মানং বাতশূলঞ্চ মূত্রসঙ্গং করোতি চ॥

মল সংরুদ্ধ হইলে বায়ু বিগুণ হইয়া আধ্মান, বাতশূল ও মূত্রকৃচ্ছ্র উৎপন্ন হয়।

শুক্রজস্য লক্ষণম্।

শুক্রে দোষৈরুপহতে মূত্রমার্গে বিধাবিতে।
সশুক্রং মূত্রয়েৎ কৃচ্ছ্রাদ্বস্তিমেহনশূলবান্॥
উপহতে দূষিতে।

শুক্র দোষদূষিত হইয়া মূত্রমার্গে উপস্থিত হইলে বস্তি ও লিঙ্গে শূল এবং কষ্টের সহিত শুক্রযুক্ত মূত্র নির্গত হয়।

অশ্মরীজস্য লক্ষণম্।

অশ্মরীহেতু তৎপূর্ব্বং মূত্রকৃচ্ছ্রমুদাহরেৎ॥

অশ্মরী হেতুর্যস্য তৎ অশ্মরীহেতুকম্। তৎপূর্ব্বম্ অশ্মরীপূর্ব্বম্ অশ্মরীকৃচ্ছ্রমিত্যর্থঃ। অশ্মরীহেতুকঞ্চাপি মূত্রকৃচ্ছ্রমুদাহৃতম্। ইতিভাবপ্রকাশঃ।

অশ্মরীরোগহেতু মূত্রকৃচ্ছ্র হইলে তাহাকে অশ্মরীজ মূত্রকৃচ্ছ্র বলা যায়।

অশ্মরী শর্করা চৈব তুল্যসম্ভবলক্ষণে।
বিশেষণং শর্করায়াঃ শৃণু কীর্ত্তয়তো মম॥
পচ্যমানাশ্মরী পিত্তাচ্ছোষ্যমাণা চ বায়ুনা।
বিমুক্তকফসন্ধানা ক্ষরন্তী শর্করা মতা॥

সুশ্রুতে শর্করাজমপি মূত্রকৃচ্ছ্রমুক্তম্। অত্র তু তস্য নবমসংখ্যা নিরাসার্থমাহ অশ্মরী শর্করা চৈবেত্যাদি। সম্ভবঃ কারণং তুল্যে সম্ভব লক্ষণে যয়োস্তে। পিত্তেন পচ্যমানা মূত্রশুক্রশ্লেষ্মাণঃ প্রথমং পিত্তেন ইন্ধনকর্ম্মণা পচ্যমানা পশ্চাদ্বাতেন শোষিতা কফেনাশ্লিষ্টা অশ্মরী সৈব বিমুক্তকফসন্ধানা ত্যক্তকফাশ্লেষা সতী শর্করারূপা মূত্রমার্গাৎ ক্ষরন্তী শর্করা মতা। এতাবতা কিঞ্চিদেব ভেদঃ।

বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, শল্যজ, পুরীষজ, শুক্রজ ও অশ্মরীজ, এই

৮ প্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র কথিত হইল। সুশ্রুত গ্রন্থে শর্করাজ নামে এক প্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র উক্ত হইয়াছে, তাহা লইয়া গণনা করিলে ৯ প্রকার হয়। মূত্রকৃচ্ছ্রের ৯ সংখ্যা নিরাসার্থ অশ্মরী ও শর্করার অভেদ প্রতিপাদিত হইতেছে। যথা মূত্র, শুক্র ও কফ প্রথমে পিত্ত দ্বারা পক্ক, পশ্চাৎ বায়ুদ্বারা শোষিত এবং কফদ্বারা আশ্লিষ্ট হইলে তাহাকে অশ্মরী বলা যায়। ঐ অশ্মরী যদি কারণবশতঃ কফসংশ্লেষ রহিত হয়, তাহা হইলে শর্করাবৎ হইয়া মূত্রমার্গ দিয়া ক্ষরিত হয়, ইহারই নাম শর্করা। অশ্মরীই শর্করারূপে পরিণত হওয়াতে ঐ উভয়কে অভিন্ন পদার্থ বলিতে পারা যায়। অশ্মরী ও শর্করা অভিন্ন হইলে সুতরাং অশ্মরীজ মূত্রকৃচ্ছ্র ও শর্করাজ মূত্রকৃচ্ছ্র অভিন্ন হইল। অতএব মূত্রকৃচ্ছ্র ৯ প্রকার বলাতেও ক্ষতি হইতেছে না।

শর্করায়া উপদ্রবাঃ।

হৃৎপীড়া বেপথুঃ শূলং কুক্ষাবগ্নিশ্চ দুর্ব্বলঃ।
তয়া ভবন্তি মূর্চ্ছা চ মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ দারুণম্।
তয়া শর্করয়া।

হৃদয়ে বেদনা, কম্প, কুক্ষিতে শূল, অগ্নিদৌর্ব্বল্য, মূর্চ্ছা এবং দারুণ মূত্রকৃচ্ছ্র এইগুলি শর্করার উপদ্রব।

মূত্রকৃচ্ছ্রস্য চিকিৎসা।

অভ্যঞ্জনস্নেহনিরূহবস্তি-
স্বেদোপনাহোত্তরবস্তিসেকান্।
স্থিরাদিভির্বাতহরৈশ্চ সিদ্ধান্
দদ্যাদ্রসাংশ্চানিলমূত্রকৃচ্ছ্রে।

বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রে অভ্যঙ্গ, স্নেহ, নিরূহ, বস্তি, স্বেদ, লেপ, উত্তরবস্তি ও সেচনক্রিয়া এবং শালপানি প্রভৃতি বাতঘ্ন দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ মাংসযূষ ব্যবস্থা করিবে।

অমৃতাং নাগরং ধাত্রীং বাজিগন্ধাঞ্চ গোক্ষুরম্।
ক্বাথয়িত্বা পিবেদ্বাতমূত্রকৃচ্ছ্রী সমাক্ষিকম্।

গুলঞ্চ, শুঁঠ, আমলা, অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুরীবীজ ইহাদের ক্বাথপানে বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়।

সেকাবগাহাঃ শিশিরাঃ প্রদেহা-
গ্রৈষ্মো বিধির্বস্তিপয়ো বিরেকাঃ।
দ্রাক্ষা বিদারীক্ষুরসো ঘৃতঞ্চ
শস্তানি পিত্তপ্রভবে চ কৃচ্ছ্রে।

পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রে সেচন, অবগাহন, শীতল প্রলেপ, ঋতুচর্য্যোক্ত গ্রীষ্মকালীন বিধি, বস্তিক্রিয়া, দুগ্ধপান, বিরেচন, দ্রাক্ষা, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও ইক্ষুর রস এবং পিত্তঘ্ন দ্রব্যসিদ্ধ ঘৃত এই সকল উপকারক।

তৃণপঞ্চকনির্য্যূহস্তেন সিদ্ধং পয়োঽথবা।
পিত্তকোপসমুদ্ভূতং মূত্রকৃচ্ছ্রং বিনাশয়েৎ।

তৃণপঞ্চমূলের ক্বাথ অথবা তৎসিদ্ধ দুগ্ধ পান করিলে পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্রের শান্তি হয়।

শতাবরীরসঃ পীতঃ সসিতঃ পিত্তকৃচ্ছ্রনুৎ।

চিনির সহিত শতমূলীর রস পান করিলে পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রের শান্তি হয়।

ক্ষারোঞ্চ তীক্ষ্ণৌষধমন্নপানং
স্বেদো যবান্নং বমনং নিরূহঃ।
তক্রঞ্চ তিক্তৌষধসিদ্ধতৈল-
মভ্যঙ্গপানং কফমূত্রকৃচ্ছ্রে।

কফজ মূত্রকৃচ্ছ্রে ক্ষার, উষ্ণদ্রব্য, তীক্ষ্ণ ঔষধ, পঞ্চকোলাদিসিদ্ধ অন্নপানীয়, স্বেদক্রিয়া যবান্ন, বমন, নিরূহ, তক্র এবং তিক্ত ঔষধের সহিত সিদ্ধ তৈলমর্দ্দন ও পান এই সকল ব্যবস্থেয়।

তক্রেণ যুক্তং সিতিবারকস্য
বীজং পিবেন্মূত্রবিঘাতহেতোঃ।
পিবেৎ তথা তণ্ডুলধাবনেন
প্রবালচূর্ণং কফমূত্রকৃচ্ছ্রে ॥

তক্রের সহিত সুযুণিশাকের বীজচূর্ণ অথবা তণ্ডুলজলের সহিত প্রবালচূর্ণ সেবন করিলে শ্লৈষ্মিক মূত্রকৃচ্ছ্রের উপশম হয়।

ত্রিদোষঘ্নো বিধিঃ কার্য্যো মূত্রকৃচ্ছ্রে ত্রিদোষিকে ॥

ত্রিদোষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে ত্রিদোষনাশক বিধি কর্ত্তব্য।

মূত্রকৃচ্ছ্রেঽভিঘাতোত্থে বাতকৃচ্ছ্রক্রিয়া হিতা ॥

অভিঘাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রে বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

বস্তিঃ স্বেদস্তথাভ্যঙ্গো মূত্রকৃচ্ছ্রে পুরীষজে ॥

পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে বস্তিক্রিয়া, স্বেদ ও অভ্যঙ্গ ব্যবস্থাপ্য।

লেহ্যং শুক্রবিবন্ধোত্থে শিলাজতু সমাক্ষিকম্ ॥

শুক্রবন্ধজাত মূত্রকৃচ্ছ্রে মধুর সহিত শিলাজতু সেবনীয়।

ত্রিকণ্টকারগ্বধদর্ভকাশ-
দুরালভা পর্ব্বতভেদ পথ্যাঃ।
নিঘ্নন্তি পীতা মধুনাশ্মবীজং
সম্প্রাপ্তমৃত্যোরপি মূত্রকৃচ্ছ্রম্ ॥

গোক্ষুরীবীজ, সোঁদালআটা, কুশ, কাশ, দুরালভা, পাষাণভেদ ও হরীতকী ইহাদের চূর্ণ বা ক্বাথ, মধুর সহিত সেবন করিলে অশ্মরীজ মূত্রকৃচ্ছ্রের শান্তি হয়।

ইর্ব্বারুত্রপুষীবীজকল্কস্তু সিতয়া সহ।
স্থলপদ্মরসো বাপি সেবিতো মূত্রকৃচ্ছ্রনুৎ ॥

চিনির সহিত কাঁকুড়বীজ ও সসার বীজ বাঁটিয়া খাইলে এবং স্থলপদ্ম পত্রের রস পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারণ হয়।

ঘৃতং ত্রিকণ্টকাদ্যঞ্চ মূত্রকৃচ্ছ্রান্তকো রসঃ।
তথা কুশাবলেহশ্চ মুক্তাবঙ্গেশ্বরো রসঃ।
চূর্ণং প্রভাকরঞ্চৈব মূত্রকৃচ্ছ্রান্তকং তথা।
ভেষজান্যেবমাদীনি শর্ম্মণে মূত্রকৃচ্ছ্রিণাম্ ॥

ত্রিকণ্টকাদ্য ঘৃত ও মূত্রকৃচ্ছ্রান্তক রস কুশাবলেহ, মুক্তাবঙ্গেশ্বর, প্রভাকরচূর্ণ, মূত্রকৃচ্ছ্রান্তকচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারক।

অন্নপানমনুগ্রং যন্মূত্রলং বাতানুলোমনম।
হিতমেব বিজানীয়াদ্বিপরীতং সুখায় ন ॥

মূত্রকৃচ্ছ্রে অনুগ্র, মূত্রপ্রবর্ত্তক ও বাতানুলোমক অন্নপানীয় হিতকর। ইহার বিপরীত পীড়াবর্দ্ধক।

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

মূত্রাঘাতাধিকারঃ।

মূত্রাঘাতস্য নিদানম্।

জায়ন্তে কুপিতৈর্দোষৈর্মূত্রাঘাতাস্ত্রয়োদশ।
প্রায়ো মূত্রবিঘাতাদ্যৈর্বাতকুণ্ডলিকাদয়ঃ ॥

মূত্রকৃচ্ছ্রমূত্রাঘাতয়োরয়ং ভেদঃ। মূত্রকৃচ্ছ্রে কৃচ্ছ্রত্বমতিশয়িতম্ ঈষদ্বিবন্ধঃ, মূত্রাঘাতে তু বিবন্ধো বলবান্ কৃচ্ছ্রত্বমল্পম্। মূত্রবিঘাতাদ্যৈর্মূত্রবেগ-ধারণাদিভিঃ। আদ্যশব্দেন পুরীষশুক্রবেগবিঘাতা-দীনাং রুক্ষাশনাদীনাঞ্চ গ্রহণম্। বাতকুণ্ডলিকা-দয়স্ত্রয়োদশ বিকারাঃ মূত্রাঘাতসামান্যাখ্যয়া উচ্যন্তে।

মূত্রাদির বেগধারণ এবং রুক্ষভোজন প্রভৃতি কারণে বাতাদি দোষগণ কুপিত হইয়া মূত্রাঘাত রোগ উৎপাদন করে। মূত্রাঘাত শব্দে বাতকুণ্ডলিকা প্রভৃতি ১৩টী রোগ বুঝায়।

মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত এই দুইটী পীড়ার প্রভেদ এই, মূত্রকৃচ্ছ্রে মূত্রনির্গমে ক্লেশ অত্যন্ত অধিক, কিন্তু বিবন্ধ অধিক নহে।

মূত্রাঘাতে ক্লেশ তত অধিক নহে, কিন্তু বিবন্ধ বলবান্ ।

বাতকুণ্ডলিকা ।

রৌক্ষ্যাদ্বেগবিঘাতাদ্ বা বায়ুর্বস্তৌ সবেদনঃ ।
মূত্রমাবিশ্য চরতি বিগুণঃ কুণ্ডলীকৃতঃ ॥
মূত্রমল্পাল্পমথবা সরুজং সংপ্রবর্ত্ততে ।
বাতকুণ্ডলিকাং তান্তু ব্যাধিং বিদ্যাৎ সুদারুণম্ ॥

রৌক্ষ্যাৎ কায়স্য । বেগবিঘাতাৎ মূত্রাদিবেগনিরোধাৎ । আবিশ্য আবৃত্য মূত্রমিতি রৌক্ষ্যাদিভির্বেগবিঘাতাদিভিশ্চ বিগুণো দুষ্টঃ কুণ্ডলীকৃতঃ আবর্ত্তবদ্বস্তাবেব ভ্রমংস্তিষ্ঠতি ।

শরীরের রুক্ষতা এবং মূত্রাদির বেগধারণহেতু বস্তিদেশে বায়ু কুপিত হইয়া মূত্রকে আবরণ করিয়া বেদনার সহিত আবর্ত্তের ন্যায় কুণ্ডলাকারে ভ্রমণ করে। ইহাতে যাতনার সহিত অল্প অল্প মূত্র নির্গত হয়। ইহার নাম বাতকুণ্ডলিকা। এই পীড়া অতি কষ্টপ্রদ ।

অষ্ঠীলা ।

আধ্মাপয়ন্ বস্তিগুদং রুদ্ধা বায়ুশ্চলোন্নতাম্ ।
কুর্য্যাৎ তীব্রার্ত্তিমষ্ঠীলাং মূত্রবিণ্মার্গরোধিনীম্ ।

বায়ুঃ বস্তিগুদং রুদ্ধা তদন্তর্গতং মূত্রং মলঞ্চ নিরুধ্য বস্তিং গুদঞ্চ আধ্মাপয়ন্ আধ্মাতং কর্ব্বন্ অষ্ঠীলাম্ অষ্ঠীলাতুল্যাং গ্রন্থিং কুর্য্যাৎ । চলোন্নতাং চলামুন্নতাঞ্চ ।

বিগুণ বায়ু বস্তি ও পায়ুকে আধ্মাত এবং মূত্র ও মল নিরুদ্ধ করিয়া তীব্রবেগযুক্ত মূত্র ও পুরীষমার্গরোধক, চলনশীল ও উন্নত অষ্ঠীলাবৎ গ্রন্থি উৎপাদন করে। ইহার নাম মূত্রাষ্ঠীলা।

বাতবস্তিঃ ।

বেগং বিধারয়েদ্ যস্তু মূত্রস্যাকুশলো নরঃ ।
নিরুনদ্ধি মুখং তস্য বস্তের্বস্তিগতোঽনিলঃ ।
মূত্রসঙ্গো ভবেত্তেন বস্তিকুক্ষিনিপীড়িতঃ ।
বাতবস্তিঃ স বিজ্ঞেয়ো ব্যাধিঃ কৃচ্ছ্রপ্রসাধনঃ ॥

অকুশলো মূর্খঃ । তস্য পুরুষস্য বস্তের্মুখং নিরুণদ্ধি । বস্তিকুক্ষিনিপীড়িতঃ বস্তৌ কুক্ষৌ চ নিপীড়িতঃ সংপিণ্ডিতো বায়ুরিতি সম্বন্ধঃ ।

মূঢ়তা বশতঃ মূত্রের বেগ ধারণ করিলে বস্তিগত বায়ু, বস্তির মুখকে রুদ্ধ করাতে মূত্ররোধ হয় এবং বস্তি ও কুক্ষিতে বায়ু পিণ্ডিত ভাব প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিতি করে। এইরূপ পীড়ার নাম বাতবস্তি। ইহা কষ্টসাধ্য ব্যাধি ।

মূত্রাতীতঃ ।

চিরং ধারয়তো মূত্রং ত্বরয়া ন প্রবর্ত্ততে ।
মেহমানস্য মন্দং বা মূত্রাতীতঃ স উচ্যতে ॥

দীর্ঘকাল মূত্রের বেগ ধারণ করিয়া থাকিলে মূত্র আর শীঘ্র নির্গত হইতে পারে না এবং মূত্রণকালে বিন্দু বিন্দু মূত্র নির্গত হয়। এই পীড়াক্রান্ত ব্যক্তির নাম মূত্রাতীত এবং এই পীড়াকে মূত্রাতায় বলা যায়।

মূত্রজঠরঃ ।

মূত্রস্য বেগেঽভিহতে তদুদাবর্ত্তহেতুকম্ ।
অপানঃ কুপিতো বায়ুরুদরং পূরয়েদ্ ভৃশম্ ।
নাভেরধস্তাদাধ্মানং জনয়েৎ তীব্রবেদনম্ ।
তন্মূত্রজঠরং বিদ্যাদধোবস্তিনিরোধজম্ ।

তদুদাবর্ত্তহেতুকমিতি তদুদাবর্ত্তো মূত্রবেগধারণজনিতোদাবর্ত্তঃ স এব হেতুর্যস্য আধ্মানস্য তদাধ্মানং কুর্য্যাৎ । তদুদাবর্ত্তহেতুকঃ ইতি পাঠে

হেতুরেব হেতুকঃ স্বার্থে কন্ ততঃ তদুদাবর্ত্তস্য হেতুকঃ কারণম্ অপানো বায়ুঃ আধ্মানাদিকং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। অথবা তদুদাবর্ত্তো হেতুর্যস্য কুপিতস্য অপানস্য অপানকোপস্যেতি যাবৎ। কুপেতোঽপানঃ অপানকোপশ্চেতি দ্বয়োস্তুল্যার্থত্বমেব। অধোবস্তিনিরোধজং বস্তেরধোদেশে বিবন্ধকারকম্।

মূত্রের বেগ ধারণ করিলে উদাবর্ত্ত উপস্থিত হওয়াতে আপান বায়ু কুপিত হইয়া অতিশয় উদরপূরণ এবং নাভির অধোভাগে তীব্র বেদনাযুক্ত আধ্মান উপস্থিত করে। ইহার নাম মূত্রজঠর। ইহাতে বস্তির অধোদেশে বিবন্ধ উপস্থিত হয়।

মূত্রোৎসঙ্গঃ ।

বস্তৌ বাপ্যথবা নালে মণৌ বা যস্য দেহিনঃ।
মূত্রং প্রবৃত্তং সজ্জেত সরক্তং বা প্রবাহতঃ ॥
স্রবেচ্ছনৈরল্পমল্পং সরুজং বাথ নীরুজম্।
বিগুণানিলজো ব্যাধিঃ স মূত্রোৎসঙ্গসংজ্ঞিতঃ ॥

নালে মেঢ্রে। মণৌ মেহনগ্রন্থৌ। সজ্জেত নিরুদ্ধং স্যাৎ। সরক্তং প্রবাহতঃ কণ্ঠস্থবলেন সশব্দং মূত্রপুরীষবাতানামধঃপ্রেরণং প্রবাহণং তেন কুপিতেন বায়ুনা বস্ত্যাদিভেদাৎ সরক্তং মূত্রং স্রবেদিত্যর্থঃ।

মূত্রোৎসঙ্গরোগে বস্তি, লিঙ্গ ও লিঙ্গমণিতে মূত্র সংসক্ত হয় অর্থাৎ নিঃসৃত হইতে পারে না। অথবা কুন্থনবেগে বস্তি প্রভৃতির গাত্রভেদ হওয়াতে শনৈঃ শনৈঃ রক্তমিশ্রিত বিন্দু বিন্দু মূত্র নির্গত হয় এবং নির্গমনকালে কখন যাতনা হয়, কখন বা যাতনা থাকে না। এই ব্যাধি বিগুণবায়ু দ্বারা উৎপন্ন হয়।

মূত্রক্ষয়ঃ ।

রুক্ষস্য ক্লান্তদেহস্য বস্তিস্থৌ পিত্তমারুতৌ।
মূত্রক্ষয়ং সরুগ্দাহং জনয়েতাং তদাহ্বয়ম্ ॥
তদাহ্বয়ং মূত্রক্ষয়সংজ্ঞিতম্।

রুক্ষ ও ক্লান্তদেহ ব্যক্তির বস্তিতে পিত্ত ও বায়ু কুপিত হইয়া বেদনা ও দাহের সহিত মূত্রের ক্ষয় করে। ইহার নাম মূত্রক্ষয়।

মূত্রগ্রন্থিঃ ।

অন্তর্বস্তিমুখে বৃত্তঃ স্থিরোঽল্পঃ সহসা ভবেৎ।
অশ্মরীতুল্যরুগ্‌গ্রন্থির্মূত্রগ্রন্থিঃ স উচ্যতে ॥

অন্তর্বস্তিমুখে বস্তিমুখস্যাভ্যন্তরে অল্পঃ ক্ষুদ্রামলকপ্রমাণঃ। নমু স্থানবেদনাকারাণামভিন্নত্বেঽপি অশ্মর্য্যা সহ অস্য কো ভেদঃ। উচ্যতে। অশ্মরী ক্রমশঃ সঞ্চয়েন স্যাৎ অয়ন্তু সহসা ভবেদিতি ভেদঃ। অপরো ভেদঃ। অশ্মর্য্যাং পিত্তাদিকং কুপ্যতি অত্র তু রক্তমেব। যত উক্তং তন্ত্রান্তরে "রক্তং বাতকফাদ্দুষ্টং বস্তিদ্বারে সুদারুণম্। গ্রন্থিং কুর্য্যাৎ সকৃচ্ছ্রেণ সৃজেন্মূত্রং তদাবৃতম্" ॥ ইতি।

বস্তিমুখের অভ্যন্তরদিকে সহসা উৎপন্ন, ক্ষুদ্র আমলকের ন্যায় পরিমাণবিশিষ্ট, গোলাকার, স্থির গ্রন্থিকে মূত্রগ্রন্থি বলে। এই পীড়ায় অশ্মরীর ন্যায় যাতনা উপস্থিত হয়।

মূত্রশুক্রঃ ।

মূত্রিতস্য স্ত্রিয়ং যাতো বায়ুনা শুক্রমুদ্ধতম্।
স্থানাচ্চ্যুতো মূত্রয়তঃ প্রাক্ পশ্চাদ্বা প্রবর্ত্ততে।
ভস্মোদকপ্রতীকাশং মূত্রশুক্রং তদুচ্যতে ॥

মূত্রিতস্য মূত্রবেগযুক্তস্য শুক্রং স্থানাৎ স্বস্থানাচ্চ্যুতং পশ্চাদ্বায়ুনা উদ্ধতম্ ঊর্দ্ধং নীতং ভস্মোদকপ্রতীকাশং ভস্মসহিতজলসদৃশং মূত্রশুক্রং তদুচ্যতে।

মূত্রবেগযুক্ত পুরুষ স্ত্রীসঙ্গম করিলে শুক্র স্বস্থানচ্যুত এবং পশ্চাৎ বায়ুকর্ত্তৃক উর্দ্ধনীত হওয়াতে মূত্রণকালে ভস্মমিশ্রিত জলের ন্যায় মূত্র নির্গত হয়। ইহাকে মূত্রশুক্র বলা যায়। অতএব মূত্রবেগ উপস্থিত হইলে স্ত্রীসঙ্গম নিতান্ত দোষাবহ ও নিষিদ্ধ।

উষ্ণবাতঃ।

ব্যায়ামাধ্বাতপৈঃ পিত্তং বস্তিং প্রাপ্যানিলান্বিতম্।
বস্তিং মেঢ্রং গুদঞ্চৈব প্রদহৎ স্রাবয়েদধঃ॥
মূত্রং হারিদ্রমথবা সরক্তং রক্তমেব বা।
কৃচ্ছ্রাৎ পুনঃ পুনর্জন্তোরুষ্ণবাতং বদন্তি তম্॥

সরক্তমীষল্লোহিতম্।

অতিরিক্ত ব্যায়াম, অধিক পথপর্য্যটন এবং আতপসেবন এই সকল কারণে পিত্ত কুপিত ও বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া বস্তিদেশ আশ্রয় করিয়া বস্তি, লিঙ্গ ও পায়ুতে দাহ উপস্থিত করিয়া পীত, ঈষৎ লোহিত অথবা লোহিতবর্ণ মূত্র অতি কষ্টের সহিত পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তন করে। ইহাকে উষ্ণ বাতরোগ বলা যায়।

মূত্রসাদঃ।

পিত্তং কফো দ্বাবপি বা সংহন্যেতেঽনিলেন চেৎ।
কৃচ্ছ্রান্মূত্রং তদা পীতং শ্বেতং রক্তং ঘনং সৃজেৎ॥
সদাহং রোচনাশঙ্খচূর্ণবর্ণং ভবেচ্চ তৎ।
শুষ্কং সমস্তবর্ণং বা মূত্রসাদং বদন্তি তম্॥

সংহন্যেতে ঘনীক্রিয়েতে। শঙ্খমল্পম। সমস্তবর্ণম্ উক্তসকলবর্ণযুক্তম্।

পিত্ত কিংবা কফ অথবা উভয়ই বায়ুদ্বারা ঘনীভূত হইলে পীত, শ্বেত, লোহিতবর্ণ, গোরোচনাবর্ণ কিংবা শঙ্খচূর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট অথবা উল্লিখিত সমস্তবর্ণযুক্ত, অল্প পরিমিত ঘন মূত্র নির্গত হয়। মূত্রত্যাগকালে অতিশয় কষ্ট ও দাহ উপস্থিত হয়। ইহাকে মূত্রসাদ বলে।

বিড়্বিঘাতঃ।

রূক্ষদুর্ব্বলয়োর্বাতেনোদাবর্ত্তং শকৃদ্ যদা।
মূত্রস্রোতোঽনুপদ্যেত বিট্সংসৃষ্টং তদা নরঃ।
বিড়্গন্ধং মূত্রয়েৎকৃচ্ছ্রাদ্বিড়্বিঘাতং বিনির্দ্দিশেৎ॥

উদাবর্ত্তম্ উর্দ্ধং নীতম্। বিড়্গন্ধমিত্যত্র বাশব্দো যোজনীয়ঃ।

অতিশয় রূক্ষতা ও দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইলে পুরীষ বায়ুদ্বারা উর্দ্ধনীত হইয়া মূত্রস্রোতে উপস্থিত হয়। এইরূপ হইলে মলগন্ধযুক্ত অথবা মলসংসৃষ্ট মূত্র কষ্টের সহিত নির্গত হয়। এই পীড়ার নাম বিড়্বিঘাত।

বস্তিকুণ্ডলম্।

দ্রুতাধ্বলঙ্ঘনায়াসৈরভিঘাতাৎ প্রপীড়নাৎ।
স্বস্থানাদ্বস্তিরুদ্বৃত্তঃ স্থূলস্তিষ্ঠতি গর্ভবৎ॥
শূলস্পন্দনদাহার্ত্তো বিন্দুং বিন্দুং স্রবত্যপি।
পীড়িতস্তু সৃজেদ্ধারাং সংস্তম্ভোদ্বেষ্টনার্ত্তিমান্॥
বস্তিকুণ্ডলমাহুস্তং ঘোরং শস্ত্রবিষোপমম্।
পবনপ্রবলং প্রায়ো দুর্নিবারমবুদ্ধিভিঃ॥
তস্মিন্ পিত্তান্বিতে দাহঃ শূলং মূত্রবিবর্ণতা।
শ্লেষ্মণা গৌরবং শোথঃ স্নিগ্ধং মূত্রং ঘনং সিতম্॥

দ্রুতাধ্বলঙ্ঘনং শীঘ্রং মার্গচলনম্। উদ্বৃত্তঃ উত্থিতঃ। স্পন্দনং কিঞ্চিচ্চলনম্। ঘোরং মারকম্।

দ্রুতবেগে চলন, আয়াস, আঘাতপ্রাপ্তি এবং পীড়নাদি কারণে বস্তিযন্ত্র স্বস্থান হইতে চলিত ও স্থূল হইয়া গর্ভবৎ অবস্থিতি করে। উদ্বৃত্ত বস্তিতে শূল, স্পন্দন ও দাহ উপস্থিত এবং বিন্দু বিন্দু মূত্র নির্গত হয়, ঐ স্থান বলপূর্ব্বক চাপিলে মূত্রধারা বহির্গত হইয়া

থাকে এবং উহাতে স্তব্ধতা ও মোচড় উপস্থিত হয়। এই পীড়ার নাম বস্তিকুণ্ডল। এই ব্যাধি অতি ভয়াবহ ও প্রায় সাংঘাতিক হইয়া থাকে। যে সকল লক্ষণ লিখিত হইল, তৎসমুদায় বায়ুপ্রধান বস্তিকুণ্ডলে হইয়া থাকে। যদি পিত্তের প্রাধান্য থাকে, তাহা হইলে দাহ, শূল ও মূত্রের বিবর্ণতা এবং কফ প্রবল থাকিলে দেহের গুরুতা, শোথ ও মূত্র স্নিগ্ধ, ঘন ও শ্বেতবর্ণ হয়।

শ্লেষ্মরুদ্ধবিলো বস্তিঃ পিত্তোদীর্ণো ন সিধ্যতি।
অবিভ্রান্তবিলঃ সাধ্যো ন চ যঃ কুণ্ডলীকৃতঃ।
স্যাদ্বস্তৌ কুণ্ডলীভূতে তৃণ্মোহঃ শ্বাস এব চ॥

বিলং বস্তিমুখরন্ধ্রম্। পিত্তোদীর্ণঃ উপচিতপিত্তঃ। অবিভ্রান্তবিলঃ কফেন অনাবৃতবিলঃ ন চ কুণ্ডলীকৃতঃ স সাধ্যঃ। এতেন কুণ্ডলীভূতোঽসাধ্যঃ। কুণ্ডলীভূতস্য অয়মর্থঃ কফেন বিলাবরোধাৎ তত্র বাতঃ কুণ্ডলাকারেণ তিষ্ঠতীত্যর্থঃ।

বস্তিযন্ত্রের মুখরন্ধ্র কফদ্বারা আবৃত এবং অধিক পিত্ত সঞ্চিত থাকিলে পীড়া অসাধ্য জানিবে। উহার মুখবিবর যদি কফদ্বারা আবৃত না হয় এবং কুণ্ডলীভূত না হয়, তাহা হইলে সাধ্য, কিন্তু কুণ্ডলীভূত হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে। তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা ও শ্বাস এই লক্ষণগুলি উপস্থিত হইলে জানিবে বস্তি কুণ্ডলীভূত হইয়াছে। কফদ্বারা বস্তির মুখ রুদ্ধ হইয়া উহার মধ্যে কুণ্ডলাকারে বায়ু অবস্থিতি করিলে ঐ অবস্থাকে কুণ্ডলীভূত বস্তি বলাযায়।

বাতকুণ্ডলিকা, অষ্ঠীলা, বাতবস্তি, মূত্রাতীত, মূত্রজঠর, মূত্রোৎসঙ্গ, মূত্রক্ষয়, মূত্রগ্রন্থি, মূত্রশুক্র, উষ্ণবাত, মূত্রসাদ, বিড়্‌বিঘাত ও বস্তিকুণ্ডল এই ১৩ প্রকার মূত্রাঘাত রোগ উক্ত হইল।

—— ——

মূত্রাঘাতস্য চিকিৎসা।

মূত্রাঘাতান্ যথাদোষং মূত্রকৃচ্ছ্রহরৈর্জয়েৎ।
বস্তিমুত্তরবস্তিঞ্চ দদ্যাৎ স্নিগ্ধং বিরেচনম্॥

মূত্রাঘাতরোগে দোষানুসারে মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক ঔষধ প্রয়োগ, উত্তরবস্তি এবং স্নিগ্ধ বিরেচন প্রয়োগ বিধেয়।

কর্কারুমর্ব্বারুবীজানামক্ষমাত্রং সসৈন্ধবম্।
ধান্যাম্লযুক্তং পীত্বৈব মূত্রাঘাতাদ্বিমুচ্যতে॥

কাঁকুড়বীজ ২ তোলা ও সৈন্ধবলবণ ।০ আনা, কাঁজিদিয়া বাঁটিয়া সেবন করিলে মূত্রাঘাত নিবারণ হয়।

যবক্ষারং গুড়োন্মিশ্রং পিবেৎ পুষ্পফলোদ্ভবম্।
রসং মূত্রবিবন্ধঘ্নং শর্করাশ্মরিনাশনম্॥

কুষ্মাণ্ডরস ৪ তোলা, যবক্ষার ৪ মাষা ও পুরাতন গুড় ১ মাষা একত্র সেবন করিলে মূত্রাঘাত, শর্করা ও অশ্মরীরোগের শান্তি হয়।

সপত্রফলমূলস্য ক্বাথং গোক্ষুরকস্য চ।
পিবেন্মধুসিতাযুক্তং মূত্রাঘাতাদিরোগনুৎ॥

পত্র, ফল ও মূল সহিত গোক্ষুর বৃক্ষের ক্বাথ মধু ও চিনির সহিত পান করিলে মূত্রাঘাতাদি রোগের উপশম হয়।

শৃতশীতপয়োঽন্নাশী চন্দনং তণ্ডুলাম্বুনা।
পিবেৎ সশর্করং শ্রেষ্ঠমুষ্ণবাতবিনাশনম্॥

তণ্ডুলজল ঘৃষ্ট চন্দনরস সেচন এবং শৃতশীতল দুগ্ধ ও অন্ন আহার করিলে উষ্ণবাতনামক মূত্রাঘাতের শান্তি হয়।

ধান্যগোক্ষুরকক্বাথকল্কযুক্তং ঘৃতং হিতম্।
মূত্রাঘাতে মূত্রদোষে শুক্রদোষে চ দারুণে॥

ধন্যা ও গোক্ষুরের ক্বাথ ও কল্কের সহিত সিদ্ধ ঘৃত পান করিলে মূত্রাঘাত, মূত্রদোষ ও শুক্রদোষ নিবারিত হয়।

উশীরাদ্যভিধং তৈলং মূত্রাঘাত প্রশান্তিকৃৎ।

এই পীড়ায় উশীরাদি তৈল হিতকর।

মূত্রকৃচ্ছ্রেঽশ্মরীরোগে ভেষজং যৎ প্রযুজ্যতে।
মূত্রাঘাতেষু সর্ব্বেষু তদ্ যুঞ্জ্যাদ্দেশকালবিৎ।

মূত্রাঘাতরোগে মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরীরোগের ঔষধ সমস্ত প্রয়োজ্য।

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অশ্মর্য্যধিকারঃ।

অশ্মর্য্যা নিদানম্।

বাতপিত্তকফৈস্তিস্রশ্চতুর্থী শুক্রজাপরাঃ।
প্রায়ঃ শ্লেষ্মাশ্রয়াঃ সর্ব্বা অশ্মর্য্যঃ স্যুযমোপমাঃ।

শ্লেষ্মাশ্রয়াঃ শ্লেষ্মসমবায়িকারণাঃ শুক্রজাং বিনা। শুক্রজায়াস্ত শুক্রস্যৈব সমবায়িকারণত্বাৎ। অন্যে তু শুক্রাশ্মর্য্যামপি কফকারণত্বমিচ্ছন্তি। প্রায়ঃ শব্দশ্চাত্র বিশেষার্থঃ। যমোপমাঃ চিকিৎসাং বিনা।

বিকৃত বায়ু, পিত্ত, কফ ও শুক্র দ্বারা অশ্মরীরোগ উৎপন্ন হয়। বাতজ, পিত্তজ ও কফজ অশ্মরীর সমবায়ি কারণ কফ এবং শুক্রজ অশ্মরীর সমবায়ি কারণ শুক্র। কাহারও কাহারও মতে শুক্রাশ্মরীরও সমবায়ি কারণ কফ। বিশেষ চিকিৎসা ব্যতিরেকে এই চারিপ্রকার অশ্মরী প্রায় মারক হইয়া থাকে।

অশ্মর্য্যাঃ সম্প্রাপ্তি।

বিশোষয়েদ্বস্তিগতং সশুক্রং
মূত্রং সপিত্তং পবনঃ কফং বা।
যদা তদাশ্মর্য্যুপজায়তে তু
ক্রমেণ পিত্তেষ্বিব রোচনা গোঃ।

পবনো বস্তিগতং সশুক্রং মূত্রং সপিত্তং কফং বা শোষমুপনয়েৎ যদা তদাশ্মরী ভবতি ক্রমেণ ক্রমশো বর্দ্ধমানা গোঃ পিত্তেষু রোচনেবেত্যন্বয়ঃ।

বায়ুদ্বারা বস্তিস্থ মূত্র ও শুক্র অথবা পিত্ত ও কফ শোষিত হইয়া অশ্মরী উৎপন্ন হয়, যেমন গোপিত্তে ক্রমশঃ পদার্থ সঞ্চয় হইয়া গোরোচনা উৎপন্ন হয়, ইহাও তদ্রূপে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

অশ্মরীণাং পূর্ব্বলক্ষণম্।

নৈকদোষাশ্রয়াঃ সর্ব্বা অথাসাং পূর্ব্বলক্ষণম্।
বস্ত্যাধ্মানং তদাসন্নদেশেষু পরিতোঽতিরুক্।
মূত্রে বস্তসগন্ধত্বং মূত্রকৃচ্ছ্রং জ্বরোঽরুচিঃ।

নৈকদোষাশ্রয়াস্ত্রিদোষজাঃ। বস্তশ্ছগলকঃ।

দোষের আধিক্য অনুসারে অশ্মরীসকলকে বাতজ ও পিত্তজ ইত্যাদি রূপে বিভিন্ন করা যায় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহারা সান্নিপাতিক। অশ্মরী উৎপন্ন হইবার উপক্রমে বস্তিযন্ত্রে আধ্মান, তৎসন্নিহিত প্রদেশে ঘোরতর বেদনা, মূত্রে ছাগলের ন্যায় গন্ধোৎপত্তি, মূত্রকৃচ্ছ্র, জ্বর ও অরুচি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

তাসাং সামান্যং লক্ষণম্।

সামান্যলিঙ্গং রুঙ্নাভি সেবনীবস্তিমূর্দ্ধসু।
বিশীর্ণধারং মূত্রং স্যাৎ তয়া মার্গনিরোধনে।
তদ্ব্যপায়াৎ সুখং মেহেদচ্ছং গোমেদকোপমম্।
তৎসংক্ষোভাৎক্ষতে সাস্রমায়াসাচ্চাতিরুগ্‌ভবেৎ।

বস্তিমূর্দ্ধা নাভেরধোদেশঃ। বিশীর্ণধারং সাবচ্ছেদধারম্। তয়া অশ্মর্য্যা। মার্গঃ মূত্রবাহিস্রোতঃ। তদ্ব্যপায়াৎ কদাচিৎ বায়ুনা অশ্মর্য্যা মূত্রমার্গাদন্যত্র গমনাৎ। মেহেৎ মূত্রয়েৎ। গোমেদকোপমং গোমেদকো মণিঃ কিঞ্চিল্লোহিত-

স্তুবর্ণম্। তৎসংক্ষোভাৎ তস্যা অশ্মর্য্যাঃ সঞ্চারাৎ ঘর্ষণেন মূত্রবহে স্রোতসি ক্ষতে জাতে সাস্রং সরক্তং মেহেৎ। আয়াসাৎ প্রবাহনাদিজনিতাৎ।

নাভি, সেবনী (পায়ুতে ও কোষের নিম্নে সেলাইএর ন্যায় স্থান) ও বস্তির শিরোদেশে অর্থাৎ নাভির নিম্নে বেদনা, অশ্মরীদ্বারা মূত্রস্রোতঃ রুদ্ধ হইলে বিচ্ছিন্ন ধারায় মূত্রনির্গম, অশ্মরী তৎস্থান হইতে অপসৃত হইলে বিনাক্লেশে ঈষৎ লোহিতবর্ণ স্বচ্ছ মূত্রনির্গম, অশ্মরী ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হইলে ঘর্ষণহেতু মূত্রস্রোতে ক্ষত হওয়াতে সরক্ত মূত্র প্রবর্ত্তন এবং বেগদিয়া প্রস্রাব ত্যাগের চেষ্টা করিলে অত্যন্ত যাতনা উপস্থিত হয়।

লিখিত লক্ষণগুলি, উল্লিখিত চারিপ্রকার অশ্মরীতেই উদিত হইয়া থাকে। এই জন্য ঐ গুলিকে অশ্মরীরোগের সাধারণ লক্ষণ বলা যায়।

বাতোল্বণায়া অশ্মর্য্যা লক্ষণম্।

তত্র বাতাদভৃশং চার্ত্তো দন্তান্ খাদতি বেপতে।
গৃহ্লাতি মেহনং নাভিং পীড়য়ত্যনিশং ক্বণন্॥
সানিলং মুঞ্চতি শকৃন্মুহুর্মেহতি বিন্দুশঃ।
শ্যাবারুণাশ্মরী চাস্য স্যাচ্চিতা কণ্টকৈরিব॥

ক্বণন্ আর্ত্তনাদং কুর্ব্বন্। সানিলং সশব্দং মূত্রপ্রবৃত্ত্যর্থং কৃতাতিকুন্থনাৎ।

বাতাশ্মরী পীড়িত ব্যক্তি অতিশয় কাতর হইয়া দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে, কম্পিতদেহ হয়, আর্ত্তরব করিয়া হস্তদ্বারা লিঙ্গ ধারণ ও সর্ব্বদা নাভি পীড়ন করে এবং মূত্রপ্রবর্ত্তনার্থ অধিক কুন্থন করাতে বায়ু ও শব্দের সহিত মলনির্গম ও বিন্দু বিন্দু মূত্রপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে। বাতজাত অশ্মরী শ্যাব বা অরুণবর্ণ এবং কণ্টকবৎ অঙ্কুর সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

পিত্তোল্বণায়া লক্ষণম্।

পিত্তেন দহ্যতে বস্তিঃ পচ্যমান ইবোষ্মবান্।
ভল্লাতকাস্থিসংস্থানা রক্তা পীতাসিতাশ্মরী॥

অসিতা কৃষ্ণা।

পিত্তাশ্মরীরোগে বস্তিতে অতিশয় দাহ এবং যেন উষ্মাদ্বারা উহাতে পাক উপস্থিত হয়। পিত্তজাত অশ্মরী ভল্লাতক বীজের ন্যায় আকারবিশিষ্ট এবং রক্ত, পীত বা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে।

কফোল্বণায়া লক্ষণম্।

বস্তির্নিস্তুদ্যত ইব শ্লেষ্মণা শীতলো গুরুঃ।
অশ্মরী মহতী শ্লক্ষ্ণা মধুবর্ণাথবা সিতা॥

কফাশ্মরীরোগে বস্তি শীতল, গুরু ও ব্যথাযুক্ত হয়। কফজাত অশ্মরী বৃহৎ, মসৃণ এবং মধুর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বা শুভ্রবর্ণ হইয়া থাকে।

এতা ভবন্তি বালানাং তেষামেব চ ভূয়সা।
আশ্রয়োপচয়াল্পত্বাদ্ গ্রহণাহরণে সুখাঃ॥

এতা বাতজা পিত্তজা কফজাঃ। বালানাং তন্নিদানাভ্যাসাদ্বাহুল্যেন ভবন্তি মহতামপি ভবন্তি। তেষামেব বালানাং গ্রহণাহরণে সুখা ইতি সম্বন্ধঃ। আশ্রয়োপচয়াল্পত্বাৎ আশ্রয়ো বস্তিঃ উপচয়ঃ অশ্মর্য্যাঃ স্থৌল্যং, তয়োরল্পত্বাৎ দেহাল্পত্বাৎ তয়োরল্পত্বম্। গ্রহণাহরণে সুখাঃ, আহরণং পাটনাদিপূর্ব্বকমাকর্ষণং, গ্রহণং ধারণম্। দিবানিদ্রাধ্যশনমধুরাহারাদিহেতুভির্বালানাং বাহুল্যেন অশ্মর্য্যো জায়ন্তে।

দিবানিদ্রা, অজীর্ণ সত্ত্বে ভোজন ও মিষ্টদ্রব্য আহার ইত্যাদি কারণে অশ্মরী

রোগ উৎপন্ন হয়। বালকদিগের এই সকল নিদানসেবন সর্ব্বদা বাহুল্যরূপে ঘটিয়া থাকে, এইজন্য তাহাদিগেরই এই পীড়া অধিক হইয়া থাকে। ইহাদিগের বস্তিযন্ত্র ও অশ্মরীর ক্ষুদ্রতাহেতু অনায়াসে শস্ত্রদ্বারা অশ্মরীকে ধারণ ও আকর্ষণ করিতে পারা যায়।

শুক্রাশ্মর্য্যা নিদানম্‌।

শুক্রাশ্মরী তু মহতাং জায়তে শুক্রধারণাৎ ॥

অব্যয়ানামনেকার্থত্বাৎ তু শব্দোঽত্রাবধারণার্থঃ তেন মহতামেব ন তু বালানাং বক্ষ্যমাণ সম্প্রাপ্তে-রসম্ভবাৎ। ন চ শুক্রাভাবো বালেঽপি যতঃ ধাতুত্বং স্যাৎ।

শুক্রধারণহেতু শুক্রাশ্মরী উৎপন্ন হয়। বালকদিগের দেহে যদিও শুক্রধাতু আছে, তথাপি বক্ষ্যমাণ সম্প্রাপ্তির অসম্ভবহেতু তাহাদিগের ইহা হইতে পারে না। ইহা প্রাপ্তবয়াঃ পুরুষদিগেরই হইয়া থাকে।

শুক্রাশ্মর্য্যাঃ সম্প্রাপ্তিঃ।

স্থানাচ্চ্যুতমমুক্তং হি মুষ্কয়োরন্তরেঽনিলঃ।
শোষয়ত্যুপসংগৃহ্য শুক্রং তচ্ছুক্রমশ্মরী ॥

অনিলো মৈথুনবেগেন স্থানচ্যুতং শুক্রং মৈথুন-বেগনিবারণেন ধৃতং তৎ মুষ্কয়োঃ মেঢ্রসহিতয়োঃ মেঢ্রবৃষণয়োরন্তর ইতি। মেঢ্রবৃষণ মধ্যগতবস্তি-মুখে উপসংগৃহ্য একীকৃত্য শোষয়তি তৎ শুক্রাশ্মরী তথাভূতং শুক্রমেব অশ্মরী।

মৈথুনবেগে শুক্র স্বস্থান হইতে চলিত হইয়া বহির্গত না হইতে হইতেই যদি মৈথুনবেগের নিবারণ দ্বারা তাহার বহির্নিঃ-সরণ রোধ করা যায়, তাহা হইলে লিঙ্গ ও কোষের মধ্যগত বস্তিমুখে ঐ শুক্র বায়ুদ্বারা একীকৃত ও শোষিত হইয়া অশ্মরীরূপে পরিণত হয়। ইহাকে শুক্রাশ্মরী বলে। এই সম্প্রাপ্তিদ্বারা জানা যাইতেছে যে, মৈথুনক্ষম পুরুষদিগেরই ইহা হইতে পারে, অপ্রাপ্তবয়াঃ বালকদিগের এইরূপ অশ্মরী হইবার সম্ভা-বনা নাই।

শুক্রাশ্মর্য্যা লক্ষণম্‌।

বস্তিরুক্কৃচ্ছ্রমুষ্কশ্বয়থুকারিণী।
তস্যামুৎপন্নমাত্রায়াং শুক্রমেতি বিলীয়তে ॥
পীড়িতে ত্ববকাশেঽস্মিন্নশ্মর্য্যেব চ শর্করা।
সা ভিন্নমূর্ত্তির্বাতেন শর্করেত্যভিধীয়তে ॥

তস্যাং শুক্রাশ্মর্য্যামুৎপন্নমাত্রায়াং শুক্রমেতি মূত্রমার্গাৎ প্রবর্ত্ততে যদি সা কথমপি বিলীয়তে বিলয়ং যাতি। সা কথং বিলয়ং যাতি তদাহ পীড়িতে ত্ববকাশেঽস্মিন্নিত্যাদি। তু শব্দোঽত্র অবধারণে। তেন অস্মিন্নেব অবকাশে স্থানে মেঢ্র-বৃষণয়োরন্তরে পীড়িতে সতি সা বিলীয়তে অন্ত-র্লীনা ভবতি। অবস্থাভেদাদশ্মরী, শর্করা, সিকতা চ ভবতীত্যাহ। অশ্মর্য্যেব চ শর্করেতি চকারাৎ সিকতা চ ভবতীত্যর্থঃ। শর্করাসিকতয়োশ্চ ভেদো মহত্ত্বাল্পত্বাভ্যাং বোদ্ধব্যঃ। কথমশ্মরী শর্করা ভবতীত্যাহ সা ভিন্নমূর্ত্তিরিত্যাদি। সা অশ্মরী।

শুক্রাশ্মরী উৎপন্ন হইলে বস্তিদেশে বেদনা, অতিকষ্টে প্রস্রাবত্যাগ ও অণ্ডকোষে শোথ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। শুক্রাশ্মরী উৎপন্ন হইবামাত্র যদি তাহার স্থান অর্থাৎ লিঙ্গ ও কোষের মধ্যগত স্থান নিপীড়ন করা যায়, তাহা হইলে উহা অন্তর্লীন হয় এবং মূত্রমার্গদিয়া শুক্র নির্গত হইয়া থাকে।

শুক্রাশ্মরীই অবস্থাভেদে শর্করা ও সিকতা নামে অভিহিত হয়। উহা বায়ু দ্বারা ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত হইলে তাহাকে শর্করা বলা যায়। উহা আরও ক্ষুদ্রতম

অংশে বিভক্ত হইলে তখন সিকতা নামে অভিহিত করা যায়।

শর্করায়াঃ পাতনমবরোধঞ্চ ।

অণুশো বায়ুনা ভিন্না সা তস্মিন্নমুলোমগে ।
নিরেতি সহ মূত্রেণ প্রতিলোমে নিরুধ্যতে ।
মূত্রস্রোতঃ প্রবৃত্তা সা সক্তা কুর্য্যাদুপদ্রবান্ ॥

বায়ু অনুলোম থাকিলে অতি ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত শর্করা, মূত্রের সহিত নির্গত হয়, প্রতিলোম হইলে নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। শর্করা মূত্রস্রোতে সংলগ্ন হইলে নিম্ন লিখিত উপদ্রব সমস্ত উপস্থিত হয়।

দৌর্ব্বল্যং সদনং কার্শ্যং কুক্ষিশূলমথারুচিম্ ।
পাণ্ডুত্বমুষ্ণবাতঞ্চ তৃষ্ণাং হৃৎপীড়নং বমিম্ ॥

কুর্য্যাদিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। উষ্ণবাতো মূত্রাঘাতবিশেষঃ।

দৌর্ব্বল্য, অবসন্নতা, কৃশতা, কুক্ষিশূল, অরুচি, পাণ্ডুতা, উষ্ণবাত, তৃষ্ণা, হৃদয়বেদনা ও বমি এইগুলি মূত্রপথলগ্ন শর্করার উপদ্রব।

অশ্মরী শর্করা সিকতানামরিষ্টমাহ ।

প্রশূননাভিবৃষণং বদ্ধমূত্রং রুজাতুরম্ ।
অশ্মরী ক্ষপয়ত্যাশু শর্করা সিকতান্বিতা ॥

রুজাতুরং শূলপীড়িতম্। শর্করা সিকতা চেতি নামদ্বয়মন্বর্থম্।

অশ্মরী, শর্করা ও সিকতারোগে রোগীর নাভি ও অণ্ডকোষে শোথ, মূত্ররোধ ও শূলবৎ পীড়া এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে রোগীর জীবনাশা পরিত্যাজ্য।

অশ্মর্য্যাশ্চিকিৎসা ।

অশ্মরী দারুণো ব্যাধিরন্তকপ্রতিমো মতঃ ।
ঔষধৈস্তরুণঃ সাধ্যঃ প্রবৃদ্ধশ্ছেদমর্হতি ॥

অশ্মরী ব্যাধি অতি কষ্টপ্রদ ও অন্তকসদৃশ। তরুণ অশ্মরী ঔষধসাধ্য, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে শস্ত্রক্রিয়া আবশ্যক।

তস্য পূর্ব্বেষু রূপেষু স্নেহাদিক্রম ইষ্যতে ।
তেনাস্যাপচয়ং যান্তি ব্যাধের্মূলান্যশেষতঃ ॥

অশ্মরী ব্যাধির পূর্ব্বরূপে স্নেহাদি প্রয়োগ কর্ত্তব্য। তদ্দ্বারা ব্যাধির মূল বিনষ্ট হয়।

বারুণং বল্কলং শুণ্ঠী বীজং গোক্ষুরসম্ভবম্ ।
তালমূলীং কুলত্থঞ্চ কুশাদিপঞ্চমূলকম্ ॥
শর্করাক্ষারসংযুক্তং ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ ।
অশ্মরীমূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নং বস্তিমেহনশূলনুৎ ॥

বরুণছাল, শুঁঠ, গোক্ষুরবীজ, তালমূলী, কুলত্থকলায় ও কুশাদি পঞ্চমূল ইহাদের কাথে চিনি ২ মাষা ও যবক্ষার ২ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অশ্মরী প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়।

ত্রিকণ্টকস্য বীজানাং চূর্ণং মাক্ষিকসংযুতম্ ।
অজাক্ষীরেণ পাতব্যমশ্মরীণাং প্রশান্তয়ে ॥

গোক্ষুরবীজচূর্ণ মধু ও ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে অশ্মরীর শান্তি হয়।

প্রপিবেৎ তালমূল্যা বা কল্কং ব্যুষিতবারিণা ।
তেনৈবাথ গবাক্ষ্যা বাপ্যশ্মরীগদশান্তয়ে ॥

তালমূলী অথবা গোরক্ষচাকুলে বাসি জলের সহিত বাঁটিয়া সেবন করিলে অশ্মরীর শান্তি হয়।

যো নারিকেলকুসুমং সক্ষারং বারিণা পিষ্টং ।
পিবতি চ তস্য দিনৈকান্নিপততি ঘোরাশ্মরী নূনম্ ॥

নারিকেলের মূচি ৪ মাষা ও যবক্ষার ৪ মাষা জলদিয়া বাঁটিয়া সেবন করিলে অশ্মরী নিপতিত হয়।

আনন্দযোগঃ পাষাণভিন্নং সর্পিশ্চ বারুণম।
কুলত্থাদ্যং তথৈবাজ্যমেষজন্মাশ্মরী প্রণুৎ ॥

আনন্দযোগ, পাষাণভিন্নরস, বারুণঘৃত ও কুলত্থাদ্য ঘৃত ইত্যাদি ঔষধ অশ্মরীরোগে প্রয়োজ্য।

ঘৃতৈঃ ক্ষারৈঃ কষায়ৈশ্চ ক্ষীরৈঃ সোত্তরবস্তিভিঃ।
যদি নোপশমং গচ্ছেচ্ছেদস্তত্রোত্তরো বিধিঃ ॥

ঘৃত, ক্ষার, কষায়, ঔষধ সাধিত ক্ষীর এবং উত্তরবস্তি দ্বারা যদি পীড়ার উপশম না হয়, তাহা হইলে শস্ত্রক্রিয়া কর্ত্তব্য।

অক্রিয়ায়াং ধ্রুবো মৃত্যুঃ ক্রিয়ায়াং সংশয়ো ভবেৎ।
অতঃ শস্ত্রং প্রয়োক্তব্যমিতি মন্যামহে বয়ম্ ॥

শস্ত্রক্রিয়া না করিলে মৃত্যু নিশ্চিত, এবং শস্ত্রক্রিয়া করিলে আরোগ্য বিষয়ে সন্দেহ, অতএব শস্ত্রপ্রয়োগই কর্ত্তব্য।

আতুরঃ স্বগণক্ষাস্য সমাপৃচ্ছ্য ভিষগ্বরঃ।
স্মৃত্বেশ্বরং প্রযুঞ্জীত শস্ত্রং শস্ত্রক্রিয়াপটুঃ ॥

শস্ত্রক্রিয়াকুশল চিকিৎসক, রোগী এবং তাহার আত্মীয়গণের অনুমতি গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর স্মরণপূর্ব্বক শস্ত্রপ্রয়োগ করিবেন।

প্রয়োজ্যো শস্ত্রে স্নিগ্ধস্বিন্নস্যাতুরস্য মলাধারে সব্যে দক্ষিণে বা পার্শ্বে সেবনীং যবমাত্রেণ মুক্ত্বাবচারয়েচ্ছস্ত্রমশ্মরী প্রমাণম্। যথা চ ন ভিদ্যতে চূর্ণ্যতে বা তথা প্রযতেত চূর্ণমল্পমপ্যবস্থিতং হি পুনঃ পরিবৃদ্ধিমেতি তস্মাৎ সমস্তামগ্রবক্ত্রেণাদদীত। স্ত্রীণাঞ্চ বস্তিপার্শ্বগতো গর্ভাশয়ঃ সন্নিকৃষ্টঃ তস্মান্নাসামুৎসঙ্গবৎ শস্ত্রং পাতয়েদতোঽন্যথা মূত্রস্রাবী ব্রণো ভবেৎ।

শস্ত্রপ্রয়োগ স্থিরীকৃত হইলে রোগীকে স্নেহসেবন করাইয়া ও স্বেদ প্রদান করিয়া তাহার পায়ুদেশে বা দক্ষিণ পার্শ্বে সেবনী হইতে যবমাত্র স্থান পরিত্যাগ করিয়া অশ্মরী পর্য্যন্ত শস্ত্র চালনা করিবে। অশ্মরী যাহাতে প্রভিন্ন ও চূর্ণ না হয়, তাহাতে যত্নবান্ হইবে, কারণ অল্পমাত্র চূর্ণ অবশিষ্ট থাকিলেও পুনর্ব্বার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, অতএব সমস্তই, শস্ত্রের মুখাগ্রদ্বারা ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিবে। স্ত্রীদিগের বস্তিদেশের পার্শ্বে অতি-নিকটে গর্ভাশয় থাকে, অতএব স্ত্রীদিগের অশ্মরীহরণ করিতে হইলে উৎসঙ্গবান্ অর্থাৎ ক্রোড়যুক্ত শস্ত্রপ্রয়োগ করিবে না। কারণ তাহাতে মূত্রস্রাবী ব্রণ হইতে পারে।

এষণ্যন্বিষ্য বৈ শল্যং ততঃ শস্ত্রং প্রয়োজয়েৎ।
ব্রণক্রিয়াং ততঃ শল্যে পথ্যেনৈনাপি বর্ত্তয়েৎ ॥

প্রথমে এষণীদ্বারা অশ্মরী অন্বেষণ করিয়া পশ্চাৎ শস্ত্রপ্রয়োগ করিবে। অশ্মরী নিষ্কাশনানন্তর ব্রণচিকিৎসা ও যথাবিধি পথ্য ব্যবস্থা করিবে।

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

প্রমেহাধিকারঃ।

প্রমেহস্য নিদানম্।

আস্যাসুখং স্বপ্নসুখং দধীনি
গ্রাম্যোদকানূপরসাঃ পয়াংসি।
নবান্নপানং গুড়বৈকৃতঞ্চ
প্রমেহহেতুঃ কফকৃচ্চ সর্ব্বম্ ॥

সুখে দীর্ঘকাল উপবেশন, নিদ্রাসুখ, দধি, গ্রাম্য ও আনূপ জীবের মাংসের যূষ, দুগ্ধ, নূতন অন্নপানীয়, গুড়জাত দ্রব্যসমূহ এবং যাবতীয় কফজনক দ্রব্য প্রমেহরোগের হেতু।

পরিশ্রমবিহীন, বিলাসপ্রিয় এবং কেবল সুখাসনে নিদ্রা ও উপবেশনে রত ব্যক্তিদিগের

প্রমেহ পীড়া হইয়া থাকে। ব্যায়ামশীল ও ক্লেশসহিষ্ণু ব্যক্তিগণের সচরাচর এই পীড়া হইতে দেখা যায় না।

মেহানাং সম্প্রাপ্তিঃ।

মেদশ্চ মাংসঞ্চ শরীরজঞ্চ
ক্লেদং কফো বস্তিগতঃ প্রদূষ্য।
করোতি মেহান্ সমুদীর্ণমুষ্ণৈ-
স্তানেব পিত্তং পরিদূষ্য চাপি।
ক্ষীণেষু দোষেষ্ববকৃষ্য ধাতূন্
সন্দূষ্য মেহান্ কুরুতেঽনিলশ্চ॥

বস্তিগত কফ মেদঃ, মাংস ও শারীরিক ক্লেদকে দূষিত করিয়া মেহ রোগ উৎপন্ন করে। ইহা কফজ মেহের সম্প্রাপ্তি। এইরূপ উষ্ণদ্রব্য ব্যবহারে পিত্ত প্রবল হইয়া ঐ সকল মেদঃ প্রভৃতিকে দূষিত করিয়া পৈত্তিক মেহ উৎপাদন করে এবং দোষ সকল ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হইলে বায়ু ঐ সকলকে আকৃষ্ট ও দূষিত করিয়া বাতিক মেহ উৎপাদন করে।

সাধ্যাঃ কফোত্থা দশ পিত্তজাঃ ষট্
যাপ্যা ন সাধ্যাঃ পবনাচ্চতুষ্কঃ।
সমক্রিয়ত্বাদ্বিষমক্রিয়ত্বা-
ন্মহাত্যয়ত্বাচ্চ যথাক্রমং তে॥

কফোত্থা দশ সাধ্যাঃ সমক্রিয়ত্বাৎ। কফজেষু মেহেষু কফো দোষঃ মেদঃপ্রভৃতয়ো দূষ্যাঃ। কফঃ কটুতিক্তাদি ক্রিয়াভিঃ শাম্যতি মেদঃপ্রভৃতয়োঽপি তাভিরেব ক্ষয়ং যান্তি অতএব একক্রিয়য়ৈব দোষস্য দূষ্যস্য চ শান্তৌ তেষাং সুখসাধ্যতা। পিত্তজাঃ ষট্ যাপ্যাঃ বিষমক্রিয়ত্বাৎ পিত্তজেষু পিত্তং দোষঃ মেদঃপ্রভৃতয়ো দূষ্যাঃ। মধুরাদি পিত্তহরং কিন্তু মেদোবর্দ্ধকম্। তথা কটুকাদি মেদোহরং কিন্তু পিত্তবর্দ্ধকম্। অতএব পৈত্তিকেষু মেহেষু এবম্ভূতা কাপি ক্রিয়া নাস্তি যয়া দোষস্য দূষ্যস্য চ দ্বয়োরেব শান্তিঃ স্যাৎ। উভয়োঃ প্রশমনী ক্রিয়া পরস্পর বিরুদ্ধা। তেনৈব তেষাং যাপ্যতা। বাতজাশ্চত্বারো মহাত্যয়ত্বাৎ (গম্ভীরধাত্ববকর্ষকত্বাদাশুকারিত্বাচ্চ) অসাধ্যাঃ। অথবা ব্যাধিমহিম্নৈব তে তাদৃশা ইতি।

কফজ ১০ প্রকার মেহ সাধ্য, পিত্তজ ৬ প্রকার যাপ্য এবং বাতজ ৪ প্রকার মেহ অসাধ্য জানিবে।

চিকিৎসার নিয়ম এই, দোষ ও দূষ্য উভয়েরই দমন করিতে হয়। কফজ মেহে দোষ কফ এবং মেদ প্রভৃতি দূষ্য। মেদঃ প্রভৃতি দূষ্য সকল কফপ্রকৃতিক, অতএব কফের ও উহাদের দমনকারক পদার্থ সমান, অর্থাৎ কটুতিক্তাদি দ্বারা দোষ ও দূষ্য উভয়েরই দমন হয়; সুতরাং কফজ মেহ সাধ্য। পিত্তজ মেহে দোষ পিত্ত এবং মেদঃ প্রভৃতি দূষ্য। যাহার দ্বারা পিত্তের দমন হয়, তাহার দ্বারা মেদঃ প্রভৃতির বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এইরূপ মেদঃপ্রভৃতির শান্তি-কারক পদার্থ দ্বারা পিত্তের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব পৈত্তিক মেহে এমন কোন এক ক্রিয়া হইতে পারে না, যদ্দ্বারা দোষ ও দূষ্য উভয়েরই শান্তি হয়, সুতরাং তাহারা যাপ্য। আর বাতজ মেহ সকল বায়ুর শক্তিতে গম্ভীরধাত্বাশ্রয়ী ও আশুকারী হওয়াতে অসাধ্য হইয়া থাকে।

অথবা ব্যাধির স্বভাবেই উহারা ঐরূপ হইয়া থাকে।

কফঃ সপিত্তঃ পবনশ্চ দোষা-
মেদোঽস্রশুক্রাম্বুবসালসীকাঃ।
মজ্জা রসৌজঃ পিশিতঞ্চ দূষ্যাঃ
প্রমেহিণাং বিংশতিরেব মেহাঃ॥

মেহরোগে বায়ু, পিত্ত ও রক্ত ইহারা দোষ এবং মেদঃ, রক্ত, শুক্র, দৈহিক, জল, বসা, লসীকা, মজ্জা রস, ওজঃ ও মাংস ইহারা দূষ্য। শ্লৈষ্মিক মেহ ১০ প্রকার,

পৈত্তিক ৬ প্রকার ও বাতিক ৪ প্রকার অর্থাৎ সমুদায়ে ২০ প্রকার মেহ আছে।

মেহানাং পূর্ব্বরূপম্।

দন্তাদীনাং মলাঢ্যত্বং প্রাগ্রূপং পাণিপাদয়োঃ।
দাহশ্চিক্কণতা দেহে তৃট্ স্বাদ্বাস্যঞ্চ জায়তে॥

মেহ জন্মিবার পূর্ব্বে দন্তাদিতে অধিক মলোৎপত্তি, হস্তপদের দাহ, দেহের চিক্কণতা, তৃষ্ণা এবং মুখের মধুরতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

তেষাং সাধারণং লক্ষণম্।

সামান্যং লক্ষণং তেষাং প্রভূতাবিলমূত্রতা॥

মূত্রের পরিমাণাধিক্য এবং আবিলতা, সকল মেহের সাধারণ লক্ষণ।

দোষদূষ্যাবিশেষেঽপি তৎসংযোগবিশেষতঃ।
মূত্রবর্ণাদিভেদেন ভেদো মেহেষু কল্প্যতে॥

সকল মেহই ত্রিদোষজন্য এবং সর্ব্বত্রই মেদঃপ্রভৃতি দূষ্য, দোষ ও দূষ্যের প্রভেদ না থাকিলেও উহাদের সংযোগভেদে এবং মূত্রের বর্ণাদিভেদে মেহের প্রভেদ কল্পিত হয়। প্রত্যেক মেহের পৃথক্ লক্ষণ ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে।

উদকমেহস্য লক্ষণম্। ১

অচ্ছং বহু সিতং শীতং নির্গন্ধমুদকোপমম্।
মেহত্যুদকমেহেন কিঞ্চিদাবিলপিচ্ছিলম্॥

উদকমেহে স্বচ্ছ, বহুপরিমিত, শ্বেতবর্ণ, শীতল, গন্ধহীন, জলতুল্য, কিঞ্চিৎ আবিল ও পিচ্ছিল মূত্র নির্গত হইয়া থাকে।

ইক্ষুমেহস্য লক্ষণম্। ২

ইক্ষোরসমিবাত্যর্থং মধুরঞ্চেক্ষুমেহতঃ।

ইক্ষুমেহে ইক্ষুরসের ন্যায় অতিশয় মিষ্ট মূত্র নির্গত হয়।

সান্দ্রমেহস্য লক্ষণম্। ৩

সান্দ্রীভবেৎ পর্য্যুষিতং সান্দ্রমেহেন মেহতি।

সান্দ্রমেহেন যন্মেহতি মূত্রয়তি তৎ পর্য্যুষিতং সৎ সান্দ্রীভবেৎ অসান্দ্রং সান্দ্রং ভবেৎ সান্দ্রীভবেৎ ঘনীভবেদিত্যর্থঃ।

সান্দ্রমেহে যে মূত্র নির্গত হয়, তাহা পর্য্যুষিত হইলে ঘনীভূত হয়।

সুরামেহস্য লক্ষণম্। ৪

সুরামেহী সুরাতুল্যং মুপর্য্যচ্ছমধোঘনম্॥

সুরামেহে যে মূত্র পরিত্যক্ত হয়, তাহা সুরার ন্যায় উপরিভাগে স্বচ্ছ এবং নিম্নে ঘন হইয়া থাকে।

পিষ্টমেহস্য লক্ষণম্। ৫

সংহৃষ্টরোমা পিষ্টেন পিষ্টবদ্বহুলং সিতম্॥
পিষ্টেন পিষ্টমেহেন। সংহৃষ্টরোমা সন্ মেহতি।

মূত্রকালে শরীর লোমাঞ্চিত হইলে এবং পিটুলির ন্যায় শুভ্রবর্ণ বহুপরিমিত মূত্র নির্গত হইলে তাহাকে পিষ্টমেহ বলা যায়।

শুক্রমেহস্য লক্ষণম্। ৬

শুক্রাভং শুক্রমিশ্রং বা শুক্রমেহী প্রমেহতি॥

শুক্রমেহে শুক্রনিভ বা শুক্রমিশ্রিত মূত্র নির্গত হইয়া থাকে।

সিকতামেহস্য লক্ষণম্। ৭

মূর্ত্তাণূন্ সিকতামেহী সিকতারূপিণো মলান্।

মলোহত্র প্রকরণাৎ কফঃ।

সিকতামেহে মূত্রমার্গ দিয়া কঠিন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বালুকাবৎ মল (কফরূপ) নিপতিত হয়।

শীতমেহস্য লক্ষণম্। ৮

শীতমেহী সুবহুশো মধুরং ভৃশশীতলম্॥

শীতমেহে অতিশয় শীতল মধুরাস্বাদ বহুপরিমাণ মূত্র নিঃসৃত হয়।

শনৈর্ম্মেহস্য লক্ষণম্। ৯

শনৈঃ শনৈঃ শনৈর্ম্মেহী মন্দং মন্দং প্রমেহতি।

শনৈর্ম্মেহে শনৈঃ শৈনঃ অল্প অল্প মূত্র নির্গত হয়।

লালামেহস্য লক্ষণম্। ১০

লালাতন্তুযুতং মূত্রং লালামেহেন পিচ্ছিলম্॥

এতে দশ কফজাঃ।

লালামেহে লালাযুক্ত তন্তুবিশিষ্ট ও পিচ্ছিল মূত্র বহির্গত হয়।

এই দশটী কফজ মেহ।

ক্ষারমেহস্য লক্ষণম্। ১

গন্ধবর্ণরসস্পর্শৈঃ ক্ষারেন ক্ষারতোয়বৎ।

ক্ষারেণ ক্ষারমেহেন।

ক্ষারমেহে যে মূত্র নিঃসৃত হয়, তাহার গন্ধ, বর্ণ, স্বাদ ও স্পর্শ ক্ষারজলের ন্যায়।

নীলমেহ-কালমেহয়োর্লক্ষণম্। ২।৩

নীলমেহেন নীলাভং কালমেহী মসীনিভম্॥

নীলমেহের মূত্র নীলবর্ণ এবং কালমেহের বর্ণ মসীর ন্যায় কাল হয়।

হারিদ্রমেহস্য লক্ষণম্। ৪

হারিদ্রমেহী কটুকং হরিদ্রাসন্নিভং দহৎ॥

হারিদ্রমেহে হরিদ্রাবর্ণ, কটু ও প্রস্রাব-দ্বারে দাহজনক মূত্র নির্গত হয়।

মাঞ্জিষ্ঠমেহস্য লক্ষণম্। ৫

বিস্রং মাঞ্জিষ্ঠমেহেন মঞ্জিষ্ঠাসলিলোপমম্।

মাঞ্জিষ্ঠমেহের মূত্র মঞ্জিষ্ঠাজলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট এবং আমগন্ধযুক্ত।

রক্তমেহস্য লক্ষণম্। ৬

বিস্রমুষ্ণং সলবণং রক্তাভং রক্তমেহতঃ।

এতে ষট্ পিত্তজাঃ।

রক্তমেহের মূত্র আমগন্ধযুক্ত, উষ্ণস্পর্শ, লবণাস্বাদ ও রক্তাভ।

এই ছয়টী পিত্তজ মেহ।

বসামেহস্য লক্ষণম্। ১

বসামেহী বসামিশ্রং বসাভং মূত্রয়েন্মুহুঃ॥

বাসামেহে মুহুর্মুহুঃ বসাবৎ বা বসা-মিশ্রিত মূত্র নির্গত হয়।

মজ্জমেহস্য লক্ষণম্। ২

মজ্জাভং মজ্জমিশ্রং বা মজ্জমেহী মুহুর্মুহুঃ।

মজ্জমেহে মুহুর্মুহুঃ মজ্জার ন্যায় বা মজ্জমিশ্রিত মূত্র বহির্গত হয়।

ক্ষৌদ্রমেহস্য লক্ষণম্। ৩

কষায়ং মধুরং রুক্ষং ক্ষৌদ্রমেহং বদেদ্বুধঃ।

ক্ষৌদ্রমেহের মূত্র কষায়, মধুররস ও রুক্ষ।

হস্তিমেহস্য লক্ষণম্। ৪

হস্তী মত্ত ইবাজস্রং মূত্রং বেগবিবর্জ্জিতম্।
সলসীকং বিবদ্ধঞ্চ হস্তিমেহী প্রমেহতি।

এতে চত্বারো বাতজাঃ।

হস্তিমেহরোগীর নিরন্তর মত্তহস্তীর ন্যায় মূত্রধারা নিপতিত হয়। বিনা বেগেই মূত্র নির্গত হইতে থাকে এবং মধ্যে মধ্যে বদ্ধ হইয়া যায়। এইরূপ মেহের মূত্রে লসীকা মিশ্রিত থাকে।

এই শেষোক্ত চারিটী বাতজ মেহ।

কফজমেহানামুপদ্রবাঃ।

অবিপাকোঽরুচিশ্ছর্দ্দির্নিদ্রা কাসঃ সপীনসঃ।
উপদ্রবাঃ প্রজায়ন্তে মেহানাং কফজন্মনাম্।

আহারের অপরিপাক, অরুচি, বমি, নিদ্রা, কাস ও পীনস এইগুলি কফজমেহের উপদ্রব।

পিত্তজানামুপদ্রবাঃ।

বস্তিমেহনয়োস্তোদো মুষ্কাবদরণং জ্বরঃ।
দাহস্তৃষ্ণাম্লিকা মূর্চ্ছা বিড়্ভেদঃ পিত্তজন্মনাম্।

বস্তি ও লিঙ্গে সূচীবেধবৎ পীড়া, অণ্ডকোষের বিদীর্ণতা, জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, অম্লোদ্গার, মূর্চ্ছা ও অতিসার এইগুলি পৈত্তিক মেহের উপদ্রব।

বাতজানামুপদ্রবাঃ।

বাতজানামুদাবর্ত্তঃ কম্পহৃদ্গ্রহ লোলতাঃ।
শূলমুন্নিদ্রতা শোষঃ কাসঃ শ্বাসশ্চ জায়তে।

বাতজমেহে উদাবর্ত্ত, কম্প, হৃদয়বেদনা, আহারে লোলুপতা, শূল, নিদ্রানাশ, শোষ, কাস ও শ্বাস এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে।

মেহানামরিষ্টং লক্ষণম্।

যথোক্তোপদ্রবারিষ্ট মতিপ্রস্রুতমেব চ।
পিড়কাপীড়িতং গাঢ়ং প্রমেহো হন্তি মানবম্।

উল্লিখিত উপদ্রব সকলের উপস্থিত, অত্যধিক পরিমাণে ধাতুক্ষরণ এবং বক্ষ্যমাণ পিড়কা সকলের প্রবলভাবে আবির্ভাব মরণের কারণ জানিবে।

জাতঃ প্রমেহী মধুমেহিনো বা
ন সাধ্যরোগঃ স হি বীজদোষাৎ।
যে চাপি কেচিৎ কুলজা বিকারা
ভবন্তি তাংশ্চ প্রবদন্ত্যসাধ্যান্।

মধুমেহিনো জাতঃ প্রমেহী ন সাধ্যরোগঃ সাধ্যো রোগো যস্যেতি তাদৃশো ন ভবতি। অত্র মধুমেহশব্দেন মেহমাত্রং বোধ্যম্। অত্র প্রসঙ্গাৎ কুলজানামন্যেষামপি রোগাণামসাধ্যত্বমাহ যে চাপি

কেচিদিত্যাদিনা। কুলজাঃ পিতৃপিতামহমাতৃমাতামহাদিজাতাঃ।

প্রমেহরোগী হইতে উৎপন্ন সন্তানের যে প্রমেহ রোগ জন্মে, তাহা অসাধ্য জানিবে, কারণ তাহা বীজদোষসম্ভূত এইরূপ অন্যান্য যে সকল পীড়া কুলজ অর্থাৎ পিতা, পিতামহ, মাতা বা মাতামহ প্রভৃতির পীড়াসত্তাহেতু উৎপন্ন, তৎসমুদায়ও অসাধ্য হইয়া থাকে।

সর্ব্ব এব প্রমেহাস্তু কালেনাপ্রতিকারিণঃ।
মধুমেহত্বমায়ান্তি তদাসাধ্যা ভবন্তি হি॥

প্রতীকার না করিলে সকল মেহই কালে মধুমেহত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তখন অসাধ্য হইয়া থাকে।

মধুমেহে মধুসমং জায়তে স কিল দ্বিধা।
ক্রুদ্ধে ধাতুক্ষয়াদ্বায়ৌ দোষাবৃতপথেঽথবা॥
আবৃতো দোষলিঙ্গানি সোঽনিমিত্তং প্রদর্শয়ন্।
ক্ষণাৎক্ষীণঃ ক্ষণাৎ পূর্ণো ভজতে কৃচ্ছ্রসাধ্যতাম্॥

মধুসমং মূত্রমিতি শেষঃ। স মধুমেহঃ দ্বিধা জায়তে। যথা ধাতুক্ষয়াদ্বা দোষাবৃতপথে সতি বা বায়ৌ ক্রুদ্ধে স জায়তে। ধাতুক্ষয়াৎ তথা পিত্তাদিনা দোষেণ মার্গাবরণাদিতি দ্বিধা বায়োঃ কোপেন মধুমেহো জায়ত ইত্যর্থঃ। আবৃতো দোষলিঙ্গানীতি আবৃতঃ আবৃতবাতকৃতঃ যেন পিত্তাদিনা আবৃতো বাতস্তস্য পিত্তাদের্বাতস্য চ লিঙ্গানি দর্শয়ন্। অনিমিত্তম্ অকস্মাৎ। ক্ষণাৎক্ষীণঃ ক্ষণাৎ আবরণেন পুনঃ পূর্ণো ভবন্ কৃচ্ছ্রসাধ্যো ভবতি।

মধুমেহরোগের মূত্র মধুবৎ হয়। ইহা দুই প্রকারে উৎপন্ন হয়। যথা ধাতুক্ষয় হইলে বায়ু কুপিত হইয়া এই পীড়া উৎপাদন করে, তদ্রূপ পিত্তাদিদোষ দ্বারা মার্গ রুদ্ধ হইলেও বায়ুর কোপ হওয়াতে ইহার উৎপত্তি হয়। আবৃত বাতকৃত মেহ অকস্মাৎ কফপিত্তাদির এবং বায়ু চিহ্ন সকল প্রদর্শন করিয়া এবং ক্ষণে দুর্ব্বল ও ক্ষণে প্রবল হইয়া কৃচ্ছ্রসাধ্যতা প্রাপ্ত হয়। ধাতুক্ষয়হেতু কুপিত বায়ুজন্য মধুমেহের লক্ষণ বাতজ মেহের ন্যায়।

মধুরং যচ্চ মেহেষু প্রায়ো মধ্বিব মেহতি।
সর্ব্বেঽপি মধুমেহাখ্যা মাধুর্য্যাচ্চ তনোরতঃ॥

সকল মেহেই মধুররস মূত্র নির্গত হয় এবং দেহের মধুরতা হইয়া থাকে, অতএব উহাদের সাধারণ আখ্যা মধুমেহ।

মেহনিবৃত্তের্লক্ষণম্।

প্রমেহিণো যদা মূত্রমনাবিলমপিচ্ছিলম্।
বিশদং তিক্তকটুকং তদারোগ্যং প্রচক্ষতে॥

প্রমেহরোগীর মূত্র অকলুষিত, অপিচ্ছিল, প্রকৃতবর্ণযুক্ত, তিক্ত ও কটুরস হয়, তখন জানিবে, মেহ নিবৃত্তি হইয়াছে।

প্রমেহপিড়কানাং নামানি সংখ্যা চ।

শরাবিকা কচ্ছপিকা জালিনী বিনতালজী।
মসূরিকা সর্ষপিকা পুত্রিণী চ বিদারিকা।
বিদ্রধিশ্চেতি পিড়কাঃ প্রমেহোপেক্ষয়া দশ॥

প্রমেহরোগ উপেক্ষিত হইলে এই দশপ্রকার পিড়কা উৎপন্ন হইতে পারে। যথা শরাবিকা, কচ্ছপিকা, জালিনী, বিনতা, অলজী, মসূরিকা, সর্ষপিকা, পুত্রিণী, বিদারিকা ও বিদ্রধি। প্রত্যেকের লক্ষণ যথাক্রমে লিখিত হইতেছে।

শরাবিকায়া লক্ষণম্।

সন্ধিমর্ম্মসু জায়ন্তে মাংসলেষু চ ধামসু।
অন্তোন্নতা চ তদ্রূপা নিম্নমধ্যা শরাবিকা॥

তদ্রূপা শরাবরূপা।

সন্ধিস্থানে, মর্ম্মস্থানে ও মাংসলপ্রদেশে, অন্তর্ভাগে উন্নত, মধ্যে নিম্ন, শরাবাকৃতি যে পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাকে শরাবিকা বলে।

কচ্ছপিকায়া লক্ষণম্।

সদাহা কূর্ম্মসংস্থানা জ্ঞেয়া কচ্ছপিকা বুধৈঃ ॥

দাহযুক্ত ও কচ্ছপের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট পিড়কাকে কচ্ছপিকা বলে।

জালিন্যা লক্ষণম্।

জালিনী তীব্রদাহা তু মাংসজালসমাবৃতা ॥

জালিনীনামক পিড়কা তীব্রদাহযুক্ত ও মাংসজালে আবৃত হইয়া থাকে।

বিনতায়া লক্ষণম্।

অবগাঢরুজাক্লেদা পৃষ্ঠে বাপ্যুদরেঽপিবা।
মহতী পিড়কা নীলা বিনতা নাম সা স্মৃতা ॥

রুজা চ ক্লেদশ্চ রুজাক্লেদৌ। অবগাঢৌ রুজাক্লেদৌ যস্যাঃ সা।

পৃষ্ঠে বা উদরে উৎপন্ন নীলবর্ণ বৃহৎ পিড়কাকে বিনতা বলে। ইহাতে অতিশয় বেদনা ও অত্যন্ত ক্লেদোৎপত্তি হয়।

অলজ্যা লক্ষণম্।

রক্তাসিতা স্ফোট চিতা দারুণা ত্বলজী ভবেৎ ॥

অলজীনামক পিড়কা, রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটকব্যাপ্ত, অতিশয় ক্লেশজনক এবং কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে।

মসূরিকায়া লক্ষণম্।

মসূরফলসংস্থানা বিজ্ঞেয়া সা মসূরিকা ॥

মসূরকলায়ের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট পিড়কাকে মসূরিকা বলে।

সর্ষপ্যা লক্ষণম্।

গৌরসর্ষপসংস্থানা তৎপ্রমাণা চ সর্ষপী ॥

শ্বেত সর্ষপের ন্যায় আকার ও পরিমাণবিশিষ্ট পিড়কাকে সর্ষপী বলা যায়।

পুত্রিণ্যা লক্ষণম্।

মহত্যল্পচিতা জ্ঞেয়া পিড়কা চাপি পুত্রিণী ॥

অল্প স্ফোটকব্যাপ্ত বৃহদাকার পিড়কাকে পুত্রিণী বলে।

বিদারিকায়া লক্ষণম্।

বিদারীকন্দবদ্বৃত্তা কঠিনা চ বিদারিকা ॥

বিদারিকা নামক পিড়কা বিদারীকন্দের অর্থাৎ ভূমিকুষ্মাণ্ডের ন্যায় গোলাকার ও কঠিন হইয়া থাকে।

বিদ্রধিকায়া লক্ষণম্।

বিদ্রধের্লক্ষণৈর্যুক্তা জ্ঞেয়া বিদ্রধিকা তু সা ॥

বিদ্রধিকা নামক পিড়কা পূর্ব্বোক্ত বিদ্রধির ন্যায় লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে।

যে যন্ময়াঃ স্মৃতা মেহাস্তেষামেতাস্তু তন্ময়াঃ।
বিনা প্রমেহমপ্যেতা জায়ন্তে দুষ্টমেদসঃ।
তাবচ্চৈতা ন লক্ষ্যন্তে যাবদ্বাস্তুপরিগ্রহাঃ ॥

যে মেহ যে দোষ হইতে উৎপন্ন, তাহার পিড়কাও তদ্দোষজাত জানিবে। প্রমেহ ব্যতিরেকেও এই সকল পিড়কা হইতে পারে। মেদোধাতু অতিশয় বিকৃত হইলে উহারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। পিড়কাসকল যাবৎ না বাস্তুপরিগ্রহ করে অর্থাৎ বদ্ধমূল না হয়, তাবৎ লক্ষিত হয় না।

পীড়কানামুপদ্রবাঃ।

তৃট্‌কাসমাংসসঙ্কোথমোহহিক্কামদজ্বরাঃ।
বিসর্পো মর্ম্মসংরোধঃ পিড়কানামুপদ্রবাঃ॥
মর্ম্মসংরোধঃ হৃদয়াবরোধঃ।

তৃষ্ণা, কাস, মাংসপচন, মূর্চ্ছা, হিক্কা, মত্ততা, জ্বর, বিসর্প ও হৃদয়াবরোধ এইগুলি প্রমেহ পিড়কার উপদ্রব।

পিড়কানামরিষ্টং লক্ষণম্‌।

গুদে হৃদি শিরস্যংসে পৃষ্ঠে মর্ম্মস্থ চোত্থিতাঃ।
সোপদ্রবা দুর্ব্বলাগ্নেঃ পিড়কাঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

গুহ্য, হৃদয়, মস্তক, স্কন্ধ, পৃষ্ঠ ও মর্ম্মস্থানে পিড়কা উৎপন্ন হইলে, তাহাতে তৃষ্ণাদি উপদ্রব সমস্ত উদিত হইলে এবং অগ্নি-মন্দ হইলে পিড়কাগ্রস্ত রোগীর জীবনাশা পরিত্যাগ করিবে।

প্রমেহস্য চিকিৎসা।

স্থূলঃ প্রমেহী বলবানিহৈকঃ
কৃশস্তথান্যঃ পরিদুর্ব্বলশ্চ।
সংবৃংহণং তত্র কৃশস্য কার্য্যং
সংশোধনং দোষবলাধিকস্য॥

প্রমেহরোগী কেহ স্থূল ও বলবান্‌ এবং কেহ বা কৃশ ও দুর্ব্বল হয়। কৃশের পক্ষে বৃংহণ এবং প্রভূতদোষ সম্পন্নের পক্ষে সংশোধন ব্যবস্থেয়।

ঊর্দ্ধং তথাধশ্চ মলেঽপনীতে
মেহেষু সন্তর্পণমেব কার্য্যম্‌।
সংশোধনং নার্হতি যঃ প্রমেহী
তস্য ক্রিয়া সংশমনী বিধেয়া॥

বমন ও বিরেচন দ্বারা দোষ সকল ঊর্দ্ধাধঃ নিঃসৃত হইলে সন্তর্পণ ক্রিয়া কর্ত্তব্য। যে প্রমেহরোগীর শোধন ক্রিয়া নিষিদ্ধ, তাহার পক্ষে শমন ঔষধ ব্যবস্থেয়।

রুক্ষমুদ্বর্ত্তনং গাঢ়ং ব্যায়ামো নিশি জাগরঃ।
যচ্চান্যচ্ছ্লেষ্মপিত্তঘ্নং বহিরন্তশ্চ তদ্ধিতম্‌॥

মেহরোগে গাঢ়রূপে রুক্ষ গাত্রমার্জ্জন, ব্যায়াম, রাত্রিজাগরণ এবং শ্লেষ্মপিত্তনাশক ঔষধাদির বাহ্য ও আভ্যন্তর প্রয়োগ হিতকর।

সর্ব্বমেহহরো ধাত্র্যা রসঃ ক্ষৌদ্রনিশাযুতঃ।
কষায়স্ত্রিফলাদারুমুস্তৈরথবা কৃতঃ।
ত্রিফলাদারুদার্ব্ব্যব্দকাথঃ ক্ষৌদ্রেণ মেহহা॥

মধু ও হরিদ্রাচূর্ণ সংযুক্ত আমলকীর রস। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দেবদারু ও মুতার কাথ এবং হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দেবদারু, দারুহরিদ্রা ও মুতার কাথ এইগুলি মেহনিবারক।

পীতো রসো গুড়ূচ্যা বা মধুনা মেহনাশনঃ॥

মধুর সহিত গুলঞ্চের রস পান করিলে প্রমেহের শান্তি হয়।

শতাবর্য্যা রসং নীত্বা ক্ষীরেণ সহ যঃ পিবেৎ।
প্রমেহা বিংশতিস্তস্য ক্ষয়ং যান্তি ন সংশয়ঃ॥

দুগ্ধের সহিত শতমূলীর রস পান করিলে মেহশান্তি হয়।

আমতক্রং সমজলং যঃ পিবেৎ প্রাতরুত্থিতঃ।
নিঃসংশয়ং শুক্রমেহঃ পুরাণস্তস্য নশ্যতি॥

প্রত্যহ প্রাতঃকালে সজল কাঁচাদুগ্ধ পান করিলে শুক্রমেহের শান্তি হয় ।

শুক্রমেহহরস্তদ্বচ্ছাল্মল্যা মূলজো রসঃ ॥

শিমূলমূলের রস সেবন করিলে শুক্রমেহের নিবৃত্তি হয় ।

প্রয়োগো ফণিফেনস্য মধ্বেহমূত্রনাশনঃ ॥

অহিফেন সেবনে মূত্রাধিক্য নিবারিত হয় ।

ব্যায়ামজাতমখিলং ভজন্ মেহান্ ব্যপোহতি ।
পাদত্রশ্চত্ররহিতো ভিক্ষাশী মুনিবদ্ যতঃ ॥
যোজনানাং শতং গচ্ছেদধিকং বা নিরন্তরম্ ।
মেহান্ জেতুং বনে বাপি নীবারামলকাশনঃ ॥

মেহ নিবারণের জন্য নানা প্রকার ব্যায়াম কর্ত্তব্য । ভিক্ষালব্ধদ্রব্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া মুনিবৎ সংযম পরায়ণ হইয়া পাদচারে বিনাচ্ছত্রে বহুদূর ভ্রমণ এবং বনবাসী হইয়া নীবার ও আমলকী ভক্ষণে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিলে মেহ নিবৃত্তি হয় ।

বঙ্গেশ্বর রসশ্চৈব তারকেশ্বর এব চ ।
পঞ্চাননরসো মেহকুলান্তক স্তথৈব চ ॥
সোমেশ্বরঃ সোমনাথরসশ্চ শুক্রমাতৃকা ।
বটী চেন্দ্রবটী চৈব বসন্তকুসুমাকরঃ ।
বিড়ঙ্গাদি লৌহ চন্দ্রপ্রভাখ্যাচ বটীতথা ।
দাড়িমাদ্যং ঘৃতং চৈব কদল্যাদ্যং ঘৃতং তথা ॥
প্রমেহমিহিরং তৈল মরিষ্টো দেবদারুজঃ ।
ভেষজান্যেব মাদীনি মেহরোগ হরাণি হি ॥

মেহরোগে বঙ্গেশ্বর, তারকেশ্বর, পঞ্চানন, মেহকুলান্তক, সোমেশ্বর ও সোমনাথ রস, শুক্রমাতৃকাবটী, ইন্দ্রবটী, বসন্তকুসুমাকর বিড়ঙ্গাদি লৌহ, চন্দ্রপ্রভাদি বটিকা, দাড়িমাদ্য ঘৃত, কদল্যাদি ঘৃত, প্রমেহমিহির তৈল ও দেবদার্ব্বরিষ্ট প্রভৃতি ঔষধ মেহরোগে বিবেচনানুসারে প্রয়োজ্য ।

শ্যামাককোদ্রবোদ্দালগোধূমচণকাঢ়কী ।
কুলত্থাশ্চ হিতা ভোজ্যে পুরাণা মেহিনাং সদা ।
জাঙ্গলং তিক্তশাকঞ্চ যবান্নঞ্চ শ্রমো মধু ।
এতদন্যচ্ছর্করাদ্যং শ্লেষ্মলঞ্চ ন শর্ম্মণে ।

পুরাতন শ্যামাধান্য, কোদ, বনকোদ, গোধূম, ছোলা, অড়র, কুলত্থকলাই, জাঙ্গল মাংস, তিক্তশাক, যবান্ন, পরিশ্রম ও মধু এই সমুদায় মেহরোগে হিতকর । ইহার বিপরীত দ্রব্য, শর্করাদি মিষ্টদ্রব্য এবং কফকর দ্রব্যমাত্র অনিষ্টকর ।

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

সোমরোগাধিকারঃ ।

(বহুমূত্র)

সোমরোগস্য নিদানম্ ।

স্ত্রীণামতিপ্রসঙ্গাদ্বা শোকাচ্ছ্রমবিবর্জ্জনাৎ ।
আভিচারিকদোষাচ্চ গরদোষাত্তথৈব চ ॥
আপঃ সর্ব্বশরীরেভ্যঃ ক্ষুভ্যন্তি প্রস্রবন্তি চ ।
তস্মাত্তাঃ প্রচ্যুতাঃ স্থানান্মূত্রমার্গং ব্রজন্তি চ ॥
প্রসন্না বিমলাঃ শীতাঃ সসিতা নীরুজঃ সিতাঃ ।
স্রবন্তি চাতিমাত্রন্তু দৌর্ব্বল্যং গতিহীনতা ।
নীরসঃ শিথিলত্বঞ্চ মুখতালু বিশোষণম্ ।
সোমরোগ ইতি জ্ঞেয়ো দেহে সোমক্ষয়ান্নৃণাম্ ।
সোঽতিক্রান্তং ক্রমেণৈব স্রবেন্মূত্র মভীক্ষ্ণশঃ ।
মূত্রাতিসার মপ্যেবং তমাহুর্ব্বলনাশনম্ ।
তেন তৃষ্ণাভিভূতোঽসৌ জলং পিবতি চাধিকম্ ।

অধিক স্ত্রীসঙ্গম, শোক, পরিশ্রমরাহিত্য, আভিচারিক দোষ, অথবা বিষদোষ দ্বারা সর্ব্বদেহস্থ জলাংশ বিকৃত ও স্থানচ্যুত হইয়া মূত্রমার্গে উপস্থিত হয় । ঐ জল সমস্ত মূত্ররূপে পরিণত হইয়া মূত্রপথ দিয়া অত্যন্ত অধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া যায় । উহা

প্রভিন্ন, নির্ম্মল, শীতল, শর্করাময় ও গন্ধ-রহিত। উহার নির্গমকালে কোন প্রকার যাতনা অনুভূত হয় না, কিন্তু নিতান্ত দুর্ব্বলতা, গতিশক্তি রাহিত্য, মস্তকের শিথিলতা, মুখ ও তালুর শোষ এই সমুদায় লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই রোগে দেহে সোমগুণের ক্ষয়হেতু ইহার নাম সোমরোগ। মূত্রাতিসার রোগও এই প্রকার, তাহাতে অত্যন্ত বলক্ষয় ও প্রবল তৃষ্ণা হওয়াতে অধিক জলপান করিতে হয়।

কদলীনাং ফলং পক্কং ধাত্রীফলরসং মধু।
শর্করাপয়সা পীতমপাং ধারণ মুত্তমম্॥

পাকা কাঁচকলা ১ টা, আমলকীর রস ২ তোলা, মধু ৪ মাষা, চিনি ৪ মাষা ও দুগ্ধ একপোয়া এই সমুদায় একত্র ভক্ষণ করিলে সোমরোগের উপশম হয়।

কদলীনাং ফলং পক্কং বিদারীঞ্চ শতাবরীম্।
ক্ষীরেণ পায়য়েৎ প্রাতরপাং ধারণ মুত্তমম্॥

পক্ক কদলীফল ভূমিকুষ্মাণ্ড ও শতমূলী সমানভাগে একত্রিত করিয়া দুগ্ধের সহিত পান করিলে মূত্রাধিক্য নিবারণ হয়।

ধাত্রীফলস্য রসকং মধুনা চ পিবেৎ সদা।
বহুমূত্রং ক্ষয়ং কুর্য্যাৎ ক্ষারেণ বাসকস্য চ॥

প্রত্যহ মধুর সহিত আমলকীর রস, অথবা যবক্ষারের সহিত বাসকের রস পান করিলে বহুমূত্র নিবারণ হয়।

তালকন্দঞ্চ তরুণং খর্জ্জুরং কদলীফলম্।
পয়সা পায়য়েৎ প্রাত মূত্রাতীসার নাশনম্॥

কচি তাল বা খেজুরের মূল এবং কদলীফল দুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে ভক্ষণ করিলে মূত্রাতীসার নিবারণ হয়।

মাষচূর্ণং সমধুকং বিদারী শর্করা মধু।
পয়সা পায়য়েৎ প্রাতঃ সোমরোগবিনাশনম্॥

মাষকলাই চূর্ণ, যষ্টিমধু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, চিনি ও মধু এই সমুদায় প্রাতে দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সোমরোগ নষ্ট হয়।

অহিফেন প্রয়োগেণ মূত্ররোধো ভবেদ্ধ্রুবম্॥

এক বা অর্দ্ধ রতি মাত্রায় অহিফেন সেবনে মূত্রাধিক্য নিবারিত হয়।

বহুমূত্রান্তক লৌহঃ।

রসং গন্ধময়োঽভ্রঞ্চ বঙ্গং সর্ব্বং সমং সমম্।
রসস্য পাদিকং হেম রম্ভাপুষ্পরসেন চ॥
মর্দ্দয়িত্বা বটী কার্য্যা চণকাভানুপানতঃ।
রসো গুড়ূচ্যা দাতব্যো বহুমূত্রান্তকাভিধঃ॥
লৌহো হন্তি সোমরোগং প্রমেহাংশ্চৈব বিংশতিম্।
মধুমেহং বহুমূত্রং মূত্রাতিসারমেব চ॥

রস, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও বঙ্গ প্রত্যেক সমভাগ, রসের সিকি স্বর্ণ। মোচার রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান গুলঞ্চের রস। ইহা সেবনে বহুমূত্র, মধুমেহ ও সোমরোগ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মেহ সত্বর নিবারিত হয়।

সোমনাথ রসশ্চৈব হেমনাথ রসস্তথা।
বহুমূত্রান্তক রসো বসন্তকুসুমাকরঃ॥
তারকেশ্বর রসশ্চৈব মালতী কুসুমাকরঃ।
কদল্যাদি ঘৃতং ধাত্রীঘৃতং পল্লবসারকম্।
তৈলং প্রমেহমিহিরং সোমরোগহরং স্মৃতং॥

কদল্যাদিঘৃত, ধাত্রীঘৃত, প্রমেহমিহির তৈল, পল্লবসার তৈল, সোমনাথ, হেমনাথ, বহুমূত্রান্তক ও তারকেশ্বর রস, মালতী-কুসুমাকর ও বসন্তকুসুমাকর প্রভৃতি ঔষধ এই পীড়ায় বিবেচনা পূর্ব্বক যথাযোগ্য অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিবে।

যব গোধূম মাংসানি ক্ষীরমুদ্ধৃতসারকম্।
ব্যায়ামো ভ্রমণঞ্চাপি হিতায় সোমরোগিণাম্॥

ঐক্ষবক্ষাম্বুপানঞ্চ ফলমামং সুখাসনম্ ।
অহিতায় বিনির্দ্দিষ্টং ভিষগ্ভিঃ শাস্ত্রকোবিদৈঃ ॥

সোমরোগে যব, গোধূম, মাংস, উদ্ধৃতসার দুগ্ধ, ব্যায়াম ও ভ্রমণ এই সমস্ত হিতকর। ইক্ষুরসজাত দ্রব্য, জলপান, কাঁচাফল এবং বিনাশ্রমে সুখে কেবল উপবেশনাদি করিয়া থাকা অত্যন্ত অনিষ্টকর।

সোমরোগমূত্রাতিসারয়োর্নিদানং

লক্ষণঞ্চ ।

অব্যায়ামো বিলাসত্বং গুর্ব্বভিষ্যন্দি-ভোজনম্ ।
প্রধ্যানং মৈথুনং মদ্যং দুষ্টাম্বু গড় বৈকৃতম্ ॥
আভিচারিক দোষশ্চ ভয়শোকৌ গরস্তথা ।
মর্ম্মাঘাতো যকৃদ্দুষ্টিঃ স্নায়ুমণ্ডল-বৈকৃতম্ ॥
দিবানিদ্রাতিনিদ্রা বা শুশ্রূষা রোগিণাং সদা ।
চিরকৈকবিধে কার্য্যে মানসে মনসঃ স্থিতিঃ ॥
উষ্ণাভিতপ্তদেহস্য তৎক্ষণং শীতসেবনম্ ।
নিয়তং নগরে বাস স্তথা বেগবিনিগ্রহঃ ॥
এতৈ রেবম্বিধৈ রন্যৈঃ কারণৈ রতিসেবিতৈঃ ।
আপঃ সর্ব্বশরীরেভ্যঃ ক্ষুভ্যন্তি প্রস্রবন্তি চ ॥
তস্মাত্তাঃ প্রচ্যুতাঃ স্থানান্মূত্রমার্গং ব্রজন্তি চ ।
প্রসন্নাঃ সসিতাঃ শীতাঃ নির্গন্ধা নীরুজঃ সিতাঃ ॥
দুর্গন্ধা মন্দদাহা বা চাতিমাত্রং স্রবন্তি চ ।
অহোরাত্রে মূত্রমানং যাবৎ প্রস্থচতুষ্টয়ম্ ॥
রাত্রিপর্য্যুষিতং মূত্র মুপর্য্যচ্ছ মধোঘনম্ ।
সকণ্ডুঃ পিড়কা দুষ্টক্ষতো বা চর্ম্মসংক্ষয়ঃ ॥
জায়তে মূত্রমার্গে চ রোগী সীদতি চাধিকম্ ।
গাত্রদাহোঽধিকা তৃষ্ণা জিহ্বা শুষ্কা সকণ্টকা ॥
তীক্ষ্ণাগ্নি রগ্নিমান্দ্যং বা কৃশতা গাঢ়বিট্‌কতা ।
ত্বগ্ রুক্ষা ম্লাননেত্রত্বং পেশী শিথিলকোমলা ॥
শিরোঘূর্ণনমালস্যং সঙ্কোচো হৃদয়স্য চ ।
অশক্তির্মৈথুনে বাপি স্ত্রীম্বহর্ষো বলক্ষয়ঃ ॥
উদ্বেগো মুখমালিন্যমরতিঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ।
মেদঃক্ষয়োঽতিমাত্রস্তু মুখতালু-বিশোষণম্ ॥
সোমরোগ ইতি জ্ঞেয়ো দেহে সোমক্ষয়ান্নৃণাম্ ।
সোঽতিক্রান্তং ক্রমেণৈব স্রবেন্মূত্র মভীক্ষ্ণশঃ ॥
মূত্রাতিসারমপ্যেবং তমাহু র্বলনাশনম্ ।
তেন তৃষ্ণাভিভূতোঽসৌ জলং পিবতি চাধিকম্ ॥
মূর্চ্ছা প্রলাপবীসর্প দুষ্টব্রণ ক্ষতক্ষয়ৈঃ ।
অভিন্যাসাদ্যুপদ্রবৈঃ রোগী মরণমাবিশেৎ ॥
নিদাঘে জায়তে রোগো নিদাঘে চ প্রকুপ্যতি ।
কদাচিচ্ছীতকালে বা জায়তে দারুণো হি সঃ ।
নিদানৈর্বহুমূত্রোক্তৈ র্মধুমেহোঽপি জায়তে ॥

শ্রমরাহিত্য, বিলাস-পরায়ণতা, গুরু ও অভিষ্যন্দি দ্রব্য ভোজন, অত্যন্ত চিন্তা, অতিমৈথুন, অতিরিক্ত মদ্যপান, দূষিত জলপান, গুড়জাত দ্রব্যের অতিমাত্র সেবা, আভিচারিক দোষ, ভয়, শোক, গরদোষ, মর্ম্মস্থানে আঘাত, যকৃতের দুষ্টি, স্নায়ু মণ্ডলের বিকৃতি, দিবানিদ্রা অথবা অতিনিদ্রা, দীর্ঘকাল রোগীদিগের শুশ্রূষাকার্য্যে নিযুক্তথাকা, অহরহ কোন প্রকার মানসিক কার্য্যে মনোনিবেশ, উষ্ণাভিতপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ শৈত্য সেবন অর্থাৎ শীতলজল পান গাত্রে আর্দ্রবস্ত্রাদিস্থাপন ইত্যাদি, নিরন্তর নগরেবাস ও মলমূত্রাদির বেগধারণ এই সকল কারণ এবং এবম্বিধ অন্যকারণ সকল অতিসেবিত হইলে শরীরস্থ জলীয় পদার্থ সকল মূত্ররূপে আলোড়িত ও স্বস্থান হইতে প্রচ্যুত হইয়া মূত্রমার্গে উপস্থিত হয়। ঐ জলীয় পদার্থ সকল মূত্ররূপে পরিণত হইয়া মূত্রপথ দিয়া অত্যন্ত অধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া যায়, উহা শর্করাসংযুক্ত, সুতরাং মিষ্টাস্বাদ, শীতল, গন্ধহীন ও শ্বেতবর্ণ। উহার নির্গমকালে কোন প্রকার যাতনা অনুভূত হয় না, কখনও বা অল্প জ্বালা ও দুর্গন্ধযুক্ত প্রস্রুত হইয়া থাকে। দিবা ও রাত্রির মধ্যে মূত্রের পরিমাণ ১৬ সের পর্য্যন্ত হইতে পারে। মূত্র পর্য্যুষিত হইলে অর্থাৎ রাত্রির প্রস্রাব

কোন পাত্রে ধরিয়া রাখিলে তাহার উপরিভাগ স্বচ্ছ ও নিম্নভাগ ঘন হইয়া থাকে। মূত্রমার্গে কণ্ডু, পিড়কা, দুষ্টক্ষত বা চর্ম্মক্ষয় দৃষ্ট হয়। বহুমূত্ররোগে রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে গাত্রদাহ, অত্যন্ত পিপাসা, জিহ্বা শুষ্ক ও কণ্টকাকীর্ণ হয়। এই রোগে কাহারও জঠরাগ্নি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, কাহারও বা মন্দ হয়। দেহ শীর্ণ, মল গাঢ়, ত্বক্ রুক্ষ, নেত্র ম্লান, মস্তকের ঘূর্ণন, সামর্থ্যসত্ত্বেও কার্য্যে অনুৎসাহ, হৃদয়ের সঙ্কোচ, স্ত্রীতে অপ্রীতি বা মৈথুনে অশক্তি, বলহীনতা, উদ্বেগ, মুখমালিন্য, শারীরিক ও মানসিক সকল কার্য্যেই অনিচ্ছা, মেদঃক্ষয় এবং মুখ ও তালুর অতিমাত্র বিশোষণ এই সকল লক্ষণ বহুমূত্রে উপস্থিত হইয়া থাকে। এই রোগে মানবদেহে সোমপদার্থের (জলীয় পদার্থের) ক্ষয়হেতু ইহার নাম সোমরোগ বা বহুমূত্র। ক্রমে ইহা মূত্রাতিসারে পরিণত হইয়া থাকে। তাহাতে নিরন্তর প্রস্রাব হয় এবং বলক্ষয় ও অত্যন্ত তৃষ্ণা হওয়ায় রোগিকে অধিক জলপান করিতে হয়। মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বিসর্প, দুষ্টব্রণ, ক্ষত, ক্ষয় ও অভিন্যাস-জ্বরাদি উপস্থিত হইয়া রোগিকে মৃত্যুমুখে পাতিত করে। সাধারণতঃ গ্রীষ্মঋতুতে বহুমূত্র রোগের উৎপত্তি এবং উৎপন্ন রোগের গ্রীষ্মকালেই প্রকোপ হয়। কদাচিৎ শীতকালেও বহুমূত্র হইয়া থাকে। কিন্তু শীতকালজাত বহুমূত্র অতীব ভয়ানক। সোমরোগের যে সকল কারণ কথিত হইল, সেই সকল কারণেও মধুমেহ জন্মিয়া থাকে।

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

শুক্রমেহাধিকারঃ।

শুক্রমেহস্য নিদানম্।

যোঽনাত্মবান্ বিধিনা কুরুতে রেতসো ব্যয়ম্।
শুক্রমেহাভিধস্তস্য গদো ভবতি দারুণঃ॥
অবিধিনা অতিসঙ্গমেন করকর্ম্মণা বা।

যে মূঢ়ব্যক্তি অধিক হস্তমৈথুন অথবা অতিরিক্ত স্ত্রীসঙ্গম করিয়া শুক্রব্যয় করে, তাহার দুষ্প্রতিকার্য্য শুক্রমেহ রোগ উৎপন্ন হয়।

শুক্রমেহস্য লক্ষণম্।

মলমূত্রাতিবেগেন তথা কামস্য বেগতঃ।
স্ত্রীস্পৃষ্টিদৃষ্টিস্মরণাদপি রেতঃ পতেত্তথা॥
নিদ্রায়াং রমণীসঙ্গাদ্ভাবাৎ সংপতেদপি।
রোগেঽতি প্রবলে শিশ্নে শিথিলেঽপি চ তৎপতেৎ॥
তন্দ্রাবেশেঽথ শয়নে তৎপতেদত এব চ।
ন শক্নুয়াদ্‌গদী নারীং সন্তোষয়িতুমণ্বপি॥
ততো যায়াদ্‌ভাগ্যহীনো ধ্বজভঙ্গাখ্যমাময়ম্।
বৃথা জীবতি স ক্লীবো মরণং তস্য জীবনম্॥

এই পীড়ায় মলমূত্র ত্যাগের বেগে তরল শুক্র নির্গত হয়। কামবেগ উপস্থিত হইলে এবং স্ত্রীলোকের স্পর্শন, দর্শন অথবা স্মরণমাত্রেই শুক্রক্ষরণ হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে স্বপ্নদোষ হয়। পীড়া প্রবল হইলে লিঙ্গের শিথিলতাবস্থাতেই শুক্রপাত হয়। ক্রমশঃ কিঞ্চিৎ তন্দ্রাবেশে অথবা শয়ন করিলেই উহার নিঃসরণ হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থা হওয়াতে রোগী সুতরাং স্ত্রীলোককে তৃপ্ত করিতে পারে না। এইরূপে ঐ হতভাগ্য জীবনবৈয়র্থ্যকর ধ্বজভঙ্গ রোগ প্রাপ্ত হয়।

অগ্নিমান্দ্যং কোষ্ঠরোধঃ শিরসঃ পরিঘূর্ণনম্ ।
অজীর্ণমতিসারশ্চ দৃষ্টেদৌর্ব্বলতা তথা ।
নেত্রান্তে নীলিমা শুক্রমেহস্যোপদ্রবা ইমে ।

অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠরোধ, মস্তকঘূর্ণন, অজীর্ণ, অতিসার, দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য এবং নেত্র-প্রান্তভাগে নীলিমোৎপত্তি এইগুলি শুক্র-মেহের উপদ্রব ।

শুক্রমেহস্য চিকিৎসা ।

শুক্রস্য রক্ষণং কার্য্যং শুক্রমেহেঽতিযত্নতঃ ।
অন্নপানৌষধং সর্ব্বং বিশেষং ধাতুপোষকম্ ॥

শুক্রমেহে অতিযত্নে শুক্ররক্ষা এবং ধাতুপোষক অন্ন, পানীয় ও ঔষধ ব্যবস্থেয় ।

কুষ্ঠং কশেরুকা দারু ত্রিফলা রজনীদ্বয়ম্ ।
পার্থ চন্দন শৈবাল দূর্ব্বাগুরু বলাস্তথা ।
শুক্রমেহহরো জ্ঞেয়ঃ ক্বাথ এষাং সশর্করঃ ॥

কুড়, কেশুর, দেবদারু, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অর্জ্জুনছাল, রক্তচন্দন, শৈবাল, দূর্ব্বা, অগুরু ও বেড়েলা ইহাদের ক্বাথ চিনির সহিত পান করিলে সত্বর শুক্রমেহের শান্তি হয় ।

শুক্রমেহং হরেদাশু মধুনামলকীরসঃ ॥

মধুর সহিত আমলকীর রস পানে শুক্রমেহের উপশম হয় ।

শাল্মলী রসযোগেন জতু সিন্দুরসেবনম্ ।
সেবনং মাক্ষিকস্যাপি শুক্রমেহহরং মতম্ ॥

শিমুলমূলের রসের সহিত শিলাজতু ও রসসিন্দুর অথবা স্বর্ণমাক্ষিক সেবন করিলে শুক্রমেহের নিবৃত্তি হয় ।

স্বরসেনামৃতায়াশ্চ শুক্রমেহং হরেচ্ছুভা ॥

গুলঞ্চের রসের সহিত বংশলোচন সেবন করিলে শুক্রমেহের উপশম হয় ।

স্বপ্নে শুক্রচ্যুতির্নি স্যাদ্ যদি চাদ্যাৎ সুবপ্রিয়ম্ ।

স্বপ্নদোষ নিবারণার্থ কাবাবচিনি ব্যবস্থেয় । শয়নের পূর্ব্বে ৴৹ বা ।৹ আনা মাত্রায় ইহার চূর্ণ সেবনীয় ।

সকর্পূরাহিফেনস্য সেবনঞ্চ তদর্থকৃৎ ।

কর্পূর ২ রতি ও অহিফেন ।৹ রতি একত্র মর্দ্দন করিয়া শয়নের পূর্ব্বে সেবন করিলে স্বপ্নদোষ নিবারিত হয় ।

মাক্ষিকাদি চূর্ণম্ ।

মাক্ষিকং পারদং গন্ধং খর্পরং গিরিমৃত্তিকাম্ ।
শিলাজত্বভ্রলৌহানি শাল্মল্যাঃ কুসুমং ত্বচম্ ॥
বিদারীং গোক্ষুরং বীজং চৈকত্র পরিমর্দ্দয়েৎ ।
মাষমাত্রং প্রযুঞ্জীত শুক্রমেহ নিবৃত্তয়ে ॥

স্বর্ণমাক্ষিক, পারা, গন্ধক, খর্পর, গেরিমাটী, শিলাজতু, অভ্র, লৌহ, শিমুলফুল, শিমুলছাল, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও গোক্ষুরবীজ এই সমুদায় সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ১ মাষা। ইহা সেবন করিলে শুক্রমেহের শান্তি হয়।

কামচূড়ামণি রসঃ ।

মৌক্তিকং মাক্ষিকঞ্চৈব স্বর্ণভস্ম পৃথক্ পৃথক্ ।
কর্পূরং জাতিকোষঞ্চ জাতীফল লবঙ্গকম্ ॥
বঙ্গভস্ম তথা গ্রাহ্যং রূপ্যঞ্চাপি তদর্দ্ধকম্ ।
চাতুর্জ্জাতঞ্চ সংগ্রাহ্যং সর্ব্বমেকত্র চূর্ণিতম্ ॥
শতমূলী রসেনৈব ভাবয়েৎ সপ্তবারকম্ ।
ততো গুঞ্জাপ্রমাণেন বটিকা ভিষজা কৃতা ॥
অনুপান বিশেষেণ রোগাকর বিনাশিনী ।
পীতঃ পয়োঽনুপানঞ্চ কামিনীঃ কাময়েচ্ছতম্ ॥

বীর্য্যহীনো ভবেৎ যস্তু যো বা স্যাৎ পতিতধ্বজঃ ।
সোঽশীতিবার্ষিকো বাপি যুবেব রমতেঽঙ্গনাঃ ॥
ভেষজৈ র্বিবিধৈঃ কিং স্যাৎ অন্যৈশ্চ শতসংখ্যকৈঃ ।
ফলং ন কিঞ্চিত্তত্রাস্তি কেবলং গৌরবং মুহুঃ ॥
নাতঃপরতরং কিঞ্চিদস্তি পুষ্টিকরঞ্চ তৎ ।
অতঃ সর্ব্বৈঃ প্রযত্নেন সেব্যং ভূমিভুজা সদা ॥
বিশেষাদ্ধ্বজভঙ্গাংশ্চ সপ্তাহেন বিনাশয়েৎ ।
প্রমেহং মূত্ররোগঞ্চ মন্দাগ্নিং শ্বয়থুং তথা ।
রক্তদোষঞ্চ নারীণাং পানাদ্দোষং বিনশ্যতি ॥

মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, কর্পূর, জয়িত্রী, জায়ফল, লবঙ্গ ও বঙ্গ প্রত্যেক ১ তোলা। রূপা, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র ও নাগেশ্বর প্রত্যেক ॥• তোলা। শতমূলীর রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। রোগানুরূপ অনুপানসহ সেবিত হইলে প্রমেহাদি বিবিধ পীড়া সত্বর উপশমিত ও বলবীর্য্য বর্দ্ধিত হয়।

কামধেনুরসশ্চৈব শিলাজতু বটী তথা ।
চন্দনাদ্যাসবো দেয়ঃ প্রশস্তং শাল্মলীঘৃতম্ ॥
চন্দ্রপ্রভা শুক্রমাতা বটী মেহানলাভিধা ।
দাড়িমাদ্যং ঘৃতং তৈলং প্রমেহমিহিরাভিধম্ ।
এবঞ্চান্যৎ তথা যোজ্যং গদেঽস্মিন্ ভেষজং সদা ॥

এই পীড়ায় কামধেনুরস, শিলাজত্বাদি বটী, চন্দনাদি আসব, শাল্মলীঘৃত, চন্দ্রপ্রভা, শুক্রমাতৃকা ও মেহানল নামক বটিকা, দাড়িমাদ্য ঘৃত, প্রমেহমিহির তৈল এবং এইরূপ অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

অভিস্যন্দ্যতিতীক্ষ্ণঞ্চ পানান্নং বহ্নিসূর্য্যয়োঃ ।
সন্তাপং স্ত্রীপ্রসক্তিঞ্চ বেগরোধং প্রজাগরম্ ॥
ক্রোধং শোকং দিবানিদ্রাং লঙ্ঘনঞ্চাতিচিন্তনম্ ।
অত্যালস্যমসংসঙ্গং শুক্রমেহে বিবর্জ্জয়েৎ ॥

শুক্রমেহে কফজনক বা অতিতীক্ষ্ণ অন্নপানীয়, অগ্নিতাপ, রৌদ্র, স্ত্রীপ্রসক্তি, মলমূত্রাদির বেগধারণ, রাত্রিজাগরণ, ক্রোধ, শোক, দিবানিদ্রা, উপবাস, অধিক চিন্তা, অতিশয় আলস্য ও অসৎসঙ্গ এই সমুদায় বর্জ্জনীয়।

অনুগং পোষণং শুক্রবর্দ্ধকং যত্নবেদিত ।
অন্নং পানং শুভং জ্ঞেয়ং বিপরীতং ন শর্ম্মণে ॥*

এই পীড়ায় অনুগ, পোষক ও শুক্রবর্দ্ধক অন্ন পানীয় হিতকর, ইহার বিপরীত বর্জ্জনীয়।

ঔপসর্গিকমেহাধিকারঃ।

বহুসঙ্কর সম্ভোগ প্রক্লিন্নেন্দ্রিয়য়া পুমান্ ।
স্ত্রিয়া সঙ্গমা সংমচো গদমাপ্নোতি দারুণম্ ॥
মূত্রনাড্যন্তর স্থানা ত্বগস্য শ্লেষ্মবাহিণী ।
ব্রণিতাবাহয়েৎ ক্লেদং ব্রণমেহঃ স উচ্যতে ।
ঔপসর্গিক মেহশ্চ তস্য নামান্তরং মতম্ ।
মেহ আগন্তুকশ্চাপি স কৈশ্চিৎ পরিভাষ্যতে ॥
আরভ্য সঙ্গমনিশাং সংখ্যয়া যা চ সপ্তমী ।
এতদ্ব্যবহিতে কালে প্রায়শো জায়তে গদঃ ॥
কণ্ডুঃ শিশ্নাগ্রতস্তস্য সমুত্থানং মুহুর্মুহুঃ ।
তীব্রবেদনয়া চাপি মুহুর্মূত্র প্রবর্ত্তনম্ ॥
স্ফীতির্লিঙ্গস্য লৌহিত্যং কোষে ব্রধ্নে চ বেদনা ।
কদাচিৎ ক্লেদসংরুদ্ধমার্গত্বাদতিরুক্ স্রবেৎ ॥
মূত্রং দাহেন ঘোরেণ দ্বিধারং বা প্রবর্ত্ততে ।
ক্ষরেদ্বা ক্ষতজং মেঢ্রান্ মূত্রকালে কদাচন ।
সপ্তাহং তন্মরাস্রাবঃ প্রবেদাদৌ ততোঽতনুঃ ।
স তাবৎ পুনরাশ্রয়ম্ পীতিমানং প্রয়াতি চ ।
কালো লঘীং বাধাং কুর্য্যাদ্ব্যাধিঞ্চ তৎপ্রতিক্রিয়ম্ ।
আমবাতাক্ষিরোগাদ্যা জ্ঞেয়াশ্চাস্য হ্যুপদ্রবাঃ ।

বহুসম্ভোগ ও সঙ্করসম্ভোগ দ্বারা স্ত্রীজাতির জননেন্দ্রিয়ের অভ্যন্তর ভাগ ক্ষত ও প্রক্লিন্ন হইয়া উঠে। এইরূপ যোনিদোষ-সম্পন্না স্ত্রীর সহিত সঙ্গমে পুরুষেরও মূত্রনালীর অভ্যন্তরস্থ শ্লেষ্মবহা ত্বকে ক্ষত হইয়া পূয়াদি নিঃসৃত হয়। এই পীড়াকে ব্রণমেহ কহে।

ইহার অপর নামদ্বয় ঔপসর্গিক মেহ ও আগন্তুক মেহ। সঙ্গম রাত্রি হইতে সপ্তম রাত্রির মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে পীড়া প্রকাশ হইতে দেখা যায়। এই পীড়ায় শিশ্নের অগ্রভাগে কণ্ডূ, মুহুর্মুহুঃ উহার উত্থান ও মুহুর্মুহুঃ প্রস্রাবের বেগ হয়। লিঙ্গোত্থান ও মূত্রত্যাগ কালে অসহ্য যাতনা উপস্থিত হইয়া থাকে। ক্রমশঃ লিঙ্গ স্ফীত ও রক্তবর্ণ এবং কোষ ও কুঁচকিতে অতিশয় বেদনা হয়। কখন কখন নিঃসৃত ক্লেদ দ্বারা দ্বার রুদ্ধ হওয়াতে অতি যাতনায় মূত্র নির্গত হয়, কখন বা দুই ধারা হইয়া নির্গত হইয়া থাকে। কদাচিৎ প্রস্রাব ত্যাগ কালে রক্তস্রাব হয়। সর্ব্বদা ক্লেদ নির্গত হয়, ৭।৮ দিন পরে গাঢ় ক্লেদ নিঃসৃত হইতে থাকে। উহা শুকাইলে হরিদ্রা বর্ণ হয়। যত, কাল অতীত হইতে থাকে, ততই যাতনার লাঘব হয়, কিন্তু পীড়া দুর্দ্দম হইয়া উঠে। আমবাত ও নেত্ররোগ প্রভৃতি এই পীড়ার উপদ্রব।

ঔপসর্গিক মেহস্য চিকিৎসা।

ব্রণমেহী ত্যজেদ্ যত্নাদ্ব্যবায়ং সোঽহিতো যতঃ।
স্ত্রিয়াশ্চ পরিভুক্তায়া আময়ং জনয়েচ্চ তম্।
ভেষজং পানমন্নঞ্চ নিষেবেতানুলোমনম্।
ব্রণঘ্নং মূত্রজননং ক্রিয়ামুগ্রাং বিবর্জ্জয়েৎ॥

ঔপসর্গিক মেহে স্ত্রীসঙ্গম একবারে পরিত্যাজ্য। কারণ ইহার দ্বারা পীড়ার বৃদ্ধি এবং উপগতা স্ত্রীরও ঐ পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে সকল ঔষধ, অন্ন ও পান বাতানুলোমক, ব্রণঘ্ন ও মূত্রজনক, তৎসমুদায় সেব্য এবং উগ্রক্রিয়া বর্জ্জনীয়।

কোষ্ণে জাত্যা বরায়া বা ক্বাথে শিশ্নং নিমজ্জয়েৎ।
বেদনোপশমস্তেন ব্যাধেশ্চ বলসংক্ষয়ঃ॥

জাতীপত্র বা ত্রিফলার ঈষদুষ্ণ ক্বাথে লিঙ্গ নিমগ্ন করিয়া রাখিলে বেদনার উপশম ও ব্যাধির বলহ্রাস হয়।

আভানিয্যাসতোয়ঞ্চ যবক্ষার যুতং পিবেৎ।
সজলং ক্ষীরমামং বা ব্রণমেহ নিবৃত্তয়ে॥

বাবলার আটা ভিজার জলের সহিত যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া, অথবা সজল কাঁচা দুগ্ধ পান করিলে এই পীড়ার উপশম হয়।

পিবেদ্বা শারিবাক্বাথং সক্ষার নরসারকম॥

অনন্তমূলের ক্বাথে যবক্ষার ৪ রতি ও নিসাদল ৪ রতি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে উপকার দর্শে।

শ্যামামনন্তাং কটুকীঞ্চ বীজং গোক্ষুর সম্ভবম্।
গন্ধাশ্মনরসারাভ্যাং ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ॥

শ্যামালতা, অনন্তমূল, কট্‌কী ও গোক্ষুর-বীজ ইহাদের ক্বাথে গন্ধক ২ রতি ও নিসাদল ২ রতি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ঔপসর্গিক মেহের উপশম হয়।

একং সুরপ্রিয়ফলং মেহমাগন্তুকং হরেৎ॥

আগন্তুক মেহে কাবাবচিনি বিশেষ উপকারী। ইহার চূর্ণ প্রাতে ৵০ আনা ও সন্ধ্যার পর ৵০ আনা মাত্রায় সেবনীয়।

বরাভাপিপ্পলানাঞ্চ ব্রণমেহনিবৃত্তয়ে।
কুর্য্যাদুত্তরবস্তিঞ্চ কষায়েণ প্রযত্নতঃ॥

ত্রিফলা, বাবলাছাল ও অশ্বত্থছাল ইহাদের ক্বাথ পিচকারী দ্বারা লিঙ্গরন্ধ্রে প্রয়োগ করিবে।

মহাভ্রবটিকা।

ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ সম্ভাব্য ভৃঙ্গরাজাম্বুসাভ্রকম্।
তেন গন্ধং রসং লৌহং হেম চাভ্রার্দ্ধসম্মিতম্॥

বরাক্বাথেন সংমর্দ্দ্য বটিকাং রক্তিকোন্মিতাম্।
ঔপসর্গিক মেহস্য নাশায় দাপয়েদ্ভিষক্॥

ভৃঙ্গরাজ রসে ২১ বার ভাবিত অভ্র, গন্ধক, রস, লৌহ ও অভ্রের অর্দ্ধ পরিমিত স্বর্ণ এই সমুদায় ত্রিফলার ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। যথাযোগ্য অনুপানের সহিত প্রয়োজ্য। ইহা সেবন করিলে ঔপসর্গিক মেহ প্রশমিত হয়।

কন্দর্পরসঃ।

রসো গন্ধঃ প্রবালঞ্চ কাঞ্চনং গিরিমৃত্তিকা।
বৈক্রান্তং রজতং শঙ্খং মৌক্তিকঞ্চ সমং সমম্॥
ন্যগ্রোধস্য কষায়েণ ভাবয়িত্বা চ সপ্তধা।
বল্লোন্মানাং বটীং কৃত্বা ত্রিফলাক্বাথবারিণা॥
সুরপ্রিয়স্যার্জ্জুনস্য ক্বাথেনাভাস্তসাপি বা।
ঔপসর্গিক মেহস্য শান্ত্যর্থং বিনিয়োজয়েৎ॥

পারদ, গন্ধক, প্রবাল, স্বর্ণ, গেরিমাটী, বৈক্রান্ত, রৌপ্য, শঙ্খ ও মুক্তা প্রত্যেক সমভাগে লইয়া বটছালের ক্বাথে ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমিত বটিকা করিবে। ত্রিফলা, কাবাবচিনি, অর্জ্জুনছাল অথবা বাবলাছালের ক্বাথের সহিত প্রয়োগ করিবে। ইহাতে আগন্তুক মেহের শান্তি হয়।

ঊনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ধ্বজভঙ্গাধিকারঃ।

ক্লৈব্যস্য লক্ষণং সংখ্যা নিদানঞ্চ।

ক্লীবঃ স্যাৎ সুরতাশক্তস্তদ্ভাবঃ ক্লৈব্য মুচ্যতে।
তচ্চ সপ্তবিধং প্রোক্তং নিদানং তস্য কথ্যতে॥

রতিশক্তিহীন পুরুষকে ক্লীব কহে, তদ্বিষয়ে অশক্তির নাম, ক্লৈব্য। ক্লৈব্য সপ্তবিধ। ক্রমান্বয়ে প্রত্যেকের লক্ষণ লিখিত হইয়াছে।

তৈস্তৈর্ভাবৈরহৃদ্যৈস্তু রিরংসোর্মনসি ক্ষতে।
ধ্বজঃ পতত্যতো নৃণাং ক্লৈব্যং সমুপজায়তে।
দ্বেষ্যস্ত্রীসম্প্রয়োগাচ্চ ক্লৈব্যং তন্মানসং স্মৃতম্॥

১। ভয় শোকাদি কারণে এবং অন্যান্য নানা প্রকার অহৃদ্য হেতু বশতঃ, রমণোৎসুক ব্যক্তির মনঃ ব্যাহত হইলে শিশ্ন পতিত হয়, উহার উন্নমন শক্তি থাকে না। অপরঞ্চ, বিদ্বেষ ভাজন স্ত্রীর সহিত সঙ্গম বশতঃ ও ক্লীবত্ব উপস্থিত হয়। ইহার নাম মানসিক অর্থাৎ মনোবিঘাতজ ক্লীবত্ব।

কট্বম্লোষ্ণলবণৈরতিমাত্রোপসেবিতৈঃ।
পিত্তাচ্ছুক্রক্ষয়ো দৃষ্টঃ ক্লৈব্যং তস্মাৎ প্রজায়তে॥

২। কটু, অম্ল, উষ্ণ ও লবণ দ্রব্য অত্যন্ত অধিক পরিমাণে সেবন করিলে পিত্তবৃদ্ধি হইয়া শুক্রক্ষয় ও তজ্জন্য ক্লীবত্ব উপস্থিত হয়। ইহাকে পিত্তজ ক্লীবত্ব কহে।

অতিব্যবায়শীলো যো ন চ বাজীক্রিয়ারতঃ।
ধ্বজভঙ্গমবাপ্নোতি স শুক্রক্ষয়হেতুকম্॥

৩। যে ব্যক্তি অধিক স্ত্রীসঙ্গম করে, কিন্তু বাজীকর ঔষধাদি সেবন করে না, তাহার শুক্রক্ষয় জন্য ধ্বজভঙ্গ রোগ উৎপন্ন হয়।

মহতা মেঢ্ররোগেণ চতুর্থী ক্লীবতা ভবেৎ॥

৪। অত্যুৎকট লিঙ্গরোগ বশতঃ ক্লীবত্ব উৎপন্ন হয়।

বীর্য্যবাহিশিরাচ্ছেদান্মেহনানুন্নতির্ভবেৎ॥

৫। বীর্য্যবাহিনী শিরা ছিন্ন হইলে ধ্বজভঙ্গরোগ উৎপন্ন হয়।

বলিনঃ ক্ষুব্ধমনসো নিরোধাদ্ ব্রহ্মচর্য্যতঃ।
ষষ্ঠং ক্লৈব্যং স্মৃতং তত্তু শুক্রস্তম্ভ নিমিত্তজম্॥

বলিনঃ পুষ্টস্য, ক্ষুব্ধমনসঃ কামাৎ সংচলিতমনসঃ, ব্রহ্মচর্য্যমমৈথুনং তস্মাৎ নিরোধাৎ শুক্রস্য ক্লৈব্যং ভবতি ।

৬ । কামাবির্ভাবহেতু সঙ্কলিতচিত্ত বলবান্ ব্যক্তির মৈথুন নিরুদ্ধ হইলে শুক্রস্তম্ভ বশতঃ ক্লীবত্ব উৎপন্ন হয় ।

জন্মপ্রভৃতি যৎ ক্লৈব্যং সহজং তদ্ধি সপ্তমম্ ।

৭ । জন্মাবধি যে ক্লীবত্ব হইয়া থাকে তাহাকে সহজ ক্লৈব্য কহে ।

অসাধ্যং সহজং ক্লৈব্যং মর্ম্মচ্ছেদাচ্চ যদ্ভবেৎ ।
মর্ম্মচ্ছেদাৎ বীর্য্যবাহিশিরাচ্ছেদাৎ ।

মর্ম্মচ্ছেদ বশতঃ যে ক্লীবতা উৎপন্ন হয়, তাহা এবং সহজ ক্লৈব্য অসাধ্য অর্থাৎ পঞ্চম ও সপ্তম প্রকার ক্লীবতা কোন রূপেই প্রতিকৃত হয় না ।

স্ত্রীণামপি ভবেৎ ক্লৈব্যং রেতঃক্ষরণ রোধকম্ ।
ক্লীবাস্তৃপ্তিং ন গচ্ছন্তি নার্য্যঃ পুংসঙ্গমেন চ ॥

স্ত্রীদিগেরও ক্লৈব্যরোগ হইয়া থাকে । তাহাতে তাহাদের রেতঃ ক্ষরণের বোধ হয় । ক্লীব নারীরা পুরুষ সঙ্গমে তৃপ্তি পায় না ।

অথ ক্লৈব্যচিকিৎসা ।

ক্লৈব্যানামিহ সাধ্যানাং কার্য্যো হেতুবিপর্য্যয়ঃ ।
মুখ্যং চিকিৎসিতং যস্মান্নিদানপরিবর্জ্জনম্ ॥

পঞ্চম ও সপ্তম প্রকার ক্লীবতা ভিন্ন অন্যান্য ক্লীবতা সাধ্য । তত্তৎস্থলে প্রথমতঃ হেতুবিপর্য্যয় কর্ত্তব্য অর্থাৎ যে কারণে ক্লীবতা উৎপন্ন হয়, তাহার বিপরীত ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য, যে হেতু নিদান পরিবর্জনই প্রধান চিকিৎসা বলিয়া পরিগণিত ।

পুষ্পধন্বা ।

হরজ ভুজগ লৌহং চাভ্রকং বঙ্গচূর্ণং
কনক বিজয় যষ্টী শাল্মলী নাগবল্লী ।
ঘৃত মধু সিত দুগ্ধং পুষ্পধন্বা রসেন্দ্রো
রময়তি শতরামা দীর্ঘমায়ুর্বলঞ্চ ॥
কনকাদি ক্বাথেন ভাবয়িত্বা ঘৃতাদিভির্যোজয়েৎ ॥

রসসিন্দুর, সীসা, লৌহ, অভ্র ও বঙ্গ এই সমুদায় দ্রব্যচূর্ণ একত্রিত করিয়া ধুতুরা, সিদ্ধি, যষ্টিমধু, শিমুলমূল ও পানের রসে ভাবনা দিয়া ঘৃত, মধু, চিনি ও দুগ্ধের সহিত মিলিত করিয়া সেবনীয় । ইহাতে রতিশক্তি বৃদ্ধি হয় ।

অশ্বগন্ধাঘৃতং চৈবামৃতপ্রাশঘৃতং বৃহৎ ।
চন্দ্রোদয়ঃ সিন্ধুসুতো মকরধ্বজ এবচ ॥
স্বল্পচন্দ্রোদয়ঃ কামদীপকশ্চৈব কামিনী- ।
দর্পঘ্নঃ পূর্ণচন্দ্রঃ শাল্মলীকল্পরসায়নঃ ।
কামাগ্নিদীপনশ্চৈব তৈলং চ চন্দনাদিকম্ ।
ধ্বজভঙ্গে শুভং চ শ্রীমদনানন্দ মোদকম্ ॥
বাজীকরণ বৃষ্যোক্তং ভেষজঞ্চ রসায়নম্ ।
বিশেষেণ প্রদাতব্যং ক্লৈব্যদোষ প্রশান্তয়ে ॥

ধ্বজভঙ্গরোগে অশ্বগন্ধাঘৃত, অমৃতপ্রাশঘৃত, স্বল্পচন্দ্রোদয় এবং বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ, মকরধ্বজ, কামদীপক, কামিনী দর্পঘ্ন, পূর্ণচন্দ্র রস, শাল্মলীকল্প রসায়ন, কামাগ্নিদীপন, চন্দনাদি তৈল এবং মদনানন্দমোদক প্রভৃতি ঔষধ যথাযোগ্য মাত্রায় এবং অনুপানের সহিত ব্যবস্থা করিবে এবং চিকিৎসক বিবেচনা পূর্ব্বক বাজীকরণ, বৃষ্য এবং রসায়নাধিকারোক্ত ঔষধ সমস্তও এই পীড়া শান্তির জন্য প্রয়োগ করিবেন ।

অত্র পথ্যম্ ।

শালিষষ্টিক গোধূম মসূর চনকাদয়ঃ ।
হৈয়ঙ্গবীনং দুগ্ধং চ নবনীতং সুরা সিধু ।

চটকো বর্ত্তকশ্চৈব তিত্তিরী চরণায়ুধঃ।
শশ হরিণ ছাগানাং মাংসানি কোমলানি চ।
দ্রাক্ষা দাড়িম খর্জ্জুর জাম্ববাম্র ফলানি চ।
পথ্যান্যেতানি বস্তূনি ধ্বজভঙ্গপ্রশান্তয়ে।

দাউদখানি এবং ষষ্টিক ধান্যের অন্ন, গোধূম, মসূর ও চনকাদির শস্য, সদ্যোজাত ঘৃত, দুগ্ধ, নবনীত, সুরা ও সিধু এবং চটক, বটের, তিতির ও কুক্কুটাদির মাংস, শশ, হরিণ এবং ছাগের কোমল মাংস, দ্রাক্ষা, সোহারা, দাড়িম, আম্র ও জাম প্রভৃতি ফল এই পীড়ায় হিতকর।

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

মেদোরোগাধিকারঃ।

তস্য বিপ্রকৃষ্টং নিদানম্‌।

অব্যায়ামদিবাস্বপ্নশ্লেষ্মলাহারসেবিনঃ।
মধুরোঽন্নরসঃ প্রায়ঃ স্নেহান্মেদো বিবর্দ্ধয়েৎ।

অন্নরসঃ আমদ্রবঃ। স মধুরঃ সন্‌ স্নেহাৎ মেদো বিবর্দ্ধয়েৎ।

ব্যায়ামাভাব, দিবানিদ্রা ও কফজনক দ্রব্যভোজন এই সকল কারণে মেদের বৃদ্ধি হয়। অন্নরস মধুরতা প্রাপ্ত হইয়া তদীয় স্নেহগুণে মেদের বৃদ্ধি সাধন করিয়া থাকে।

মেদসাবৃতমার্গত্বাৎ পুষ্যন্ত্যন্যে ন ধাতবঃ।
মেদস্তু চীয়তে তস্মাদশক্তঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
ক্ষুদ্রশ্বাসতৃষামোহস্বপ্নক্রথনসাদনৈঃ।
যুক্তঃ ক্ষুৎস্বেদদৌর্গন্ধ্যৈরল্পপ্রাণোঽল্পমৈথুনঃ।

মেদোদ্বারা মার্গাবরণ হেতু অন্য ধাতুর পুষ্টি হয় না। ক্রমশঃ অধিক মেদঃ সঞ্চয়হেতু মেদস্বী সর্ব্বকর্ম্মে অশক্ত হইয়া পড়ে এবং ক্ষুদ্রশ্বাস, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, নিদ্রাধিক্য, উচ্ছ্বাসরোধ, অবসন্নতা, ক্ষুধাধিক্য, অধিক ঘর্ম্মনির্গম, দেহের দৌর্গন্ধ্য, বলহানি এবং মৈথুনশক্তির অল্পতা এই সকল দোষে আক্রান্ত হয়।

মেদস্তু সর্ব্বভূতানামুদরেষ্বস্থিষু স্থিতম্‌।
অতএবোদরে বৃদ্ধিঃ প্রায়ো মেদস্বিনো ভবেৎ।

মেদঃপদার্থ সকল জীবের উদরে ও অস্থিতে থাকে। এই জন্য মেদস্বী ব্যক্তির প্রায় উদরের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

মেদসাবৃতমার্গত্বাদ্বায়ুঃ কোষ্ঠে বিশেষতঃ।
চরন্‌ সন্ধুক্ষয়ত্যগ্নিমাহারং শোষয়ত্যপি।
তস্মাৎ স শীঘ্রং জরয়ত্যাহারঞ্চাভিকাঙ্ক্ষতি।
বিকারাংশ্চাপ্নুতে ঘোরান্‌ কাংশ্চিৎ কালব্যতিক্রমাৎ।

স মেদস্বী আহারং শীঘ্রং জরয়তি পুনর্ভোক্তুঞ্চ কাঙ্ক্ষতি। স দীপ্তাগ্নিঃ কালব্যতিক্রমাৎ ভোজনকালাতিক্রমাৎ।

মেদোধাতুদ্বারা মার্গাবরোধ হেতু বায়ু কোষ্ঠমধ্যেই বিচরণ করিয়া অগ্নির দীপ্তিসাধন ও আহার শোষণ করে। এই জন্য মেদস্বী ব্যক্তির শীঘ্র আহার পরিপাক ও পুনর্ভোজনে ইচ্ছা হয় এবং আহারের কালাতিক্রম হইলে বিবিধ বিকৃতি উপস্থিত হইয়া থাকে।

এতাবুপদ্রবকরৌ বিশেষাদগ্নিমারুতৌ।
এতৌ হি দহতঃ স্থূলং বনদাবো যথা বনম্‌।

এতৌ অগ্নিমারুতৌ বিশেষাদুপদ্রবকরৌ ভবতঃ। এতৌ হি বনদাবো বনমিব স্থূলং মেদস্বিনং দহতঃ নাশয়তঃ বনদাবো যথা বনমিত্যত্র বনং দাবানলো যথা ইতি পাঠান্তরম্‌। দাবশব্দস্যৈব বনাগ্নৌ শক্তৌ পুনর্বনশব্দপ্রয়োগঃ স্পষ্টার্থং করকঙ্কণন্যায়েন বা।

মেদস্বি ব্যক্তির দেহস্থ অগ্নি ও বায়ু নানাবিধ উপদ্রব উপস্থিত করে এবং বনাগ্নি যেমন বনকে দাহ করে, সেইরূপ ইহারাও মেদস্বীকে বিনাশ করিয়া থাকে।

মেদস্যতীব সংবৃদ্ধে সহসৈবানিলাদয়ঃ।
বিকারান্‌ দারুণান্‌ কৃত্বা নাশয়ন্ত্যাশু জীবিতম্‌।

মেদঃ অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে বাতাদি দোষগণ দারুণ উপদ্রব সকল উপস্থিত করিয়া সহসা জীবন সংহার করে।

অতিস্থূলস্য লক্ষণম্।

মেদোমাংসাতিবৃদ্ধত্বাচ্চলস্ফিগুদরস্তনঃ।
অযথোপচয়োৎসাহো নরোঽতিস্থূল উচ্যতে॥

অযথোপচয়োৎসাহঃ ন যথা উপচয়ো মাংসোপচয়ঃ উৎসাহশ্চ যস্য সঃ।

মেদঃ ও মাংসের অতিশয় বৃদ্ধি হইলে স্ফিক্, উদর ও স্তনের চলত্ব হইয়া মনুষ্য অতি স্থূল হইয়া উঠে। ইহাতে যথারীতি মাংসোপচয় না হইয়া অযথাভাবে মাংসোপচয় হয় এবং উৎসাহের অভাব হয়।

মেদোরোগস্য চিকিৎসা।

শ্রমচিন্তাব্যবায়াধ্বক্ষৌদ্রজাগরণপ্রিয়ঃ।
হন্ত্যবশ্যমতিস্থৌল্যং যবশ্যামাকভোজনঃ॥

পরিশ্রম, চিন্তা, মৈথুন, পথপর্য্যটন, মধুপান, জাগরণ এবং যব ও শ্যামাক ভোজন এই সকল দ্বারা স্থূলতার নাশ হয়।

অস্বপ্নঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ ব্যায়ামং চিন্তনানি চ।
স্থৌল্যমিচ্ছন্ পরিত্যক্তুং ক্রমেণাতি প্রবর্দ্ধয়েৎ॥

স্থূলতা দূর করিতে ইচ্ছা হইলে জাগরণ, মৈথুন, ব্যায়াম ও চিন্তা এই সমুদায় ক্রমে ক্রমে অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

ক্ষার মেরণ্ডপত্রোত্থং হিঙ্গুনা পরিষেবিতং॥
সহিতং ভক্তমণ্ডেন মেদোবৃদ্ধিনিবৃত্তয়ে॥

এরণ্ডপত্রের ক্ষার ও হিঙ্গু অন্ন মণ্ডের সহিত সেবন করিলে মেদঃক্ষয় হয়।

প্রাতর্মধুযুতং বারি সেবিতং স্থৌল্যনাশনম্॥

প্রত্যহ প্রাতঃকালে মধুমিশ্রিত জল পান করিলে স্থৌল্য দূর হয়।

উষ্ণমন্নস্য মণ্ডং বা পিবন্ কৃশতনুর্ভবেৎ॥

উষ্ণ অন্নমণ্ড আহার করিলে শরীরের কৃশতা হইয়া থকে।

ক্ষৌদ্রেণ ত্রিফলাক্বাথঃ পীতো মেদোহরঃ স্মৃতঃ॥

মধুর সহিত ত্রিফলার ক্বাথ পান করিলে মেদঃক্ষয় হয়।

ব্যোষাগ্নিত্রিফলামুস্তবিড়ঙ্গৈর্গুগ্গুলুং সমম্।
খাদন্ সর্ব্বান্ জয়েদ্রোগান্ মেদঃ শ্লেষ্মামবাতজান্॥

শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুতা ও বিড়ঙ্গ, প্রত্যেক সমভাগে চূর্ণ এবং সর্ব্বসমান গুগ্‌গুলু একত্র সেবন করিলে মেদঃ শ্লেষ্ম ও আমবাত প্রভৃতির ধ্বংস হয়। শুঁঠ প্রভৃতির ক্বাথের সহিত ও গুগ্‌গুলু সেবনে উপকার হইয়া থাকে।

পিপ্পলী মধুনা সেব্যা মেদঃ কফবিনাশিনী॥

মধুর সহিত পিঁপুলচূর্ণ সেবন করিলে মেদঃ ও কফের ধ্বংস হয়।

ধত্তূরপত্রস্বরসেন গাঢ়-
মুদ্বর্ত্তনং স্থৌল্যহরং প্রদিষ্টম্॥

ধুতুরা পত্রের রসে গাঢ়রূপে গাত্রমার্জ্জন করিলে স্থৌল্য অপনীত হয়।

সচব্যজীরকব্যোষহিঙ্গুসৌবর্চ্চলানলাঃ।
মস্তুনা শক্তবঃ পীতা মেদোঘ্না বহ্নিদীপনাঃ॥
সমভাগেন সমুদিতচূর্ণাৎ ষোড়শগুণাঃ শক্তবঃ।

চই, জীরা, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হিঙ্গু, সচল লবণ ও চিতামূল প্রত্যেক এক আনা এবং ছাতু ৮ তোলা একত্র দধির মাতের সহিত সেবন করিলে মেদোনাশ ও অগ্নির দীপ্তি হয়।

হরীতকীস্তু সংপিষ্য দেহমুদ্বর্ত্তনং নরঃ।
পশ্চাৎ স্নানং প্রকুর্ব্বীত স্বেদদৌর্গন্ধ্যশান্তয়ে॥

হরীতকী পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা দেহোদ্বর্ত্তন ও পশ্চাৎ স্নান করিলে স্বেদ ও দেহের দৌর্গন্ধ্য নিবারণ হয়।

শিরীষলামজ্জকহেমলোধ্রৈ-
স্ত্বগ্‌দোষসংস্বেদহরঃ প্রঘর্ষঃ।
শরীরদৌর্গন্ধ্যহরঃ প্রদেহঃ
পত্রাম্বুলোধ্রাভয়চন্দনানাম্॥

শিরীষপত্র, বেণার মূল, নাগেশ্বর ও লোধ ইহাদের চূর্ণ গাত্রে ঘর্ষণ করিলে ত্বগ্দোষ ও অধিক স্বেদ নির্গম নিবারণ হয়। তেজপত্র, বালা, বেণারমূল ও শ্বেতচন্দন ইহাদের প্রলেপে শরীরের দৌর্গন্ধ্য নাশ হয়।

গুগ্‌গুলুর্নবকশ্চৈব তথা লৌহরসায়নঃ।
অমৃতাদ্যগুগ্‌গুলুশ্চ মেদোরোগহরাঃ স্মৃতাঃ॥

নবকগুগ্‌গুলু, অমৃতাদ্য গুগ্‌গুলু ও লৌহরসায়ন প্রভৃতি ঔষধ মেদোরোগে প্রয়োজ্য।

কফঘ্নং কর্ষণং যদ্‌যদন্নপানক্রিয়াদিকম্।
মেদোরোগে নিষেব্যং তদ্বিপরীতং সুখায় ন॥

যে সকল অন্ন, পানীয় ও ক্রিয়া কফঘ্ন ও কর্ষণ, তৎসমস্ত মেদোরোগে হিতকর, ইহার বিপরীত অনিষ্টজনক।

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ মুখরোগাধিকারঃ।

তত্রাদাবোষ্ঠরোগানাহ।

আনূপপিশিত ক্ষার দধি মৎস্যাতিসেবনাৎ।
মুখমধ্যে গদান্ কুর্য্যুঃ ক্রুদ্ধা দোষাঃ কফোত্তরাঃ॥

আনূপমাংস, ক্ষারপদার্থ, দধি ও মৎস্য এই সকলের অতিসেবনে বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া মুখমধ্যে বিবিধ পীড়ার উৎপাদন করে। মুখরোগ সমস্তে কফেরই বিশেষ প্রাধান্য থাকে। ইহা মুখরোগ সমূহের নিদান জানিবে।

ওষ্ঠরোগাণাং নিদানং সংখ্যা চ।

পৃথগ্ দোষৈঃ সমস্তৈশ্চ রক্তজো মাংসজস্তথা।
মেদোজশ্চাভিঘাতোত্থ এব মষ্টৌষ্ঠজা গদাঃ॥

বায়ু, পিত্ত, কফ, মিলিত দোষত্রয়, রক্ত, মাংস, মেদ ইহাদের বিকৃতি এবং আঘাত হেতু ওষ্ঠে আটপ্রকার রোগ জন্মে।

তত্র বাতিকস্যৌষ্ঠরোগস্য লক্ষণম্।

কর্কশৌ পরুষৌ স্তব্ধৌ সংপ্রাপ্তানিলবেদনৌ।
দাল্যেতে পরিপাট্যেতে ঔষ্ঠৌ মারুতকোপতঃ॥
পরুষৌ রুক্ষৌ, দাল্যেতে বিদার্য্যেতে পরিপাট্যেতে কিঞ্চিদ্ বিদীর্ণত্বচৌ ক্রিয়েতে।

বাতজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় কর্কশ, রুক্ষ, স্তব্ধ, তোদাদি বাতবেদনাযুক্ত, বিদীর্ণ ও ছিন্নত্বক্ হইয়া থাকে।

পৈত্তিকস্য লক্ষণম্।

চীয়েতে পিড়কাভিস্ত সরুজাভিঃ সমন্ততঃ।
সদাহপাকপিড়কৌ পীতাভাসৌ চ পিত্ততঃ॥
সরুজাভিঃ পৈত্তিকরুগন্বিতাভিঃ।

পৈত্তিক ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় ওষচোষাদি পৈত্তিক পীড়াযুক্ত, পিড়কা সমূহদ্বারা সমন্তাৎ আকীর্ণ এবং ঐ সকল পিড়কায় দাহ ও পাক উপস্থিত হয়।

শ্লৈষ্মিকস্য লক্ষণম্।

সবর্ণাভিস্তু চীয়েতে পিড়কাভিরবেদনৌ।
কণ্ডূমন্তৌ কফাদোষ্ঠৌ পিচ্ছিলৌ শীতলৌ গুরূ॥

কফজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয়ে ওষ্ঠতুল্য, বর্ণবিশিষ্ট ও বেদনারহিত পিড়কাসমূহ উৎপন্ন হয় এবং ওষ্ঠে কণ্ডূ, পিচ্ছিলতা, শীতলস্পর্শতা ও ভার উপস্থিত হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিকস্য লক্ষণম্।

সকৃৎ কৃষ্ণৌ সকৃৎ পীতৌ সকৃচ্ছ্বেতৌ তথৈব চ।
সন্নিপাতেন বিজ্ঞেয়াবনেকপিড়কাচিতৌ॥

সান্নিপাতিক ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় কখন কৃষ্ণ-বর্ণ, কখন পীতবর্ণ, কখন বা শ্বেতবর্ণ এবং বিবিধ প্রকৃতির পিড়কাদ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

রক্তজস্য লক্ষণম্।

খর্জ্জূরফলবর্ণাভিঃ পিড়কাভির্নিপীড়িতৌ।
রক্তোপসৃষ্টৌ রুধিরং স্রবতঃ শোণিতপ্রভৌ॥

রক্তদোষজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় খর্জ্জুর ফলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, পিড়কাসমূহ দ্বারা আকীর্ণ ও রক্তবর্ণ হইয়া শোণিত স্রাব করে।

মাংসজস্য লক্ষণম্।

মাংসদুষ্টৌ গুরূ স্থূলৌ মাংসপিণ্ডবদুদ্গতৌ।
জন্তবশ্চাত্র মূর্চ্ছন্তি নরস্যোভয়তো মুখাৎ॥

জন্তবঃ ক্রিময়ঃ মূর্চ্ছন্তি বর্দ্ধন্তে মুখাদুভয়তঃ সৃক্কণ্যোঃ।

মাংসদোষজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় গুরু, স্থূল ও মাংসপিণ্ডের ন্যায় উন্নত হয় এবং ওষ্ঠের প্রান্তদ্বয়ে ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

মেদোজস্য লক্ষণম্।

সর্পির্মণ্ডপ্রতীকাশৌ মেদসা কণ্ডুরৌ গুরূ।
অচ্ছং স্ফটিকসঙ্কাশমাস্রাবং স্রবতো ভৃশম্।
তয়োর্ব্রণো ন সংরোহেন্মৃদুত্বঞ্চ ন গচ্ছতি।

সর্পির্মণ্ডো ঘৃতস্যোপরিতনঃ স্বচ্ছভাগঃ। তয়োরিতি তাদৃশয়োঃ।

মেদোজ রোগে ওষ্ঠদ্বয় ঘৃতের উপরিস্থ স্বচ্ছাংশের ন্যায় রূপবিশিষ্ট, কণ্ডূযুক্ত ও গুরু হয় এবং স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ স্রাব নিঃস্রুত করে। এইরূপ ওষ্ঠের ক্ষত প্রায় শুষ্ক হয় না এবং মৃদুত্বও আশ্রয় করে না।

অভিঘাতজস্য লক্ষণম্।

ক্ষতজাভৌ বিদীর্য্যেতে পীড্যেতে চাভিঘাততঃ।
মথিতৌ চ সমাখ্যাতাবোষ্ঠৌ কণ্ডূসমন্বিতৌ॥

মথিতৌ মৃদিতাবিব অতএব ক্ষতজাতৌ রুধিরাভাবিতি সঙ্গতম্।

অভিঘাত হেতু ওষ্ঠদ্বয় ব্যথাযুক্ত, বিদীর্ণ কণ্ডূযুক্ত এবং 'মথিতবৎ ও রক্তবর্ণ হইয়া থাকে।

ওষ্ঠরোগাণাং চিকিৎসা।

গলদন্তমূলদশনচ্ছদেষু রোগাঃ কফাস্রভূয়িষ্ঠাঃ।
তস্মাদেতেষসকৃদ্ রুধিরং বিস্রাবয়েদ্ দুষ্টম্॥

গল, দন্তমূল ও ওষ্ঠে যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহারা কফ ও রক্তপ্রধান, অতএব ঐ সকল রোগে পুনঃপুনঃ দুষ্টরক্ত বিস্রাবিত করা উচিত।

চতুর্বিধেন স্নেহেন মধূচ্ছিষ্টযুতেন চ।
বাতজেঽভ্যঞ্জনং কুর্য্যান্নাড়ীস্বেদঞ্চ বুদ্ধিমান্ ॥
চতুর্বিধেন স্নেহেন তৈলঘৃতবসামজ্জরূপেণ।

বাতজ ওষ্ঠরোগে তৈল, ঘৃত, বসা ও মজ্জা এই সকল স্নেহদ্রব্যে মোম মিশ্রিত করিয়া তাহা প্রয়োগ করিবে। ইহাতে নাড়ীস্বেদ হিতকর।

বেধং শিরাণাং বমনং বিরেকং
তিক্তস্য পানং রসভোজনঞ্চ।
শীতান্ প্রদেহান্ পরিষেচনঞ্চ
পিত্তোপসৃষ্টেষ্বধরেষু কুর্য্যাৎ ॥

পৈত্তিক ওষ্ঠরোগে শিরাবেধ, বমন, বিরেচন, তিক্তদ্রব্যের যূষ পান, মাংস রসের সহিত অন্নভোজন, শীতল প্রলেপ ও শীতল সেচনক্রিয়া এইসকল হিতকর।

শিরোবিরেচনং ধূমঃ স্বেদঃ কবল এব চ।
হৃতে রক্তে প্রয়োক্তব্যমোষ্ঠকোপে কফাত্মকে ॥

কফজ ওষ্ঠরোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া নস্য, ধূম, স্বেদ ও কবল ব্যবস্থা করিবে।

মেদোজে শোধিতে ভিন্নে স্বেদিতে কবলো হিতঃ।
প্রিয়ঙ্গু ত্রিফলা লোধ্রং সক্ষৌদ্রং প্রতিসারণম্ ॥

মেদোজ ওষ্ঠরোগে শোধন, ভেদন ও স্বেদক্রিয়ানন্তর কবল ব্যবস্থেয়। পশ্চাৎ প্রিয়ঙ্গু, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও লোধ এই সকলের চূর্ণে মধু মিশ্রিত করিয়া প্রতিসারণ করিবে।

দন্তজিহ্বা মুখানাং যচ্চূর্ণ কল্কাবলেহকৈঃ।
শনৈর্ঘর্ষণমঙ্গুল্যা তদুক্তং প্রতিসারণম্ ॥

উপযুক্ত চূর্ণ, কল্ক ও অবলেহ লইয়া দন্ত, জিহ্বা ও মুখের শনৈঃ শনৈঃ অঙ্গুলি দ্বারা ঘর্ষণ করাকে প্রতিসারণ ক্রিয়া বলে।

ওষ্ঠরোগেষশেষেষু দৃষ্ট্বা দোষমুপাচরেৎ।
তেষু ব্রণত্বং জাতেষু ব্রণবৎ সমুপাচরেৎ ॥

সকল প্রকার ওষ্ঠরোগে দোষ বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত ক্রিয়ার আচরণ করিবে। ক্ষতভাব উপস্থিত হইলে ক্ষতচিকিৎসা করিবে।

দন্তবেষ্ট রোগাণাং নামানি সঙ্খ্যা চ।

শীতাদো দালিকঃ পূর্ব্বং দন্তপুপ্পুটকস্তথা।
দন্তবেষ্টঃ শৌষিরশ্চ মহাশৌষির এব চ ॥
ততঃ পরিদরঃ প্রোক্তস্ততস্তূপকুশঃ স্মৃতঃ।
বৈদর্ভশ্চ ততঃ প্রোক্তঃ খলিবর্দ্ধন এব চ ॥
অধিমাংসকনামা চ দন্তনাড্যশ্চ পঞ্চ চ।
দন্তবিদ্রধিরপ্যত্র দন্তবেষ্টেষু ষোড়শ ॥

দন্তবেষ্টে শীতাদ, দন্তপুপ্পুট, দন্তবেষ্ট, শৌষির, মহাশৌষির, পরিদর, উপকুশ, বৈদর্ভ, খলিবর্দ্ধন, অধিমাংস, পঞ্চ দন্তনাড়ী ও দন্তবিদ্রধি এই ষোলটী রোগ উৎপন্ন হয়।

তত্র শীতাদস্য লক্ষণম্ ।

শোণিতং দন্তবেষ্টেভ্যো যস্যাকস্মাৎ প্রবর্ত্ততে।
দুর্গন্ধীনি সকৃষ্ণানি প্রক্লেদীনি মৃদূনি চ ॥
দন্তমাংসকনামা চ দন্তনাড্যশ্চ পঞ্চ চ।
শীতাদো নাম স ব্যাধিঃ কফশোণিতসম্ভবঃ ॥

যদি অকস্মাৎ (অভিঘাতাদি কারণ বিনা) দন্তবেষ্ট হইতে শোণিত নিঃসৃত হয়, দন্তমাংস পচিয়া কোমল, দুর্গন্ধ ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া খসিয়া পড়ে এবং একস্থানের দন্তমাংস পচিয়া যাওয়াতে তৎসহযোগে ক্রমশঃ অন্যান্য স্থানের দন্তমাংসও পচিয়া উঠে, তবে তাহাকে শীতাদ নামক ব্যাধি বলাযায়। এই পীড়া কফরক্তজ।

দন্তপুপ্পুটস্য লক্ষণম্ ।

দন্তয়োস্ত্রিষু বা যস্য শ্বয়থুর্জ্জায়তে মহান্।
দন্তপুপ্পুটকো নাম স ব্যাধিঃ কফরক্তজঃ ॥

দুইটী বা তিনটী দন্তকে আশ্রয় করিয়া প্রবল শোথ উৎপন্ন হইলে তাহাকে দন্তপুপ্পুট বলাযায়। ইহা কফরক্তজ পীড়া।

দন্তবেষ্টস্য লক্ষণম্ ।

স্রবন্তি পূয়ং রুধিরং চলা দন্তা ভবন্তি চ।
দন্তবেষ্টঃ স বিজ্ঞেয়ো দুষ্টশোণিতসম্ভবঃ ॥
অত্র দন্তমূলানীতি কর্ত্তৃপদমধ্যাহরণীয়ম্।

দন্তমূল বিকৃত হওয়া যদি রক্ত ও পূয় নিঃস্রুত করে এবং দন্ত সকল নড়িতে থাকে, তবে তাহাকে দন্তবেষ্ট নামক পীড়া বলে। ইহা দুষ্টরক্ত জন্য উৎপন্ন হয়।

শৌষিরস্য লক্ষণম্ ।

শ্বয়থুর্দন্তমূলেষু রুজাবান্ কফরক্তজঃ।
লালাস্রাবী কণ্ডুরশ্চ স জ্ঞেয়ঃ শৌষিরো গদঃ ॥

দন্তমূলে অতি যন্ত্রণাদায়ক শোথ উৎপন্ন হইয়া লালাস্রাব ও কণ্ডূ উপস্থিত হইলে তাহাকে শৌষির পীড়া বলে। ইহা কফরক্তজ ব্যাধি।

মহাশৌষিরস্য লক্ষণম্ ।

দন্তাশ্চলন্তি বেষ্টেভ্যস্তালু চাপ্যবদীর্য্যতে।
দন্তমাংসানি পচ্যন্তে মুখঞ্চ পরিবাপ্যতে।
যস্মিন্ স সর্ব্বজো ব্যাধির্মহাশৌষিরসংজ্ঞকঃ ॥
তালুঃ চাপ্যবদীর্য্যতে চকারাদ্ দন্তবেষ্টশ্চাপ্যবদীর্য্যতে। সপ্তরাত্রান্মারকশ্চায়ং যত আহ ভোজঃ।
মহাশৌষির ইত্যেষ সপ্তরাত্রান্নিহন্ত্যসূন্ ইতি।

মহাশৌষির রোগে দন্তবেষ্ট হইতে দন্তসকলের বিচলন, তালু ও দন্তবেষ্টের ক্লিন্নতা, দন্তবেষ্ট মাংসের পাক এবং সমস্ত মুখে ক্ষত এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহা ত্রিদোষজ ব্যাধি। এই পীড়া সপ্তাহে জীবননাশক হয়।

পরিদরস্য লক্ষণম্ ।

দন্তমাংসানি শীর্য্যন্তে যস্মিন্ ষ্ঠীবতি চাপ্যসৃক্।
পিত্তাসৃক্কফজো ব্যাধির্জ্ঞেয়ঃ পরিদরো হি সঃ ॥

যে পীড়ায় দন্তমাংস সকল স্খলিত ও শোণিত নিঃস্রুত হয়, তাহাকে পরিদর রোগ বলে। ইহা পিত্ত, রক্ত ও কফ এই তিনের বিকৃতিতে উৎপন্ন হয়।

উপকুশস্য লক্ষণম্ ।

বেষ্টেষু দাহঃ পাকশ্চ তাভ্যাং দন্তাশ্চলন্তি চ।
আঘট্টিতাঃ প্রস্রবন্তি শোণিতং মন্দবেদনম্ ॥
আধ্মায়ন্তেঽস্রুতে রক্তে মুখং পূতি চ জায়তে।
যস্মিন্নুপকুশঃ স স্যাৎ পিত্তরক্তসমুদ্ভবঃ ॥
আঘট্টিতাঃ ঘৃষ্টাঃ।

উপকুশরোগে দন্তবেষ্টে দাহ ও পাক, বেষ্ট ঘৃষ্ট হইলে উহা হইতে অল্প বেদনার সহিত রক্ত নিঃসরণ, রক্ত নির্গত না হইলে ঐ স্থানের স্ফীতি ও মুখের দুর্গন্ধতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহা পিত্তরক্ত জন্য পীড়া।

বৈদর্ভস্য লক্ষণম্ ।

ঘৃষ্টেষু দন্তমূলেষু সংরম্ভো জায়তে মহান্।
চলন্তি চ যদা যস্মিন্ স বৈদর্ভোঽভিঘাতজঃ ॥

সংরম্ভঃ শোথঃ। চলন্তি চেতি চকারাদ্ বেদনাদাহপাকাঃ।

দন্তমূল ঘৃষ্ট হইলে যদি উহাতে প্রবল শোথ এবং দন্ত সকল বিচলিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে বৈদর্ভরোগ বলাযায়। ইহা অভিঘাতজ পীড়া।

খলীবর্দ্ধনস্য লক্ষণম্।

মারুতেনাধিকো দন্তো জায়তে তীব্রবেদনঃ।
খলীবর্দ্ধনসংজ্ঞোঽসৌ সঞ্জাতে রুক্ প্রশাম্যতি॥
সঞ্জাতে দন্তে।

বায়ুপ্রাবল্যহেতু কখন কখন অতি যাতনার সহিত একটী অতিরিক্ত দন্ত উদ্গত হয় এবং দন্তটী উঠিলেই ঐ যাতনার নিবৃত্তি হয়। এই পীড়াকে খলীবর্দ্ধন (আক্কেলদন্ত) কহে।

অধিমাংসকস্য লক্ষণম্।

হানব্যে পশ্চিমে দন্তে মহাশোথো মহারুজঃ।
লালাস্রাবী কফকৃতো বিজ্ঞেয়ঃ সোঽধিমাংসকঃ॥
হানব্যে হনুভবে পশ্চিমে অন্ত্যে দন্তে।

হনুজাত অন্ত্যদন্তে অতীব বেদনাযুক্ত প্রবল শোথ উৎপন্ন হইয়া লালাস্রাব হইলে তাহাকে অধিমাংসক রোগ বলাযায়। ইহা কফজ পীড়া।

দন্তনাড়ীনাং লক্ষণম্।

দন্ত মূলগতা নাড্যঃ পঞ্চ জ্ঞেয়া যথেরিতাঃ।

যথেরিতাঃ, যথা নাড়ীব্রণে বাতপিত্ত কফ সন্নিপাতাগন্তু নিমিত্তাঃ দন্তনাড্যঃ কথিতা-স্তথাত্রাপীত্যর্থঃ।

নাড়ীব্রণাধিকারে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও আগন্তুজ এই পাঁচপ্রকার নাড়ীর যে যে লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, দন্তমূলেও তত্তল্লক্ষণাক্রান্ত পাঁচ-প্রকার নাড়ী উৎপন্ন হয়।

দন্তবিদ্রধের্লক্ষণম্।

দন্ত মাংসমলৈঃ সাস্রৈর্বাহ্যান্তঃ শ্বয়থুর্মহান্।
সদাহরুক্ স্রবেদ্ ভিন্নঃ পূয়াস্রং দন্তবিদ্রধিঃ।
দন্তমাংসমলৈঃ দন্তবেষ্টগত দোষৈঃ সাস্রৈঃ সরক্তৈ র্হেতুভিঃ।

দন্তবেষ্টগত বাতাদি দোষত্রয় ও তত্রস্থ রক্ত বিকৃত হইয়া দন্তের বহির্ভাগে ও অন্তর্দ্দিকে দাহ ও বেদনার সহিত মহৎ শোথ উৎপন্ন হয়। উহা বিদীর্ণ হইলে পূয় ও রক্ত নির্গত হইয়া থাকে। ইহার নাম দন্তবিদ্রধি।

দন্তবেষ্টরোগাণাং চিকিৎসা।

শীতাদে হৃতরক্তে তু তোয়ে নাগর সর্ষপান্।
নিঃক্বাথ্য ত্রিফলঞ্চাপি কুর্য্যাদ্ গণ্ডূষধারণম্॥

শীতাদরোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া শুঁঠ ও সর্ষপ এবং ত্রিফলার ক্কাথে গণ্ডূষ ধারণ কর্ত্তব্য।

তৈলং ঘৃতং বা বাতঘ্নং শীতাদে সংপ্রশস্যতে।

ইহাতে বাতঘ্ন তৈল ও ঘৃতের গণ্ডূষাদি প্রশস্ত।

কুষ্ঠং দার্ব্বী লোধ্রমব্দং সমঙ্গা
ততঃ পাঠা তেজনী পীতিকা চ।
চূর্ণং শস্তং ঘর্ষণং তদ্ দ্বিজানাং
রক্তস্রাবং হন্তি কণ্ডুং রুজাঞ্চ।

কুড়, দারুহরিদ্রা, লোধ, মুতা, বরাক্রান্তা, আকনাদি, চৈঁই ও হরিদ্রা ইহাদের চূর্ণদ্বারা দন্ত ঘর্ষণ করিলে রক্তস্রাব, কণ্ডূ ও বেদনার নিবৃত্তি হয়।

কাসীস লোধ্র কৃষ্ণা মনঃশিলা প্রিয়ঙ্গুতেজোহ্বাঃ।
এষাং চূর্ণং মধুযুক্ শীতাদে পূতিমাংসহরম্॥

হীরাকস, লোধ, পিঁপুল, মনছাল, প্রিয়ঙ্গু ও চৈঁই ইহাদের চূর্ণ মধুযুক্ত করিয়া দন্তবেষ্টে প্রয়োগ করিলে পূতিমাংসস্খলন নিবারিত হয়।

দন্তপুপ্পুটকে কার্য্যং তরুণে রক্তমোক্ষণম্।
সপঞ্চলবণ ক্ষারং সক্ষৌদ্রং প্রতিসারণম্॥
শিরো বিরেকশ্চ হিতো নস্যং স্নিগ্ধঞ্চ ভোজনম্।
বিস্রাবিতে দন্তবেষ্টে ব্রণস্তু প্রতিসারয়েৎ।
লোধ্র পত্তঙ্গ মধুক লাক্ষাচূর্ণৈর্ম্মধূপ্লুতৈঃ॥

তরুণ দন্তপুপ্পুটরোগে রক্তমোক্ষণ এবং পঞ্চলবণ ও যবক্ষার মধুমিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রতিসারণ কর্ত্তব্য। ইহাতে নস্য ও স্নিগ্ধভোজন হিতকর। দন্তবেষ্ট হইতে রক্তস্রাব করিয়া লোধ, বকম, যষ্টিমধু ও লাক্ষা ইহাদের চূর্ণ মধুসংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা প্রতিসারণ করিবে।

চলদন্তস্থিরকরং কার্য্যং বকুল চর্ব্বণম্।

বকুলের ছাল বা ফল চর্ব্বণ করিলে দাঁতনড়া নিবারণ হয়।

ভদ্রমুস্তাভয়া ব্যোষবিড়ঙ্গারিষ্টপল্লবৈঃ।
গোমূত্রপিষ্টৈর্গুটিকাং ছায়াশুষ্কাং প্রকল্পয়েৎ॥
তাং নিধায় মুখে সুপ্যাচ্চলদন্তাতুরো নরঃ।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিচ্চলদন্তস্য ভেষজম্॥

মুতা, হরীতকী, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ ও নিমপত্র এই সমুদায় গোমূত্রে পেষণ করিয়া একমাষা প্রমাণ গুটিকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। রাত্রিতে শয়নকালে এই গুটিকা মুখে রাখিয়া নিদ্রা যাইলে চলদন্ত নিবারণ হয়।

শৌষিরে হৃতরক্তে তু লোধ্রমুস্তা রসাঞ্জনৈঃ।
সক্ষৌদ্রৈঃ শস্যতে লেপো গণ্ডূষে ক্ষীরিণো হিতাঃ।

শৌষিররোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া লোধ, মুতা ও রসোত মধুর সহিত মর্দ্দিত করিয়া লেপন করিবে। ইহাতে বটাদি ক্ষীরীবৃক্ষ সকলের ক্বাথে গণ্ডূষ কর্ত্তব্য।

ক্রিয়াং পরিদরে কুর্য্যাচ্ছীতাদোক্তাং বিচক্ষণঃ।

পরিদররোগে শীতাদরোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

সংশোধ্যোভয়তঃ কায়ং শিরশ্চোপকুশে তথা।
কাষ্ঠোডুম্বরিকা পত্রৈ র্ব্রণং বিস্রাবয়েদ্ ভিষক্।
লবণৈঃ ক্ষৌদ্রযুক্তৈশ্চ সব্যোষৈঃ প্রতিসারয়েৎ॥

উপকুশরোগে বমন, বিরেচন ও নস্য প্রদানানন্তর ডুমুরপত্র দ্বারা ব্রণ বিস্রাবিত করিবে। ইহাতে সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, পিঁপুল ও মরিচ চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রতিসারণ কর্ত্তব্য।

শস্ত্রেণোদ্ধৃত্য বৈদর্ভং দন্তমূলানি শোধয়েৎ।
ততঃ ক্ষারং প্রযুঞ্জীত ক্রিয়াঃ সর্ব্বাশ্চ শীতলাঃ।

বৈদর্ভরোগে শস্ত্রদ্বারা পীড়িতদন্ত উদ্ধৃত করিয়া দন্তমূল হইতে দুষ্ট শোণিতাদি নিঃসারণ করিবে। তদনন্তর ক্ষার প্রয়োগ এবং সমস্ত শীতলক্রিয়া কর্ত্তব্য।

উদ্ধৃত্যাধিকদন্তন্তু ততোঽগ্নিমবচারয়েৎ।
ক্রিমিদন্তকবচ্চাত্র বিধিঃ কার্য্যো বিজানতা॥

খলীবর্দ্ধনরোগে অতিরিক্ত দন্তটী উদ্ধৃত করিয়া অগ্নিপ্রয়োগ করিবে। ইহাতে ক্রিমিদন্তের চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

ছিত্বাধিমাসং সক্ষৌদ্রৈ রেতৈশ্চূর্ণৈ রুপাচরেৎ।
বচাতেজস্বিনীপাঠা স্বর্জ্জিকা যাবশূকজৈঃ॥

অধিকমাংস ছেদন করিয়া বচ, চৈঁই, আকনাদি, সাচিক্ষার ও যবক্ষার ইহাদের

চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেইস্থানে প্রয়োগ করিবে।

ক্ষৌদ্র দ্বিতীয়ঃ পিপ্পল্যঃ কবলে চাত্র কীর্ত্তিতাঃ।
পটোল নিম্ব ত্রিফলা কষায়শ্চাত্র ধারণে ॥

পিঁপুলচূর্ণ মধু দিয়া মাড়িয়া তাহার কবল এবং পটোলপত্র, নিমছাল, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ইহাদের ক্কাথে মুখ ধৌত করা কর্ত্তব্য।

নাড়ীব্রণহরং কর্ম্ম দন্তনাড়ীষু কারয়েৎ।
যং দন্ত মধিজায়েত নাড়ী তং দন্তমুদ্ধরেৎ ॥

দন্তনাড়িতে নাড়ীব্রণনাশক চিকিৎসা কর্ত্তব্য। যে দন্তে নালী হয়, তাহা উদ্ধৃত করিয়া ফেলা উচিত।

ছিত্ত্বা মাংসানি শস্ত্রেণ যদি নোপরিজো ভবেৎ।
উদ্ধৃত্য চ দহেচ্চাপি ক্ষারেণ জ্বলনেন বা ॥

নিম্নপাটীর দন্তে নালী হইলে শস্ত্রদ্বারা মাংস সকল ছেদন করিয়া উহা তুলিয়া ক্ষার বা অগ্নিদ্বারা ঐ স্থান দগ্ধ করিবে।

গতির্হিনস্তি হন্বস্থি দশনে সমুপেক্ষিতে।
তস্মাৎ সমূলং দশনং নির্হরেদ্ ভগ্নমস্থি চ ॥

দন্তনালী উপেক্ষিত হইলে হনুস্থ অস্থি পর্য্যন্ত সংহার করে। অতএব মূলসহিত ঐ দন্ত ও ভগ্ন অস্থি নির্হৃত করিবে।

উদ্ধৃতে তুত্তরে দন্তে শোণিতং প্রস্রবেদতি।
রক্তাভিযেকাৎ পূর্ব্বোক্তা ঘোরা রোগা ভবন্তি হি ॥
কাণঃ সঞ্জায়তে জন্তুরর্দ্দিতং তস্য জায়তে।
চলমপ্যুত্তরং দন্তমতো নৈবোদ্ধরেদ্ ভিষক্ ॥

উপরপাটীর দন্ত তুলিলে অধিক রক্তস্রাব, কাণতা, অর্দ্দিত ও অন্যান্য বিবিধ রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। অতএব উপরের দন্ত নড়িলেও কদাচ উৎপাটন করিবে না।

কষায়ৈর্জাতি মদন কটুক স্বাদুকণ্টকৈঃ।
লোধ্রখদির মঞ্জিষ্ঠা যষ্ট্যাহ্বৈশ্চ কৃতৈস্তথা ॥
তৈলং ঘৃতং বা সংপক্বং হন্যাদ্ দন্তগতাং গতিম্ ॥

জাতীপত্র, মদনছাল,, কটুকী, গোক্ষুর, লোধ, খদিরকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু ইহাদের ক্কাথে যথাবিধি তৈল বা ঘৃত পাক করিয়া ব্যবহার করিলে দন্তনালী প্রশমিত হয়।

বিদ্রধ্যুক্তং বিধিং যুক্তং বিদধ্যাদ্ দন্তবিদ্রধৌ।
শস্ত্রকর্ম্ম নরস্তত্র কুশলেনৈব কারয়েৎ ॥

দন্তবিদ্রধিরোগে সামান্য বিদ্রধির চিকিৎসা কর্ত্তব্য। ইহাতে শস্ত্রকর্ম্ম কর্ত্তব্য।

দন্তরোগাধিকারঃ।

দন্তরোগাণাং নামানি সংখ্যা চ।

দালনঃ কথিতঃ পূর্ব্বঃ কৃমিদন্তক এব চ।
প্রোক্তো ভঞ্জনকো দন্তহর্ষো বৈ দন্তশর্করা ॥
কপালিকাত্র কথিতা শ্যাবদন্তক এব চ।
করালসংজ্ঞ ইত্যষ্টৌ দন্তরোগঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

দালন, কৃমিদন্তক, ভঞ্জনক, দন্তহর্ষ, দন্তশর্করা, কপালিকা, শ্যাবদন্তক ও করাল, দন্তে এই আটটী রোগ উৎপন্ন হয়।

তত্র দালনস্য লক্ষণম্।

দীর্য্যমাণেষ্বির রুজা যত্র দন্তেষু জায়তে।
দালনো নাম স ব্যাধিঃ সদাগতিনিমিত্তজঃ ॥

যে রোগে দন্ত সকল যেন বিদীর্ণ হইল এইরূপ যাতনা উপস্থিত হয়, তাহাকে দালন রোগ বলে। ইহা বায়ুজন্য পীড়া।

ক্রিমিদন্তকস্য লক্ষণম্ ।

কৃষ্ণচ্ছিদ্রশ্চলঃ স্রাবী সসংরম্ভো মহারুজঃ ।
অনিমিত্তরুজো বাতাৎ স জ্ঞেয়ঃ কৃমিদন্তকঃ ॥

সসংরম্ভো দন্তমূলশোথযুক্তঃ তত্রৈব স্রাবো বোদ্ধব্যঃ। অনিমিত্তরুজঃ অবঘট্টনাদিনিমিত্তং বিনৈব মহারুজাবান্।

ক্রিমিদন্তরোগে দন্তে কৃষ্ণবর্ণ ছিদ্রোৎপত্তি, ঐ দন্তের চলন, দন্তমূলে শোথ পূয়াদিস্রাব নির্গম এবং আঘাতাদি ব্যতিরেকেই অতিশয় বেদনা এইসকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

ভঞ্জনকস্য লক্ষণম্ ।

বক্ত্রং বক্রং ভবেদ্ যত্র দন্তভঙ্গশ্চ জায়তে ।
কফবাতকৃতো ব্যাধিঃ স ভঞ্জনক সংজ্ঞকঃ ॥

যে রোগে মুখ বক্র ও দন্ত ভগ্ন হয়, তাহাকে ভঞ্জনক বলে। ইহা বাতশ্লৈষ্মিক পীড়া।

দন্তহর্ষস্য লক্ষণম্ ।

শীতরুক্ষ প্রবাতাম্লস্পর্শানামসহা দ্বিজাঃ ।
যত্র স্যুর্বাতপিত্তাভ্যাং দন্তহর্ষঃ স কীর্ত্তিতঃ ॥
অন্যচ্চ । শীতমুষ্ণঞ্চ দশনাঃ সহন্তে স্পর্শনং ন চ ।
যস্য তং দন্তহর্ষন্তু ব্যাধিং বিদ্যাৎ সমীরণাৎ ॥

দন্তহর্ষরোগে দন্তসকলে শীত, উষ্ণ, রুক্ষ, বায়ুপ্রবাহ ও অম্ল এই সকলের স্পর্শ সহ্য হয় না। দন্তে কিছু লাগিলেই সিহরিয়া উঠিতে হয়। ইহাকে দন্তহর্ষ বলা যায়। এই পীড়া বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ জন্য হইয়া থাকে।

দন্তশর্করায়া লক্ষণম্ ।

মলো দন্তগতো যস্তু কফশ্চানিলশোষিতঃ ।
শর্করেব খরস্পর্শা সা জ্ঞেয়া দন্তশর্করা ॥

দন্তগত মল ও কফ বায়ু দ্বারা শোষিত হইয়া শর্করার ন্যায় খরস্পর্শ হইলে তাহাকে দন্তশর্করা বলা যায়।

কপালিকায়া লক্ষণম্ ।

কপালেষ্বিব দীর্য্যৎসু দন্তেষু সমলেষু চ ।
কপালিকেতি বিজ্ঞেয়া দন্তচ্ছিদ্ দন্তশর্করা ॥

মলসহিত দন্তাবয়ব, ঘটাদির খণ্ডের ন্যায় বিদীর্ণ হইলে তৎকালিক দন্তশর্করাকে কপালিকা বলা যায়। ইহা দন্তনাশক।

শ্যাবদন্তকস্য লক্ষণম্ ।

যোঽসৃঙ্মিশ্রেণ পিত্তেন দগ্ধো দন্তস্ত্বশেষতঃ ।
শ্যাবতাং নীলতাং বাপি গতঃ স শ্যাবদন্তকঃ ॥

দগ্ধঃ দগ্ধইব ।

কোন দন্ত, রক্ত ও পিত্তদ্বারা সর্ব্বাংশে দগ্ধবৎ হইয়া শ্যাব বা নীলবর্ণ হইলে তাহাকে শ্যাবদন্তক বলা যায়।

করালস্য লক্ষণম্ ।

শনৈঃ শনৈঃ প্রকুরুতে যত্র দন্তাশ্রিতোঽনিলঃ ।
করালান্ বিকটান্ দন্তান্ স করালো ন সিধ্যতি ॥

যে রোগে দন্তাশ্রিত বায়ু দন্ত সকলকে ক্রমে ক্রমে ভয়ানক ও বিকট করে, তাহাকে করাল বলে। এই পীড়া অসাধ্য।

দন্তরোগাণাং চিকিৎসা ।

দন্তরোগেষু সর্ব্বেষু ক্লেদহৃদ্ দোষসজ্বনুৎ ।
ভেষজং যোজয়েদ্ বিদ্বান্ দৃষ্ট্বা দোষবলং ভিষক্ ॥

সকল প্রকার দন্তরোগে দোষের বল বিবেচনা করিয়া ক্লেদহর ও ত্রিদোষনাশক ঔষধ প্রয়োজ্য ।

ফলান্যম্লানি শীতাম্বু রুক্ষান্নং দন্তধাবনম্ ।
তথাতিকঠিনং ভক্ষ্যং দন্তরোগী বিবর্জ্জয়েৎ ॥

দন্তরোগে অম্লফল, শীতল জল, রুক্ষ অন্ন, কঠিন ভক্ষ্যদ্রব্য এবং দন্তধাবন বর্জ্জনীয় ।

লাক্ষাদ্যং তৈলম্ ।

তৈলং লাক্ষারসং ক্ষীরং পৃথক্ প্রস্থমিতং পচেৎ ।
দ্রব্যৈঃ পলমিতৈরেতৈঃ ক্বাথৈশ্চাপি চতুর্গুণৈঃ ॥
লোধ্রকট্‌ফল মঞ্জিষ্ঠা পদ্মকেশর পদ্মকৈঃ ।
চন্দনোৎপল যষ্ট্যাহ্বৈস্তৎ তৈলং বদনে ধৃতম্ ॥
দালনং দন্তচালঞ্চ দন্তমোক্ষং কপালিকাম্ ।
শীতাদং পূতিবক্ত্রঞ্চ বিরুচিং বিরসাস্যতাম্ ॥
হন্যাদাশু গদানেতান্ কুর্য্যাদ্ দন্তানপি স্থিরান্ ।
লাক্ষাদিকমিদং তৈলং দন্তরোগেষু পূজিতম্ ॥

তিলতৈল ৪ সের । লাক্ষার জল ও দুগ্ধ প্রত্যেক ৪ সের । ক্বাথার্থ লোধ, কট্‌ফল, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকেশর, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, শুঁদিমূল ও যষ্টিমধু প্রত্যেক ২ পল, পাকার্থ জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের । কল্কার্থ ক্বাথ্যদ্রব্য সকলের প্রত্যেকের ১ পল । যথাবিধি পাক করিবে । এই তৈল মুখে ধারণ করিলে দালন প্রভৃতি দন্তরোগ সমূহের নাশ হইয়া দন্তসকলের স্থৈর্য্য সম্পাদিত হয় ।

জয়েদ্ বিস্রাবণৈঃ স্বিন্নমচলং ক্রিমিদন্তকম্ ।
তথাবপীড়ৈর্বাতঘ্নৈঃ স্নেহগণ্ডূষধারণৈঃ ॥
ভদ্রদার্ব্বাদি বর্ষাভূলেপৈঃ স্নিগ্ধৈশ্চ ভোজনৈঃ ।
হিঙ্গু সোষ্ণঞ্চ মতিমান্ ক্রিমিদন্তে প্রয়োজয়েৎ ॥

ক্রিমিদন্ত অধিক না নড়িলে উহাতে স্বেদ প্রদান করিয়া দুষ্ট রসাদি নিঃসারণ করিবে । ইহাতে বাতঘ্ন স্নেহ গণ্ডূষ ধারণ, নস্য, পুনর্নবা ও দেবদারু প্রভৃতি প্রলেপ, স্নিগ্ধ ভোজন এবং হিঙ্গু উষ্ণ করিয়া ক্রিমিদন্তে প্রয়োগ এই সমস্ত হিতকর ।

বৃহতী ভূমিকদম্ব পঞ্চাঙ্গুল কণ্টকারিকা ক্বাথঃ ।
গণ্ডূষস্তৈলযুতঃ ক্রিমিদন্তকবেদনাশমনঃ ॥

বৃহতী, ভুঁইকদম, এরণ্ডমূল ও কণ্টকারীর ক্বাথে তৈল মিশ্রিত করিয়া গণ্ডূষধারণ করিলে ক্রিমিদন্তের বেদনার শান্তি হয় ।

স্নেহানাং কবলাঃ কোষ্ণাঃ সর্পিষস্ত্রৈবৃতস্য চ ।
নির্য্যূহাশ্চানিলঘ্নানাং দন্তহর্ষপ্রমর্দ্দনাঃ ॥

ঈষদুষ্ণ স্নেহের, তেউড়ীর সহিত সিদ্ধ ঘৃতের এবং বাতঘ্নদ্রব্যের ক্বাথের কবল দন্তহর্ষ রোগনাশক ।

অহিংসন্ দন্তমূলানি শর্করা মুদ্ধরেদ্ ভিষক্ ।
লাক্ষাচূর্ণৈর্মধুযুতৈস্তস্তাঃ প্রতিসারয়েৎ ॥

দন্তমূলের হানি না হয় এরূপ সাবধানে শস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া দন্তশর্করা উদ্ধৃত করিবে । তদনন্তর মধুসংযুক্ত লাক্ষাচূর্ণ দ্বারা প্রতিসারণ করিবে ।

দন্তহর্ষ ক্রিয়াশ্চাত্র কুর্য্যান্নিরবশেষতঃ ।
কপালিকা কৃচ্ছ্রতমা তত্রাপ্যেষা ক্রিয়া হিতা ॥

দন্তশর্করারোগে, দন্তহর্ষে বিহিত ক্রিয়া সমস্ত কর্ত্তব্য । কপালিকারোগ অতি কষ্ট-সাধ্য, তাহাতেও দন্তহর্ষের ন্যায় চিকিৎসা বিধেয় ।

জিহ্বারোগাধিকারঃ।

জিহ্বারোগাণাং নিদানং নামানি সংখ্যা চ।

বাতজঃ পিত্তজশ্চাপি কফজোঽলাসসংজ্ঞকঃ।
উপজিহ্বিকা চ গদা জিহ্বায়াং পঞ্চ কীর্ত্তিতাঃ॥

জিহ্বাতে বাতজ, পিত্তজ ও কফজ এই তিন প্রকার এবং অলাস ও উপজিহ্বিকা এই দুই প্রকার, সমুদায়ে পাঁচপ্রকার রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

তত্র বাতজস্য জিহ্বারোগস্য লক্ষণম্।

জিহ্বানিলেন স্ফুটিতা প্রসুপ্তা
ভবেচ্চ শাকচ্ছদন প্রকাশা॥

বাতজরোগে জিহ্বা স্ফুটিত, আস্বাদানাভিজ্ঞ এবং কামরূপদেশীয় শাকনামক বৃক্ষের পত্রের ন্যায় কণ্টকব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

পিত্তজস্য লক্ষণম্।

পিত্তাৎ সদাহৈ রূপচীয়তে চ
দীর্ঘৈঃ সরক্তৈরপি কণ্টকৈশ্চ॥

পৈত্তিক রোগে দাহকারক, রক্তবর্ণ, দীর্ঘকণ্টক সমূহ দ্বারা জিহ্বা আকীর্ণ হয়।

কফজস্য লক্ষণম্।

কফেন গুর্ব্বী বহলা সিতা চ
মাংসোচ্ছ্রয়ৈঃ শাল্মলিকণ্টকাভৈঃ।

কফজরোগে জিহ্বা ক্ষারবিশিষ্ট, স্থূল ও শুভ্রবর্ণ এবং শিমূলের কাঁটার ন্যায় মাংসকণ্টক সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত হয়।

জিহ্বাতলে যঃ শ্বয়থুঃ প্রগাঢ়ঃ
সোঽলাসসংজ্ঞঃ কফরক্তমূর্ত্তিঃ।
জিহ্বাং স তু স্তম্ভয়তি প্রবৃদ্ধো
মূলে চ জিহ্বা ভৃশমেতি পাকম্॥

প্রগাঢ়ঃ প্রকর্ষেণ গাঢ়ো দারুণঃ। কফরক্তমূর্ত্তিঃ কফরক্তাভ্যাং মূর্ত্তির্যস্য স কফরক্তজ ইত্যর্থঃ। জিহ্বাস্তম্ভেন বায়ুরপ্যত্র বোদ্ধব্যঃ, ভৃশপাকেন পিত্তঞ্চ। অতস্ত্রিদোষজোঽয়মসাধ্যত্বঞ্চাস্য।

কফ ও রক্তের বিকৃতি জন্য জিহ্বাতে অতি দারুণ শোথ উৎপন্ন হয়, উহা বৃদ্ধি পাইলে জিহ্বাস্তম্ভ ও জিহ্বার মূলদেশে পাক উপস্থিত হয়। ইহার নাম অলাস রোগ। ইহা ত্রিদোষজ ও অসাধ্য পীড়া।

উপজিহ্বিকায়া লক্ষণম্।

জিহ্বাগ্ররূপঃ শ্বয়থুর্হি জিহ্বা-
মুন্নম্য জাতঃ কফরক্তযোনিঃ।
প্রসেককণ্ডুপরিদাহযুক্তঃ
প্রকথ্যতেঽসাবুপজিহ্বিকেতি॥
জিহ্বাগ্ররূপো জিহ্বাগ্রাকৃতিঃ।

রক্ত ও কফের প্রকোপ জন্য, জিহ্বাকে উন্নত করিয়া তাহার নিম্নভাগে অগ্রাংশের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট শোথবিশেষ উৎপন্ন হইয়া লালাস্রাব, কণ্ডূ ও দাহ উপস্থিত করে। ইহাকে উপজিহ্বিকা বলে।

জিহ্বারোগাণাং চিকিৎসা।

জিহ্বাগতবিকারাণাং শস্তং শোণিতমোক্ষণম্।
গুড়ূচীপিপ্পলীনিম্বকবলঃ কটুভিঃ সুখঃ॥

সমস্ত প্রকার জিহ্বারোগে রক্তমোক্ষণ প্রশস্ত এবং গুলঞ্চ, পিঁপুল ও নিমছাল ইহাদের ক্বাথের সহিত শুণ্ঠীপ্রভৃতি কটুদ্রব্যের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তাহার কবল ব্যবস্থেয়।

ওষ্ঠকোপে তু নিলজে যদুক্তং প্রাক্ চিকিৎসিতম্।
কণ্টকেষনিলোত্থেষু তৎ কার্য্যং ভিষজা খলু॥

বায়ুজন্য ওষ্ঠরোগে যে চিকিৎসা লিখিত হইয়াছে, বায়ুজন্য জিহ্বাকণ্টকেও তৎসমস্ত বিধেয়।

পিত্তজেষু নিঘৃষ্টেষু নিঃস্রুতে দুষ্টশোণিতে।
প্রতিসারণগণ্ডূষনস্যানি মধুরং হিতম্॥

পিত্তজ জিহ্বাকণ্টক ঘর্ষণ করিয়া তাহা হইতে দুষ্টরক্ত নিঃসারণ করিয়া প্রতিসারণ গণ্ডূষ ও নস্য প্রয়োগ এবং মধুর ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

কণ্টকেষু কফোত্থেষু লিখিতেষসৃজঃ ক্ষয়ে।
পিপ্পল্যাদির্মধুযুতঃ কার্য্যস্তু প্রতিসারণে॥

কফজ জিহ্বাকণ্টক শস্ত্রদ্বারা দূরীকৃত ও দুষ্টরক্ত নিঃসৃত করিয়া মধুসংযুক্ত পিপ্পল্যাদিগণের চূর্ণদ্বারা প্রতিসারণ করিবে।

উপজিহ্বান্তু সংলিখ্য ক্ষারেণ প্রতিসারয়েৎ।
শিরোবিরেকগণ্ডূষ ধূমৈশ্চৈনামুপাচরেৎ॥

উপজিহ্বা উপযুক্ত শস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া ক্ষারদ্বারা প্রতিসারণ করিবে। তদনন্তর নস্য, গণ্ডূষ ও ধূম প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

ব্যোষক্ষারাভয়াবহ্নিচূর্ণমেতৎপ্রঘর্ষণম্।
উপজিহ্বাপ্রশান্ত্যর্থ মেভিস্তৈলঞ্চ পাচয়েৎ॥

উপজিহ্বা রোগে শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হরীতকী ও চিতামূল ইহাদের চূর্ণদ্বারা প্রতিসারণ করিবে। এই সকল কল্কের সহিত পক্ক তৈলেও উপকার দর্শে।

তালুরোগাধিকারঃ।

তালুরোগাণাং নামানি সংখ্যা চ।

গলশুণ্ডী তুণ্ডিকের্য্যধ্রুবঃ কচ্ছপ এব চ।
তাল্বর্ব্বুদশ্চ কথিতো মাংসসঙ্ঘাত এব চ॥
তালুপুপ্পুটনামা চ তালুশোষস্তথৈব চ।
তালুপাকশ্চ কথিতস্তালুরোগা অমী নব॥

তালুতে গলশুণ্ডী, তুণ্ডিকেরী, অধ্রুব, কচ্ছপ, তাল্বর্ব্বুদ, মাংসসংঘাত, তালুপুপ্পুট, তালুশোষ ও তালুপাক এই নয়টী রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

তত্র গলশুণ্ড্যা লক্ষণম্।

শ্লেষ্মাসৃগ্‌ভ্যাং তালুমূলাৎ প্রবৃদ্ধো
দীর্ঘঃ শোথো ধ্মাতবস্তিপ্রকাশঃ।
তৃষ্ণাকাসশ্বাসজুষ্টং বদন্তি
বৈদ্যা ব্যাধিং গলশুণ্ডীতি নাম্না॥

কফ ও রক্তের প্রকোপ জন্য তালুমূল হইতে শোথ উৎপন্ন ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বায়ুপূরিত চর্ম্মপুটের ন্যায় হইয়া উঠে এবং তৃষ্ণা, কাস ও শ্বাস উপস্থিত হয়। এই পীড়াকে গলশুণ্ডী বলে।

তুণ্ডিকের্য্যা লক্ষণম্।

শোথঃ স্থূলস্তোদদাহপ্রপাকী
প্রাগুক্তাভ্যাং তুণ্ডিকেরী মতা তু।
তুণ্ডিকেরী বনকার্পাসীফলম্, তত্তুল্যা ইতি।

কফ ও রক্তের প্রকোপ জন্য গলে বনকার্পাসের ফলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট স্থূল শোথ উৎপন্ন হইয়া সূচীবেধবৎ বেদনা, দাহ ও পাক উপস্থিত হয়। এই পীড়ার নাম তুণ্ডিকেরী।

অধ্রুবস্য লক্ষণম্।

মন্দঃ শোথো লোহিতঃ শোণিতোত্থো
জ্ঞেয়োঽধ্রুবঃ সজ্বরস্তীব্ররুক্ চ॥

তালুতে রক্ত প্রকোপ জন্য লোহিতবর্ণ অনতিস্থূল শোথ উৎপন্ন হইয়া তাহাতে তীব্র বেদনা ও জ্বর উপস্থিত হইলে তাহাকে অধ্রুব রোগ বলা যায়।

কচ্ছপস্য লক্ষণম্।

কূর্ম্মোন্নতোঽবেদনোঽশীঘ্রজন্মা
রোগো জ্ঞেয়ঃ কচ্ছপঃ শ্লেষ্মণা তু।

তালুতে দীর্ঘকালে উৎপন্ন, অল্প বেদনা বিশিষ্ট এবং কচ্ছপের ন্যায় উন্নত শোথ বিশেষকে কচ্ছপ বলে। ইহা কফজ পীড়া।

তাল্বর্ব্বুদস্য লক্ষণম্।

পদ্মাকারং তালুমধ্যে তু শোথং
বিদ্যাদ্রক্তাদর্ব্বুদং প্রোক্তলিঙ্গম্॥

পদ্মাকারং পদ্মকর্ণিকাকেশরৈরিব পার্শ্বতো দীর্ঘৈর্ম্মাংসাঙ্কুরৈর্বেষ্টিতম্। প্রোক্তলিঙ্গং পূর্ব্বোক্ত-রক্তার্ব্বুদলিঙ্গম্।

যেরূপ পদ্মের কর্ণিকা চারিদিকে কেশরসমূহ দ্বারা বেষ্টিত থাকে, সেইরূপ চারিদিকে দীর্ঘ মাংসাঙ্কুর দ্বারা বেষ্টিত, পূর্ব্বোক্ত রক্তার্ব্বুদের ন্যায় লক্ষণবিশিষ্ট তালুজাত শোথকে তাল্বর্ব্বুদ বলে। ইহা রক্তপ্রকোপ জন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মাংসসংঘাতস্য লক্ষণম্।

দুষ্টং মাংসং শ্লেষ্মণা নীরুজঞ্চ
তাল্বন্তঃস্থং মাংসসংঘাতমাহুঃ।

কফপ্রাবল্য হেতু তালুর মধ্যে সঞ্জাত, অল্পবেদনাবিশিষ্ট মাংসোচ্চয়কে মাংসসংঘাত বলা যায়।

তালুপুপ্পুটস্য লক্ষণম্।

নীরুক্ স্থায়ী কোলমাত্রঃ কফাত্মা
মেদোযুক্তঃ পুপ্পুটস্তালুদেশে॥

তালুদেশে উৎপন্ন বেদনা শূন্য, মেদযুক্ত এবং কুলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, স্থায়ী শোথকে তালুপুপ্পুট বলে। ইহা কফ-জন্য পীড়া।

তালুশোষস্য লক্ষণম্।

শোষোঽত্যর্থং দীর্য্যতে চাপি তালুঃ
শ্বাসো বাতাৎ তালুশোষোঽয়মুক্তঃ।

অত্যন্ত তালুশোষ, শ্বাস এবং তালুতে বিদারণবৎ পীড়া উপস্থিত হইলে তাহাকে তালুশোষ বলা যায়।

তালুপাকস্য লক্ষণম্।

পিত্তং কুর্য্যাৎ পাকমত্যর্থ ঘোরং
তালুন্যেনং তালুপাকং বদন্তি॥

পিত্ত কুপিত হইয়া তালুতে অতি কষ্টদায়ক পাক উৎপন্ন করিলে তাহাকে তালুপাক বলা যায়।

তালুরোগাণাং চিকিৎসা।

কুষ্ঠোষণ বচা সিন্ধু কণা পাঠাপ্লবৈরপি।
সক্ষৌদ্রৈর্ভিষজা কার্য্যং গলশুণ্ডীপ্রঘর্ষণম্॥

কুড়, পিঁপুলমূল, বচ, সৈন্ধবলবণ, পিঁপুল, আকনাদি ও কৈবর্ত্ত মুস্তক ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া গলশুণ্ডী ঘর্ষণ করিবে।

অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিসন্দংশেনাকৃষ্য গলশুণ্ডিকাম্।
ছেদয়েন্মণ্ডলাগ্রেণ জিহ্বোপরি তু সংস্থিতাম্।

অতিচ্ছেদাৎ স্রবেদ্ রক্তং ততো হেতোর্ম্রিয়েত চ।
হীনচ্ছেদাদ্ ভবেচ্ছোথো লালাস্রাবো ভ্রমস্তথা।
তস্মাদ্ বৈদ্যঃ প্রযত্নেন দৃষ্টকর্ম্মা বিশারদঃ।
গলশুণ্ডীন্তু সংছিন্দ্য কুর্য্যাৎ প্রাপ্তামিমাং ক্রিয়াম্॥

অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী রূপ সন্দংশ দ্বারা গলশুণ্ডী আকর্ষণ করিয়া জিহ্বার উপরে রাখিয়া মণ্ডলাগ্র শস্ত্রদ্বারা ছেদন করিবে। অতিচ্ছেদে অধিক রক্তস্রাব হইয়া প্রাণহানি হইতে পারে এবং অল্পচ্ছেদেও শোথ, লালাস্রাব ও ভ্রম উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব দৃষ্টকর্ম্মা শস্ত্রক্রিয়াকুশল বৈদ্য অতিযত্ন ও সাবধানতাপূর্ব্বক উহা ছেদন করিয়া নিম্ন লিখিত ক্রিয়া করিবেন।

পিপ্পল্যতিবিষা কুষ্ঠ বচা মরিচ নাগরৈঃ।
ক্ষৌদ্রযুক্তৈঃ সলবণৈস্ততস্তাং প্রতিসারয়েৎ॥
বচামতিবিষাপাঠারাস্নাকটুকরোহিণীঃ।
নিষ্কাথ্য পিচুমর্দ্দঞ্চ কবলং তত্র কারয়েৎ॥

শস্ত্রক্রিয়ার পর পিঁপুল, আতইচ, কুড়, বচ, মরিচ, শুঁঠ ও সৈন্ধব লবণ এই সকলের সমভাগে মিলিত চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রতিসারণ এবং বচ, আতইচ, আকনাদি, রাস্না, কট্‌কী ও নিমছাল ইহাদের ক্বাথের কবল ব্যবস্থা করিবে।

তুণ্ডিকের্য্যধ্রুষে কূর্ম্মে সংঘাতে তালুপুপ্পুটে।
এষ এব বিধিঃ কার্য্যো বিশেষাচ্ছস্ত্রকর্ম্ম চ॥

তুণ্ডীকেরী, অধ্রুব, কচ্ছপ, মাংসসংঘাত ও তালুপুপ্পুট এই সকল রোগে গলশুণ্ডীর ন্যায় ক্রিয়া বিশেষতঃ শস্ত্রকর্ম্ম কর্ত্তব্য।

তালুপাকে তু কর্ত্তব্যং বিধানং পিত্তনাশনম্।
স্নেহস্বেদৌ তালুশোষে বিধিশ্চানিলনাশনঃ॥

তালুপাকে পিত্তনাশক ক্রিয়া এবং তালুশোষে স্নেহপ্রয়োগ, স্বেদক্রিয়া ও বায়ুনাশক বিধি ব্যবস্থেয়।

গলরোগাধিকারঃ।

গলরোগাণাং নামানি সংখ্যা চ।

রোহিণী পঞ্চধা প্রোক্তা কণ্ঠশালূক এব চ।
অধিজিহ্বশ্চ বলয়োঽলাসনামৈকবৃন্দকঃ।
ততো বৃন্দঃ শতঘ্নী চ গিলায়ুঃ কণ্ঠবিদ্রধিঃ।
গলৌঘশ্চ স্বরঘ্নশ্চ মাংসতানস্তথৈব চ।
বিদারী কণ্ঠদেশে তু রোগা অষ্টাদশ স্মৃতাঃ॥

পাঁচ প্রকার রোহিণী, কণ্ঠশালূক, অধিজিহ্ব, বলয়, অলাস, একবৃন্দ, বৃন্দ, শতঘ্নী, গিলায়ু, কণ্ঠবিদ্রধি, গলৌঘ, স্বরঘ্ন, মাংসতান ও বিদারী এই আঠার প্রকার রোগ কণ্ঠদেশে জন্মে।

পঞ্চানাং রোহিণীনাং সামান্যা সম্প্রাপ্তিঃ।

গলেঽনিলঃ পিত্তকফৌ চ মূর্চ্ছিতৌ
প্রদূষ্য মাংসঞ্চ তথৈব শোণিতম্।
গলোপসংরোধকরৈস্তথাঙ্কুরৈ-
র্নিহন্ত্যসূন্ ব্যাধিরিয়ং হি রোহিণী॥

অনিলো মূর্চ্ছিতঃ প্রবৃদ্ধঃ। পিত্তকফৌ চ মূর্চ্ছিতৌ পিত্তং বা মূর্চ্ছিতং কফো বা মূর্চ্ছিতঃ। সর্ব্বা এব রোহিণ্যঃ সন্নিপাতজাঃ, উৎকর্ষাদ বাতজাদিব্যপদেশঃ।

কণ্ঠদেশে বায়ু, পিত্ত ও কফ পৃথক্ পৃথক্ অথবা ঐ তিন দোষই কুপিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মাংস ও রক্তকে দূষিত করিয়া কণ্ঠরোধক মাংসাঙ্কুর সমূহ উৎপাদন করিয়া জীবন হরণ করে। এই ব্যাধির নাম রোহিণী।

বাতজায়া রোহিণ্যা লক্ষণম্ ।

জিহ্বা সমন্তাদ্ ভৃশবেদনাস্ত
মাংসাঙ্কুরাঃ কণ্ঠনিরোধনাঃ স্যুঃ ।
সা রোহিণী বাতকৃতা প্রদিষ্টা
বাতাত্মকোপদ্রবগাঢ়যুক্তা ॥

জিহ্বাসমন্তাৎ জিহ্বায়াঃ সর্ব্বতঃ। বাতাত্মকোপদ্রবগাঢ়যুক্তঃ স্তম্ভাদিভিরতিশয় ব্যথাভির্যুক্তা।

বাতজ রোহিণীরোগে কণ্ঠরোধক মাংসাঙ্কুর সমূহ উৎপন্ন হইয়া জিহ্বার সমস্ত স্থানে অতিশয় বেদনা এবং স্তম্ভাদি বায়ুজ উপদ্রব সকল প্রবলভাবে উপস্থিত হয়।

পিত্তজায়া লক্ষণম্ ।

ক্ষিপ্রোদ্গমা ক্ষিপ্রবিদাহপাকা
তীব্রজ্বরা পিত্তনিমিত্তজাতা ।

পৈত্তিক রোহিণী শীঘ্র উত্থিত, শীঘ্র পচামান ও শীঘ্র পক্ব হয়। ইহাতে অতিশয় দাহ ও জর উপস্থিত হইয়া থাকে।

কফজায়া লক্ষণম্ ।

স্রোতোনিরোধিন্যপি মন্দপাকা
গুর্ব্বী স্থিরা সা কফসম্ভবা তু ॥

কফজ রোহিণী গুরু, স্থির ও দীর্ঘকালে পাকপ্রাপ্ত হয়। ইহার দ্বারা কণ্ঠস্রোতঃ রুদ্ধ হওয়াতে কোন বস্তুর গলাধঃকরণ হয় না।

ত্রিদোষজায়া লক্ষণম্ ।

গম্ভীরপাকিন্যনিবার্য্যবীর্য্যা
ত্রিদোষলিঙ্গা ত্রিভবা ভবেৎ সা ।

সান্নিপাতিক রোহিণী উল্লিখিত বাতজাদি ত্রিবিধ রোহিণীরই লক্ষণাক্রান্ত ও গম্ভীরপাকবিশিষ্ট হয়। ইহার বীর্য্য অনিবার্য্য অর্থাৎ অবশ্য মারক।

রক্তজায়া লক্ষণম্ ।

স্ফোটৈশ্চিতা পিত্তসমানলিঙ্গা
সাধ্যা প্রদিষ্টা রুধিরাত্মিকা তু ।

রক্তজ রোহিণী পৈত্তিক রোহিণীর লক্ষণযুক্ত এবং স্ফোটক সমূহদ্বারা আকীর্ণ হয়। ইহা সুখসাধ্য।

রক্তজেতরাসাং সংহারকত্বাবধিঃ ।

সদ্যস্ত্রিদোষজা হন্তি ত্র্যহাৎ কফসমুদ্ভবা ।
পঞ্চাহাৎ পিত্তসম্ভূতা সপ্তাহাৎ পবনোত্থিতা ॥

সান্নিপাতিক রোহিণী সদ্যঃ, কফজ রোহিণী তিন দিবসে, পৈত্তিক রোহিণী পাঁচ দিবসে এবং বায়ুজ রোহিণী সাত দিবসে প্রাণনাশ করে।

যদ্যপ্যেতাশ্চতস্রো হি প্রোক্তাঃ সামান্যতোঽশুভাঃ।
তথাপ্যন্ত্যৈব সংহর্ত্রী ধ্রুবং তিস্রঃ ক্রিয়াং বিনা ॥

যদিও সান্নিপাতিক, শ্লৈষ্মিক, পৈত্তিক ও বাতিক এই চারিপ্রকার রোহিণীই সামান্যতঃ অসাধ্য বলিয়া কথিত হইল, তথাপি ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্তটীই অর্থাৎ সান্নিপাতিক রোহিণীই নিশ্চয় অসাধ্য, অবশিষ্ট তিন প্রকার রোহিণী চিকিৎসার অভাবে মারক হইয়া থাকে।

কণ্ঠশালূকস্য লক্ষণম্ ।

কোলাস্থিমাত্রঃ কফসম্ভবো যো
গ্রন্থির্গলে কণ্টকশূকভূতঃ ।

খরঃ স্থিরঃ শস্ত্রনিপাতসাধ্য-
স্তং কণ্ঠশালূকমিতি ব্রুবন্তি॥

কণ্টকশূকভৃতঃ কণ্টকবচ্ছূকবচ্চ বেদনাজনকঃ।

কণ্ঠদেশে কুলআঁটির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, দৃঢ় কণ্টক ও শূলের ন্যায় বেদনাজনক, খরস্পর্শ, উৎপন্ন গ্রন্থিকে কণ্ঠশালূক বলে। ইহা শ্লৈষ্মিক ব্যাধি। এই পীড়া শস্ত্রক্রিয়া সাধ্য।

অধিজিহ্বস্য লক্ষণম্।

জিহ্বাগ্ররূপঃ শ্বয়থুঃ কফাত্ত্
জিহ্বোপরিষ্টাদসৃজৈব মিশ্রাৎ।
জ্ঞেয়োঽধিজিহ্বঃ খলু রোগ এব
বিবর্জ্জয়েদাগতপাকমেনম্॥

জিহ্বোপরিষ্টাদিত্যনেন জিহ্বাতলজামুপজিহ্বাং ব্যাবর্ত্তয়তি।

রক্তসহিত কফের প্রকোপ হেতু জিহ্বার উপরিভাগে জিহ্বার অগ্রাংশের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট শোথ বিশেষ উৎপন্ন হয়। ইহার নাম অধিজিহ্ব। ইহা পাকিলে অসাধ্য হয়। উপজিহ্বা জিহ্বার নিম্নে হয়, অধিজিহ্ব জিহ্বাব উপরে হইয়া থাকে।

বলয়স্য লক্ষণম্।

বলাস এবায়তমুন্নতঞ্চ
শোথং করোত্যন্নগতিং নিবার্য্য।
তং সর্ব্বথৈবাপ্রতিবার্য্যবীর্য্যং
বিবর্জ্জনীয়ং বলয়ং বদন্তি॥

কফের প্রকোপ হেতু কণ্ঠদেশে বলয়াকৃতি বিস্তৃত ও উন্নত শোথ উৎপন্ন হইয়া আহার প্রবেশের পথ রোধ করে ইহাকে বলয় বলে ইহা অসাধ্য।

অলাসস্য লক্ষণম্।

গলে তু শোথং কুরুতঃ প্রবৃদ্ধৌ
শ্লেষ্মানিলৌ শ্বাসরুজোপপন্নম্।
মর্ম্মচ্ছিদং তুস্তরমেতদাহু-
র্বলাসসংজ্ঞং ভিষজো বিকারম্॥

মর্ম্মচ্ছিদং হৃদয়মর্ম্মণি চ্ছেদেনেব বেদনাজনকম্। অস্য বলাশ ইত্যপি সংজ্ঞা।

প্রকুপিত কফ ও বায়ু কণ্ঠমধ্যে শোথ উৎপন্ন করিয়া শ্বাস, বেদনা এবং হৃদয়মর্ম্মে ছেদবৎ পীড়া উপস্থিত করে। ইহার নাম অলাস রোগ। এই পীড়া অতি দুশ্চিকিৎস্য। ইহার নামান্তর বলাশ।

একবৃন্দস্য লক্ষণম্।

বৃত্তোন্নতোঽন্তঃ শ্বয়থুঃ সদাহঃ
সকণ্ডুকোঽপাক্যমৃদুর্গুরুশ্চ।
নাম্নৈকবৃন্দঃ পরিকীর্ত্তিতোঽসৌ
ব্যাধির্বলাসক্ষতজপ্রসূতঃ॥

অন্তঃ গলমধ্যে। অপাকী ঈষৎপাকী। অমৃদুঃ ঈষন্মৃদুঃ।

কফ ও রক্তের প্রকোপহেতু কণ্ঠমধ্যে দাহ ও কণ্ডূবিশিষ্ট, ঈষৎ মৃদু ভাবসম্পন্ন, কর্ত্তুলাকার ও উন্নত শোথবিশেষ উৎপন্ন হয়। ইহা শীঘ্র উত্তমরূপে পাকে না। এই পীড়াকে একবৃন্দ বলে।

বৃন্দস্য লক্ষণম্।

সমুন্নতং বৃত্তমমন্দদাহং
তীব্রজ্বরং বৃন্দমুদাহরন্তি।
তচ্চাপি পিত্তক্ষতজপ্রকোপাদ্
বিদ্যাৎ সতোদং পবনাত্মকন্তু॥

পিত্ত ও রক্তের প্রকোপহেতু প্রবল জ্বরের সহিত কণ্ঠে অতিশয় দাহবিশিষ্ট উচ্চ শোথ উৎপন্ন হয়। ইহার নাম বৃন্দরোগ। ইহা বাতাত্মক হইলে সূচীবেধবৎ বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে।

শতঘ্ন্যা লক্ষণম্।

বর্ত্তির্ঘনা কণ্ঠনিরোধিনী তু
চিতাতিমাত্রং পিশিতপ্ররোহৈঃ।
অনেকরুক্ প্রাণহরী ত্রিদোষা
জ্ঞেয়া শতঘ্নীসদৃশী শতঘ্নী।

ঘনা কঠিনা। অনেকরুক্ বাতপিত্তকফজ-তোদদাহকণ্ড্বাদিযুক্তা। শতঘ্নীসদৃশী লৌহকণ্টক-সংছন্না শতঘ্নী মহতী শিলা তত্তুল্যা যতঃ প্রাণবিনাশিনী।

বায়ু, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয়ের প্রকোপহেতু তোদ, দাহ ও কণ্ডূ প্রভৃতি বাতাদি দোষত্রয়কৃত বিবিধ পীড়াবিশিষ্ট, কণ্ঠরোধক, মাংসাঙ্কুর সমূহ দ্বারা পরিব্যাপ্ত, কণ্ঠমধ্যে উৎপন্ন, দৃঢ়, বর্ত্তির ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট পীড়াকে শতঘ্নী বলে। ইহা প্রাণনাশক ব্যাধি। শতঘ্নী শব্দের অর্থ লৌহকণ্টকাচ্ছন্ন বৃহৎ শিলা। শতঘ্নীশস্ত্রের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ও প্রাণনাশক বলিয়া এই পীড়ার নাম শতঘ্নী।

গিলায়োর্লক্ষণম্।

গ্রন্থির্গলে ত্বামলকাস্থিমাত্রঃ
স্থিরোঽল্পরুক্ স্যাৎ কফরক্তমূর্ত্তিঃ।
সংলক্ষ্যতে সক্তমিবাশনঞ্চ
স শস্ত্রসাধ্যস্তু গিলায়ুসংজ্ঞঃ।

কফ ও রক্তের প্রকোপজন্য কণ্ঠ-দেশে আমলার আঁটির ন্যায় আকার ও পরিমাণবিশিষ্ট, দৃঢ় এবং অল্প বেদনাযুক্ত গ্রন্থি উৎপন্ন হয়। ইহাতে গলায় যেন আহারদ্রব্য সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে, এইরূপ বোধ হয়। এই পীড়ার নাম গিলায়ু। ইহা শস্ত্রসাধ্য রোগ।

গলবিদ্রধের্লক্ষণম্।

সর্ব্বং গলং ব্যাপ্য সমুত্থিতো যঃ
শোথো রুজঃ সন্তি চ যত্র সর্ব্বাঃ।
স সর্ব্বদোষৈর্গলবিদ্রধিস্তু
তস্যৈব তুল্যঃ খলু সর্ব্বজস্য।

বাতাদি দোষত্রয়ের প্রকোপহেতু সমস্ত কণ্ঠ ব্যাপিয়া মহৎ শোথ উৎপন্ন হইলে এবং তাহাতে তোদ, দাহ ও কণ্ডূ প্রভৃতি পীড়া থাকিলে তাহাকে গলবিদ্রধি বলা যায়। ইহা পূর্ব্বোক্ত সান্নিপাতিক বিদ্রধির ন্যায় লক্ষণাক্রান্ত।

গলৌঘস্য লক্ষণম্।

শোথো মহানন্নজলাবরোধী
তীব্রজ্বরো বায়ুগতের্নিহন্তা।
কফেন জাতো রুধিরান্বিতেন
গলে গলৌঘঃ পরিকীর্ত্ত্যতেঽসৌ।

কফ ও রক্তের প্রকোপজন্য তীব্রজ্বরের সহিত কণ্ঠে মহৎ শোথ উৎপন্ন হইয়া অন্ন, জল এমন কি বায়ুর গতি পর্য্যন্তও রোধ করে। ইহার নাম গলৌঘ রোগ।

স্বরঘ্নস্য লক্ষণম্।

যস্তাম্যমানঃ শ্বসিতি প্রসক্তং
ভিন্নস্বরঃ শুষ্কবিমুক্তকণ্ঠঃ।

কফোপদিগ্ধেম্বনিলায়নেষু
জ্ঞেয়ঃ স রোগঃ শ্বসনাৎ স্বরঘ্নঃ।

তাম্যমানস্তমঃ পশ্যন্। শুষ্কবিমুক্তকণ্ঠঃ শুষ্কো বিমুক্তোঽস্বাধীনঃ কণ্ঠো যস্য সঃ। অস্বাধীনতা কিমপি গিলিতুমশক্যত্বাৎ। অনিলায়নেষু বায়ুবর্ত্মসু। শ্বসনাৎ বাতাৎ।

কফদ্বারা বায়ুমার্গের অবরোধ, নিরন্তর শ্বাস, স্বরভঙ্গ, কণ্ঠের শুষ্কতা, গলাধঃকরণে অশক্তি এবং তমোদর্শন এই সকল লক্ষণাক্রান্ত পীড়াকে স্বরঘ্ন বলে।

মাংসতানস্য লক্ষণম্।

প্রতানবান্ যঃ শ্বয়থুঃ সুকষ্টো
গলোপরোধং কুরুতে ক্রমেণ।
স মাংসতানেতি বিভর্ত্তি সংজ্ঞাং
প্রাণপ্রণুৎ সর্ব্বকৃতো বিকারঃ।

প্রতানবান্ বিস্তারবান্। সুকষ্টঃ অতিশয়িতং কষ্টং যত্র সঃ।

বাতাদি দোষত্রয়ের বিকৃতিহেতু, কণ্ঠমধ্যে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত মাংসাঙ্কুরবিশিষ্ট, অতি কষ্টদায়ক শোথ উৎপন্ন ও ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কণ্ঠ রুদ্ধ করে। ইহার নাম মাংসতান। এই পীড়া প্রাণনাশক।

বিদার্য্যা লক্ষণম্।

সদাহতোদং শ্বয়থুং সুতাম্রং
অন্তর্গলে পূতিবিশীর্ণ মাংসম্।
পিত্তেন বিদ্যাদ্ বদনে বিদারীং
পার্শ্বে বিশেষাৎ স তু যেন শেতে।

স পুরুষো যেন পার্শ্বেন বিশেষাদ্ বাহুল্যেন শেতে তস্মিন্ পার্শ্বে সা বিদারী ভবতি।

পিত্তপ্রকোপজন্য কণ্ঠের অন্তর্ভাগে দাহ ও সূচীবেধবৎ পীড়ার সহিত লোহিতবর্ণ শোথ উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ মাংস সকল পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়া খসিয়া পড়ে। এই পীড়ার নাম বিদারী। যে ব্যক্তির যে পার্শ্বে বাহুল্যরূপে শয়ন করা অভ্যাস, তাহার সেই পার্শ্বে প্রায় এই পীড়া হইয়া থাকে।

গলরোগাণাং চিকিৎসা।

রোহিণীনান্তু সাধ্যানাং হিতং শোণিতমোক্ষণম্।
বমনং ধূমপানঞ্চ গণ্ডূষো নস্যকর্ম্ম চ।

সাধ্য রোহিণীরোগে রক্তমোক্ষণ, বমন, ধূমপান, গণ্ডূষ ও নস্যকর্ম্ম ব্যবস্থেয়।

বাতজান্তু হৃতে রক্তে লবণৈঃ প্রতিসারয়েৎ।
সুখোষ্ণান্ স্নেহগণ্ডূষান্ ধারয়েচ্চাপ্যভীক্ষ্ণশঃ।

বায়ুজন্য রোহিণীতে রক্তমোক্ষণ করিয়া পঞ্চলবণ দ্বারা প্রতিসারণ করিবে। ইহাতে পুনঃ পুনঃ ঈষদুষ্ণ স্নেহের গণ্ডূষ ধারণ কর্ত্তব্য।

বিস্রাব্য পিত্তসম্ভূতাং সিতাক্ষৌদ্র প্রিয়ঙ্গুভিঃ।
ঘর্ষয়েৎ কবলো দ্রাক্ষাপরুষৈঃ ক্বথিতৈর্হিতঃ।

পৈত্তিক রোহিণী বিস্রাবিত করিয়া চিনি, মধু ও প্রিয়ঙ্গুচূর্ণ দ্বারা ঘর্ষণ এবং দ্রাক্ষা ও ফল্‌সা ইহাদের কাথের কবল ব্যবস্থা করিবে।

অগারধূম কটুকৈঃ কফজাং প্রতিসারয়েৎ।

কফজ রোহিণীরোগে ঝুল, শুঁঠ, পিঁপুল ও মরিচচূর্ণ এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রতিসারণ করিবে।

শ্বেতা বিড়ঙ্গদন্তীষু সিদ্ধং তৈলং সসৈন্ধবম্।
কবলে চ তথা নস্যে যোজয়েৎ তস্য শান্তয়ে।

ইহাতে অপরাজিতামূল, বিড়ঙ্গ, দন্তীমূল ও সৈন্ধবলবণ এই সকল কল্কের সহিত যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া কবলক্রিয়া ও নস্যার্থ প্রয়োগ করিবে।

পিত্তবৎ সাধয়েদ্ বৈদ্যো রোহিণীং রক্তসম্ভবাম্ ।

রক্তজ রোহিণীতে পৈত্তিক রোহিণীর ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

বিস্রাব্য কণ্ঠশালূকং সাধয়েৎ তুণ্ডিকেরিবৎ ।
এককালং যবান্নঞ্চ ভুঞ্জীত স্নিগ্ধমল্পশঃ ।

কণ্ঠশালূক বিস্রাবিত করিয়া তুণ্ডিকেরীর ন্যায় চিকিৎসা করিবে। ইহাতে একবেলা কিঞ্চিৎ ঘৃতের সহিত অল্পপরিমাণে যবান্ন পথ্য দিবে।

উপজিহ্বকবচ্চাপি সাধয়েদধিজিহ্বকম্ ॥

অধিজিহ্বকের চিকিৎসা উপজিহ্বক রোগের ন্যায়।

একবৃন্দন্তু বিস্রাব্য বিধিং শোধন মাচরেৎ ।
একবৃন্দমিব প্রায়ো বৃন্দঞ্চ সমুপাচরেৎ ।

একবৃন্দ বিস্রাবিত করিয়া শোধনক্রিয়া করিবে। বৃন্দরোগের চিকিৎসাও প্রায় একবৃন্দের ন্যায়।

গিলায়ুশ্চাপি যো ব্যাধিস্তঞ্চ শস্ত্রেণ সাধয়েৎ ।
অমর্ম্মস্থং সুসম্পক্বং ছেদয়েদ্ গলবিদ্রধিম্ ।

গিলায়ু এবং অমর্ম্মজাত সুসম্পক্ব গলবিদ্রধিতে শস্ত্রপ্রয়োগ কর্ত্তব্য।

সর্ব্বকণ্ঠরোগাণাং সামান্যচিকিৎসা ।

কণ্ঠরোগেষসৃঙ্ মোক্ষ স্তীক্ষ্ণৈ র্নস্যাদি কর্ম্মভিঃ ।
চিকিৎসকশ্চিকিৎসাস্তু কুশলোঽত্র সমাচরেৎ ।

সমস্ত কণ্ঠরোগে রক্তমোক্ষণ এবং তীক্ষ্ণ নস্যাদিক্রিয়া ব্যবস্থেয়।

ক্বাথং দদ্যাচ্চ দার্ব্বীত্বঙ্ নিম্বদ্রাক্ষাকলিঙ্গজম্ ।
হরীতকী কষায়ং বা মাক্ষিকেণ সমন্বিতম্ ।

দারুহরিদ্রা, গুড়ত্বক্, নিমছাল, দ্রাক্ষা ও ইন্দ্রযব,—ইহাদের ক্বাথ এবং মধুসংযুক্ত হরীতকী ক্বাথ সমস্তপ্রকার কণ্ঠরোগে হিতকর।

কটুকাতিবিষা দারু পাঠা মুস্ত কলিঙ্গকাঃ ।
গোমূত্রকথিতাঃ পেয়াঃ কণ্ঠরোগবিনাশনাঃ ।

কট্কী, আতইচ, দেবদারু, আকনাদি, মুতা ও ইন্দ্রযব এই সকল গোমূত্রের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথ পান করিলে সমস্ত প্রকার কণ্ঠরোগের শান্তি হয়।

যবাগ্রজং তেজবতীঞ্চ পাঠাং
রসাঞ্জনং দারুনিশাং সকৃষ্ণাম্ ।
ক্ষৌদ্রেণ কুর্য্যাদ্ গুটিকাং মুখেন
তাং ধারয়েৎ সর্ব্বগলাময়েষু ।

যবক্ষার, চঁই, আকনাদি, রসোত, দারুহরিদ্রা ও পিঁপুল এই সকলের সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া এক মাষা প্রমাণ গুটিকা প্রস্তুত করিবে। সমস্ত কণ্ঠরোগে এই গুটিকা মুখে ধারণীয়।

সমস্তমুখরোগাণাং নিদানং সংখ্যা চ ।

পৃথগ্দোষৈস্ত্রয়ো রোগাঃ সমস্তমুখজাঃ স্মৃতাঃ ।

বায়ু, পিত্ত বা কফের প্রকোপে সমস্ত মুখে উৎপত্তিশীল তত্তদাত্মক তিন প্রকার রোগ জন্মে।

তত্র বাতিকস্য লক্ষণম্ ।

স্ফোটৈঃ সতোদৈর্বদনং সমন্তাদ্
যস্যাচিতং সর্ব্বসরঃ স বাতাৎ ।

বাতিক সর্ব্বসর রোগে মুখে সর্ব্বাংশে সূচীবেধবৎ বেদনাযুক্ত স্ফোটক সমূহ উৎপন্ন হয়।

পৈত্তিকস্য লক্ষণম্।

রক্তৈঃ সদাহৈস্তনুভিঃ স্বপীতৈ-
র্যস্ত্রাচিতং চাপি স পিত্তকোপাৎ॥

সমস্ত মুখমণ্ডল দাহযুক্ত, অম্ল, রক্ত বা পীতবর্ণ স্ফোটক সমূহদ্বারা ব্যাপ্ত হইলে তাহাকে পৈত্তিক সর্ব্বসর বলে।

অবেদনৈঃ কণ্ডুযুতৈঃ সবর্ণৈ
র্যস্ত্রাচিতং চাভিসবৈঃ কফেন।

কফজ সর্ব্বসর রোগে অল্প বেদনাযুক্ত কণ্ডুবিশিষ্ট এবং মুখের সমান বর্ণবিশিষ্ট স্ফোটকসমূহ দ্বারা মুখমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হয়।

ওষ্ঠদ্বয়, দন্তমূল, দন্ত, জিহ্বা, তালু ও কণ্ঠ মুখের এই সপ্তাঙ্গেই এই পীড়া হয় বলিয়া ইহাকে সর্ব্বসর বলা যায়।

সমস্তমুখরোগাণাং চিকিৎসা।

বাতাৎ সর্ব্বসরং চূর্ণৈর্লবণৈঃ প্রতিসারয়েৎ।
তৈলং বাতহরৈঃ সিদ্ধং হিতং কবলনস্যয়োঃ॥

বাতিক সর্ব্বসর রোগে পঞ্চলবণ চূর্ণদ্বারা প্রতিসারণ এবং বাতঘ্নদ্রব্যের সহিত সিদ্ধ তৈলের কবল ও নস্য ব্যবস্থেয়।

পিত্তাত্মকে সর্ব্বসরে শুদ্ধকায়স্য দেহিনঃ।
সর্ব্বঃ পিত্তহরঃ কার্য্যো বিধির্মধুরশীতলঃ॥

পৈত্তিক সর্ব্বসর রোগে বিরেচনাদির দ্বারা দেহ শোধন করিয়া সমস্ত পিত্তনাশক ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

প্রতিসারণ গণ্ডূষধূমসংশোধনানি চ।
কফাত্মকে সর্ব্বসরে ক্রমং কুর্য্যাৎ কফাপহম্॥

শ্লৈষ্মিক সর্ব্বসরে প্রতিসারণ, গণ্ডূষ, ধূম ও শোধন ক্রিয়া এবং সমস্ত কফনাশক বিধি ব্যবস্থেয়।

জাতীপত্রামৃতাদ্রাক্ষাযাসদার্ব্বীফলত্রিকৈঃ।
ক্বাথঃ ক্ষৌদ্রযুতঃ শীতো গণ্ডূষো মুখপাকনুৎ॥

জাতীপত্র, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা, দুরালভা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ইহাদের ক্বাথে গণ্ডূষধারণ করিলে সর্ব্বসর রোগ অর্থাৎ মুখপাক নিবারণ হয়। ঐ ক্বাথ শীতল হইলে তাহার গণ্ডূষ ধারণীয়।

কৃষ্ণজীরককুষ্ঠেন্দ্রযবচর্ব্বণতস্ত্র্যহাৎ।
মুখপাকব্রণ ক্লেদদৌর্গন্ধ্যমুপশাম্যতি॥

কৃষ্ণজীরা, কুড় ও ইন্দ্রযব চর্ব্বণ করিলে মুখের পাক, ব্রণ, ক্লেদ ও দৌর্গন্ধ্য নিবারণ হয়।

কার্য্যঞ্চ বহুধা নিত্যং জাতীপত্রস্য চর্ব্বণম্॥

সর্ব্বসর রোগে পুনঃ পুনঃ জাতীপত্র চর্ব্বণ কর্ত্তব্য।

পটোলনিম্বজম্ব্াম্রমালতীনবপল্লবৈঃ।
পঞ্চপল্লবজঃ শ্রেষ্ঠঃ কষায়ো মুখধাবনে॥

পটোল, নিম, জাম, আম ও মালতী ইহাদের অভিনব পত্রের ক্বাথ দ্বারা মুখধাবন করিলে মুখপাকের শান্তি হয়।

হরিদ্রাং নিম্বপত্রাণি মধুকং নীলমুৎপলম্।
তৈলমেভির্বিপক্কব্যং মুখপাকহরং পরম্॥

হরিদ্রা, নিমপত্র, যষ্টিমধু ও নীলসুন্দীর মূল এই সকল কল্কের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া তাহার গণ্ডূষ ধারণ করিলে মুখপাক নিবারণ হয়।

সহাচরাভিধং তৈলমরিমেদাদিকং তথা।
লাক্ষাদ্যং বকুলাদ্যঞ্চ বটিকা খদিরাদিকা॥
দন্তসংস্কারকং চূর্ণং মুখরোগহরো রসঃ।
ভেষজান্যেবমাদীনি নিঘ্নন্তি মুখজান্ গদান্॥

সহাচর তৈল, অরিমেদাদ্য তৈল, বকুলাদ্য তৈল, খদিরবটিকা, দন্তসংস্কারক

চূর্ণ ও মুখরোগহর রস ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগে বিবিধ মুখরোগের শান্তি হয়।

অন্নপানাদিকং যচ্চ সুজরং বহ্নিদীপনম্।
ব্রণদোষহরং তত্তন্মুখরোগে হিতং মতম্॥

যে সকল অন্ন ও পানীয়াদি সুপাচ্য, অগ্নিদীপক ও ব্রণদোষনাশক, তৎসমুদায় মুখরোগে হিতকর।

দন্তকাষ্ঠং স্নানমম্লং মৎস্যমানূপমামিষম্।
দধি ক্ষীরং গুড়ং মাষং রুক্ষান্নং কঠিনাশনম্॥
অধোমুখেন শয়নং গুর্ব্বভিষ্যন্দকারি চ।
মুখরোগেষু সর্ব্বেষু দিবানিদ্রাঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥

মুখরোগে দন্তকাষ্ঠ, স্নান, অম্লদ্রব্য, মৎস্য, আনূপমাংস, দধি, দুগ্ধ, গুড়, মাষকলায়, রুক্ষান্ন, কঠিন ভক্ষ্যদ্রব্য, গুড়, কফজনক দ্রব্য, অধোমুখে শয়ন ও দিবানিদ্রা এই সমস্ত বর্জনীয়।

সমস্তমুখরোগাণামেকত্র গণনা।

স্যুরষ্টাবোষ্ঠয়োর্দন্তমূলে তু দশষট্ তথা।
দন্তেষ্বষ্টৌ রসজ্ঞায়াং পঞ্চ স্যুর্নব তালুনি॥
কণ্ঠে ত্বষ্টাদশ প্রোক্তাস্ত্রয়ঃ সর্ব্বসরাঃ স্মৃতাঃ।
এবং মুখালয়াঃ সর্ব্বে সপ্তষষ্টির্মতা বুধৈঃ॥

ওষ্ঠে ৮ প্রকার, দন্তমূলে ১৬ প্রকার দন্তে ৮, জিহ্বায় ৫, তালুতে ৯, কণ্ঠে ১৮ এবং সর্ব্বসর ৩ প্রকার এই সমুদায়ে ৬৭ প্রকার রোগ, মুখে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মুখরোগেষ্বসাধ্যাঃ।

ওষ্ঠপ্রকোপে বর্জ্জ্যাঃ স্যুর্মাংসরক্তত্রিদোষজাঃ।
দন্তবেষ্টেষু বর্জ্জ্যৌ তু ত্রিলিঙ্গগতিশৌষিরৌ॥
দন্তেষু চ ন সিধ্যন্তি শ্যাবদালনভঞ্জনাঃ।
জিহ্বারোগেষ্বলাসস্তু তালুজেষ্বর্ব্বুদং তথা॥
স্বরঘ্নো বলয়ো বৃন্দো বলাসশ্চ বিদারিকা।
গলৌঘো মাংসতানশ্চ শতঘ্নী রোহিণী গলে॥
অসাধ্যাঃ কীর্ত্তিতা হ্যেতে রোগা দশ নবোত্তরাঃ।
তেষু চাপি ক্রিয়াং বৈদ্যঃ সমাখ্যায় সমাচরেৎ॥

ওষ্ঠজ রোগ সকলের মধ্যে মাংসজ, রক্তজ ও ত্রিদোষজ, দন্তবেষ্টরোগের মধ্যে ত্রিদোষজ, নাড়ী ও মহাশৌষির, দন্তরোগের মধ্যে শ্যাবদন্ত, দালন ও ভঞ্জন, জিহ্বারোগের মধ্যে অলাস, তালুরোগে অর্ব্বুদ এবং গলরোগে স্বরঘ্ন, বলয়, বৃন্দ, বলাশ, বিদারিকা, গলৌঘ, মাংসতান, শতঘ্নী ও রোহিণী এই সকল পীড়া অসাধ্য। ইহাদের অসাধ্যতাখ্যাপনপূর্ব্বক চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

মুখস্য স্বরূপম্।

ওষ্ঠৌ চ দন্তমূলানি দন্তা জিহ্বা চ তালু চ।
গলো গলাদিসকলং সপ্তাঙ্গং মুখমুচ্যতে॥

ওষ্ঠদ্বয়, দন্তমূল, দন্ত, জিহ্বা, তালু ও কণ্ঠ এই সপ্ত অবয়বের সমবায়কে মুখ বলে।

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

নাসারোগাধিকারঃ।

নাসারোগাণাং নামানি সংখ্যা চ।

আদৌ চ পীনসঃ প্রোক্তঃ পূতিনস্যস্ততঃ পরং।
নাসাপাকোঽত্র গণিতঃ পূয়শোণিতমেব চ॥
ক্ষবথুর্ভ্রংশথুর্দীপ্তঃ প্রতীনাহঃ পরিস্রবঃ।
নাসাশোষঃ প্রতীশ্যায়াঃ পঞ্চ সপ্তার্ব্বুদানি চ॥
চত্বার্য্যর্শাংসি চত্বারঃ শোথাশ্চত্বারি তানি চ।
রক্তপিত্তানি নাসায়াং চতুস্ত্রিংশদ্ গদাঃ স্মৃতাঃ॥

নাসিকাতে পীনস, পূতিনস্য, নাসাপাক, পূয়শোণিত, ক্ষবথু, ভ্রংশথু, দীপ্ত, প্রতীনাহ,

পরিস্রব, নাসাশোষ, পাঁচপ্রকার প্রতীশ্যায় সাতপ্রকার অর্ব্বুদ, চারিপ্রকার অর্শঃ, চারিপ্রকার শোথ ও চারিপ্রকার রক্তপিত্ত, সমুদায়ে এই ৩৪ প্রকার রোগ জন্মিয়া থাকে।

তেষু পীনসস্য লক্ষণম্।

আনহ্যতে শুষ্যতি যস্য নাসা
প্রক্লেদমায়াতি চ ধূপ্যতে চ।
ন বেত্তি যো গন্ধরসাংশ্চ জন্তু-
র্জুষ্টং ব্যবস্যেৎ তমপীনসেন।

আনহ্যতে শ্বাসশোষিত কফেনাবধ্যতে অবরুধ্যত ইতি যাবৎ। প্রক্লেদমার্দ্রতাং গচ্ছতি। ধূপ্যতে সন্তাপ্যতে। গন্ধরসান্ গন্ধান্ সুরভীন্ অসুরভীংশ্চ ন বেত্তি, নাসায়া আনদ্ধত্বং তত্র হেতুঃ। তথা রসান্ মধুরাদীংশ্চ ন বেত্তি, নাসারোগারম্ভকদোষেণ রসনায়া অপি দুষ্টেঃ। ব্যবস্যেৎ জানীয়াৎ। অপীনসপীনসৌ দ্বাবপি শব্দৌ স্তঃ।

যে পীড়ায় নাসিকার অবরোধ, শুষ্কতা, আর্দ্রতা, সন্তাপানুভব, আঘ্রাণ ও আস্বাদন শক্তির লোপ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, তাহাকে পীনস বা অপীনস রোগ কহে।

অনুক্তসংগ্রহার্থমাহ।

তঞ্চানিলশ্লেষ্মভবং বিকারং
ব্রূয়াৎ প্রতীশ্যায়সমানলিঙ্গম্।

তং বিকারং পীনসং প্রতীশ্যায়সমানলিঙ্গং বাতশ্লৈষ্মিক প্রতীশ্যায়তুল্যলক্ষণং ব্রূয়াৎ।

এই পীনসরোগ বাতশ্লৈষ্মিক প্রতীশ্যায়ের তুল্য লক্ষণযুক্ত জানিবে।

পূতিনস্যস্য লক্ষণম্

দোষৈর্বিদগ্ধৈর্গলতালুমূলাৎ
সম্দূষিতো যস্য সমীরণস্তু।
নিরেতি পূতির্মুখনাসিকাভ্যাং
তং পূতিনস্যং প্রবদন্তি রোগান্।

দোষৈঃ। পিত্তকফরক্তৈঃ। অত্র রক্তস্যাপি-দোষত্বং দোষসাহচর্য্যাৎ। বিদগ্ধৈর্দুষ্টৈঃ। সম্দূষিতঃ পূতিভাবং নীতঃ। পূতিনস্যং নাসায়াং ভবো নস্যঃ বায়ুঃ, পূতির্নস্যো যত্র স পূতিনস্যস্তম্।

পিত্ত, কফ ও রক্ত বিকৃত হইয়া শ্বাসবায়ুকে দুর্গন্ধ করে। ঐ পূতিবায়ু গল ও তালুমূল হইতে মুখ ও নাসিকা দিয়া বহির্গত হয়। এই পীড়াকে পূতিনস্য বলা যায়।

নাসাপাকস্য লক্ষণম্।

ঘ্রাণাশ্রিতং পিত্তমরুংষি কুর্য্যাদ্
যস্মিন্ বিকারে বলবাংশ্চ পাকঃ।
তং নাসিকাপাক ইতি ব্যবস্যেদ্
বিক্লেদকোথাবথবাপি যত্র।

বিক্লেদঃ আর্দ্রতা। কোথঃ পূতিভাবঃ।

যে পীড়ায় নাসিকাশ্রিত পিত্ত বিকৃত হইয়া পিড়কা সকল উৎপাদন করে ও বলবান্ পাক উপস্থিত হয় এবং যাহাতে নাসিকার আর্দ্রতা ও পূতিভাব উপস্থিত হয়, তাহাকে নাসাপাক বলা যায়।

পূয়রক্তস্য লক্ষণম্।

দোষৈর্বিদগ্ধৈরথবাপি জন্তো-
র্ললাটদেশেঽভিহতস্য তৈস্তৈঃ।
নাসা স্রবেৎ পূয়মসৃগ্‌বিমিশ্রং
তং পূয়রক্তং প্রবদন্তি রোগম্।

দোষ সকলের বিকৃতি অথবা ললাটদেশে আঘাতপ্রাপ্তি হেতু নাসিকা হইতে রক্তমিশ্রিত পূয় নির্গত হয়। এই পীড়ার নাম পূয়রক্ত।

ক্ষবথোর্লক্ষণম্ ।

ঘ্রাণাশ্রিতে মর্ম্মণি সংপ্রদুষ্টো
যস্যানিলো নাসিকয়া নিরেতি ।
কফানুযাতো বহুশোঽতিশব্দ-
স্তং রোগমাহুঃ ক্ষবথুং গদজ্ঞাঃ ॥

ঘ্রাণাশ্রিতে মর্ম্মণি শৃঙ্গাটকে ।

শৃঙ্গাটক নামক নাসাশ্রিত মর্ম্মে বায়ু কুপিত ও কফানুগত হইয়া বারংবার প্রবল শব্দের সহিত নির্গত হইলে তাহাকে ক্ষবথু রোগ বলা যায়। ইহার বাঙ্গালা নাম হাঁচি। দোষের প্রকোপ অল্প হইলে হাঁচি পুনঃ পুনঃ হয় না।

দোষজং ক্ষবথুমভিধায়াগন্তুজমাহ ।

তীক্ষ্ণোপযোগাদভিজিঘ্রতো বা
ভাবান্ কটূনর্কনিরীক্ষণাদ্ বা ।
সূত্রাদিভির্বা তরুণাস্থিমর্ম্ম-
ণ্যুদ্ঘট্টিতেঽন্যঃ ক্ষবথুর্নিরেতি ॥

তীক্ষ্ণোপযোগাৎ রাজিকাদিভক্ষণাৎ। অর্ক-নিরীক্ষণাৎ সূর্য্যদর্শনাৎ। তরুণাস্থিমর্ম্মণি তরুণাস্থি নাসাবংশাস্থি, তচ্চ মর্ম্ম চ তরুণাস্থিমর্ম্ম, তস্মিন্। দ্বন্দ্বৈকত্বম্। অন্যঃ আগন্তুজঃ।

রাইসর্ষপ প্রভৃতি তীক্ষ্ণদ্রব্য ভক্ষণ, কটুদ্রব্যের আঘ্রাণ, সূর্য্যদর্শন এবং সূত্রাদিদ্বারা নাসাবংশাস্থির এবং শৃঙ্গাটক নামক মর্ম্মের ঘর্ষণ এই সকল কারণেও ক্ষবথু অর্থাৎ হাঁচি হইয়া থাকে। ইহার নাম আগন্তুজ ক্ষবথু।

ভ্রংশথোর্লক্ষণম্ ।

প্রভ্রংশতে নাসিকয়া তু যস্য
সান্দ্রো বিদগ্ধো লবণঃ কফস্তু ।
প্রাক্‌সঞ্চিতো মূর্দ্ধনি পিত্ততপ্ত-
স্তং ভ্রংশথুং ব্যাধিমুদাহরন্তি ॥

মস্তকে পূর্ব্বসঞ্চিত কফ কুপিত, ঘন, বিকৃত ও লবণরস প্রাপ্ত হইয়া পিত্ততাপে নাসিকা দিয়া বাহির হয়। ইহার নাম ভ্রংশথু রোগ।

দীপ্তস্য লক্ষণম্ ।

ঘ্রাণে ভৃশং দাহসমন্বিতে তু
বিনিঃসরেদ্ ধূম ইবেহ বায়ুঃ ।
নাসা প্রদীপ্তেব চ যস্য জন্তো-
র্ব্যাধিস্তু তং দীপ্তমুদীরয়ন্তি ॥

প্রদীপ্তেব প্রজ্বলিতেব।

দীপ্তনামক রোগে নাসিকায় অতিশয় দাহ উপস্থিত হইয়া যেন ধূম নির্গত হইতেছে, এইরূপ ভাবে বায়ু নিঃসৃত হয় এবং নাসিকাতে প্রজ্বলিতবৎ বোধ হয়।

প্রতীনাহস্য লক্ষণম্ ।

উচ্ছ্বাসমার্গন্তু কফঃ সবাতো
রুন্ধ্যাৎ প্রতীনাহমুদাহরেৎ তম্ ॥

বায়ুসহিত কফ শ্বাসমার্গকে রোধ করিলে উহাকে প্রতীনাহ রোগ বলা যায়।

স্রাবস্য লক্ষণম্ ।

ঘ্রাণাদ্ ঘনঃ পীতসিতস্তনুর্বা
দোষঃ স্রবেৎ স্রাবমুদাহরেৎ তম্ ॥

দোষোঽত্র কফঃ।

নাসিকা হইতে শুক্ল বা পীতবর্ণ পাতলা কিংবা ঘন কফ নির্গত হইলে তাহাকে স্রাবরোগ বলা যায়।

নাসাশোষস্য লক্ষণম্ ।

ঘ্রাণাশ্রিতে শ্লেষ্মণি মারুতেন
পিত্তেন গাঢ়ং পরিশোষিতেন
কৃচ্ছ্রাচ্ছ্বসিত্যূর্দ্ধমধশ্চ জন্তু-
র্যস্মিন্ স নাসাপরিশোষ উক্ত ॥

নাসিকাস্থ কফ বায়ু ও পিত্তদ্বারা অতিশয় শুষ্ক হইলে অতিকষ্টে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। এই পীড়ার নাম নাসাশোষ।

প্রতীশ্যায়স্য সদ্যোজনকনিদান-পূর্ব্বিকা সম্প্রাপ্তিঃ।

সন্ধারণাজীর্ণ রজোঽতিভাষ্য-
ক্রোধর্ত্তু বৈষম্যশিরোঽভিতাপৈঃ।
সংজাগরাতিস্বপনাম্বুশীতা-
বশ্যায়কৈর্মৈথুনবাষ্পসেকৈঃ।
সংস্ত্যানদোষে শিরসি প্রবৃদ্ধো
বায়ুঃ প্রতিশ্যায়মুদীরয়েৎ তু ॥

বাষ্পসেকো রোদনম্।

মলমূত্রাদির বেগধারণ, অজীর্ণ, নাসাপ্রবিষ্ট ধূলি, অধিক শব্দোচ্চারণ, ক্রোধ, ঋতু-বিপরীতাচরণ, শিরোঽভিতাপক ধূমাদি দ্বারা অভিভব, ক্রমাগত রাত্রিজাগরণ, অতিনিদ্রা, অতিশীতল জলে স্নানাদি, শীতলাগা, তুষার সংলগ্ন হওয়া, অতিমৈথুন এবং রোদন এই সকল কারণে মস্তকস্থ কফ ঘনীভূত হইলে বায়ু প্রবৃদ্ধ হইয়া প্রতিশ্যায় রোগ উৎপাদন করে, এস্থলে প্রতিশ্যায়ের যে সকল নিদান লিখিত হইল, তাহারা সদ্যঃ প্রতিশ্যায়জনক বলিয়া উক্ত।

তস্য চয়াদিক্রমজনকনিদান-পূর্ব্বিকা সম্প্রাপ্তিঃ।

চয়ং গতা মূর্দ্ধনি মারুতাদয়ঃ
পৃথক্ সমস্তাশ্চ তথৈব শোণিতম্।
প্রকোপ্যমাণা বিবিধৈঃ প্রকোপনৈ-
স্ততঃ প্রতীশ্যায়করা ভবন্তি হি ॥

বায়ু, পিত্ত ও কফ ইহারা ব্যস্ত ও সমস্তভাবে এবং রক্ত, মস্তকে ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া পরে বিবিধ প্রকোপহেতুতে প্রকুপিত হইয়া প্রতিশ্যায় রোগ উৎপাদন করে।

প্রতীশ্যায়স্য পূর্ব্বরূপম্।

ক্ষবপ্রবৃত্তিঃ শিরসোঽভিপূর্ণতা
স্তম্ভোঽঙ্গমর্দ্দঃ পরিহৃষ্টরোমতা।
উপদ্রবাশ্চাপ্যপরে পৃথগ্বিধা-
নৃণাং প্রতীশ্যায় পুরঃসরাঃ স্মৃতাঃ ॥

শিরসোঽভিপূর্ণতা শিরসো ভারেণেব ব্যাপ্তিঃ। অপরে পৃথগ্বিধাঃ ঘ্রাণধূমায়ন তালুবিদারণ নাসা-মুখস্রাবাদয়ো বিদেহোক্তা বোদ্ধব্যাঃ।

মধ্যে মধ্যে হাঁচি, মস্তকের অতিশয় ভার, স্তব্ধতা, অঙ্গমর্দ্দন, লোমাঞ্চ এবং নাসিকা হইতে ধূম নির্গমনবৎবোধ, তালুতে বিদারণবৎ পীড়া, নাসিকা ও মুখ দিয়া জলাদির স্রাব ইত্যাদি, প্রতিশ্যায়ের পূর্ব্বলক্ষণ।

বাতিকস্য প্রতীশ্যায়স্য লক্ষণম্।

আনদ্ধা পিহিতা নাসা তনুস্রাবপ্রসেকিনী।
গলতাল্বোষ্ঠশোষশ্চ নিস্তোদঃ শঙ্খয়োস্তথা ॥
ক্ষবপ্রবৃত্তিরত্যর্থং বক্ত্রবৈরস্যমেব চ।
ভবেৎ স্বরোপঘাতশ্চ প্রতিশ্যায়েঽনিলাত্মকে ॥

আনদ্ধা স্তব্ধা। অপিহিতা ন পিহিতা অতএব তনুস্রাবপ্রসেকিনী। পিহিতেতি পাঠে সাপিধানেব।

বাতিক প্রতীশ্যায়ে নাসিকা স্তব্ধ হয় কিন্তু সম্যক্ বদ্ধ হয় না, এই জন্য তরলস্রাব নির্গত হইয়া থাকে এবং গল, তালু ও ওষ্ঠের শুষ্কতা, শঙ্খাস্থিদ্বয়ে বেধবৎ পীড়া, নিরন্তর হাঁচি, মুখের বিরসতা ও স্বরের আবদ্ধতা ও বিকৃতি, এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হইয়া থাকে।

পৈত্তিকস্য তস্য লক্ষণম্।

উষ্ণঃ সপীতকঃ স্রাবো ঘ্রাণাৎ স্রবতি পৈত্তিকে।
কৃশোঽতিপাণ্ডুঃ সন্তপ্তো ভবেত্তৃষ্ণাভপীড়িতঃ।
নাসয়া তু সধূমাগ্নিং বমতীব স মানবঃ।
সপীতকঃ ঈষৎপীতকঃ।

পৈত্তিক প্রতিশ্যায়ে নাসিকা দিয়া পীতবর্ণ উষ্ণস্রাব নির্গত এবং ধূম সহিত অগ্নিনিঃসরণের ন্যায় অনুভূত হয়। ইহাতে রোগী কৃশ, অতিশয় পাণ্ডুবর্ণ, দেহের উষ্মাদ্বারা পীড়িত ও সন্তাপিত হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিকস্য লক্ষণম্।

ঘ্রাণাৎ কফবৃতে শ্বেতঃ কফঃ শীতঃ স্রবেদ্ বহুঃ।
শুক্লাবভাসঃ শূনাক্ষো ভবেদ্ গুরুশিরা নরঃ।
গলতাল্বোষ্ঠশিরসাং কণ্ডুভিরতিপীড়িতঃ॥

শ্লৈষ্মিক প্রতিশ্যায়ে নাসিকা দিয়া বহুপরিমাণে শ্বেতবর্ণ শীতল কফ নির্গত হয়। ইহাতে রোগী শুক্লাভাযুক্ত, স্ফীতাক্ষ, মস্তকের ভারে পীড়িত এবং গল, তালু, ওষ্ঠ ও মস্তকের কণ্ডুতে অতিশয় কাতর হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিকস্য লক্ষণম্।

ভূত্বা ভূত্বা প্রতীশ্যায়ো যোঽকস্মাৎ সন্নিবর্ত্ততে।
সংপক্বো ৰাপ্যপক্বো বা স সর্ব্বপ্রভবঃ স্মৃতঃ।

অত্র যদ্যপি দোষত্রয়লিঙ্গানি নোক্তানি তথাপি তানি জ্ঞেয়ানি ত্রিদোষজত্বাৎ।

সান্নিপাতিক প্রতিশ্যায় পক্ব বা অপক্ব অবস্থায় পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও পুনঃ পুনঃ তিরোহিত হয়। ইহাতে উল্লিখিত বাতজাদি ত্রিবিধ প্রতিশ্যায়েরই লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

দুষ্টপ্রতীশ্যায়স্য লক্ষণম্।

প্রক্লিদ্যতি মুহুর্নাসা পুনশ্চ পরিশুষ্যতি।
পুনরানহ্যতে বাপি পুনর্বিব্রিয়তে তথা।
নিঃশ্বাসো বাতি দুর্গন্ধো নরো গন্ধান্ ন বেত্তি চ।
এবং দুষ্টং প্রতীশ্যায়ং জানীয়াৎ কৃচ্ছ্রসাধনম্।

আনহ্যতে বিবদ্ধা ভবতি। বিব্রিয়তে অবিবদ্ধা স্যাৎ। ক্লেদশোষবিবদ্ধা নৈককালং ভবন্তি, কিন্তু যদা যদা যদ্ যদ্ দোষাধিক্যং ভবতি তদা তদা তত্তদ্দোষকৃতঃ স স বোদ্ধব্যঃ ইতি ন বিরোধঃ। কৃচ্ছ্রসাধনম্ অসাধ্যং কষ্টসাধ্যঞ্চ। অয়ঞ্চ পঞ্চানামেব অবস্থান্তরতয়া অনন্যত্বান্ন ষষ্ঠঃ।

দুষ্টপ্রতিশ্যায়ে নাসিকা কখন আর্দ্র, কখন শুষ্ক এবং কখন বিবদ্ধ কখন বা অবিবদ্ধ হয়। দুর্গন্ধ নিঃশ্বাস বহিতে থাকে এবং গন্ধাঘ্রাণশক্তির লোপ হয়। ইহা কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য হইয়া থাকে। বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ এবং রক্তজ এই পাঁচপ্রকার প্রতিশ্যায়ই অতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে ক্রমশঃ দুষ্ট প্রতিশ্যায়রূপে পরিণত হয়, সুতরাং ইহা স্বতন্ত্র নহে, অর্থাৎ প্রতিশ্যায় পাঁচপ্রকারই, ছয় প্রকার নহে।

নৃণাং দুষ্টঃ প্রতীশ্যায়ঃ সর্ব্বজশ্চ ন সিধ্যতি।

দুষ্ট ও সন্নিপাতজ প্রতীশ্যায় অসাধ্য হইয়া থাকে।

রক্তজস্য লক্ষণম্ ।

রক্তজে তু প্রতীশ্যায়ে রক্তস্রাবঃ প্রবর্ত্ততে ।
পিত্তপ্রতীশ্যায় কৃতৈর্লিঙ্গৈশ্চাপি সমন্বিতঃ ॥
তাম্রাক্ষশ্চ ভবেজ্জন্তুরুরোঘাত প্রপীড়িতঃ ।
দুর্গন্ধোচ্ছ্বাসবক্ত্রশ্চ গন্ধানপি ন বেত্তি সঃ ॥

রক্তজ প্রতিশ্যায়ে রক্তস্রাব এবং পিত্ত-প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ সমস্ত বর্ত্তমান থাকে। ইহাতে রোগীর চক্ষুঃ তাম্রবর্ণ, বক্ষঃস্থল আঘাত প্রাপ্তবৎ ব্যথিত, নিঃশ্বাস ও মুখ দুর্গন্ধ এবং গন্ধাঘ্রাণশক্তি বিলুপ্ত হয়।

সর্ব্ব এব প্রতীশ্যায়া নরস্যাপ্রতিকারিণঃ ।
দুষ্টতাং যান্তি কালেন তদসাধ্যা ভবন্তি হি ॥

উল্লিখিত পাঁচপ্রকার প্রতীশ্যায় উপেক্ষিত হইলে ক্রমশঃ দুষ্ট প্রতীশ্যায়ে পরিণত হয়, তৎকালে ইহা অসাধ্য হইয়া থাকে।

মূর্চ্ছন্তি ক্রিময়শ্চাত্র শ্বেতাঃ স্নিগ্ধাস্তথাণবঃ ।
ক্রিমিতো যঃ শিরোরোগস্তুল্যং তেনাস্য লক্ষণম্ ॥

অত্র এষু প্রতীশ্যায়েষু কফজা এব ক্রিময়ো ভবন্তীতি ।

উল্লিখিত সকল প্রকার প্রতীশ্যায়েরই বিকৃতাবস্থায় শ্বেতবর্ণ, চিক্কণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই ক্রিমিযুক্ত প্রতীশ্যায় ক্রিমিজন্য শিরোরোগের ন্যায় লক্ষণযুক্ত হয়।

বাধির্য্যমান্ধ্যমঘ্রত্বং ঘোরাংশ্চ নয়নাময়ান্ ।
শোথাগ্নিসাদ কাসাংশ্চ বৃদ্ধাঃ কুর্ব্বন্তি পীনসম্ ॥

প্রতীশ্যায় সকল, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে বাধির্য্য, অন্ধতা, ঘ্রাণশক্তির নাশ, নানাবিধ নেত্ররোগ, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, কাস ও পীনসরোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

চতুস্ত্রিংশৎসংখ্যাপূরণমাহ ।

অর্ব্বুদং সপ্তধা শোথাশ্চত্বারোঽর্শশ্চতুর্বিধম্ ।
চতুর্বিধং রক্তপিত্তমুক্তং ঘ্রাণেঽপি তদ্ বিদুঃ ॥

অর্ব্বুদানি সপ্ত বাতপিত্তকফ সন্নিপাত রক্ত-মাংস মেদোজানি। শোথাশ্চত্বারো বাতপিত্তশ্লেষ্ম-সন্নিপাতাঃ। অর্শাংসি চত্বারি বাত পিত্তশ্লেষ্ম সন্নিপাতজানি। রক্তপিত্তানি চত্বারি বাতপিত্ত-শ্লেষ্মসন্নিপাতজানি। এতানি যথোক্তলিঙ্গানি ঘ্রাণেঽপি সম্ভবন্তি।

নাসিকাতে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, রক্তজ, মাংসজ ও মেদোজ, এই সাতপ্রকার অর্ব্বুদ, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক এই চারিপ্রকার শোথ, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নি-পাতিক এই চারিপ্রকার অর্শঃ এবং বাতিক পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক এই চারি-প্রকার রক্তপিত্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। নাসিকাজাত অর্ব্বুদ, শোথ, অর্শঃ ও রক্ত-পিত্তের লক্ষণ, সামান্য অর্ব্বুদ, শোথ, অর্শঃ ও রক্তপিত্তের ন্যায় লক্ষণযুক্ত হয়।

চিকিৎসাভেদার্থং পীনসস্যামপক্ক-লক্ষণমাহ ।

শিরোগুরুত্বমরুচি র্নাসাস্রাবস্তনুঃ স্বরঃ ।
ক্ষামঃ ষ্ঠীবতি চাভীক্ষ্ণমামপীনসলক্ষণম্ ॥
আমলিঙ্গান্বিতঃ শ্লেষ্মা ঘনঃ খেষু নিমজ্জতি ।
স্বরবর্ণবিশুদ্ধিশ্চ পক্কপীনস লক্ষণম্ ॥

আমলিঙ্গান্বিতঃ শ্লেষ্মা আমলিঙ্গৈঃ শিরোগুরু-ত্বাদিভির্যুক্তঃ পশ্চাৎ ঘনঃ নিবিড়ঃ অথচ খেষু নাসারন্ধ্রেষু নিমজ্জতি সক্তো ভবতি।

অতঃপর চিকিৎসাভেদার্থ পীনসের আম ও পক্ক লক্ষণ লিখিত হইতেছে। মস্তকের ভার, অরুচি, তরল নাসাস্রাব, স্বরের ক্ষীণতা এবং নিরন্তর নিষ্ঠীবন এইগুলি আমপীনসের লক্ষণ। পক্ক পীনসে আমলিঙ্গযুক্ত শ্লেষ্মা

ক্রমশঃ ঘন হইয়া নাসারন্ধ্রে লীন হয় এবং স্বর ও বর্ণ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

নাসারোগাণাং চিকিৎসা।

সর্ব্বেষু পীনসেষ্বাদৌ নির্বাতাগারগো ভবেৎ।
স্নেহস্বেদ প্রধমনং ধূমগণ্ডূষধারণম্।

সকল প্রকার পীনসে প্রথমতঃ নির্বাত গৃহে অবস্থান, স্নেহ, স্বেদ, ধূম ও গণ্ডূষ ব্যবস্থেয়।

বাসো গুরূষ্ণং সুঘনং শিরসঃ পরিবেষ্টনম্।
লঘূষ্ণং লবণং স্নিগ্ধমুষ্ণং ভোজনমদ্রবম্।

পীনসরোগে গুরু উষ্ণ স্থূলবস্ত্র দ্বারা মস্তক আচ্ছাদন এবং লঘু, উষ্ণ, লবণ রসান্বিত অদ্রব স্নিগ্ধভোজন কর্ত্তব্য।

কট্‌ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী ব্যোষং যাসশ্চ কারবী।
এষাং চূর্ণং কষায়ং বা দদ্যাদার্দ্রকজৈ রসৈঃ।
পীনসে স্বরভেদে চ নাসাস্রাবে হলীমকে।
সন্নিপাতে কফে বাতে কাসে শ্বাসে চ শস্যতে।

কট্‌ফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, দুরালভা ও কৃষ্ণজীরা ইহাদের চূর্ণ বা ক্বাথ আদার রসের সহিত সেবন করিলে পীনস, স্বরভঙ্গ, নাসাস্রাব ও শ্বাসরোগের শান্তি হয়।

ব্যোষচিত্রক তালীশ তিন্তিড়িকাম্লবেতসম্।
সচব্যাজাজিতুল্যাংশমেলাত্বক্ পত্র পাদিকম্॥
ব্যোষাদিকমিদং চূর্ণং পুরাণগুড়মিশ্রিতম্।
পীনসশ্বাস কাসঘ্নং রুচিস্বর করং পরম্।

শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, চিতামূল, তালীশ-পত্র, তেঁতুল, অম্লবেতস, চৈ ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক ১ তোলা, এলাইচ, গুড়ত্বক্ ও তেজপত্র প্রত্যেক ২ মাষা এবং পুরাতন গুড় ৯ তোলা ৬ মাষা। একত্র মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ২ মাষা। অনুপান উষ্ণ জলাদি। ইহা সেবন করিলে পীনস, শ্বাস ও কাসের শান্তি এবং স্বর পরিষ্কার ও অগ্নির দীপ্তি হয়।

ব্যাঘ্রীতৈলম্।

ব্যাঘ্রীদন্তী বচা শিগ্রু সুরসা ব্যোষসিন্ধুজৈঃ।
সিদ্ধং তৈলং নসি ক্ষিপ্তং পূতিনস্যগদাপহম্।

কটুতৈল ১ সের। কল্কার্থ কণ্টকারী, দন্তীমূল, বচ, সজিনাছাল, কৃষ্ণতুলসী, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত ১৬ তোলা। পাকার্থ জল ৪ সের। যথাবিধি পাক করিবে। ইহার নস্য গ্রহণে পূতিনস্য পীড়ার শান্তি হয়।

কলিঙ্গ হিঙ্গুমরিচ লাক্ষাস্বরসকট্‌ফলৈঃ।
ব্যোষোগ্রাশিগ্রুজন্তুঘ্নৈরবপীড়ঃ প্রশস্যতে।

ইন্দ্রযব, হিঙ্গু, মরিচ, কট্‌ফল, শুঁঠ পিঁপুল, মরিচ, বচ, সজিনাছাল ও বিড়ঙ্গ এই সকলের সমভাগ চূর্ণ লাক্ষার জলে গুলিয়া নস্যরূপে গ্রহণ করিলে পূতিনস্য রোগের উপশম হয়।

তৈরেব মূত্র সংযুক্তৈঃ কটুতৈলং বিপাচয়েৎ।
অপীনসে পূতিনস্যে শমনং পরিকীর্ত্তিতম্।

কটুতৈল ১ সের। গোমূত্র ৪ সের, লাক্ষার জল ৪ সের। কল্ক ইন্দ্রযব, হিঙ্গু, মরিচ, কট্‌ফল, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, বচ, সজিনাছাল ও বিড়ঙ্গ মিশ্রিত ১ সের। কল্ক-পাকার্থ জল ৪ সের। যথাবিধি পাক করিবে। ইহার নস্যে পীনস ও পূতিনস্য পীড়ার শান্তি হয়।

ঘৃতগুগ্‌গুলু মিশ্রস্য সিক্‌থকস্য প্রবত্নতঃ।
ধূমং ক্ষবথু রোগঘ্নং ভ্রংশথুঘ্নঞ্চ নির্দ্দিশেৎ।

মোম ও গুগ্‌গুল গব্য ঘৃতের সহিত উত্তমরূপে মাড়িয়া তাহার ধূম গ্রহণ করিলে ক্ষবথু ও ভ্রংশথু রোগের ধ্বংস হয়।

শুণ্ঠীকুষ্ঠকণাবিল্বদ্রাক্ষা কল্ককষায়বৎ।
তৈলং পক্কমথাজ্যং বা নস্যাৎ ক্ষবথুনাশনম্ ॥

তিলতৈল বা গব্যঘৃত ১ সের। ক্বাথার্থ শুঁঠ, কুড়, পিঁপুল, বেলশুঁঠ ও দ্রাক্ষা মিশ্রিত ৪ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। কল্কার্থ কাথ্যদ্রব্য সকল মিশ্রিত ১৬ তোলা। পাকার্থ জল ৪ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল বা ঘৃতের নস্যে ক্ষবথুরোগের শান্তি হয়।

নস্যং হিতং নিম্বরসাঞ্জনাভ্যাং
দীপ্তে শিরঃস্বেদনমল্পশস্ত।
নস্যে কৃতে ক্ষীরজলাবসেকান্
শংসন্তি ভুঞ্জীত চ মুদ্গযূষৈঃ ॥

দীপ্তরোগে মস্তকে অল্প অল্প স্বেদ প্রদান করিয়া নিমছাল চূর্ণ ও রসোত একত্র করিয়া তাহার অথবা নিমপত্রের রসে রসোত গুলিয়া তাহার নস্য গ্রহণ কর্ত্তব্য, নস্য গ্রহণান্তে নাসিকাতে সজল দুগ্ধসেচন ব্যবস্থা করিবে। পথ্য মুদ্গযূষ।

নাসাস্রাবে ঘ্রাণয়োর্বৈস্থমুখ্যো-
র্নাড্যা দেয়া যেহবপীড়াশ্চ পথ্যাঃ।
তীক্ষ্ণা ধূমা দেবদার্ব্বগ্নিকাভ্যাং
মাংসং ছাজং পথ্যমত্রোপদিষ্টম্ ॥

নাসাস্রাবে নাসিকাদ্বয়ে নলদ্বারা স্রাব-নিবারক ঔষধ দ্রব্যের চূর্ণ প্রবেশ এবং দেবদারু ও চিতামূল ইহাদের ধূম প্রয়োগ করিবে। ইহাতে ছাগমাংস পথ্য।

নাসাপাকে পিত্তহরং বিধানং
কার্য্যং সর্ব্বং বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চ।
হৃত্বা রক্তং ক্ষীরিবৃক্ষত্বচশ্চ
যোজ্যাঃ সেকে সর্পিসশ্চ প্রদেহাঃ ॥

নাসাপাক রোগে বাহ্য ও আভ্যন্তরিক সমস্ত পিত্তনাশক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। ইহাতে দুষ্টরক্ত স্রাব করিয়া বটাদি ক্ষীরি-বৃক্ষের ত্বকের চূর্ণ প্রয়োগ ও ঘৃত সেচন করিবে।

প্রতীশ্যায়েষু সর্ব্বেষু গৃহং বাতবিবর্জ্জিতম্।
বস্ত্রেণ গুরুণোষ্ণেন শিরসো বেষ্টনং হিতম্ ॥

সকল প্রকার প্রতীশ্যায়ে নির্বাত গৃহে অবস্থান এবং গুরু ও উষ্ণ বস্ত্র মস্তকে বেষ্টন কর্ত্তব্য।

বিড়ঙ্গং সৈন্ধবং হিঙ্গুং গুগ্‌গুলুশ্চ মনঃশিলা।
বচৈতচ্চূর্ণমাঘ্রাতং প্রতীশ্যায়ং বিনাশয়েৎ ॥

বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব লবণ, হিঙ্গু, গুগ্‌গুলু, মনঃশিলা ও বচ ইহাদের চূর্ণ আঘ্রাণ করিলে প্রতিশ্যায়, রোগের নিবারণ হয়।

ঘৃততৈলসমাযুক্তং শক্তুধূমং পিবেন্নরঃ।
স ধূমঃ স্যাৎ প্রতীশ্যায়কাসহিক্কাহরঃ পরঃ ॥

শক্তুর সহিত ঘৃত ও তিলতৈল সংযুক্ত করিয়া তাহার ধূম পান করিলে প্রতীশ্যায়, কাস ও হিক্কার নিবারণ হয়।

চাতুর্জাতকচূর্ণং বা ঘ্রেয়ং বা কৃষ্ণজীরকম্ ॥

গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র ও নাগেশ্বর ইহাদের অথবা কৃষ্ণজীরার চূর্ণ আঘ্রাণ করিলে প্রতীশ্যায়ের শান্তি হয়।

পুটপক্কং জয়াপত্রং তিলসৈন্ধবসংযুতম্।
প্রতীশ্যায়েষু সর্ব্বেষু শীতলং পরমৌষধম্ ॥
জয়াপত্রং বিজয়া ভঙ্গেতি যাবৎ।

সিদ্ধিপত্র, কৃষ্ণতিল ও সৈন্ধব লবণ এই সমুদায় যথাবিধি পুটপক্ক করিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে প্রতীশ্যায়ের শান্তি হয়।

পিপ্পল্যঃ শিগ্রুবীজানি বিড়ঙ্গমরিচানি চ।
অবপীড়ঃ প্রশস্তোঽয়ং প্রতীশ্যায়নিবারণে ॥

পিঁপুল, সজিনারবীজ, বিড়ঙ্গ ও মরিচ ইহাদের চূর্ণের নস্যে প্রতীশ্যায়ের উপশম হয়।

শিরসোঽভ্যঙ্গনৈঃ স্বেদৈর্নস্যৈর্মন্দোষ্ণভোজনৈঃ ।
বমনৈর্ধূমপানৈশ্চ তান্ যথাস্বমুপাচরেৎ ॥

শিরোঽভ্যঙ্গ, স্বেদ, নস্য, ঈষদুষ্ণ ভোজন, বমন ও ধূমপান এই সকল ক্রিয়ার দ্বারা প্রতীশ্যায় সকলের যথাযথ চিকিৎসা করিবে।

কৃমিঘ্না যে ক্রমাঃ প্রোক্তাস্তান্ বৈ ক্রিমিষু যোজয়েৎ।
লাবণানি ক্রিমিঘ্নানি ভেষজানি চ বুদ্ধিমান্ ॥

প্রতিশ্যায়ে ক্রিমি হইলে ক্রিমিনাশক চিকিৎসা কর্ত্তব্য। ইহাতে ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

রক্তপিত্তানি শোথাশ্চ তথার্শাংস্যর্ব্বুদানি চ।
নাসিকায়াং স্যুরেতেষাং স্বংস্বং কুর্য্যাচ্চিকিৎসিতম্ ॥

নাসিকাজাত রক্তপিত্ত, শোথ, অর্শঃ ও অর্ব্বুদের চিকিৎসা সামান্য রক্তপিত্তাদির ন্যায় কর্ত্তব্য।

গৃহধূমকণাদারুক্ষারনক্তাহ্বসৈন্ধবৈঃ।
সিদ্ধং শিখরিবীজৈশ্চ তৈলং নাসার্শসে হিতম্ ॥

কটুতৈল ১ সের। কল্কার্থ গৃহের ঝুল, পিঁপুল, দেবদারু, যবক্ষার, করঞ্জবীজ, সৈন্ধব লবণ ও আপাঙ্গবীজ মিশ্রিত ১৬ তোলা। পাকের জল ৪ সের। যথাবিধি পাক করিবে। ইহার প্রয়োগে নাসার্শঃ নিরাকৃত হয়।

নাসারোগেষু মতিমান্ ভিষগ্ দোষবলাবলম্।
বুদ্ধা চিত্রাভয়াদীনি ভেষজানি প্রয়োজয়েৎ ॥
চিত্রাভয়া চিত্রকহরীতকী।

নাসারোগ সকলে দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া চিত্রকহরীতকী প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

নেত্ররোগাধিকারঃ।

নেত্রস্য পরিমাণম্ ।

বিত্থাদ্ দ্ব্যঙ্গুল বাহুল্যং স্বাঙ্গুষ্ঠোদরসম্মিতম্ ।
দ্ব্যঙ্গুলং সর্ব্বতঃ সার্দ্ধং ভিষগ্ নয়নমণ্ডলম্ ॥

দ্ব্যঙ্গুলপ্রমাণং স্থৌল্যং যস্য তৎ। অঙ্গুলীনাং স্থৌলস্য বৈষম্যাৎ পুনরাহ স্বাঙ্গুষ্ঠোদরসম্মিতম্। দ্ব্যঙ্গুলং সর্ব্বতঃ সার্দ্ধমিতি আয়ামবিস্তারাভ্যাং বোদ্ধব্যমিতি।

নেত্রের স্থূলতা দুই অঙ্গুলি অর্থাৎ স্বীয় অঙ্গুষ্ঠের উদরপরিমিত। ইহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তারের পরিমাণ আড়াই অঙ্গুলি।

নেত্রায়ামত্রিভাগস্তু কৃষ্ণমণ্ডলমুচ্যতে।
কৃষ্ণাৎ সপ্তমমিচ্ছন্তি দৃষ্টিং দৃষ্টিবিশারদাঃ ॥

নেত্রের কৃষ্ণাংশের পরিমাণ, সমস্ত নেত্রমণ্ডলের তৃতীয়াংশ এবং দৃষ্টিমণ্ডলের পরিমাণ কৃষ্ণমণ্ডলের সপ্তমাংশ।

মণ্ডলানি চ সন্ধিশ্চ পটলানি চ লোচনে।
যথাক্রমং বিজানীয়াৎ পঞ্চ ষট্ চ ষড়েব চ ॥

চক্ষুতে পাঁচটী মণ্ডল, ছয়টী সন্ধি ও ছয়টী পটল বর্ত্তমান আছে। ইহাদের সংস্থান যথাক্রমে লিখিত হইতেছে।

পক্ষ্মবর্ত্মশ্বেতকৃষ্ণদৃষ্টীনাং মণ্ডলানি তু।
অনুপূর্ব্বস্তু তে মধ্যাশ্চত্বারোঽন্ত্যা যথোত্তরম্ ॥

পক্ষ্মমণ্ডল, বর্ত্মমণ্ডল, শ্বেতমণ্ডল, কৃষ্ণমণ্ডল ও দৃষ্টিমণ্ডল, এই পাঁচটী মণ্ডল আছে। চক্ষের উপর ও নিম্ন পাতার অন্তস্থিত যে লোমসমূহ দ্বারা চক্ষুঃ পরিবেষ্টিত থাকে, তাহার নাম পক্ষ্মমণ্ডল; চক্ষের পাতার নাম বর্ত্মমণ্ডল; শ্বেতাংশ শ্বেতমণ্ডল; কৃষ্ণাংশ কৃষ্ণমণ্ডল এবং দর্শনক্রিয়া সম্পাদক মধ্যস্থিত সূক্ষ্মাংশের নাম দৃষ্টিমণ্ডল। পক্ষ্মমণ্ডল হইতে

ভিতরদিকে বর্ত্মমণ্ডল, তাহারও ভিতর দিকে শ্বেতমণ্ডল, আরও ভিতরদিকে কৃষ্ণমণ্ডল এবং সর্ব্বমধ্যস্থলে দৃষ্টিমণ্ডল। অতএব দৃষ্টিমণ্ডলের প্রান্তে কৃষ্ণমণ্ডল, কৃষ্ণমণ্ডলের অন্তে শুক্লমণ্ডল, তদন্তে বর্ত্মমণ্ডল এবং সর্ব্বান্তে পক্ষ্মমণ্ডল।

পক্ষ্মবর্ত্মগতঃ সন্ধির্বর্ত্মশুক্লগতোঽপরঃ।
শুক্লকৃষ্ণগতস্ত্বন্যঃ কৃষ্ণদৃষ্টিগতোঽপরঃ।
ততঃ কনীনকগতঃ ষষ্ঠশ্চাপাঙ্গগঃ স্মৃতঃ॥

নয়নমণ্ডলে এই ছয়টী সন্ধি আছে, যথা প্রথম পক্ষ্ম ও বর্ত্মের মধ্যস্থ সন্ধি, দ্বিতীয় বর্ত্ম ও শুক্লমণ্ডলের মধ্যগত সন্ধি, তৃতীয় শুক্ল ও কৃষ্ণমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী সন্ধি, চতুর্থ কৃষ্ণ ও দৃষ্টিমণ্ডলগত সন্ধি, পঞ্চম কনীনকগত সন্ধি (নাসিকাসমীপস্থ চক্ষুঃকোণ) এবং ষষ্ঠ অপাঙ্গসন্ধি (চক্ষের অপর কোণ)।

দ্বে বর্ত্মপটলে বিদ্যাচ্চত্বার্য্যন্যানি চাক্ষিণি।
জায়ন্তে তিমিরং যেষু ব্যাধিঃ পরমদারুণঃ॥

বর্ত্মপটল দুইটী এবং নয়নবুদ্বুদে উপর্য্যুপরিভাবে চারিটী পটল সমুদায়ে এই ছয়টী পটল আছে। শেষোক্ত স্তরবৎ চারিটী পটলে নেত্র নির্ম্মিত। ঐ চারি পটলে তিমিরনামক অতি দারুণ ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

তেজোজলাশ্রিতং বাহ্যং তেষন্যৎ পিশিতাশ্রয়ম্।
মেদস্তৃতীয়ং পটলমাশ্রিতং ত্বস্থি চাপরম্।
পঞ্চমাংসসমং দৃষ্টেস্তেষাং বাহুল্যমিষ্যতে॥

তত্র তেজো রক্তং জলং রসঃ, তেন রসরক্তাধারমিত্যর্থঃ। স্বাঙ্গুষ্ঠোদরস্থূলস্য নেত্রস্য পঞ্চমাংসসমং স্থৌল্যমিষ্যতে।

উহাদিগের মধ্যে সর্ব্বোপরি পটল রস ও রক্তকে আশ্রয় করিয়া আছে। অর্থাৎ উহা রস ও রক্তের আধার। তন্নিম্নস্থ পটল মাংসাশ্রয়ী, তৃতীয় পটল মেদকে আশ্রয় করে এবং সর্ব্বনিম্নস্থ চতুর্থ পটল অস্থিসংশ্রিত। মিলিত এই চারি পটলের স্থৌল্য, নেত্রমণ্ডলের স্থৌল্যের পঞ্চমাংশ অর্থাৎ স্বীয় অঙ্গুষ্ঠের উদরাংশের পাঁচভাগের একভাগপরিমিত।

দৃষ্টের্লক্ষণম্ ।

মসূরদলমাত্রান্তু পঞ্চভূতপ্রসাদজাম্।
খদ্যোতবিস্ফুলিঙ্গাভাং সিদ্ধাং তেজোভিরব্যয়ৈঃ॥
আবৃতাং পটলেনাক্ষ্ণোর্বাহ্যেন বিবরাকৃতিম্।
শীতসাত্ম্যাং নৃণাং দৃষ্টিমাহুর্নয়নচিন্তকাঃ॥

মসূরদলমাত্রাং নেত্রগতকৃষ্ণমণ্ডলমধ্যস্থমসূরদ্বিদলপ্রমাণাম্। পঞ্চভূতপ্রসাদজাং প্রসন্নপঞ্চভূতাত্মিকাম্। খদ্যোতবিস্ফুলিঙ্গাভাং নিমেষৈঃ কদাচিৎ খদ্যোতাভাং খদ্যোতবৎ, নিমেষাভাবে বিদ্যোতমানত্বাদ্ বিস্ফুলিঙ্গবৎ। অব্যয়ৈশ্চিরস্থায়িভিস্তেজোভিঃ সিদ্ধামুৎপন্নাম্। বিবরাকৃতিং সচ্ছিদ্রাম্। অক্ষ্ণোর্বাহ্যেন পটলেন রসরক্তাধারভূতেন আবৃতাম্। ইতি নেত্রস্বরূপম্।

নেত্রের কৃষ্ণমণ্ডলের মধ্যস্থিত মসূর পরিমিত সছিদ্র অংশকে দৃষ্টিমণ্ডল বলে। পঞ্চভূতের সারাত্মক এই দৃষ্টিমণ্ডল চিরস্থায়ী তেজঃপদার্থ হইতে উৎপন্ন। ইহা নিমেষকালে খদ্যোতের ন্যায় প্রকাশ পায়, নিমেষাভাব সময়ে বিস্ফুলিঙ্গবৎ দীপ্যমান থাকে। শীতসংযোগে ইহার সুস্থতা রক্ষিত হয়, উষ্ণসংযোগে হানি হইয়া থাকে। দৃষ্টিমণ্ডল চক্ষের বহিঃস্থ পটলত্বক্ দ্বারা আবৃত থাকে।

নেত্রের স্বরূপ বর্ণিত হইল, অতঃপর ইহাতে উৎপত্তিশীল রোগসকলের বিবরণ বলা যাইতেছে।

নেত্ররোগাণাং সংখ্যা ।

দ্বাদশ ব্যাধয়ো দৃষ্টৌ তত্রৈবাক্তৌ গদাবুভৌ ।
কৃষ্ণভাগে তু চত্বারো দশৈকঃ শুক্লভাগজঃ ॥
বর্ত্মন্যেকো বিংশতিশ্চ পক্ষ্মজৌ দ্বৌ প্রকীর্ত্তিতৌ ।
নব সন্ধিষু সর্ব্বস্মিন্ নেত্রে সপ্তদশোদিতাঃ ।
এবং নেত্রে সমস্তাঃ স্যুরষ্টসপ্ততিরাময়াঃ ॥

তত্র দৃষ্টৌ অন্তৌ চরকোক্তৌ সুশ্রুতোক্তষট্‌সপ্ততিসংখ্যেভ্যোঽধিকৌ ।

দৃষ্টিমণ্ডলে ১৪, কৃষ্ণাংশে ৪, শুক্লভাগে ১১, বর্ত্মতে ২১, পক্ষ্মে ২, সন্ধিতে ৯ এবং নেত্রের সর্ব্বাংশে ১৭, সমুদায়ে ৭৮ প্রকার রোগ চক্ষে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুশ্রুত, দৃষ্টিমণ্ডলে ১২ প্রকার রোগ জন্মে বলিয়াছেন, চরক অতিরিক্ত দুইটী বলেন। অতএব সুশ্রুতমতে নেত্ররোগের সংখ্যা ৭৬।

সুশ্রুতোক্তানাং নেত্ররোগাণাং সংখ্যা ।

বাতাদ্ দশ তথা পিত্তাৎ কফাচ্চৈব ত্রয়োদশ।
রক্তাৎ ষোড়শ বিজ্ঞেয়াঃ সর্ব্বজাঃ পঞ্চবিংশতিঃ।
বাহ্যৌ পুনর্দ্বৌ নয়নে রোগাঃ ষট্ সপ্ততিঃ স্মৃতাঃ ॥

সুশ্রুতমতে নেত্ররোগের গণনা এইরূপ, যথা বায়ুজন্য ১০, পিত্তজন্য ১০, কফজন্য ১৩, রক্তজন্য ১৬, নেত্রের সর্ব্বাংশজাত ২৫ এবং বহির্ভব ২, সমুদায়ে ৭৬ প্রকার।

নেত্ররোগাণাং নিদানম্ ।

উষ্ণাভিতপ্তস্য জলে প্রবেশাদ্
দূরেক্ষণাৎ স্বপ্নবিপর্য্যয়াচ্চ।
স্বেদাদ্রজোধূমনিষেবণাচ্চ-
চ্ছর্দ্দের্বিঘাতাদ্ বমনাতিযোগাৎ ॥
দ্রবাৎ তথান্নান্নিশি সেবিতাচ্চ
বিণ্মূত্রবাতাগমনিগ্রহাচ্চ।
প্রসক্তসংরোদনকোপশোকা-
চ্ছিরোঽভিঘাতাদতিমদ্যপানাৎ ॥
তথা ঋতূনাঞ্চ বিপর্য্যয়েণ
ক্লেশাভিঘাতাদতিমৈথুনাচ্চ।
বাষ্পগ্রহাৎ সূক্ষ্মনিরীক্ষণাচ্চ
তথোপদংশাদসতঃ প্রমেহাৎ ॥
সূতস্য যোগাদবিশোধিতস্য
শুক্তারনালাম্ল কুলত্থমাষাৎ।
দুষ্টাম্বুপানাদতিশীঘ্রযানা-
ন্নেত্রে বিকারান্ জনয়ন্তি দোষাঃ ॥

স্বেদাৎ স্বিদ্যতে অনেনেতি স্বেদঃ অগ্ন্যাদিঃ তস্মাৎ। রজোধূমনিষেবণাৎ নেত্রেণ। শিরোঽভিঘাতাৎ শিরসি প্রহারাৎ অর্দ্ধাবভেদকাদিশিরোরোগাদ্বা। ঋতূনাং বিপর্য্যয়েণ ঋতুক্তচর্য্যাবিপরীতাচরণেন। ক্লেশঃ কায়াদিদুঃখং তেন অভিঘাতাৎ। বাষ্পগ্রহাৎ অশ্রুবেগবিঘাতাৎ। অসতঃ উপদংশাৎ প্রমেহাদিতি পাপোপদংশাৎ পাপপ্রমেহাচ্চ।

রৌদ্রাদিতে অতিশয় তপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ জলে অবগাহন করিলে, অতিদূরস্থ বস্তু একভাবে অধিকক্ষণ দর্শন করিলে, দিবসে নিদ্রাভোগ এবং রাত্রিতে নিদ্রাত্যাগ করিলে, অগ্ন্যাদির নিকটে সর্ব্বদা থাকিলে, চক্ষে ধূলি ও ধূম লাগাইলে, বমনের বেগরোধ করিলে, অধিক বমন হইলে, রাত্রিতে দ্রব অন্ন ভোজন করিলে, মল, মূত্র ও বায়ুর বেগরোধ করিলে, নিরন্তর রোদন, কোপ ও শোকে রত হইলে, মস্তকে আঘাত লাগিলে, অর্দ্ধাবভেদকাদি শিরোরোগ হইলে, অধিক মদ্যপান করিলে, ঋতুবিহিত নিয়মের বিপরীতাচরণ করিলে, শারীরিক ও মানসিক দুঃখে অভিভূত হইলে, অধিক স্ত্রীসঙ্গ করিলে, অশ্রুবেগ ধারণ করিলে, সূক্ষ্ম বস্তু নিরীক্ষণ করিলে, ঔপসর্গিক উপদংশ ও ঔপসর্গিক মেহ হইতে, অপরিশোধিত পারদ সেবন করিলে, শুক্ত, কাঁজি, অম্ল, কুলথ ও মাষকলাই নিরন্ত

আহার করিলে, দূষিত জলপান করিলে এবং অতি দ্রুতবেগে গমন করিলে, বাতাদি দোষ সকল কুপিত হইয়া চক্ষুতে বিবিধ পীড়া উৎপাদন করে।

তেষাং সম্প্রাপ্তিঃ ।

শিরানুসারিভির্দোষৈ র্বিগুণৈ রূর্দ্ধমাশ্রিতৈঃ।
জায়ন্তে নেত্রভাগেষু রোগাঃ পরমদারুণাঃ ॥
নেত্রভাগেষু নেত্রস্য দৃষ্ট্যাদ্যবয়বেষু।

কুপিত বাতাদিদোষ সকল শিরাদ্বারা প্রসৃত হইয়া উর্দ্ধগত হওয়াতে নেত্রের দৃষ্টিমণ্ডলাদি অবয়ব সকলে অতি দারুণ রোগসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প্রথমপটলগতস্য দোষস্য স্বভাবঃ ।

প্রথমে পটলে দোষো যস্য দৃষ্টৌ ব্যবস্থিতঃ।
অব্যক্তানি স রূপাণি সর্ব্বাণ্যেব প্রপশ্যতি ॥
প্রথমে পটলে আভ্যন্তরে ন তু বাহ্যে।
অব্যক্তানি ঈষদ্ ব্যক্তানি।

দৃষ্টির অভ্যন্তরস্থ প্রথম পটলে দোষ অবস্থিত হইলে পদার্থ সকল সম্যক্‌দৃষ্ট না হইয়া তাহাদের অব্যক্তরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়পটলগতস্য দোষস্য স্বভাবঃ ।

দৃষ্টির্ভৃশং বিহ্বলতি দ্বিতীয়ং পটলং গতে।
মক্ষিকা মশকান্ কেশান্ জালকানি চ পশ্যতি ॥
মণ্ডলানি পতাকাশ্চ মরীচীন্ কুণ্ডলানি চ।
পরিপ্লবাংশ্চ বিবিধান্ বর্ষমভ্রং তমাংসি চ ॥
দূরস্থানি চ রূপাণি মন্যতে স সমীপতঃ।
সমীপস্থানি দূরে চ দৃষ্টের্গোচরবিভ্রমাৎ।
যত্নবানপি চাত্যর্থং সূচীচ্ছিদ্রং ন পশ্যতি ॥

দোষ দ্বিতীয় পটল আশ্রয় করিলে সেই ব্যক্তি মক্ষিকা, মশক, কেশ, জাল, মণ্ডল, পতাকা, কিরণ, কুণ্ডল, মণ্ডূকাদির ন্যায় বিবিধ গতি, বৃষ্টি, মেঘ, অন্ধকার, এই সকল অনুপস্থিত পদার্থ উপস্থিতবৎ দর্শন করে। রূপবিষয়ে ভ্রমহেতু দূরস্থ দ্রব্যসকলকে সমীপে ও সমীপস্থ দ্রব্য সকলকে দূরে স্থিত বলিয়া বোধ করে এবং অত্যন্ত যত্ন করিয়াও সূচের ছিদ্র দেখিতে পায় না।

তৃতীয়পটলগতস্য স্বভাবঃ ।

উর্দ্ধং পশ্যতি নাধস্তাৎ তৃতীয়ং পটলং গতে।
মহান্ত্যপি চ রূপাণি চ্ছাদিতানীব বাসসা ॥
কর্ণনাসাক্ষিযুক্তানি বিপরীতানি বেক্ষতে।
যথাদোষঞ্চ রজ্যেত দৃষ্টির্দোষে বলীয়সি ॥
অধঃস্থিতে সমীপস্থং দূরস্থং চোপরিস্থিতে।
পার্শ্বস্থিতে তথা দোষে পার্শ্বস্থানি ন পশ্যতি ॥
সমন্ততঃ স্থিতে দোষে সঙ্কুলানীব পশ্যতি।
দৃষ্টিমধ্যগতে দোষে স একঃ মন্যতে দ্বিধা।
দ্বিধা স্থিতে ত্রিধা পশ্যেদ্ বহুধা চানবস্থিতে ॥

দোষ তৃতীয় পটল আশ্রয় করিলে ঐ ব্যক্তি অধোদিকে দেখিতে পায় না; উর্দ্ধদিকে এইরূপ দেখে—যেন অতি বৃহৎ আকার সকল বস্ত্রাবৃত হইয়া রহিয়াছে, কর্ণ নাসিকা ও নয়নযুক্ত অথবা কর্ণনাসাদি রহিত বিকৃত আকার সকল দর্শন করে। দোষ অতি প্রবল হইলে দোষের বর্ণানুসারে দৃষ্টি প্রসক্ত হয়। দোষ অধোদিকে থাকিলে সমীপস্থ, উপরে থাকিলে দূরস্থ এবং পার্শ্বে থাকিলে পার্শ্বস্থ দ্রব্য দেখিতে পায় না। দোষ, সকলদিকে থাকিলে ভিন্ন রূপসকলও মিশ্রিতবৎ দেখে। দোষ, দৃষ্টির মধ্যস্থান আশ্রয় করিলে এক আকৃতি দুইটী বলিয়া

বোধ করে এবং এইরূপ দোষ দ্বিধা অবস্থিত হইলে একটীকে তিনটী ও অনির্দ্দিষ্টভাবে অবস্থিত হইলে একটীকে অনেক দেখে।

চতুর্থপটলগতস্য স্বভাবঃ ।

তিমিরাখ্যঃ স বৈ দোষশ্চতুর্থং পটলং গতঃ।
রুণদ্ধি সর্ব্বতো দৃষ্টিং লিঙ্গনাশঃ স উচ্যতে ॥
অস্মিন্নপি তমোভূতে নাতিরূঢ়ে মহাগদে।
চন্দ্রাদিত্যৌ সনক্ষত্রাবন্তরীক্ষে চ বিদ্যুতঃ ॥
নির্ম্মলানি চ তেজাংসি ভ্রাজিষ্ণূনি চ পশ্যতি।
স এব লিঙ্গনাশস্তু নীলিকাকাচসংজ্ঞিতঃ ॥

দোষোঽত্র রোগঃ চতুর্থং পটলং বাহ্যং পটলং গতঃ স তিমিরাখ্যঃ তিমিরদর্শনেন তিমিরমস্যাস্তীতি-তিমিরঃ অর্শ আদিত্বাদচ্। তস্য লক্ষণ মাহ রুণদ্ধীত্যাদি সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র। লিঙ্গনাশঃ লিঙ্গ্যতে জ্ঞায়তেঽনেনেতি লিঙ্গং দৃষ্টিতেজঃ তস্য নাশোঽস্মিন্নিতি লিঙ্গনাশঃ। অস্মিন্নপি তিমিরেঽপি তমোভূতে তমস্তুল্যে অত্র ভূতশব্দস্তুল্যার্থঃ ভূতং প্রাণ্যতীতে সমে ত্রিম্বিত্যমরাৎ। নাতিরূঢ়ে অপ্রৌঢ়ে এবে চন্দ্রাদিত্যৌ নক্ষত্রাণি চ পশ্যতি। তেজাংসি অগ্ন্যাদেঃ। ভ্রাজিষ্ণূনি রত্নসুবর্ণাদীনি। অস্মিন্ প্রৌঢ়ে চিরজে চন্দ্রাদীনপি ন পশ্যতীত্যাশয়ঃ। নীলিকাকাচসংজ্ঞিতঃ নীলিকাকাচেতি নামান্তরাভ্যাং যুক্তঃ।

দোষ, চতুর্থ অর্থাৎ বহিঃস্থ পটল আশ্রয় করিলে তিমিররোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে সর্ব্বতোভাবে দৃষ্টিরোধ হয়। তন্ত্রান্তরে ইহার নাম লিঙ্গনাশ লিঙ্গ শব্দের অর্থ দৃষ্টিতেজঃ। এই পীড়ায় সেই তেজের নাশ হয় বলিয়া ইহার নাম লিঙ্গনাশ হইয়াছে। এই রোগের প্রথমাবস্থায় চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ, অগ্নি প্রভৃতির জ্যোতিঃ এবং রত্নসুবর্ণাদি উজ্জ্বল পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। পীড়া প্রগাঢ় হইলে ঐ সকলও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই পীড়ার অপর দুইটী নাম নীলিকা ও কাচ। কোন কোন গ্রন্থে তৃতীয় পটলাশ্রিত দোষই কাচ নামে অভিহিত হইয়াছে।

দৃষ্টিরোগাণাং নামানি সংখ্যা চ ।

দৃষ্ট্যাশ্রয়াঃ ষট্ চ ষড়েব রোগাঃ
ষড় লিঙ্গনাশা হি ভবন্তি তত্র।
বাতেন পিত্তেন কফেন সর্ব্বৈ-
রক্তাৎ পরিম্লায্যভিধশ্চ ষষ্ঠৈঃ ॥
তথা নরঃ পিত্তবিদগ্ধদৃষ্টিঃ
কফেন চান্যস্তথ ধূমদর্শী।
যো হ্রস্বজাত্যো নকুলান্ধতা চ
গম্ভীরসংজ্ঞা চ তথৈব দৃষ্টিঃ ॥

দৃষ্ট্যাশ্রয়া রোগাঃ ষট্ ষট্ দ্বাদশেত্যর্থঃ। তত্র লিঙ্গনাশাঃ ষট্ তান্ বিবৃণোতি বাতেনেত্যাদি। পিত্তবিদগ্ধদৃষ্ট্যাদয়শ্চ ষট্। এবং দৃষ্ট্যাশ্রয়া-দ্বাদশ রোগাঃ।

নেত্রের দৃষ্টিমণ্ডলে ১২ প্রকার রোগ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে লিঙ্গনাশ ৬ প্রকার, যথা বাতিক লিঙ্গনাশ, পৈত্তিক লিঙ্গনাশ, শ্লৈষ্মিক লিঙ্গনাশ, সান্নিপাতিক লিঙ্গনাশ, রক্তজ লিঙ্গনাশ ও পরিম্লায়িনামক লিঙ্গনাশ এবং পিত্তবিদগ্ধদৃষ্টি, কফবিদগ্ধদৃষ্টি, ধূমদর্শন, হ্রস্বজাত্য, কুনলান্ধতা ও গম্ভীরসংজ্ঞক দৃষ্টি (গম্ভীরিকা) এই আর ছয় প্রকার। অতএব সমুদায়ে ১২ প্রকার।

লিঙ্গনাশ শব্দের অর্থ দৃষ্টি-তেজের নাশ।

তত্রৈবান্যৌ গতৌ জ্ঞেয়ৌ সনিমিত্তানিমিত্তকৌ।

সুশ্রুতোক্ত ঐ ১২ প্রকার রোগ ভিন্ন, চরক সহেতুক ও অহেতুক (অলক্ষিত হেতুক) আর দুই প্রকার দৃষ্টিরোগ বর্ণন করিয়াছেন। চরকোক্ত অতিরিক্ত দুইটী

রোগ, সুশ্রুতকথিত কোন না কোন নেত্র-রোগের অন্তর্ভূত হইতে পারে। প্রত্যেকের লক্ষণ বর্ণিত হইলেই তাহা অনুভূত হইবে। অতঃপর ঐ রোগ সকলের লক্ষণ যথাক্রমে বর্ণন করা যাইতেছে।

বাতিকস্য লিঙ্গনাশস্য লক্ষণম্।

বাতেন খলু রূপাণি ভ্রমন্তীব চ পশ্যতি।
আবিলান্যরুণাভানি ব্যাবিদ্ধানীব মানবঃ॥

আবিলানি কলুষাণি অরুণাভানি অব্যক্ত-লৌহিত্যযুক্তানি।

বাতিক লিঙ্গনাশে এইরূপ বোধ হয়, যেন কলুষিত, ঈষৎ লোহিতবর্ণ ও পরস্পর মিলিত রূপ সকল ভ্রমণ করিতেছে।

পৈত্তিকস্য তস্য লক্ষণম্।

পিত্তেনাদিত্যখদ্যোতশক্রচাপতড়িদ্গুণান্।
নৃত্যতশ্চৈব শিখিনঃ সর্ব্বং নীলঞ্চ পশ্যতি।

আদিত্যাদীনাং গুণান্ রূপাণি।

পৈত্তিক লিঙ্গনাশে সূর্য্য, খদ্যোত, ইন্দ্রধনু ও বিদ্যুতের রূপ দেখিতে পাওয়া যায় এবং বোধ হয় যেন ময়ূরগণ নৃত্য করিতেছে ও সমস্ত জগৎ নীলবর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

শ্লৈষ্মিকস্য লক্ষণম্।

কফেন পশ্যেদ্রূপাণি স্নিগ্ধানি চ সিতানি চ।
পশ্যেদসূক্ষ্মাণ্যত্যর্থং ব্যভ্রে বৈ চাভ্রসংপ্লবম্।
সলিলপ্লাবিতানীব পরিজাড্যানি মানবঃ॥

শ্লৈষ্মিক লিঙ্গনাশে রূপ সকল চিক্কণ ও শ্বেতবর্ণ বলিয়া বোধ হয় এবং অতি স্থূল আকৃতি সকল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে মেঘশূন্য নির্ম্মল আকাশে মেঘঘটা দর্শন হয় এবং বোধ হয় যেন পদার্থ সকল জলপ্লাবিত ও জড়ীভূত হইয়া রহিয়াছে।

সান্নিপাতিকস্য লক্ষণম্।

সন্নিপাতেন চিত্রাণি বিপ্লুতানীব পশ্যতি।
বহুধা বা দ্বিধা বাপি সর্ব্বাণ্যেব সমন্ততঃ।
হীনাধিকাঙ্গান্যথবা জ্যোতীংষ্যপি চ পশ্যতি॥

চিত্রাণি নানাবর্ণানি, বিপ্লুতানি বিপরীতানি বৈপরীত্যং বিবৃণোতি বহুধেত্যাদি।

সান্নিপাতিক লিঙ্গনাশে অবাস্তব বিচিত্র-বর্ণ পদার্থ দর্শন এবং বিপরীত দর্শন হয়। বিপরীত দর্শন এইরূপ হয়, যথা বহুপদার্থের অসত্তাতেও বহু দর্শন, দুইটীর অসত্তাতেও দুইটীর ন্যায় দর্শন এবং চারিদিকে হীনাঙ্গ বা অধিকাঙ্গরূপ দর্শন ও সূর্য্যাদি জ্যোতিঃ পদার্থের দর্শন হইয়া থাকে।

রক্তজস্য লক্ষণম্।

পশ্যেদ্রক্তেন রক্তানি তমাংসি বিবিধানি চ।
হরিতান্যথ কৃষ্ণানি পীতান্যপি চ মানবঃ॥

রক্তজ লিঙ্গনাশে বিবিধ রক্তবর্ণ তমোময় এবং হরিত, কৃষ্ণ ও পীতবর্ণ রূপসকল দর্শন হয়।

পরিম্লায়িনো লক্ষণম্।

রক্তেন মূর্চ্ছিতং পিত্তং পরিম্লায়িনমাচরেৎ।
তেন পীতা দিশঃ পশ্যেদুদ্যন্তমিব ভাস্করম্।
বিকীর্য্যমাণান্ খদ্যোতৈর্বৃক্ষাংস্তেজোভিরেব বা॥

বিকীর্য্যমাণান্ ব্যাপ্যমানান্, তেজোভিরগ্ন্যাদি-ভিরিব।

পূর্ব্বসঞ্চিত পিত্ত, রক্তদ্বারা বিকৃত হইয়া পরিম্লায়ি রোগ উৎপাদন করে। ইহাতে

দিক্ সকল পীতবর্ণ বলিয়া বোধ হয় এবং যেন সূর্য্য উদিত হইতেছে ও বৃক্ষ সকল খদ্যোত বা অগ্নি প্রভৃতি তেজঃপদার্থ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভব হয়।

বক্ষ্যামি ষড়্বিধং রাগৈর্লিঙ্গনাশমতঃপরম্।
বাতাদিজনিতৈর্নেত্রবর্ণৈরপি স ষড়্বিধঃ।

এই যে ছয় প্রকার লিঙ্গনাশের লক্ষণ লিখিত হইল, উহারা বাতাদি জনিত বর্ণভেদেও ছয় প্রকার হইয়া থাকে।

রাগোঽরুণো মারুততঃ প্রদিষ্টো
ম্লায়ী চ নীলশ্চ তথৈব পিত্তাৎ।
কফাৎ সিতঃ শোণিততঃ সরক্তঃ
সমস্তদোষপ্রভবো বিচিত্রঃ।

বাতিক লিঙ্গনাশের বর্ণ অরুণ, পরিম্লায়ির ও পৈত্তিকের বর্ণ নীল, শ্লৈষ্মিকের শুভ্র, রক্তজের লোহিত এবং সান্নিপাতিকের বর্ণ বিবিধরূপ।

অরুণং মণ্ডলং বাতাচ্চঞ্চলং পরুষং তথা।
পিত্তাে মণ্ডলং নীলং কাংস্যাভং বা সপীতকম্।
শ্লেষ্মণা বহলং স্নিগ্ধং শঙ্খকুন্দেন্দুপাণ্ডুরম্।
চলৎপদ্মপলাশস্থঃ শুক্লো বিন্দুরিবাম্ভসঃ।
মৃদ্যমানে তু নয়নে মণ্ডলং তদ্ বিসর্পতি।
মণ্ডলন্তু ভবেচ্চিত্রং লিঙ্গনাশে ত্রিদোষজে।
প্রবালপদ্মপত্রাভং মণ্ডলং শোণিতাত্মকম্।
রক্তজং মণ্ডলং দৃষ্টৌ স্থূলকাচারুণ প্রভম্।
পরিম্লায়িনি রোগে স্যান্ম্লানং নীলমথাপি বা।
দোষক্ষয়াৎ স্বয়ং তত্র কদাচিৎ স্যাত্তু দর্শনম্।

রক্তজং পিত্তানুগামিরক্তজম্, স্থূলকাচারুণপ্রভং স্থূলকাচস্যেব প্রভা যস্য তৎ, এতেন স্থৌল্যমরুণ-ত্বঞ্চ বোধ্যতে। দোষক্ষয়াদিত্যাদি তত্র পরিম্লায়িনি রোগে কালান্তরেণ দোষক্ষয়াৎ কদাচিৎ স্বয়মেব দর্শনং স্যাৎ।

বাতজ লিঙ্গনাশের মণ্ডল অরুণবর্ণ, চঞ্চল ও রুক্ষ, পৈত্তিকের মণ্ডল নীল বা পীতবর্ণ অথবা কাংস্য সদৃশ, শ্লেষ্মজ লিঙ্গনাশের মণ্ডল স্থূল, চিক্কণ এবং শঙ্খ, কুন্দপুষ্প ও চন্দ্রের ন্যায় পাণ্ডুরবর্ণ, ইহা পদ্ম পত্রস্থ জলবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল ও শুক্লবর্ণ, নয়ন মর্দ্দন করিলে ইহাও ইতস্ততঃ সরিয়া বেড়ায়, ত্রিদোষজ লিঙ্গনাশের মণ্ডল সর্ব্বরূপ বিশিষ্ট হয়। রক্তজ মণ্ডল প্রবাল ও পদ্মপত্রের ন্যায় আভাযুক্ত, ইহাতে পিত্তসংযোগ থাকিলে স্থূল কাচের ন্যায় অরুণবর্ণ অর্থাৎ স্থূল ও ঈষৎ লোহিতবর্ণ হয়। পরিম্লায়ি রোগের মণ্ডল নীলবর্ণ ও অনুজ্জ্বল, এই পীড়ায় কালবশতঃ দোষের ক্ষয় হইলে স্বয়ং পদার্থ দর্শন হইয়া থাকে।

যথাস্বং দোষলিঙ্গানি সর্ব্বেষ্বেব ভবন্তি হি।

যে দোষের যেরূপ বেদনাদি উৎপাদন করা স্বভাব, লিঙ্গনাশ সকলেও যথাযথ সেই সকল ঘটিয়া থাকে।

লিঙ্গনাশ রোগের প্রচলিত বাঙ্গালা নাম ছানি।

পিত্তবিদগ্ধদৃষ্টের্লক্ষণম্।

পিত্তেন দুষ্টেন গতেন দৃষ্টিং
পীতা ভবেদ্ যস্য নরস্য দৃষ্টিঃ।
পীতানি রূপাণি চ তেন পশ্যেৎ
স বৈ নরঃ পিত্তবিদগ্ধদৃষ্টিঃ।
প্রাপ্তে তৃতীয়ং পটলন্তু দোষে
দিবা ন পশ্যেন্নিশি বীক্ষতে সঃ।
রাত্রৌ স শীতানুগৃহীত দৃষ্টিঃ
পিত্তাল্পভাবাৎ সকলানি পশ্যেৎ।

পিত্তেন দৃষ্টিং গতেন দৃষ্টৌ প্রথমদ্বিতীয়পটল-গতেনেত্যর্থঃ। দ্বিতীয়শ্লোকস্থ প্রথমচরণে দোষ শব্দঃ পিত্তস্য বোধকঃ।

দৃষ্টিমণ্ডলে যে ১২ প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে লিঙ্গনাশ ছয় প্রকারের লক্ষণ বর্ণিত হইল, এক্ষণে পিত্তবিদগ্ধ দৃষ্টি

প্রভৃতি অপর ছয় প্রকারের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

দুষ্ট পিত্ত দৃষ্টির দ্বিতীয় ও তৃতীয় পটলকে আশ্রয় করিলে চক্ষুঃ পীতবর্ণ বলিয়া বোধ হয়। ঐ পিত্ত যদি তৃতীয় পটলে উপস্থিত হয় তাহা হইলে দিবসে দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু রাত্রিতে শৈত্য হেতু দৃষ্টি স্নিগ্ধ ও পিত্ত হীনতেজঃ হওয়াতে সমস্ত পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্লেষ্মবিদগ্ধদৃষ্টের্লক্ষণম্।

তথা নরঃ শ্লেষ্মবিদগ্ধদৃষ্টি-
স্তান্যেব শুক্লানি হি মন্যতে তু।
ত্রিষু স্থিতো যঃ পটলেষু দোষো
নক্তান্ধ্যমাপাদয়তি প্রসহ্য।
দিবা স সূর্য্যানুগৃহীত দৃষ্টিঃ-
পশ্যেত্তু রূপাণি কফাল্পভাবাৎ।

নক্তান্ধ্যস্য শ্লেষ্মবিদগ্ধদৃষ্টাবন্তর্ভূতত্বান্ন পৃথগ্-গণনা।

দুষ্ট কফ, দৃষ্টির প্রথম ও দ্বিতীয় পটল আশ্রয় করিলে সকল পদার্থই শ্বেতবর্ণ বলিয়া বোধ হয়। ঐ কফ যদি তিনটী পটলকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে রাত্র্যান্ধ্য রোগ উপস্থিত হয়, ইহাতে দিবসে সূর্য্যের তেজে কফ হীনশক্তি হওয়াতে পদার্থ সকল স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, রাত্রিতে কফের প্রাবল্য হেতু দর্শনক্রিয়া সম্যক্ সাধিত হয় না।

ধূমদর্শনস্য লক্ষণম্।

শোকজ্বরায়াসশিরোঽভিতাপৈ-
রভ্যাহতা যস্য নরস্য দৃষ্টিঃ।
ধূম্রাংস্তু যঃ পশ্যতি সর্ব্বভাবান্
স ধূমদর্শীতি নরঃ প্রদিষ্টঃ।

শিরোঽভিতাপৈঃ শিরসি ঘর্ম্মাদীনাং সন্তাপৈঃ। এতস্য পিত্তদোষো বোদ্ধব্যঃ।

শোক, জ্বর, অতিরিক্ত পরিশ্রম ও মস্তকে তাপপ্রাপ্তি এই সকল কারণে দৃষ্টি বিকৃত হইলে সমস্ত, ধূমময় বলিয়া বোধ হয়। এই পীড়াকে ধূমদর্শন বলা যায়।

হ্রস্বজাতস্য লক্ষণম্।

যো বাসরে পশ্যতি কষ্টতোঽথ
রূপং মহচ্চাপি নিরীক্ষতেঽল্পম্।
রাত্রৌ পুনর্যঃ প্রকৃতানি পশ্যেৎ
স হ্রস্বজাতো মুনিভিঃ প্রদিষ্টঃ।

হ্রস্বজাত রোগে দিবসে অতিকষ্টে দেখিতে পাওয়া যায় এবং বৃহৎ আকার সকল ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু রাত্রিতে প্রকৃত দর্শন হইয়া থাকে।

নকুলান্ধ্যস্য লক্ষণম্।

বিদ্যোততে যস্য নরস্য দৃষ্টি-
র্দোষাভিপন্না নকুলস্য যদ্বৎ।
চিত্রাণি রূপাণি দিবা তু পশ্যেৎ
স বৈ বিকারো নকুলান্ধ্যসংজ্ঞঃ।

দৃষ্টি বাতাদিদোষব্যাপ্ত হইয়া নকুলের ন্যায় প্রতিভাসিত হইলে দিবসে পদার্থ সকল বিচিত্রবৎ দৃষ্ট হয়। এইরূপ পীড়ার নাম নক্তান্ধ্য।

হ্রস্বজাত ও নকুলান্ধ্য এই দুইটী পীড়ায় দিবসে একপ্রকার দেখিতে পাওয়া যায়, রাত্রিতে দর্শনশক্তি লুপ্তপ্রায় হয়, সুতরাং এই দুইটী পীড়াও একপ্রকার রাত্র্যান্ধ্য বলিতে হইবে।

গম্ভীরিকায়া লক্ষণম্।

দৃষ্টির্বিরূপা শ্বসনোপসৃষ্টা
সঙ্কুচ্যতেঽভ্যন্তরতঃ প্রয়াতি।
রুজাবগাঢ়া চ তমক্ষিরোগং
গম্ভীরিকেতি প্রবদন্তি ধীরাঃ॥

বিরূপা বিকৃতা। শ্বসনোপসৃষ্টা বাতোপহতা। রুজাবগাঢ়া গম্ভীরবেদনান্বিতা।

গম্ভীরিকা নামক নেত্ররোগে নেত্র, কুপিত বায়ু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বিকৃত, সঙ্কুচিত, অভ্যন্তরগত ও গম্ভীরবেদনা দ্বারা ব্যথিত হয়।

সুশ্রুতোক্ত ১২ প্রকার নেত্ররোগের লক্ষণ লিখিত হইল। এক্ষণে চরকোক্ত অতিরিক্ত দুইটী রোগ বর্ণিত হইতেছে।

বাহ্যৌ পুনর্দ্বাবিহ সম্প্রদিষ্টৌ
নিমিত্ততশ্চাপ্যনিমিত্ততশ্চ।
নিমিত্ততস্তত্র শিরোঽভিতাপাজ্-
জ্ঞেয়স্ত্বভিষ্যন্দনিদর্শনৈঃ সঃ॥

বাহ্যৌ সুশ্রুতোক্তদ্বাদশসংখ্যেভ্যোঽধিকৌ। তত্র নিমিত্তমাহ শিরোঽভিতাপঃ শিরঃ অভিতপাতে যেন বিষকুসুমগন্ধবহপবনস্পর্শেন শিরোঽভিতাপঃ তস্মাৎ, অভিষ্যন্দনিদর্শনৈঃ রক্তাভিষ্যন্দলিঙ্গৈরিতি গদাধরঃ, সন্নিপাতাভিষ্যন্দলিঙ্গৈরিতি কার্ত্তিকঃ।

চরকোক্ত রোগ দুইটীর মধ্যে একটী সন্নিমিত্তক অর্থাৎ কারণজাত, অন্যটী অনিমিত্তক অর্থাৎ বিনা কারণে জাত। প্রথমটী, বিষপুষ্পের গন্ধবাহী বায়ুর স্পর্শে মস্তক অভিতপ্ত হওয়াতে উৎপন্ন হয়, ইহা রক্তাভিষ্যন্দ বা সান্নিপাতিক অভিষ্যন্দের লক্ষণযুক্ত।

সুরর্ষিগন্ধর্ব্বমহোরগাণাং
সন্দর্শনেনাপি চ ভাস্করস্য।
হন্যেত দৃষ্টির্মনুজস্য যস্য
স লিঙ্গনাশস্ত্বনিমিত্তসংজ্ঞঃ।

তত্রাক্ষি বিস্পষ্টমিবাবভাতি
বৈদূর্য্যবর্ণা বিমলা চ দৃষ্টিঃ।

অনুপলভ্যমানসুরাদিদর্শনরূপনিমিত্তমপি অনিমিত্তমিতি মতম্। বিস্পষ্টং জ্যোতির্যুক্তম্, বৈদূর্য্যবর্ণা শ্যামা, বিমলা নির্ম্মলা।

দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, মহানাগ অথবা সূর্য্যের সন্দর্শন হেতু চক্ষুঃ অভিহত হইয়া দর্শনশক্তির ব্যাঘাত হইলে তাহাকে অনিমিত্তক লিঙ্গনাশ বলা যায়। ইহাতে চক্ষুঃ জ্যোতিবিশিষ্ট বৈদূর্য্যমণিবৎ শ্যামবর্ণ ও নির্ম্মল হয়। এইরূপ নেত্ররোগ যদিও দেবতাদির সন্দর্শনরূপ কারণবশতঃ উৎপন্ন হয়। তথাপি ঐ কারণ অননুভূয়মান বলিয়া পীড়াকে বিনা কারণে জাত বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে।

দৃষ্টিমণ্ডলে উৎপত্তিশীল ১৪ প্রকার রোগ বর্ণিত হইল, এক্ষণে কৃষ্ণমণ্ডলের রোগ সকল বিবৃত হইতেছে।

কৃষ্ণমণ্ডলস্য রোগাঃ।

যৎ সব্রণং শুক্রমথাব্রণঞ্চ
পাকাত্যয়শ্চাপ্যজকা তথৈব।
চত্বার এতে নয়নাময়াস্তু
কৃষ্ণপ্রদেশে নিয়তা ভবন্তি॥

চক্ষের কৃষ্ণপ্রদেশে সব্রণ শুক্র, অব্রণ শুক্র, পাকাত্যয় ও অজকা এই চারিটী রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রত্যেকের লক্ষণ যথাক্রমে লিখিত হইতেছে।

সব্রণশুক্রস্য লক্ষণম্।

নিমগ্নরূপন্তু ভবেদ্ধি কৃষ্ণে
সূচ্যেব বিদ্ধং প্রতিভাতি যদ্ বৈ।
স্রাবং স্রবেদুষ্ণমতীব চাপি
তৎ সব্রণং শুক্রমুদাহরন্তি॥

নিমগ্নরূপমিতি শুক্রবিশেষণম্। সূচ্যেব বিদ্ধমিতি শুক্রস্য বর্ত্তুলত্বং ব্যথাযুক্তত্বঞ্চ বোধয়তি। স্রবেদিত্যনেনৈব স্রাবো বোধিতঃ। তথাপি স্রাবপদং নিরন্তরস্রাববোধনার্থম্।

চক্ষের কৃষ্ণাংশে সূচীবিদ্ধবৎ গোলাকার, অতিশয় ব্যথাযুক্ত ও নিমগ্ন আকারবিশিষ্ট এবং নিরন্তর উষ্ণ রসস্রাবী এক প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাকে সব্রণ শুক্র বলে।

দৃষ্টেঃ সমীপে ন ভবেত্তু যচ্চ
ন চাবগাঢ়ং ন চ সংস্রবেদ্ধি।
অবেদনং বা ন চ যুগ্মশুক্রং
তৎ সিদ্ধিমায়াতি কদাচিদেব॥

ক্ষতং হি স্বভাবত এবং সংস্রয়োপঘাতকরম্ অতো দৃষ্টেঃ সমীপে ন সাধ্যম্। ন চ অবগাঢ়ম্ একত্বগ্ গতম্। ন চ সংস্রবেৎ নচাত্যর্থং স্রবেৎ। অবেদনং মন্দবেদনং রক্তস্য কফানুগমাৎ বাতানুগমাদতিবেদনন্তু ন সিধ্যতি। যুগ্মঞ্চ ক্ষতশুক্রং ন কদাপি সিধ্যতি।

ব্রণশুক্র যদি দৃষ্টিমণ্ডলের নিতান্ত নিকটে না হয়, দূরাবগাহী না হয় অর্থাৎ একত্বগ্‌গত হয়, উহা হইতে অতিশয় স্রাব নির্গত না হয় এবং অধিক বেদনা না থাকে, তাহা হইলে উহা সাধ্য, ইহার বিপরীত অসাধ্য। যুগ্ম ব্রণশুক্র সর্ব্বথা অসাধ্য।

অব্রণশুক্রস্য লক্ষণম্।

সিতং যদা ভাত্যসিতপ্রদেশে
স্যন্দাত্মকং নাতিরুগশ্রুযুক্তম্।
বিহায়সীবাভ্রদলানুকারি
তদব্রণং সাধ্যতমং বদন্তি॥

কৃষ্ণমণ্ডলে সব্রণশুক্রের ন্যায় অব্রণশুক্রও উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা শুভ্রবর্ণ, আকাশস্থ মেঘবৎ স্বচ্ছতাদি গুণবিশিষ্ট এবং অনধিক বেদনা ও অল্প অশ্রুযুক্ত। এই পীড়া অভিষ্যন্দ রোগ হেতু উৎপন্ন হয়। ইহা সুখসাধ্য।

গম্ভীরজাতং বহলঞ্চ শুক্রং
চিরোত্থিতঞ্চাপি বদন্তি কৃচ্ছ্রম্॥

গম্ভীরজাতং দ্বিত্রিত্বগ্গতম্। বহলং স্থূলম্।

অব্রণশুক্র দূরাবগাঢ় (দুই তিনটী ত্বক্‌কে আক্রমণ করিয়া উৎপন্ন), স্থূল ও দীর্ঘকালোৎপন্ন হইলে কষ্টসাধ্য হয়।

বিচ্ছিন্নমধ্যং পিশিতাবৃতং বা
চলং শিরাসক্তমদৃষ্টিকৃচ্চ।
দ্বিত্বগ্গতং লোহিতমন্ততশ্চ
চিরোত্থিতঞ্চাপি বিবর্জ্জনীয়ম্॥

বিচ্ছিন্নমধ্যং বিদীর্ণমাংসত্বাৎ সচ্ছিদ্রং নিম্নমিতি যাবৎ তদ্‌বিপরীতন্তু পিশিতাবৃতমুন্নতমাংসরূপত্বেন।

ঐ ব্রণশুক্রের মধ্যস্থানের মাংস বিদীর্ণ হওয়াতে যদি উহা সচ্ছিদ্র অর্থাৎ নিম্ন হয় অথবা মাংসোচ্ছ্রয়হেতু উন্নত হয় এবং যদি শিরাব্যাপ্ত, চঞ্চল, পটলদ্বয়াশ্রয়ী, লোহিতাবেষ্টিত, দীর্ঘকালজাত ও দৃষ্টিশক্তির বিনাশক হয়, তাহা হইলে উহা অসাধ্য জানিবে।

উষ্ণাশ্রুপাতঃ পিড়কা চ নেত্রে
যস্মিন্ ভবেন্মুদ্গনিভঞ্চ শুক্রম্।
তদপ্যসাধ্যং প্রবদন্তি কেচি-
দন্যচ্চ যৎ তিত্তিরিপক্ষতুল্যম্॥

শুক্র, মুগের ন্যায় আকারবিশিষ্ট অথবা তিত্তিরিপক্ষীর পক্ষসদৃশ হইলে এবং সর্ব্বদা উষ্ণ অশ্রুনির্গম ও পিড়কা উৎপন্ন হইলে ব্যাধি অসাধ্য জানিবে।

অক্ষিপাকাত্যয়স্য লক্ষণম্।

সংছাদ্যতে শ্বেতনিভেন সর্ব্ব-
দোষেণ যস্যাসিতমণ্ডলন্তু।

তমক্ষিপাকাত্যয়মক্ষিকোপ-
সমুত্থিতং তীব্ররুজং বদন্তি॥

শ্বেতনিভেন সর্ব্বদোষেণ শ্বেতরূপতয়া পরিণতেন দোষত্রয়েণ।

দোষত্রয় শ্বেতবর্ণ রূপবিশেষে পরিণত হইয়া সমস্ত কৃষ্ণমণ্ডলকে আচ্ছাদন করিলে তাহাকে অক্ষিপাকাত্যয় রোগ বলা যায়। এই পীড়া অভিষ্যন্দ হইতে উৎপন্ন হয় এবং ইহাতে অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে।

অজকাজাতস্য লক্ষণম্।

অজাপুরীষপ্রতিমো রুজাবান্
সলোহিতো লোহিতপিচ্ছিলাস্রম্।
বিগৃহ্য কৃষ্ণং প্রচয়োঽভ্যুপৈতি
তচ্চাজকাজাতমিতি ব্যবস্যেৎ॥

অন্যচ্চ। কৃষ্ণাক্ষোর্ধদ ভবেচ্ছুষ্কচ্ছগলীবিটসমপ্রভম্। সান্দ্রপিচ্ছিলরক্তাশ্রু ত্রিত্বগ্‌গতমজাজকম্॥ সলোহিতঃ ঈষল্লোহিতঃ। প্রচয়ো মেদঃপ্রচয়ঃ।

শুষ্ক ছাগীবিষ্ঠার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, অতিশয় বেদনাযুক্ত, ঈষৎ লোহিতবর্ণ, সমস্ত কৃষ্ণভাগব্যাপী মেদঃপ্রচয়কে অজকাজাত রোগ বলে। ইহাতে ঘন, পিচ্ছিল ও রক্তবর্ণ অশ্রু নির্গত হইয়া থাকে। ইহা তিনটী ত্বক্‌কে আক্রমণ করিয়া উৎপন্ন হয়।

কৃষ্ণমণ্ডলের রোগ সকল বিবৃত হইল। এক্ষণে শুক্লমণ্ডলে উৎপত্তিশীল পীড়া সকলের বর্ণন করা যাইতেছে।

শুক্লমণ্ডলস্য রোগাণাং নামানি সংখ্যা চ।

প্রস্তারিশুক্লক্ষতজাধিমাংস-
স্নাযুর্ম্মসংজ্ঞাঃ খলু পঞ্চ রোগাঃ।
স্যাচ্ছুক্তিকা চার্জ্জুনপিষ্টকৌ চ
জালং শিরাণাং পিড়কাশ্চ যাঃ স্যুঃ।
রোগা বলাসগ্রথিতেন সার্দ্ধ-
মেকাদশাক্ষ্ণোঃ খলু শুক্লভাগে॥

চক্ষের শুক্লাংশে প্রস্তার্যার্ম্ম, শুক্লার্ম্ম, রক্তার্ম্ম, অধিমাংসার্ম্ম, স্নায়্বর্ম্ম, শুক্তিকা, অর্জ্জুন, পিষ্টক, শিরাজাল, শিরাপিড়কা ও বলাসগ্রথিত এই একাদশ প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়।

তত্র প্রস্তার্য্যর্ম্মণো লক্ষণম্।

প্রস্তার্যার্ম্ম তনু স্তীর্ণং শ্যাবরক্তনিভং সিতে।

তনু পতলম্, স্তীর্ণং বিস্তীর্ণম্, শ্যাবরক্তনিভমিত্যত্র বিকল্পো বোদ্ধব্যঃ।

চক্ষের শুক্লাংশে শ্যাব বা রক্তবর্ণ, বিস্তীর্ণ ও পাতলা পর্দ্দারূপে উৎপন্ন রোগবিশেষকে প্রস্তারি অর্ম্ম বলে।

শুক্লার্ম্মণো লক্ষণম্।

সশ্বেতং মৃদু শুক্লার্ম্ম শুক্লে তদ্ বর্দ্ধতে চিরাৎ।

শ্বেতাভ, কোমল ও দীর্ঘকালে বর্দ্ধনশীল মাংসপর্দ্দাকে শুক্লার্ম্ম বলে।

রক্তার্ম্মণো লক্ষণম্।

পদ্মাভং মৃদু রক্তার্ম্ম যন্মাংসং চীয়তে সিতে।

পদ্মাভম্ অরুণপদ্মপত্রনিভম্, মৃদু কোমলম্।

অরুণ পদ্মপত্রের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, কোমল মাংসোচ্ছ্রয়রূপ রোগকে রক্তার্ম্ম বলা যায়।

অধিমাংসার্ম্মণো লক্ষণম্।

পৃথু মৃদ্বধিমাংসার্ম্ম বহলঞ্চ যকৃন্নিভম্।

পৃথু বিস্তীর্ণম্, বহলং পুষ্টম্, যকৃন্নিভম্ ঈষৎ-কৃষ্ণলোহিতম্।

বিস্তীর্ণ, কোমল, স্থূল এবং যকৃতের ন্যায় ঈষৎ কৃষ্ণমিশ্র লোহিতবর্ণ মাংসোচ্ছ্রয়কে অধিমাংসার্ম্ম বলা যায়।

স্নায়্বর্ম্মণো লক্ষণম্।

স্থিরং প্রসারি মাংসাঢ্যং শুষ্কং স্নায়্বর্ম্ম পঞ্চমম্।

স্থিরং কঠিনম্, শুষ্কং স্রাবরহিতম্। প্রস্তারীতি পাঠান্তরে প্রস্তার্য্যর্ম্ম শুষ্কং কঠিনং মাংসাঢ্যঞ্চ সৎ স্নায়্বর্ম্মসংজ্ঞকং ভবতি।

স্রাবরহিত, কঠিন, বিস্তীর্ণ ও বহু মাংসযুক্ত অর্ম্মকে স্নায়্বর্ম্ম বলে। প্রস্থারি-নামক অর্ম্ম শুষ্ক, কঠিন ও অধিক মাংসো-চ্ছ্রয়যুক্ত হইয়া স্নায়্বর্ম্মরূপে পরিণত হয়।

পাঁচপ্রকার অর্ম্মলক্ষণ বর্ণিত হইল।

শুক্তিকায়া লক্ষণম্।

শ্যাবাঃ স্যুঃ পিশিতনিভাশ্চ বিন্দবো যে
শুক্ত্যাভাঃ সিতনিয়তাঃ স শুক্তিসংজ্ঞঃ।

শ্যাবা ইত্যাদি বর্ণত্রয়ে বিকল্পো বোদ্ধব্যঃ। স শুক্তিসংজ্ঞো রোগঃ।

শ্যাববর্ণ, মাংসবর্ণ অথবা শুক্তি অর্থাৎ ঝিনুকের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট শুক্লমণ্ডলোৎপন্ন বিন্দুগণকে শুক্তিকা রোগ বলে।

অর্জ্জুনস্য লক্ষণম্।

একো যঃ শশরুধিরোপমস্তু বিন্দুঃ
শুক্লস্থো ভবতি তমর্জ্জুনং বদন্তি।

চক্ষের শুক্লভাগে উৎপন্ন, শশকরক্তের ন্যায় লোহিতবর্ণ একমাত্র বিন্দুরূপ বিকারকে অর্জ্জুন বলে।

পিষ্টকস্য লক্ষণম্।

শ্লেষ্মমারুতকোপেন শুক্লে মাংসং সমুন্নতম্।
পিষ্টবৎ পিষ্টকং বিদ্ধি মলাক্তাদর্শসন্নিভম্।

অন্যচ্চ। উৎসন্নঃ সলিলনিভোঽথ পিষ্টশুক্লো
বিন্দুর্যঃ সম্ভবতি পিষ্টকঃ সুবৃত্তঃ।

ঈষচ্ছ্যাবতয়া স্বচ্ছত্বেন চ মলাক্তদর্পণতুল্যম্।

শ্লেষ্মা ও বায়ুর প্রকোপহেতু শুক্লমণ্ডলে উৎপন্ন, পিষ্টকবৎ শুভ্রবর্ণ, গোলাকার ও স্ফীত মাংসসঞ্চয়কে পিষ্টকরোগ বলা যায়। ইহা উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ নহে, ঈষৎ শ্যাববর্ণ। ঐ শ্যাবত্ব ও স্বচ্ছতা থাকাতে ইহা মলাক্ত দর্পণের সহিত উপমিত হয়।

শিরাজালস্য লক্ষণম্।

জালাভঃ কঠিনশিরোমহারুণঃ শিরাণাং
সন্তানো ভবতি শিরাদি জালসংজ্ঞঃ।

শিরাদিজালসংজ্ঞঃ শিরাপূর্ণজালসংজ্ঞঃ শিরা-জালসংজ্ঞ ইত্যর্থঃ।

শিরাসকল ইতস্ততঃ অবস্থিত হইয়া দেখিতে জালের ন্যায় ও অরুণবর্ণ হইলে এবং যদি কাঠিন্যযুক্ত হয়, তাহা হইলে উহাকে শিরাজাল রোগ বলা যায়।

শিরাপিড়কায়া লক্ষণম্।

শুক্লস্থাঃ সিতপিড়কাঃ শিরাবৃতা যা-
স্তা বিদ্যাদসিতসমীপজাঃ শিরাজাঃ।

কৃষ্ণমণ্ডলের নিকটবর্ত্তী শুক্লমণ্ডলাংশে উৎপন্ন শিরাসমূহে আবৃত শুভ্রবর্ণ পিড়কা-গণকে শিরাপিড়কা বলা যায়।

বলাসগ্রথিতস্য লক্ষণম্ ।

কাংস্যাভোঽমৃত্তরথ বারিবিন্দুকল্পো
বিজ্ঞেয়ো নয়নসিতে বলাসসংজ্ঞঃ ॥

কাংস্যাভঃ শ্বেত ইত্যর্থঃ। অমৃদুঃ কঠিনঃ। বারিবিন্দুকল্পঃ এতেন মনাগুন্নতত্বং বোধ্যতে। বলাসসংজ্ঞঃ বলাসগ্রথিতসংজ্ঞঃ ক্বচিদেকদেশেনাপি সমুদায়াবগমাৎ, যথা ভীমো ভীমসেন ইতি, অতএব সুশ্রুতে নামসংগ্রহে বলাসগ্রথিতপদং নির্দ্দিষ্টম্ ॥

নয়নের শুভ্রাংশে কাংস্যবৎ শ্বেতবর্ণ, কঠিন এবং জলবিন্দুর ন্যায় অল্প উন্নত বিন্দুরূপ রোগকে বলাসগ্রথিত বলে।

সন্ধিরোগাণাং নামানি সংখ্যা চ।

পূয়ালসঃ সোপনাহঃ স্রাবাশ্চত্বার এব চ।
পর্ব্বণীকালজীজন্তুগ্রন্থিঃ সন্ধৌ নবাময়াঃ ॥

শুক্লমণ্ডলের রোগ সকল লিখিত হইল, অতঃপর সন্ধিতে উৎপত্তিশীল রোগগণের বর্ণন করা যাইতেছে। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, সন্ধি ছয়টী, যথা পক্ষ্ম (নেত্রলোম) ও বর্ত্মের (চক্ষের পাতার) মধ্যবর্ত্তী সন্ধি, বর্ত্ম ও শুক্লমণ্ডলের মধ্যস্থ সন্ধি, শুক্লমণ্ডল ও কৃষ্ণমণ্ডল ও দৃষ্টিমণ্ডলের সন্ধি, কানীনক সন্ধি এবং অপাঙ্গসন্ধি। নাসিকার সমীপস্থ নেত্রান্তকে কানীনক সন্ধি বলে, নেত্রের অপর প্রান্ত অপাঙ্গসন্ধি।

নেত্রসন্ধিতে পূয়ালস, উপনাহ, চারি প্রকার স্রাব (পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ), পর্ব্বণিকা, অলজী ও ক্রিমিগ্রন্থি এই নয় প্রকার রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

তত্র পূয়ালসস্য লক্ষণম্।

পক্কঃ শোথঃ সন্ধিজঃ সংস্রবেদ্ যঃ
সান্দ্রং পূয়ং পূতিপূয়ালসঃ সঃ।

অন্যচ্চ। শোথক্লেদসমাবিষ্টং তোদভেদসমাকুলম্।
পূয়ালসন্তু তং বিদ্যাৎ সন্ধৌ কানীনকে নৃণাম্।

নেত্রের কানীনক সন্ধিতে শোথ উৎপন্ন হইয়া পাকিয়া ঘন পূয় স্রাবিত করিলে উহাকে পূতিপূয়ালস রোগ বলা যায়। ইহাতে সূচীবেধবৎ ও বিদারণবৎ পীড়া বর্ত্তমান থাকে।

উপনাহস্য লক্ষণম্।

গ্রন্থির্নাল্পো দৃষ্টিসন্ধাবপাকী
কণ্ডুপ্রায়ো নীরুজস্তূপনাহঃ ॥

অন্যচ্চ। বায়ুঃ শ্লেষ্মাণমাদায় দৃষ্টিসন্ধৌ ব্যবস্থিতঃ।
অরুণং কঠিনং গ্রন্থিং জনয়ত্যল্পবেদনম্ ॥
শ্লেষ্মোপনাহং তং বিদ্যাৎ স্রাবান্ বক্ষ্যাম্যতঃ পরম্।

নাল্পো মহান্ অপাকী ঈষৎপাকী নীরুজঃ ঈষদ্বেদনঃ। দৃষ্টিসন্ধাবিতি কৃষ্ণদৃষ্টিমণ্ডলয়োঃ সন্ধাবিত্যর্থঃ।

কৃষ্ণ ও দৃষ্টিমণ্ডলের সন্ধিতে উৎপন্ন ঈষৎপাকবিশিষ্ট, বহুকণ্ডু ও অল্পবেদনাযুক্ত, অরুণবর্ণ, কঠিন, বৃহৎ গ্রন্থিকে উপনাহ রোগ বলে।

স্রাবাণাং সম্প্রাপ্তিঃ।

গত্বা সন্ধীনশ্রুমার্গেণ দোষাঃ
কুর্য্যুঃ স্রাবান্ লক্ষণৈঃ স্বৈরুপেতান্।
তান্ বৈ স্রাবান্ নেত্রনালীতি চৈকে
তস্যা লিঙ্গং কীর্ত্তয়িষ্যে চতুর্দ্ধা ॥

সন্ধীনিতি বহুবচনেন নেত্রান্তর্গতাঃ সর্ব্বএব সন্ধয়ো গৃহ্যন্তে। একে বদন্তীতি শেষঃ। বাতিকস্রাবো ন ভবতি কেবলেন বাতেন তদসম্ভবাৎ।

পিত্ত, শ্লেষ্মা, মিলিত দোষত্রয় ও রক্ত ইহারা কুপিত হইয়া অশ্রুমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক নেত্রান্তর্গত সন্ধিসকলে উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব লক্ষণোপেত স্রাব উৎপাদন করে।

স্রাবের নামান্তর নেত্রনালী। ইহাদের লক্ষণ ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে।

পিত্তস্রাবস্য লক্ষণ।

পীতাভাসং নীলমুষ্ণং জলাভং
পিত্তস্রাবঃ সংস্রবেৎ সন্ধিমধ্যাৎ॥

পিত্তস্রাবে সন্ধিমধ্য হইতে পীত বা নীলবর্ণ জলবৎ স্বচ্ছ উষ্ণ স্রাব নিঃসৃত হয়।

শ্লেষ্মস্রাবস্য লক্ষণম্।

শ্বেতং সান্দ্রং পিচ্ছিলং যঃ স্রবেত্তু
শ্লেষ্মস্রাবোঽসৌ বিকারঃ প্রদিষ্টঃ॥

শ্লেষ্মস্রাবে শ্বেতবর্ণ, ঘন ও পিচ্ছিল স্রাব নির্গত হয়।

সন্নিপাতস্রাবস্য লক্ষণম্।

শোথঃ সন্ধৌ সংস্রবেদ্ যস্ত পকঃ
পূয়ং স্রাবঃ সর্ব্বজঃ সম্মতঃ স্যাৎ॥
অন্যচ্চ। পাকঃ সন্ধৌ সংস্রবেদ্ যশ্চ পূয়ং
পূয়াস্রাবো নৈকরূপঃ প্রদিষ্টঃ॥

সান্নিপাতিক স্রাবে নেত্রসন্ধিতে শোথ উৎপন্ন হইয়া পাকিয়া পূয় নির্গত হয়। ইহার অপর নাম পূয়স্রাব।

রক্তস্রাবস্য লক্ষণম্।

রক্তস্রাবঃ শোণিতোত্থঃ সরক্তং
কোষ্ণং নাল্পং সংস্রবেন্নাতিসান্দ্রম্॥

রক্তপ্রকোপ হেতু উৎপন্ন স্রাবকে রক্ত স্রাব বলে। ইহাতে ঈষদুষ্ণ অনতি ঘন, অধিক পরিমিত, রক্তমিশ্রিত স্রাব নির্গত হয়।

পর্ব্বণিকায়া অলজ্যাশ্চ লক্ষণম্।

তাম্রা তন্বী দাহশূলোপপন্না
রক্তাজ্ জ্ঞেয়া পর্ব্বণী বৃত্তশোফা।
জাতা সন্ধৌ শুক্লকৃষ্ণেঽলজী স্যাৎ
তস্মিন্নেব ব্যাহৃতা পূর্ব্বলিঙ্গৈঃ॥
তস্মিন্নেব শুক্লকৃষ্ণয়োরেব সন্ধৌ। ভেদার্থমাহ পূর্ব্বলিঙ্গৈঃ প্রমেহাধিকারলিখিতৈঃ।

শুক্ল ও কৃষ্ণমণ্ডলের সন্ধিতে তাম্রবর্ণ, সূক্ষ্ম, দাহশূলযুক্ত, শোথবিশিষ্ট পীড়াকে পর্ব্বণিকা বলে। ইহা রক্তজ রোগ। ঐ সন্ধিতেই অলজীনামক আর এক প্রকার পীড়া হয়, তাহার লক্ষণ প্রমেহহেতুজাত অলজীপীড়ার ন্যায়, অর্থাৎ রক্তবর্ণ, স্ফোটক-ব্যাপ্ত ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত।

ক্রিমিগ্রন্থের্লক্ষণম্।

ক্রিমিগ্রন্থির্বর্ত্মনঃ পক্ষণশ্চ
কণ্ডূং কুর্য্যুঃ ক্রিময়ঃ সন্ধিজাতাঃ।
নানারূপা বর্ত্মশুক্লান্তসন্ধৌ
চরন্ত্যন্তর্লোচনং দূষয়ন্তঃ॥

বর্ত্ম ও পক্ষমধ্যস্থ সন্ধিতে উৎপন্ন বিবিধাকৃতি ক্রিমি সকল কণ্ডূ উৎপাদন করিয়া ক্রমশঃ বর্ত্ম ও শুক্লমণ্ডলের সন্ধিতে উপস্থিত হইয়া চক্ষুকে দূষিত করিয়া অভ্যন্তরে বিচরণ ও চক্ষের মাংস ভক্ষণ করে। এই পীড়াকে ক্রিমিগ্রন্থি বলা যায়।

বর্ত্মরোগাণাং সম্প্রাপ্তিঃ।

পৃথগ্ দোষাঃ সমস্তাশ্চ যদা বর্ত্ম ব্যপাশ্রয়াঃ।
শিরা ব্যাপ্যাবতিষ্ঠন্তে বর্ত্মস্বধিকমূর্চ্ছিতাঃ॥
বিবর্দ্ধ্য মাংসং রক্তঞ্চ তদা বর্ত্ম ব্যপাশ্রয়ান্।
বিকারান্ জনয়ন্ত্যাশু নামতস্তান্ নিবোধত।

বাতাদিদোষগণ পৃথক্ পৃথক্ বা মিলিত হইয়া বর্ত্মস্থ শিরাসকলকে ব্যাপিয়া অবস্থিত ও অতিশয় কুপিত হইয়া মাংস ও রক্তের বৃদ্ধি করিয়া বর্ত্মে নানা পীড়া উপস্থিত করে।

তেষাং নামানি সংখ্যা চ।

উৎসঙ্গিন্যথ কুম্ভিকা পোথক্যো বর্ত্মশর্করা।
তথার্শোবর্ত্ম শুষ্কার্শ স্তথৈবাঞ্জননামিকা ॥
বহলং বর্ত্ম যচ্চাপি তথান্যো বর্ত্মবন্ধকঃ।
ক্লিষ্টবর্ত্ম তথা বর্ত্ম কর্দ্দমঃ শ্যাববর্ত্ম চ ॥
প্রক্লিন্ন বর্ত্ম চাক্লিন্নবর্ত্ম বাতহতঞ্চ যৎ।
বর্ত্মার্ব্বুদং নিমেষশ্চ শোণিতার্শস্তথৈব চ ॥
লগণো বিসবর্ত্মাপি কুঞ্চনং নাম তৎপরম্।
একবিংশতিরিত্যেতে বিকারা বর্ত্মসংশ্রয়ঃ ॥

নেত্রের পাতায় উৎসঙ্গপিড়কা, কুম্ভিকা, পোথকী, বর্ত্মশর্করা, অর্শোবর্ত্ম, শুষ্কার্শঃ, অঞ্জননামিকা, বহলবর্ত্ম, বর্ত্মবন্ধক, ক্লিষ্টবর্ত্ম, বর্ত্মকর্দ্দম, শ্যাববর্ত্ম, প্রক্লিন্নবর্ত্ম, অক্লিন্নবর্ত্ম, বাতহতবর্ত্ম, বর্ত্মার্ব্বুদ, নিমেষ, শোণিতার্শঃ, লগণ, বিসবর্ত্ম ও কুঞ্চন এই ২১ টী রোগ উৎপন্ন হয়।

তেষূৎসঙ্গপিড়কায়া লক্ষণম্।

অভ্যন্তরমুখী তাম্রা বাহ্যতো বর্ত্মসংশ্রয়া।
সোৎসঙ্গোৎসঙ্গপিড়কা সর্ব্বজা স্থূলকণ্ডুরা ॥

অভ্যন্তরমুখী বর্ত্মনোঽভ্যন্তরে মুখং যস্যাঃ সা। বর্ত্মনো বাহ্যতস্তাম্রা। সোৎসঙ্গা অন্তঃপূয়া। উৎসঙ্গপিড়কা উৎসঙ্গে ক্রোড়ে বহ্বাঃ পিড়কা যস্যাঃ সা। স্থূলকণ্ডুরা স্থূলা চাসৌ কণ্ডুরা চেতি কর্ম্মধারয়ঃ। এষা অধরবর্ত্মজা বোদ্ধব্যা। বর্ত্মোৎসঙ্গেঽধরে জন্তোরিতি বিদেহবচনাৎ।

চক্ষের নিম্নপাতায় উৎপত্তিশীল পিড়কাবিশেষকে উৎসঙ্গপিড়কা বলে। ইহার মুখ অভ্যন্তর দিকে, বহির্ভাগে তাম্রবর্ণ দৃষ্ট হয়, অভ্যন্তরে পূয় থাকে, ইহা স্থূল ও কণ্ডুবিশিষ্ট হয়। এই পীড়া ত্রিদোষোৎপন্ন, (কোন কোন গ্রন্থে রক্তজ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে)। ইহার নামান্তর উৎসঙ্গিনী।

কুম্ভিকায়া লক্ষণম্।

বর্ত্মান্তে পিড়কা ধ্মাতা ভিদ্যন্তে চ স্রবন্তি চ।
কুম্ভিকাবীজসদৃশাঃ কুম্ভিকাঃ সন্নিপাতজাঃ ॥

দাড়িমাকারফলো লতাবিশেষঃ কুম্ভীকাশব্দবাচ্যঃ। তদ্বীজমপি দাড়িমফলবীজাকারম্।

বর্ত্মপ্রান্তে অর্থাৎ বর্ত্ম ও পক্ষ্মের সন্ধিপ্রদেশে দোষত্রয়ের প্রকোপহেতু পিড়কাসমূহ উৎপন্ন হইয়া বিদীর্ণ হয় ও রসাদি স্রাব করে এবং পুনর্ব্বার পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। ঐ সকল পিড়কা দেখিতে কুম্ভিকানামক লতার ফলের বীজের ন্যায়, এইজন্য ঐ পিড়কাগণকে কুম্ভিকাখ্য রোগ বলা যায়। কুম্ভিকার ফলের বীজের আকার প্রায় দাড়িম বীজের ন্যায়।

পোথকীনাং লক্ষণম্।

স্রাবিণ্যঃ কণ্ডুরা গুর্ব্ব্যো রক্তসর্ষপসন্নিভাঃ।
রুজাবত্যশ্চ পিড়কাঃ পোথক্য ইতি কীর্ত্তিতাঃ।

বহুস্রাবনিঃসারক, কণ্ডুবিশিষ্ট, গুরুতাসম্পন্ন, বেদনাযুক্ত, রক্তসর্ষপাকৃতি পিড়কাগণকে পোথকী বলে।

বর্ত্মশর্করায়া লক্ষণম্।

পিড়কাভিঃ সুসূক্ষ্মাভির্ঘনাভিরভিসংবৃতা।
পিড়কা যা খরা স্থূলা সা জ্ঞেয়া বর্ত্মশর্করা ॥
ঘনাভির্নিবিড়াভির্দৃঢ়াভির্বা।

বর্ত্মে উৎপত্তিশীল কর্কশ অথচ, স্থূল পিড়কাবিশেষকে বর্ত্মশর্করা বলে। ইহা, পরস্পর অতি নিকটজাত, দৃঢ়, সূক্ষ্মতর পিড়কাসমূহে আকীর্ণ থাকে।

অর্শোবর্ত্মনো লক্ষণম্।

এর্ব্বারুবীজপ্রতিমাঃ পিড়কা মন্দবেদনাঃ।
শ্লক্ষ্ণাঃ খরাশ্চ বর্ত্মস্থাস্তদর্শোবর্ত্ম কীর্ত্ত্যতে।
খরাস্তীক্ষ্ণাগ্রাঃ।

চক্ষের পাতায় কাঁকুড়ের বীজের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, অল্পবেদনাযুক্ত, মসৃণ ও তীক্ষ্ণাগ্র একপ্রকার পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাকে অর্শোবর্ত্ম বলে।

শুষ্কার্শসো লক্ষণম্।

দীর্ঘাঙ্কুরঃ খরঃ স্তব্ধো দারুণোঽভ্যন্তরোত্তবঃ।
ব্যাধিরেষোঽভিবিখ্যাতঃ শুষ্কার্শো নাম নামতঃ।
খরঃ কর্কশঃ, স্তব্ধঃ স্রাবরহিতঃ, দারুণঃ কঠিনঃ।

বর্ত্মের অভ্যন্তরদিকে উৎপন্ন দীর্ঘ অঙ্কুরবিশিষ্ট, কর্কশ, স্রাবরহিত ও কঠিন মাংসাঙ্কুরকে শুষ্কার্শঃ বলা যায়।

অঞ্জননামিকায়া লক্ষণম্।

দাহতোদবতী তাম্রা পিড়কা বর্ত্মসম্ভবা।
মৃদ্বী মন্দরুজা সূক্ষ্মা জ্ঞেয়া সাঞ্জননামিকা।

নেত্রবর্ত্মে দাহ ও সূচীস্ফুটনবৎ পীড়াযুক্ত, তাম্রবর্ণ, অল্প বেদনাবিশিষ্ট, সূক্ষ্ম ও কোমল একপ্রকার পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাকে অঞ্জননামিকা বলে।

বহলবর্ত্মনো লক্ষণম্।

বর্ত্মোপচীয়তে যস্য পিড়কাভিঃ সমন্ততঃ।
সবর্ণাভিঃ স্থিরাভিশ্চ বিদ্যাদ্ বহলবর্ত্ম তৎ।

বর্ত্মমণ্ডল, ত্বকের সমান বর্ণবিশিষ্ট ও দৃঢ় পিড়কাসমূহে উপচিত হইলে তাহাকে বহলবর্ত্ম বলা যায়।

বর্ত্মবন্ধকস্য লক্ষণম্।

কণ্ডুমতাল্পতোদেন বর্ত্মশোফেন মানবঃ।
ন সমং ছাদয়েদক্ষি যত্রাসৌ বর্ত্মবন্ধকঃ।

যত্র যস্মিন্ রোগে। ন সমং ছাদয়েদক্ষি চক্ষুঃ সমং প্রকৃতং সম্যগিতি যাবৎ ছাদয়িতুং ন শক্নুয়াৎ।

বর্ত্মমণ্ডলে অল্প বেদনাযুক্ত, কণ্ডুবিশিষ্ট শোথ হওয়াতে চক্ষুঃ সম্যক্ নিমীলন করিতে না পারিলে তাহাকে বর্ত্মবন্ধক রোগ বলা যায়।

ক্লিষ্টবর্ত্মনো লক্ষণম্।

মৃদ্বল্পবেদনং তাম্রং যদ্বর্ত্ম সমমেব চ।
অকস্মাচ্চ স্রবেদ্রক্তং ক্লিষ্টবর্ত্মেতি তদ্ বিদুঃ।

অত্র বর্ত্মশব্দেন বর্ত্মদ্বয়ং জ্ঞেয়ম্। অতএব সমমেব যুগপদেব ইতি।

কোন চক্ষের উর্দ্ধাধঃস্থিত দুইটী বর্ত্মই যুগপৎ তাম্রবর্ণ, অল্প বেদনাবিশিষ্ট ও কোমল হইয়া অকস্মাৎ রক্তস্রাব করিলে উহাকে ক্লিষ্টবর্ত্মনামক পীড়া বলা যায়।

বর্ত্মকর্দ্দমস্য লক্ষণম্।

ক্লিষ্টং পুনঃ পিত্তযুতং শোণিতং বিদহেদ্ যদা।
তদা ক্লিন্নত্বমাপন্নমুচ্যতে বর্ত্মকর্দ্দমম্।

ক্লিষ্টং কর্ত্তৃ ক্লিষ্টবর্ত্মৈব যদা পিত্তলাভ্যাসাদধিকপিত্তং সং শোণিতং বিদহেৎ তথা তৎ ক্লিন্নত্বমাপন্নং বর্ত্মকর্দ্দমসংজ্ঞাং লভতে। অথবা যদা শোণিতং কর্ত্তৃ শোণিতং পিত্তযুতং সৎ ক্লিষ্টং ক্লিষ্টবর্ত্ম কর্ম্ম বিদহেৎ তদা তৎ ক্লিষ্টবর্ত্ম বর্ত্মকর্দ্দমসংজ্ঞাং লভতে ।

ঐ ক্লিষ্টবর্ত্ম, পিত্ত ও শোণিতের বিকারহেতু আর্দ্রতা প্রাপ্ত হইলে তখন উহাকে বর্ত্মকর্দ্দম রোগ বলা যায় ।

শ্যাববর্ত্মনো লক্ষণম্ ।

যদ্ বর্ত্ম বাহ্যতোঽন্তশ্চ শ্যাবং শূনং সবেদনম্ ।
সকণ্ডুকং পরিক্লেদি শ্যাববর্ত্মেতি তন্মতম্ ॥

নেত্রবর্ত্ম, বহিরন্তঃ উভয়দিকেই শ্যাববর্ণ, স্ফীত, বেদনা ও কণ্ডূযুক্ত এবং ক্লেদবিশিষ্ট হইলে তাহাকে শ্যাববর্ত্ম বলা যায় ।

প্রক্লিন্নবর্ত্মনো লক্ষণম্ ।

অরুজং বাহ্যতঃ শূনং বর্ত্ম যস্য নরস্য হি ।
প্রক্লিন্নবর্ত্ম তদ্ বিদ্যাৎ ক্লিন্নমত্যর্থমন্ততঃ ॥
অরুজম্ ঈষদ্ব্যথম্ । অন্ততঃ ক্লিন্নম্ অন্তে ক্লেদবৎ ।

বহির্দ্দিকে শোথবিশিষ্ট, অল্পবেদনাযুক্ত এবং অন্তর্ভাগে অত্যন্ত ক্লেদাক্ত বর্ত্মকে প্রক্লিন্নবর্ত্ম বলা যায় ।

অক্লিন্নবর্ত্মনো লক্ষণম্ ।

যস্য ধৌতান্যধৌতানি সম্বধ্যন্তে পুনঃ পুনঃ ।
বর্ত্মান্যপরিপক্কানি বিদ্যাদক্লিন্নবর্ত্ম তৎ ॥

বর্ত্মসকল অধৌত অবস্থাতেই থাকুক, অথবা ধৌতই হউক, যদি পুনঃ পুনঃ পরস্পর সংযুক্ত হইয়া যায়, তবে তাহাকে অক্লিন্নবর্ত্ম বলা যায় ।

বাতহতবর্ত্মনো লক্ষণম্ ।

বিমুক্তসন্ধি নিশ্চেষ্টং বর্ত্ম যস্য নিমীল্যতে ।
এতদ্ বাতহতং বিদ্যাৎ সরুজং যদি বারুজম্ ॥

বাতহতবর্ত্ম নামক রোগে বর্ত্ম ও শুক্লমণ্ডলের মধ্যস্থিত সন্ধি বিশ্লিষ্ট হওয়াতে সেই বর্ত্মটী নিমেষোন্মেষরহিত হইয়া সর্ব্বদা নিমীলিত ভাবেই (পতিত হইয়া) থাকে। ইহাতে কখন বেদনা থাকে, কখন বা থাকে না।

বর্ত্মার্ব্বুদস্য লক্ষণম্ ।

বর্ত্মান্তরস্থং বিষমং গ্রন্থীভূতমবেদনম্ ।
আচক্ষীতার্ব্বুদমিতি সরক্তমবিলম্বি চ ॥

বিষমম্ অবর্ত্তুলম্। গ্রন্থীভূতং কঠিনম্। অবেদনমীষদ্বেদনম্। সরক্তম্ ঈষল্লোহিতম্। অবিলম্বি অস্রস্তম্।

বর্ত্মের অভ্যন্তরজাত বিষমাকার, কঠিন, অতিঅল্প বেদনাযুক্ত, ঈষৎ লোহিতবর্ণ ও অস্রস্ত (অশিথিল) ব্যাধিবিশেষকে বর্ত্মার্ব্বুদ বলে।

নিমেষস্য লক্ষণম্ ।

নিমেষিণীঃ শিরা বায়ুঃ প্রবিষ্টো বর্ত্মসংশ্রয়াঃ ।
সঞ্চালয়তি বর্ত্মানি নিমেষঃ স গদো মতঃ ॥

কুপিত বায়ু, বর্ত্মাশ্রিত নিমেষকারী শিরাগণে প্রবিষ্ট হইয়া বর্ত্মকে সঞ্চালিত করে। ইহার নাম নিমেষ রোগ।

শোণিতার্শসো লক্ষণম্।

বর্ত্মস্থো যো বিবর্দ্ধেত লোহিতো মৃদুরঙ্কুরঃ।
তদ্রক্তজং শোণিতার্শশ্ছিন্নঞ্চাপি বিবর্দ্ধতে।

নেত্রবর্ত্মে রক্তের প্রকোপ হেতু উৎপন্ন ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল, লোহিতবর্ণ, কোমল মাংসাঙ্কুরকে শোণিতার্শঃ বলে। ইহা পুনঃ পুনঃ ছিন্ন হইলেও পুনঃ পুনঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

লগণস্য লক্ষণম্।

অপাকী কঠিনঃ স্থূলো গ্রন্থি র্বর্ত্মভবোঽরুজঃ।
সকণ্ডুঃ পিচ্ছিলঃ কোলপ্রমাণো লগণঃ স্মৃতঃ।

বর্ত্মজাত পাকরহিত, কঠিন, স্থূল, বেদনাশূন্য, কণ্ডূযুক্ত, পিচ্ছিল, কুলের ন্যায় পরিমাণবিশিষ্ট, গ্রন্থিকে লগণ রোগ বলা যায়।

বিসবর্ত্মনো লক্ষণম্।

শূনং যদ্ বর্ত্ম বহুভিঃ সূক্ষ্মৈশ্ছিদ্রৈঃ সমন্বিতম্।
বিসমন্তর্জলমিব বিসবর্ত্মেতি তন্মতম্।
অন্যচ্চ।
ত্রয়ো দোষা বহিঃশোথং কুর্য্যুশ্ছিদ্রাণি বর্ত্মনোঃ।
প্রস্রবন্ত্যন্তরুদকং বিসবদ্ বিসবর্ত্ম তৎ।

বিসং মৃণালম্। বিসবৎ বহুসূক্ষ্মছিদ্রযুক্তত্বাদস্য বিসবর্ত্মসংজ্ঞা।

দোষত্রয়ের প্রকোপহেতু নেত্রবর্ত্মের বহির্দ্দিকে শোথ এবং অভ্যন্তরদিকে মুখবিশিষ্ট বহু সূক্ষ্ম ছিদ্র উৎপন্ন হইয়া রসাদি নিঃসৃত হইলে তাহাকে বিসবর্ত্ম বলা যায়। বিস অর্থাৎ পদ্মের মৃণাল যেরূপ বহু সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত ও তদভ্যন্তরে জলপূর্ণ থাকে, ইহারও প্রকৃতি সেইরূপ।

কুঞ্চনস্য লক্ষণম্।

বাতাদ্যা বর্ত্মসঙ্কোচং জনয়ন্তি মলা যদা।
তদা দ্রষ্টুং ন শক্নোতি কুঞ্চনং নাম তদ্ বিদুঃ।

বাতাদিদোষগণ কুপিত হইয়া বর্ত্মকে সঙ্কুচিত করিয়া দর্শনক্রিয়ার ব্যাঘাত করিলে তাহাকে কুঞ্চন নামক পীড়া বলা যায়।

পক্ষ্মরোগয়োর্নামনী।

পক্ষ্মকোপঃ পক্ষ্মশাতো রোগৌ দ্বৌ পক্ষ্মসংশ্রয়ৌ।

পক্ষ্ম অর্থাৎ নেত্রলোমে দুইটী রোগ হয়, একটীর নাম পক্ষ্মকোপ, অপরটীর নাম পক্ষ্মশাত।

তত্র পক্ষ্মকোপস্য লক্ষণম্।

পক্ষ্মাশয়গতা দোষাস্তীক্ষ্ণাগ্রাণি খরাণি চ।
নির্বর্ত্তয়ন্তি পক্ষ্মাণি তৈর্জুষ্টঞ্চাক্ষি দূয়তে।
উৎপাটিতৈঃ পুনঃ শান্তিঃ পক্ষ্মভিশ্চোপজায়তে।
বাতাতপানলদ্বেষী পক্ষ্মকোপঃ স উচ্যতে।
অন্যচ্চ। প্রচালিতানি বাতেন পক্ষ্মাণ্যক্ষি বিশন্তি হি
ঘৃষ্যন্ত্যক্ষি মুহুস্তানি সংরম্ভং জনয়ন্তি চ।
অসিতে সিতভাগে চ মূলকোষাৎ পতন্ত্যপি।
পক্ষ্মকোপঃ স বিজ্ঞেয়ো ব্যাধিঃ পরমদারুণঃ।

পক্ষ্মাশয়স্থ দোষগণ পক্ষ্মসকলকে তীক্ষ্ণাগ্র ও কর্কশ করে, অনন্তর উহারা কুপিত বায়ুর বলে নেত্রমধ্যে প্রবেশ ও উহাকে ঘর্ষণ করিয়া শোথ উৎপাদন করে এবং মূলকোষ হইতে স্খলিত হইয়া কৃষ্ণ ও শুক্লমণ্ডলে পতিত হয়। লোমসকল উৎপাটিত করিলে তৎকালে পীড়ার শান্তি হয়। এই পীড়ায় চক্ষে বায়ু, রৌদ্র ও অগ্নির তাপ সহ্য হয় না। ইহার নাম পক্ষ্মকোপ।

পক্ষ্মশাতস্য লক্ষণম্ ।

বর্ত্ম পক্ষ্মাশয়গতং পিত্তং রোমাণি শাতয়েৎ ।
কণ্ডুং দাহঞ্চ কুরুতে পক্ষ্মশাতং তমাদিশেৎ ॥

বর্ত্ম ও পক্ষ্মাশয়স্থিত পিত্ত, লোমসকলকে উন্মূলিত এবং কণ্ডূ ও দাহ উপস্থিত করে। এই পীড়াকে পক্ষ্মশাত বলা যায়।

সমস্ত নেত্ররোগাণাং নামানি সংখ্যা চ ।

স্যন্দাশ্চতুষ্কা ইহ সম্প্রদিষ্টা-
শ্চত্বার এবেহ তথাধিমন্থাঃ ।
পাকঃ সশোথঃ স চ শোথহীনো
হতাধিমন্থোঽনিলপর্য্যয়শ্চ ॥
শুষ্কাক্ষিপাকস্ত্বিহ কীর্ত্তিতশ্চ
তথান্যতোবাত উদীরিতশ্চ ।
দৃষ্টিস্তথাম্লাধ্যুষিতা শিরাণা-
মুৎপাতহর্ষৌ চ সমস্তনেত্রে ॥
এবং সমস্তনেত্রে স্যুর্গময়া দশ সপ্ত চ ।
তেষামিহ পৃথগ্ বক্ষ্যে যথাবল্লক্ষণানি চ ॥

সমস্ত নেত্রভাগে ১৭ প্রকার রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যথা চারিপ্রকার অভিষ্যন্দ, চারিপ্রকার অধিমন্থ, সশোথপাক, অশোথ-পাক, হতাধিমন্থ, বাতপর্য্যায়, শুষ্কাক্ষিপাক, অন্যতোবাত, অম্লাধ্যুষিত, শিরোৎপাত ও শিরাহর্ষ। ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ যথাক্রমে লিখিত হইতেছে।

বাতাৎ পিত্তাৎ কফাদ্রক্তাদভিষ্যন্দশ্চতুর্ব্বিধঃ ।
প্রায়েণ জায়তে ঘোরঃ সর্ব্বনেত্রাময়াকরঃ ॥

ঘোরো দুঃসহবেদনঃ। সর্ব্বনেত্রাময়াকরঃ সর্ব্বেষাং নেত্ররোগাণামধিমন্থাদীনামাকরঃ সর্ব্ব-নেত্ররোগজনক ইত্যর্থঃ।

বায়ু, পিত্ত, কফ ও রক্ত ইহাদের প্রকোপে চারিপ্রকার অভিষ্যন্দ রোগ উৎপন্ন হয়। ইহা অতি যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি। এই পীড়া হইতেই প্রায় অপর সমস্ত নেত্ররোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

তেষু বাতিকস্যাভিষ্যন্দস্য লক্ষণম্ ।

নিস্তোদন স্তম্ভন রোমহর্ষ-
সংঘর্ষ পারুষ্য শিরোঽভিতাপাঃ ।
বিশুষ্কভাবঃ শিশিরাশ্রুতা চ
বাতাভিপন্নে নয়নে ভবন্তি ॥

স্তম্ভনং জড়িমা। সংঘর্ষঃ করকরিকা। পারুষ্যং রুক্ষতা। শিরোঽভিতাপঃ শিরসো ব্যথা। বিশুষ্কভাবঃ দূষিকারাহিত্যম্।

বাতজ অভিষ্যন্দে সূচীবেধবৎ পীড়া, চক্ষের জড়তা, রোমাঞ্চ, সংঘর্ষ (কর্‌করিকা কর্‌কর্ পীড়া), রুক্ষতা, মস্তকে বেদনা, চক্ষের মলরাহিত্য এবং শীতল অশ্রুনির্গম এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

পৈত্তিকস্য লক্ষণম্ ।

দাহপ্রপাকৌ শিশিরাভিনন্দা
ধূমায়নং বাষ্পসমুচ্ছ্রয়শ্চ ।
উষ্ণাশ্রুতা পীতকনেত্রতা চ
পিত্তাভিপন্নে নয়নে ভবন্তি ।

শিশিরাভিনন্দা শীতলেচ্ছা। ধূমায়নং নেত্রাদ্ ধূমোদ্গম ইব। বাষ্পসমুচ্ছ্রয়ঃ অশ্রুবাহুল্যম্।

পিত্তজ অভিষ্যন্দে নেত্রের দাহ, পাক, শীতলেচ্ছা, চক্ষুঃ হইতে ধূমনির্গমবৎবোধ, অধিক পরিমাণে উষ্ণ অশ্রুনির্গম এবং নেত্রের পীততা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

শ্লৈষ্মিকস্য লক্ষণম্ ।

উষ্ণাভিনন্দা গুরুতাক্ষিশোফঃ
কণ্ডূপদেহাবতিশীততা চ ।

স্রাবো মুহুঃ পিচ্ছিল এব চাপি
কফাভিপন্নে নয়নে ভবন্তি॥

কফজ অভিষ্যন্দে উষ্ণ সেবনেচ্ছা, চক্ষে শোথ, গুরুতা, কণ্ডূ, মললিপ্ততা, অতিশীতলতা এবং মুহুর্মুহুঃ পিচ্ছিল স্রাব নির্গম এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

রক্তজস্য লক্ষণম্।

তাম্রাশ্রুতা লোহিতনেত্রতা চ
রাজ্যঃ সমন্তাদতিলোহিতাশ্চ।
পিত্তস্য লিঙ্গানি চ যানি তানি
রক্তাভিপন্নে নয়নে ভবন্তি॥

অনুক্তসংগ্রহার্থমাহ পিত্তলিঙ্গানি পিত্তাভিষ্যন্দলিঙ্গানি। পৈত্তস্য লিঙ্গানীতি পাঠান্তরমধিকসন্তোষজনকম্।

রক্তজ অভিষ্যন্দে অশ্রু তাম্রবর্ণ, নেত্র লোহিতবর্ণ এবং চতুর্দ্দিকে অতি লোহিতবর্ণ রেখা সকল উদ্গত হয়। অধিকন্তু পৈত্তিক অভিষ্যন্দের লক্ষণসমস্তও ইহাতে উপস্থিত হইয়া থাকে।

অধিমন্থানাং নিদানম্।

বৃদ্ধৈরেতৈরভিষ্যন্দৈর্নরাণামক্রিয়াবতাম্।
তাবন্তস্ত্বধিমন্থাঃ স্যুর্নয়নে তীব্রবেদনাঃ॥

উল্লিখিত অভিষ্যন্দ সকল প্রতিকৃত না হইলে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অতিতীব্র বেদনাবিশিষ্ট অধিমন্থ রোগ উৎপন্ন হয়। অতএব অভিষ্যন্দ রোগই অধিমন্থ রোগের নিদানস্বরূপ। অভিষ্যন্দ যত প্রকার, অধিমন্থও তত প্রকার হইয়া থাকে।

অধিমন্থস্য লক্ষণম্।

উৎপাট্যত ইবাত্যর্থং নেত্রং নির্মথ্যতে তথা।
শিরসোঽর্দ্ধঞ্চ তং বিদ্যাদধিমন্থং স্বলক্ষণৈঃ॥

স্বলক্ষণৈঃ যথোক্তবাতাদিকৃতাভিষ্যন্দলক্ষণৈঃ।

বাতজাদি অভিষ্যন্দে যে সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, বাতজাদি অধিমন্থেও তৎসমুদায় সংঘটিত হইয়া থাকে। অধিকন্তু অধিমন্থে মস্তকের অর্দ্ধাংশ ও নেত্রমণ্ডল যেন উৎপাটিত ও নির্মথিত হইতেছে এইরূপ বোধ হয়।

বাতিকস্যাধিমন্থস্য লক্ষণম্।

নেত্রমুৎপাট্যত ইব মথ্যতেঽরণিবচ্চ যৎ।
সংঘর্ষতোদনির্ভেদসংযুতং স্তব্ধমাবিলম্॥
কুঞ্চনাস্ফোটনাধ্মানবেপথুব্যথনৈর্যুতম্।
শিরসোঽর্দ্ধঞ্চ যেন স্যাদধিমন্থঃ স মারুতাৎ॥

বাতিক অধিমন্থে নেত্র উৎপাটিতবৎ, দারুমথিতবৎ, স্তব্ধ, আবিল এবং করকরিকা পীড়া, সূচীস্ফুটনবৎ পীড়া ও বিদারণবৎ পীড়ায় ব্যথিত হয়। আর মস্তকের অর্দ্ধাংশ কুঞ্চন, আস্ফোটন, আধ্মান, কম্প ও বেদনায় পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

পৈত্তিকস্য তস্য লক্ষণম্।

যকৃৎপিণ্ডোপমং চক্ষুর্জ্জ্বলদঙ্গারকীর্ণবৎ।
অধিমন্থে ভবেৎ পৈত্তে শিরসো দহনং তথা॥

পৈত্তিক অধিমন্থে চক্ষুঃ যকৃৎপিণ্ডের ন্যায় আভাযুক্ত ও প্রজ্বলিত অঙ্গারব্যাপ্তবৎ এবং মস্তকের দাহ এই লক্ষণ গুলি উপস্থিত হয়।

শ্লৈষ্মিকস্য লক্ষণম্ ।

শৈত্যগৌরবপৈচ্ছিল্যদূষিকাশোথসংযুতম্ ।
স্রাবকণ্ডূযুতং নেত্রং নাসাঘ্রানং শিরোরুজা ।
আবিলা পাংশুপূর্ণেব দৃষ্টিঃ কফসমুদ্ভবে ।
অধিমন্থে নতং কৃষ্ণমুন্নতং শুক্লমণ্ডলম্ ।

শ্লৈষ্মিক অধিমন্থে চক্ষুঃ শীতল, ভারযুক্ত, পিচ্ছিল, মলসংযুক্ত, স্ফীত, স্রাবযুক্ত ও কণ্ডূবিশিষ্ট, নাসিকা আঘ্রাত, মস্তক ব্যথিত রূপসকল ধূলিব্যাপ্তবৎ আবিলভাবে দৃষ্ট এবং চক্ষের কৃষ্ণমণ্ডল নত ও শুক্লমণ্ডল উন্নত হয় ।

রক্তজস্য লক্ষণম্ ।

মন্থে রক্তভবে নেত্রমুৎপাটনসমানরুক্ ।
রাগেণ বন্ধুকনিভং তাম্যতি স্পর্শনাক্ষমম্ ।
লোহিতান্তং সনিস্তোদং পশ্যত্যগ্নিনিভা দিশঃ ।
জলন্তিশ্চ শিরোঽঙ্গারৈরাকীর্ণমিব জায়তে ।

রক্তাধিমন্থে চক্ষুঃ বান্ধুলীপুষ্পের ন্যায় লোহিতবর্ণ, অতিশয় বেদনাযুক্ত, স্পর্শাসহ, চতুর্দ্দিকে তাম্রবর্ণব্যাপ্ত এবং উৎপাটনবৎ ও সূচীস্ফুটনবৎ পীড়ায় পীড়িত হয়, দিক্সকল অগ্নিবৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং মস্তক যেন প্রজ্বলিত অঙ্গারপূর্ণ বোধ হয় ।

হন্যাদ্ দৃষ্টিং সপ্তরাত্রাৎ কফোত্থোঽ-
ধীমন্থোঽস্রক্সম্ভবঃ পঞ্চরাত্রাৎ ।
ষড়াত্রাদ্বা মারুতোত্থো নিহন্যা-
ন্মিথ্যাচারাৎ পৈত্তিকঃ সদ্য এব ।
সদ্যঃশব্দোঽত্র ত্রিরাত্রবাচী ।

অনুচিত আচরণ করিলে এবং রীতিমত চিকিৎসা না করিলে শ্লৈষ্মিক অধীমন্থ ৭ দিবসে, রক্তজ ৫ দিবসে, বাতজ ৬ দিবসে এবং পিত্তজ অধিমন্থ ৩ দিবসে দৃষ্টি নষ্ট করে ।

সশোথস্য পাকস্য লক্ষণম্ ।

কণ্ডূপদেহাশ্রুযুতঃ পক্বোড়ুম্বরসন্নিভঃ ।
দাহসংহর্ষতাম্রত্বশোথনিস্তোদগৌরবৈঃ ।
জুষ্টো মুহুঃ স্রবেদ্ বাষ্পমুষ্ণং পিচ্ছিলমেব চ ।
সংরম্ভী পচ্যতে যোঽসৌ নেত্রপাকঃ সশোথকঃ ।
(সংরম্ভী বলবৎস্নায়ুক্রিয়ঃ)

চক্ষে কণ্ডূ, মলবাহুল্য, দাহ, করকরিকা, সূচীস্ফুটনবৎ পীড়া, ভার ও শোথ হইয়া চক্ষুটী তাম্রবর্ণ ও পক্ক ডুমুরের ন্যায় হইয়া অধিক পরিমাণে উষ্ণ ও পিচ্ছিল অশ্রু মোচন করিলে এবং উহাতে স্নায়ুর ক্রিয়া অতিপ্রবল হইয়া থাকিলে উহাকে চক্ষের শোথযুক্ত পাক বলা যায় ।

অশোথস্য লক্ষণম্ ।

শোথহীনানি লিঙ্গানি নেত্রপাকে ত্বশোথকে ।

সশোথ নেত্রপাকে যে সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, অশোথ নেত্রপাকেও সেই সমুদায় লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে, কেবল শোথ থাকে না, এই মাত্র বিশেষ ।

হতাধিমন্থস্য লক্ষণম্ ।

উপেক্ষণাদক্ষি যদাধিমন্থো
বাতাধিকঃ শোষয়তি প্রসহ্য ।
রুজাভিরুগ্রাভিরসাধ্য এষ
হতাধিমন্থঃ খলু নাম রোগঃ ।

অন্যচ্চ—
অন্তঃ শিরাণাং শ্বসনঃ স্থিতো দৃষ্টিং প্রতিক্ষিপন্ ।
হতাধিমন্থং জনয়েৎ তমসাধ্যং বিদুর্ব্বুধাঃ ।

অন্যচ্চ—
অথবা শোষয়েদক্ষি ক্ষীণতেজো বলাদয়ম্ ।
তৎ পদ্মমিব সংশুষ্কমবসীদতি লোচনম্ ।
হতাধিমন্থং তং বিদ্যাদসাধ্যং বাতকোপতঃ ।

বায়ুপ্রধান অধিমন্থ, উপেক্ষিত হইলে চক্ষে উগ্র বেদনা উৎপাদনপূর্ব্বক উহাকে শোষিত করিয়া নষ্ট করে। এই পীড়ায় বায়ু, চক্ষের শিরাগণের অন্তর্ভূত থাকিয়া ক্ষীণতেজঃ চক্ষুকে বলপূর্ব্বক শোষিত করাতে উহা শুষ্ক পদ্মের ন্যায় অবসন্ন হইয়া দৃষ্টিশক্তি বিহীন হয়। এই ব্যাধির নাম হতাধিমন্থ। ইহা অসাধ্য পীড়া।

বাতপর্য্যয়স্য লক্ষণম্‌।

বারং বারঞ্চ পর্য্যেতি ভ্রুবৌ নেত্রে চ মারুতঃ।
রুজাভিঃ সহ তীব্রাভিঃ স জ্ঞেয়ো বাতপর্য্যয়ঃ।

পর্য্যেতি পর্য্যায়েণ যাতি কদাচিদ্‌ ভ্রুবৌ কদাচিন্নেত্রে।

কুপিত বায়ু, তীব্রবেদনার সহিত পর্য্যায়ক্রমে, একবার ভ্রূদ্বয়ে এবং অন্যবার নেত্রদ্বয়ে আগত হইলে উহাকে বাতপর্য্যায় রোগ বলা যায়।

শুষ্কাক্ষিপাকস্য লক্ষণম্‌।

যৎ কূণিতং দারুণ রুক্ষবর্ত্ম
সন্দহ্যতে চাবিলদর্শনং যৎ।
সুদারুণং যৎ প্রতিবোধনে চ
শুষ্কাক্ষিপাকোপহতং তদক্ষি।

কূণিতং নিমীলিতম্‌। দারুণরুক্ষবর্ত্ম দারুণং বিকৃতং রুক্ষঞ্চ বর্ত্ম যস্য তৎ, ইদমক্ষ্ণো বিশেষণম্‌। সন্দহ্যতে সদাহং ভবতি। আবিলদর্শনম্‌ আবিলস্য দর্শনং যেন তৎ। যৎ প্রতিবোধনে উন্মেষণে সুদারুণং সুকঠিনম্‌।

শুষ্কাক্ষিপাক নামক রোগে চক্ষের পাতা বিকৃত ও রুক্ষ, চক্ষুঃ দাহযুক্ত এবং রূপসকল মলিন দৃষ্ট হয়। ইহাতে চক্ষুঃ প্রায় মুদ্রিতই থাকে এবং উন্মীলন করিতে অতিশয় যাতনা উপস্থিত হয়।

অন্যতোবাতস্য লক্ষণম্‌।

যস্যাবটু কর্ণশিরোহনুস্থো
মন্যাগতো বাপ্যনিলোঽন্যতো বা।
কুর্য্যাদ্রুজোঽতি ভ্রুবি লোচনে চ
তমন্যতোবাতমুদাহরন্তি।

অবটুর্ঘাটা। অন্যতো বা পৃষ্ঠাদিদেশঞ্চাগতঃ। অন্যতোবাতঃ যোহন্যত্র স্থিতোঽন্যত্র রুজং করোতি তাদৃশম্‌।

কুপিত বায়ু, অবটু (ঘাড়), কর্ণ, মস্তক, হনু, মন্যা অথবা পৃষ্ঠদেশে থাকিয়া ভ্রূতে ও চক্ষে অতিশয় বেদনা উপস্থিত করে, ইহার নাম অন্যতোবাত। বায়ু একস্থানে অবস্থিত হইয়া অন্যস্থানে বেদনা উৎপাদন করে, এই নিমিত্ত এই পীড়াকে অন্যতোবাত বলাযায়।

অম্লাধ্যুষিতস্য লক্ষণম্‌।

শ্যাবং লোহিতপর্য্যন্তং সর্ব্বমক্ষি প্রপচ্যতে।
সদাহশোথং সাস্রাবমম্লাধ্যুষিতমম্লতঃ।

অম্লতঃ অম্লভোজনাৎ। তথাচ সুশ্রুতঃ। অম্লেন ভুক্তেনেত্যাদি।

নিরন্তর অধিক পরিমাণে অম্লভোজন করিলে পিত্ত কুপিত হওয়াতে চক্ষুঃ শ্যাববর্ণ, চতুর্দ্দিকে লোহিতরাগে পরিবেষ্টিত, দাহ ও স্রাবযুক্ত এবং উহাতে শোথ হইয়া সমস্ত চক্ষুঃ পাকিয়া উঠে। এই পীড়ার নাম অম্লাধ্যুষিত।

শিরোৎপাতস্য লক্ষণম্ ।

অবেদনা বাপি সবেদনা বা
যস্যাক্ষিরাজ্যো হি ভবন্তি তাম্রাঃ ।
মুহুর্বিরজ্যন্তি চ যাঃ সমন্তাদ্
ব্যাধিঃ শিরোৎপাত ইতি প্রদিষ্টঃ ॥

অক্ষিরাজ্যঃ অক্ষিশিরাঃ । বিরজ্যন্তি বিকৃতবর্ণা ভবন্তি ।

শিরোৎপাত রোগে চক্ষের শিরা সকল চতুর্দ্দিকে তাম্রবর্ণ হইয়া উত্থিত হয় এবং মুহুর্মুহুঃ বর্ণান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাতে কখন বেদনা থাকে, কখন বা থাকে না। এই পীড়ার নাম শিরোৎপাত।

শিরাহর্ষস্য লক্ষণম্ ।

মোহাৎ শিরোৎপাত উপেক্ষিতস্তু
জায়েত রোগস্তু শিরাপ্রহর্ষঃ ।
তাম্রাচ্ছমস্রং স্রবতি প্রগাঢ়ং
তথা ন শক্নোত্যভিবীক্ষিতুঞ্চ ॥

মূঢ়তাবশতঃ শিরোৎপাত পীড়াকে উপেক্ষা করিলে শিরাহর্ষ রোগ জন্মে। ইহাতে নিরন্তর তাম্রবর্ণ স্বচ্ছ অশ্রু নির্গত হয় এবং রোগী ভাল দেখিতে পায় না। এই পীড়ার নাম শিরাহর্ষ।

নেত্রমণ্ডলে উৎপত্তিশীল ৭৮ প্রকার ব্যাধি সবিস্তার লিখিত হইল, স্মরণার্থ ইহাদের নাম পুনর্ব্বার লিখিতেছি। দৃষ্টিমণ্ডলে বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, রক্তজ ও পরিম্লায়ী এই ছয় প্রকার লিঙ্গনাশ এবং পিত্তবিদগ্ধদৃষ্টি, শ্লেষ্মবিদগ্ধদৃষ্টি, ধূমদর্শন, হ্রস্বজাত্য, নকুলান্ধ্য, গম্ভীরিকা ও চরকোক্ত দুই প্রকার সমুদায়ে ১৪ প্রকার। কৃষ্ণমণ্ডলে সব্রণশুক্র, অব্রণশুক্র, অক্ষিপাকাত্যয় ও অজকাজাত এই ৪ প্রকার। শুক্লমণ্ডলে প্রস্তার্য্যর্ম্ম, শুক্লার্ম্ম, রক্তার্ম্ম, অধিমাংসার্ম্ম, স্নায়র্ম্ম, শুক্তিকা, অর্জ্জুন, পিষ্টক, শিরাজাল, শিরাপিড়কা ও বলাসগ্রথিত এই ১১ প্রকার। সন্ধিতে পূয়ালস, উপনাহ, পিত্তস্রাব, শ্লেষ্মস্রাব, সন্নিপাতস্রাব, রক্তস্রাব, পর্ব্বণিকা, অলজী ও ক্রিমিগ্রন্থি এই ৯ প্রকার। বর্ত্মে উৎসঙ্গপিড়কা, কুম্ভিকা, পোথকী, বর্ত্মশর্করা, অর্শোবর্ত্ম, শুষ্কার্শঃ, অঞ্জননামিকা, বহলবর্ত্ম, বর্ত্মবন্ধক, ক্লিষ্টবর্ত্ম, বর্ত্মকর্দ্দম, শ্যাববর্ত্ম, প্রক্লিন্নবর্ত্ম, অক্লিন্নবর্ত্ম, বাতহতবর্ত্ম, বর্ত্মার্ব্বুদ, নিমেষ, শোণিতার্শঃ, লগণ, বিসবর্ত্ম ও কুঞ্চন এই ২১ প্রকার। পক্ষ্মে পক্ষ্মকোপ ও পক্ষ্মশাত এই ২ টী এবং সমস্ত নেত্রভাগে বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও রক্তজ অভিষ্যন্দ, ঐ চারিপ্রকার অধিমন্থ, সশোথ পাক, অশোথ পাক, হতাধিমন্থ, বাতপর্য্যয়, শুষ্কাক্ষিপাক, অন্যতোবাত, অম্লাধ্যুষিত, শিরোৎপাত ও শিরাহর্ষ এই ১৭ প্রকার। সমুদায়ে ৭৮ প্রকার রোগ নেত্রমণ্ডলে হইয়া থাকে।

নেত্রস্য সামতায়া লক্ষণম্ ।

উদীর্ণবেদনং নেত্রং রাগশোফসমন্বিতম্ ।
ঘর্ষ নিস্তোদ শূলাশ্রুযুক্ত মামান্বিতং বিদুঃ ॥

প্রবল বেদনা, রক্তিমা, শোথ, করকরিকা, সূচীস্ফুটনবৎ পীড়া, শূল ও অশ্রুস্রাব এই সকল লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে চক্ষুঃকে আম (অপক্ব) দোষযুক্ত বলিয়া জানিবে।

তস্য নিরামতায়া লক্ষণম্ ।

মন্দবেদনতা কণ্ডুঃ সংরম্ভাশ্রুপ্রশান্ততা ।
প্রসন্নবর্ণতা চাক্ষ্ণো নিরামেক্ষণলক্ষণম্ ॥

সংরম্ভঃ শোথঃ ।

বেদনার অল্পতা, কণ্ডূৎপত্তি, শোথের শুষ্কতা, অশ্রুস্রাব নিবৃত্তি এবং চক্ষের বর্ণের প্রসন্নতা এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইলে চক্ষুঃ আমদোষ বর্জ্জিত হইয়াছে জানিবে।

নেত্ররোগাণাং চিকিৎসা।

অষ্টসপ্ততিরাখ্যাতা যেঽত্র নেত্রভবা গদাঃ।
চিকিৎসিতমিদং তেষাং সমাসাদ্‌ ব্যাসতঃ শৃণু।

যে ৭৮ প্রকার নেত্ররোগ কথিত হইল, এক্ষণে তাহাদের সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত চিকিৎসা লিখিত হইতেছে।

ছেদ্যাস্তেষু দশৈকঞ্চ নব লেখ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ভেদ্যাঃ পঞ্চবিকারাঃ স্যুর্ব্যধ্যাঃ পঞ্চদশৈব তু।
ষোড়শাশস্ত্রকৃত্যাশ্চ যাপ্যাঃ সপ্ত ভবন্তি হি।
রোগা বর্জ্জয়িতব্যাশ্চ দশ পঞ্চ চ জানতা।
অসাধ্যৌ বা ভবেতান্তু যাপ্যৌ বাগন্তুসংজ্ঞিতৌ।

ঐ ৭৮ টী রোগের মধ্যে ১১ টী ছেদ্য, ৯ টী লেখ্য, ৫ টী ভেদ্য, ১৫ টী ব্যধ্য, ১৬ টী শস্ত্রপাতাযোগ্য, ৭ টী যাপ্য, ১৫ টী অসাধ্য এবং শস্ত্রপ্রয়োগের অযোগ্য ১৬ টীর মধ্যে আগন্তুক ২ টী অর্থাৎ সনিমিত্তক ও অনিমিত্তক দৃষ্টিরোগদ্বয় অসাধ্য বা যাপ্য। ঐ ছেদ্যাদি রোগগণের স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

অর্শোঽন্বিতং ভবতি বর্ত্ম তু যৎতথার্শঃ
শুষ্কং তথার্ব্বুদমথো পিড়কাঃ শিরাজাঃ।
জালং শিরাজমপি পঞ্চবিধং তথার্ম্ম-
চ্ছেদ্যা ভবন্তি সহ পর্ব্বণিকাময়েন।

অর্শোবর্ত্ম, শুষ্কার্শঃ, বর্ত্মার্ব্বুদ, শিরা-পিড়কা, শিরাজাল, পাঁচপ্রকার অর্ম্ম ও পর্ব্বণিকা এই ১১ টী রোগ ছেদ্য।

উৎসঙ্গিনী বহলকর্দ্দমবর্ত্মনী চ
শ্যাবঞ্চ যচ্চ পঠিতং ত্বিহ বদ্ধবর্ত্ম।
ক্লিষ্টঞ্চ পোথকিযুতং খলু যচ্চ বর্ত্ম
কুম্ভীকিনী চ সহ শর্করয়া চ লেখ্যাঃ।

উৎসঙ্গিনী (উৎসঙ্গপিড়কা), বহলবর্ত্ম বর্ত্মকর্দ্দম, শ্যাববর্ত্ম, বর্ত্মবন্ধক, ক্লিষ্টবর্ত্ম, পোথকী, কুম্ভিকা ও বর্ত্মশর্করা এই ৯ টী লেখ্য।

শ্লেষ্মোপনাহলগণৌ চ বিসঞ্চ ভেদ্যা
গ্রন্থিশ্চ যঃ কৃমিকৃতোঽঞ্জননামিকা চ।

উপনাহ, লগণ, বিসবর্ত্ম, কৃমিগ্রন্থি ও অঞ্জননামিকা এই ৫ টী ভেদ্য।

আদৌ শিরা নিগদিতা চ যয়োঃ প্রয়োগে
পাকৌ চ যৌ নয়নয়োঃ পবনোঽন্যতশ্চ।
পূয়ালসানিলবিপর্য্যয় মন্থসংজ্ঞাঃ
স্যন্দাস্তু যান্ত্যপশমং হি শিরাব্যধেন।

শিরোৎপাত, শিরাহর্ষ, সশোথপাক, অশোথপাক, অন্যতোবাত, পূয়ালস, বাত-পর্য্যয়, চারিপ্রকার অধিমন্থ ও চারিপ্রকার অভিষ্যন্দ এই ১৫ টী রোগ ব্যধ্য।

শুষ্কাক্ষিপাককফপিত্ত বিদগ্ধদৃষ্টি-
ম্বম্লাখ্যশুক্রসহিতার্জ্জুন পিষ্টকেষু।
অক্লিন্নবর্ত্মহুতভুগ্ধ্বজদর্শি শুক্তি
প্রক্লিন্নবর্ত্মসু তথৈব বলাসসংজ্ঞে।
আগন্তুরোগযুগ কুঞ্চন পক্ষ্মশাতে
শস্তং ন শস্ত্রপতনং প্রবদন্তি ধীরাঃ।

শুষ্কাক্ষিপাক, কফবিদগ্ধদৃষ্টি, পিত্ত-বিদগ্ধদৃষ্টি, অম্লাধ্যুষিত, শুক্র, অর্জ্জুন, পিষ্টক, অক্লিন্নবর্ত্ম, ধূমদর্শন, শুক্তিকা, প্রক্লিন্নবর্ত্ম, বলাসগ্রথিত, সনিমিত্তক ও অনিমিত্তক দৃষ্টিরোগদ্বয়, কুঞ্চন ও পক্ষ্মশাত এই ১৬ ষোলটী রোগ শস্ত্রপাতাযোগ্য।

সম্পশ্যতঃ বড়পি যেঽভিহিতাস্তু কাচা-
স্তে পক্ষ্মকোপসহিতাস্তু ভবন্তি যাপ্যাঃ।

দৃষ্টিমণ্ডলের কাচাখ্য ছয়প্রকার রোগ (লিঙ্গনাশ) এবং পক্ষ্মকোপ এই ৭ টী যাপ্য।

চত্বার এব পবনপ্রভবাস্ত্বসাধ্যা
দ্বৌ পিত্তজৌ কফনিমিত্তজ এক এব।
অর্দ্ধাষ্টকা রুধিরজাশ্চ গদাস্ত্রিদোষা-
স্ত্বাবস্ত্ব এব গদিতাবপি বাহ্যজৌ দ্বৌ।
অন্যচ্চ। হতাধিমন্থো নিমিষো দৃষ্টির্গম্ভীরিকা চ যা।
যচ্চ বাতহতং বর্ত্ম ন তে সিধ্যন্তি বাতজাঃ।
পিত্তজঃ সলিলস্রাবঃ পরিম্লায়ী চ নীলকঃ।
অসাধ্যৌ কীর্ত্তিতাবেতৌ ব্যাধী পিত্তনিমিত্তজৌ।
রক্তস্রাবোঽজকাজাতং শোণিতার্শোঽবলম্বিতম্।
শুক্রঞ্চাস্রসম্ভূতা অসাধ্যা ব্যাধয়ো মতাঃ।
পূয়াস্রাবো নাকুলান্ধ্যমক্ষিপাকাত্যয়োঽলজী।
অসাধ্যা ব্যাধয়শ্চাপি সনিমিত্তানিমিত্তকৌ।

হতাধিমন্থ, নিমেষ, গম্ভীরিকা ও বাতহতবর্ত্ম এই ৪ টী বাতজ, পৈত্তিকস্রাব ও নীলমণ্ডল, পরিম্লায়ী এই ২ টী পৈত্তিক, রক্তজস্রাব, অজকাজাত, শোণিতার্শঃ ও সব্রণশুক্র এই ৪ টী রক্তজ, পূয়স্রাব (সন্নিপাতস্রাব), নকুলান্ধ্য, অক্ষিপাকাত্যয় ও অলজী এই ৪ টী ত্রিদোষজ এবং সনিমিত্ত ও অনিমিত্ত এই দৃষ্টিরোগদ্বয় অসাধ্য।

ছেদ্যরোগাণাং প্রতিষেধঃ।

স্নিগ্ধং ভুক্তবতো হ্যন্নমুপবিষ্টস্য যত্নতঃ।
সংরোষয়েৎ তু নয়নং ভিষক্ চূর্ণৈস্তু লাবণৈঃ।
ততঃ সংরোষিতং তূর্ণং সুস্বিন্নং পরিঘট্টিতম্।
অর্ম্ম যত্র বলীজাতং তত্রৈতল্লগয়েদ্ ভিষক্।
অপাঙ্গং প্রেক্ষমাণস্য বড়িশেন সমাহিতঃ।
মুচুণ্ড্যাগৃহ্য মেধাবী সূচীসূত্রেণ বা পুনঃ।
ন চোৎক্ষাপয়তা ক্ষিপ্রং কার্য্যমভ্যুন্নতন্তু তৎ।
শস্ত্রপাতভয়াচ্চাস্য বর্ত্মনী গ্রাহয়েদ্ দৃঢ়ম্।
ততঃ প্রশিথিলীভূতং ত্রিভিরেব বিলম্বিতম্।
উল্লিখন্ মণ্ডলাগ্রেণ তীক্ষ্ণেন পরিশোধয়েৎ।
বিমুক্তং সর্ব্বতশ্চাপি কৃষ্ণাচ্ছুক্লাচ্চ মণ্ডলাৎ।
নীত্বা কনীনকোপান্তং ছিন্দ্যান্নাতিকনীনকম্।
চতুর্ভাগস্থিতং মাংসেনাক্ষি ব্যাপত্তিমর্হতি।
কনীনকবধাদস্রং নাড়ী চাপ্যপজায়তে।
হীনচ্ছেদাৎ পুনর্বৃদ্ধিঃ শীঘ্রমেবাধিগচ্ছতি।
অর্ম্ম যজ্জালবদ্ ব্যাপি তদপ্যুন্নার্জ্য লম্বিতম্।
ছিন্দ্যাদ্বক্রেণ শস্ত্রেণ বর্ত্ম শুক্লাস্তমাশ্রিতম্।
প্রতিসারণমক্ষোস্তু ততঃ কার্য্যমনন্তরম্।
যবনালস্য চূর্ণেন ত্রিকটোর্লবণস্য চ
স্বেদয়িত্বা ততঃ পশ্চাদ্ বধ্নীয়াৎ কুশলো ভিষক্।
দেশর্ত্তুবলকালজ্ঞঃ স্নেহং দত্ত্বা যথাহিতম্।
ব্রণবৎ সংবিধানস্তু তস্য কুর্য্যাদতঃ পরম্।
ত্র্যহান্মুক্তা করস্বেদং দত্ত্বা শোধনমাচরেৎ।
করঞ্জবীজামলকমধুকৈঃ সাধিতং পয়ঃ।
হিতমাশ্চ্যোতনং শূলে দ্বিরহ্নঃ ক্ষৌদ্রসংযুতম্।
মধুকোৎপলকিঞ্জল্ক দূর্ব্বাকল্কৈশ্চ মূর্দ্ধনি।
প্রলেপঃ সঘৃতঃ শীতঃ ক্ষীরপিষ্টঃ প্রশস্যতে।
লেখ্যাঞ্জনৈরপহরেদর্ম্মশেষং ভবেদ্ যদি।
অর্ম্ম চাল্পং দধিনিভং নীলং রক্তমথাপি বা।
ধূসরং তনু যচ্চাপি শুক্রবৎ তদুপাচরেৎ।
চর্ম্মাভং বহলং যত্তু স্নায়ুমাংসঘনাবৃতম্।
ছেদ্যমেব তদর্ম্ম স্যাৎ কৃষ্ণমণ্ডলগঞ্চ যৎ।
বিশুদ্ধবর্ণমক্লিষ্টং ক্রিয়াস্বক্ষিগতক্লমম্।
ছিন্নেঽর্ম্মণি ভবেৎ সম্যগ্ যথাস্বমনুপদ্রবম্।

অর্ম্মরোগীকে সঘৃত অন্ন ভোজন করাইয়া যত্নপূর্ব্বক উপবিষ্ট করিয়া অর্ম্মে সৈন্ধব-লবণাদির চূর্ণ প্রয়োগ এবং চক্ষে স্বেদ প্রদান ও ইহা পরিঘট্টন করিবে। এইরূপে চক্ষুঃ সংরোষিত করিয়া রোগীকে তাহার অপাঙ্গের দিকে চেষ্টাপূর্ব্বক দৃষ্টি প্রয়োগ করিতে বলিবে। অনন্তর বড়িশ, মুচুটীযন্ত্র এবং ক্ষারসূত্র দ্বারা অর্ম্মকে ধৃত ও আয়ত্ত করিয়া অভ্যুন্নত করিবে, শীঘ্র উত্থিত করিবে না। রোগীর চক্ষের পাতা দুইটী ও মস্তক দৃঢ়রূপে কেহ ধরিয়া থাকিবে। পরে মণ্ডলাগ্র শস্ত্র দ্বারা অর্ম্ম বিলিখিত করিয়া ক্রমশঃ কনীনক সন্ধির নিকটদিকে আনিয়া ছেদন করিবে। কনীনক সন্ধি আহত হইলে নেত্রনাড়ী রোগ জন্মে। অতএব সাবধানতা পূর্ব্বক শস্ত্রপাত করিবে।

অর্ম্ম অসম্যক্ ছিন্ন হইলে পুনর্ব্বার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অতএব নিঃশেষরূপে ছেদন কর্ত্তব্য। যে অর্ম্ম জালবৎ ব্যাপক, তাহাকে উন্মার্জন ও যন্ত্রদ্বারা ধারণ করিয়া বক্রাগ্র শস্ত্রদ্বারা ছেদন করিবে। অতঃপর যবনালচূর্ণ, ত্রিকটু ও সৈন্ধব লবণ এই সকল একত্র মর্দ্দিত ও মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রতিসারণ করিবে। ইহাতে উপযুক্ত স্নেহ প্রয়োগ ও ব্রণবৎ বন্ধনাদি বিধেয়। প্রতি তিন দিবস অন্তর বন্ধন মোচন, করস্বেদ প্রদান ও শোধন ক্রিয়া করিবে। করঞ্জবীজ, আমলা ও যষ্টিমধুর সহিত ক্ষীরপাকের নিয়মানুসারে দুগ্ধপাক করিয়া তাহাতে মধু মিশাইয়া তদ্দ্বারা আশ্চ্যোতন করিবে। পরে যষ্টিমধু পদ্মাদির কেশর ও দূর্ব্বা দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া ঘৃতসংযুক্ত করিয়া চক্ষের চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দেওয়া কর্ত্তব্য। ছেদক্রিয়ার পর যদি অর্ম্মের কিছু শেষ থাকে, তাহা হইলে লেখ্যাঞ্জন (ক্ষারদ্রব্যাদি দ্বারা প্রস্তুত মাংসক্ষয়কারক অঞ্জন) দ্বারা ইহা ক্ষয় করিবে। দধিবৎ শুভ্র, নীল, লোহিত বা ধূসরবর্ণ এবং পাতলা ও অল্প পরিমিত অর্ম্ম, শুক্র রোগবৎ প্রতীকার্য্য। স্নায়ু ও মাংস দ্বারা গাঢ়, আবৃত, স্থূল ও চর্ম্মবৎ অর্ম্ম এবং কৃষ্ণমণ্ডলপ্রাপ্ত অর্ম্ম অবশ্যই ছেদনীয়। অর্ম্ম সম্যক্ ছিন্ন হইলে চক্ষুঃ বিশুদ্ধবর্ণ, অক্লিষ্ট, উপদ্রব রহিত এবং আত্মক্রিয়াসমর্থ হয়।

শিরাজালে শিরা যাস্তু কঠিনাস্তাশ্চ বুদ্ধিমান্।
উল্লিখেন্মণ্ডলাগ্রেণ বড়িশেনাবলম্বিতাঃ।

শিরাজাল রোগে কঠিন শিরাগণকে বড়িশদ্বারা ধারণ করিয়া মণ্ডলাগ্র শস্ত্রদ্বারা ছেদন করিবে।

শিরাসু পিড়কা জাতা যা ন সিধ্যন্তি ভেষজৈঃ।
অর্ম্মবন্মণ্ডলাগ্রেণ তাসাং ছেদনমিষ্যতে।

শিরাপিড়কা রোগ ঔষধদ্বারা প্রতীকৃত না হইলে মণ্ডলাগ্র শস্ত্রদ্বারা অর্ম্মবৎ ছেদন কর্ত্তব্য।

রোগয়োশ্চৈতয়োঃ কার্য্যমর্ম্মোক্তং প্রতিসারণম্।
বিধিশ্চাপি যথাদোষং লেখনদ্রব্যসম্ভৃতঃ।

শিরাজাল ও শিরাপিড়কা এই দুই রোগে অর্ম্মরোগোক্ত প্রতিসারণ করিবে। মাংসক্ষয়কারক দ্রব্যসমূহদ্বারা কৃত লেখ্যাঞ্জনাদিও যথাযথ ব্যবস্থেয়।

সন্ধৌ সংস্বেদ্য শস্ত্রেণ পর্ব্বণীকাং বিচক্ষণঃ।
উত্তরে চ ত্রিভাগে চ বড়িশেনাবলম্বিতাম্।
ছিন্দ্যাৎ ততোঽর্দ্ধমগ্রে স্যাদশ্রুনাড়ী হ্যতোঽন্যথা।
প্রতিসারণ মত্রাপি সৈন্ধবক্ষৌদ্রমিষ্যতে।
লেখনীয়ানি চূর্ণানি ব্যাধিশেষস্য ভেষজম্।

পর্ব্বণিকা রোগে স্বেদ প্রদানানন্তর শুক্লকৃষ্ণ সন্ধিতে ঊর্দ্ধাংশে তৃতীয়ভাগে ঐ পিড়কাকে বড়িশ দ্বারা ধরিয়া ছেদন করিবে। ইহার অগ্রভাগে অশ্রুনাড়ী থাকে, তাহা যেন ছিন্ন না হয়। ছেদনান্তে সৈন্ধবলবণ ও মধুদ্বারা প্রতিসারণ করিবে। ব্যাধির কিছু অবশেষ থাকিলে লেখনচূর্ণ দ্বারা তাহার ক্ষয় করিবে।

অর্শস্তথা যচ্চ নাম্না শুষ্কার্শোঽর্ব্বুদমেব চ।
মণ্ডলাগ্রেণ তীক্ষ্ণেন মূলে ছিন্দ্যাদ্ ভিষগ্বরঃ।
ততঃ সৈন্ধবকাসীসকৃষ্ণাভিঃ প্রতিসারয়েৎ।
শস্ত্রকর্ম্মণ্যুপরতে মাসং স্যান্নিয়তঃ সুযন্ত্রিতঃ।

অর্শোবর্ত্ম, শুষ্কার্শঃ ও বর্ত্মার্ব্বুদ তীক্ষ্ণধার মণ্ডলাগ্র শস্ত্রদ্বারা সমূলছেদন করিবে। পশ্চাৎ সৈন্ধবলবণ, হীরাকস ও পিপুল এই সমুদায়ের চূর্ণ দ্বারা প্রতিসারণ করিবে। শস্ত্রক্রিয়ার পর রোগীর একমাস পর্য্যন্ত বিশেষ নিয়মে থাকা আবশ্যক।

লেখ্যরোগাণাং চিকিৎসা।

নব যেঽভিহিতা লেখ্যাঃ সামান্যাস্তেম্বয়ং বিধিঃ।
স্নিগ্ধবান্তবিরিক্তস্য নিবাতাতপসদ্মনি॥
সুখোদকপ্রতপ্তেন বাসসা সুসমাহিতঃ।
স্বেদয়েদ্ বর্ত্ম নিভূর্জ্য বামাঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিস্থিতম্॥
অঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠকাভ্যাস্ত নিভু্গ্নং বর্ত্ম যত্নতঃ।
প্লোতান্তরীকৃতং নৈব চলতি স্রংসতেঽপি বা॥
ততঃ প্রমৃজ্য প্লোতেন বর্ত্ম শস্ত্রপদাঙ্কিতম্।
লিখেচ্ছস্ত্রেণ যত্নেন ততো রক্তে স্থিতে পুনঃ॥
স্বিন্নং মনোহ্বকাসীসব্যোষাঞ্জনকসৈন্ধবৈঃ।
শ্লক্ষ্ণপিষ্টৈঃ সমাক্ষীকৈঃ প্রতিসার্য্যোষ্ণবারিণা॥
প্রক্ষাল্য হবিষা সিক্তং ব্রণবৎ সমুপাচরেৎ।
স্বেদাবপীড়প্রভৃতীংস্ত্র্যহাদূর্দ্ধং প্রয়োজয়েৎ॥

লেখ্যরোগ নয়টীতে সাধারণবিধি এই। স্নেহ প্রয়োগ, বমন ও বিরেচন ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া রোগীকে বাতাতপরহিত গৃহে অবস্থান করিয়া ঈষদুষ্ণ জলে সিক্ত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা স্বেদ প্রদান পূর্ব্বক বর্ত্মকে তূলাচ্ছাদিত করিয়া বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীদ্বারা ধারণ করিবে, ইহাতে বর্ত্ম চলিত ও স্রস্ত হইতে পারে না। এইরূপে ধারণ করিয়া শস্ত্রদ্বারা পিড়কাদি চাঁচিয়া ফেলিবে। রক্তস্রাব নিবৃত্ত হইলে মনঃশিলা, হীরাকস, ত্রিকটু ও রসাঞ্জন উত্তমরূপে পেষণ করিয়া মধুসংযোগে প্রতিসারণ, উষ্ণজল দ্বারা প্রক্ষালন ও ঘৃতসেচন প্রভৃতি ব্রণবৎ ব্যবস্থা এবং প্রতি তিন দিবস অন্তর স্বেদ ও অবপীড় প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে।

ভেদ্যরোগাণাং প্রতিষেধঃ।

স্বেদয়িত্বা বিসগ্রন্থিং ছিদ্রাণ্যস্য নিরাশ্রয়ম্।
পক্বং ভিত্বা তু শস্ত্রেণ সৈন্ধবেনাবচূর্ণয়েৎ॥

বিসবর্ত্মে স্বেদপ্রদানানন্তর উহার ছিদ্রসকল এরূপে ভেদ করিবে, যেন অপরদিক্ দিয়া শস্ত্রমুখ নির্গত হয়, অপক্ক অবস্থায় ভেদ করিবে না। ভেদনানন্তর ঐ স্থানে সৈন্ধবলবণের চূর্ণ প্রয়োগ করিবে।

রোচনাক্ষারতুত্থানি পিপ্পল্যঃ ক্ষৌদ্রযোগতঃ।
প্রতিসারণমেকৈকং ভিন্নে লগণ ইষ্যতে॥

লগণরোগ ভেদ করিয়া গোরোচনা, যবক্ষার, তুঁতিয়া বা পিঁপুল চূর্ণ দ্বারা মধুযোগে প্রতিসারণ করিবে।

স্বিন্নাং ভিন্নাং বিনিষ্পীড্য ভিষগঞ্জননামিকাম্।
শিলৈলানতসিন্ধূত্থৈঃ সক্ষৌদ্রৈঃ প্রতিসারয়েৎ॥
রসাঞ্জনমধুভ্যাং বা ভিন্নাং বা শস্ত্রকর্ম্মবিৎ।
প্রতিসার্য্যাঞ্জনৈর্যুঞ্জ্যাদুষ্ণৈর্দীপশিখোদ্ভবৈঃ॥

অঞ্জননামিকা রোগে স্বেদপ্রদান করিয়া যথানিয়মে ভেদ করিবে। অনন্তর মনঃশিলা, এলাইচ, তগরপাদুকা ও সৈন্ধবলবণ মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা প্রতিসারণ কর্ত্তব্য। অথবা রসাঞ্জন ও মধুর দ্বারা প্রতিসারণ করিয়া দীপশিখাজাত উষ্ণ কজ্জল প্রদান করিবে।

সম্যক্ স্বিন্নে ক্রিমিগ্রন্থৌ ভিন্নে স্যাৎ প্রতিসারণম্।
ত্রিফলাতুত্থকাসীসসৈন্ধবৈস্তু যথাবিধি॥

ক্রিমিগ্রন্থিতে সম্যক্‌রূপে স্বেদপ্রদান করিয়া পশ্চাৎ ভেদ করিবে। অনন্তর ত্রিফলা, তুঁতিয়া, হীরাকস ও সৈন্ধবলবণ দ্বারা প্রতিসারণ কর্ত্তব্য।

ভিত্ত্বোপনাহং কফজং পিপ্পলীমধুসৈন্ধবৈঃ।
লেখয়েন্ মণ্ডলাগ্রেণ সমন্তাৎপ্রচ্ছয়েদপি॥

শ্লেষ্মোপনাহ ভেদ করিয়া মণ্ডলাগ্র শস্ত্রদ্বারা প্রচ্ছিত এবং পিঁপুল, সৈন্ধবলবণ ও মধুদ্বারা প্রতিসারণ করিবে।

সংস্নেহ্য বিধিনা সম্যক্ স্বেদয়িত্বা যথাসুখম্।
আপাকাদ্ বিধিনোক্তেন পক্বভেদ্যানুপাচরেৎ॥
সর্ব্বেষ্বেতেষু বিহিতং বিধানং স্নেহপূর্ব্বকম্।
সম্যক্ পক্বেষু কুর্ব্বীত ব্রণাদিবিহিতাং ক্রিয়াম্॥

এই ভেস্ত রোগসকল যাবৎ না পাকে, তাবৎ যথাবিধি স্নেহ প্রয়োগ ও স্বেদপ্রদানাদি ক্রিয়া করিবে। পাকিলে স্নেহপ্রয়োগ পূর্ব্বক ...াদির ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

অনুক্তেষু চ রোগেষু শস্ত্রকর্ম্ম বিচক্ষণঃ।
বিদ্রধিব্রণনাড়ীবৎ ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ॥

শস্ত্রক্রিয়াবিচক্ষণ চিকিৎসক অনুক্ত রোগসকলে বিবেচনা পূর্ব্বক বিদ্রধি, ব্রণ ও নাড়ীব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবেন।

লিঙ্গনাশস্য চিকিৎসা।

বিধ্যেৎ সুজাতং নিষ্প্রেক্ষং লিঙ্গনাশং কফোদ্ভবম্।
আবর্ত্তক্যাদিভিঃ ষড্ভির্বিবর্জ্জিতমুপদ্রবৈঃ॥
সোঽসঞ্জাতো হি বিষমো দধিমস্তুনিভস্তনু।
শলাকয়াবকৃষ্টোঽপি পুনরূর্দ্ধং প্রপদ্যতে॥
করোতি বেদনাং তীব্রাং দৃষ্টিঞ্চ স্থগয়েৎ পুনঃ।
তত্রাবর্ত্তচলা দৃষ্টিরাবর্ত্তক্যারুণাঽসিতা।
শর্করার্কপয়োলেশনিচিতেব ঘনাতি চ॥
রাজীমতী দৃঙ্নিচিতা শালিশূকাভরাজিভিঃ।
বিষমচ্ছিন্নদগ্ধাভা সরুক্ ছিন্নাংশুকা স্মৃতা॥
দৃষ্টিঃ কাংস্যসমচ্ছায়া চন্দ্রকী চন্দ্রকাকৃতিঃ।
ছত্রাভা নৈকবর্ণা চ চ্ছত্রকী নাম নীলিকা॥

কফজ ছানি সুজাত হইলে এবং বক্ষ্যমাণ আবর্ত্তকী প্রভৃতি ছয়টী উপদ্রব না থাকিলে উহা বিদ্ধ করিবে। অসম্যক্‌-জাত, বিষমাকৃতি, পাতলা ও দধিমস্তুর ন্যায় প্রকাশমান ছানি শলাকাদ্বারা আকৃষ্ট হইলেও পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধভাগ আশ্রয় করিয়া তীব্রবেদনা উৎপাদন এবং পুনরায় দৃষ্টি স্থগিত করে। আবর্ত্তক্যাদি উপদ্রব ছয়টীর লক্ষণ লিখিত হইতেছে, আবর্ত্তবৎ চলিত এবং কৃষ্ণারুণ বর্ণযুক্ত দৃষ্টিকে আবর্ত্তকী বলে। যাহা অতি ঘন এবং বোধ হয় যেন আকন্দ আঠার বিন্দুসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহার নাম শর্করা। যাহা শালিধান্যের শূকবৎ রাজিকাসমূহে ব্যাপ্ত তাহার নাম রাজিমতী। যাহা বিষমাকৃতি, ছিন্নবৎ, দগ্ধবৎ ও বেদনাবিশিষ্ট, তাহাকে ছিন্নাংশুকা বলা যায়। যাহা কাংস্যবৎ প্রভাবিশিষ্ট ও চন্দ্রকাকৃতি, তাহার নাম চন্দ্রকী। আর যাহা অনেক বর্ণবিশিষ্ট ও ছত্রাভ তাহার নাম ছত্রকী। এই ছয়টী উপদ্রবযুক্ত ছানি অপ্রতীকার্য্য।

অথ সাধারণে কালে শুদ্ধসম্ভোজিতাত্মনঃ।
দেশে প্রকাশে পূর্ব্বাহ্নে ভিষগ্ জানূচ্চপীঠগঃ॥
যন্ত্রিতস্যোপবিষ্টস্য স্বিন্নাক্ষস্য মুখানিলৈঃ।
অঙ্গুষ্ঠমৃদিতে নেত্রে দৃষ্টৌ দৃষ্টেঽবপ্লুতং মলম্॥
স্বনাসং প্রেক্ষমাণস্য নিষ্কম্পং মূর্দ্ধ্নি ধারিতে।
কৃষ্ণাদর্দ্ধাঙ্গুলং মুক্ত্বা তদর্দ্ধার্দ্ধমপাঙ্গতঃ॥
তর্জ্জনীমধ্যমাঙ্গুষ্ঠৈঃ শলাকাং নিশ্চলাং ধৃতাম্।
দৈবচ্ছিদ্রং নয়েৎ পার্শ্বাদূর্দ্ধমামন্থয়ন্নিব॥
সব্যং দক্ষিণহস্তেন নেত্রং সব্যেন চেতরৎ।
বিধ্যেৎ সুবিদ্ধে শব্দঃ স্যাদরুক্ চাম্বুলবস্রুতিঃ॥
সান্ত্বয়ন্নাতুরং চাস্য নেত্রং স্তন্যেন সেচয়েৎ।
শলাকায়াস্ততোঽগ্রেণ নির্লিখেন্নেত্রমণ্ডলম্॥
অবাধমানঃ শনকৈর্নাসাং প্রতিনুদংস্ততঃ।
ভিষক্ সম্যগপহরেদ্ দৃষ্টিমণ্ডলগং কফম্॥
অথ দৃষ্টেষু রোগেষু শলাকামাহরেচ্ছনৈঃ।
ঘৃতাপ্লুতং পিচুং দত্ত্বা বদ্ধাক্ষি শায়য়েৎততঃ॥
বিদ্ধানন্যেন পার্শ্বেন তমুত্তানাং দ্বয়োর্ব্যধে।
নিবাতে শয়নেঽভ্যক্তশিরঃপাদং হিতে রতম্॥
ক্ষবথুং কাসমুদ্গারং ষ্ঠীবনং পানমন্তসঃ।
অধোমুখস্থিতং স্নানং দন্তধাবন চর্ব্বণম্॥
সপ্তাহং নাচরেৎ স্নেহ পীত বচ্চাত্র যন্ত্রণা।
শক্তিতো লঙ্ঘয়েৎ সেকো রুজি কোষ্ণেন সর্পিসা॥
ত্র্যহাৎত্র্যহাচ্চ ধাবেত কষায়ৈরনিলাপহৈঃ।
বায়োর্ভয়াৎত্র্যহাদূর্দ্ধং স্বেদয়েদক্ষি সর্ব্বথা॥
দশাহমেবং সংযম্য হিতং দৃষ্টিপ্রসাদনম্।
পশ্চাৎ কর্ম্ম চ সেবেত লঘ্বন্নঞ্চাপি মাত্রয়া॥

যন্ত্রণামন্বুক্ষ্যেত দৃষ্টেরাস্থৈর্য্যলাভতঃ।
রূপাণি সূক্ষ্মদীপ্তানি সহসা নাবলোকয়েৎ।

চক্ষে শস্ত্রপ্রয়োগ করা স্থির হইলে নাতিশীতোষ্ণ কালে আলোকবিশিষ্ট স্থানে পূর্ব্বাহ্ণে চিকিৎসক জানুদ্বারা উচ্চ পীঠে উপবেশন এবং রোগীকে সুযন্ত্রিত ও উপবিষ্ট করিয়া মুখবায়ুর দ্বারা তাহার চক্ষুঃ স্বিন্ন করিবে। ইহার পূর্ব্বে উহাকে শুদ্ধদেহ করিয়া সুপথ্য অন্নাদি আহার করান আবশ্যক। অনন্তর অঙ্গুষ্ঠদ্বারা উহার চক্ষুঃ মর্দ্দন করিয়া ভাসমান মল দেখিতে পাইলে শস্ত্রপ্রয়োগার্থ উদ্‌যুক্ত হইবে। রোগী আপনার নাসিকার দিকে দৃষ্টি স্থির করিয়া থাকিবে এবং কোন বলবান্ ব্যক্তি উহার মস্তক এরূপ দৃঢ় করিয়া ধরিয়া থাকিবে যেন একটুও কম্পিত না হয়। অনন্তর তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ এই তিন অঙ্গুলি দ্বারা নিশ্চলভাবে শলাকা ধারণ করিয়া কৃষ্ণমণ্ডল হইতে অর্দ্ধাঙ্গুল এবং অপাঙ্গ হইতে তাহার অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক অর্থাৎ এক যবোদর পরিমিত দূর ত্যাগ করিয়া নেত্রের স্বাভাবিক ছিদ্রে প্রয়োগ করিবে। পার্শ্বভাগ দিয়া শলাকা প্রয়োগ এবং ঊর্দ্ধদিক্ আমন্থিতবৎ করিতে হইবে। বামচক্ষের ছানি দক্ষিণ হস্তদ্বারা এবং দক্ষিণ চক্ষের ছানি বামহস্ত দ্বারা উদ্ধৃত করিবে। বেধক্রিয়া সম্যক্ সম্পন্ন হইলে এক প্রকার শব্দ উৎপন্ন এবং বেদনাব্যতিরেকে জলবিন্দুর আগম হয়। অনন্তর রোগীকে সান্ত্বনা করিয়া ঐ চক্ষে স্তনদুগ্ধ সেচন করিবে। পরে শলাকার অগ্রদ্বারা নেত্রনির্লেখন এবং নাসাপুট রোধপূর্ব্বক দৃষ্টিমণ্ডলগত কফ হরণ করিবে। রোগী পদার্থ সকল উত্তমরূপে দেখিতে পাইলে শলাকা আহরণ করিয়া ঘৃতাক্ত সূতা দিয়া তাহার চক্ষুঃ বন্ধন করিয়া শয়ন করাইয়া রাখিবে। যে চক্ষুঃ বেধকরা হয়, তাহার বিপরীত পার্শ্বে এবং উভয় চক্ষুঃ বেধ করা হইলে উত্তানভাবে শয়ন করান কর্ত্তব্য। শয়নকালে উহার মস্তক ও চরণ স্নেহাভ্যক্ত করিবে। শয়নাগার নির্ব্বাত হওয়া আবশ্যক। সপ্তাহকাল হাঁচি, কাসি, উদ্গার, নিষ্ঠীবন, জলপান, অধোমুখে শয়ন ও অবস্থান, স্নান, দন্তধাবন ও চর্ব্বণ এই সমুদায় যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জনীয়। ইহাতে স্নেহপায়ী ব্যক্তির ন্যায় নিয়ম সকল প্রতিপালনীয় এবং যথাশক্তি লঙ্ঘন ব্যবস্থেয়। চক্ষে বেদনা হইলে ঈষদুষ্ণ ঘৃত সেচন কর্ত্তব্য। প্রতি দিবস অন্তর বাতঘ্ন কষায় দ্বারা চক্ষুঃ ধৌত করা ও চক্ষে স্বেদ দেওয়া উচিত। দশদিন পর্য্যন্ত এইরূপ নিয়ম পালন করিয়া পশ্চাৎ নেত্রপ্রসাদকর্ম্ম কর্ত্তব্য এবং লঘু অন্ন ভোজনীয়। যাবৎ দৃষ্টি স্থিরতাপ্রাপ্ত না হয়, তাবৎ নিয়ম সকল পালন করিতে হইবে। সূক্ষ্ম ও অত্যুজ্জ্বল রূপসকল সহসা দর্শন করিবে না।

অভিষ্যন্দাদীনাং চিকিৎসা।

লঙ্ঘনালেপন স্বেদ শিরাব্যধবিরেচনৈঃ।
উপাচরেদভিষ্যন্দানঞ্জনাশ্চ্যোতনাদিভিঃ।

অভিষ্যন্দরোগে লঙ্ঘন, প্রলেপ, স্বেদ, শিরাবেধ, বিরেচন, অঞ্জন ও আশ্চ্যোতন ইত্যাদি ব্যবস্থেয়।

শ্রীবাসাতিবিষালোধ্রৈশ্চূর্ণিতৈরল্পসৈন্ধবৈঃ।
অব্যক্তেঽক্ষিগদে কার্য্যং প্রোতস্থৈর্গুণ্ঠনং বহিঃ।

দেবদারু, আতইচ ও লোধ ইহাদের চূর্ণের সহিত অল্পপরিমিত সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত এবং তুলার অভ্যন্তরস্থ করিয়া চক্ষের বহির্ভাগে বুলাইবে। ইহা অভিষ্যন্দের প্রথমাবস্থায় ব্যবস্থেয়।

অক্ষিকুক্ষিভবা রোগাঃ প্রতীশ্যায় ব্রণজ্বরাঃ।
পঞ্চৈতে পঞ্চরাত্রেণ প্রশমং যান্তি লঙ্ঘনাৎ॥

নেত্ররোগ, কুক্ষিরোগ, প্রতিশ্যায়, ব্রণ ও জ্বর এই পাঁচটী পীড়া, পাঁচদিবস উপবাস করিলে প্রশমিত হইয়া থাকে।

স্বেদঃ প্রলেপস্তিক্তা..ং সেকো দিনচতুষ্টয়ম্।
লঙ্ঘনং চাক্ষিরোগাণামামানাং পাচনানি ষট্।
অঞ্জনঃ পূরণং ক্বাথপানমামে ন শস্যতে॥

স্বেদ, প্রলেপ, তিক্তান্ন, সেচন ও লঙ্ঘন দ্বারা এবং চারি দিবস অতীত হইলে নেত্ররোগের আমাবস্থা দূরীভূত হইয়া দোষের পরিপাক হয়। আমাবস্থায় অঞ্জন, পূরণ ও ক্বাথপান প্রশস্ত নহে।

দার্ব্বী রসাঞ্জনং বাপি স্তন্যযুক্তং প্রপূরণম্।
নিহন্তি শীঘ্রং দাহাশ্রুবেদনাঃ স্যন্দসম্ভবাঃ॥

দারুহরিদ্রার ক্বাথ অথবা রসোত স্তনদুগ্ধের সহিত চক্ষে পূরণ করিলে অভিষ্যন্দজন্য দাহ, অশ্রুনির্গম ও বেদনার নিবৃত্তি হয়।

আমলক্যা রসো হন্তি নেত্রকোপং প্রপূরিতঃ।
সক্ষৌদ্রসৈন্ধবো বাপি শিগ্রুমূলত্বচো রসঃ॥

আমলকীর রস অথবা মধু ও সৈন্ধব সংযুক্ত সজিনামূলের * ছালের রস চক্ষে পূরণ করিলে নেত্রকোপ নিবারিত হয়।

সৈন্ধবদারুহরিদ্রা গৈরিকপথ্যারসাঞ্জনৈঃ পিষ্টৈঃ।
দত্তো বহিঃপ্রলেপো ভবত্যশেষাক্ষিরোগহরঃ॥

সৈন্ধব, দারুহরিদ্রা, গেরিমাটী ও রসোত একত্র মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে বিবিধ চক্ষুরোগ নষ্ট হয়।

কার্য্যা হরীতকী তদ্বদ্ ঘৃতভৃষ্টা বিড়ালকঃ।
শালাক্যেঽক্ষোর্বহির্লেপো বিড়ালক উদাহৃতঃ॥

ঘৃতভৃষ্ট হরীতকী, বিড়ালকরূপে ব্যবহৃত হইলে অভিষ্যন্দাদি পীড়ার শান্তি হয়। শালাক্যতন্ত্রে চক্ষের বহির্লেপ বিড়ালক শব্দে উক্ত হইয়াছে।

সম্পক্কেঽক্ষিগদে ধীরৈরঞ্জনাদিক মিষ্যতে॥

নেত্ররোগের আমাবস্থা হইলে অঞ্জনাদি ব্যবস্থা করিবে।

গৈরিকং সৈন্ধবং কৃষ্ণা তগরঞ্চ যথোত্তরম্।
পিষ্টং দ্বিরংশতোঽদ্ভিশ্চ গুড়িকাঞ্জন মিষ্যতে॥

গেরিমাটী ১ ভাগ, সৈন্ধবলবণ ৩ ভাগ, পিঁপুল ৫ ভাগ ও তগরপাদুকা ৭ ভাগ এই সমুদায় দ্রব্য জলদিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহার দ্বারা নেত্ররোগ সমূহের শান্তি হয়।

দ্রাক্ষামধুকমঞ্জিষ্ঠাজীবনীয়ৈঃ শৃতং পয়ঃ।
প্রাতরাশ্চ্যোতনং শস্তং শোথশূলাক্ষিরোগিণাম্॥

দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা ও জীবনীয়গণের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধদ্বারা আশ্চোতন করিলে শোথ ও শূলযুক্ত নেত্ররোগ প্রশমিত হয়।

স্নিগ্ধৈরুষ্ণৈশ্চ বাতোত্থঃ প্রশাম্যতি কফাত্মকঃ॥
তীক্ষ্ণৈরুষ্ণোক্ষবিশদৈঃ প্রশাম্যতি কফাত্মকঃ॥

স্নিগ্ধ ও উষ্ণদ্রব্যাদি দ্বারা বাতজ, মৃদু ও শীতলদ্রব্যাদি দ্বারা পিত্তজ এবং তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও বিশদ-দ্রব্যাদি দ্বারা কফজ নেত্ররোগ প্রতীকার্য্য।

বিল্বপত্ররসং সাম্লং নিঘৃষ্টং তাম্রভাজনে।
সিন্ধূত্থকটুতৈলাক্তং কুর্য্যান্নেত্রস্রবাদিষু॥

বিল্বপত্রের রস, কাঁজি, সৈন্ধবলবণ ও কটুতৈল এই সমুদায়, তাম্রপাত্রে ঘর্ষণ করিয়া চক্ষে প্রয়োগ করিলে নেত্রস্রাবাদির উপশম হয়।

তরুস্থবিদ্ধামলকরসঃ সর্ব্বাক্ষিরোগনুৎ।
পুরাণং সর্ব্বথা সর্পিঃ সর্ব্বনেত্রাময়াপহঃ॥

বৃক্ষস্থ আমলকীফল বিদ্ধ করিয়া তাহার রস চক্ষে দিলে সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগের

শান্তি হয়। তদ্রূপ পুরাতন ঘৃতও বিশেষ হিতকর জানিবে।

অয়মেব বিধিঃ সর্ব্বো মন্থাদিষ্বপি শস্যতে।
অশান্তে সর্ব্বথা মন্থে ভ্রুবোরুপরি সন্দহেৎ ॥

অধিমন্থাদি রোগেও এই সকল ক্রিয়া বিধেয়। অধিমন্থ কোনরূপে প্রতীকৃত না হইলে ভ্রূর উপরিভাগ দগ্ধ করিবে।

জলৌকঃপাতনং শস্তং নেত্রপাকে বিরেচনম্।
শিরাবেধং প্রকুর্ব্বীত সেকলেপাংস্তথা হিতান্ ॥

নেত্রপাকে জলৌকা প্রয়োগ, বিরেচন, শিরাবেধ এবং উপযুক্ত সেকলেপাদি ব্যবস্থেয়।

সূর্য্যোপরাগানলবিদ্যুতাঞ্চ
বিলোকনেনোপহতেক্ষণস্য
সন্তর্পণং স্নিগ্ধহিমাদি কার্য্যং
সায়ং নিষেব্যাস্ত্রিফলাপ্রয়োগাঃ ॥

সূর্য্যগ্রহণ, অগ্নি বা বিদ্যুৎ দর্শনে চক্ষের পীড়া উপস্থিত হইলে স্নিগ্ধও শীতল ক্রিয়া কর্ত্তব্য এবং সায়ংকালে ত্রিফলার প্রয়োগ সেবনীয়।

অভিষ্যন্দ মধীমন্থং রক্তোত্থমথবার্জ্জুনম্।
শিরোৎপাতং শিরাহর্ষমন্যাংশ্চাস্রভবান্ গদান্।
স্নিগ্ধস্যাজ্যেন কৌম্ভেন শিরাবেধৈঃ শমং নয়েৎ ॥

রক্তপ্রকোপজাত অভিষ্যন্দ, অধীমন্থ, অর্জ্জুন, শিরোৎপাত, শিরাহর্ষ এবং অন্যান্য পীড়া সকলে পুরাতন ঘৃত প্রয়োগানন্তর শিরাবেধ কর্ত্তব্য।

অম্লাধ্যুষিত শান্ত্যর্থং কুর্য্যাল্লেপান্ সুশীতলান্ ॥

অম্লাধ্যুষিত পীড়ায় সুশীতল প্রলেপ কর্ত্তব্য।

সর্পিঃক্ষৌদ্রাঞ্জনঞ্চ স্যাচ্ছিরোৎপাতস্য ভেষজম্।
তদ্বৎ সৈন্ধবকাসীসং স্তন্যপিষ্টঞ্চ পূজিতম্ ॥

শিরোৎপাত রোগে একত্র মিশ্রিত ঘৃত ও মধু অথবা স্তনদুগ্ধ পিষ্ট সৈন্ধবলবণ ও হীরাকস অঞ্জনরূপে ব্যবহৃত হইলে উপকার দর্শে।

নিরাকরোতি নক্তান্ধ্যং সগোময়রসা কণা ॥

পিপুলচূর্ণ সংযুক্ত গোময়রস চক্ষে প্রযুক্ত হইলে রাত্র্যান্ধ্য পীড়ার শান্তি হয়।

বটক্ষীরেণ সংযুক্তং শ্লক্ষ্ণং কর্পূরজং রজঃ।
ক্ষিপ্রমঞ্জনতো হন্তি শুক্রঞ্চাতি ঘনোন্নতম্ ॥

অতি সূক্ষ্ম কর্পূরচূর্ণ বটের আটার সহিত মর্দ্দন করিয়া অঞ্জনরূপে ব্যবহার করিলে অতি ঘন ও উন্নত শুক্র ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়।

অজকাং পার্শ্বতো বিদ্ধা সূচ্যা বিস্রাব্য চোদকম্।
ব্রণং গোময়চূর্ণেন পূরয়েৎ সর্পিষা সহ ॥

অজকাজাত রোগ সূচীদ্বারা পার্শ্বভাগে বিদ্ধ করিয়া রসস্রাবানন্তর ঘৃত সংযুক্ত গোময়চূর্ণ প্রয়োগ করিবে।

শশকাদ্যং ঘৃতং তদ্বদজকাজাত নাশনম্ ॥

শশকাদ্য ঘৃত চক্ষে পূরণ করিলে অজকাজাত পীড়ার শান্তি হয়।

কল্কঃ ক্বাথোঽথবা চূর্ণং ত্রিফলায়া নিষেবিতম্।
মধুনা সর্পিষা বাপি সমস্ততিমিরাপহম্ ॥

ত্রিফলার কল্ক, ক্বাথ অথবা চূর্ণ মধু কিংবা ঘৃতের সহিত সেবন করিলে তিমির-রোগের শান্তি হয়।

জাতা রোগা বিনশ্যন্তি ন ভবন্তি কদাচন।
ত্রিফলায়াঃ কষায়েণ প্রাতর্নয়নধাবনাৎ ॥

প্রত্যহ প্রাতে ত্রিফলার ক্বাথে চক্ষুঃ ধৌত করিলে উপস্থিত চক্ষুরোগ সমস্ত নষ্ট হয় এবং ভবিষ্যতেও কোন পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে না।

রসাঞ্জনং সমাক্ষীকং সর্ব্বনেত্রামযাপহম্‌॥

মধুর সহিত রসোত মিশ্রিত করিয়া চক্ষে প্রয়োগ করিলে সকলপ্রকার নেত্ররোগ নষ্ট হয়।

নেত্রবর্ত্তী।

তুত্থকং তোলক মিতং টঙ্গনং সর্জ্জিকং তথা।
দ্রাবয়িত্বা মুষামধ্যে তত্র মাষমিতং ঘনম্‌॥
মিশ্রয়িত্বা কৃতা নেত্রবর্ত্তী নেত্ররুজাপহা।
ভাবিতা শ্রীমহেশেন সদ্যঃ শান্তিপ্রদা শুভা॥

তুঁতে, সোহাগা ও সোরা প্রত্যেক ১ তোলা মাত্রায় লইয়া মূষাযন্ত্রে দ্রবীভূত হইলে তাহাতে কর্পূর ১ মাষা প্রদান করিবে। পরে শীতল হইলে উহা দ্বারা বর্ত্তী নির্ম্মাণ করিবে। ইহা নেত্রে বুলাইলে সত্বর নেত্ররোগ প্রশমিত হয়।

প্রবাল মুক্তা বৈদূর্য্যশঙ্খস্ফটিক-পনম্‌।
সুবর্ণ রজত ক্ষৌদ্রমঞ্জনং শুক্তিকাপহম্‌॥

প্রবাল, মুক্তা, বৈদূর্য্য, শঙ্খ, স্ফটিক, চন্দন, স্বর্ণ, রৌপ্য ও মধু ইহাদের অঞ্জনে শুক্তিকা রোগের শান্তি হয়।

বৈদেহীং শ্বেতমরিচং সৈন্ধবং নাগরং সমম্‌।
মাতুলুঙ্গরসৈঃ পিষ্টমঞ্জনং পিষ্টকাপহম্‌॥

পিঁপুল, শ্বেতমরিচ, সৈন্ধবলবণ ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্য সমভাগে, টাবালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া তাহার অঞ্জন ব্যবহার করিলে পিষ্টকরোগের শান্তি হয়।

মাক্ষিকাদিবটী।

মাক্ষিকং তোলকমিতং তদর্দ্ধং গন্ধকং রসম্‌।
তথাভ্রঞ্চ সমাদায় মুক্তাস্বর্ণৌ চ পাদিকৌ॥
কাকমাচীপত্ররসৈ স্ত্রিধা সংভাব্য যত্নতঃ।
রক্তিদ্বয়মিতা কার্য্যা মাক্ষিকাদিবটী শুভা॥
বেষ্টিতা পদ্মপত্রেণ ধান্যরাশৌ নিধাপিতা।
যথাযোগ্যানুপানেন সেবিতা সংহরেন্নৃণাম্‌।
নেত্ররোগাংশ্চ নিখিলান্‌ নানোপদ্রবসংযুতান্‌॥

স্বর্ণমাক্ষিক ১ তোলা, রস, গন্ধক ও অভ্র প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা, মুক্তা ও স্বর্ণ প্রত্যেক সিকি তোলা। একত্র কাকমাচী-পত্র রসে ৩ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করতঃ পদ্মপত্রে বেষ্টন করিয়া ৩ দিবস ধান্যরাশির মধ্যে রাখিবে, যথাযোগ্য অনুপানের সহিত সেবন করিলে, নানা উপদ্রব সংযুক্ত বিবিধ নেত্ররোগ প্রশমিত হয়।

বর্ত্তিশ্চন্দ্রোদয়া নাম চন্দনাদ্যা সুখাবতী।
চন্দ্রপ্রভা ত্র্যূষণাদ্যা দৃষ্টিদা চ কুমারিকা॥
মাক্ষিকাদি বটী চৈব নেত্রবর্ত্তী তথা শুভা।
ত্রিফলাদ্যং ঘৃতং তৈলং ঘৃতঞ্চ নৃপবল্লভম্‌॥
ভৃঙ্গরাজাভিধং তৈলং তৈলঞ্চাজিতনামকম্‌।
মধুকাদ্যং তথা লৌহং লৌহং নয়নচন্দ্রকম্‌।
ভেষজান্যেবমাদীনি যোজ্যানি নয়নাময়ে॥

চন্দ্রোদয়া, চন্দনাদ্যা, সুখাবতী, চন্দ্রপ্রভা, ত্র্যূষণাদ্যা, দৃষ্টিপ্রদা ও কুমারিকা বর্ত্তি, নেত্রবর্ত্তী, ত্রিফলাদ্য ঘৃত, অজিতাখ্যনামক ঘৃত ও তৈল, মধুকাদ্য লৌহ, মাক্ষিকাদি বটী ও নয়নচন্দ্র লৌহ ইত্যাদি ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক নেত্র রোগ সকলে প্রয়োজ্য।

সমুদ্র ইব গম্ভীরং নৈব শক্যং চিকিৎসিতম্‌।
বক্তুং নিরবশেষেণ শ্লোকানামযুতৈরপি॥
সহস্রৈরপি চ প্রোক্তমর্থমল্পমতির্নরঃ।
তর্কগ্রন্থার্থরহিতো নৈব গৃহ্নাত্যপণ্ডিতঃ॥
তদিদং বহুগূঢ়ার্থং চিকিৎসাবীজমীরিতম্‌।
কুশলেনাভিপন্নং তদ্‌ বহুধাভিপ্ররোহতি॥

সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর এই নেত্ররোগ চিকিৎসা, অযুত অযুত শ্লোক দ্বারাও নিঃশেষে বর্ণন করা যায় না। তর্ক গ্রন্থার্থ

রহিত, অল্পবুদ্ধি, অপঠিতগ্রন্থ ব্যক্তি, সহস্র সহস্র শ্লোক দ্বারাও উক্ত অর্থ গ্রহণ করিতে পারে না। অতএব বহু গূঢ়ার্থযুক্ত চিকিৎসার বীজ মাত্র উল্লিখিত হইল। ইহা কুশল ব্যক্তিগণ হইলে নানা প্রকারে অঙ্কুরিত হইবে।

শালিমুদ্গৌ যবো দুগ্ধং পটোলং চাপ্যুড়ুম্বরম্‌।
দ্রাক্ষাদাড়িমখর্জ্জুরামলকান্যবিদাহি চ।
পুষ্টিদানি সুপাচ্যানি হিতানি নয়নাময়ে।
বিপরীতানি জানীয়াদ্ বর্জ্জনীয়ানি যত্নতঃ।

শালিতণ্ডুল, যব, মুগ, দুগ্ধ, পটোল, ডুমুর, দ্রাক্ষা, দাড়িম, খর্জ্জুর, আমলকী, অবিদাহি দ্রব্যমাত্র, পুষ্টিকর ও সুপাচ্য দ্রব্য ইত্যাদি নেত্ররোগে হিতকর। ইহার বিপরীত অনিষ্টজনক জানিবে।

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

কর্ণরোগাধিকারঃ।

তত্র কর্ণরোগাণাং নামানি সংখ্যা চ।

কর্ণশূলং কর্ণনাদো বাধির্য্যং ক্ষ্বেড় এব চ।
কর্ণস্রাবঃ কর্ণকণ্ডুঃ কর্ণগূথস্তথৈব চ।
প্রতিনাহো জন্তুকর্ণো বিদ্রধির্দ্বিবিধস্তথা।
কর্ণপাকঃ পূতিকর্ণস্তথৈবার্শশ্চতুর্বিধম্‌।
তথার্ব্বুদং সপ্তবিধং শোফশ্চাপি চতুর্বিধঃ।
এতে কর্ণগতা রোগা অষ্টাবিংশতিরীরিতাঃ।

কর্ণে কর্ণশূল, কর্ণনাদ, বাধির্য্য, কর্ণক্ষ্বেড়, কর্ণস্রাব, কর্ণকণ্ডূ, কর্ণগূথ, কর্ণপ্রতীনাহ, জন্তুকর্ণ, দুই প্রকার কর্ণ বিদ্রধি, কর্ণপাক, পূতিকর্ণ, চারিপ্রকার কর্ণার্শঃ, সাতপ্রকার কর্ণার্ব্বুদ ও চারিপ্রকার কর্ণশোথ এই আটাইশ প্রকার রোগ জন্মে।

তেষু কর্ণশূলস্য সম্প্রাপ্তির্লক্ষণঞ্চ।

সমীরণঃ শ্রোত্রগতোঽন্যথা চরন্‌
সমন্ততঃ শূলমতীব কর্ণয়োঃ।
করোতি দোষৈশ্চ যথাস্বমাবৃতঃ
স কর্ণশূলঃ কথিতো দুরাচরঃ।

অন্যথা চরন্‌ প্রতিলোমং চরন্‌। দোষৈঃ পিত্তকফরক্তৈঃ। রক্তস্যাপি রুজাদিকর্তৃত্বেন দোষসাম্যাদ্ দোষত্বমেব। যথাস্বং যথাত্মীয়নিদানং কুপিতৈঃ অথবা যথাস্বমিতি শূলবিশেষণম্‌। দুরাচরঃ দুরুপচরঃ।

কর্ণগত বায়ু প্রতিলোমভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া কর্ণে অতি যন্ত্রণাকর শূল উপস্থিত করে। এই রোগ স্ব স্ব নিদানানুসারে কুপিত পিত্ত, কফ ও রক্তদ্বারা আচ্ছন্ন ও দুশ্চিকিৎস্য হয়।

কর্ণশূলস্যারিষ্টলক্ষণম্‌।

মূর্চ্ছা দাহো জ্বরঃ কাসঃ ক্লমোঽথ বমথুস্তথা।
উপদ্রবাঃ কর্ণশূলে ভবন্ত্যেতে মরিষ্যতঃ।

কর্ণশূলে মূর্চ্ছা, দাহ, জ্বর, কাস, ক্লম ও বমি এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইলে রোগীর মৃত্যু নিশ্চয়।

কর্ণনাদস্য লক্ষণম্‌।

কর্ণস্রোতঃস্থিতে বাতে শৃণোতি বিবিধান্‌ স্বনান্‌।
ভেরীমৃদঙ্গশঙ্খানাং কর্ণনাদঃ স উচ্যতে।

কর্ণস্রোতে বায়ু বিবিধ প্রকারে অবস্থিত হইলে বিবিধ প্রকার অভিহনন হেতু ভেরী, মৃদঙ্গ ও শঙ্খ প্রভৃতির শব্দের ন্যায় বিবিধ প্রকার শব্দ অনুভূত হয়।

বাধির্য্যস্য লক্ষণম্।

যদা শব্দবহং বায়ুঃ স্রোত আবৃত্য তিষ্ঠতি।
শুদ্ধঃ শ্লেষ্মান্বিতো বাপি বাধির্য্যং তেন জায়তে॥

শুদ্ধ বা কফ সংযুক্ত বায়ু শব্দবহ স্রোতকে আবরণ করিয়া অবস্থিত হইলে বাধির্য্য উপস্থিত হয়।

কর্ণক্ষ্বেড়স্য লক্ষণম্।

বায়ুঃ পিত্তাদিভির্যুক্তো বেণুঘোষসমস্বনম্।
করোতি কর্ণয়োঃ ক্ষ্বেড়ং কর্ণক্ষ্বেড়ঃ স উচ্যতে॥

ক্ষ্বেড়শব্দার্থং ব্যনক্তি বেণুঘোষসমস্বনমিতি। যত উক্তং, ক্ষ্বেড়নং বেণুঘোষবদিতি। নন্বু কর্ণনাদ কর্ণক্ষ্বেড়য়োঃ কো ভেদঃ? তত্রোচ্যতে কর্ণনাদঃ কেবলেন বাতেন জন্যতে তত্র নানাশব্দাংশ্চ শৃণোতি। কর্ণক্ষ্বেড়স্তু পিত্তাদিযুক্তেন বাতেন জন্যতে তত্র নিয়মেন বেণুঘোষমিব শৃণোতীতি ভেদঃ।

বায়ু, পিত্তাদির সহিত যুক্ত হইয়া কর্ণে ক্ষ্বেড় অর্থাৎ বেণুঘোষের ন্যায় শব্দানুভব উপস্থিত করে। ইহাকে কর্ণক্ষ্বেড় বলা যায়। কর্ণনাদ ও কর্ণক্ষ্বেড়ে প্রভেদ এই,—কর্ণনাদ কেবল বায়ুজন্য হয় এবং ইহাতে নানাবিধ শব্দ শ্রুত হয়। কর্ণক্ষ্বেড় পিত্তাদিযুক্ত বায়ুদ্বারা উৎপন্ন হয় এবং ইহাতে কেবল বেণুশব্দের ন্যায় শব্দ শ্রুত হয়।

কর্ণস্রাবস্য লক্ষণম্।

শিরোঽভিঘাতাদথবা নিমজ্জতো
জলে প্রপাকাদথবাপি বিদ্রধেঃ।
স্রবেদ্ধি পূয়ং শ্রবণোঽনিলার্দ্দিতঃ
স কর্ণসংস্রাব ইতি প্রকীর্ত্তিতঃ॥

পূয়মিত্যুপলক্ষণং জলং রসঞ্চ স্রাবয়েৎ। শ্রবণশব্দঃ পুংলিঙ্গোঽপ্যস্তি।

মস্তকে আঘাত প্রাপ্তি, জলে মজ্জন অথবা কর্ণজাত বিদ্রধির পাক এই সকল হেতুতে কর্ণ বাতার্দ্দিত হইয়া পূয়, রস বা জল নিঃস্রুত করে। ইহার নাম কর্ণস্রাব।

কর্ণকণ্ডুা লক্ষণম্।

মারুতঃ কফসংযুক্তঃ কর্ণে কণ্ডুং করোতি হি॥

কর্ণগত বায়ু, কফের সহিত সংযুক্ত হইয়া কর্ণে কণ্ডূ উপস্থিত করে। ইহাকে কর্ণকণ্ডূ বলা যায়।

কর্ণগূথস্য লক্ষণম্।

পিত্তোষ্মশোষিতঃ শ্লেষ্মা কুরুতে কর্ণগূথকম্॥
কর্ণে গূথং যস্মাৎ স কর্ণগূথো ব্যাধিঃ।

কর্ণস্থ কফ পিত্তোষ্মদ্বারা শোষিত হইয়া কর্ণগূথ ব্যাধি উৎপাদন করে।

কর্ণপ্রতীনাহস্য লক্ষণম্।

স কর্ণগূথো দ্রবতাং যদা গতো
বিলাপিতো ঘ্রাণমুখং প্রপদ্যতে।
তদা স কর্ণপ্রতিনাহসংজ্ঞিতো
ভবেদ্ বিকারঃ শিরসোঽর্দ্ধভেদকৃৎ॥

ঘ্রাণঞ্চ মুখঞ্চ ঘ্রানমুখম্ একত্বং দ্বন্দ্বে। শিরসোঽর্দ্ধভেদকৃৎ অর্দ্ধাবভেদকাখ্য শিরোরোগকৃৎ।

ঐ কর্ণগূথ যদি দ্রব হইয়া নাসিকা ও মুখ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে কর্ণ প্রতীনাহ বলা যায়। ইহাতে অর্দ্ধাবভেদক শিরোরোগ অর্থাৎ আধকপালিয়া পীড়া উপস্থিত হয়।

ক্রিমিকর্ণস্য লক্ষণম্।

যদা তু মূর্চ্ছন্ত্যথবাপি জন্তবঃ
সৃজন্ত্যপত্যান্যথবাপি মক্ষিকাঃ।
তদ্ব্যঞ্জনত্বাচ্ছ্রবণো নিরুচ্যতে
ভিষগ্‌ভিরাদ্যৈঃ ক্রিমিকর্ণকো গদঃ॥

তদ্ ব্যঞ্জনত্বাৎ ক্রিমিলক্ষণত্বাৎ। শ্রবণঃ ক্রিমিকর্ণকো গদো নিরুচ্যতে ইতি আশ্রয়াশ্রিতয়োরভেদোপচারাচ্ছ্রবণঃ ক্রিমিকর্ণকো গদো ভণ্যতে।

কর্ণের অভ্যন্তরে মাংস ও রক্ত পচিয়া ক্রিমি সকল উৎপন্ন হইলে অথবা মক্ষিকাগণ অপত্য উৎপাদন করিলে ঐ পীড়াকে ক্রিমিকর্ণ বলা যায়।

পতঙ্গাদিষু প্রবিষ্টেষু লক্ষণম্।

পতঙ্গাঃ শতপদাশ্চ কর্ণস্রোতঃ প্রবিশ্য হি।
অরতিং ব্যাকুলত্বঞ্চ ভৃশং কুর্ব্বন্তি বেদনাম্॥
কর্ণো নিস্তুদ্যতে তস্য তথা ফরফরায়তে।
কীটে চরতি রুক্‌ তীব্রা নিস্পন্দে মন্দবেদনা॥

পতঙ্গ ও শতপদীগণ কর্ণস্রোতে প্রবিষ্ট হইয়া অত্যন্ত অসুখ, ব্যাকুলতা ও অতিশয় বেদনা উপস্থিত করে। ইহাতে কর্ণ সূচীবেধবৎ পীড়ায় পীড়িত এবং ফরফর করে। কীট যখন কর্ণমধ্যে চলে, তখন অতিশয় যাতনা উপস্থিত হয় এবং উহারা নিস্পন্দ থাকিলে বেদনার লাঘব হয়।

দ্বিবিধস্য কর্ণবিদ্রধের্লক্ষণম্।

ক্ষতাভিঘাতপ্রভবস্তু বিদ্রধি-
র্ভবেৎ তথা দোষকৃতোঽপরঃ পুনঃ।
সরক্তপীতারুণমস্রমাস্রবেৎ
প্রতোদধূমায়নদাহচোষবান্॥

ক্ষতপ্রভবোঽভিঘাতপ্রভবশ্চ তয়োর্দ্বয়োরপ্যাগন্তুজত্বাদৈক্যম্। এবং বাতাদিজস্যাপি দোষজত্বাদেকত্বম্। অস্রশব্দেনাত্র আস্রাবো বোধ্যঃ।

কর্ণে দুই প্রকার বিদ্রধি হইয়া থাকে এক আগন্তুজ, অপর দোষজ। ক্ষত বা অভিঘাতজন্য আগন্তুজ এবং বাতাদি দোষের প্রকোপ হেতু দোষজবিদ্রধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। কর্ণ বিদ্রধিতে সূচীবেধবৎ বেদনা, ধূমনির্গমনবৎ পীড়া, দাহ ও সন্তাপ এই সকল সংঘটিত এবং রক্ত, পীত বা অরুণবর্ণ স্রাব নিঃসৃত হয়।

কর্ণপাকস্য লক্ষণম্।

কর্ণপাকস্তু পিত্তেন কোথবিক্লেদকৃদ্ ভবেৎ॥
কোথঃ পূতিভাবঃ। বিক্লেদঃ আর্দ্রতা।

পিত্তপ্রাবল্য হেতু কর্ণ পাকিয়া পূতিভাব ও আর্দ্রতা উপস্থিত হয়। ইহার নাম কর্ণপাক রোগ।

পূতিকর্ণস্য লক্ষণম্।

কর্ণবিদ্রধিপাকাদ্ বা কর্ণে বা বারিপূরণাৎ।
পূয়ং স্রবতি যঃ পূতি স জ্ঞেয়ঃ পূতিকর্ণকঃ॥

কর্ণস্রাবাদ্ ভেদার্থমাহ পূতীতি নিয়মেন পূতি যথা স্যাদেবং স্রবতি।

কর্ণবিদ্রধির পাক অথবা কর্ণের জলপূর্ণতাহেতু দুর্গন্ধ পূয় নিঃসৃত হইলে তাহাকে পূতিকর্ণ রোগ বলা যায়। পূতিকর্ণে নিয়তই কেবল পূতি স্রাবই নির্গত হয়, কর্ণস্রাবে সর্ব্বদা তাহা নহে, এই উভয়ের প্রভেদ।

কর্ণগতানাং শোথার্ব্বুদার্শসাং লক্ষণানি।

কর্ণশোথার্ব্বুদার্শাংসি জানীয়াদুক্তলক্ষণৈঃ॥

কর্ণশোথাশ্চত্বারো বাতপিত্তকফরক্তজাঃ। এবমর্শোঽপি চতুর্বিধম্। অন্যেষাং শোথানামর্শসাঞ্চাত্রাসম্ভব আধারপ্রভাবাৎ। অর্ব্বুদং সপ্তবিধং বাতপিত্তকফরক্তমাংসমেদঃ শিরাজম্।

কর্ণে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও রক্তনিমিত্তক চারি প্রকার শোথ এবং ঐ চারি প্রকার অর্শঃ হইয়া থাকে। আধার-প্রভাবে অন্যপ্রকার শোথ ও অর্শঃ হইতে পারে না। অর্ব্বুদ সাত প্রকার হইয়া থাকে, যথা বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, রক্তজ, মাংসজ, মেদোজ ও শিরাজ। কর্ণের শোথ, অর্শঃ ও অর্ব্বুদ অন্যস্থানের শোথ, অর্শঃ ও অর্ব্বুদের ন্যায় লক্ষণবিশিষ্ট হয়।

এতে কর্ণরোগা অষ্টাবিংশতিঃ সুশ্রুতোক্তা বর্ণিতাঃ। ইদানীং চরকোক্তকর্ণরোগচতুষ্টয়ং বাতপিত্তকফসন্নিপাতকৃতমাহ।

সুশ্রুতোক্ত ২৮ প্রকার কর্ণরোগ লিখিত হইল, এক্ষণে চরকোক্ত চারিপ্রকার লিখিত হইতেছে।

তত্র বাতজস্য কর্ণরোগস্য লক্ষণম্।

নাদোঽতিরুক্ কর্ণমলস্য শোষঃ
স্রাবস্তনুশ্চাশ্রবণঞ্চ বাতাৎ।

বাতজ কর্ণরোগে কর্ণে বিবিধ শব্দানুভব, অতিশয় বেদনা, কর্ণমূলের শুষ্কতা, পাতলা স্রাবনির্গম এবং শ্রবণশক্তির লোপ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

পিত্তজস্য লক্ষণম্।

শোথঃ সরাগো দরণং বিদাহঃ
সপীত পূতিস্রবণঞ্চ পিত্তাৎ।

পৈত্তিক কর্ণরোগে লোহিতবর্ণ শোথোৎপত্তি, বিদারণবৎ পীড়া, দাহ এবং পীতবর্ণ দুর্গন্ধ স্রাব নির্গম, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

কফজস্য লক্ষণম্।

বৈশ্রুত্যকণ্ডুস্থিরশোথ শুক্ল-
স্নিগ্ধস্রুতিঃ স্বল্পরুজঃ কফাচ্চ।
বৈশ্রুত্যম্ অন্যথা শ্রবণম্।

কফজ কর্ণরোগে অন্যরূপ শ্রবণ, কণ্ডু স্থির শোথ, অল্পবেদনা এবং শুক্লবর্ণ স্নেহ-পদার্থবৎ স্রাব নির্গম এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

ত্রিদোষজস্য লক্ষণম্।

সর্ব্বাণি রূপাণি চ সন্নিপাতাৎ
স্রাবশ্চ তত্রাধিক দোষবর্ণঃ।

ত্রিদোষজ কর্ণরোগে উল্লিখিত বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক এই ত্রিবিধ কর্ণরোগেরই লক্ষণ সংঘটিত এবং প্রত্যেক দোষজ স্রাবের বর্ণবিশিষ্ট স্রাব নিঃসৃত হয়।

কর্ণপাল্যাঃ কর্ণাবয়বত্বাৎ
তদ্বিকারানত্রৈবাহ।

তত্র পরিপোটকস্য নিদানং লক্ষণঞ্চ।

সৌকুমার্য্যাচ্চিরোৎসৃষ্টে সহসাতি প্রবর্দ্ধিতে।
কর্ণশোথো ভবেৎ পাল্যাং সরুজঃ পরিপোটবান্।
কৃষ্ণারুণাভিঃ সংস্তব্ধঃ স বাতাৎ পরিপোটকঃ।
পরিপোটবান্ মনাক্ ত্বগবদরণবান্।

পূর্ব্বতম লোকেরা কর্ণপালীর বৃহদায়তন ও স্থূলতাকে সৌন্দর্য্যের লক্ষণ মনে করিয়া শিশুকাল হইতে সুকোমল কর্ণ টানিয়া বাড়াইবার চেষ্টা করিতেন। কর্ণ সহসা

অধিক টানিয়া শীঘ্র না ছাড়িয়া অনেক বিলম্বে ছাড়িয়া দিলে কর্ণের পালীতে কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ স্তব্ধভাবাপন্ন শোথ উৎপন্ন, ঐ স্থানের ত্বক্‌ ঈষৎ বিদীর্ণ ও বেদনা সঞ্জাত হয়। এই পীড়ার নাম পরিপোটক। ইহা বাতজ রোগ।

উৎপাতস্য লক্ষণম্‌।

গুর্ব্বাভরণ সংযোগাৎ তাড়নাদ্‌ ঘর্ষণাদপি।
শোথঃ পাল্যাং ভবেচ্ছ্যাবো দাহপাকরুজান্বিতঃ।
রক্তো বা রক্তপিত্তাভ্যামুৎপাতঃ স গদঃ স্মৃতঃ॥

অধিক ভারবিশিষ্ট আভরণ ধারণ, তাড়ন ও ঘর্ষণ এই সকল কারণে কর্ণের পালীতে শ্যাব বা রক্তবর্ণ শোথ উৎপন্ন হইয়া দাহ, বেদনা ও পাক উপস্থিত হয়। এই ব্যাধির নাম উৎপাত। ইহা রক্তপিত্তজন্য পীড়া।

উন্মন্থকস্য লক্ষণম্‌।

কর্ণং বলাদ্‌ বর্দ্ধয়তঃ পাল্যাং বায়ুঃপ্রকুপ্যতি।
কফং সংগৃহ্য কুরুতে শোথং স্তব্ধমবেদনম্‌।
উন্মন্থকঃ সকণ্ডুকো বিকারঃ কফবাতজঃ॥
বর্দ্ধয়তো জনস্য। অবেদনমীষদ্বেদনম্‌।

বলপূর্ব্বক কর্ণ টানিলে কর্ণের পালীতে বায়ু কুপিত ও কফের সহিত সংযুক্ত হইয়া স্তব্ধ, অল্পবেদনাযুক্ত ও কণ্ডুবিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন করে। এই ব্যাধিকে উন্মন্থক বলে। ইহা বাতশ্লৈষ্মিক পীড়া।

দুঃখবর্দ্ধনস্য লক্ষণম্‌।

সংবর্দ্ধ্যমানে দুর্ব্বিদ্ধে কণ্ডুদাহরুজান্বিতঃ।
শোথো ভবতি পাকশ্চ ত্রিদোষো দুঃখবর্দ্ধনঃ॥
সংবর্দ্ধ্যমানে দুর্ব্বিদ্ধে কর্ণ ইতি শেষঃ।

কর্ণ বাড়াইবার জন্য বলে টানিলে অথবা অনুচিতরূপে বিদ্ধ করিলে কণ্ডূ, দাহ ও বেদনাযুক্ত শোথ উৎপন্ন হইয়া পাক প্রাপ্ত হয়। ইহার নাম দুঃখবর্দ্ধন রোগ। এই পীড়া সন্নিপাতজ।

পরিলেহিনো লক্ষণম্‌।

কফাসৃক্‌ ক্রিমযঃ ক্রুদ্ধাঃ সর্ষপাভা বিসর্পিণঃ।
কুর্ব্বন্তি পিড়কাঃ পাল্যাং কণ্ডুদাহ সমন্বিতাম্‌॥
কফাসৃক্‌ ক্রিমিসম্ভূতঃ স বিসর্পন্নিতস্ততঃ।
লিহ্যাৎ সশষ্কুলীং পালীং পরিলেহী চ স স্মৃতঃ॥
স পিড়কাত্মকঃ পরিলেহিসংজ্ঞকো গদঃ। লিহ্যাৎ নির্ম্মাংসীকুর্য্যাৎ। বিসর্পান্বিত ইতি পাঠে বিসর্পেণ অন্বিত ইতি।

কফ ও রক্ত, বিকৃত হওয়াতে ইতস্ততঃ বিচরণশীল সর্ষপবৎ ক্রিমি সকল উৎপন্ন হইয়া কর্ণপালীতে কণ্ডূ ও দাহযুক্ত পিড়কা উৎপাদন করে। ঐ পিড়কাত্মক ব্যাধি, ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া শষ্কুলীর সহিত কর্ণপালীকে নির্ম্মাংস করিয়া ফেলে। ইহার নাম পরিলেহী রোগ। শষ্কুলীশব্দের অর্থ রন্ধ্রবেষ্টক কর্ণাংশ।

কর্ণরোগাণাং চিকিৎসা।

কর্ণশূলে কর্ণনাদে বাধির্য্যে ক্ষ্বেড় এব চ।
চতুর্ষ্বপি চ রোগেষু সামান্যং ভেষজং স্মৃতম্‌॥

কর্ণশূল, কর্ণনাদ, বাধির্য্য ও কর্ণক্ষ্বেড় এই চারি রোগে অভিন্ন ঔষধ ব্যবস্থেয়।

শৃঙ্গবেরঞ্চ মাধ্বীকং সৈন্ধবং তৈলমেব চ।
কদুষ্ণং কর্ণয়োর্ধার্য্যমেতৎ স্যাদ্‌ বেদনাপহম্‌॥

আদার রস, মধু, সৈন্ধব লবণ ও তিল-তৈল ঈষৎ উষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে বেদনার শান্তি হয়।

লশুনার্দ্রকশিগ্রূণাং বারুণ্যা মূলকস্য চ।
কদল্যাশ্চ রসঃ শ্রেষ্ঠঃ কদুষ্ণঃ কর্ণপূরণে॥
বারুণী বরুণঃ।

রসুন, আদা, সজিনাছাল, বরুণমূল এবং কলার এঁটে ইহাদের রস অল্প উষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূলের নিবৃত্তি হয়।

অর্কস্য পত্রং পরিণামপীত-
মাজ্যেন লিপ্তং শিখিযোগতপ্তম্।
আপীড্য তস্যাম্বু সুখোষ্ণমেব
কর্ণে নিষিক্তং হরতেঽতিশূলম্॥

আকন্দের পত্র যাহা পাকিয়া পীতবর্ণ হইয়াছে, তাহা ঘৃতলিপ্ত করিয়া অগ্নিতে ঝল্‌সাইয়া নিপীড়ন দ্বারা তাহার রস বাহির করিয়া অল্প উষ্ণ থাকিতে থাকিতে কর্ণে পূরণ করিলে প্রবল কর্ণশূলের শান্তি হয়।

তীব্রশূলাতুরে কর্ণে সশব্দে ক্লেদবাহিনি।
ছাগমূত্রং প্রশংসন্তি কোষ্ণং সৈন্ধবসংযুতম্॥

কর্ণে তীব্রশূল উৎপন্ন, বিবিধ শব্দ অনুভূত এবং উহা হইতে ক্লেদ নিঃসৃত হইলে সৈন্ধব লবণের সহিত ঈষদুষ্ণ ছাগমূত্র কর্ণমধ্যে পূরণ করিলে বিশেষ আরাম হয়।

হিঙ্গুসৈন্ধবশুণ্ঠীভি স্তৈলং সর্ষপসম্ভবম্।
বিপক্বং হরতেঽবশ্যং কর্ণশূলং প্রপূরণাৎ॥

হিঙ্গু, সৈন্ধব লবণ ও শুঁঠ এই সকল কল্কের সহিত যথানিয়মে সর্ষপতৈল পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূলের শান্তি হয়।

শোভাঞ্জনস্য নির্য্যাসস্তিলতৈলেন সংযুতঃ।
সুখোষ্ণঃ পূরণাৎ কর্ণে কর্ণশূলং নিবারয়েৎ॥

সজিনাছালের রস ও তিলতৈল একত্র অল্প উষ্ণ করিয়া কর্ণে নিষিক্ত করিলে কর্ণশূলের শান্তি হয়।

হিঙ্গুতুম্বুরুশুণ্ঠীভিঃ সাধ্যং তৈলন্তু সার্ষপম্।
কর্ণশূলে প্রধানন্তু পূরণং হিতমুচ্যতে॥

হিঙ্গু, ধনিয়া ও শুঁঠ এই সকল কল্কদ্রব্যের সহিত সর্ষপতৈল পাক করিয়া তাহা কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূলের নিবৃত্তি হয়।

কর্ণশূলে কর্ণনাদে বাধির্য্যে ক্ষ্বেড় এব চ।
পূরণং কটুতৈলেন হিতং বাতঘ্নমৌষধম্॥

কর্ণশূল, কর্ণনাদ, বাধির্য্য ও কর্ণক্ষ্বেড় রোগে কটুতৈল দ্বারা পূরণ ও বায়ুনাশক ঔষধ ব্যবস্থেয়।

কর্ণস্রাবে পূতিকর্ণে তথৈব ক্রিমিকর্ণকে।
সামান্যং কর্ম্ম কুর্ব্বীত যোগান্ বৈশেষিকানপি॥

কর্ণস্রাব, পূতিকর্ণ ও ক্রিমিকর্ণ রোগে সাবধানে ক্রিয়া কর্ত্তব্য এবং যে সকল বিশেষ বিশেষ যোগ আছে তাহাও প্রয়োজ্য।

স্বর্জ্জিকাচূর্ণসংযুক্তং বীজপূরকং সংক্ষিপেৎ।
কর্ণস্রাবরুজাদাহাস্তেন নশ্যন্ত্যসংশয়ম্॥

টাবালেবুর রসে সাচিক্ষারের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণের স্রাব, বেদনা ও দাহ নিবৃত্ত হয়।

আম্রজম্ব্বোঃ প্রবালানি মধুকস্য বটস্য চ।
এভিস্তু সাধিতং তৈলং পূতিকর্ণগদং হরেৎ॥

আম, জাম, মৌল ও বট ইহাদের পত্রের স্বরস ও কল্কের সহিত সর্ষপতৈল পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে পূতিকর্ণ পীড়ার শান্তি হয়।

জাতীপত্ররসে তৈলং বিপক্বং পূতিকর্ণজিৎ॥

জাতীপত্রের রসের সহিত তৈল পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে পূতিকর্ণ পীড়ার নিবৃত্তি হয়।

ঘৃষ্টং রসাঞ্জনং নার্য্যাঃ ক্ষীরেণ ক্ষৌদ্রসংযুতম্।
প্রশস্যতে চিরোত্থে তৎ সস্রাবে পূতিকর্ণকে॥

স্তনদুগ্ধে রসোত ঘর্ষণ করিয়া মধুর সহিত মিলাইয়া কর্ণে নিষিক্ত করিলে কর্ণস্রাব ও পূতিকর্ণ প্রশমিত হয়।

শম্বূকস্য তু মাংসেন কটুতৈলং বিপাচয়েৎ।
তস্য পূরণমাত্রেণ কর্ণনাড়ী প্রশাম্যতি॥

শম্বূকের মাংসের সহিত কটুতৈল পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণনালীর শান্তি হয়।

ক্রিমিকর্ণবিনাশায় ক্রিমিঘ্নীং কারয়েৎ ক্রিয়াম্।
বার্ত্তাকুধূমশ্চ হিতঃ সর্ষপস্নেহ এব চ॥

ক্রিমিকর্ণ রোগে ক্রিমিনাশক ক্রিয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে কর্ণে বার্ত্তাকুর ধূম প্রয়োগ ও সর্ষপতৈল নিষেক উপকারী।

পূরণং হরিতালেন গব্যমূত্রযুতেন চ।
ধূপনে কর্ণদৌর্গন্ধ্যে গুগ্‌গুলুঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥

গোমূত্রে হরিতাল ঘষিয়া কর্ণে পূরণ করিলে অথবা গুগ্‌গুলের ধূম প্রয়োগ করিলে কর্ণের দৌর্গন্ধ্য নিবারণ হয়।

চিকিৎসাং কর্ণশোথানাং তথা কর্ণার্শসামপি।
কর্ণার্ব্বুদানাং কুর্ব্বীত শোথার্শোঽর্ব্বুদবদ্ ভিষক্॥

কর্ণশোথ, কর্ণার্শঃ ও কর্ণার্ব্বুদের চিকিৎসা সামান্য শোথ, সামান্য অর্শঃ ও সামান্য অর্ব্বুদের ন্যায়।

কর্ণপালীবিকারাণাং চিকিৎসা।

পালীসংশোষণে কুর্য্যাদ্ বাতকর্ণরুজাক্রিয়াম্।
স্বেদয়েদ্ যত্নতস্তাঞ্চ স্বিন্নাং সংবর্দ্ধয়েৎ তিলৈঃ॥

পালী শুষ্ক হইলে বাতিক কর্ণরোগের চিকিৎসা করিবে। ইহাতে রীতিমত স্বেদ প্রদান করিয়া পিষ্ট তিলের প্রলেপ দ্বারা উহার বর্দ্ধন করিবে।

শতাবরীবাজিগন্ধাপয়স্যৈরণ্ডবীজকৈঃ।
তৈলং বিপক্বং সক্ষীরং পালীং সংবর্দ্ধয়েৎ সুখম্॥

তিলতৈল ১ সের। দুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ শতমূলী, অশ্বগন্ধা, ক্ষীরকাকোলী ও এরণ্ডবীজ প্রত্যেক ৪ তোলা। যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে কর্ণের পালী স্থূল ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

জীবনীয়স্য কল্কেন তৈলং দুগ্ধেন পাচয়েৎ।
চিকিৎসেৎ তেন তৈলেন হতাশ্রং পরিপোটকম্॥

জীবনীয় গণের কল্ক ও দুগ্ধের সহিত যথাবিধি তিলতৈল পাক করিয়া কর্ণপালীতে প্রয়োগ করিলে পরিপোটক রোগের উপশম হয়।

শীতলেপৈর্জলৌকোভিরুৎপাতং সমুপাচরেৎ॥

উৎপাত রোগে শীতল প্রলেপ এবং জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য।

হলিনী সুরসাভ্যাঞ্চ গোধাকঙ্কবশান্বিতম্।
তৈলং বিপক্বমভ্যঙ্গাদুন্মন্থং নাশয়েদ্ ধ্রুবম্॥

ঈশলাঙ্গলা ও তুলসীপত্র এই কল্ক এবং গোধা ও কঙ্ক পক্ষীর বসার সহিত তিলতৈল পাক করিয়া কর্ণে মর্দ্দন করিলে উন্মন্থক রোগের শান্তি হয়।

দুঃখবর্দ্ধনকং সিক্তা জম্ব্বাম্রবিল্বপত্রজৈঃ।
ক্বাথৈস্তৈলেন সুস্নিগ্ধং তচ্চূর্ণৈশ্চাবধূনয়েৎ॥

জাম, আম ও বিল্বপত্রের দ্বারা সেচন ও স্নেহ প্রয়োগ করিয়া ঐ সকল পত্রের চূর্ণ সংলগ্ন করিলে দুঃখবর্দ্ধন রোগের উপশম হয়।

বহুশো গোময়ৈস্তপ্তৈঃ স্বেদিতং পরিলেহিনম্।
ঘনসারৈঃ সমালিম্পেদজামূত্রেণ কল্কিতৈঃ॥

পরিলেহী রোগে পুনঃ পুনঃ উষ্ণ গোময় দ্বারা স্বেদ প্রদানান্তর ছাগমূত্রের সহিত কর্পূর বাঁটিয়া তাহা লেপন করিবে।

অপামার্গক্ষারতৈলং তৈলঞ্চ লশুনাদ্যকম্।
বিল্বতৈলং স্বর্জ্জিকাদ্যং দশমূলাভিধং তথা॥
কুষ্ঠাদ্যং ক্ষারতৈলঞ্চ জম্ব্বাদ্যঞ্চ নিশাদিকম্।
ভেষজান্যেবমাদীনি ঘ্নন্তি কর্ণাময়ান্ বহূন্॥

অপামার্গ ক্ষারতৈল, লশুনাদ্যতৈল, বিল্বতৈল, স্বর্জিকাদ্যতৈল, দশমূলীতৈল, কুষ্ঠাদ্যতৈল, ক্ষারতৈল, জম্ব্বাদ্যতৈল ও নিশাদিতৈল ইত্যাদি ঔষধ বিবিধ কর্ণরোগে প্রয়োজ্য।

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

শিরোরোগাধিকারঃ।

তত্র শিরোরোগস্য নিদানং সংখ্যা চ।

শিরোরোগাস্তু জায়ন্তে বাতপিত্তকফৈস্ত্রিভিঃ।
সন্নিপাতেন রক্তেন ক্ষয়েণ ক্রিমিভিস্তথা॥
সূর্য্যাবর্ত্তানন্তবাতশঙ্খকার্দ্ধাবভেদকাঃ।
একাদশবিধা এতে কথ্যন্তে চ সলক্ষণাঃ॥

শিরোরোগশব্দেন শিরোগতা শূলরূপা রুগভিধীয়তে। ক্ষয়েণ রসাদিক্ষয়েণ।

শিরোরোগ একাদশ প্রকার, যথা বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষসম্ভূত, রক্তজ, রসাদিক্ষয়জাত, ক্রিমিসমুত্থিত এবং সূর্য্যাবর্ত্ত, অনন্তবাত, শঙ্খক ও অর্দ্ধাবভেদকসংজ্ঞক। শিরোরোগ শব্দে শিরোগত শূলরূপ পীড়া বিশেষ বুঝিতে হইবে।

সর্ব্ব এব শিরোরোগাঃ সন্নিপাতসমুত্থিতাঃ।
বৈশিষ্ট্যাদ্ দোষলিঙ্গানাং কীর্ত্তিতা ঋষিভিঃ পৃথক্॥

সকল প্রকার শিরোরোগই ত্রিদোষোৎপন্ন, তবে দোষলিঙ্গের বৈশিষ্ট্য হেতু পৃথক্ পৃথক্ বিভক্ত করা হইয়া থাকে।

বাতিকস্য শিরোরোগস্য লক্ষণম্।

যস্যানিমিত্তং শিরসো রুজশ্চ
ভবন্তি তীব্রা নিশি চাতিমাত্রম্।
বন্ধোপতাপৈঃ প্রশমো ভবেচ্চ
শিরোঽভিতাপঃ স সমীরণেন॥

ভবেদিতি শেষঃ। অনিমিত্তম্ অতর্কিতবিপ্রকৃষ্ট নিমিত্তম্। নিশি চাতিমাত্রং রাত্রৌ শৈত্যেন বায়োরাধিক্যাৎ। উপতাপঃ স্বেদনম্। শিরোঽভিতাপঃ। শিরঃপীড়া।

বাতিক শিরোরোগের বিপ্রকৃষ্ট কারণ বুঝিতে পারা যায় না, অর্থাৎ বিবেচনা হয় যে, যেন বিনা কারণে হঠাৎ উৎপন্ন হইল। ইহা রাত্রিতে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, কারণ রাত্রিতে শৈত্যহেতু বায়ুর আধিক্য হয়। এইরূপ শিরঃপীড়া বন্ধন ও স্বেদক্রিয়াদ্বারা উপশম প্রাপ্ত হয়।

পৈত্তিকস্য তস্য লক্ষণম্।

যস্যোষ্ণমঙ্গারচিতো যথৈব
ভবেচ্ছিরো দহ্যতি চাক্ষি নাসম্।
শীতেন রাত্রৌ চ ভবেৎ প্রশান্তিঃ
শিরোঽভিতাপঃ স তু পিত্তকোপাৎ॥
দহ্যতীতি পদমার্ষম্।

পৈত্তিক শিরোরোগে মস্তক যেন প্রজ্বলিত অঙ্গারব্যাপ্ত এবং চক্ষুঃ ও নাসিকা যেন দগ্ধ হইতেছে এইরূপ বোধ হয়। শীতসংযোগে এবং রাত্রিতে ইহার অনেক উপশম হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিকস্য লক্ষণম্।

শিরো ভবেদ্ যস্য কফোপদিগ্ধং
গুরু প্রতিষ্টব্ধমতো হিমঞ্চ।

শূনাক্ষি নাসা বদনঞ্চ যস্য
শিরোঽভিতাপঃ স কফপ্রকোপাৎ ।

শ্লৈষ্মিক শিরোরোগে মস্তক কফলিপ্ত, গুরু, স্তব্ধ ও শীতল এবং চক্ষুঃ, নাসিকা ও মুখে শোথ উৎপন্ন হয় ।

সান্নিপাতিকস্য লক্ষণম্ ।

শিরোঽভিতাপে ত্রিতয়প্রবৃত্তে
সর্ব্বাণি লিঙ্গানি সমুদ্ভবন্তি ॥

সান্নিপাতিক শিরোরোগে উল্লিখিত বাতজাদি ত্রিবিধ শিরোরোগের লক্ষণ সমস্ত মিলিত হইয়া প্রকাশ পায় ।

রক্তজস্য লক্ষণম্ ।

রক্তাত্মকঃ পিত্তসমানলিঙ্গঃ
স্পর্শাসহত্বং শিরসো ভবেচ্চ ॥
পৈত্তিকাদ্ ভেদমাহ স্পর্শাসহত্বমিতি ।

রক্তজ শিরোরোগ পৈত্তিক শিরোরোগের ন্যায় লক্ষণবিশিষ্ট জানিবে, অধিকন্তু ইহাতে মস্তক কোন দ্রব্যের স্পর্শ সহিতে পারে না ।

ক্ষয়জস্য লক্ষণম্ ।

বসা বলাসক্ষতসম্ভবানাং
শিরোগতানামতি সংক্ষয়েণ ।
ক্ষয়প্রবৃত্তঃ শিরসোঽভিতাপঃ
কষ্টো ভবেদুগ্ররুজোঽতিমাত্রম্ ॥
সংস্বেদনচ্ছর্দ্দনধূমনস্যৈ-
রসৃগ্‌বিমোক্ষৈশ্চ বিবৃদ্ধিমেতি ॥
অঙ্গং ভ্রমতি ভুদ্যেত শিরো বিভ্রান্তনেত্রতা ।
মূর্চ্ছা গাত্রাবসাদশ্চ শিরোরোগে ক্ষয়াত্মকে ॥
ক্ষতসম্ভবং রুধিরম্ ।

মস্তকের বসা, কফ ও রক্তের অতিশয় ক্ষয় হওয়াতে যে শিরোরোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে ক্ষয়জ শিরোরোগ বলে। ইহা অতিদারুণ যন্ত্রণাপ্রদ ও কষ্টসাধ্য। ইহাতে গাত্রঘূর্ণন, মস্তকে সূচীবেধবৎ পীড়া, নেত্রের বিভ্রান্ততা, মূর্চ্ছা এবং গাত্রের অবসন্নতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। এইরূপ শিরঃপীড়া স্বেদক্রিয়া, বমি, ধূম, নস্য ও রক্তমোক্ষণদ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ।

ক্রিমিজস্য লক্ষণম্ ।

নিস্তুদ্যতে যস্য শিরোঽতিমাত্রং
সংভক্ষ্যমাণং স্ফুরতীব চান্তঃ ।
ঘ্রাণাচ্চ গচ্ছেদ্রুধিরং সপূয়ং
শিরোঽভিতাপঃ ক্রিমিভিঃ সঘোরঃ ॥
সংভক্ষ্যমাণং ক্রিমিভিরিতি শেষঃ। স্ফুরতীব মনাক্ চলতীব। ঘ্রাণাচ্চেতি চকারেণ ক্রিমি-নির্গমোঽপি বোধ্যতে ।

ক্রিমিজ শিরোরোগে মস্তক ক্রিমি কর্ত্তৃক ভক্ষ্যমাণ, সূচীবেধবৎ পীড়ায় অতিশয় পীড়িত এবং অন্তঃস্ফুরণ যুক্তবৎ হয়। ইহাতে নাসিকাদিয়া রক্ত, পূয় ও কখন কখন ক্রিমি নির্গম হয় ।

সূর্য্যাবর্ত্তাখ্যস্য লক্ষণম্ ।

সূর্য্যোদয়ং বা প্রতি মন্দমন্দ-
মক্ষিভ্রুবং রুক্ সমুপৈতি গাঢ়ম্ ।
বিবর্দ্ধতে চাংশুমতা সহৈব
সূর্য্যাপবৃত্তৌ বিনিবর্ত্ততে চ ॥
শীতেন শান্তিং লভতে কদাচি-
দুষ্ণেন জন্তুঃ সুখমাপ্নুয়াচ্চ ।
তং ভাস্করাবর্ত্তমুদাহরন্তি
সর্ব্বাত্মকং কষ্টতমং বিকারম্ ॥

সূর্য্যোদয়ে প্রাতর্মন্দং মন্দং যথা স্যাৎ তথা রুজা অক্ষিভ্রুবং সমুপৈতি, অংশুমতা সূর্য্যেণ সহ গাঢ়ং যথা ভবতি তথা বর্দ্ধতে চ শীতেন কদাচিৎ শান্তিং লভতে কদাচিদুষ্ণেন বা। শীতে উষ্ণে চ ইতি সপ্তম্যন্তে পদে স্বীকৃতে শীতে কর্ম্মণি উষ্ণে কর্ম্মণি বা কৃতে শান্তিং ন প্রাপ্নুয়াদিত্যর্থঃ। ভাস্করাবর্ত্তঃ সূর্য্যাবর্ত্তঃ।

সূর্য্যাবর্ত্তনামক শিরোরোগে প্রাতঃকালে চক্ষুঃ ও ভ্রূতে অল্প বেদনা প্রতীতি হইয়া সূর্য্যের আবর্ত্তনের সহিত ক্রমশঃ ইহা বৃদ্ধি পাইয়া মধ্যাহ্নে অতিপ্রবল হয়, পরে বেলার হ্রাস অনুসারে মন্দীভূত হইয়া সূর্য্যের অস্তগমন হইলে নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয়। ইহার কখন শীতক্রিয়াদ্বারা কখন বা উষ্ণক্রিয়াদ্বারা শান্তি হয়, কখন বা শীত বা উষ্ণ কোন ক্রিয়ার দ্বারাই উপশম প্রাপ্ত হয় না। এই পীড়া সান্নিপাতিক, অতিকষ্টপ্রদ ও দুশ্চিকিৎস্য।

অনন্তবাতস্য লক্ষণম্।

দোষাস্তু দুষ্টাস্ত্রয় এব মন্যাং
সংপীড্য ঘাটাসু রুজাং সুতীব্রাম্।
কুর্ব্বন্তি যোঽক্ষি ভ্রুবি শঙ্খদেশে
স্থিতং করোত্যাশু বিশেষতস্তু॥
গণ্ডস্য পার্শ্বে তু করোতি কম্পং
হনুগ্রহং লোচনজাংশ্চ রোগান্।
অনন্তবাতং তমুদাহরন্তি
দোষত্রয়োত্থং শিরসো বিকারম্॥

অনন্তেষু বহুষু অঙ্গেষু বাত ইব অনন্তবাতঃ। প্রথমতঃ ত্রয়ো দোষাঃ মন্যাং গ্রীবাশিরাদ্বয়ং সংপীড্য ঘাটাসু গ্রীবাপশ্চাদ্ভাগেষু সুতীব্রাং রুজাং কুর্ব্বন্তি। অনন্তরং শীঘ্রং চক্ষুরাদিষু ব্যাধেঃ স্থিতির্ভবতীত্যর্থঃ। অয়ঞ্চ অন্বয়ঃ। যো ব্যাধিঃ অক্ষি ভ্রুবি শঙ্খদেশে বিশেষতঃ গণ্ডস্য পার্শ্বে আশু ঘাটায়ামুৎপত্ত্যনন্তরমেব স্থিতিং করোতি তথা কম্পাদিকঞ্চ করোতি তম্ অনন্তবাতং বদন্তি ভিষজঃ।

অনন্তবাত নামক শিরোরোগের লক্ষণ এইরূপ যথা, প্রথমতঃ কুপিত বাতাদিদোষত্রয় মন্যানামক গ্রীবাস্থ শিরাদ্বয়কে পীড়িত করিয়া গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগে অতিতীব্র বেদনা উৎপাদন করে। পরে শীঘ্র চক্ষুঃ, ভ্রূ, শঙ্খাস্থি ও গণ্ডে ব্যাধির স্থিতি হয় এবং কম্প, হনুগ্রহ ও নানাপ্রকার নেত্ররোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। এই পীড়া ত্রিদোষজাত। অনন্ত অর্থাৎ নানা অঙ্গে বাতবৎ ব্যাপ্ত হয় বলিয়া ইহাকে অনন্তবাত বলে।

শঙ্খকস্য লক্ষণম্।

রক্তপিত্তানিলা দুষ্টাঃ শঙ্খদেশে বিমূর্চ্ছিতাঃ।
তীব্ররুগ্দাহরাগং হি শোথং কুর্ব্বন্তি দারুণম্॥
স শিরো বিষবদ্বেগী নিরুধ্যাশু গলং তথা।
ত্রিরাত্রাজ্জীবিতং হন্তি শঙ্খকো নাম নামতঃ।
ত্র্যহং জীবতি ভৈষজ্যং প্রত্যাখ্যায় সমাচরেৎ॥

রক্তপিত্তানিলাঃ অত্র কফোঽপি যোজ্যঃ কৃতাম্লযাত্রঃ কফপিত্তরক্তৈরিতি সুশ্রুতবচনাৎ। বিমূর্চ্ছিতাঃ প্রবৃদ্ধাঃ। ত্রিরাত্রাৎ ত্রিরাত্রিমধ্যে মারয়তীতি যাবৎ।

শঙ্খকনামক শিরোরোগে রক্ত, পিত্ত, বায়ু ও কফ কুপিত ও প্রবৃদ্ধ হইয়া শঙ্খ (ললাট) দেশে উপস্থিতি পূর্ব্বক তীব্র বেদনা, দাহ ও রক্তিমাযুক্ত প্রবল শোথ উৎপাদন করে। এই ব্যাধি বিষবৎ বেগবান্ হইয়া শীঘ্র মস্তক ও কণ্ঠকে আক্রান্ত ও নিরুদ্ধ করিয়া তিন দিবসের মধ্যে জীবন হরণ করে। যদি দৈবাৎ তিন দিবস অতীত হইয়া যায়, তাহা হইলে পীড়ার অসাধ্যতা খ্যাপনপূর্ব্বক চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে।

অর্দ্ধাবভেদকস্য লক্ষণম্।

রুক্ষাশনাত্যধ্যশনাবশ্যপ্রাগ্‌বাতমৈথুনৈঃ।
বেগসন্ধারণায়াসব্যায়ামৈঃ কুপিতোঽনিলঃ॥
কেবলঃ সকফো বার্দ্ধং গৃহীত্বা শিরসো বলী।
মন্যাভ্রূশঙ্খকর্ণাক্ষি ললাটার্দ্ধেষু বেদনাম্॥
শস্ত্রাশনিনিভাং কুর্য্যাং তীব্রাং সোঽর্দ্ধাবভেদকঃ।
নয়নং বাথবা শ্রোত্রমতিবৃদ্ধো বিনাশয়েৎ॥
সুশ্রুতে তু। যস্যোত্তমাঙ্গার্দ্ধমতীব জন্তোঃ
সম্ভেদতোদভ্রমশূলজুষ্টম্।
পক্ষাদ্ দশাহাদথবাপ্যকস্মাৎ
তস্যার্দ্ধভেদং ত্রিতয়াদ্ ব্যবস্যেৎ॥

অবশ্যঃ অবশ্যায়ঃ। আয়াসঃ অতিচলন-ভারোদ্বহনাদিঃ। ব্যায়ামঃ মল্লশ্রমঃ। শস্ত্রাশনি-নিভাং শস্ত্রাঘাতেনেব বজ্রপাতেনেব বেদনাম্। শস্ত্রারণিনিভামিতি পাঠে অরণিনা অগ্ন্যুত্থাপককাষ্ঠ-যন্ত্রেণ মন্থনবৎ পীড়া অথবা লক্ষণয়া অগ্নিযোগেনেব পীড়া বোধ্যা।

রুক্ষ আহারাদি, অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন, হিমসংযোগ, পূর্ব্ববায়ুসেবা, অতি মৈথুন, মলাদির বেগধারণ, অতিরিক্ত পরিশ্রম ও ব্যায়াম এই সকল কারণে বায়ু কুপিত ও বলবান্ হইয়া স্বয়ংমাত্র অথবা কফের সহিত মস্তকের অর্দ্ধাংশ আশ্রয় করিয়া মন্যা, ভ্রূ, শঙ্খ, কর্ণ, চক্ষুঃ ও ললাটের অর্দ্ধভাগে শস্ত্রাঘাতবৎ অথবা অগ্নিসংযোগ বা বজ্রপাত-তুল্য অতিতীব্র বেদনা উপস্থিত করে। ইহার নাম অর্দ্ধাবভেদক অর্থাৎ আধকপালিয়া। ইহা অতিপ্রবৃদ্ধ হইলে চক্ষুঃ বা কর্ণ নষ্ট করে। সুশ্রুতে অর্দ্ধাবভেদকের লক্ষণাদি এইরূপ কথিত হইয়াছে। যথা মস্তকের একার্দ্ধ বিদারণবৎ, সূচীবেধবৎ, ঘূর্ণনবৎ ও শূলবৎ পীড়ায় আক্রান্ত হয়। পক্ষান্তে, দশা-হান্তে অথবা অনিয়মিতরূপে হঠাৎ পীড়ার আক্রমণ হইয়া থাকে। ইহা ত্রিদোষ-জাত পীড়া।

পূর্ব্ববচনানুসারে অর্দ্ধাবভেদক কেবল বাতজ বা বাতশ্লেষ্মজ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, কিন্তু মহর্ষি সুশ্রুত বলিয়াছেন যে ইহা ত্রিদোষজ। ইহার মীমাংসা এই, ইহা ত্রিদোষজ তাহাতে কোন সংশয় নাই, তবে দোষলিঙ্গের প্রকর্ষ বশতঃ বাতজ বা বাত শ্লেষ্মজ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে মাত্র।

তন্ত্রবিশেষোক্তস্য মনোবিঘাতজস্য শিরোরোগস্য নিদানং সম্প্রাপ্তির্লক্ষণঞ্চ।

ঈর্ষয়া কোপশোকাভ্যাং শাস্ত্রাদেরতিচিন্তয়া।
বায়ুঃ প্রকুপিতঃ কুর্য্যাৎ পীড়াং শিরসি দারুণাম্॥
মস্তিষ্কং শোণিতং নীত্বা কৃত্বা তস্যাপি বৈকৃতম্।
শঙ্খয়োশ্চ ভ্রুবোরক্ষ্ণো স্তথা শীর্ষতলাদিষু॥
জনয়েদ্ বেদনাং ঘোরাং ভ্রমরোগঞ্চ দারুণম্।
ইন্দ্রিয়াণাং হরেচ্ছক্তিং স্মৃতিভ্রংশং করোতি চ॥
মনোবিঘাতজাখ্যেন শিরোরোগেণ পীড়িতঃ।
ন শক্নোতি পুমাংশ্চিন্তাং হৃদি ধারয়িতুং ক্ষণম্॥

ঈর্ষা, ক্রোধ, শোক ও শাস্ত্রাদির অতিশয় চিন্তাদ্বারা বায়ু প্রকুপিত হইয়া দারুণ শিরোরোগ উৎপাদন করে। ঐ বায়ু রক্তকে কুপিত করিয়া মস্তিষ্কে লইয়া উহার বিকৃতি উৎপাদনপূর্ব্বক শঙ্খদ্বয়, ভ্রূদ্বয়, নেত্রদ্বয় ও মস্তকের তালুপ্রভৃতিতে ঘোর বেদনা ও তমোরোগ উৎপাদন এবং ইন্দ্রিয়শক্তি ও স্মরণশক্তির হ্রাস করে। ইহার নাম মনোবিঘাতজ শিরোরোগ। এই পীড়ায় পীড়িত ব্যক্তি কোন এক চিন্তা অধিকক্ষণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকিতে পারে না।

শিরোরোগস্য চিকিৎসা ।

বাতিকে শিরসোরোগে স্নেহস্বেদান্ সনাবণান্ ।
পানান্নমুপনাহাংশ্চ কুর্য্যাদ্বাতাময়াপহান্ ॥
কুষ্ঠমেরণ্ডমূলঞ্চ লেপাং কাঞ্জিক যোজিতম্ ।
শিরোঽর্ত্তিং নাশয়ত্যাশু চূর্ণং বা মুচকুন্দজম্ ॥

বাতিক শিরোরোগে স্নেহ, স্বেদ, নস্য, বায়ুনাশক অন্নপান ও প্রলেপ ব্যবস্থা করিবে। কুড় ও এরণ্ডমূল এই উভয় দ্রব্য অথবা কেবল মুচকুন্দফুল কাঁজিতে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে শিরঃপীড়া নিবারণ হয়।

শিরোবস্তিঃ ।

আশিরো ব্যায়তং চর্ম্ম কৃত্বাষ্টাঙ্গুল মুচ্ছ্রিতম্ ।
তেনাবেষ্ট্য শিরোঽধস্তাৎ মাষকল্কেন লেপয়েৎ ॥
নৈশ্চল্যেনোপবিষ্টস্য তৈলৈরুষ্ণৈঃ প্রপূরয়েৎ ।
ধারয়েদারুজঃ শান্তের্যামং যামাৰ্দ্ধমেব বা ॥
শিরোবস্তির্জয়ত্যেষ শিরোরোগং মরুদ্ভবম্ ।
হনুমন্যাক্ষিকর্ণার্ত্তি মর্দ্দিতং মস্তকম্পনম্ ॥

মস্তক সদৃশ আয়ত ৮ অঙ্গুলি উন্নত একটী চর্ম্ম বেষ্টন দ্বারা রোগীর মস্তক বেষ্টিত করিয়া ঐ বস্তির নিম্নে মস্তকের উপরিভাগে মাষকলাই বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। পরে ঈষদুষ্ণ তৈলদ্বারা ঐ চর্ম্মবস্তি পূর্ণ করিবে, যাবৎ স্বাস্থ্য লাভ না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত বস্তি ধারণ করিয়া থাকিতে হইবে। ৪ দণ্ড বা এক প্রহর পর্য্যন্ত বস্তি ধারণ করিয়া নিশ্চল ভাবে উপবিষ্ট থাকা উচিত। ইহাতে বায়ু জনিত শিরোরোগ, মস্তককম্পন এবং হনু, মন্যা, চক্ষুঃ ও কর্ণের পীড়া উপশমিত হয়।

পৈত্তে ঘৃতং পয়ঃ সেকাঃ শীতলেপাঃ সনাবণাঃ ।
জীবনীয়ানি সর্পীংষি পানান্নঞ্চাপি পিত্তনুৎ ॥

পৈত্তিক শিরঃপীড়ায় ঘৃত, দুগ্ধ, জলসেচন, শীতল প্রলেপ, নস্য, জীবনীয় গণের সহিত সিদ্ধ ঘৃত ও পিত্তঘ্ন অন্নপান ব্যবস্থেয়।

কফজে লঙ্ঘনং স্বেদো রুক্ষোষ্ণৈঃ পাচনাত্মকৈঃ ।
তীক্ষ্ণাবপীড়ধূমাশ্চ তীক্ষ্ণাশ্চ কবলগ্রহাঃ ॥

কফজে লঙ্ঘন, স্বেদ, রুক্ষোষ্ণ পাচন, তীক্ষ্ণ নস্য, ধূম ও তীক্ষ্ণ কবল ব্যবস্থা করিবে।

শারিবাদিলেপঃ ।

শারিবোৎপল কুষ্ঠানি মধুকং চাম্লপেষিতম্ ।
সর্পিস্তৈল যুতো লেপঃ সূর্য্যাবর্ত্তার্দ্ধভেদয়োঃ ॥
শারিবাদিভিঃ সমভাগৈঃ কাঞ্জিকপিষ্টৈ ঘৃত-তৈলেন সহিতৈর্লেপঃ ।

অনন্তমূল, উৎপল, কুড়, যষ্টিমধু এই সমুদায় দ্রব্য কাঁজিতে বাঁটিয়া ঘৃত ও তিল-তৈলের সহিত প্রলেপ দিলে সূর্য্যাবর্ত্ত ও অৰ্দ্ধভেদ (আধকপালিয়া) নিবারণ হয়।

সূর্য্যাবর্ত্তভবং বীজং তদ্রসেন সুপেষিতম্ ।
বেদনানাশনো লেপঃ সূর্য্যাবর্ত্তার্দ্ধভেদয়োঃ ॥

হুড়হুড়ের বীজ, হুড়হুড়ের রসে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে সূর্য্যাবর্ত্ত ও অৰ্দ্ধাব-ভেদকের বেদনা নিবারণ হয়।

সূর্য্যাবর্ত্তে বিধাতব্যং নস্যকর্ম্মাদি ভেষজম্ ।
পায়য়েৎ সগুড়ং সর্পি ঘৃতপূপাংশ্চ ভোজয়েৎ ॥

সূর্য্যাবর্ত্তে নস্যাদি প্রদান করিয়া এবং গুড়ের সহিত ঘৃত ও ঘৃতসংযুক্ত পিষ্টক ভোজন করাইবে।

সূর্য্যাবর্ত্তে শিরাবেধো লাবণং ক্ষীরসর্পিষা ।
হিতঃ ক্ষারঘৃতাভ্যাস স্তাভ্যাঞ্চৈব বিরেচনম্ ॥

সূর্য্যাবর্ত্তে শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ ও দুগ্ধোত্থ ঘৃতের নস্য ব্যবস্থেয়। প্রত্যহ যবক্ষার ও ঘৃত ভোজন এবং মধ্যে মধ্যে তদ্দ্বারা (যবক্ষার ও ঘৃতদ্বারা) বিরেচনে উপকার হয়।

কৃতমালপল্লব রসে খরমঞ্জরীকল্কসিদ্ধ নবনীতম্ ।
নস্যেন জয়তি নিয়তং সূর্য্যাবর্ত্তং সুদুর্ব্বারম্ ॥

সোঁদালপত্ররস ৪ সের, নবনীত ১ সের, আপাঙ্গবীজ ২ পল একত্র পাক করিবে। ইহার নস্যে সূর্য্যাবর্ত্ত রোগ প্রশমিত হয়।

দশমূলীকষায়ন্তু সর্পিঃ সৈন্ধব সংযুতম্।
নস্য মর্দ্ধাবভেদঘ্নং সূর্য্যাবর্ত্ত শিরোঽর্ত্তিজিৎ॥

দশমূলের ক্বাথে ঘৃত ও সৈন্ধব প্রক্ষেপ দিয়া তাহার নস্য গ্রহণ করিলে সূর্য্যাবর্ত্ত রোগের উপশম হয়।

শিরীষ মূলকবীজৈরবপীড়ঞ্চ যোজয়েৎ।
অবপীড়ো হিতো বা স্যাদ্বচাপিপ্পলিভিঃ কৃতঃ॥

শিরীষ ও মূলার বীজ অথবা বচ ও পিপুল নস্যে: প্রযুক্ত হইলে উক্ত রোগের উপশম হয়।

জাঙ্গলানি চ মাংসানি কারয়েদুপনাহকম্।
তেনাস্য শাম্যতে ব্যাধিঃ সূর্য্যাবর্ত্তঃ সুদারুণঃ॥

বাতনাশক দ্রব্যের সহিত শশকাদির মাংস সিদ্ধ করিয়া সৈন্ধব লবণের সহিত ব্যথাস্থানে প্রলেপ দিলেও ঐ মাংসরস পান করিলে সূর্য্যাবর্ত্ত রোগের শান্তি হয়।

ভৃঙ্গরাজরস শ্ছাগক্ষীরাস্তরোঽর্ক তাপিতঃ।
সূর্য্যাবর্ত্তং নিহন্ত্যাশু নস্যেনৈব প্রয়োগরাট্॥

ভৃঙ্গরাজের রস ২ তোলা ও ছাগদুগ্ধ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে উত্তপ্ত করিবে। ইহার নস্যে সূর্য্যাবর্ত্ত রোগ নষ্ট হয়।

এষ এব বিধিঃ কৃৎস্নঃ কার্য্যশ্চার্দ্ধাবভেদকে।

অর্দ্ধাবভেদকের চিকিৎসা সূর্য্যাবর্ত্তের ন্যায়।

পিবেৎ সশর্করং ক্ষীরং নীরং বা নারিকেলজম্।
সুশীতং বাপি পানীয়ং সর্পির্ব্বা নস্ততস্তয়োঃ॥

সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদক রোগে সশর্কর দুগ্ধ, নারিকেলজল ও শীতল পানীয় দ্রব্য পান করিলে উপকার হয়। এই উভয় রোগে ঘৃতের নস্য উপকারী।

তিলাং কল্কং সনলদং সক্ষৌদ্র লবণান্বিতম্।
তেনাস্য লেপয়েৎ শীর্ষ মর্দ্ধভেদং ব্যপোহতি॥

নিস্তুষ কৃষ্ণতিল ও জটামাংসী পেষণ করিয়া মধু ও সৈন্ধব লবণের সহিত মিলিত করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে অর্দ্ধাবভেদক নিবারণ হয়।

সবিড়ঙ্গং তিলং কৃষ্ণং সমং কৃত্বা প্রপেষয়েৎ।
নস্যকর্ম্মণি দাতব্য মর্দ্ধভেদং বিনাশয়েৎ॥

বিড়ঙ্গ ও কৃষ্ণতিল একত্র বাঁটিয়া উষ্ণজলে গুলিয়া নস্য লইলে অর্দ্ধাবভেদক রোগ নষ্ট হয়।

দগ্ধচুল্লী মৃত্তিকায়াশ্চূর্ণ মরিচ চূর্ণয়োঃ।
সমাংশং মিলিতং কৃত্বা নস্যমর্দ্ধাবভেদহৃৎ॥

দগ্ধচুল্লীর মৃত্তিকা চূর্ণ ও মরিচ চূর্ণ সমানাংশে মিশ্রিত করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে অর্দ্ধাবভেদক (আধ কপালিয়া) নিবারণ হয়।

অনন্তবাতে কর্ত্তব্যং সূর্য্যাবর্ত্তহিতো বিধিঃ।
শিরাবেধশ্চ বর্ত্তব্যোঽনন্তবাত প্রশান্তয়ে।
আহারশ্চ বিধাতব্যো বাতপিত্ত বিনাশনঃ॥

অনন্তবাতে শিরাবেধ, বাতপিত্তঘ্ন আহারাদি এবং সূর্য্যাবর্ত্তের ন্যায় ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

সূর্য্যাবর্ত্তে হিতং যচ্চ শঙ্খকে স্বেদবর্জ্জিতম্।
ক্ষীরসর্পিঃ প্রশংসন্তি নস্যং পানঞ্চ শঙ্খকে॥

শঙ্খক নামক শিরোরোগে স্বেদ ক্রিয়া ভিন্ন সূর্য্যাবর্ত্তোক্ত সমস্ত ক্রিয়া এবং দুগ্ধোত্থ ঘৃতের নস্য ও পান ব্যবস্থেয়।

শতাবরীং কৃষ্ণতিলান্ মধুক ংনীলমুৎপলম্।
মূর্ব্বাং পুনর্নবাঞ্চাপি লেপং সাধ্ববতারয়েৎ॥
শীততোয়াবসেকাংশ্চ ক্ষীরসেকাংশ্চ শীতলান্॥

শঙ্খক রোগে শতমূলী, নিস্তুক্ কৃষ্ণতিল, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, দূর্ব্বা ও পুনর্নবা এই

সমুদায় বাঁটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিবে এবং শীতল জল ও দুগ্ধ দ্বারা মস্তক সেচন করিবে।

কল্কৈশ্চ ক্ষীরবৃক্ষাণাং শঙ্খকস্য প্রলেপনম্ ॥

বট ও অশ্বত্থ প্রভৃতি ক্ষীরীবৃক্ষের ছাল বাঁটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে শঙ্খক রোগের উপশম হয়।

ক্রৌঞ্চ কাদম্ব হংসানাং শরাব্যাঃ কচ্ছপস্য চ।
রসৈঃ সংবৃংহণস্যাথ তস্য শঙ্খক সন্ধিজাঃ।
উর্দ্ধাস্তিস্রঃ শিরাঃ প্রাজ্ঞো ভিন্দ্যাদেব ন তাড়য়েৎ ॥

বক, কলহংস, হংস, শরাইপক্ষী ও কচ্ছপ এই সমুদায় জন্তুর মাংসের যূষ পান করাইয়া শঙ্খসন্ধির উর্দ্ধস্থ শিরাত্রয় বিদ্ধ করিবে।

গিরিকর্ণীফলরসং মূলঞ্চ নস্যমাচরেৎ।
মূলং বা বন্ধয়েৎ কর্ণে শীঘ্রং হন্তি শিরোব্যথাম্ ॥

অপরাজিতার ফলের রসের অথবা উহার মূলের নস্য গ্রহণ করিলে কিংবা উহার শিকড় কর্ণে বান্ধিলে শিরঃপীড়ার শান্তি হয়।

গুঞ্জাকরঞ্জবীজঞ্চ তয়োঃ কল্কো জলে কৃতঃ।
মরিচৈর্ভৃঙ্গরাজৈশ্চ শীঘ্রং হন্তি শিরোব্যথাম্ ॥

কুঁচ ও করঞ্জবীজ জলে বাঁটিয়া নস্য লইলে শীঘ্র শিরঃপীড়া উপশমিত হয়। তদ্রূপ মরিচ ও ভৃঙ্গরাজের নস্যেও উপকার দর্শে।

নাগরকল্ক বিমিশ্রং ক্ষীরং নস্যেন যোজিতং পুংসাম্॥
নানাদোষোদ্ভূতাং শিরোরুজাং হন্তি তীব্রতরাম্ ॥

শুঁঠ বাঁটিয়া দুগ্ধের সহিত নস্য গ্রহণ করিলে নানাদোষোৎপন্ন শিরঃপীড়ার নিবৃত্তি হয়।

ধানিলঙ্কা, লঙ্কা ও সিজআটা একত্র বাঁটিয়া বেদনাস্থানে প্রলেপ দিলে প্রবল বেদনা নিবারণ হয়।

শতধৌতঘৃতাভ্যঙ্গঃ সর্ব্বশীর্ষবিকারনুৎ।
তথা চন্দনকর্পূরলেপনঞ্চ হিতং মতম্ ॥

মস্তকে শতধৌত ঘৃত অথবা কর্পূরের সহিত ঘৃষ্ট শ্বেতচন্দন লেপন করিলে শিরঃ-পীড়ার শান্তি হয়।

ক্ষিপ্ত্বা দারুসিতাং দুগ্ধে কোলমানাং পলাষ্টকৈঃ।
পক্বৈকত্র বিধানজ্ঞো ঘনতাং তৎ সমানয়েৎ।
ভক্ষণাদস্য নিত্যং হি শিরোরোগো বিনশ্যতি ॥

দারুচিনি ১ তোলা এবং দুগ্ধ ১ সের একত্র পাক করিয়া ঘনীভূত ক্ষীর প্রস্তুত করিবে। ইহা প্রত্যহ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিলে শিরোরোগের শান্তি হয়।

সেবনং ফণিফেনস্য হরিতালস্য চাথবা।
সর্ব্বান্ শীর্ষগদান্ হন্তি জ্ঞানাগ্নিঃ কর্ম্মসংঘবৎ ॥

এক বা অর্দ্ধরতি পরিমাণে অহিফেন কিংবা সিকি রতি পরিমাণে হরিতাল সেবন করিলে শিরোরোগের ধ্বংস হয়।

যষ্টিমধুকমাষঃ স্যাচ্চতুর্থাংশং বিষং ভবেৎ।
তয়োশ্চূর্ণং সুসূক্ষ্মং স্যাৎ তচ্চূর্ণং সর্ষপোন্মিতম্ ॥
নাসিকাভ্যন্তরে ন্যস্তং সর্ব্বাং শীর্ষব্যথাং হরেৎ।
দৃষ্টপ্রয়োগো যোগোঽয়মনুভাবিভিরাদৃতঃ ॥

যষ্টিমধুচূর্ণ ১ মাষা এবং বিষ ৩ রতি একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দিত ও মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ সর্ষপ পরিমাণ লইয়া নাসিকায় ন্যস্ত করিলে সমস্ত শিরোরোগ নষ্ট হয়।

মনোবিঘাতজে কার্য্যো নিখিলো বৃংহণো বিধিঃ।
হিতো মাংসরসশ্চাত্র পয়শ্চ পরমং হিতম্ ॥

মনোবিঘাতজন্য শিরোরোগে সমস্ত বৃংহণবিধি কর্ত্তব্য। ইহাতে মাংসের যূষ ও দুগ্ধ বিশেষ হিতকর।

শিরোরোগহরো রসঃ।

রসং গন্ধকমভ্রঞ্চ লৌহং কর্ষমিতং পৃথক্।
স্বর্ণং শাণমিতঞ্চৈব দার্ব্বাখ্যঞ্চ বিষং তথা॥
ভৃঙ্গরাজাম্ভসা সম্যক্ মর্দ্দয়িত্বা বিচক্ষণঃ।
রক্তিকার্দ্ধমিতাঃ কুর্য্যাদ্ বটীশ্চ শুষ্কশোষিতাঃ।
শিরোরোগহরো নাম রসোঽয়ং হরনির্ম্মিতা।
হরেৎ সর্ব্বান্ শিরোরোগান্ বিরামে যদি সেবিতঃ॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র ও লৌহ প্রত্যেক ২ তোলা, স্বর্ণ অর্দ্ধ তোলা এবং সেঁকো অর্দ্ধ তোলা একত্র ভৃঙ্গরাজের রসে মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধরতি পরিমিত বটিকা করিয়া রৌদ্রে শুকাইবে। এই বটিকা পীড়ার বিরাম কালে জলাদির সহিত সেবন করিলে শিরোরোগের ধ্বংস হয়।

মিহিরোদয় বটী।

লৌহমভ্রং সুবর্ণঞ্চ বিদ্রুমং রাজপট্টকম্।
সর্ব্বং সমং প্রদাতব্যং সিন্দুরঞ্চ দ্বিভাগিকম্॥
এরণ্ডমূলজেনৈব রসেন পরিভাবয়েৎ।
ক্কাথৈস্তথা জটামাংস্যা বটী রক্তিদ্বয়াত্মিকা॥
পথ্যাপয়োঽনুপানেন বটীয়ং মিহিরোদয়া।
অর্দ্ধাবভেদকং হন্তি পীতা বাতমনন্তকম্॥
সূর্য্যাবর্ত্তং তথা শঙ্খকঞ্চ দ্বিদোষজম্।
ত্রিদোষজং শিরোরোগং সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ॥

লৌহ, অভ্র, সুবর্ণ, প্রবাল, রাজপট্ট, প্রত্যেক ১ তোলা, রসসিন্দূর ২ তোলা, এরণ্ডমূলের রসে ও জটামাংসীর ক্কাথে ভাবনা দিয়া দুই রতি পরিমাণ বটী করিবে। অনুপান হরীতকী ভিজান জল। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ প্রশমিত হয়।

ষড়্বিন্দ্বাখ্যঞ্চ যত্তৈলং দশমূলাদিকং তথা।
ময়ূরাদ্যং তথা সর্পিহংসাদ্যাদিকমেব চ॥
শিরঃশূলাদ্রিবজ্রাখ্যো রসশ্চৈবংবিধানি চ।
ভেষজানি শিরোরুক্ষু সর্ব্বাস্বেব হিতানি হি॥

ষড়্বিন্দু ও দশমূল প্রভৃতি তৈল, ময়ূরাদ্য ও হংসাদ্য প্রভৃতি ঘৃত এবং শিরঃশূলাদ্রিবজ্ররস ইত্যাদি ঔষধ সমস্ত বিবিধ শিরোরোগ নষ্ট করে।

রসঃ শ্বাসকুঠারো যস্তস্য নস্যং বিশেষতঃ।
শিরঃশূলং হরত্যেব সংশয়োঽত্র ন বিদ্যতে॥

শ্বাসাধিকারোক্ত শ্বাসকুঠার রস নামক ঔষধের নস্যে শিরঃশূল প্রশমিত হয়।

শিরোরোগে পথ্যাপথ্য নির্ণয়ঃ।

শালিং যবং মাংসরসং বার্ত্তাকুঞ্চ পটোলকম্।
দ্রাক্ষাদাড়িমখর্জ্জুরফলানি চ পয়স্তথা॥
নিশাপানং নদীস্নানং গন্ধদ্রব্যনিষেবণম্।
শিরোরোগেষু সর্ব্বেষু হিতমুক্তং যথাযথম্॥

শালিতণ্ডুল, যব, মাংসযূষ, বেগুন, পটোল, কিস্‌মিস্, দাড়িম, খেজুর, দুগ্ধ, নিশাপান, নদীস্নান ও গন্ধদ্রব্য সেবা এই সমুদায়, শিরঃপীড়ায় যথাযথ ব্যবস্থেয়।

দ্রব্যাণি নাতিতীক্ষ্ণানি দুর্জ্জরাণি চ যানি বা।
তান্যনিষ্টপ্রদান্যত্র তীক্ষ্ণাশ্চ নিখিলাঃ ক্রিয়াঃ॥

অতিতীক্ষ্ণ ও দুর্জ্জর দ্রব্য সমস্ত এবং সকল প্রকার উগ্রক্রিয়া ইহাতে অনিষ্টকর।

মস্তিষ্করোগাধিকারঃ।

ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

শীর্ষাম্বুরোগাধিকারঃ।

তস্য নিদানং সম্প্রাপ্তিশ্চ।

মদ্যাতিপানাদতিশৈত্যযোগাদ্
বিরুদ্ধভোজ্যাদনিলপ্রদোষাৎ।
দুষ্টাম্বুপানাদভিঘাততশ্চ
তথান্ত্রমধ্যে ক্রিমিসম্ভবাচ্চ॥
শিরোগতস্নেহস্ততো ক্রমেণ
সঞ্চীয়তে তোয়মতিপ্রভূতম।
শীর্ষাম্বুনামা গদ এষ পূর্ব্বৈঃ
প্রকীর্ত্তিতঃ কৃচ্ছ্রতরো ভিষগ্‌ভিঃ॥
প্রায়শঃ শৈশবে ব্যাধির্বিবিধাহিতসেবনাৎ।
তথা দন্তোদ্গমতেরেষ বাহুল্যেনাভিজায়তে।

অতিরিক্ত মদ্যপান, অধিকশৈত্যসংযোগ, বিরুদ্ধ ভোজন, সদোষবায়ুসেবন, বিকৃত জলপান, মস্তকে আঘাতলাগা এবং অন্ত্রে কৃমিসঞ্চয় এই সকল কারণে মস্তিষ্কের আবরণে ক্রমশঃ জলসঞ্চিত হইতে থাকে, জল নিয়ত সঞ্চিত হইয়া ক্রমে অধিক পরিমিত হয়। এই পীড়ার নাম শীর্ষাম্বু। ইহা অতি কষ্টসাধ্য পীড়া।

এই পীড়া অধিকবয়স্ক ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা শিশুদিগেরই বাহুল্য পরিমাণে হইয়া থাকে। বিবিধ অহিতসেবা এবং দন্তোদ্গমের কাল, এই পীড়ার কারণ।

তস্য পূর্ব্বরূপম্।

জিহ্বা লিপ্তাতিনিদ্রত্ব দৌর্ব্বল্যং শ্বাসপূতিতা।
গাঢ়বিট্‌তা চ তস্মিংস্তু ভবিষ্যতি ভবিষ্যতি॥

এই পীড়া উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে জিহ্বা কফলিপ্ত, নিদ্রাধিক্য, দৌর্ব্বল্য, দুর্গন্ধ শ্বাস নির্গম এবং মলকাঠিন্য এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

তস্য লক্ষণম্।

শিরসো বেদনা ঘোরা শ্রুতেদৃষ্টেশ্চ তীব্রতা।
মূত্রাল্পত্ব কৃষ্ণবিট্‌ত্বং ধমনী বেগবাহিনী॥
ত্বগুষ্ণোষ্ণা তথা ছর্দ্দির্বিষমা চ কনীনিকা।
কোপিত্বং মুখবৈবর্ণ্যং নিদ্রায়াং দন্তঘর্ষণম্॥
কণ্ডুরোষ্ঠস্য নাসায়া আক্ষেপো রক্তনেত্রতা।
পক্ষাঘাতঃ প্রলাপশ্চ শীর্ষাম্বুগদলক্ষণম্॥

এই পীড়ায় অতিশয় শিরোবেদনা, শ্রবণ ও দর্শনশক্তির তীক্ষ্ণতা অর্থাৎ শব্দশ্রবণে ও আলোকদর্শনে চকিত হইয়া উঠে, অল্প মূত্রনির্গম, কৃষ্ণবর্ণ কঠিন মলপ্রবৃত্তি, নাড়ীর দ্রুততা, ত্বক্ রুক্ষ ও উষ্ণ, বমি, চক্ষের তারার বিকৃতি, ক্রোধশীলতা, মুখের বিবর্ণতা নিদ্রাবস্থায় দন্তঘর্ষণ, ওষ্ঠ ও নাসিকায় কণ্ডূ, আক্ষেপ, নেত্র রক্তপূর্ণ ও রক্তবর্ণ, পক্ষাঘাত ও প্রলাপ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

তস্য চিকিৎসা।

ভেষজং রেচনং যচ্চ যন্মূত্রস্য প্রবর্ত্তনম্।
রক্তদোষহরং যচ্চ তচ্ছীর্ষাম্বুগদে শুভম্॥

শীর্ষাম্বুরোগে বিরেচক, মূত্রকারক এবং রক্তদোষনাশক ঔষধ প্রয়োজ্য।

মুণ্ডয়িত্বা শিরস্তচ্চ চ্ছাদয়েদুষ্ণবাসসা।
পায়য়েন্নারিকেলস্য স্নেহঞ্চাপি নিরন্তরম্॥

রোগীর মস্তক মুণ্ডন করিয়া সর্ব্বদা উষ্ণবস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া রাখিবে। প্রত্যহ

নারিকেল তৈল পানে পীড়ার উপশম হইতে পারে।

সেবয়েদ্রসচূর্ণঞ্চ স্তোকমাত্রং বিচক্ষণঃ॥

এই পীড়ায় রসচূর্ণ সেবনদ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। অল্পমাত্রায় দিবসে ২।৩ বার প্রয়োজ্য।

পীতমূলীং ত্রিবৃচ্ছ্যামে পথ্যামামলকীং শটীম্।
অনন্তাং মধুকং মুস্তাং ধন্যাকং কটুরোহিণীম্।
হরিদ্রে দ্বে ত্রিজাতঞ্চ ক্বাথয়িত্বা যথাবিধি।
যবক্ষারেণ সহিতং পায়য়েদস্য শান্তয়ে॥

রেউচিনি, তেউড়ীমূল, শ্যামালতা, হরীতকী, আমলা, শটী, অনন্তমূল, যষ্টিমধু, মুথা, ধন্যা, কট্‌কী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গুড়ত্বক্, এলাইচ ও তেজপত্র ইহাদের কাথে যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে এই পীড়ার শান্তি হয়।

সলিলশোষণং চূর্ণম্।

রসচূর্ণং যবক্ষারং পীতমূলীং ত্রিজাতকম্।
ভাগীমেলাং তথা স্থূলীমভয়ামিন্দ্রবারুণীম্॥
সমাংসেন প্রগৃহ্যাথ প্রযুঞ্জ্যাৎ পয়সা সহ।
শীর্ষাম্বু তন্নিরাকুর্য্যাচ্চূর্ণং সলিলশোষণম্॥

রসচূর্ণ, যবক্ষার, রেউচিনি, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, বড়এলাইচ, ছোটএলাইচ, বামনহাটী ও রাখালসার মূল প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ। উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২ রতি হইতে ৬ রতি। জল বা দুগ্ধের সহিত সেবনীয়।

কুঙ্কুমাদ্যং ঘৃতম্।

কুঙ্কুমং শারিবাং দ্রাক্ষাং জীবন্তীমভয়াং বিড়ম্।
পত্রং পটোলমূলঞ্চ সর্পিষা পাচয়েদ্ভিষক্॥
অস্য মাত্রাং প্রযুঞ্জীত বীক্ষ্য ব্যাধের্বলাবলম্।
সর্ব্বান্ শীর্ষগদান্ হন্যাৎ কুঙ্কুমাদ্যাভিধং ঘৃতম্।

গব্যঘৃত ১ সের। কল্কার্থ কুঙ্কুম, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, জীবন্তী, হরীতকী, বিট্‌লবণ, তেজপত্র ও পটোলমূল প্রত্যেক ২ তোলা। পাকার্থ জল ৪ সের। যথানিয়মে পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে সকল প্রকার শিরোরোগের শান্তি হয়।

রসতৈলম্।

ধুস্তূরং ধাতকীং মূর্ব্বাং মধুরং মধুকং বিড়ম্।
নাগরং নীলিনীং কৃষ্ণাং কটফলং বটুকং জলম্॥
শাণমানেন নিক্ষিপ্য কটুতৈলশরাবকে।
সংবৃতে মৃণ্ময়ে ভাণ্ডে নিশাঃ সপ্ত চ যাপয়েৎ॥
ততঃ কল্কান্ বিনিহৃত্য কজ্জলীমর্দ্ধকার্ষিকীম্।
তত্র সংমিশ্র্য শিরসি মুণ্ডিতে তৎ প্রযোজয়েৎ॥
রসতৈলমিদং হন্যাৎ শীর্ষাম্বাশু ন সংশয়ঃ।
ব্যাধিতানাং হিতার্থায় হরেণৈতৎ সমীরিতম্॥

১ সের সর্ষপতৈলে, ধুতূরাবীজ, ধাইফুল, মৌলছাল, যষ্টিমধু, বিট্‌লবণ, শুঁঠ, নীলমূল, পিঁপুল, কট্‌ফল, কট্‌কী ও বালা প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া আবৃত মৃদ্ভাণ্ডে ৭ দিবস রাখিবে। পরে কল্ক সকল ফেলিয়া দিয়া ঐ তৈলে কজ্জলী ১ তোলা মিশ্রিত করিবে। রোগীর মস্তক মুণ্ডন করিয়া এই তৈল লেপন করিলে শীর্ষাম্বু রোগের শান্তি হয়।

বহ্নিভাস্করো রসঃ।

সুবর্ণমভ্রং বৈক্রান্তং রজতং শাণমাণকম্॥
লৌহং রসং গন্ধকঞ্চ মাক্ষিকং কর্ষসম্মিতম্॥
রক্তচিত্রকতোয়েন তথা ব্রাহ্ম্যা রসেন চ।
ত্রিসপ্তকৃত্বঃ সম্ভাব্য কুর্য্যাদ্বল্বমিতা বটীঃ॥

রসোঽয়ং সর্ব্বথা হন্তি মস্তিকোদকমাশু চ।
অন্যাংশ্চ শিরসো রোগান্ বহ্নিস্তৃণগণানিব॥
বহ্নিবস্তাসতে যস্মাদ্বীর্য্যেণৈষ রসোত্তমঃ।
খ্যাতঃ পৃথ্বীতলে তস্মাদাখ্যয়া বহ্নিভাস্করঃ॥
মস্তিষ্কোদকং শীর্ষাম্বু।

স্বর্ণ, অভ্র, বৈক্রান্ত ও রৌপ্য প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা, লৌহ, পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক ২ তোলা, এই সমুদায় চিতামূলের এবং ব্রহ্মীশাকের রসে ২১ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে শীর্ষাম্বু এবং অন্যান্য শিরোরোগ প্রশমিত হয়।

নৈবং শান্তিং গতে ব্যাধৌ মস্তিষ্কাং সলিলং হরেৎ।
ত্রিকূর্চ্চকেন লঘুনা যত্নতঃ কুশলো ভিষক্॥

এই সমুদায় ক্রিয়া নিষ্ফল হইলে অতিক্ষুদ্র ত্রিকূর্চ্চক অস্ত্রদ্বারা মস্তক বিদ্ধ করিয়া মস্তিষ্ক হইতে জল বহিষ্করণ করিবে। এই উপায় সর্ব্বশেষে অবলম্বনীয়।

অত্র পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

লঘু পুষ্টিকরং সর্ব্বং পানমন্নং রসঞ্চ যৎ।
মস্তিষ্কাম্বুনি তৎ পথ্যং বিপরীতং হিতায় ন॥

এই পীড়ায় লঘু, পুষ্টিকারক ও সারক অন্নপানীয় পথ্য, ইহার বিপরীত, অহিতজনক।

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

মস্তিষ্কবেপনাধিকারঃ।

মস্তিষ্কবেপনস্য নিদানং লক্ষণঞ্চ।

শিরস্যভিহতে তৈস্তৈর্মূর্চ্ছা হৃল্লাসবান্তয়ঃ।
জড়ত্বং স্পন্দনহ্রাসো দৌর্ব্বল্যং চলচিত্ততা॥
বেপথুঃ কর্ণনাদশ্চ মলিনত্বং মুখস্য চ।
পৃথুত্বং তারকায়াশ্চ ধমনী বলবর্জ্জিতা॥
শীতলত্বং শরীরস্য বৈকৃতং বচনস্য চ।
তথা পক্ষবধঃ স্যাচ্চ গদোঽসৌ শীর্ষবেপনঃ॥

মস্তকে কোনপ্রকার আঘাত লাগিলে তজ্জন্য মূর্চ্ছা, বমির বেগ, বমি, জড়তা, স্পন্দনশক্তির হ্রাস, দৌর্ব্বল্য, চঞ্চলতা, কম্প, কর্ণনাদ, মুখমণ্ডলের মলিনতা, চক্ষের তারার আয়তন বৃদ্ধি, নাড়ীর বলহানি, শরীরের শীতলতা, বাক্যের বিকৃতি এবং পক্ষাঘাত এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই পীড়ার নাম মস্তিষ্কবেপন।

অথাস্য চিকিৎসা।

মনঃস্থৈর্য্যকরং কর্ম্ম কার্য্যং মস্তিষ্কবেপনে।
শিরস্যুষ্ণেঽতিশীতেন তোয়েন সেচনং হিতম্॥

মস্তিষ্ক বেপন রোগে মনের স্থৈর্য্যসম্পাদক ক্রিয়া কর্ত্তব্য। মস্তক উষ্ণ হইলে উহাতে সুশীতল জল সেচন করিবে।

মস্তিষ্কবেপনধ্বংসি দন্তীস্নেহেন রেচনম্॥

এই পীড়ায় জয়পালের তৈল সেবন করাইয়া বিরেচন করিলে উপকার দর্শে। বিশেষতঃ মূর্চ্ছাবস্থায় এই তৈল ২।৩ বিন্দু পরিমাণে জিহ্বায় লাগাইয়া দিলে বিরেচন হইয়া আরাম লাভ হয়।

সজলা বললাভায় মৃতসঞ্জীবনী সুরা।
প্রয়োক্তব্যা যথামাত্রং বল্যমন্যচ্চ ভেষজম্॥

বললাভার্থ সজল মৃতসঞ্জীবনী সুরা এবং অন্যান্য বলকারক ঔষধ প্রয়োজ্য।

বহ্ন্যূষ্মণা হরেচ্ছৈত্যমঙ্গানাং কুশলো ভিষক্।

শরীর শীতল হইলে অগ্নিতাপদ্বারা তাহার নিবারণের চেষ্টা করিবে।

ত্রিবৃতাং স্বর্ণপত্রীঞ্চ মুস্তকং মধুকং বলাম্।
হরিদ্রে দ্বে নাগরঞ্চ ত্রিফলাং কটুরোহিণীম্॥
ক্বাথয়িত্বা প্রয়োক্তব্যং শীর্ষবেপনশান্তয়ে॥

তেউড়ীমূল, সোনামুখী, মুতা, যষ্টিমধু, বেড়েলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শুঁঠ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও কট্‌কী ইহাদের কাথপানে মস্তিষ্ক কম্প পীড়ার শান্তি হয়।

বলাক্বাথেন সিন্দূরং শীর্ষবেপথুনাশনম্।

বেড়েলার কাথের সহিত রসসিন্দূর সেবন করিলে মস্তিষ্ক কম্প নিবারিত হয়।

বাতব্যাধিহরং সর্ব্বং ভেষজং তস্য শান্তিকৃৎ॥

ইহাতে বিবেচনামত বাতব্যাধিনাশক সমস্ত ঔষধই প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

অত্র পথ্যাদিব্যবস্থা।

পয়োমাংসরসাদ্যঞ্চ স্নায়ূনাং বলবর্দ্ধকম্।
অন্নপানাদিকং যচ্চ সুজরং স্বাদু সারকম্॥
শীর্ষবেপথুরোগিভ্যো হিতং তন্নিখিলং মতম্।
বিপরীতং বিজানীয়াৎ কদাচন ন শর্ম্মদম্॥

দুগ্ধ ও মাংসরস প্রভৃতি স্নায়ুর বলবর্দ্ধক আহার এবং সুপাচ্য, স্বাদু ও সারক অন্ন পানীয় এই পীড়ায় হিতকর। ইহার বিপরীত অনিষ্টকর জানিবে।

মস্তিষ্কচয়াপচয়াধিকারঃ।

দেহস্বভাবাদ্ দিষ্ট্যা চ বর্দ্ধতে মস্তলুঙ্গকঃ।
করোটিরপি বালানাং যূনাঞ্চাপি কদাচন।
মস্তিষ্কস্য করোটেশ্চ যদি বৃদ্ধির্দ্বয়োর্ভবেৎ।
ন চিহ্নং দৃশ্যতে কিঞ্চিৎ প্রায়শঃ সমবর্দ্ধনাৎ॥
মস্তিষ্কস্যৈব চেদ্‌বৃদ্ধির্ন করোটেস্তথা ভবেৎ।
তদা নিপীড়নাৎ তস্য জায়ন্তে বিবিধা রুজঃ॥
শিরসোঽতিরুজা তীব্রা দৌর্ব্বল্যং ভ্রমমূর্চ্ছনে।
পক্ষাঘাতস্তথাক্ষেপ স্ততো মরণমেব চ॥

দেহের প্রকৃতি এবং অদৃষ্ট বশতঃ শিশুদিগের এবং কখন কখন যুবাদিগের মস্তিষ্ক এবং করোটি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যদি মস্তিষ্ক ও করোটি উভয়েরই বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে প্রায় কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। আর যদি করোটির বৃদ্ধি না হইয়া কেবল মস্তিষ্কের বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে করোটি দ্বারা মস্তিষ্কের নিপীড়নহেতু বিবিধ বেদনা, অতিতীব্র শিরঃপীড়া, দৌর্ব্বল্য, ভ্রম, মূর্চ্ছা, পক্ষাঘাত ও আক্ষেপ হইয়া পশ্চাৎ মৃত্যু হইয়া থাকে।

হ্রাসমায়াতি মস্তিষ্কং দেহদোষাদদৃষ্টতঃ।
একপার্শ্বে হ্রসেৎ তচ্চেন্ন শীঘ্রং জীবনক্ষয়ঃ॥
সমন্তাদ্ধ্রসনাৎ তস্য প্রাণান্তস্ত্বরয়া ভবেৎ।

দেহদোষ ও অদৃষ্টহেতু মস্তিষ্কের হ্রাস হইয়া থাকে। এক পার্শ্বে হ্রাস হইলে শীঘ্র জীবনান্ত হয় না, কিন্তু সর্ব্বদিকে হ্রাস হইলে শীঘ্রই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

মস্তিষ্কবৃদ্ধেশ্চিকিৎসা।

মস্তলুঙ্গস্য সংবৃদ্ধির্জায়তে মরণায় হি।
নৌষধং তত্র চেৎ সেব্যং তথাপি চ রসায়নম্॥

মস্তিষ্কবৃদ্ধিরোগ অবশ্যই মরণের জন্য হইয়া থাকে এবং যদিও ইহার কোন ঔষধ নাই, তথাপি ইহাতে রসায়ন ঔষধ সেবনে ফল পাওয়া যায়।

পেয়মত্র পঞ্চগব্যং ঘৃতং মধুযুতং তথা॥

এই পীড়ায় পঞ্চগব্য ঘৃত এবং মধুসংযুক্ত ঘৃত পান কর্ত্তব্য।

মস্তিষ্কহ্রাসস্য চিকিৎসা ।

মস্তিষ্কস্য যদি হ্রাসো মরণায়ৈব জায়তে ।
তথাপ্যত্র সদা সেব্যং ভেষজং পরিবৃংহণম্ ॥

মস্তিষ্কহ্রাসরোগ হইলে তাহা মরণেরই জন্য উপস্থিত হইয়াছে জানিবে। ইহাতে সর্ব্বদা বৃংহণ ঔষধ সেবনীয়।

চন্দনাদিক্বাথঃ।

চন্দনদ্বিতয়ং মূর্ব্বা শ্যামাদ্বন্দ্বং নিশাদ্বয়ম্ ।
লাক্ষা বাংশী গৈরিকঞ্চ জীবন্তী মধুকং বরী ॥
বাজিগন্ধা বচা কৃষ্ণা কাকোলী জীবকর্ষভৌ ।
ক্বাথ এষাং পিবেৎ প্রাতর্মস্তিষ্কহ্রাসশান্তয়ে ।

শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, মূর্ব্বামূল, শ্যামালতা, অনন্তমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লাক্ষা, বংশলোচন, গেরিমাটী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, শতমূলী, অশ্বগন্ধা, বচ, পিঁপুল, কাকোলী, জীবক ও ঋষভক ইহাদের ক্বাথ মস্তিষ্ক হ্রাসরোগে উপকারক।

অত্র বাতাময়োক্তানি তৈলানি চ ঘৃতানি চ ।
অপস্মারগদোক্তানি তথা সেব্যানি সর্ব্বদা ॥

এই পীড়ায় বাতব্যাধি ও অপস্মাররোগনিবারক তৈল ও ঘৃত সমস্ত ব্যবহার্য্য।

মস্তিষ্কস্য চয়ে হ্রাসে দেহস্য পোষণং লঘু ।
পানমন্নং সুখায় স্যাদ্বিপরীতং ন শর্ম্মণে ॥

মস্তিষ্কবৃদ্ধি ও মস্তিষ্কহ্রাসরোগে লঘু অথচ দেহপোষক অন্ন পানীয় উপকারক। ইহার বিপরীত বর্জ্জনীয়।

ইতি মস্তিষ্কচয়াপচয়াধিকারঃ।

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

অংশুঘাতাধিকারঃ।

অংশুঘাতস্য নিদানং লক্ষণঞ্চ ।

চণ্ডাংশোরংশুনা শীর্ষে তপ্তে চণ্ডেন জায়তে ।
অংশুঘাতাভিধো ব্যাধিঃ প্রাণিনাং প্রাণপীড়নঃ ॥
তৃষ্ণাতিঘোরা ত্বগ্রুক্ষা ভ্রমো নেত্রস্য রক্ততা ।
মূত্রবেগশ্চ মূর্চ্ছায়ো হৃল্লাসো বিষমা ধরা ॥
শ্বাসকৃচ্ছ্রং স্পর্শহানিরাক্ষেপশ্চাত্র সম্ভবেৎ ।
প্রায়ঃ কারাবরুদ্ধানাং ভটানাং জায়তে চ সঃ ।
স অংশুঘাতঃ ।

সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ অধিকক্ষণ ব্যাপিয়া মস্তকে লাগাইলে অংশুঘাত নামক পীড়া জন্মে। ইহাতে অতিশয় তৃষ্ণা, ত্বকের রুক্ষতা, ভ্রম, চক্ষুঃ রক্তবর্ণ, মূত্রের বেগ, মূর্চ্ছা, বমনের বেগ, নাড়ীর গতিবৈষম্য, শ্বাসকৃচ্ছ্র, স্পর্শশক্তির হানি এবং আক্ষেপ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই পীড়ার বাঙ্গালা নাম সর্দ্দিগর্ম্মি।

কারারুদ্ধ ব্যক্তিদিগের বিশেষতঃ সৈন্যগণের বাহুল্যরূপে এই পীড়া হইতে দেখাযায়। কারারুদ্ধ ব্যক্তিদিগের সঙ্কীর্ণগৃহে বাস ও অধিক উষ্ণতাভোগ এবং সৈন্যগণের বহুপরিচ্ছদ ধারণ ও রৌদ্রভোগ এই পীড়ার কারণ।

অস্যারিষ্টং লক্ষণম্ ।

নীলিমা হস্তপাদস্য ধমন্যাঃ ক্ষণলুপ্ততা ।
বিক্ষেপণঞ্চ গাত্রাণাং মরণায়াংশুঘাতিনঃ ।
অংশুঘাতিনঃ অংশুঘাতরোগিণঃ ।

এই পীড়ায় হস্তপাদের নীলিমা, নাড়ীর ক্ষণে ক্ষণে লোপ এবং অঙ্গসকলের অতিশয় আক্ষেপ মৃত্যুসূচক চিহ্ন।

অংশুঘাতস্য চিকিৎসা ।

অঙ্গাবরণবাসাংসি দূরে নিঃক্ষিপ্য যত্নতঃ ।
প্রচ্ছায়ে প্রবহদ্বাতে গন্ধাঢ্যে মনসঃপ্রিয়ে ॥
বিবিক্তে ব্যক্তনভসি বিহঙ্গগণনাদিতে ।
শায়য়েৎ সুখশয্যায়ামংশুঘাতিনমঞ্জসা ॥
শীতাম্বুসেকং কুর্য্যাচ্চ চন্দনাম্বু চ পায়য়েৎ ॥
নাধিকং পায়য়েদম্বু সহসা কুশলো ভিষক্ ।
আচ্ছাদয়েৎ সর্ব্বমঙ্গং শীততোয়ার্দ্রবাসসা ॥

অংশুঘাতরোগাক্রান্ত ব্যক্তির অঙ্গবস্ত্র সকল ঝটিতি দূরে নিঃক্ষপ করিয়া ছায়াযুক্ত, বায়ুপ্রবাহবিশিষ্ট, সুগন্ধব্যাপ্ত, চিত্ততৃপ্তিকর, জনতারহিত, বিহঙ্গরবশ্রবণযোগ্য, আকাশ-প্রকাশ স্থানে শয়ন করাইয়া সর্ব্বদা তালবৃন্ত ব্যজন এবং শীতলজলসেচন করিবে। চন্দনমিশ্রিত জল মুহুর্মুহুঃ অল্প অল্প পান করিতে দিবে। রোগী তৃষ্ণায় কাতর হইয়া অতি ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিলেও তাহাকে সহসা অধিক জলপান করিতে দিবে না, তাহাতে বিপদ্ সম্ভাবনা জানিবে। অল্প পরিমাণে পুনঃ পুনঃ দেওয়াই কর্ত্তব্য। শীতলজলে বস্ত্র ভিজাইয়া তদ্দ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গ অবগুণ্ঠিত করিয়া রাখিবে।

সহস্রধারয়া স্নানমংশুঘাতগদাপহম্ ॥

সহস্রধারায় স্নান করাইলে এই পীড়ার শান্তি হয়।

দন্ত্যাস্তবেন তৈলেন রেচনং হিতমুচ্যতে ॥

এই পীড়ায় জয়পালের তৈল সেবন করাইয়া বিরেচন করাইবে।

অত্যুষ্ণেনাম্ভসা সিক্তং বস্ত্রমূর্ণাময়ং পৃথু ।
ততো নিষ্কৃততোয়ঞ্চ গ্রীবাসপৃষতাবৃতম্ ॥
উষ্ণমেব চ ঘাটায়াং নিধায়াস্যেন বাসসা ।
শুষ্কেন বাপি কদলীদলৈর্নহিদৃঢ়ং ততঃ ॥
বদ্ধাতিদাহং যাবচ্চ সংরক্ষেদতিযত্নতঃ ।
অনেন বিধিনা মূর্চ্ছা নশ্যত্যেব হি সত্বরম্ ।

এই পীড়ায় মূর্চ্ছা উপস্থিত হইলে তন্নিবারণার্থ নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া করিবে। যথা উর্ণানির্ম্মিত একখণ্ড স্থূলবস্ত্র অত্যুষ্ণ জলে সিক্তকরিয়া ঐ জল নিঙড়াইয়া তাহাতে বহুপরিমাণে টার্পিণতৈলের ছিটা দিয়া গ্রীবাদেশে স্থাপিত করিয়া একখণ্ড অন্য শুষ্কবস্ত্র বা কদলীপত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া বান্ধিয়া রাখিবে। রোগী যখন জ্বালায় অস্থির হইবে, তখন খুলিয়া দিবে। এই প্রক্রিয়ায় মূর্চ্ছা নিবারণ হয়।

অঙ্গানামুষ্মণে নাশে ধমন্যাশ্চ ব্যতিক্রমে ।
স্বেদো বিধেয়ো যোজ্যা চ মৃতসঞ্জীবনী সুরা ।

দেহের উষ্ণতার হ্রাস এবং নাড়ীর ব্যতিক্রম হইলে স্বেদপ্রদান কর্ত্তব্য। এই অবস্থায় মৃতসঞ্জীবনী সুরা প্রয়োজ্য।

রত্নেশ্বরো রসঃ ।

বজ্রং বৈক্রান্তমভ্রঞ্চ সিন্দুরমপি মাক্ষিকম্ ।
মৌক্তিকং হেম রৌপ্যঞ্চ সমমিক্ষুজবারিণা ॥
শতাবরীরসেনাপি বিদার্য্যাঃ স্বরসেন চ ।
বিভাব্য বটিকাঃ কুর্য্যাদ্রক্তিকাপ্রমিতা ভিষক্ ।
ত্রিফলাজলযোগেন রসো রত্নেশ্বরো হরেৎ ।
মস্তিষ্কস্নায়ুজান্ ব্যাধীনংশুঘাতং বিশেষতঃ ॥

হীরক, বৈক্রান্ত, অভ্র, রসসিন্দুর, স্বর্ণমাক্ষিক, মুক্তা, স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রত্যেক সমভাগ। ইক্ষু, শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া একরত্তি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান ত্রিফলার জল। ইহার দ্বারা মস্তিষ্করোগ, স্নায়ুরোগ, বিশেষতঃ অংশুঘাত শীঘ্র নিবারিত হয়।

অংশুঘাতে প্রকর্ত্তব্যো বিধির্মূর্চ্ছানিসূদনঃ।

অংশুঘাত পীড়ায় মূর্চ্ছারোগোক্ত চিকিৎসা করিবে।

মহাশিশিরপানকম্।

শর্করা দ্বিপলোন্মানা চন্দনঞ্চার্দ্ধকার্ষিকম্।
জম্বীরজশ্চ পলিকো রসো বর্য্যাশ্চ তৎসমঃ॥
শাণঞ্চ মধুরীতৈলং প্রস্থার্দ্ধপ্রমিতেঽম্ভসি।
মিশ্রয়িত্বা সমালোড্য স্তোকং স্তোকং মুহুর্ম্মুহুঃ॥
অংশুঘাতগদাক্রান্তং পায়য়েৎ সুখদং হিতম্।
মহাশিশিরনামেদং পানকং হরিণোদিতম্॥

চিনি ২ পল, ঘৃষ্টচন্দন ১ তোলা, গোঁড়ালেবুর রস ১ পল, শতমূলীর রস ১ পল এবং মৌরীর তৈল অর্দ্ধ তোলা এই সমুদায়, ২ সের জলে উত্তমরূপে মিশ্রিত ও বিলোড়িত করিয়া মুহুর্মুহু অল্প অল্প পান করাইলে অংশুঘাত পীড়ার শান্তি হয়।

অংশুঘাতে নিবৃত্তেঽপি মিথ্যাহারবিহারিণঃ।
অপস্মারাদয়ঃ প্রায়ো জায়ন্তে বহবো গদাঃ॥
তন্মুক্তোঽতো হিতং নিত্যং সেবেতাবললাভতঃ।
মনঃ প্রীতিপ্রদং কর্ম্ম বিদধীত নিরন্তরম্॥

অংশুঘাত পীড়া নিবৃত্ত হইলেও অনুচিত আহার বিহারাদি দ্বারা অপস্মার প্রভৃতি বহু ব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে। অতএব উহার উপশমের পরও যাবৎ না সম্যক্ বললাভ হয়, তাবৎ নিত্য হিতসেবন এবং মনের প্রীতিজনক কর্ম্মের আচরণ করিবে।

অত্র পথ্যাপথ্যব্যবস্থা।

অন্নপানাদিকং স্নিগ্ধং বলপুষ্টিপ্রদং সরম্।
হিতং স্যাদংশুঘাতিভ্যো বিপরীতং ন শর্ম্মণে॥

বলপ্রদ, পুষ্টিকর, সারক ও স্নিগ্ধ অন্নপানীয় এই পীড়ায় হিতকর, ইহার বিপরীত অনিষ্টোৎপাদক।

স্ত্রীরোগাধিকারঃ।

ঊনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

প্রদররোগাধিকারঃ।

তত্রাদৌ প্রদরস্য বিপ্রকৃষ্টং নিদানম্।

বিরুদ্ধমদ্যাধ্যশনাদজীর্ণাদ্
গর্ভপ্রপাতাদতিমৈথুনাচ্চ।
যানাধ্বশোকাদতিকর্ষণাচ্চ
ভারাভিঘাতাচ্ছয়নাদ্ দিবা চ॥
তং শ্লেষ্মপিত্তানিলসন্নিপাতৈ-
শ্চতুঃপ্রকারং প্রদরং বদন্তি॥

অত্র বাতপিত্তয়োরাদৌ শ্লেষ্মণোঽভিধানং শ্লৈষ্মিকেঽভিপ্রবৃত্তিবোধনার্থম্।

বিরুদ্ধ আহার, অতিরিক্ত মদ্যপান, ভুক্ত অন্নের পরিপাক না হইতেই পুনর্ব্বার ভোজন, অজীর্ণদোষ, গর্ভপাত, অতিমৈথুন, অশ্বাদিতে বা পদব্রজে অধিক ভ্রমণ, শোক, অধিক কর্ষণক্রিয়া, অধিক ভারবহন ও দিবানিদ্রা এই সকল কারণে শ্লৈষ্মিক, পৈত্তিক, বাতিক ও সান্নিপাতিক এই চারিপ্রকার প্রদররোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

তস্য সামান্যং লক্ষণম্।

অসৃগ্দরং ভবেৎ সর্ব্বং সাঙ্গমর্দ্দং সবেদনম্॥
(অসৃগ্দরম্ অসৃগ্দার্য্যতে চ্যাব্যতেঽনেনেত্য-সৃগ্দরম্ অচপ্রত্যয়ান্তম্। সবেদনং সশূলম্)।

অঙ্গমর্দ্দ ও শূলের সহিত প্রদর সমস্ত উপস্থিত হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিকস্য প্রদরস্য লক্ষণম্।

আমং সপিচ্ছাপ্রতিমং সপাণ্ডু
পুলাকতোয়প্রতিমং কফাত্তু ॥

আমম্ অপক্করসযুক্তম্। সপিচ্ছাপ্রতিমং শাল্মল্যাদিনির্য্যাসতুল্যং পিচ্ছিলমিত্যর্থঃ। সপাণ্ডু সহশব্দোঽত্রেষদর্থঃ তেনেষৎপাণ্ডু। পুলাকতোয়প্রতিমং কফাত্তু পুলাকস্তুচ্ছধান্যং তদ্ধাবনতোয়তুল্যমিত্যর্থঃ। রুধিরং স্রবেদিত্যর্থঃ।

শ্লৈষ্মিক প্রদরে অপক্ক রসযুক্ত, পিচ্ছিল, ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ এবং আগ্‌ড়াধোয়া জলের ন্যায় শোণিত নির্গত হইয়া থাকে।

পৈত্তিকস্য লক্ষণম্।

সপীতনীলাসিতরক্তমুষ্ণং
পিত্তার্ত্তিযুক্তং ভৃশবেগি পিত্তাৎ ॥

সপীতনীলাসিত রক্তং পীতাদিবর্ণযুক্তম্ পিত্তার্ত্তিযুক্তং দাহযুক্তং। ভৃশবেগি বারংবারং প্রবৃত্তিযুক্তম্।

পৈত্তিক প্রদরে পীত, নীল, কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ, উষ্ণস্পর্শ, দাহাদি পিত্তজপীড়াযুক্ত এবং বারংবার প্রবৃত্তিশীল রক্ত স্রুত হয়।

বাতিকস্য লক্ষণম্।

রুক্ষারুণং ফেনিলমল্পমল্পং
বাতাৎ সতোদং পিশিতোদকাভম্।
পিশিতোদকাভং মাংসধাবনতোয়াভম্।

বাতিক প্রদরে রুক্ষ, অরুণবর্ণ, ফেনযুক্ত, সূচীবেধবৎ বেদনার সহিত মাংসধোয়া জলের ন্যায় অল্প অল্প রক্ত নিঃসৃত হয়।

সান্নিপাতিকস্য লক্ষণম্।

সক্ষৌদ্রসর্পির্হরিতালবর্ণং
মজ্জপ্রকাশং কুণপং ত্রিদোষম্।
তঞ্চাপ্যসাধ্যং প্রবদন্তি তজ্জ্ঞা
ন তত্র কুর্ব্বীত ভিষক্ চিকিৎসান্ ॥

সান্নিপাতিক প্রদরে মধু, ঘৃত বা হরিতালের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, মজ্জাভ ও শবগন্ধযুক্ত স্রাব নির্গত হয়। ইহা অসাধ্য। অতএব চিকিৎসকের ইহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে।

তস্যাতিপ্রবৃত্তাবুপদ্রবানাহ।

তস্যাতিবৃত্তৌ দৌর্ব্বল্যং ভ্রমো মূর্চ্ছা মদস্তৃষা।
দাহঃ প্রলাপঃ পাণ্ডুত্বং তন্দ্রা রোগাশ্চ বাতজাঃ ॥

প্রদরে স্রাবের আধিক্য হইলে দৌর্ব্বল্য, ভ্রম, মূর্চ্ছা, মদ, তৃষ্ণা, দাহ, প্রলাপ ও দেহের পাণ্ডুতা এবং আক্ষেপাদি বাতজ পীড়া সমস্ত উপস্থিত হয়।

অসাধ্যপ্রদরব্যাধিমতীমাহ।

শশ্বৎ স্রবন্তীমাস্রাবং তৃষ্ণাদাহজ্বরান্বিতাম্।
দুর্ব্বলাং ক্ষীণরক্তাঞ্চ তামসাধ্যাং বিনির্দ্দিশেৎ ॥

যে প্রদররোগিণী নিরন্তর স্রাব নিঃস্রুত করে, তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বরে পীড়িতা, বলশূন্যা এবং ক্ষীণরক্তা হয়, তাহার আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা নাই।

চিকিৎসানিবৃত্ত্যর্থং শুদ্ধার্ত্তবলক্ষণমাহ।

মাসান্নিষ্পিচ্ছদাহার্ত্তি পঞ্চরাত্রানুবন্ধি চ।
নৈবাতি বহুলানল্পমার্ত্তবং শুদ্ধমাদিশেৎ ॥

নিষ্পিচ্ছদাহার্ত্তি অপিচ্ছিলমদাহশূলম্। এতেন বিকৃতবাতাদিলক্ষণরহিতমিত্যর্থঃ। পঞ্চরাত্রা-নুবন্ধি প্রভৃতপ্রবৃত্ত্যা পঞ্চরাত্রানুবন্ধি ততো মধ্যম প্রবৃত্ত্যা পঞ্চরাত্রানুবন্ধি ততঃ পরং কস্যাশ্চিচ্ছেৎ স্রবতি তদা স্বল্পপ্রবৃত্ত্যা ষোড়শ দিনানি যাবৎ তদপি শুদ্ধমেব।

যে ঋতুশোণিত পিচ্ছিল নহে, যাহার নির্গমনে দাহ ও শূল নাই, যাহা পাঁচদিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, নিতান্ত অধিক বা নিতান্ত অল্প নহে এবং প্রতিমাসান্তে নির্গত হয়, তাহা বিশুদ্ধ জানিবে।

শোণিত সম্যক্ প্রবৃত্ত হইলে ৩ দিবস স্থায়ী হয়, মধ্যমরূপ নিঃসৃত হইলে ৫ দিন থাকে এবং তাহা অপেক্ষা অল্প নির্গত হইলে ১৬ দিন পর্য্যন্ত থাকিতে পারে, ইহাও বিশুদ্ধ।

শশাসৃক্প্রতিমং যচ্চ যদ্বা লাক্ষারসোপমম্।
তদার্ত্তবং প্রশংসন্তি যচ্চাপ্সু চ বিরজ্যতে॥

যে ঋতুশোণিত শশরক্ত বা লাক্ষার জলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয় এবং যাহার দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র জলে প্রক্ষালিত হইলে সম্যক্ পরিষ্কৃত হয় অর্থাৎ রক্তের দাগ থাকে না, তাহা বিশুদ্ধ।

প্রদরস্য চিকিৎসা।

দধ্না সৌবর্চ্চলাজাজীমধুকং নীলমুৎপলম্।
পিবেৎ ক্ষৌদ্রযুতং নারী বাতাসৃগ্দরপীড়িতা॥

সৌবর্চ্চলজীরকযষ্টিমধুনীলকমলপুষ্পাণ্যেষাং প্রত্যেকং মাষদ্বয়ং সর্ব্বমেকীকৃত্য দধ্না কষচতুষ্টয়েন পিষ্ট্বা তত্র মাষাষ্টকং মধু ক্ষিপ্ত্বা পিবেৎ।

বাতপ্রদরে সচল লবণ, জীরা যষ্টিমধু, নীলোৎপলপুষ্প প্রত্যেক ২ মাষা, ৮ তোলা দধির সহিত পেষণ করিয়া এবং তাহাতে ১ তোলা মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিলে উপকার দর্শে।

পিবেদৈণেয়কং রক্তং শর্করামধুসংযুতম্॥

শর্করা ও মধুর সহিত এণনামক হরিণের রক্ত পান করিলে ঐ পীড়ার শান্তি হয়।

কুশমূলং সমুদ্ধৃত্য পেষয়েৎ তণ্ডুলাম্বুনা।
এতৎ পীত্বা ত্র্যহান্নারী প্রদরাৎ পরিমুচ্যতে॥

কুশের মূল তণ্ডুল জলের সহিত বাটিয়া পান করিলে প্রদরের শান্তি হয়। পৈত্তিক প্রদরে ইহা উপকারক।

উড়ুম্বরফলস্যাম্বু মরিচেন সমন্বিতম্।
পীতং শ্লেষ্মভবং হন্তি প্রদরং নাত্র সংশয়ঃ॥

যজ্ঞডুমুরের রস মরিচচূর্ণের সহিত সেবন করিলে শ্লৈষ্মিক প্রদরের উপশম হয়।

দার্ব্ব্যাদিক্কাথঃ।

দার্ব্বীরসাঞ্জনবৃষাব্দকিরাতবিল্ব-
ভল্লাতকৈরবকৃতো মধুনা কষায়ঃ।
পীতো জয়ত্যতিবলং প্রদরং সশূলং
পীতাসিতারুণবিলোহিতনীলশুক্লম্॥

দারুহরিদ্রা, রসোত, বাকসছাল, মুতা, চিরাতা, বেলশুঁঠ, ভেলার মুটী (অসহত্বে রক্তচন্দন) মিঃ ২ তোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া। এই ক্কাথ মধুর সহিত পান করিলে পীত, কৃষ্ণ, অরুণ, লোহিত, নীল ও শুক্লবর্ণ, শূলযুক্ত অতিপ্রবল প্রদরও প্রশমিত হয়।

অশোকবল্কলক্কাথশৃতং দুগ্ধং সুশীতলম্।
যথাবলং পিবেৎ প্রাতস্তীব্রাসৃগ্দরনাশনম্॥

অশোকমূলের ছাল ২ তোলা, দুগ্ধ ১৬ তোলা, জল ৬৪ তোলা। একত্র পাক

করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া তাহা পান করিলে প্রবল প্রদরের প্রশম হয়।

অলাবুফলচূর্ণস্য শর্করাসহিতস্য চ।
মধুনা মোদকং কৃত্বা খাদেৎ প্রদরশান্তয়ে॥

লাউশস্য চূর্ণ, চিনি ও মধু এই সকল দ্বারা যথাবিধি মোদক প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে প্রদরের নিবৃত্তি হয়।

অপামার্গস্য সংপিষ্টং মূলং মরিচসংযুতম্।
তোয়েন পীতং শময়েদতিরক্তস্রুতিং ধ্রুবম্॥
অজাতপুষ্পস্যাপামার্গস্য মূলং গ্রাহ্যম্।
অভাবাজ্জাতপুষ্পস্যাপি। বহুশো দৃষ্টফলোঽয়ং প্রয়োগঃ।

আপাঙ্গের মূল ১ মাষা ও মরিচ ১০ টী একত্র জল দিয়া বাটিয়া সেবন করিলে রক্তস্রাব নিবারিত হয়। অধিক রক্তস্রাবে দিবসে ২ বার সেব্য, ২।৩ দিনেই আশ্চর্য্য উপকার লাভ হয়।

খড়্গবর্ত্তিঃ।

অয়ষ্টঙ্কন ধূস্তূরসারাণাং ভাগ একশঃ।
রসালবীজচূর্ণস্য ভাগাশ্চত্বার এব চ॥
ঘৃতেন সহ সংমর্দ্দ্য বর্ত্তী রক্তিষড়াত্মিকা।
স্থূলমূলা চ সূক্ষ্মাগ্রা সদ্যোজাতা সুকোমলা॥
যোনৌ প্রবেশিতা তূর্ণং রক্তস্রাবাদিকং জয়েৎ॥

লৌহ অথবা হিরাকস ভস্ম, সোহাগা ও কনকসার প্রত্যেক ১ ভাগ, আম্রকেশীচূর্ণ ৪ ভাগ, ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া ৬ রতি মাত্রায় স্থূলমূল ও সূক্ষ্মাগ্র সুকোমল বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া। যোনিমধ্যে প্রযুক্ত হইলে রক্তস্রাব, জরায়ু শূল, যোনিব্যাপৎ প্রভৃতি সত্বর বিনষ্ট হয়। বর্ত্তিকা পূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়া রাখিবে না, আবশ্যক হইলে সদ্য প্রস্তুত করিয়াই প্রয়োগ করিবে।

ভূম্যামলকচূর্ণন্তু পীতং তণ্ডুলবারিণা।
দিনত্রয়াস্তরেণৈব স্ত্রীরোগং নাশয়েদ্বরম্॥

ভুঁইআমল চূর্ণ ১ মাষা, তণ্ডুলজলের সহিত সেবন করিলে আশু প্রদরের শান্তি হয়।

যোনিদাহাপহঃ প্রোক্তঃ সিতয়ামলকীরসঃ॥

চিনির সহিত আমলকীর রস ॥০ তোলা পান করিলে যোনিদাহ নিবারণ হয়।

রক্তপিত্তবিধানেন প্রদরাংশ্চাপ্যুপাচরেৎ।
রক্তাতিসারবদ্বাথ রক্তার্শোবৎ তথৈব চ।
অসৃগ্দরে বিশেষেণ কুটজাষ্টক ইষ্যতে॥

প্রদররোগে রক্তপিত্ত, রক্তাতিসার ও রক্তার্শের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। ইহাতে কুটজাষ্টক বিশেষ উপকারী।

অশোকাদ্যং ঘৃতঞ্চৈব ন্যগ্রোধাদ্য ঘৃতং তথা।
সিতকল্যাণকঘৃতং চন্দনাদ্যঞ্চ চূর্ণকং॥
তথা প্রদরারি লৌহং চূর্ণং পুষ্যানুগং তথা।
শিলাজতু বটী চৈব স্ত্রীরোগে প্রদরাময়ে।
বিবিচ্য ভিষজা যোজ্যং পীতং প্রদরশান্তয়ে॥

এই পীড়ায় অশোক ঘৃত, ন্যগ্রোধাদ্য ঘৃত, সিতকল্যাণ ঘৃত, চন্দনাদি চূর্ণ, প্রদরারি লৌহ, পুষ্যানুগ চূর্ণ ও শিলাজতু বটিকা ইত্যাদি ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োজ্য।

ক্ষতঘ্নং পোষণং যচ্চ তদন্নমিহ শর্ম্মণে।
বিপরীতং বিজানীয়াদ্ বর্জ্জনীয়ং বিশেষতঃ॥

প্রদররোগে ক্ষতঘ্ন ও পুষ্টিকারক অন্ন হিতকর, ইহার বিপরীত বর্জ্জনীয় জানিবে।

যোনিব্যাপদধিকারঃ।

যোনিরোগাণাং নিদানানি সংখ্যা চ।

বিংশতির্ব্যাপদো যোনৌ নির্দ্দিষ্টা রোগসংগ্রহে।
মিথ্যাচারেণ তাঃ স্ত্রীণাং প্রদুষ্টেনার্ত্তবেন চ।
জায়ন্তে বীজদোষাচ্চ দৈবাচ্চ শৃণু তাঃ পৃথক্॥

অনুচিত আহার, বিহার, রজোদোষ, পৈতৃক বীজদোষ এবং দুরদৃষ্ট বশতঃ যোনি রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যোনিরোগ ১০ প্রকার। প্রত্যেকের নাম ও লক্ষণ পৃথক্ পৃথক্ লিখিত হইতেছে।

উদাবৃত্তায়া লক্ষণম্।

সা ফেনিলমুদাবৃত্তা রজঃ কৃচ্ছ্রেণ মুঞ্চতি ॥
সা যোনিঃ।

উদাবৃত্তা যোনি অতিকষ্টের সহিত রজঃস্রাব করে। অর্থাৎ যে যোনি হইতে অতি যাতনার সহিত রজো নিঃসৃত হয়, তাহার নাম উদাবৃত্তা।

বন্ধ্যায়া বিপ্লুতায়াশ্চ লক্ষণম্।

বন্ধ্যা নিরার্ত্তবা জ্ঞেয়া বিপ্লুতা নিত্যবেদনা ॥

আর্ত্তবহীন যোনিকে বন্ধ্যা ও সর্ব্বদা বেদনাযুক্ত যোনিকে বিপ্লুতা বলে।

পরিপ্লুতায়া লক্ষণম্।

পরিপ্লুতায়াং ভবতি গ্রাম্যধর্ম্মে রুজা ভৃশম্ ॥

মৈথুনকালে যে যোনিতে অতিশয় কষ্ট হয়, তাহার নাম পরিপ্লুতা। এই রোগাক্রান্ত স্ত্রীলোকেরা স্বামিসহবাসে অতিশয় ভয় করে।

বাতলায়া লক্ষণম্।

বাতলা কর্কশা স্তব্ধা শূলনিস্তোদপীড়িতা।

যে যোনি কর্কশ, কঠিন এবং শূল ও সূচীবেধবৎ পীড়ায় পীড়িত হয়, তাহার নাম বাতলা। যদিও এই পাঁচটি রোগই বাতজ, তথাপি শেষোক্তটীতে বায়ুর লক্ষণ বিশেষরূপে ব্যক্ত থাকাতে, উহার বাতলা নাম প্রদত্ত হইয়াছে।

চতসৃষ্বপি চাদ্যাসু ভবন্ত্যনিলবেদনাঃ ॥

অনিলবেদনাস্তোদাদয়ঃ। বাতলায়াস্তু অতি-বাতবেদনা বোদ্ধব্যাঃ।

উদাবৃত্তা, বন্ধ্যা, বিপ্লুতা ও পরিপ্লুতা প্রথমোক্ত এই চারিপ্রকার যোনিতে তোদাদি বাতবেদনা বর্ত্তমান থাকে। পরন্তু বাতলা যোনিতে ঐ বেদনা সকল প্রবলরূপে বিদ্যমান থাকে।

লোহিতক্ষয়ায়া লক্ষণম্।

সদাহং ক্ষরতে রক্তং যস্যাঃ সা লোহিতক্ষয়া ॥

যে যোনি হইতে দাহের সহিত রক্ত ক্ষরিত হয়, তাহার নাম লোহিতক্ষয়া।

প্রস্রংসিন্যা লক্ষণম্।

প্রস্রংসিনী স্রংসতে চ ক্ষোভিতা দুষ্প্রজায়িনী ॥

ক্ষোভিতা বিমর্দ্দিতা। স্রংসতে স্বস্থানাচ্চ্যবতে। দুষ্প্রজায়িনী দুষ্টপ্রজননশীলা।

প্রস্রংসিনী যোনি স্বস্থান হইতে চ্যুত ও বিমর্দ্দিত হয় এবং অতিকষ্টে গর্ভ মোচন করে।

বামিন্যা লক্ষণম্।

সবাতমুদ্গিরেদ্বীজং বামিনী রক্তসংযুতম্।

বামিনী যোনি বায়ুর সহিত রক্তমিশ্রিত শুক্র নিঃসারিত করে।

পুত্রঘ্ন্যা লক্ষণম্।

স্থিতং স্থিতং হন্তি গর্ভং পুত্রঘ্নী রক্তসংস্রবাৎ॥
পুত্রশব্দোঽত্র অপত্যোপলক্ষকঃ।

যে স্ত্রীর মধ্যে মধ্যে গর্ভসঞ্চার হয় এবং রক্তস্রাব হইয়া প্রতিবার তাহা নষ্ট হয়, তাহার যোনিকে পুত্রঘ্নী বলে।

পিত্তলায়া লক্ষণম্।

অত্যর্থং পিত্তলা যোনির্দাহপাকজ্বরান্বিতা॥

যে যোনিতে অতিশয় দাহ ও পাক এবং তজ্জন্য জ্বর উপস্থিত হয়, তাহার নাম পিত্তলা।

চতসৃষ্বপি চাদ্যাসু পিত্তলিঙ্গোচ্ছ্রয়ো ভবেৎ॥

লোহিতক্ষয়া, প্রস্রংসিনী, বামিনী ও পুত্রঘ্নী এই চারিপ্রকার যোনিতেই দাহাদি পিত্তলিঙ্গ বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু পিত্তলা যোনিতে তাহারা প্রবলরূপে অবস্থিতি করে।

অত্যানন্দায়া লক্ষণম্।

অত্যানন্দা ন সন্তোষং গ্রাম্যধর্ম্মেণ বিন্দতি॥

অত্যানন্দা যোনি অল্প মৈথুনে সন্তোষ প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ এই রোগাক্রান্তা নারীর অল্পমৈথুনে তৃপ্তিসাধন হয় না। ইহাদের তুষ্টির জন্য অতিমৈথুন আবশ্যক।

কর্ণিন্যা লক্ষণম্।

কর্ণিন্যাং কর্ণিকাযোনৌ শ্লেষ্মাসৃগ্‌ভ্যাং প্রজায়তে।

কফ ও রক্তদ্বারা যোনিতে কর্ণিকা অর্থাৎ গ্রন্থিবিশেষ উৎপন্ন হইলে ঐ যোনিকে কর্ণিনী বলে।

অচরণায়া লক্ষণম্।

মৈথুনেঽচরণা পূর্ব্বং পুরুষাদতিরিচ্যতে॥
অতিরিচ্যতে রজো মুঞ্চতীত্যর্থঃ।

অচরণা যোনি পুরুষসঙ্গের পূর্ব্বে রজঃত্যাগ করে।

অতিচরণায়া লক্ষণম্।

বহুশশ্চাতিচরণা তয়োর্বীর্য্যং ন তিষ্ঠতি।
বহুশঃ বারংবারমতিরিচ্যতে। তয়োঃ অচরণাতিচরণয়োঃ।

অতিচরণা যোনি বারংবার রজঃত্যাগ করে। অতএব অচরণা ও অতিচরণা উভয় যোনিতেই বীর্য্য অবস্থিত হইতে না পারিয়া নির্গত হইয়া পড়ে।

শ্লেষ্মলায়া লক্ষণম্।

শ্লেষ্মলা পিচ্ছিলা যোনিঃ কণ্ডুযুক্তাতিশীতলা॥

শ্লেষ্মলা যোনি পিচ্ছিল, কণ্ডূযুক্ত ও অতিশয় শীতল হয়।

চতসৃষ্বপি চাদ্যাসু শ্লেষ্মলিঙ্গোচ্ছ্রয়ো ভবেৎ।

অত্যানন্দা, কর্ণিনী, অচরণা ও অতিচরণা এই চারিপ্রকার যোনিতেই কফলিঙ্গ সকল বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু শ্লেষ্মলা যোনিতেই প্রবলভাবে অবস্থিতি করে।

ষণ্ড্যা লক্ষণম্।

আনার্ত্তবাঽস্তনী ষণ্ডী খরস্পর্শা চ মৈথুনে॥
অস্তনী ঈষৎস্তনৌ যস্যাঃ সা।

যে স্ত্রীর ঋতু হয় না, স্তন অতি সামান্য উঠে এবং মৈথুনকালে যোনি খরস্পর্শ বোধ হয়, তাহার যোনিকে ষণ্ডী বলে।

অণ্ডল্যা লক্ষণম্ ।

মহামেঢ্রগৃহীতায়া বালায়া অণ্ডলী ভবেৎ ॥

মহামেঢ্রঃ পুরুষস্তেন গৃহীতায়া বালায়াঃ সূক্ষ্মযোনিচ্ছিদ্রায়াঃ অণ্ডলী অণ্ডবল্লম্বমানা যোনির্ভবতি ।

সূক্ষ্মযোনিচ্ছিদ্রবিশিষ্টা অল্পবয়স্কা রমণী মহামেঢ্র পুরুষকর্তৃক উপগতা হইলে তাহার যোনি অণ্ডবৎ লম্বমানা হয় । এই যোনির নাম অণ্ডলী ।

মহাযোনিসূচিবক্ত্রয়োর্লক্ষণম্ ।

বিবৃতাতি মহাযোনিঃ সূচীবক্ত্রাতিসংবৃতা ।

অতিবিস্তৃত যোনিকে মহাযোনি এবং অতিসংবৃতা যোনিকে সূচীবক্ত্রা বলা যায় ।

ত্রিদোষিণ্যা লক্ষণম্ ।

সর্ব্বলিঙ্গসমুত্থানা সর্ব্বদোষপ্রকোপজা ॥

ত্রিদোষিণী যোনিতে বাতাদি তিন-দোষেরই লক্ষণ বিদ্যমান থাকে ।

চতসৃষ্বপি চাদ্যাসু সর্ব্বলিঙ্গোচ্ছ্রয়ো ভবেৎ ॥

ষণ্ডী, অণ্ডলী, মহাযোনি ও সূচীবক্ত্রা এই চারিপ্রকার যোনিতেই ত্রিদোষের লক্ষণ বিদ্যমান থাকে বটে, কিন্তু শেষোক্ত ত্রিদোষিণী যোনিতেই বিশেষরূপে দেখিতে পাওয়া যায় ।

পঞ্চাসাধ্যা ভবন্তীহ যোনয়ঃ সর্ব্বদোষজাঃ ।

পঞ্চ ষণ্ডীপ্রভৃতয়ঃ ।

ষণ্ডী, অণ্ডলী, মহাযোনি, সূচীবক্ত্রা ও ত্রিদোষিণী এই পাঁচপ্রকার সন্নিপাতদুষ্ট যোনি অসাধ্য ।

উদাবৃত্তা, বন্ধ্যা, বিপ্লুতা, পরিপ্লুতা ও বাতলা এই পাঁচপ্রকার যোনি বাতদুষ্টা । লোহিতক্ষয়া, প্রস্রংসিনী, পুত্রঘ্নী ও পিত্তলা এই পাঁচপ্রকার পিত্তদুষ্টা । অত্যানন্দা, কর্ণিনী, অচরণা, অতিচরণা ও শ্লেষ্মলা এই পাঁচপ্রকার কফদুষ্টা এবং ষণ্ডী, অণ্ডলী, মহাযোনি, সূচীবক্ত্রা ও ত্রিদোষিণী এই পাঁচপ্রকার ত্রিদোষদুষ্টা । অতএব বিংশতি-প্রকার যোনিরোগ উল্লিখিত হইল ।

যোনিরোগাণাং চিকিৎসা ।

যোনিব্যাপৎসু ভূয়িষ্ঠং শস্যতে কর্ম্ম বাতজিৎ ।
বস্ত্যভ্যঙ্গপরীষেকপ্রলেপাঃ পিচুধারণম্ ॥

যোনিব্যাপৎ সমস্তে বিশেষরূপে বায়ু-শান্তিকর ক্রিয়ার অনুষ্ঠান এবং বস্তিক্রিয়া, অভ্যঙ্গ, সেচন, প্রলেপ ও স্নেহযুক্ত তুলা বা বস্ত্রখণ্ড যোনিতে প্রয়োগ কর্ত্তব্য ।

বচোপকুঞ্চিকাজাজীকৃষ্ণাবৃষকসৈন্ধবম ।
অজমোদাং যবক্ষারং চিত্রকং সিতয়া সহ ॥
পিষ্ট্বা প্রসন্নয়ালোড্য খাদেৎ তদ্ ঘৃতভর্জ্জিতম্ ।
যোনিব্যাপত্তিহৃদ্রোগগুল্মার্শোবিনিবৃত্তয়ে ॥

বচ, কৃষ্ণজীরা, জীরা, পিঁপুল, বাসকছাল, সৈন্ধবলবণ, বনযমানী, যবক্ষার, চিতামূল এই সমুদায়ের সমভাগ চূর্ণ ঘৃতে ভাজিয়া চিনি ও সুরামণ্ডের সহিত সেবন করিলে যোনিব্যাপৎ, হৃদ্রোগ, গুল্ম ও অর্শের শান্তি হয় ।

গুড়ূচীত্রিফলাদন্তীকষায়ৈঃ সেচনং হিতম্ ॥

যোনিরোগে গুলঞ্চ, ত্রিফলা ও দন্তীর কাথ সেচন করিলে উপকার দর্শে ।

নতবার্ত্তাকিনীকুষ্ঠসৈন্ধবামরদারুভিঃ ।
তৈলাৎ প্রসাধিতাৎ কার্য্যঃ পিচুর্যোনৌ রুজাপহঃ ।

তগরপাদুকা, বৃহতী, কুড়, সৈন্ধবলবণ ও দেবদারুর সহিত যথাবিধি পক্কতৈলে সিক্ত তুলা বা বস্ত্রখণ্ড যোনিতে ধারণ করিলে বিশেষ উপকারলাভ হয়।

পিত্তলানাস্তু যোনীনাং সেকাভ্যঙ্গপিচুক্রিয়াঃ।
শীতাঃ পিত্তহরাঃ কার্য্যাঃ স্নেহনার্থং ঘৃতানি চ॥

পিত্তদুষ্ট যোনিতে শীতল ও পিত্তপ্রশমক সেচন, অভ্যঙ্গ, পিচুক্রিয়া (স্নেহাক্ত তুলা বা বস্ত্রখণ্ড যোনিতে ধারণ) এবং স্নিগ্ধীকরণার্থ ঘৃতপান ব্যবস্থেয়।

যোন্যাং বলাসদুষ্টায়াং সর্ব্বং রুক্ষোষ্ণমৌষধম্।

কফদুষ্ট যোনিতে রুক্ষ ও উষ্ণ ঔষধ সমস্ত ব্যবস্থেয়।

পিপ্পল্যা মরিচৈর্মাষৈঃ শতাহ্ব কুষ্ঠ সৈন্ধবৈঃ।
বর্ত্তিস্তুল্যা প্রদেশিন্যা যোনৌ শ্লেষ্মবিশোধিনী॥
প্রদেশিন্যা তুল্যা দৈর্ঘ্যেণ পরিণাহেন চ।

পিঁপুল, মরিচ, মাষকলাই, শুলফা, কুড় ও সৈন্ধবলবণ এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া তর্জ্জনী অঙ্গুলির ন্যায় স্থূল ও দীর্ঘ বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া কফদুষ্ট যোনিতে প্রবেশ করাইবে।

হিংস্রাকল্কন্তু বাতার্ত্তা কোষ্ণমভ্যজ্য ধারয়েৎ।
পঞ্চবল্কস্য পিত্তার্ত্তা শ্যামাদীনাং কফোত্তরা॥

বাতদুষ্ট যোনিতে কণ্টকারী বাঁটিয়া ঘৃতের সহিত ঈষৎ উষ্ণ করিয়া লেপন করা কর্ত্তব্য। এইরূপ পিত্তদুষ্ট যোনিতে বটাদি পঞ্চ ক্ষীরীবৃক্ষের এবং কফদুষ্ট যোনিতে শ্যামাদির বল্ক ধারণীয়।

মূষিকমাংসসংযুক্তং তৈলমাতপভাবিতম্।
অভ্যঙ্গাদ্ধন্তি যোন্যর্শঃ স্বেদস্তন্মাংসসৈন্ধবৈঃ॥

তিলতৈল ।০ পোয়া, মূষিকমাংস ৵০ ছটাক। রৌদ্রে ভাবনা দিয়া যোনিতে মর্দ্দন করিলে যোন্যর্শের শান্তি হয়। ইহাতে ঐ মাংস ও সৈন্ধবলবণ একত্র পোটলীবদ্ধ ও উষ্ণ করিয়া স্বেদ প্রদান করিলেও উপকার দর্শে।

প্রস্রংসিনীং ঘৃতাভ্যক্তাং ক্ষীরস্বিন্নাং প্রবেশয়েৎ।
পিধায় বেসবারেণ ততো বন্ধং সমাচরেৎ॥
শুণ্ঠীমরিচকৃষ্ণাভির্ধান্যকাজাজিদাড়িমৈঃ।
পিপ্পলীমূলসংযুক্তৈর্বেসবারঃ স্মৃতো বুধৈঃ।

প্রস্রংসিনী যোনিতে ঘৃত মাখাইয়া উষ্ণ দুগ্ধের স্বেদ দিয়া বেসবারের প্রলেপদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া উত্তমরূপে বান্ধিয়া রাখিবে। শুঁঠ, মরিচ, পিঁপুল, ধন্যা, জীরা, দাড়িমফল ও পিঁপুলমূল এইগুলি সমানভাগে একত্র বাঁটিলে বেসবার প্রস্তুত হয়।

যোন্যাস্তু পূয়স্রাবিণ্যাং শোধনদ্রব্যনির্ম্মিতৈঃ।
সগোমূত্রৈঃ সলবণৈঃ পিণ্ডৈঃ সংপূরণং হিতম্॥
শোধনদ্রব্যাণি নিম্বপত্রাদীনি।

যোনি হইতে পূয় নিঃসৃত হইলে নিম্বপত্রাদি শোধনদ্রব্য, গোমূত্র ও সৈন্ধব লবণের সহিত বাঁটিয়া পিণ্ড করিয়া যোনিতে পূরণ করিবে।

বামিন্যাং পূতিযোন্যাঞ্চ কর্ত্তব্যঃ স্বেদনক্রমঃ॥

বামিনী ও পূতিযোনিতে স্বেদক্রিয়া ব্যবস্থেয়।

নল্লকীজিঙ্গিনীজম্বুধবত্বক্‌পঞ্চপল্লবৈঃ।
কষায়ৈঃ সাধিতঃ স্নেহঃ পিচুঃ স্যাদ্বিপ্লুতাপহঃ॥

নল, চোরকাঁচকি, জামছাল, ধবছাল এবং আম, জাম, কয়েতবেল, টাবালেবু ও বেল ইহাদের পত্র। যথাবিধি ইহাদের কাথ প্রস্তুত ও তাহার সহিত তৈলপাক করিয়া তুলাদিসংযোগে বিপ্লুতা যোনিতে প্রয়োজ্য।

কর্ণিন্যাং বর্ত্তিকা কুষ্ঠপিপ্পল্যর্কাগ্রসৈন্ধবৈঃ।
বস্তমূত্রে কৃতা ধার্য্যা সর্ব্বঞ্চ কফনুদ্ধিতম্॥

কর্ণিনীযোনিতে কুড়, পিঁপুল, আকন্দ-আটা, বচ, ও সৈন্ধবলবণ এই সকল দ্রব্য

ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া বর্ত্তি করিয়া যোনিতে প্রবেশ করাইয়া দিবে এবং কফঘ্ন ক্রিয়া সকলের অনুষ্ঠান করিবে।

তুবরীদলসিদ্ধেন সিদ্ধেন শতপুষ্পয়া।
তৈলেন লেপাৎ সংভিন্না যোনিরাশু প্রশাম্যতি॥

অড়রপত্র অথবা শুল্‌ফার সহিত সিদ্ধতৈল লেপন করিলে বিদীর্ণযোনি পুনঃস যুক্ত হয়।

পেটিকামূললেপেন যোনির্ভিন্না প্রশাম্যতি॥

ঝাঁপিটেপারির মূল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে বিদীর্ণযোনি সংযুক্ত হয়।

মুষবীমূললেপেন প্রবিষ্টা তু বহির্ভবেৎ।
যোনির্মূষাবসাভ্যঙ্গান্নিঃসৃতা প্রবিশেদপি॥

উচ্ছের মূল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে প্রবিষ্ট যোনি বহির্গত এবং মুষিকের বসা মর্দ্দন করিলে নিঃসৃতযোনি পুনঃ প্রবিষ্ট হয়।

লোধ্রতুম্বীফললেপো যোনিদার্ঢ্যং করোতি চ।
বেতসমূলনিঃক্বাথক্ষালনঞ্চ তথৈব চ॥

লোধ ও লাউশস্য একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে অথবা বেতমূলের ক্বাথ দ্বারা ক্ষালন করিলে যোনির দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়।

বচা নীলোৎপলং কুষ্ঠং মরিচানি তথৈব চ।
অশ্বগন্ধা হরিদ্রা চ গাঢ়ীকরণমুত্তমম্॥

বচ, নীলোৎপল, কুড়, মরিচ, অশ্বগন্ধা ও হরিদ্রা এই সমুদায় বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে যোনি দৃঢ় হয়।

পঞ্চপল্লবযষ্ট্যাহ্বমালতীকুসুমৈর্ঘৃতম্।
রবিপক্বমথবা যোনিগন্ধনিবারণম্॥

আম, জাম, কয়েতবেল, টাবালেবু ও বেল ইহাদের পত্র এবং যষ্টিমধু ও মালতীপুষ্প এই সকল কল্কদ্রব্যের সহিত রৌদ্রে বা অগ্নিতে ঘৃত পাক করিয়া যোনিতে মর্দ্দন করিলে উহার দুর্গন্ধ নিবারণ হয়।

আর্ত্তবাদর্শনে নারী মৎস্যান্ সেবেত নিত্যশঃ।
কাঞ্জিকঞ্চ তিলান্ মাষানুদশ্বিচ্চ তথা দধি॥

ঋতুস্রাব না হইলে সেই নারীর নিত্য উত্তম মৎস্য, কাঞ্জিক, তিল, মাষকলায়, উদশ্বিৎ (অৰ্দ্ধজল যোগে মথিত তক্র) ও দধি এই সকল সেবনীয়।

ইক্ষ্বাকুবীজদন্তীচপলা গুড়মদনকিরাবযবশূকৈঃ।
সস্নুক্‌ক্ষীরৈর্বর্ত্তির্যোনিগতা কুসুমসংজননী॥
কিরাবং সুরাবীজম্।

তিতলাউবীজ, দন্তীমূল, পিঁপুল, গুড়, মদনফল, সুরাবীজ ও যবক্ষার এই সমুদায় দ্রব্য সিজের আটা দিয়া মর্দ্দন ও তাহাতে বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া যোনির মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে ঋতুস্রাব হয়।

সকাঞ্জিকং জবাপুষ্পং ভৃষ্টং জ্যোতিষ্মতীদলম্।
দূর্ব্বাপিষ্টঞ্চ সম্প্রাশ্য পুষ্পিণী রমণী ভবেৎ॥
দূর্ব্বাপিষ্টং তণ্ডুলযোগাৎ।

কাঁজির সহিত জবাফুল বাঁটিয়া, লতাফটকীর পত্র ভাজিয়া অথবা তণ্ডুলের সহিত দূর্ব্বার পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিলে রজঃপ্রবৃত্তি হয়।

অশ্বগন্ধাকষায়েণ সিদ্ধং দুগ্ধং ঘৃতান্বিতম্।
ঋতুস্নাতাঙ্গনা প্রাতঃ পীত্বা গর্ভং দধাতি হি॥

ঋতুস্নাতা নারী অশ্বগন্ধার ক্বাথের সহিত দুগ্ধ ও ঘৃত সিদ্ধ করিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে গর্ভোৎপত্তি হয়।

পুষ্যোদ্ধৃতং লক্ষ্মণায়া মূলং দুগ্ধেন কন্যয়া।
পিষ্টং পীত্বা ঋতুস্নাতা গর্ভং ধত্তে ন সংশয়ঃ॥

ঋতুস্নাতা নারী পুষ্যানক্ষত্রে উদ্ধৃত লক্ষ্মণার মূল দুগ্ধ ও ঘৃতকুমারীর শাঁসের সহিত বাঁটিয়া খাইলে গর্ভোৎপত্তি হয়।

বটাঙ্কুরঞ্চ মধুকং কেশরং নীলমুৎপলম্।
বলাঞ্চ পয়সা পীত্বা নারী গর্ভং দধাতি হি॥
সমষ্টিপাদমানয়া সিতয়া পেয়ম্।

বটাঙ্কুর, যষ্টিমধু, নাগেশ্বর, নীলোৎপল ও বেড়েলা সমভাগ, সমষ্টির চতুর্থাংশ চিনি। উপযুক্ত পরিমাণ দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে বন্ধ্যার গর্ভ হয়।

হেম্নো রৌপ্যস্য বা চূর্ণং গব্যেনাজ্যেন সংযুতম্।
সংসেব্য মাসাংস্ত্রীন্ নারী গর্ভং ধত্তে ন সংশয়ঃ॥

তিনমাস ব্যাপিয়া স্বর্ণ বা রৌপ্যচূর্ণ (ভস্ম) গব্যঘৃতের সহিত সেবন করিলে গর্ভোৎপত্তি হয়।

কুমারিকা বটী।

কঙ্কাসারং কেশরং ভোগিফেনং
সর্ব্বং তুল্যং বঙ্গ দেবপ্রিয়ে চ।
ক্ষিপ্ত্বা খল্লে মর্দ্দয়েৎ জীবনেন
মাত্রা রক্তী দ্বেঽনুপানং জলঞ্চ॥
যোনিব্যাপৎ বাধকো বেদনশ্চ
শূলং তূর্ণং হন্তি গর্ভাশয়োত্থম্।
মক্কল্লোত্থং শূলমেষা কুমারী
রোগানন্যান্ তূলরাশিং যথাগ্নিঃ॥

মুসব্বর, হীরাকস, বঙ্গ, কাবাবচিনি ও অহিফেন প্রত্যেক সমভাগ। জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান জল। ইহা সেবনে প্রদর, বাধকবেদনা, যোনিব্যাপৎ, জরায়ুশূল ও মক্কল্লশূল প্রভৃতি জরাদি উপদ্রব সংযুক্ত থাকিলেও সত্বর নিবারিত হয়।

জয়াদি বটী।

মূলং রক্তোৎপলভবং বিজয়াসারমেব চ।
অপামার্গস্য মূলঞ্চ কঙ্কাসারং সমং সমম্॥
মর্দ্দয়িত্বা বটীঃ কুর্য্যাৎ রক্তিদ্বয়মিতাঃ শুভাঃ।
সেবনাদাশু নশ্যন্তি বেদনাঃ কটিসম্ভবাঃ॥
জরায়ু শূলং বাধাঞ্চ তথা কষ্টরজাংসি চ।
জয়াদি বটিকা নাম মহাদেবেন ভাষিতা॥

বিজয়াসার, রক্তোৎপলের মূল, আপাং মূল ও মুসব্বর সর্ব্বসমভাগে মাড়িয়া ২ রতি মাত্রায় বটিকা করিবে। ইহা সেবনে তৎক্ষণাৎ জরায়ুশূল ও কটিবেদনা নিবারিত এবং বাধক ও কষ্টরজঃ প্রভৃতি পীড়া সত্বর নষ্ট হয়।

রজঃপ্রবর্ত্তিনী বটী।

টঙ্গনং হিঙ্গু কাসীসং কঙ্কাসারং সমাংশকম্।
কুমারী স্বরসেনৈব চণকপ্রমিতা বটী॥
রজোরোধং কষ্টরজো বেদনাশ্চ তদুদ্ভবাঃ।
রজঃপ্রবর্ত্তিনী নাম বটী তূর্ণং বিনাশয়েৎ॥
ভাষিতা নীলকণ্ঠেন বহ্নিঃ কাষ্ঠচয়ং যথা॥

সোহাগা, হিং, হীরাকস ও মুসব্বর সমস্ত সমভাগ। ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ২ রতি। ইহা সেবনে রজোরোধ, কষ্টরজঃ ও তজ্জনিত বেদনাদি সত্বর প্রশমিত হয়।

কুণ্ডলিনী বর্ত্তিঃ।

ছিন্নাসারশ্চতুর্ভাগঃ হেমসারৈক ভাগিকঃ।
তথৈক ভাগোঽহিফেনসারস্য ঘৃতমর্দ্দিতঃ॥
ষড় রক্তি প্রমিতা বর্ত্তির্যোনিমধ্যে প্রয়োজিতা।
রক্তস্রাবং তথা যোনিব্যাপদং প্রদরাদিকম্।
জয়েৎ কুণ্ডলিনী বর্ত্তিস্তূর্ণং সূর্য্যো যথা তমঃ॥

গুলঞ্চের চিনি অর্থাৎ পালো ৪ রতি, কণক ধুতূরার সার ১ ভাগ, অহিফেন সার ১ ভাগ, ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া ৬ রতি মাত্রায় ফলবর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহা জরায়ুমুখে

প্রয়োগে রক্তস্রাব, যোনিব্যাপৎ, প্রদররোগ ও তজ্জনিত বেদনা সত্বর প্রশান্ত হয়।

শিখর্য্যাদিবর্ত্তিঃ ।

অপামার্গমূলচূর্ণং ফণিফেনস্য সারকঃ ।
খদিরং চূর্ণগোধূমং সর্ব্বং রক্তিমিতং ভবেৎ ॥
ঘৃতেন সহ সংলিপ্য শুভাঃ কৃত্বা চ বর্ত্তিকাম্ ।
যোনৌ প্রবেশতঃ শীঘ্রং রক্তস্রাবাদিকং জয়েৎ ॥

আপাংমূলচূর্ণ, অহিফেনসার, খদির, গোধূমচূর্ণ (ময়দা) প্রত্যেক ১ রতি। ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করতঃ বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া যোনি মধ্যে প্রবেশে রক্তাবরোধ করে। ইহার দ্বারা রক্তপ্রদর ও বিবিধ যোনিব্যাপৎ রোগ নিবারিত হয়।

কনকসারঃ ।

বন্ধ্যাধুস্তুর পত্রাণাং বস্ত্রনিষ্পীড়িতং রসম্ ।
জলস্বেদনযন্ত্রেণ সূর্য্যসন্তপনেন বা ॥
গাঢ়ীকুর্য্যাৎ তথা যাবন্মুদ্রা তত্রাঙ্কিতা ভবেৎ ।
ততোঽবতার্য্য মধুনা সুরয়া বাথ যোজয়েৎ ॥
মৃতসঞ্জীবনী নাম্ন্যা রক্ষয়েদতি যত্নতঃ ।
রক্তিপাদমিতান্মাত্রা জ্ঞেয়া রক্তিদ্বয়াত্মিকা ॥
হরেৎ কনকসারোঽয়ং ধন্বন্তরিবিনির্ম্মিতঃ ।
রোগান্ জরায়ুজান্ যোনিব্যাপদং শূলমেব চ ॥
মক্কলসংজ্ঞকং কৃচ্ছ্র মামবাতং সুদারুণম্ ।
শ্বাসং হৃদ্রোগ মখিলং তূলরাশিমিবানলঃ ॥
বহিঃ সংলেপনাদেব বেদনাঃ সত্বরং জয়েৎ ।
মেরৌ লেপন মাত্রেণ ঘর্ম্মাক্রান্তস্য দেহিনঃ ।
সত্বরং নাশয়েদ্ ঘর্ম্মং ঘোরং সূর্য্যো যথা তমঃ ।
বন্ধ্যাং অপুষ্পফলম্ ।

অফল ও অপুষ্প কণকধুতুরার পত্রের রস বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইয়া জলস্বেদন যন্ত্র বা সূর্য্যের উত্তাপে এরূপ গাঢ় করিবে যেন উহাতে মুদ্রার দাগ লাগে। পরে কিঞ্চিৎ মৃতসঞ্জীবনী সুরা অথবা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া রক্ষা করিবে। মাত্রা ১ রতির ৬ ভাগের ১ ভাগ হইতে ১ রতি। ইহা সেবনে যোনিব্যাপৎ, জরায়ু শূল ও মক্কল্লশূল নিবারিত হয় এবং আমবাত ও কষ্টসাধ্য শ্বাস প্রতিকৃত হয় এবং ইহার বাহিক প্রলেপে সর্ব্বপ্রকার বেদনা ও হৃদ্রোগাদি বিদূরিত ও ঘর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তির মেরুদণ্ডে ইহা লেপন করিলে সত্বর ঘর্ম্ম নিবারিত হয়।

সম্বিদাসারঃ ।

সম্বিদামঞ্জরীপত্র স্বরসং বস্ত্রশোধিতম্ ।
জলস্বেদনযন্ত্রেণ গাঢ়মেবং প্রকল্পয়েৎ ॥
যাবন্মুদ্রাঙ্কণং তত্র ভবেদ্বা গোলকং তথা ।
রক্তিপাদ মিতার্দ্ধ রক্তিমাত্রং প্রদাপয়েৎ ॥
দ্বিত্রিবারং সেবনেন স্ত্রীণাং শূলং জরায়ুজম্ ।
যোনিশূলং দ্রুতং হন্যাৎ সম্বিদাসারনামকঃ ॥
প্রোক্তো গহননাথেন ফলবর্ত্তিপ্রয়োগতঃ ।
মাত্রয়া রক্তিমিতয়া যোনিব্যাপৎ প্রণশ্যতি ॥
আমবাতশ্চ দুঃসাধ্যস্তমকশ্বাস এব চ ।
তথা চায়ামকঃ শীঘ্রং সিংহাক্রান্তো যথা করী ॥
সম্বিদামঞ্জরীপত্রস্বরসাভাবতোঽথবা ।
শুষ্ক মঞ্জরী পত্রাণাং ক্বাথো দেয়ো যথাবিধি ॥

সিদ্ধির পত্র ও মঞ্জরীর স্বরস স্থূলবস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া জলস্বেদন যন্ত্রে এরূপ গাঢ় করিবে যে, তাহাতে মুদ্রার চিহ্ন লাগিতে পারে বা বর্ত্তুল বাঁধিতে পারা যায়। মাত্রা এক রতির ৮ ভাগের ১ ভাগ হইতে অর্দ্ধ রতি। ইহা দিবসে ২।৩ বার সেবন করিলে স্ত্রীদিগের জরায়ুশূল ও যোনিশূল আশু নিবারিত হয়। ইহার এক রতি মাত্রার ফলবর্ত্তি রূপে ব্যবহার করিলে নানাপ্রকার যোনিব্যাপৎ রোগ উপশমিত হয়। অধিকন্তু ইহা সেবনে দুঃসাধ্য আমবাত, তমকশ্বাস

ও ধনুষ্টঙ্কারাদি রোগ প্রশমিত হয়। স্বরসা ভাবে মঞ্জরী (গাঁজা) ও সিদ্ধি সমভাগে লইয়া চতুর্গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া পাদাবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে পূর্ব্ববৎ জলস্বেদন যন্ত্রযোগে বটিকা বন্ধনোপ-যোগী সার প্রস্তুত করিবে। সম্বিদাসারের অভাবে চরষ।• সিকি হইতে ১ রতি মাত্রায় প্রয়োগ করিবে।

গর্ভপ্রদভেষজকথনাবসরে গর্ভাজনকভেষজমাহ।

রসাঞ্জনং হৈমবতী বয়ঃস্থা
চূর্ণীকৃতং শীতজলেন পীতম্।
রজোবিনাশং নিয়তং করোতি
শঙ্কাত্র কা গর্ভসমাগমস্য॥

রসাঞ্জন, হরীতকী, আমলকী এই সমুদায় চূর্ণ করিয়া শীতল জলের সহিত সমভাগে সেবন করিলে রজোলোপ ও গর্ভোৎপত্তির আশঙ্কা নিবারণ হয়। ইহা ঋতুস্নানদিবসে সেব্য।

পাঠাপত্রমৃতুস্নাতা পীত্বা গর্ভং ন ধারয়েৎ॥

ঋতুস্নান করিয়া আকনাদির পত্র জলদিয়া বাঁটিয়া পানকরিলে গর্ভোৎপত্তি হয় না।

পুষ্পিণী পয়সা পীত্বা পিপ্পলীং টঙ্গণং বিড়ম্।
ন গর্ভং ধারয়েজ্জাতু ভিষগ্‌ভিরিতি নিশ্চিতম্॥

ঋতুমতী নারী পিঁপুল, সোহাগার খই ও বিট্‌লবণ ইহাদের সমভাগ চূর্ণ জলদিয়া সেবন করিলে তাহার আর গর্ভ হয় না।

সারনালং জয়াপত্রং পুষ্পিণী যা ত্র্যহং পিবেৎ।
তত্রোপ্তং বিফলং বীজং বীজমুপ্তং যথোষরে॥

ঋতুমতী স্ত্রী, ঋতুর প্রথম তিন দিবস কাঁজির সহিত সিদ্ধিপত্র বাঁটিয়া সেবন করিলে গর্ভোৎপত্তি হয় না।

যোনিকন্দস্য নিদানং লক্ষণঞ্চ।

দিবাস্বপ্নাদতিক্রোধাদ্ব্যায়ামাদতিমৈথুনাৎ।
ক্ষতাচ্চ নখদন্তাদ্যৈর্বাতাদ্যাঃ কুপিতা যথা॥
পূয়শোণিতসঙ্কাশং লকুচাকৃতিসন্নিভম্।
জনয়ন্তি যদা যোনৌ নাম্না কন্দং স যোনিজঃ॥

লকুচাকৃতিসন্নিভং লকুচাকারং গুড়কমত্র বিশেষ্যং বোধ্যম্।

দিবানিদ্রা, অতিক্রোধ, অধিক ব্যায়াম, অতিমৈথুন অথবা নখদন্তাদিদ্বারা ক্ষত এই সকল কারণে বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া যোনিতে পূয়রক্তাভ লকুচাকার (মাদার ফলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট) মাংসগুড়ক উৎপাদন করে। ইহার নাম যোনিকন্দ।

বাতজাদি ভেদেন তস্য রূপম্।

রুক্ষং বিবর্ণং স্ফুটিতং বাতিকং তং বিনির্দ্দিশেৎ।
দাহরাগজ্বরযুতং বিদ্যাৎ পিত্তাত্মকঞ্চ তম্॥
নীলপুষ্পপ্রতীকাশং কণ্ডুমন্তং কফাত্মকম্।
সর্ব্বলিঙ্গসমাযুক্তং সন্নিপাতাত্মকং বদেৎ॥

বাতিক কন্দ রুক্ষ, বিবর্ণ ও স্ফুটিত হয়। পৈত্তিক কন্দ দাহ ও রক্তিমাযুক্ত এবং জ্বরোৎপাদক। শ্লৈষ্মিক কন্দ নীলপুষ্পাভ ও কণ্ডুবিশিষ্ট। সান্নিপাতিক কন্দ, সর্ব্বলক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে।

যোনিকন্দস্য চিকিৎসা।

গৈরিকাম্রাস্থিজন্তঘ্নরজন্যঞ্জন কট্‌ফলাঃ।
পূরয়েদ্ যোনিমেতেষাং চূর্ণৈঃ ক্ষৌদ্রসমন্বিতৈঃ॥
ত্রিফলায়াঃ কষায়েণ সক্ষৌদ্রেণ চ সেবয়েৎ।
প্রমদা যোনিকন্দেন ব্যাধিনা পরিমুচ্যতে॥

গৈরিক, আম্রাস্থি, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, সুর্ম্মা ও কট্‌ফল ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত মর্দ্দন

করিয়া যোনিতে পূরণ এবং মধুযুক্ত ত্রিফলার কাথের সহিত সেবন ব্যবস্থেয় ।

আখোর্মাংসং সপদি বহুধা খণ্ডখণ্ডীকৃতং তৎ
তৈলে পাচ্যং ভবতি নিয়তং যাবদেতন্ন সম্যক্ ।
যা তৈলাক্তং বসনমনিশং যোনিভাগে দধানা
হন্তি ব্রীড়াকরভগফলং নাত্র সন্দেহবুদ্ধিঃ ॥

মূষিকের সদ্যোমাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া যথাবিধি তৈলের সহিত পাক করিবে। এই তৈলে বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়া নিরন্তর যোনিতে ধারণ করিলে এই লজ্জাজনক পীড়ার শান্তি হয়। •

তন্ত্রবিশেষোক্তস্য বাধকস্য লক্ষণম্ ।

রক্তমাদ্রী তথা ষষ্ঠ্যঙ্কুরো জলকুমারকঃ ।
বাধকা ইতি চত্বারঃ প্রজাজননবাধকাঃ ॥

রক্তমাদ্রী, ষষ্ঠী, অঙ্কুর ও জলকুমারক এই চারিপ্রকার বাধক আছে। বাধকরোগ সন্তানোৎপত্তির বাধাপ্রদ।

তত্র রক্তমাদ্র্যা লক্ষণম্ ।

ব্যথা কট্যাং তথা নাভেরধঃ পার্শ্বে স্তনেঽপি চ ।
রক্তমাদ্রীপ্রদোষেণ জায়তে ফলহীনতা ॥
মাসমেকং দ্বয়ং বাপি ঋতুযোগো ভবেদ্ যদি ।
রক্তমাদ্রীপ্রদোষেণ ফলহীনা তদা ভবেৎ ॥

রক্তমাদ্রী বাধকে কটিতে, নাভির নিম্নে, পার্শ্বে ও স্তনে বেদনা এবং কখন কখন এক বা দুই মাস ব্যাপিয়া ক্রমিক রজো নিঃসরণ হইয়া থাকে। এইরূপ পীড়া সন্তানোৎপত্তির বাধক।

ষষ্ঠ্যা লক্ষণম্ ।

নেত্রে হস্তে ভবেজ্জ্বালা যোনৌ চৈব বিশেষতঃ ।
লালাসংযুক্তরক্তঞ্চ ষষ্ঠীবাধকযোগতঃ ॥
মাসৈকেন ভবেদ্ যত্র ঋতুস্নানদ্বয়ং তথা ।
মলিনা রক্তযোনিঃ স্যাৎ ষষ্ঠীবাধকযোগতঃ ॥

ষষ্ঠীবাধকে নেত্রে, হস্তে, বিশেষতঃ যোনিতে জ্বালা এবং লালাযুক্ত রজঃস্রাব হইয়া থাকে। ইহাতে কখন কখন মাসের মধ্যে দুইবার ঋতুপ্রবৃত্তি এবং যোনি মলিন ও রক্তবর্ণ হয়।

অঙ্কুরস্য লক্ষণম্ ।

উদ্বেগো গুরুতা দেহে রক্তস্রাবো ভবেদ্ বহুঃ ।
নাভেরধো ভবেচ্ছূলং চাঙ্কুরঃ স তু বাধকঃ ॥
ঋতুহীনা চতুর্মাসং ত্রিমাসং বা ভবেদ্ যদি ।
কৃশাঙ্গী করপাদে চ জ্বালা চাঙ্কুরযোগতঃ ॥

অঙ্কুরনামক বাধকে উদ্বেগ, দেহের গুরুতা, অধিক রক্তঃস্রাব ও নাভির অধোভাগে শূল এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহাতে কখন কখন ৩।৪ মাস ঋতুবন্ধ থাকে এবং হস্তপদে জ্বালা উপস্থিত ও রোগিণী কৃশাঙ্গী হইয়া থাকে।

জলকুমারস্য লক্ষণম্ ।

সশূলা চ সগর্ভা চ শুষ্কদেহাল্পরক্তিকা ।
জলকুমারদোষেণ জায়তে ফলহীনতা ॥
যা কৃশাঙ্গী ভবেৎ স্থূলা বহুকালমৃতুস্তথা ।
গুরুস্তনী স্বল্পরক্তা জলকুমারদূষণাৎ ॥
গর্ভে জাতেঽপি তস্য পতনং স্যাৎ ।

জলকুমার রোগাক্রান্তা স্ত্রীর দেহ শুষ্ক ও নীরক্ত হয়, ইহাতে যদিও গর্ভোৎপত্তি হইতে পারে, কিন্তু শূল উপস্থিত হইয়া তাহার পতন হয়। এই পীড়ায় বহুকাল ব্যাপিয়া ঋতু হয়, কিন্তু অতি অল্পপরিমাণে স্রাব হইয়া থাকে এবং কৃশাঙ্গী রোগিণীর দেহ স্থূল ও স্তনদ্বয় পীনোন্নত হয়।

বাধকস্য চিকিৎসা ।

রসাঞ্জনং বিড়ং বহ্নিং শীতেন পয়সা সহ ।
পীত্বা বাধকরোগেণ সন্তো নারী প্রমুচ্যতে ॥

রসোত, বিটলবণ ও চিতামুল ইহাদের চূর্ণ শীতল জলের সহিত সেবন করিলে বাধক রোগের শান্তি হয় ।

মরিচেন প্রজাবত্যা মূলং পীত্বাম্ভসা সহ ।
পীত্বা বাধকনির্ম্মুক্তা নারী গর্ভং দধাতি হি ॥
প্রজাবতী ওলটকম্বলইতি যস্যাঃ প্রসিদ্ধিঃ ।

ওলটকম্বলের মূল ২ মাষা ও মরিচ অর্দ্ধ মাষা শীতল জলের সহিত সেবন করিলে বাধক রোগের শান্তি এবং গর্ভোৎপত্তি হইয়া থাকে ।

অন্তর্ভবন্তি ব্যাপৎসু যোনেঃ সর্ব্বেহপি বাধকাঃ ।
অতস্তাসাং বিধানেন ভিষগেতানুপাচরেৎ ॥

ইতিপূর্ব্বে যে বিংশতি প্রকার যোনি-ব্যাপৎ উক্ত হইয়াছে, এই চারিপ্রকার বাধক তাহাদের অন্তর্ভূত হইতে পারে। অতএব যোনিব্যাপদের ন্যায় বাধকের চিকিৎসা করিবে ।

সমস্তযোনিরোগাণাং চিকিৎসা ।

যোনিরোগবতী নারী কুর্য্যান্নাতিরতৌ মতিম্ ।
ভূয়সীং বিকৃতিং যোনের্যতঃ সা জনয়েদ্ধ্রুবম্ ॥
সা অতিরতিঃ অত্যাসক্তিঃ ।

যোনিরোগাক্রান্তা রমণীর অধিক রতি-ক্রিয়ায় রত হওয়া উচিত নহে, কারণ তাহাতে যোনির ভূয়সী বিকৃতি হইয়া থাকে ।

জীরকদ্বিতয়ং কৃষ্ণা শ্যামানন্তা নিশাদ্বয়ম্ ।
বাসাসৈন্ধবপথ্যাশ্চ যবক্ষারো যমানিকা ॥
এষাং চূর্ণং ঘৃতে কিঞ্চিদ্ ভৃষ্ট্বা খণ্ডেন মোদকম্ ।
কৃত্বা খাদেদ্ যথাবহ্নি যোনিরোগাদ্বিমুচ্যতে ॥

জীরা, কৃষ্ণজীরা, পিঁপুল, শ্যামালতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বাসকছাল, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার ও যমানী ইহাদের চূর্ণ গব্যঘৃতে কিঞ্চিৎ ভাজিয়া চিনির সহিত যথাবিধি মোদক প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে সকল প্রকার যোনিরোগের শান্তি হয় ।

ত্রিফলাদ্যং ঘৃতম্ ।

ত্রিফলাং ত্রিবৃতাং শুণ্ঠীং গুড়ূচীং সপুনর্নবাম্ ।
বিদারিকাং হরিদ্রে দ্বে রাস্নাং মেদাং শতাবরীম্ ॥
কল্কীকৃত্য ঘৃতপ্রস্থং পচেৎ ক্ষীরে চতুর্গুণে ।
তৎসিদ্ধং পায়য়েন্নারীং যোনিরোগপ্রশান্তয়ে ॥

গব্যঘৃত ৪ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ হরীতকী, আমলা, বহেড়া, তেউড়ী, শুঁঠ, গুলঞ্চ, পুনর্নবা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রাস্না, মেদ ও শতমূলী মিলিত ১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। ইহা সেবন করিলে যোনিরোগের শান্তি হয় ।

যৎ কুমারকল্পদ্রুমং ফলকল্যাণকং তথা ।
বিযুধ্যাত্র প্রযুঞ্জীত তথা সোমাখ্যকং ঘৃতম্ ॥

এই রোগে কুমারকল্পদ্রুম, ফলকল্যাণ ও সোমঘৃত বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে ।

অত্র পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা ।

বৃংহণং পোষণং বহ্নেদীপনঞ্চানুলোমনম্ ।
অন্নং পানং যোনিরোগে সেবেতাস্তদ্বিবর্জ্জয়েৎ ॥

যোনিরোগে বলবর্দ্ধক, পুষ্টিকর ও অগ্নিদীপক অন্নপানীয় সুপথ্য, ইহার বিপরীত বর্জ্জনীয় ।

যোনিকণ্ড্বধিকারঃ ।

তস্যা নিদানম্ ।

যোনৌ বলাসে সংক্রুদ্ধে জরায়ুবিকৃতেস্তথা ।
বস্তিদ্বারেঽর্ব্বুদে জাতে দুর্নামগদতোঽপি চ ॥
যোনেঃ শিরাণাং প্রসৃতের্বাতবত্যাশ্চ যোষিতঃ ।
রজঃপ্রবৃত্তিসময়ে পুরুষেণাতিসঙ্গমাৎ ॥
গর্ভপ্রাগুদ্ভবে চাপি যোনিকণ্ডুঃ প্রজায়তে ।
বার্দ্ধক্যে এব নারীণাং সা বাহুল্যেন সম্ভবেৎ ॥

যোনিতে কুপিত কফ সঞ্চিত হইলে, জরায়ুর পীড়া বশতঃ, যোনিদ্বারে অর্ব্বুদ জন্মিলে, অর্শঃ হইলে, যোনিস্থ শিরার প্রসরণহেতু, বাতপ্রকৃতিক নারীর রজঃ-প্রবৃত্তি সময়ে, অধিক পুরুষসঙ্গ করিলে এবং গর্ভের প্রথমাবস্থায় যোনিকণ্ডূ রোগ উৎপন্ন হইতে পারে।

তস্য লক্ষণম্ ।

যোনৌ কণ্ডুশ্চ তোদশ্চ রৌক্ষ্যং শুষ্কত্বমেব চ ।
যোনিকণ্ডুগদস্যৈতল্লক্ষণং ভিষজো বিদুঃ ।
উষ্ণানুপশয়ো ব্যাধিঃ শীতোপশয় এব হি ॥

যোনিকণ্ডূরোগে যোনিতে অতিশয় কণ্ডূ, সূচীবেধবৎ পীড়া, রুক্ষতা ও শুষ্কতা হইয়া থাকে। এই পীড়া উষ্ণ সেবায় বৃদ্ধি এবং শীত সেবায় হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

তস্যাশ্চিকিৎসা ।

যোনিকণ্ডুগদে দেয়মাদৌ স্নিগ্ধবিরেচনম্ ।
ভেষজং রক্তদোষঘ্নং বলদায়ি রসায়নম্ ॥

যোনিকণ্ডূরোগে প্রথমতঃ স্নিগ্ধ বিরেচন এবং রক্তদোষনাশক, বলপ্রদ ও রসায়ন ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

অনন্তাং সারিবাং লোধ্রং ত্রিবৃতামিভপিপ্পলীম্ ।
ক্বাথয়িত্বা পিবেৎ তোয়ং যোনিকণ্ডুপ্রশান্তয়ে ॥

অনন্তমূল, শ্যামালতা, লোধ, তেউড়ীমূল ও গজপিপ্পলী ইহাদের ক্বাথ পানে যোনিকণ্ডূর শান্তি হয়।

শিবকরী বটী ।

লৌহঞ্চামৃতসারাখ্যং ফণিফেনং ঘনং বিড়ম্ ।
বহ্নিতোয়েন সংমর্দ্দ্য মাষমাত্রাং বটীং চরেৎ ।
বটী শুভকরী হ্যেষা যোনিকণ্ডুপ্রশান্তিকৃৎ ॥

অমৃতসার লৌহ, অহিফেন, অভ্র ও বিট্‌লবণ প্রত্যেক সমভাগ, চিতার রসে মর্দ্দন করিয়া উপযুক্ত অনুপানের সহিত ব্যবস্থা করিবে।

টঙ্গনাদি চূর্ণম্ ।

টঙ্গনং পঞ্চলবণং তুগাক্ষীরীং শিলাজতু ।
নাগরং মুস্তকং বহ্নিং পদ্মকং নীলমুৎপলম্ ॥
জীবন্তীং মধুকং দ্রাক্ষাং গুড়ূচীং চন্দনদ্বয়ম্ ।
চূর্ণয়িত্বাম্ভসা নারী পিবেৎ কণ্ডুপ্রশান্তয়ে ॥

সোহাগার খই, পঞ্চলবণ, বংশলোচন, শিলাজতু, শুঁঠ, মুতা, চিতামূল, পদ্মকাষ্ঠ, নীলোৎপল, জীবন্তী, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ, শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ করিয়া জলের সহিত সেবন করিলে যোনিকণ্ডূ রোগের শান্তি হয়।

যোনিকণ্ডুগদে যোনৌ শীততোয়াভিষেচনম্ ।
স্নেহস্বেদশ্চ কর্ত্তব্যো বস্তিশ্চোত্তরসংজ্ঞিতঃ ॥

এই পীড়ায় যোনিতে শীতল জলাভিষেক, স্নেহস্বেদ ও উত্তরবস্তি ব্যবস্থেয়।

যোনিব্যাপদ্গদোক্তানি ভেষজানীহ যোজয়েৎ ॥

এই পীড়ায় যোনিব্যাপৎ পীড়োক্ত ঔষধ সকল প্রয়োগ করিবে।

যদ্ যদ্ বহ্নিকরং পাচ্যং তথা বাতানুলোমনম্।
অন্নং পানঞ্চাত্র যোজ্যং বিপরীতং সুখায় ন ॥

এই পীড়ায় অগ্নিকর, সুপাচ্য ও বাতানুলোমক অন্নপানীয় ব্যবস্থা করিবে। তদ্বিপরীত পরিত্যাজ্য।

যোন্যাক্ষেপাধিকারঃ।

যোন্যাক্ষেপস্য নিদানং লক্ষণঞ্চ।

মারুতে বিগুণে যোনৌ স্পর্শস্যাতিপ্রবৃদ্ধতা।
বিক্ষেপণং মুখস্যাস্যাস্তৎস্পর্শে তীব্রবেদনা ॥
যোন্যাক্ষেপবতী নারী ন সহেত রতিক্রিয়াম্।
যদি গচ্ছেদ্বলাদ্ভর্ত্তা তাং সাতিব্যথিতা ভবেৎ ॥
নোপসর্পতি ভর্ত্তারং সদা সাধ্বসবিহ্বলা।
পত্যা তিরস্কৃতা দুঃখান্ মৃত্যুমাত্মন ইচ্ছতি ॥
উদ্বেগো বহ্নিহানিশ্চ নিদ্রাল্পত্বং তথা ক্রমাৎ।
বস্তিদাহো ব্যথা পৃষ্ঠেঽশক্তিশ্চঙ্ক্রমণেঽপি চ ॥
দৌর্ব্বল্যং বর্ণহানিশ্চ তথোৎসাহস্য সংক্ষয়ঃ।
যোন্যাক্ষেপগদস্যৈতাঃ প্রোক্তা আকৃতয়ো বুধৈঃ ॥

যোনিতে বায়ু বিগুণ হইলে যোন্যাক্ষেপ নামক রোগ উৎপন্ন হয়। এই পীড়ায় যোনিমুখের আক্ষেপ এবং উহার স্পর্শশক্তির অতিশয় প্রবলতা হইয়া থাকে। ঐ স্থান স্পর্শ করিলে তীব্র যাতনা উপস্থিত হয়। এই পীড়ায় পীড়িতা নারী রতিক্রিয়া সহ্য করিতে পারে না, স্বামিকর্ত্তৃক বলাৎকৃতা হইলে অত্যন্ত ব্যথিতা হয়। ভয়ে স্বামীর নিকট যাইতে পারে না এবং সর্ব্বদা ভয়ে বিহ্বল হইয়া থাকে। এইরূপ স্ত্রীলোককে চলিত কথায় হুড়্কা বলে। স্বামী তিরস্কার করিলে দুঃখে আপনার মৃত্যু পর্য্যন্তও ইচ্ছা করে। এই পীড়ায় ক্রমে অন্যান্য উপসর্গও হয়। উদ্বেগ, অগ্নিহানি, নিদ্রার অল্পতা, বস্তিদাহ, পৃষ্ঠবেদনা, বেদনাহেতু অধিক ভ্রমণে অশক্তি, দৌর্ব্বল্য, বর্ণহানি ও উৎসাহনাশ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

যোন্যাক্ষেপস্য চিকিৎসা।

নাগদেন গদঃ সাধ্যঃ শস্ত্রেণায়ং প্রসাধ্যতে।
শস্ত্রং প্রয়োজয়েদত্র ভিষক্ শস্ত্রবিশারদঃ ॥

ঔষধদ্বারা এই পীড়ার প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই, শস্ত্রবিশারদ চিকিৎসক শস্ত্রদ্বারা ইহার প্রতিকার করিবেন।

পায়য়িত্বা সুরাং তীব্রাং গদিনীং সব্যশায়িনীম্
উত্তানামথবা কৃত্বা যোনৌ শস্ত্রং প্রবেশ্য চ ॥
হ্রীমন্তং ত্বরয়াচ্ছিত্ত্বা মুখং যোনের্বিদার্য্য চ।
তুলেনারুধ্য বধ্নীয়াল্লঘুহস্তশ্চিকিৎসকঃ ॥
হ্রীমন্তং যোন্যঙ্গভেদম্।

শস্ত্রপ্রয়োগের পূর্ব্বে রোগিণীকে তীব্রসুরা পান করাইয়া যোনির মধ্যে শস্ত্র প্রবেশ করাইয়া হ্রীমান্ নামে যোন্যঙ্গকে ছেদ ও যোনির মুখ বিদীর্ণ করিয়া তুলার দ্বারা রুদ্ধ করিয়া বন্ধন করিয়া রাখিবে।

অবরোধে তু মূত্রস্য বর্ত্তয়েৎ তচ্ছলাকয়া।
বেদনাং বারয়েদ্বৈদ্যঃ ফণিফেন প্রয়োগতঃ ॥

মূত্রাবরোধ হইলে শলাকার দ্বারা তাহা প্রবর্ত্তন করিবে। অধিক বেদনা হইলে অহিফেন সেবন করাইবে।

পুনর্দ্ব্যহত্র্যহাস্তে তাং পায়য়িত্বা সুরাং ভিষক্।
তূলং নিঃসার্য্য যোনিস্থং মুখং যোনেঃ প্রসার্য্য চ ॥
তদধঃকর্ত্তনং কুর্য্যাদঙ্গুল্যর্দ্ধপ্রমাণতঃ।
ইত্যেবং কর্ম্মণা ব্যাধির্যোন্যাক্ষেপঃ প্রশাম্যতি ॥

ইহার দুইদিন পরে পুনর্ব্বার রোগিণীকে সুরাপান করাইয়া যোনি হইতে পূর্ব্বের তূলা বহিষ্কৃত ও অঙ্গুলি দ্বারা যোনির মুখ প্রসারিত করিয়া তাহার অধোভাগে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমাণে কর্ত্তন করিবে। এইরূপ ক্রিয়ার দ্বারা যোন্যাক্ষেপ রোগের শান্তি হয়।

অত্র পথ্যং ঘৃতং দুগ্ধং গোধূম চণকাদয়ঃ।
যূষশ্ছাগাদিসম্ভূত উগ্রবীর্য্যং হিতং ন হি॥

এই পীড়ায় ঘৃত, দুগ্ধ, গম ও ছোলা প্রভৃতি শস্য এবং ছাগাদির মাংসের যূষ এই সকল পথ্য। উগ্রবীর্য্য দ্রব্য হিতকর নহে।

যোন্যঙ্কুরবৃদ্ধ্যধিকারঃ।

যোন্যঙ্কুরবৃদ্ধের্নিদানম্।

দুষ্টবাতেন রক্তস্য দোষাচ্চ করকর্ম্মণা।
যোন্যঙ্কুরস্য সংবৃদ্ধির্জায়তে পরমোৎকটা॥

দুষ্ট বায়ুদ্বারা রক্ত দূষিত হইলে এবং অধিক হস্তমৈথুন করিলে ভগাঙ্কুরের বৃদ্ধি হয়। ইহা অতি কষ্টদায়ক ব্যাধি।

তস্যাশ্চিকিৎসা।

রোগিণীং চেতনাহীনাং কৃত্বাচ্ছিন্দ্যাদ্ ভগাঙ্কুরম্।
বধ্নীয়াদপি বন্ধন্যা পথ্যেনৈনাঞ্চ বর্ত্তয়েৎ॥

রোগিণীকে সুরাপান দ্বারা চেতনাশূন্য করিয়া ভগাঙ্কুরের ছেদন এবং পশ্চাৎ বন্ধনী দ্বারা বন্ধন করিবে ও তাহাকে সর্ব্বদা সুপথ্য দিবে।

জরায়ুরোগাধিকারঃ।

জরায়ুরোগস্য নিদানম্।

নৈরন্তর্য্যেণ গর্ভস্য সম্ভবাৎ স্রাবতোঽস্য চ।
শৈত্যাদার্দ্রাভিবাসাচ্চ পাপোপদংশতস্তথা॥
অতিব্যবায়তঃ পাপমেহিনা সহ সঙ্গমাৎ।
জরায়ুরোগো জায়েত লক্ষাণ্যস্য নিশাময়॥

নিরন্তর গর্ভোৎপত্তি, উহার স্রাব, শীতলতা, আর্দ্রস্থানে অধিক কাল বাস, ঔপসর্গিক উপদংশ, অতি মৈথুন এবং ঔপসর্গিক মেহাক্রান্ত পুরুষের সহিত সঙ্গম এই সকল কারণে জরায়ুরোগ জন্মে।

তস্য লক্ষণম্।

জ্বরোঽগ্নিমান্দ্যমাস্যস্য নীলত্বং ত্রিকতোদনম্।
ব্যথা নিম্নোদরে বস্তাবুষ্ণত্বং গৌরবং তথা॥
মুহুর্মূত্রপ্রবৃত্তিশ্চ যোনিতঃ ক্লেদসংস্রুতিঃ।
মলস্যাতিপ্রবৃত্তিশ্চ ততস্তদ্রোধ এব চ॥
দুর্নামানি চ দৌর্ব্বল্যং শিরোরুগ্ বমথুস্তথা।
জরায়ুরোগে জায়ন্তে আকারা এবমাদয়ঃ॥
আকারা লক্ষণানি।

জরায়ুরোগে জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, মুখ নীলবর্ণ, ত্রিকে বেদনা, নিম্নোদরে ব্যথা, বস্তিতে উষ্ণতা ও ভারবোধ, মুহুর্ম্মুহুঃ মূত্রপ্রবৃত্তি, যোনি হইতে ক্লেদ নির্গম, প্রথমে মলের অতি প্রবৃত্তি ও পশ্চাৎ তাহার রোধ, অর্শোরোগের উৎপত্তি, দুর্ব্বলতা, মস্তকে বেদনা ও বমি এই সমস্ত এবং অন্যান্য লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

জরায়ুরোগস্য চিকিৎসা।

জরায়ুরোগে প্রথমং দেয়ং স্নিগ্ধবিরেচনম্।
হিতোঽন্তোত্তরবস্তিশ্চ সুখোষ্ণেনাম্ভসা তথা॥

জরায়ুরোগে প্রথমে স্নিগ্ধ বিরেচন এবং উষ্ণ জলের উত্তরবস্তি ব্যবস্থেয়।

অধোদেহস্য সলিলে চোষ্ণে সংমজ্জনং হিতম্॥

এই পীড়ায় উষ্ণজলে কটিপর্য্যন্ত মগ্ন করিয়া বসিয়া থাকিলে বিশেষ আরাম লাভ হয়।

অতসীবীজকল্কেন তপ্তেন সহ সর্পিষা।
পুটলেপো হিতঃ প্রোক্ত উদরাদৌ মনীষিভিঃ॥

ঘৃতের সহিত মসিনা বাঁটিয়া উষ্ণ করিয়া নিম্নোদরে পুটলেপ দিলে উপকার দর্শে। ঔষধ বস্ত্রখণ্ডাবৃত করিয়া অঙ্গে বসাইয়া রাখাকে পুটলেপ বলে।

নারিকেলজতৈলেন রসসিন্দূরসেবনম্।
জরায়ুরোগং শময়েৎ তথা পথ্যানুবর্ত্তনম্॥

নারিকেলতৈলের সহিত রসসিন্দুর সেবন এবং পথ্যানুবর্ত্তন করিলে জরায়ুরোগের শান্তি হয়।

শারিবাদি চূর্ণম্।

শারিবাদ্বয়মঞ্জিষ্ঠাত্রিবৃদ্দ্রাক্ষাবরী বলাঃ।
শতপুষ্পকণাদ্বন্দ্ব দারুদারুনিশা নিশাঃ॥
ক্ষারত্রয়ং চতুর্জাতং তথা লবণ পঞ্চকম্।
ফলত্রয়ং মুস্তকঞ্চ মধুকং বিশ্বভেষজম্।
চূর্ণয়িত্বা পিবেন্নারী প্রাতঃ প্রাতঃ প্রসন্নয়া।
জরায়ুরোগঃ প্রশমং যাত্যনেন ন সংশয়ঃ॥

অনন্তমূল, শ্যামালতা, মঞ্জিষ্ঠা, তেউড়ী, দ্রাক্ষা, শতমূলী, বেড়েলা, শুল্ফা, পিপ্পলী, গজপিপ্পলী, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, পঞ্চলবণ, ত্রিফলা, যষ্টিমধু ও শুঁঠ প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র করিয়া সুরামণ্ডের সহিত সেবন করিলে জরায়ুরোগের শান্তি হয়।

প্রমদানন্দো রসঃ।

অয়ো রৌপ্যং তথা হেম রসং গন্ধং শিলাজতু।
বহ্নিদ্রবেণ সম্মর্দ্দ্য রক্তিমানা বটীশ্চরেৎ।
নাম্নাসৌ প্রমদানন্দো রসো হ্যাশু বিনাশয়েৎ।
ত্রিফলাতোয়যোগেন গদান্ সর্ব্বান্ জরায়ুজান্॥

লৌহ, রৌপ্য, স্বর্ণ, পারদ, গন্ধক ও শিলাজতু প্রত্যেক সমভাগ, চিতার রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান ত্রিফলার জল। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার জরায়ুরোগের শান্তি হয়।

জরায়ুরোগিণী নারী নচ সেবেত পুরুষম্।
ন খাদেদুগ্রবীর্য্যাণি নাপি কুর্য্যাদতিশ্রমম্॥

জরায়ুরোগবতী নারীর পক্ষে পুরুষসঙ্গম, উগ্রবীর্য্য দ্রব্য ভক্ষণ এবং অধিক পরিশ্রম নিষিদ্ধ।

অণ্ডাধারগদাধিকারঃ।

অণ্ডাধারগদস্য নিদানম্।

রমণাতিশয়াচ্ছৈত্যাদভিঘাতাদ্বিষাদপি।
অণ্ডাধারগদঃ কৃচ্ছ্রো জায়তে চাহিতাশনাৎ॥

অধিক পুরুষসহবাস, শীতল দ্রব্য সেবন অভিঘাত, বিষসেবন এবং অহিত ভোজনহেতু অণ্ডাধারের পীড়া হইয়া থাকে:

অণ্ডাধারগদস্য লক্ষণম্।

উদরোরুব্যথা কৃচ্ছ্রা মূত্রস্যাল্পত্বরক্ততে।
জরারোচকহৃল্লাসা অরতির্ব্বলসংক্ষয়ঃ।
ধমনী বেগিনী ক্ষুদ্রা জিহ্বা রক্তোজ্জ্বলা তথা।
অণ্ডাধারগদস্যৈতাঃ প্রোক্তা আকৃতয়ো বুধৈঃ।

অণ্ডাধারপীড়ায় উদরে ও উরুদেশে অত্যন্ত বেদনা, মূত্র অল্প ও লোহিতবর্ণ,

জ্বর, অরুচি, বমনের বেগ, চিত্তের অধীরতা, বলক্ষয়, নাড়ী বেগবতী ও ক্ষুদ্রা এবং জিহ্বা রক্তবর্ণ ও উজ্জ্বল এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

তস্য চিকিৎসা।

বলপ্রবর্দ্ধকং যদযৎ পবনস্যানুলোমনম্।
অণ্ডাধারগদে তত্তৎ প্রয়োক্তব্যং ভিষগ্‌বরৈঃ॥

অণ্ডাধাররোগে বলবর্দ্ধক ও বাতানুলোমক ঔষধ সকল প্রয়োজ্য।

পটোলাদিকাথঃ।

পটোলং মধুকং দ্রাক্ষাং ধন্যাকং বিশ্বভেষজম্।
পীতমূলীং বলাং রাস্নাং মূর্ব্বামিন্দ্রযবং বিড়ম্॥
কণাদ্বন্দ্বং নিশাদ্বন্দ্বমিন্দ্রপুষ্পং ত্রিজাতকম্।
ক্বাথয়িত্বা পিবেত্তোয় মণ্ডাধারগদে সদা॥

পটোলপত্র, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ধন্যা, শুঁঠ, রেউচিনি, বেড়েলা, রাস্না, মূর্ব্বা, ইন্দ্রযব, বিট্‌লবণ, পিঁপুল, গজপিঁপুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লবঙ্গ, গুড়ত্বক্, এলাইচ ও তেজপত্র ইহাদের ক্বাথ পান করিলে অণ্ডাধার পীড়ার উপশম হয়।

বিষঞ্চ মধুনা জ্ঞেয় মণ্ডাধারগদে হিতম্॥

মধুর সহিত সর্ষপপরিমিত মিঠাবিষের চূর্ণ সেবন করিলে যাতনার নিবৃত্তি হয়।

যোষিদ্বল্লভো রসঃ।

সিন্দূরমভ্রং রৌপ্যঞ্চ বৈক্রান্তং হেম টঙ্কনম্।
বরাম্ভসা ভাবয়িত্বা বল্লমাত্রা বটীশ্চরেৎ॥
যোষিদ্বল্লভনামায়ং রসোঽণ্ডাধারসম্ভবান্।
নিহন্তি নিখিলান্ রোগান্ হর্য্যক্ষো হরিণানিব॥

রসসিন্দূর, অভ্র, রৌপ্য, বৈক্রান্ত, স্বর্ণ ও সোহাগার খই প্রত্যেক সমভাগ লইয়া ত্রিফলার ক্বাথে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে অণ্ডাধারের পীড়ার শান্তি হয়।

চন্দনাদ্যং চূর্ণম্।

চন্দনদ্বিতয়ং মূর্ব্বা নীলিকোলাদ্বয়ং মুরা।
কণাদ্বয়ং ত্রিবৃদ্দ্রাক্ষা মাংসীমধুকমুস্তকম্॥
এতৎ সর্ব্বং চূর্ণয়িত্বা ডিম্বাধারগদাপহম্।
উষ্ণেন পয়সা নারী পিবেন্নিত্যং সুখার্থিনী॥

শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, মূর্ব্বামূল, নীলমূল, ছোটএলাইচ, বড়এলাইচ, একাঙ্গী, পিঁপুল গজপিঁপুল, তেউড়ী, দ্রাক্ষা, জটামাংসী, যষ্টিমধু ও মুতা প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র করিয়া ৪ রতি হইতে ১ মাষা মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে অণ্ডাধার পীড়ার শান্তি হয়।

গর্ভস্য স্রাবপাতয়োর্নিদানম্।

গ্রাম্যধর্ম্ম ধ্বগমনযানায়াসপ্রপীড়নৈঃ।
জ্বরোপবাসোৎপতনপ্রহারাজীর্ণধাবনৈঃ॥
বমনাচ্চ বিরেকাচ্চ কুন্থনাদ্গর্ভপাতনাৎ।
তীক্ষ্ণবীর্য্যোষ্ণকটুকতিক্তরুক্ষনিষেবণাৎ॥
বেগাভিঘাতাদ্বিষমাদাসনাচ্ছয়নাত্তথা।
গর্ভে পততি রক্তস্য সশূলং দর্শনং ভবেৎ॥

গর্ভে পততি ইত্যাদি গর্ভস্য স্রাবপাতয়োঃ পূর্ব্বরূপম্। পততি স্রাবেণ পাতেন বা পতিষ্যতি।

অত্যন্ত পুরুষসঙ্গ, পথপর্য্যটন, যানে গমন, পরিশ্রম, গর্ভপীড়ন, জ্বর, উপবাস, উল্লম্ফন, প্রহার প্রাপ্তি, অজীর্ণ, বেগেগমন, বমন, বিরেক, কুন্থন, গর্ভপাতক ঔষধ সেবন এবং তীক্ষ্ণবীর্য্য, উষ্ণবীর্য্য, কটু, তিক্ত ও রুক্ষদ্রব্য

সেবন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, আঘাতপ্রাপ্তি, বিষমভাবে উপবেশন, বিষমভাবে শয়ন ও ভয় এইগুলি গর্ভপাতের কারণ। গর্ভপাতের উপক্রমে শূলের সহিত রক্তস্রাব হইয়া থাকে। এই সশূল রক্তস্রাব, গর্ভস্রাবের ও গর্ভপাতের পূর্ব্বরূপ।

তস্য স্রাবপাতয়োরবধিঃ।

আচতুর্থাৎ ততো মাসাৎ প্রস্রবেদ্ গর্ভবিদ্রবঃ।
ততঃ স্থিতশরীরস্য পাতঃ পঞ্চমষষ্ঠয়োঃ॥

আচতুর্থাৎ মাসাৎ চতুর্থমাসপর্য্যন্তং গর্ভস্য বিদ্রবঃ শোণিতরূপো গর্ভঃ স্রবতি। শোণিতমিতি লোকপ্রচনাৎ। স্থিতশরীরস্য কঠিনশরীরস্য।

চতুর্থমাস পর্য্যন্ত গর্ভের নির্গমনকে গর্ভস্রাব এবং তাহার পর গর্ভপাত বলা যায়। চারিমাস পর্য্যন্ত গর্ভ শোণিতরূপ থাকে, তাহার পর কঠিনশরীর হয়। তরলাবস্থায় নির্গমনহেতু স্রাবশব্দ এবং কঠিনদেহ হইয়া নির্গমনহেতু পাতশব্দ ব্যবহৃত হয়।

গর্ভপাতস্য দৃষ্টান্তঃ।

গর্ভোঽভিঘাতবিষমাশনপীড়নাদ্যৈঃ
পক্বং দ্রুমাদিব ফলং পততি ক্ষণেন

যথা বৃন্তলগ্নং পক্বং ফলমভিঘাতেনাকাল এব পততি, তথা গর্ভোঽপ্যভিঘাতাদিনা অকালে পততি।

যেমন বৃন্তলগ্ন পক্ব ফল অভিঘাত দ্বারা অকালে বৃক্ষহইতে পতিত হয়, সেইরূপ গর্ভও অভিঘাত, বিষমাহার ও পীড়ন প্রভৃতি কারণে ক্ষণমধ্যে অকালে পতিত হয়।

গর্ভস্রাবস্য চিকিৎসা।

গুর্ব্বিণ্যা গর্ভতো রক্তং স্রবেদ্ যদি মুহুর্মুহুঃ।
তন্নিরোধায় সা দুগ্ধমুৎপলাদিশৃতং পিবেৎ॥
উৎপলাদিগণো যথা
উৎপলং নীলমারক্তং কহ্লারং কুমুদং যথা।
শ্বেতাম্ভোজঞ্চ মধুকমুৎপলাদেরয়ং গণঃ॥
সংশীলিতো হরত্যেষ দাহং তৃষ্ণাং হৃদাময়ম্।
রক্তপিত্তঞ্চ মূর্চ্ছাঞ্চ তথাচ্ছর্দ্দিমরোচকম্॥

গর্ভ হইতে মুহুর্মুহুঃ রক্তস্রাব হইতে থাকিলে, তাহার রোধের জন্য নীলোৎপল, রক্তোৎপল, কহ্লার, কুমুদ, শ্বেতপদ্ম ও যষ্টিমধু মিলিত ২ তোলা, দুগ্ধ ১৬ তোলা এবং জল ৬৪ তোলা একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া তাহা পানকরা ব্যবস্থেয়। উৎপলাদিগণ নিরন্তর সেবিত হইলে দাহ, তৃষ্ণা, হৃদ্রোগ, রক্তপিত্ত, মূর্চ্ছা ও বমন প্রশমিত হইয়া থাকে।

গর্ভপাতস্যোপদ্রবাঃ।

প্রস্রংসমানে গর্ভে স্যাদ্ দাহঃ শূলঞ্চ পার্শ্বয়োঃ।
পৃষ্ঠরুক্ প্রদরানাহৌ মূত্রসঙ্গশ্চ জায়তে॥
প্রস্রংসমানে পততি।

দাহ, পার্শ্বশূল, পৃষ্ঠবেদনা, প্রদর, আনাহ ও মূত্ররোধ এইগুলি গর্ভপাতের উপদ্রব।

গর্ভস্য স্থানান্তরগমনে উপদ্রবাঃ।

স্থানাৎ স্থানান্তরং তস্মিন্ প্রয়াত্যপি চ জায়তে।
আমপক্বাশয়াদৌ তু ক্ষোভঃ পূর্ব্বেঽপ্যুপদ্রবাঃ॥

গর্ভ স্বস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিলে তৎকালে আমাশয় ও পক্বাশয়

প্রভৃতিতে ক্ষোভ এবং দাহ ও পার্শ্বশূলাদি গর্ভপাতের উপদ্রব সকল উপস্থিত হয়।

তস্য চিকিৎসা।

স্নিগ্ধশীতক্রিয়াস্তেষু দাহাদিষু সমাচরেৎ ॥

গর্ভপাতের উপদ্রব দাহাদি উপস্থিত হইলে স্নিগ্ধ ও শীতল ক্রিয়া সকল কর্ত্তব্য।

কুশকাশোরুবুকাণাং মূলৈর্গোক্ষুরকস্য চ।
শৃতং দুগ্ধং সিতাযুক্তং গর্ভিণ্যাঃ শূলহৃৎ পরম্‌ ॥

কুশ, কাশ, এরণ্ড ও গোক্ষুর ইহাদের মূল মিলিত ২ তোলা, দুগ্ধ ১৬ তোলা ও জল ৬৪ তোলা একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ করিবে। ইহা চিনির সহিত সেবন করিলে গর্ভিণীর শূল নিবারিত হয়।

শ্বদংষ্ট্রামধুকক্ষুদ্রাম্লানৈঃ সিদ্ধং পয়ঃ পিবেৎ।
শর্করামধুসংযুক্তং গর্ভিণীবেদনাপহম্‌ ॥

গোক্ষুরমূল, যষ্টিমধু, কণ্টকারী ও অম্লানাখ্য পুষ্প মিলিত ২ তোলা, দুগ্ধ ১৬ তোলা ও জল ৬৪ তোলা। যথাবিধি পাক করিবে। ইহা চিনি ও মধুর সহিত সেবন করিলে গর্ভিণীর বেদনা নিবারণ হয়।

সমঙ্গাং ধাতকীপুষ্পং গৈরিকঞ্চ রসাঞ্জনম্‌।
সর্জ্জরসং তথাজাজীং মধুকঞ্চ বিচূর্ণয়েৎ।
তচ্চূর্ণং মধুনা লিহ্যাদ্‌ গর্ভপাতপ্রশান্তয়ে ॥
সমঙ্গা লজ্জালুঃ।

লজ্জালুমূল, ধাইফুল, গেরিমাটী, রসোত, ধুনা, জীরা ও যষ্টিমধু ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত অবলেহ করিলে গর্ভপাত নিবারণ হয়।

কশেরুৎপলশৃঙ্গাটকল্কং বা পয়সা পিবেৎ।
কল্কং বচারসোনাভ্যাং হিঙ্গুসৌবর্চ্চলান্বিতম্‌।
আনাহে তু পিবেদ্‌ দুগ্ধং গুর্ব্বিণী সুখিনী ভবেৎ ॥

কেশুর, উৎপল ও পানিফল দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া সেবন করিলে আনাহের শান্তি হয়। এইরূপ বচ, রসোত, হিং ও সচল লবণ বাঁটিয়া খাইলে এবং দুগ্ধ পান করিলে উপকার দর্শে।

কুশাদিপঞ্চমূলানাং কল্কেন বিপচেৎ পয়ঃ।
তৎ পয়ো গুর্ব্বিণী পীত্বা মূত্রসঙ্গাদ্বিমুচ্যতে ॥

কুশাদি পঞ্চমূলের সহিত যথাবিধি সিদ্ধ দুগ্ধ পান করিলে মূত্ররোধ দূরীকৃত হয়।

অতঃপরং মাসানুমাসিকমুচ্যতে।

প্রথমে মাসি গর্ভে তু যদা ভবতি বেদনা।
চন্দনং শতপুষ্পা চ শর্করা মদয়ন্তিকা ॥
এতানি সমভাগানি পিষ্ট্বা তণ্ডুলবারিণা।
পায়য়েৎ পয়সালোড্য গর্ভিণীং মাত্রয়া ভিষক্‌ ॥
তথা তিলান্‌ পদ্মকঞ্চ শালূকং শালিতণ্ডুলান্‌।
ক্ষীরেণ পিষ্ট্বা ক্ষীরেণ সিতাক্ষৌদ্রান্বিতেন চ ॥
আলোড্য পায়য়েন্নারীং ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্‌।
তস্মিন্‌ সুজীর্ণে দাতব্যং ভোজনং ক্ষীরসংযুতম্‌ ॥

প্রথমমাসে গর্ভে বেদনা উপস্থিত হইলে শ্বেতচন্দন, শুল্‌ফা, চিনি ও মল্লিকাপুষ্প তণ্ডুল জলের সহিত বাঁটিয়া দুগ্ধে গুলিয়া গর্ভিণীকে পান করাইবে। অথবা তিল, পদ্মকাষ্ঠ, শালুক ও শালিতণ্ডুল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া চিনি, মধু ও দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। ইহা জীর্ণ হইলে দুগ্ধান্ন ভোজন করাইবে।

দ্বিতীয়ে মাসি গর্ভে তু যদা ভবতি বেদনা।
তদোৎপলস্য কল্কন্তু সশৃঙ্গাট কশেরুকম্‌ ॥
তণ্ডুলোদকপিষ্টন্তু পায়য়েৎ তণ্ডুলাম্বুনা।
নিবার্য্য গর্ভশূলঞ্চ স্থিরং গর্ভং করোতি চ ॥

দ্বিতীয়মাসে বেদনা উপস্থিত হইলে পদ্ম, পানিফল ও কেশুর তণ্ডুলজলে পেষণ

করিয়া ঐ জলেরই সহিত সেবন করাইবে। ইহাতে গর্ভশূল নিবারিত হইয়া গর্ভ স্থিরভাব প্রাপ্ত হয়।

তৃতীয়ে ক্ষীরকাকোলী কাকোল্যামলকীফলম্।
পিষ্টমুষ্ণোদকেনৈতৎ পায়য়েদ্গর্ভিণীং ভিষক্॥
শাল্যন্নং পয়সা জীর্ণে ভোজয়েদন্ন গর্ভিণীম্।
তথা পদ্মোৎপলং কুষ্ঠং শালূকঞ্চ সমাংশিকম্॥
সিতোদকেন পিষ্ট্বা তু ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ।
তেন শূলং নিবর্ত্তেত ন গর্ভো ব্যথতে ধ্রুবম্॥

তৃতীয়মাসে ক্ষীরকাকোলী, কাকোলী ও আমলকী একত্র পেষণ করিয়া উষ্ণ জলের সহিত গর্ভিণীকে পান করাইবে, ইহা পরিপাক প্রাপ্ত হইলে দুগ্ধের সহিত শালিতণ্ডুলের অন্ন ভোজনকরিতে দিবে। অথবা পদ্ম, কুড় ও শালুক চিনির জলের সহিত পেষণ করাইয়া পান করাইবে। ইহাতে গর্ভশূল নিবারিত হয়।

চতুর্থে তু বিধানজ্ঞঃ পায়য়েদিদমৌষধম্।
পিষ্ট্বোৎপলঞ্চ শালূকং কণ্টকারীত্রিকণ্টকম্॥
যথাগ্নি মাত্রয়া কালে গর্ভিণীং পয়সা সহ।
তথা গোক্ষুরকং সিংহীবালকং নীলমুৎপলম্।
পিষ্ট্বা ক্ষীরেণ পাতব্যং গর্ভশূলনিবারণম্।

চতুর্থমাসে উৎপল, শালুক, কণ্টকারী ও গোক্ষুর অথবা গোক্ষুর, কণ্টকারী ও বালা দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া পান করাইবে। ইহাতে গর্ভশূল নিবারিত হয়।

পঞ্চমে মাসি গর্ভে তু যদা ভবতি বেদনা।
তত্র নীলোৎপলং বীরাং পিষ্ট্বা ক্ষীরেণ পাচনম্॥
ঘৃতক্ষৌদ্রান্বিতং পীত্বা গর্ভস্য চ রুজাং হরেৎ।
তথা নীলোৎপলং নারী কাকোলী সমভাগিকম্॥
শীততোয়েন পিষ্ট্বা চ ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ।
অনেন বিধিনা গর্ভঃ স্থিরঃ স্যাদ্ রুক্ প্রশাম্যতি॥

পঞ্চমমাসে বেদনা উপস্থিত হইলে নীলোৎপল ও ক্ষীরকাঁকলা পেষণ করিয়া দুগ্ধ, ঘৃত ও মধুর সহিত পান করিতে দিবে। অথবা নীলোৎপল ও কাকোলী সমভাগে পেষণ ও শীতল জলের সহিত আলোড়ন করিয়া পান করাইবে, ইহাতে বেদনাদি নিবারিত হইয়া গর্ভ স্থির হয়।

ষষ্ঠে মাসি যদা গর্ভে বেদনা জায়তে তদা।
মাতুলুঙ্গস্য বীজানি প্রিয়ঙ্গু চন্দোৎপলম্॥
ক্ষীরেণালোড্য পাতব্যং গর্ভশূলনিবারণম্।
তথা পিয়ালবীজানি মৃদ্বীকা লাজশক্তবঃ।
এতৎ সুশীতলং কালে পীত্বা চ সুখমশ্নুতে॥

ষষ্ঠমাসে গর্ভে বেদনা উপস্থিত হইলে টাবালেবুর বীজ, প্রিয়ঙ্গু, চন্দন ও উৎপল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইবে। অথবা পিয়ালবীজ, দ্রাক্ষা ও খইচূর্ণ শীতল জলের সহিত পান করিতে দিবে। ইহাতে গর্ভের ব্যথা নিবারিত হয়।

সপ্তমে শতপুষ্পীঞ্চ মৃণালসহিতং পিবেৎ।
পিষ্ট্বা ক্ষীরেণ শূলার্ত্তা গর্ভিণী যা সুখার্থিনী॥
কপিত্থং ক্রমুকামূলং সলাজং শর্করাযুতম্।
শীততোয়েন সংপিষ্টং ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ।
পীত্বা হন্ত্যবলা শীঘ্রং শূলং গর্ভসমুদ্ভবম্॥

সপ্তমমাসে শতমূলী ও পদ্মমূল দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া পান করাইবে। অথবা কয়েতবেল, সুপারিমূল, খই ও চিনি শীতল জলের সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহাতে গর্ভশূল নিবারিত হয়।

অষ্টমে তু যদা মাসে গর্ভে ভবতি বেদনা।
তদা পিষ্ট্বা তু ধন্যাকং পায়য়েত্তণ্ডুলাম্বুনা।
শূলং নিবর্ত্ততে তেন গর্ভঃ সংধার্য্যতে স্ত্রিয়াঃ॥
এবং পলাশস্য দলং সুপিষ্টং
সংপীয় তোয়েন সুশীতলেন।
অত্যন্তঘোরাষ্টমমাসগর্ভ-
ব্যথাতুরা যাত্তি সুখং তরুণ্যঃ॥

অষ্টমমাসে বেদনা উপস্থিত হইলে তণ্ডুল-জলের সহিত ধন্যা বাঁটিয়া সেবন করাইবে। অথবা সুশীতল জলের সহিত পলাশপত্র বাঁটিয়া পান করিতে দিবে। ইহাতে গর্ভবেদনা দূরীকৃত হয়।

গর্ভিণ্যা নবমে মাসি যদা ভবতি বেদনা।
এরণ্ডমূলং কাকোলীং পিষ্ট্বা শীতোদকেন চ॥
পীত্বা শূলাদ্বিমুচ্যেত তদা নারী ন সংশয়ঃ।
তথা পলাশবীজঞ্চ সকাকোলীকুরুণ্টকম্।
ভক্তেন বারিণা পিষ্ট্বা গর্ভশূলং ব্যপোহতি॥

নবমমাসে বেদনা উপস্থিত হইলে এরণ্ডমূল ও কাকোলী শীতল জলের সহিত অথবা পলাশবীজ, কাকোলী ও ঝাঁটীমূল কাঁজির সহিত বাঁটিয়া সেবন করাইলে গর্ভশূল নিবারিত হয়।

অথবা দশমে মাসি বেদনা জায়তে যদা।
তদা নীলোৎপলং যষ্টিমধুকং মুদ্গসংযুতম্॥
সসিতং চাম্ভসা পীত্বা ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ।
দোষঞ্চ নাশয়েদেষ শূলং গর্ভসমুদ্ভবম্॥

দশমমাসে বেদনা হইলে নীলোৎপল, যষ্টিমধু, মুগ ও চিনি, জল বা দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া সেবন করাইবে। ইহাতে গর্ভের দোষ ও বেদনা নিবারিত হয়।

তথা চৈকাদশে মাসি গর্ভে ভবতি বেদনা।
মধুকং পদ্মকঞ্চৈব মৃণালং নীলমুৎপলম্॥
শীততোয়েন পিষ্ট্বা তু ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ।
তেনৈব বেদনাতীব নাশমায়াতি সত্বরম্॥
ক্ষীরিকামুৎপলং কুষ্ঠং সমঙ্গামূলকং সিতা।
পিবেদেকাদশে মাসি গর্ভিণী শূলশান্তয়ে॥

একাদশমাসে বেদনা উপস্থিত হইলে যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, মৃণাল ও নীলোৎপল শীতল জলে পেষণ করিয়া দুগ্ধসহ মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে অথবা ক্ষীরকাকোলী, উৎপল, কুড়, বরাক্রান্তামূল ও চিনি এই সমুদায় দ্রব্য শীতলজলে বাঁটিয়া সেবন করাইবে।

সিতা বিদারী কাকোলী তথা ক্ষীরবিশারিকা।
গর্ভিণী দ্বাদশে মাসি পিবেচ্ছূলঘ্নমৌষধম্॥

দ্বাদশমাসে চিনি, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী এই সমুদায় বাঁটিয়া সেবন করিলে গর্ভশূলের শান্তি হয়।

কুশকাশোরুবূকাণাং মূলৈর্গোক্ষুরকস্য চ।
শৃতং দুগ্ধং সিতাযুক্তং গর্ভিণ্যাঃ শূলনুৎ পরম্॥

কুশ, কাশ, এরণ্ড ও গোক্ষুর ইহাদের মূল ক্ষীরপাকবিধির নিয়মানুসারে দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া চিনি দিয়া সেবন করিলে গর্ভশূল নিবারিত হয়।

কশেরু শৃঙ্গাটক জীবনীয়-
পদ্মোৎপলৈরণ্ড শতাবরীভিঃ।
সিদ্ধং পয়ঃ শর্করয়া বিমিশ্রং
সংস্থাপয়েদ্গর্ভমুদীর্ণবেগম্॥

গর্ভস্রাবের লক্ষণ উপস্থিত হইলে কেশুর, পানিফল, জীবনীয়গণ (জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানি, মাষাণি, জীবন্তী, যষ্টিমধু), পদ্ম-কেশর, উৎপল, এরণ্ডমূল ও শতমূলী এই সকলের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ, চিনির সহিত পান করিতে দিবে।

মধুনা ছাগদুগ্ধেন কুলালকরকর্দ্দমঃ।
অবশ্যং স্থাপয়েদ্গর্ভং চলিতং পানযোগতঃ॥

ছাগদুগ্ধ ।০ পোয়া, মধু ২ মাষা এবং কুম্ভকারকরমর্দ্দিত হণ্ডিকার মৃত্তিকা ৪ মাষা একত্র করিয়া পান করিলে গর্ভপাত নিবারণ হয়।

গর্ভে শুষ্কে তু বাতেন বালানাঞ্চাপি শুষ্যতাম্।
সিতামধুককাশ্মর্য্যৈর্হিতমুত্থাপনে পয়ঃ॥

বায়ুদ্বারা গর্ভ বা বালক শুষ্ক হইলে চিনি, যষ্টিমধু ও গাম্ভারীফলের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পানার্থ ব্যবস্থা করিবে। ইহা পুষ্টিসাধক।

চন্দনং শারিবা লোধ্রং মৃদ্বীকাশর্করান্বিতম্।
ক্বাথং কৃত্বা প্রদাতব্যং গর্ভিণ্যা জ্বরনাশনম্॥

গর্ভাবস্থায় জ্বর হইলে রক্তচন্দন, অনন্তমূল, লোধ, দ্রাক্ষা, এই সমুদায় দ্রব্যের ক্বাথ চিনির সহিত পান করিতে দিবে।

এরণ্ডমূলমমৃতা মঞ্জিষ্ঠা রক্তচন্দনম্।
দারুপদ্মযুতঃ ক্বাথো গর্ভিণ্যা জ্বরনাশনঃ॥

এরণ্ডমূল, গুলঞ্চ, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, দেবদারু ও পদ্মকাষ্ঠ এই সমুদায়ের ক্বাথ পানে গর্ভিণীর জ্বরশান্তি হয়।

আম্রজম্বুত্বচঃ ক্বাথং লেহয়েল্লাজশক্তুভিঃ।
অনেন লীঢ়মাত্রেণ গর্ভিণী গ্রহণীং জয়েৎ॥

আমছাল ও জামছালের ক্বাথ খইচূর্ণের সহিত সেবন করিলে গর্ভিণীর গ্রহণী শান্তি হয়।

সম্প্রাপ্তে চাষ্টমে মাসি মৈথুনং পরিবর্জ্জয়েৎ।
যদি গচ্ছতি দুর্মেধাঃ কামমোহাদচেতনঃ॥
বিপদ্যতে তদা গর্ভো গর্ভিণী চ বিনশ্যতি।
মূকোঽন্ধো বধিরো বাপি জায়তে কুব্জ এব বা॥

গর্ভ অষ্টমমাসে উপস্থিত হইলে মৈথুন অবশ্য পরিত্যাজ্য। ইহার বিপরীতাচরণে গর্ভ ও গর্ভিণীর বিনাশ অথবা মূক, অন্ধ, বধির বা কুব্জ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়।

গর্ভচিন্তামণির্গর্ভবিলাসরস এব চ।
তথা লবঙ্গাদিচূর্ণং রসো গর্ভবিনোদকঃ।
গর্ভপীযূষবল্লী চ রসশ্চৈবেন্দুশেখরঃ।
তৈলং গর্ভবিলাসাখ্যং গর্ভিণী রোগশান্তয়ে।
ভেষজান্যেবমাদীনি বুদ্ধ্যা দেয়ানি যত্নতঃ॥

গর্ভচিন্তামণিরস ও গর্ভবিলাস রস প্রভৃতি ঔষধ বিবেচনা করিয়া প্রযোজ্য।

মূঢ়গর্ভাধিকারঃ।

মূঢ়গর্ভস্য নিদানসম্প্রাপ্তিপূর্ব্বকং লক্ষণম্।

মূঢ়ঃ করোতি পবনঃ খলু মূঢ়গর্ভং
শূলঞ্চ যোনিজঠরাদিষু মূত্রসঙ্গম্।
ভুগ্নোঽনিলেন বিগুণেন ততঃ স গর্ভঃ
সংখ্যামতীত্য বহুধা সমুপৈতি যোনিম্॥

অস্যায়মর্থঃ। পবনঃ স্বহেতুভিদুষ্টঃ ততো মূঢ়ঃ রুদ্ধগতিঃ মূঢ়গর্ভং রুদ্ধগতিং গর্ভং যোন্যাদিষু শূলং মূত্রসঙ্গঞ্চ করোতি। ততঃ তেন অনিলেন বিগুণেন রুদ্ধগতিনা স গর্ভঃ ভুগ্নঃ কুটিলীকৃতঃ চতুর্ভিঃ প্রকারৈর্যাতীত্যর্থঃ অষ্টভিরপরে তৎসংখ্যানিরাসার্থমাহ সংখ্যামতীত্য উক্তাং সংখ্যামতিক্রম্য বহুভিঃ প্রকারৈঃ যোনিং সমুপৈতি।

বায়ু, প্রকুপিত ও রুদ্ধগতি হইয়া গর্ভের গতিরোধ, যোনি ও উদরাদিতে শূল ও মূত্ররোধ, করে। ঐ দ্বিগুণ বায়ুদ্বারা গর্ভ কুটিলীকৃত হইয়া চারি বা অষ্টপ্রকারে অথবা অসংখ্য রূপে যোনিদ্বার প্রাপ্ত হয়।

তত্র প্রথমতশ্চতুরঃ প্রকারানাহ।

সঙ্কীলকঃ প্রতিখুরঃ পরিঘোঽথ বীজ-
স্তেযূর্দ্ধবাহুচরণৈঃ শিরসা চ যোনৌ।
সঙ্গী চ যো ভবতি কীলকবৎ স কীলো
দৃশ্যৈঃ খুরৈঃ প্রতিখুরঃ স হি কায়সঙ্গী॥
গচ্ছেদ্ভুজদ্বয়শিরাঃ স চ বীজকাখ্যো
যোনৌ স্থিতঃ স পরিঘঃ পরিঘেণ তুল্যঃ॥

সংশব্দোঽত্র ছন্দোঽনুরোধাৎ কপ্রত্যয়োঽপি স্বার্থে তেন কীল ইতি নাম। তস্য লক্ষণমাহ ঊর্দ্ধবাহুচরণৈরিতি উত্থিতৈর্বাহুচরণশিরোভিঃ যোনৌ যঃ সঙ্গী ভবতি স কীলঃ কীলকাখ্যো মূঢ়গর্ভঃ। দৃশ্যৈর্বহির্গতৈঃ খুরৈঃ খুরসাধর্ম্ম্যাৎ খুরশব্দেনাত্র হস্তৌ পাদৌ চ গৃহ্যেতে। তেন হস্তদ্বয়-

পদদ্বয়ৈর্বহির্গতৈঃ প্রতিখুরঃ স হি কায়সঙ্গী হস্তপাদেতরকায়েন সক্তো ভবতি। যো গর্ভঃ ভুজদ্বয়শিরাঃ ভুজদ্বয়মধ্যে শিরো যস্য এতাদৃক্ গচ্ছেন্নিঃসরেৎ, তচ্ছেষেণ শরীরেণ সক্তো ভবতি স বীজকাখ্যঃ। পরিঘবদ্ যোনাবিত্যাদি। ভোজোঽপ্যেতা গতয়ঃ পঠতি তথাহি। ঊর্দ্ধবাহুশিরঃপাদৈরুদ্ধ্যাদ্ যোনিমুখস্তু যঃ। প্রতিকীলোপমস্থিত্যা স কীলকেতিসংজ্ঞিতঃ। অধস্তাৎ পার্শ্বতো বাপি তথৈবাকুঞ্চিতোঽপি বা। যো নিঃসৃত্য মুখং যোনের্জ্ঞেয়ঃ প্রতিখুরস্তু সঃ॥ যোনিদ্বারাত্তু নির্গচ্ছেদ্ যশ্চৈকঃ সশিরোভুজঃ। তমাহুর্বীজকং নাম মূঢ়গর্ভচিকিৎসকাঃ॥ যোনিমাবৃত্য যস্তিষ্ঠেৎ পরিঘো গোপুরং যথা। তথান্তর্গর্ভমায়াস্তং বিদ্যাৎ পরিঘসংজ্ঞকমিতি।

কীল, প্রতিখুর, পরিঘ ও বীজক এই চারি প্রকার মূঢ়গর্ভ প্রথমতঃ লিখিত হইতেছে। উত্থিত বাহু, চরণ ও মস্তক দ্বারা যোনিতে কীলবৎ সংসক্ত গর্ভকে কীলকাখ্য মূঢ়গর্ভ বলা যায়। ভ্রূণের হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় বহির্গত হইয়া অঙ্গ যদি যোনিতে সংসক্ত হয়, তবে তাহাকে প্রতিখুর মূঢ়গর্ভ বলে। যদি ভুজদ্বয় ও তন্মধ্যে অবস্থিত মস্তক নির্গত হয় এবং অন্য অঙ্গ যোনিতে সংসক্ত হয়, তবে তাহাকে বীজকনামক মূঢ়গর্ভ বলা যায়। যে গর্ভ পরিঘের ন্যায় যোনিতে সংলগ্ন হইয়া থাকে, তাহার নাম পরিঘ।

অষ্টৌ প্রকারানাহ।

দ্বারং নিরুধ্য শিরসা জঠরেণ কশ্চিৎ
কশ্চিচ্ছরীরপরিবর্ত্তনকুব্জকায়ঃ।
একেন কশ্চিদপরস্তু ভুজদ্বয়েন
তির্য্যগ্‌গতো ভবতি কশ্চিদবাঙ্মুখোঽন্যঃ।
পার্শ্বাপবৃত্তগতিরেতি তথৈব কশ্চি-
দিত্যষ্টধা ভবতি গর্ভগতিঃ প্রসূতৌ॥

অয়মর্থঃ। কশ্চিৎ শিরসা যোনিদ্বারং নিরুধ্য সক্তো ভবতি, জঠরেণ তন্নিরুধ্য কশ্চিৎ কুব্জেন কায়েন কুব্জেন পৃষ্ঠেন বা সক্তো ভবতি, কশ্চিদেকেন ভুজেন নিঃসৃতেন সক্তো ভবতি, কশ্চিদ্ভুজদ্বয়েন তির্য্যগ্‌ভূত্বা সক্তো ভবতি। অন্যঃ গ্রীবাভঙ্গাদধোভূতেন মুখেন সক্তো ভবতি। কশ্চিৎ পার্শ্বেন অপবৃত্তা নিরুদ্ধা গতির্যস্য এবংবিধো যোনিদ্বারমেতি যাতি।

কোন ভ্রূণ মস্তকদ্বারা যোনিদ্বার রুদ্ধ করিয়া এবং কেহ বা জঠরদ্বারা রুদ্ধ করিয়া যোনিতে সংলগ্ন থাকে। কেহ বা কুব্জ অভ্যন্তরকায়দ্বারা, কেহ বা কুব্জপৃষ্ঠদ্বারা সংসক্ত হয়। কাহারও একভুজ, কাহারও বা দুইটীভুজ নির্গত হইয়া তির্য্যগ্‌ভাবে লগ্ন হয়। কোন ভ্রূণ গ্রীবাভঙ্গহেতু অধোমুখ হইয়া সংসক্ত হয় এবং কোন ভ্রূণ পার্শ্বনিরুদ্ধ গতি হইয়া যোনিদ্বারে উপস্থিত হয়।

অসাধ্যমূঢ়গর্ভিণীলক্ষণম্।

অপবিদ্ধশিরা যা তু শীতাঙ্গী নিরপত্রপা।
নীলোদ্গতশিরা হন্তি সা গর্ভং স চ তাং তথা॥

অপবিদ্ধশিরাঃ অবনতশিরাঃ শিরোঽপি ধারয়িতুং ন শক্তেতি যাবৎ। নিরপত্রপা লজ্জাশূন্যা নীলোদ্গতশিরা কুক্ষৌ নীলা উদ্গতা শিরা যস্যাঃ সা।

যে গর্ভিণীর মস্তক অবনত হইয়া পড়ে, সর্ব্বাঙ্গ শীতল হয়, লজ্জা থাকে না এবং কুক্ষিতে নীলবর্ণ শিরা উদ্গত হয়, গর্ভের সহিত তাহার মৃত্যু হয়।

মৃতস্য গর্ভস্য লক্ষণমাহ।

গর্ভাস্পন্দনমাবীনাং প্রণাশঃ শ্যাবপাণ্ডুতা।
ভবেদুচ্ছ্বাসপূতিত্বং শূনতান্তর্মৃতে শিশৌ॥

গর্ভাস্পন্দনং গর্ভস্যাচলত্বম্। আবীনাং প্রণাশঃ প্রসববেদনানামভাবঃ। অথবা আবীশব্দেন প্রসবলিঙ্গানি মূত্রকফপ্রসেকাদীনি কথ্যন্তে তেষাং নাশঃ। শূনতা অন্তর্মৃতস্য শিশোরুচ্ছূনতা।

উদরমধ্যে ভ্রূণ নষ্ট হইলে গর্ভের অস্পন্দন, প্রসববেদনার ও মূত্রকফ প্রসেকাদি প্রসবচিহ্ন সকলের নাশ, শ্বাসদৌর্গন্ধ্য এবং অন্তর্মৃত শিশুর স্ফীতিহেতু গর্ভিণীরও উদর স্ফীত হইয়া থাকে। অতএব মৃতগর্ভ অবিলম্বেই কর্ষণীয়।

গর্ভস্য মরণে হেতুমাহ।

মানসাগন্তুভির্মাতুরুপতাপৈঃ প্রপীড়িতঃ।
গর্ভো ব্যাপদ্যতে কুক্ষৌ ব্যাধিভিশ্চ প্রপীড়িতঃ।

উপতাপো দুঃখং। মানস উপতাপো বন্ধুধনক্ষয়াদিনা আগন্তুরুপতাপঃ প্রহারাদিনা। ব্যাপদ্যতে ম্রিয়তে।

ধনবন্ধুনাশাদি মানসিক দুঃখ, প্রহারাদি আগন্তু দুঃখ এবং ব্যাধিদ্বারা পীড়িত হইয়া কুক্ষিমধ্যে গর্ভ বিনষ্ট হয়।

অপরমসাধ্যগর্ভিণীলক্ষণমাহ।

যোনিসংবরণং সঙ্গঃ কুক্ষৌ মক্কল্ল এব চ।
হন্যুঃ স্ত্রিয়ং মূঢ়গর্ভাং যথোক্তশ্চাপ্যুপদ্রবাঃ।

যোনিসংবরণং ব্যাধিবিশেষঃ। সঙ্গঃ কুক্ষৌ গর্ভস্য লগ্নতা অপ্রবৃত্তিরিতি যাবৎ। কুক্ষৌ মক্কল্লঃ রক্তমারুতজঃ শূলবিশেষঃ। যদ্যপি প্রসূতায়া মক্কল্লশূলমুক্তং তথাপি সুশ্রুতে প্রজাতায়াশ্চেতি চকারেণাপ্রসূতায়া অপি মক্কল্লশূলং ভবতি ইতি বোদ্ধব্যম্। উপদ্রবাঃ আক্ষেপককাসশ্বাসাদয়ঃ।

—যোনিসংবরণনামক ব্যাধি, কুক্ষিতে গর্ভের আত্যন্তিক লগ্নতা, রক্ত ও বায়ুর প্রকোপজাত মক্কল্লনামক শূল এবং আক্ষেপ, শ্বাস ও কাসাদি উপদ্রব, গর্ভিণীর মৃত্যুর কারণ।

যোনিসংবরণস্য নিদানাদিকম্।

বাতলান্নপানানি গ্রাম্যধর্ম্মং প্রজাগরম্।
অত্যর্থং সেবমানায়াং গর্ভিণ্যাং যোনিমার্গগঃ॥
মাতরিশ্বা প্রকুপিতো যোনিদ্বারস্য সংবৃতিম্।
কুরুতে রুদ্ধমার্গত্বাৎ পুনরন্তর্গতোঽনিলঃ।
নিরুণদ্ধ্যাশয়দ্বারং পীড়য়ন্ গর্ভসংস্থিতিম্।
নিরুদ্ধবদনোচ্ছ্বাসো গর্ভশ্চাশু বিপদ্যতে।
রুজা সংরুধ্য হৃদয়ং নাশয়ত্যথ গর্ভিণীম্।
যোনিসংবরণং নাম ব্যাধিমেনং প্রচক্ষতে॥

গর্ভাবস্থায় অধিক বাতপ্রকোপক অন্নপানীয় সেবন, মৈথুনাচরণ ও রাত্রিজাগরণ করিলে যোনিমার্গগত বায়ু প্রকুপিত হইয়া যোনিদ্বার রুদ্ধ করে এবং মার্গরোধহেতু ঐ অন্তর্গত বায়ু গর্ভাশয়ের দ্বারকে পীড়িত ও রুদ্ধ করে। এইরূপে ভ্রূণ রুদ্ধবদন ও রুদ্ধশ্বাস হইয়া আশু বিনষ্ট হয় এবং বেদনাদ্বারা গর্ভিণীর হৃদয়কে রুদ্ধ করিয়া তাহারও জীবন নাশ করে। এই পীড়ার নাম যোনিসংবরণ।

মূঢ়গর্ভস্য চিকিৎসা।

যাভিঃ সঙ্কটকালেঽপি বহ্ব্যো নার্য্যঃ প্রসাবিতাঃ।
সম্যগ্ লব্ধযশস্তাস্তু নার্য্যঃ কুর্য্যুরিমাঃ ক্রিয়াম্॥
গর্ভে জীবতি মূঢ়ে তু গর্ভং যত্নেন নির্হরেৎ।
হস্তেন সর্পিষাক্তেন যোনেরন্তর্গতেন সা॥
মৃতে তু গর্ভে গর্ভিণ্যা যৌনৌ শস্ত্রং প্রবেশয়েৎ
শস্ত্রশাস্ত্রার্থবিদুষী লঘুহস্তা ভয়োজ্ঝিতা॥
সচেতনন্তু শস্ত্রেণ ন কথঞ্চন দারয়েৎ।
স দীর্য্যমাণো জননীমাত্মানঞ্চাপি মারয়েৎ॥

নোপেক্ষেত মৃতং গর্ভং মুহূর্ত্তমপি পণ্ডিতঃ।
তদাশু জননীং হন্তি প্রভুতান্নং যথা পশুম্॥
প্রভুতান্নমতিমাত্রমন্নম্।

যে সকল ধাত্রী সঙ্কটাবস্থাতেও বহুনারীকে প্রসব করাইয়াছেন, এবং সম্যক্ যশোলাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রসব করাইতে যোগ্য। মূঢ়গর্ভ জীবিত থাকিলে ঘৃতাক্ত হস্ত যোনিমধ্যে প্রবেশ করাইয়া সন্তান নিঃসারণ করিবেন। গর্ভবিনষ্ট হইলে শস্ত্র শাস্ত্রার্থপণ্ডিতা, লঘুহস্তা ও ভয়শূন্যা ধাত্রী যোনিমধ্যে শস্ত্রপ্রয়োগ করিবেন। সচেতন গর্ভ বিদারণ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য, কারণ উহা বিদীর্ণ হইলে স্বয়ং বিনষ্ট হয় এবং জননীকেও বিনষ্ট করে। মৃত গর্ভ নিঃসারণে ক্ষণমাত্র উপেক্ষা করিবে না, কারণ তাহাতে জননীর প্রাণনাশ হইবার সম্ভাবনা।

যদ্ যদঙ্গং হি গর্ভস্য যোনৌ সক্তস্তু তদ্বিষক্।
সম্যগ্ বিনির্হরেচ্ছিত্বা রক্ষেন্নারীং প্রযত্নতঃ॥

ভ্রূণের যে যে অঙ্গ যোনিতে সংসক্ত হয়, সেই সেই অঙ্গ শস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া নিঃসারণ করিবে। শস্ত্রপ্রয়োগকালে যাহাতে গর্ভিণীর কোন আঘাত না লাগে, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হইতে হইবে।

শঙ্কুনা নির্হরেদ্ গর্ভমথবা যোগ্যশঙ্কুনা॥

শঙ্কু অথবা যোগ্যশঙ্কুদ্বারা মূঢ়গর্ভ আকর্ষণ করিবে।

এবং নির্হৃতশল্যানাং সিঞ্চেদুষ্ণেন বারিণা।
ততোঽভ্যক্তশরীরায়া যোনৌ স্নেহং বিধারয়েৎ।
এবং মৃদ্বী ভবেদ্ যোনিস্তচ্ছূলঞ্চোপশাম্যতি॥

এইরূপে মূঢ়গর্ভ আকর্ষণ করিয়া উষ্ণজল সেচন, শরীরে ঘৃতাভ্যঙ্গ এবং যোনিতে স্নেহ প্রয়োগ করিবে, ইহাতে যোনি মৃদু ও শূলের শান্তি হয়।

তুম্বীপত্রং তথা লোধ্রং সমভাগং সুপেষয়েৎ।
তেন লেপো ভগে কার্য্যঃ শীঘ্রং স্যাদ্ যোনিরক্ষণম্॥

লাউপত্র ও লোধ সমান ভাগে জলে পেষণ করিয়া লেপন করিলে শীঘ্র যোনির ক্ষত নিবারণ হয়।

প্রসূতা বনিতা বৃদ্ধকুক্ষিহ্রাসায় সংপিবেৎ।
প্রাতর্মথিতসংমিশ্রং ত্রিসপ্তাহাৎ কণাজটাম্॥

প্রসূতা নারী, প্রবৃদ্ধ কুক্ষির হ্রাস জন্য প্রত্যহ প্রাতে তক্রের সহিত পিঁপুলমূল সেবন করিবে। ইহা তিন সপ্তাহ ব্যাপিয়া সেবনীয়।

যা সূতে ষোড়শে বর্ষে তত্র বা ধৃতগর্ভিকা।
মৃত্যুস্তস্যাঃ সপুত্রাযাস্তৎপিতুশ্চাপি সম্মতঃ॥

যে নারী ষোড়শবর্ষে গর্ভধারণ বা প্রসব করেন, সেই নারীর, তাহারগর্ভস্থ সন্তানের এবং ঐ সন্তানের পিতার মৃত্যু হয়। ইহা জ্যোতিঃশাস্ত্রের মত।

সর্ব্বৌষধ্যম্বুনা স্নানঃ সর্ব্বাং দৈবীং ক্রিয়ামপি।
প্রযত্নেন প্রকুর্ব্বীত তদ্দোষস্য প্রশান্তয়ে॥

ঐ দোষের শান্তির জন্য সর্ব্বৌষধি জলে স্নান ও শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট দৈব কর্ম্ম সকল কর্ত্তব্য।

মক্কল্লস্য নিদানং সম্প্রাপ্তির্লক্ষণঞ্চ।

বনিতায়াঃ প্রসূতায়া বাতো রুক্ষেণ বর্দ্ধিতঃ।
তীক্ষ্ণোষ্ণশে বিতং রক্তং রুদ্ধা গ্রন্থিং করোতি হি॥
নাভ্যধঃ পার্শ্বয়োর্বস্তৌ বস্তিমূর্দ্ধনি চাপি বা।
ততশ্চ নাভৌ বস্তৌ চ ভবেচ্ছূলং তথোদরে॥
ভবেৎ পক্কাশয়াধ্মানং মূত্রসঙ্গশ্চ জায়তে।
এতত্ত্রিবগুত্তিরুদিতং মক্কল্লাময়লক্ষণম্॥
মক্কল্লশূলং প্রসূতায়া অপ্রসূতায়াশ্চাপি ভবতি।

প্রসূতা নারীর রুক্ষক্রিয়াদ্বারা বর্দ্ধিত বায়ু তীক্ষ্ণোষ্ণগুণশোষিত রক্তকে রোধ

করিয়া নাভির অধোভাগে, পার্শ্বদ্বয়ে, বস্তি অথবা বস্তিমূর্দ্ধায় গ্রন্থি উৎপাদন করে। ইহাতে নাভি, বস্তি ও উদরে শূল, পক্বাশয়ে আধ্মান এবং মূত্ররোধ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই পীড়ার নাম মক্কল্লশূল। ইহা প্রসবের পূর্ব্বেও হইতে পারে।

মক্কল্লস্য চিকিৎসা।

সঞ্চূর্ণিতং যবক্ষারং পিবেৎ কোষ্ণেন বারিণা।
সর্পিষা বা পিবেন্নারী মক্কল্লস্য নিবৃত্তয়ে॥

উষ্ণজল বা ঘৃতের সহিত যবক্ষারচূর্ণ সেবন করিলে মক্কল্লশূলের শান্তি হয়।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরিচং গজপিপ্পলী।
নাগরং চিত্রকং চব্যং রেণুকৈলাজমোদিকাম্॥
সর্ষপো হিঙ্গু ভার্গী চ পাঠেন্দ্রযবজীরকাঃ।
মহানিম্বশ্চ মূর্ব্বা চ বিষা তিক্তা বিড়ঙ্গকম্॥
পিপ্পল্যাদির্গণো হ্যেষ কফমারুতনাশনঃ।
ক্বাথমেষাং পিবেন্নারী লবণেন সমন্বিতম্॥
গুল্মশূলজ্বরহরং দীপনঞ্চামপাচনম্।
মক্কল্লশূলগুল্মঘ্নং কফানিলহরং পরম্॥

পিঁপুল, পিঁপুলমূল, মরিচ, গজপিপ্পলী, শুঁঠ, চিতামূল, চৈ, রেণুক, এলাইচ, বনযমানী, সর্ষপ, হিং, বামুনহাটী, আকনাদি, ইন্দ্রযব, জীরা, মহানিম্বছাল, মূর্ব্বামূল, আতইচ, কটুকী, বিড়ঙ্গ এই সকলের ক্বাথ সৈন্ধবলবণের সহিত সেবন করিলে মক্কল্লশূল, গুল্ম এবং বাতশ্লৈষ্মিক বিবিধ পীড়া প্রশমিত হয়।

প্রসূতা যুক্তমাহারং বিহারঞ্চ সমাচরেৎ।
ব্যায়ামং মৈথুনং ক্রোধং শীতসেবাঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥
মিথ্যাচারাৎ সূতিকায়া যো ব্যাধিরুপজায়তে।
সকৃচ্ছ্রসাধ্যোঽসাধ্যো বা ভবেৎ তৎ পথ্যমাচরেৎ॥

প্রসূতা নারী উপযুক্ত আহার বিহার করিবেন। ব্যায়াম, মৈথুন, ক্রোধ ও শীতসেবা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অনিষ্টকর। অযোগ্য আচরণদ্বারা প্রসূতা নারীর যে পীড়া উপস্থিত হয়, তাহা কৃচ্ছ্রসাধ্য বা অসাধ্য জানিবে। অতএব সর্ব্বতোভাবে পথ্যাবলম্বন করা উচিত।

সূতিকারোগস্য নিদানম্।

মিথ্যোপচারাৎ সংক্লেশাদ্বিষমাজীর্ণভোজনাৎ।
সূতিকায়াস্তু যে রোগা জায়ন্তে দারুণাশ্চ তে॥

মিথ্যোপচারাৎ অনুচিতাচরণাৎ প্রবাতাদি-সেবনাৎ। সংক্লেশাত্তে উৎক্লেশাত্তে দোষা অনেনেতি সংক্লেশো দোষজনকমাত্রম্। দারুণাঃ কষ্টসাধ্যাঃ।

বাত্যাসেবনাদি অনুচিত আচরণ, দোষজনক ক্রিয়া, বিষমাশন ও অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন এই সকল কারণে প্রসূতা নারীর যে সকল রোগ উপস্থিত হয়, তাহারা অতি কষ্টসাধ্য জানিবে।

অঙ্গমর্দ্দো জ্বরঃ কম্পঃ পিপাসা গুরুগাত্রতা।
শোথঃ শূলাতিসারৌ চ সূতিকারোগলক্ষণম্॥

অঙ্গমর্দ্দন, জ্বর, কম্প, পিপাসা, গাত্রভার, শোথ, শূল ও অতিসার এই সকল সূতিকা রোগের লক্ষণ জানিবে।

জ্বরাতিসারশোথাশ্চ শূলানাহবলক্ষয়াঃ।
তন্দ্রারুচিপ্রসেকাদ্যা বাতশ্লেষ্মসমুদ্ভবাঃ॥
কৃচ্ছ্রসাধ্যা হি যে রোগা ক্ষীণমাংসবলাশ্রিতাঃ।
তে সর্ব্বে সূতিকানাম্না রোগাস্তে চাপ্যুপদ্রবাঃ॥

সূতিকাভবত্বেন সূতিকানাম্না তে রোগাঃ আশ্রয়াশ্রিতয়োরভেদোপচারাৎ। যে চাপ্যুপদ্রবা ইতি ত এব জ্বরাদয় উক্তানাং রোগাণামন্ততমং প্রধানীকৃত্যোপদ্রবাশ্চ ভবন্তীত্যর্থঃ।

প্রসূতা নারীর জ্বর, অতিসার, শোথ, শূল, আনাহ, বলক্ষয়, তন্দ্রা, অরুচি ও প্রসেক এই সকল বাতশ্লৈষ্মিক ব্যাধি

সূতিকা রোগ বলিয়া উক্ত হয়। রোগিণীর বলমাংসক্ষয় হইলে উহারা অতি কষ্টসাধ্য হইয়া-থাকে।

সূতিকারোগস্য চিকিৎসা।

সূতিকারোগশান্ত্যর্থং কুর্য্যাদ্ বাতহরীং ক্রিয়াম্।
দশমূলকৃতং ক্বাথং কোষ্ণং দদ্যাদ্ ঘৃতান্বিতম্॥

সূতিকারোগের প্রশমনার্থে বাতনাশক ক্রিয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে ঘৃতসংযুক্ত ঈষদুষ্ণ দশমূলের ক্বাথ উপকারী।

সূতিকাদশমূলম্।

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতীদ্বয়গোক্ষুরম্।
দাসী প্রসারণী বিশ্ব গুড়ূচী মুস্তকং তথা।
নিহন্তি সূতিকারোগং জ্বরং দাহসমন্বিতম্॥

শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, নীলঝাঁটিমূল, গন্ধভাতুলে, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও মুতা ইহাদের কাথপানে সূতিকা-জ্বরের শান্তি হয়।

সহাচরকৃতঃ ক্বাথঃ পিপ্পলীচূর্ণসংযুতঃ।
দীপনো জ্বরদোষামসূতিকারোগনাশনঃ॥

ঝাঁটিমূলের কাথ পিপুলচূর্ণের সহিত সেবন করিলে সূতিকারোগের শান্তি হয়।

ভদ্রোৎকটাখ্যং লেহঞ্চ ঘৃতং ভদ্রোৎকটাদিকম্।
সৌভাগ্যশুণ্ঠীনামানং মোদকং জীরকাদিকম্।
সূতিকারিং রসঞ্চাপি বুদ্ধা যুঞ্জ্যাৎ তদাময়ে॥

সূতিকারোগে বিবেচনা করিয়া ভদ্রোৎকটাখ্য লেহ, ভদ্রোৎকটাদি ঘৃত, সৌভাগ্যশুণ্ঠীমোদক ও জীরকাদি মোদক প্রয়োগ করিবে।

প্রসূতা সার্দ্ধমাসান্তে দৃষ্টে বা পুনরার্ত্তবে।
সূতিকানামহীনা স্যাদিতি ধন্বন্তরের্ম্মতম্॥

প্রসূতা নারী দেড়মাসের পর অথবা পুনর্ব্বার রজোদর্শন হইলে সূতিকাশঙ্কা হইতে বিমুক্ত হয়েন।

উপদ্রববিহীনা চ বলবহ্নিসমন্বিতা।
ঊর্দ্ধং চতুর্ভ্যো মাসেভ্যঃ পরিহারং বিবর্জ্জয়েৎ॥

প্রসূতানারী উপদ্রববিহীন ও বলবহ্নিযুক্ত হইলে চারিমাসের পর নিয়ম ত্যাগ করিতে পারিবেন।

স্তনরোগাধিকারঃ।

স্তনরোগস্য সংপ্রাপ্তিঃ।

সক্ষীরৌ বাপ্যদুগ্ধৌ বা দোষঃ প্রাপ্য স্তনৌ স্ত্রিয়াঃ।
রক্তং মাংসঞ্চ সন্দূষ্য স্তনরোগায় কল্পতে॥

বাতাদিদোষ দুগ্ধযুক্ত বা দুগ্ধহীন স্তনকে আশ্রয় এবং রক্ত ও মাংসকে দূষিত করিয়া স্তনরোগ উৎপাদন করে।

পঞ্চানামপি তেষাং হি রক্তজং বিদ্রধিং বিনা।
লক্ষণানি সমানানি বাহ্যবিদ্রধিলক্ষণৈঃ॥
পঞ্চানাং বাতপিত্তকফসন্নিপাতাগন্তুজানাম্।
আগন্তুস্তনরোগোঽভিঘাতেন শল্যেন চ বোদ্ধব্যঃ।
রক্তজস্যাসম্ভবঃ স্বভাবাৎ।

পূর্ব্বে যে ছয়প্রকার বিদ্রধি উক্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে রক্তজ বিদ্রধি ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও আগন্তুজ এই পাঁচপ্রকার বিদ্রধি স্তনে হইয়া থাকে। ইহাদের লক্ষণ পূর্ব্বকথিত বাহ্যবিদ্রধি সকলের ন্যায় জানিবে।

গুরুভির্বিবিধৈরন্নৈর্দুষ্টৈর্দোষৈঃ প্রদূষিতম্।
ক্ষীরং ধাত্র্যাঃ কুমারস্য নানারোগায় কল্পতে॥

বিবিধ গুরু অন্ন দ্বারা দুষ্ট দোষ কর্তৃক বিকৃত দুগ্ধ, বালকের নানারোগের হেতু হয়। অতএব দুগ্ধের দোষ অবশ্য শোধনীয়।

কষায়ং সলিলপ্লাবি স্তন্যং মারুতদূষিতম্ ॥
কট্বম্ললবণং পীতরাজীমৎ পিত্তসংযুতম্ ॥
কফদুষ্টং ঘনং তোয়ে নিমজ্জতি চ পিচ্ছিলম্ ।
দ্বিলিঙ্গং দ্বন্দ্বজং বিদ্যাৎ সর্ব্বলিঙ্গং ত্রিদোষজম্ ॥

বাতদূষিত দুগ্ধ কষায়াস্বাদ হয় ও জলে ভাসে। পিত্তদূষিত দুগ্ধ কটু, অম্ল বা লবণাস্বাদ এবং পীতবর্ণরাজীযুক্ত হয়। কফদুষ্ট দুগ্ধ ঘন ও পিচ্ছিল হয় এবং জলে ডুবিয়া যায়। উভয়বিধ লক্ষণ দর্শনে দ্বিদোষদূষিত এবং সর্ব্ববিধ লক্ষণ দর্শনে সান্নিপাতিক বলিয়া জানিবে।

অদুষ্টঞ্চাপ্সুনিক্ষিপ্তমেকীভবতি পাণ্ডরম্ ।
মধুরঞ্চাবিবর্ণঞ্চ প্রসন্নং তৎ প্রশস্যতে ॥

যে দুগ্ধ জলে নিক্ষিপ্ত হইলে জলের সহিত একীভূত হইয়া যায় এবং যাহা পাণ্ডুবর্ণ, মধুর, প্রকৃত বর্ণবিশিষ্ট ও নির্ম্মল তাহা নির্দোষ জানিবে।

স্তনরোগস্য সংপ্রাপ্তিঃ ।

শোথং স্তনোত্থিতমবেক্ষ্য ভিষগ্ বিদধ্যাদ্
যদ্বিদ্রধাবভিহিতং বহুধা বিধানম্ ।
আমে বিদাহিনি তথৈব চ তস্য পাকে
তস্যাঃ স্তনৌ সততমেব হি নির্দুহীত ॥

স্তনে শোথ দর্শন হইলে বিদ্রধির ন্যায় ক্রিয়া করিবে। বিদ্রধির আমাবস্থায়, পচ্যমানাবস্থায় ও পক্বাবস্থায় যে যে ক্রিয়া উক্ত হইয়াছে, ইহাতেও সেই সকল কর্ত্তব্য। স্তনরোগে সতত স্তনদোহনপূর্ব্বক দুগ্ধ নিঃসারণ করা কর্ত্তব্য।

পিত্তঘ্নানি তু শীতানি দ্রব্যাণ্যত্র প্রয়োজয়েৎ ।
জলৌকোভির্হরেদ্রক্তং ন স্তনাবুপনাহয়েৎ ॥
উপনাহয়েৎ স্বেদয়েৎ ।

স্তনরোগে স্তনে পিত্তঘ্ন ও শীতল দ্রব্য-সকল প্রলেপাদিরূপে প্রয়োগ করিবে। জলৌকা দ্বারা রক্তনিঃসারণ বিশেষ হিতকর। স্তনে স্বেদক্রিয়া নিষিদ্ধ।

লেপো বিশালামূলেন হন্তি পীড়াং স্তনোত্থিতাম্ ।
নিশাকনককল্কাভ্যাং লেপঃ প্রোক্তঃ স্তনার্ত্তিহা ॥

রাখালশসার মূল অথবা হরিদ্রা ও ধুতূরাপত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে স্তনরোগের শান্তি হয়।

নিরীক্ষ্য বিকৃতং স্তন্যং দোষমালোচ্য বৈ ভিষক্ ।
তদ্দোষশমনং পানমন্নমৌষধমাচরেৎ ॥

বিকৃত স্তন্য দর্শন করিয়া লক্ষণানুসারে দোষ নির্ণয় করিয়া তদ্দোষের প্রশমক অন্ন, পানীয় ও ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

বৃংহণীয়ং বিধিং কুর্য্যাৎ দৃষ্ট্বা হি দুগ্ধৌ স্তনৌ স্ত্রিয়াঃ ॥

স্তনে দুগ্ধের অভাব হইলে বৃংহণীয় বিধি ব্যবস্থা করিবে।

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

বালরোগাধিকারঃ ।

বালরোগাণাং নিদানম্ ।

ধাত্র্যাস্তু গুরুভির্ভোজ্যৈর্বিষমৈর্দোষলৈস্তথা ।
দোষা দেহে প্রকুপ্যন্তি ততঃ স্তন্যং প্রদুষ্যতি ॥
মিথ্যাহারবিহারিণ্যা দুষ্টা বাতাদয়স্ত্রয়ঃ ।
দূষয়ন্তি পয়স্তেন জায়ন্তে ব্যাধয়ঃ শিশোঃ ॥

গুরু, বিষম ও দোষজনক আহার ও অযোগ্য আচরণদ্বারা ধাত্রীর দেহে বাতাদি দোষত্রয় প্রকুপিত হইয়া স্তন্যকে দূষিত করে। ঐ বিকৃত স্তন্যপানে শিশুর নানা পীড়া জন্মে।

বাতদুষ্টং শিশুঃ স্তন্যং পিবন্ বাতগদাতুরঃ
ক্ষামস্বরঃ কৃশাঙ্গঃ স্যাদ্বদ্ধবিণ্মূত্রমারুতঃ ॥

বাতদুষ্ট স্তনদুগ্ধ পানকরিলে শিশুর বাতজ পীড়া, স্বরের ও দেহের ক্ষীণতা এবং মল, মূত্র ও বায়ুর নির্গমরোধ হয়।

স্বিন্নো ভিন্নমলো বালঃ কামলাপিত্তরোগবান্।
তৃষ্ণালুরুষ্ণসর্ব্বাঙ্গঃ পিত্তদুষ্টং পয়ঃ পিবন্॥

পিত্তদুষ্ট স্তন্য পানকরিলে শিশুর স্বেদ-নির্গম, মলভেদ, তৃষ্ণা, সর্ব্বাঙ্গের উষ্ণতা এবং কামলা ও অন্যান্য পৈত্তিক রোগ উপস্থিত হয়।

শ্লেষ্মদুষ্টং পিব-ক্ষীরং লালালুঃ শ্লেষ্মরোগবান্।
নিদ্রার্দ্দিতো জড়ঃ শূনো বক্রাক্ষশ্ছর্দ্দনঃ শিশুঃ॥

কফদুষ্ট স্তন্য পানকরিলে শিশুর শ্লৈষ্মিক-রোগ উপস্থিত হইয়া লালাস্রাব, অত্যন্ত নিদ্রা, জড়তা, শোথ, চক্ষের বক্রতা (রক্তাক্ষ ইতিপাঠে রক্ততা) ও বমি উপস্থিত হয়।

জ্বরাদ্যা ব্যাধয়ঃ সর্ব্বে মহতাং যে পুরেরিতাঃ।
বালানামপি তে তদ্বদ্ বোদ্ধব্যা ভিষগুত্তমৈঃ॥
বালানামেব যে রোগা ভবন্তি মহতাং ন চ।
তালুকণ্টকমুখ্যাস্তানবধারয় যত্নতঃ॥

পূর্ব্বে সাধারণতঃ যে জ্বরাদি ব্যাধি উক্ত হইয়াছে, বালকদিগেরও সেই সকল হইয়া থাকে। কিন্তু তালুকণ্টক প্রভৃতি কতকগুলি রোগ বালকদিগেরই হয়, বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি-দিগের হয় না। এক্ষণে সেই সকল লিখিত হইতেছে।

তত্রাদৌ তালুকণ্টকমাহ।

তালুমাংসে কফঃ ক্রুদ্ধঃ কুরুতে তালুকণ্টকম্।
তেন তালুপ্রদেশস্য নিম্নতা মূর্দ্ধ্নি জায়তে॥
তালুপাতাৎ স্তনদ্বেষঃ কৃচ্ছ্রাৎপানং শকৃদ্দ্রবম্।
তৃড়ক্ষিকণ্ঠাস্যরুজা গ্রীবাদুর্দ্ধরতা বমিঃ॥

তালুমাংসে কফ বিকৃত হইয়া তালু-কণ্টক রোগ উৎপাদন করে। ইহাতে মস্তক বসিয়া যায়। এই পীড়ায় স্তন্যদ্বেষ, কষ্টে স্তন্য পান, মলের তরলতা, তৃষ্ণা, চক্ষে, কণ্ঠে ও মুখে বেদনা, মস্তকের অবনমন এবং স্তন্যবমন এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

মহাপদ্মমাহ।

বিসর্পস্তু শিশোঃ প্রাণনাশনো বস্তিশীর্ষজঃ।
পদ্মবর্ণো মহাপদ্মরোগো দোষত্রয়োদ্ভবঃ।
শঙ্খাভ্যাং হৃদয়ং যাতি হৃদয়াচ্চ গুদং ব্রজেৎ॥

পদ্মবর্ণো লোহিতপদ্মবর্ণঃ তত্র শীর্ষজো বিসর্পঃ শঙ্খাভ্যাং হৃদয়ং যাতি হৃদয়াচ্চ গুদং ব্রজেৎ। এবং বস্তিজো গুদং যাতি গুদতো হৃদয়ং হৃদয়াচ্ছিরো যাতীতি বোদ্ধব্যম্।

শিশুর বস্তি ও মস্তকে লোহিতপদ্মবর্ণ, ত্রিদোষোদ্ভব, মহাপদ্মনামক প্রাণনাশক বিসর্পরোগ উৎপন্ন হয়। শিরোজাত বিসর্প শঙ্খদিয়া হৃদয় ও হৃদয় হইতে গুহ্যে আইসে। এবং বস্তিজাত বিসর্প প্রথমে গুহ্যে, গুহ্য হইতে হৃদয়ে ও হৃদয় হইতে মস্তকে যায়।

কুকূণকমাহ।

কুকূণকঃ ক্ষীরদোষাচ্ছিশূনামক্ষিবর্ত্মনি।
জায়তে সরুজং নেত্রং কণ্ডুরঞ্চ স্রবেন্মুহুঃ।
শিশুঃ কুর্য্যাল্ললাটাক্ষিকূটনাসাবঘর্ষণম্।
শক্তো নার্কপ্রভাং দ্রষ্টুং ন বর্ত্মোন্মীলনক্ষমঃ॥

বিকৃত দুগ্ধপানে শিশুর কুকূণক নামক নেত্ররোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে চক্ষে বেদনা, কণ্ডূ ও উহা হইতে মুহুর্মুহুঃ স্রাব নির্গত হয়। শিশু কপাল, চক্ষুঃ ও নাসিকা ঘর্ষণ করে এবং সূর্য্যকিরণ দর্শন বা চক্ষের পাতা উন্মীলন করিতে পারে না।

পারিগর্ভিকমাহ।

মাতুঃ কুমারো গর্ভিণ্যাঃ স্তন্যং প্রায়ঃ পিবন্নপি।
কাসাগ্নিসদবমথুতন্দ্রাকার্শ্যারুচিভ্রমৈঃ॥
যুজ্যতে কোষ্ঠবৃদ্ধ্যা চ তমাহুঃ পারিগর্ভিকম্।
রোগং পরিভবাখ্যঞ্চ যুঞ্জ্যাৎ তত্রাগ্নিদীপনম্॥
পিবন্নপীতি অপিশব্দাদপিবন্নপি।

গর্ভবতী জননীর স্তন্যপান করিলে অথবা স্তন্যের অভাব হইলে বালকের কাস, অগ্নিহানি, বমি, তন্দ্রা, কৃশতা, অরুচি ও ভ্রম উপস্থিত এবং উদরের বৃদ্ধি হয়। এই পীড়ার নাম পারিগর্ভিক বা পরিভব। চলিত কথায় ইহাকে এঁড়েলাগা বলে।

ক্ষুদ্ররোগে চ কথিতে অজগল্ল্যহিপূতনে॥

শিশুদিগের অজগল্লী ও অহিপূতন নামে আর দুইটী রোগ হইয়া থাকে। উহাদের লক্ষণ ক্ষুদ্ররোগাধিকারে লিখিত হইবেক।

বাতেনাধ্মাপিতা নাভিঃ সরুজা তুণ্ডিরুচ্যতে।
বালস্য গুদপাকাখ্যো ব্যাধিঃ পিত্তেন জায়তে॥

তন্ত্রান্তরে তুণ্ডি ও গুদপাক নামক আর দুইটী বালরোগ কথিত হইয়াছে। বায়ুদ্বারা আধ্মাপিত ও বেদনাযুক্ত নাভিকে তুণ্ডি বলে। এবং গুদপাকরোগ পিত্তহেতু সমুদ্ভূত হইয়া থাকে।

অথ দন্তোদ্ভেদকান্ রোগানাহ।

দন্তোদ্ভেদঃ শিশোঃ সর্ব্বরোগাণাং কারণং স্মৃতম্।
বিশেষাজ্জ্বরবিড়্ভেদকাসাক্ষেপশিরোরুজাম্।
পোথকীস্যন্দবাত্তীনাং বিসর্পস্য চ জায়তে।
কারণমিত্যন্বয়ঃ। পোথকী বর্ত্মরোগবিশেষঃ।

শিশুদিগের দন্তোদ্ভেদকালে নানারোগ উপস্থিত হয়। দন্তোদ্ভেদ, সমস্ত রোগের বিশেষতঃ জ্বর, অতিসার, কাস, আক্ষেপ, শিরোরোগ, পোথকী, অভিষ্যন্দ, বমন ও বিসর্প এই সকল রোগের হেতুভূত।

বালগ্রহা অনাচারাৎ পীড়য়ন্তি শিশুং যতঃ।
তস্মাৎ তদুপসর্গেভ্যো রক্ষেদ্বালং প্রযত্নতঃ॥

স্কন্দাদি বালগ্রহগণ অনাচারদোষে শিশুদিগের পীড়া উৎপাদন করে, অতএব ঐ উপসর্গ হইতে বালকদিগকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে।

কুলেষু যেষু নেজ্যন্তে দেবাঃ পিতর এব চ।
ব্রাহ্মণাঃ সাধবো বাপি গুরবোঽতিথয়স্তথা॥
নিবৃত্তশৌচাচারেষু তথা কুৎসিতবৃত্তিষু।
নিবৃত্তভিক্ষাবলিষু ভগ্নকাংস্যগৃহেষু চ।
তে বৈ বালাংশ্চ তাংস্তান্ হি গ্রহা হিংসন্ত্যশঙ্কিতাঃ

যে সকল বংশে দেবতা, পিতৃলোক, ব্রাহ্মণ, সাধু, গুরু ও অতিথিগণের পূজা হয় না, শৌচাচার নাই, ভিক্ষাদান ও বলিক্রিয়া নাই, কুৎসিতবৃত্তি সংসক্ত থাকে এবং ভগ্নকাংস্যপাত্র গৃহে রাখা হয়, সেই সকল বংশের বালকগণকে বালগ্রহগণ অশঙ্কিত হইয়া হিংসা করে।

সামান্যগ্রহজুষ্টানাং রোগানাহ।

ক্ষণাদুদ্বিজতে বালঃ ক্ষণাৎ ত্রস্যতি রোদিতি।
নখৈর্দন্তৈর্দারয়তি ধাত্রীমাত্মানমেব চ॥
ঊর্দ্ধং নিরীক্ষতে দন্তান্ খাদেৎ কূজতি জৃম্ভতে।
ভ্রুবৌ ক্ষিপতি দন্তৌষ্ঠং ফেনং বমতি চাসকৃৎ॥
ক্ষামোঽতি নিশি জাগর্ত্তি শূনাক্ষো ভিন্নবিট্স্বরঃ।
মাংসশোণিতগন্ধী চ ন চাশ্নাতি যথা পুরা॥
দুর্ব্বলো মলিনাঙ্গশ্চ নষ্টসংজ্ঞশ্চ জায়তে।
সামান্যগ্রহজুষ্টস্য লক্ষণং সমুদাহৃতম্।

বালক স্কন্দাদি গ্রহকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে কখন উদ্বিগ্ন হয়, কখন ভয় পায়, কখন বা রোদন করে। নখ ও দন্তদ্বারা ধাত্রীকে

ও আপনাকে আঘাত করে। ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া থাকে, দন্তদ্বারা দন্তঘর্ষণ, অস্পষ্ট রব ও জৃম্ভণ করে। ভ্রূ, দন্ত ও ওষ্ঠ বিক্ষিপ্ত এবং বারংবার ফেন বমন করে। অতিশয় ক্ষীণ হইয়া পড়ে, রাত্রিতে ঘুমায় না। উহার চক্ষুঃ স্ফীত হয়, দ্রবমল ভেদ হইতে থাকে, গাত্রে মাংস ও শোণিতের গন্ধ নির্গত হয়, পূর্ব্বের ন্যায় আহারশক্তি থাকে না, এইরূপ শিশু ক্রমশঃ অতিবলহীন, মলিন-দেহ ও সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে।

বিশিষ্টগ্রহজুষ্টানাং লক্ষণানি ।

তত্র স্কন্দগ্রহজুষ্টস্য লক্ষণম্ ।

স্রস্তাঙ্গঃ ক্ষতজগন্ধিকঃ স্তনদ্বিড়্
বক্রাস্যো হতচরণৈকপক্ষনেত্রঃ।
উদ্বিগ্নঃ সসলিলচক্ষুরল্পরোদী
স্কন্দার্ত্তো ভবতি চ গাঢ়মুষ্টিবন্ধঃ॥

স্কন্দগ্রহার্ত্ত শিশু স্রস্তাঙ্গ, রক্তগন্ধযুক্ত, স্তন্যদ্বেষী, বক্রমুখ, উদ্বেগযুক্ত, সজলনেত্র ও অল্পরোদনশীল হয় ও দৃঢ়মুষ্টিবন্ধন করিয়া থাকে। ইহার চরণ, একটী নেত্র ও অর্দ্ধাঙ্গ ক্রিয়াহীন হয়।

স্কন্দাপস্মারজুষ্টস্য লক্ষণম্ ।

নিঃসংজ্ঞো ভবতি পুনর্লভেত সংজ্ঞাং
সংস্তব্ধঃ করচরণৈশ্চ নৃত্যতীব।
বিণ্মূত্রে সৃজতি চিরেণ জৃম্ভমাণঃ
ফেনং বা সৃজতি তৎসখাভিজুষ্টঃ॥

তৎসখাভিজুষ্টঃ স্কন্দাপস্মারযুক্তঃ।

স্কন্দাপস্মার নামক গ্রহকর্তৃক আক্রান্ত শিশু কখন সংজ্ঞাশূন্য হয়, কখন সংজ্ঞালাভ করে এবং কখন স্তব্ধ হইয়া থাকে। দীর্ঘ সময়ান্তে মলমূত্র ত্যাগ, জৃম্ভা ও মুখদিয়া ফেন নির্গম হয়। শিশু এরূপ করচরণ চালনা করে, বোধ হয় যেন নৃত্য করিতেছে।

শকুনিজুষ্টস্য লক্ষণম্ ।

স্রস্তাঙ্গো ভয়চকিতো বিহঙ্গগন্ধিঃ
সংস্রাবব্রণপরিপীড়িতঃ সমন্তাৎ।
স্ফোটৈশ্চ প্রচিততনুঃ সদাহপাকৈ-
র্বিজ্ঞেয়ো ভবতি শিশুঃ ক্ষতঃ শকুন্যা॥

শকুনীগ্রহকর্তৃক আক্রান্ত শিশু শিথিলাঙ্গ, ভয়চকিত, গাত্রে পক্ষিগন্ধযুক্ত, সমন্তাৎ স্রাবযুক্ত ব্রণদ্বারা পীড়িত এবং দাহ ও পাকযুক্ত স্ফোটক সমূহদ্বারা ব্যাপ্তদেহ হইয়া থাকে।

রেবতীজুষ্টস্য লক্ষণম্ ।

রক্তাস্যো হরিতমলোঽতিপাণ্ডুদেহঃ
শ্যাবো বা মুখকরপাকবেদনার্ত্তঃ।
গৃহ্ণাতি ব্যথিততনুশ্চ কর্ণনাসং
রেবত্যা ভৃশমভিপীড়িতঃ কুমারঃ॥

রেবতী গ্রহাক্রান্ত শিশুর মুখ রক্তবর্ণ, মল হরিতবর্ণ, দেহ পাণ্ডু বা শ্যামবর্ণ, মুখে ও হস্তে বেদনা ও পাক ও সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা হয় এবং শিশু কর্ণ ও নাসিকা হস্তদ্বারা ধারণ করিতে থাকে।

পূতনাজুষ্টস্য লক্ষণম্ ।

অতীসারো জ্বরস্তৃষ্ণা তির্য্যক্প্রেক্ষণরোদনম্।
নষ্টনিদ্রস্তথোদ্বিগ্নো গ্রস্তঃ পূতনয়া শিশুঃ॥

পূতনাক্রান্ত শিশু অতিসার, জ্বর ও তৃষ্ণাদ্বারা পীড়িত, সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন ও নিদ্রাশূন্য হয় এবং তির্য্যগ্‌ভাবে দৃষ্টিক্ষেপণ ও রোদন করে।

অন্ধপূতনাজুষ্টস্য লক্ষণম্।

ছর্দ্দিঃ কাসো জ্বরস্তৃষ্ণা বসাগন্ধোঽতিরোদনম্।
স্তন্যদ্বেষোঽতিসারশ্চ অন্ধপূতনয়া ভবেৎ॥

অন্ধপূতনাক্রান্ত শিশুর বমি, জ্বর, তৃষ্ণা, গাত্রে বসাগন্ধ প্রকাশ, অধিক রোদন, স্তন্যে দ্বেষ ও অতিসার হইয়া থাকে।

শীতপূতনাজুষ্টস্য লক্ষণম্।

আক্রন্দত্যভিচকিতঃ স্ববেপমানঃ
সংলীনো ভবতি ব্যথান্ত্রকূজযুক্তঃ।
স্রস্তাঙ্গো ভৃশমতিশীর্য্যতে চ শীতাৎ
তং ক্রয়াস্থিসগথ শীতপূতনার্ত্তম্॥

শীতপূতনাক্রান্ত শিশু চকিত হইয়া ক্রন্দন করে, কম্পিত ও লীনবৎ হয়, অন্ত্রে বেদনা ও অন্ত্রকূজন উপস্থিত হয়, অঙ্গ শিথিল হইয়া যায়, শিশু শীতে অতিশয় শীর্ণ হইয়া পড়ে।

মুখমুণ্ডিকাজুষ্টস্য লক্ষণম্।

প্রসন্নবর্ণবদনঃ শিরাভিরভিসংবৃতঃ।
মূত্রগন্ধী চ বহ্বাশী মুখমুণ্ডিতিকাগ্রহী॥

মুখমুণ্ডিতিকা গ্রহাক্রান্ত শিশুর বদন প্রসন্ন হয়, ঐ শিশু শিরাজালে ব্যাপ্তদেহ, গাত্রে মূত্রগন্ধযুক্ত ও বহুভোজী হয়।

যঃ ফেনং বমতি বিনম্যতে চ মধ্যে
সোদ্বেগো বিহসতি চোর্দ্ধবীক্ষমাণঃ।
কূজেচ্চ প্রয়তমথো বসাস্রগন্ধী
নিঃসংজ্ঞো ভবতি স নৈগমেয়জুষ্টঃ।

নৈগমেয় গ্রহাক্রান্ত শিশুর ফেন ও বমন হয়, দেহের মধ্যভাগ অবনত ও উদ্বেগযুক্ত হয়, হাস্য করে, উর্দ্ধদিকে চাহিয়া থাকে, নিরন্তর অব্যক্ত ধ্বনি করে ও সংজ্ঞাহীন হয় এবং গাত্র হইতে বসা ও রক্তের গন্ধ নির্গত হইয়া থাকে।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গদেশেষু রুজা যত্রাস্য জায়তে।
মুহুর্ম্মুহুঃ স্পৃশতি তং স্পৃশ্যমানে চ রোদিতি॥
নিমীলিতাক্ষো মূর্দ্ধস্থে রোগে নো ধারয়েচ্ছিরঃ।
বস্তিস্থে মূত্রসঙ্গার্ত্তঃ ক্ষুধা তৃড়পি গচ্ছতি॥
বিণ্মূত্রসঙ্গবৈকল্যাচ্ছর্দ্দ্যাধ্মানান্ত্রকূজনৈঃ।
কোষ্ঠে ব্যাধীন্ বিজানীয়াৎ সর্ব্বত্রস্থাংশ্চ রোদনৈঃ॥
শিশোস্তীব্রামতীব্রাঞ্চ রোদনাল্লক্ষয়েদ্রুজম্॥

শিশুর যে অঙ্গে পীড়া হয় মুহুর্ম্মুহুঃ সেই অঙ্গস্পর্শ করে, অন্যে ঐ স্থান স্পর্শ করিলে রোদন করে। মস্তকে রোগ থাকিলে মুদ্রিত নেত্র হইয়া থাকে ও মস্তক ধারণ করিতে পারে না। বস্তিস্থরোগে ভাল প্রস্রাব হয় না ও ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে না। মলমূত্র-রোধ, বমি, আধ্মান ও অন্ত্রশব্দদ্বারা কোষ্ঠগত ব্যাধি লক্ষ করিবে। রোদনদ্বারা সার্ব্বাঙ্গিক ব্যাধি লক্ষণীয়। পীড়া কঠিন বা সহজ হইয়াছে, তাহা রোদনদ্বারা বুঝিবে।

বালরোগাণাং চিকিৎসা।

ত্রিবিধঃ কথিতো বালঃ ক্ষীরান্নোভয়বর্ত্তকঃ।
স্বাস্থ্যং তাভ্যামদুষ্টাভ্যাং দুষ্টাভ্যাং রোগসম্ভবঃ॥
ক্ষীরপস্যৌষধং ধাত্র্যাঃ ক্ষীরান্নাদস্য চোভয়োঃ।
অন্নেন বা শিশৌ দেয়ং ভেষজং ভিষজা সদা॥

বালক ত্রিবিধ, যথা দুগ্ধজীবী, দুগ্ধান্নজীবী ও অন্নজীবী। যতদিন পর্য্যন্ত কেবল দুগ্ধপান করিয়া শিশুর জীবন রক্ষা হয়, তাবৎ তাহাকে দুগ্ধজীবী বলাযায়, দুগ্ধ ও অন্ন উভয়দ্বারা যাবৎ বর্ত্তন হয়, তাবৎ তাহাকে দুগ্ধান্নজীবী বলে, তৎপরে যখন আর দুগ্ধপানের বিশেষ আবশ্যকতা থাকে না, কেবল অন্নদ্বারাই তাহার প্রাণরক্ষা হইতে পারে,

তদবধি তাহাকে অন্নজীবী বলাযায়। ঐ দুগ্ধ ও অন্নের দোষেই বালকের পীড়া হইয়া থাকে, দুগ্ধ ও অন্ন নির্দ্দোষ থাকিলে বালকের প্রায় পীড়া হয় না। দুগ্ধজীবী শিশুর পীড়া হইলে ধাত্রীর ঔষধ সেবনাদি আবশ্যক, দুগ্ধান্নজীবীর পীড়া হইলে ধাত্রী ও শিশু উভয়েরই ঔষধ সেবন আবশ্যক। অন্নাশী বালকের পীড়া হইলে ধাত্রীর ঔষধ সেবনের প্রয়োজন নাই, অন্নের সহিত ঔষধ মিশ্রিত করিয়া শিশুকে সেই অন্ন ভোজন করাইবে।

মাত্রয়া লঙ্ঘয়েদ্ধাত্রীং শিশোর্নেষ্টং বিশোষণম্।
সর্ব্বং নিবার্য্যতে বালে স্তন্যন্তু ন নিবার্য্যতে॥
মাত্রয়া লঙ্ঘয়েৎ লঘু ভোজয়েৎ।

শিশুর পীড়া হইলে ধাত্রীকে লঘুভোজন করাইবে, শিশুর পক্ষে উপবাসাদি ব্যবস্থেয় নহে। শিশুর অপর সমস্ত নিষেধ করা যাইতে পারে, কিন্তু কদাচ স্তন্য বারণ করা যাইতে পারে না।

যো বালোঽচিরজাতঃ স্তন্যং ন গৃহ্লাতি তস্য সহসৈব।
ধাত্রীমধুঘৃতপথ্যাকল্কেনাঘর্ষয়েজ্জিহ্বাম্॥

অচিরজাত শিশু যদি স্তন্যপান না করে, তাহা হইলে আমলকী ও হরীতকী চূর্ণ করিয়া ঘৃত মধুর সহিত মিশাইয়া তদ্দ্বারা শিশুর জিহ্বা ঘর্ষণ করিবে।

স্তন্যাভাবে পয়শ্ছাগং গব্যং বা তদ্গুণং পিবেৎ॥

স্তন্য দুগ্ধের অভাব হইলে শিশুকে ছাগ বা গব্য দুগ্ধ পান করাইবে, ইহাতে শিশুর জীবন রক্ষা হয়।

মৃৎপিণ্ডেনাগ্নিতপ্তেন ক্ষীরসিক্তেন সোষ্মণা।
স্বেদয়েদুত্থিতাং নাভিং শোথস্তেনোপশাম্যতি॥

যদি নাভিতে শোথ হয়, তাহা হইলে কোন মৃত্তিকাপিণ্ড অগ্নিতে তপ্ত করিয়া দুগ্ধে ডুবাইয়া উষ্ণ উষ্ণ নাভিতে স্বেদ দিবে, ইহাতে নাভির শোথ ও বেদনাদি নিবারিত হয়।

নাভিপাকে নিশালোধ্রপ্রিয়ঙ্গুমধুকৈঃ শৃতম্।
তৈলমভ্যঞ্জনে শস্তমেভির্বাপ্যবচূর্ণনম্॥

নাভিপাকে হরিদ্রা লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও যষ্টিমধুর সহিত সিদ্ধতৈল নাভিতে লেপন অথবা ঐ সকল দ্রব্যের চূর্ণ নাভিতে প্রয়োগ করিবে।

ভেষজং পূর্ব্বমুদ্দিষ্টং নরাণাং যজ্জ্বরাদিষু।
কার্য্যং তদেব বালানাং মাত্রা তত্র কনীয়সী॥
ত এব দোষা দূষ্যাশ্চ জ্বরাদ্যা ব্যাধয়শ্চ তে।
অতস্তদেব ভৈষজ্যং মাত্রা তত্র কনীয়সী॥

পূর্ব্বে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের জ্বরাদিতে যে সকল ঔষধ বিহিত হইয়াছে, বালকদিগেরও সেই সকল ব্যবস্থেয় জানিবে। কারণ বালকদিগেরও সেই সকল দোষ ও সেই সকল দূষ্য বর্ত্তমান এবং সেই জ্বরাদিই হইয়া থাকে। অতএব ঔষধও তদ্রূপই হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? তবে অতি অল্পমাত্রায় প্রয়োজ্য।

বিরেকবস্তিবমনান্যন্তে কুর্য্যাচ্চ নাত্যয়াৎ॥
অত্যয়াৎ বিনাশকরকষ্টাদৃতে বিনা বিরেক-বস্তিবমনানি ন কুর্য্যাৎ।

শিশুদিগের পক্ষে বিরেচন, বস্তিক্রিয়া ও বমন নিষিদ্ধ। তবে যদি প্রাণসঙ্কট ব্যাধি উপস্থিত হয়, তাহাহইলে তন্নিবারণার্থ তাহাও কর্ত্তব্য।

ভদ্রমুস্তাভয়ানিম্বপটোলমধুকৈঃ কৃতঃ।
ক্বাথঃ কোষ্ণঃ শিশোরেষ নিঃশেষাজ্জ্বরনাশনঃ॥

মুতা, হরীতকী, নিমছাল, পটোলপত্র ও যষ্টিমধু ইহাদের ঈষদুষ্ণ ক্বাথ, শিশুর জ্বরনাশক।

চতুর্ভদ্রিকা।

ঘনকৃষ্ণারুণাশৃঙ্গীচূর্ণং ক্ষৌদ্রেণ সংযুতম্‌।
শিশোর্জ্বরাতিসারঘ্নং কাসং শ্বাসং বমিং হরেৎ॥

মুতা, পিপুল, আতইচ ও কাঁকড়াশৃঙ্গী ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করাইলে শিশুর জ্বরাতিসার, কাস, শ্বাস ও বমি নিবারণ হয়।

বিল্বঞ্চ পুষ্পাণি চ ধাতকীনাং
জলং সলোধ্রং গজপিপ্পলী চ।
ক্বাথাবলেহৌ মধুনা বিমিশ্রৌ
বালেষু যোজ্যাবতিসারিতেষু॥

শিশুর অতিসার হইলে বেলশুঁঠ, ধাইফুল, বালা, লোধ ও গজপিপ্পলী ইহাদের ক্বাথ ও অবলেহ মধুযোগে সেবন করাইবে।

সমঙ্গাধাতকীলোধ্রসারিবাভিঃ শৃতং জলম্‌।
দুর্দ্ধরেঽপি শিশোর্দেয়মতীসারে সমাক্ষিকম্‌॥
সমঙ্গা লজ্জালুমূলম্‌।

লজ্জালুক্ষুপের মূল, ধাইফুল, লোধ ও অনন্তমূল, ইহাদের ক্বাথ মধুর সহিত সেবন করাইলে দুর্দ্ধর অতীসারও প্রশমিত হয়।

বিড়ঙ্গাজমোদা চ পিপ্পলীতণ্ডুলানি চ।
এষামালোড্য চূর্ণানি সুখতপ্তেন বারিণা।
আমে প্রবৃত্তেঽতিসারে কুমারং পায়য়েদ্ভিষক্‌॥

বিড়ঙ্গ, বনযমানি ও পিঁপুল ইহাদের চূর্ণ অল্প উষ্ণজলের সহিত পান করাইলে আমাতিসারের শান্তি হয়।

মোচারসঃ সমঙ্গা চ ধাতকী পদ্মকেশরম্‌।
পিষ্টৈরেতৈর্যবাগূঃ স্যাদ্রক্তাতীসারনাশিনী॥

মোচরস, লজ্জালুমূল, ধাইফুল ও পদ্মকেশর মিশ্রিত ১ তোলা, পুরাতন সূক্ষ্মতণ্ডুল চূর্ণ ১ তোলা এবং জল ১১ তোলা। এই সমুদায় একত্র পাক করিয়া যবাগূ প্রস্তুত করিবে। এই যবাগূ রক্তাতিসার প্রশমক।

নাগরাতিবিষামুস্তা বালকেন্দ্রযবৈঃ শৃতম্‌।
কুমারং পায়য়েৎপ্রাতঃ সর্ব্বাতীসারনাশনম॥

শুঁঠ, আতইচ, মুতা, বালা ও ইন্দ্রযব ইহাদের ক্বাথ পান করাইলে সর্ব্ববিধ অতীসারের শান্তি হয়। ইহা প্রাতে দেয়।

লাজাঃ সযষ্টীমধুকাঃ শর্করা ক্ষৌদ্রমেব চ।
তণ্ডুলোদকযোগেন ক্ষিপ্রং হন্তি প্রবাহিকাম্‌॥

খইচূর্ণ, যষ্টিমধুচূর্ণ, চিনি ও মধু একত্র করিয়া তণ্ডুলজলের সহিত সেবন করাইলে শিশুর প্রবাহিকা প্রশমিত হয়।

রজনী সরলো দারু বৃহতী গজপিপ্পলী।
পৃশ্নিপর্ণী শতাহ্বা চ লীঢ়া মাক্ষিকসর্পিষা॥
দীপনং গ্রহণীং হন্তি মারুতার্ত্তিং সকামলাম্‌।
জ্বরাতীসারপাণ্ডুঘ্নং বালানাং সর্ব্বরোগনুৎ॥

হরিদ্রা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, বৃহতী, গজপিপ্পলী, চাকুলে ও শুল্‌ফা ইহাদের চূর্ণ মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করাইলে গ্রহণী, বাতাময়, কামলা, জ্বরাতিসার ও পাণ্ডুরোগের শান্তি ও অগ্নির দীপ্তি হয়।

পৌষ্করাতিবিষা বাসা কণা শৃঙ্গীরসং লিহেৎ।
মধুনা মুচ্যতে বালঃ কাসৈঃ পঞ্চভিরুত্থিতৈঃ॥

কুড়, আতইচ, বাসকছাল, পিঁপুল, ও কাঁকড়াশৃঙ্গী ইহাদের ক্বাথ মধুর সহিত পান করাইলে কাসের শান্তি হয়।

দ্রাক্ষাবাসাভয়াকৃষ্ণাচূর্ণং ক্ষৌদ্রেণ সর্পিষা।
লীঢ়ং শ্বাসং নিহন্ত্যাশু কাসঞ্চ তমকং তথা॥

দ্রাক্ষা, বাসকছাল, হরীতকী ও পিঁপুল ইহাদের চূর্ণ মধু ও ঘৃতের সহিত সেবন করাইলে শ্বাস ও কাসের শান্তি হয়।

চূর্ণং কটুকরোহিণ্যা মধুনা সহ যোজয়েৎ।
হিক্কাং প্রশময়েৎ ক্ষিপ্রং ছর্দ্দিঞ্চাপি চিরোত্থিতাম্‌॥

কটুকীচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করাইলে হিক্কা ও বমি নিবারণ হয়।

আম্রাস্থিলাজসিন্ধুত্থং সক্ষৌদ্রং ছর্দ্দিনুত্তবেৎ ॥

আম্রকেশী, খইচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ মধুর সহিত সেবন করাইলে বমি নিবারিত হয়।

পীতং পীতং বমেদ্ যস্তু স্তন্যং তন্মধুসর্পিষা ।
দ্বিবার্ত্তাকীফলরসং পঞ্চকোলঞ্চ লেহয়েৎ ॥

শিশু যদি পুনঃ পুনঃ পীতস্তন্য পুনঃ পুনঃ বমন করে, তাহা হইলে তাহাকে মধু ও ঘৃতের সহিত বৃহতী ও কণ্টকারীর ফলের রস অথবা পঞ্চকোলের (পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চৈ, চিতামূল ও শুঁঠ ইহাদের) ক্বাথ পান করাইবে।

ঘৃতেন সিন্ধুবিশ্বৈলাহিঙ্গুভার্গীরজো লিহন্ ।
আনাহং বাতিকং শূলং হন্যাৎ তোয়েন বা শিশুঃ ॥

সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, এলাইচ, হিং ও বামনহাটী ইহাদের চূর্ণ ঘৃত বা জলের সহিত সেবন করাইলে আনাহ ও বাতশূলের নিবৃত্তি হয়।

বিল্বমূলকষায়েণ লাজাং চৈব সশর্করাম্ ।
আলোড্য পায়য়েদ্বালং ছর্দ্যতীসারনাশনম্ ॥

বিল্বমূলের ক্বাথে খই ও চিনি গুলিয়া শিশুকে পান করাইলে বমি ও অতীসার নিবারণ হয়।

গৃহধূমনিশাকুষ্ঠরাজিকেন্দ্রযবৈঃ শিশোঃ ।
লেপস্তক্রেণ হন্ত্যাশু সিধ্মপামাবিচর্চ্চিকাঃ ॥

গৃহের ঝুল, হরিদ্রা, কুড়, রাইসর্ষপ ও ইন্দ্রযব তক্রের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে সিধ্ম, পামা ও বিচর্চ্চিকা প্রশমিত হয়।

সারিবা তিল লোধ্রাণাং কষায়ো মধুকস্য চ ।
সংস্রাবিণি মুখে শস্তো ধাবনার্থং শিশোঃ সদা ॥

অনন্তমূল, তিল, লোধ ও যষ্টিমধু ইহাদের কাথদ্বারা মুখ ধৌত করাইলে মুখস্রাব নিবারণ হয়।

অশ্বত্থত্বগ্দলক্ষৌদ্রৈর্মুখপাকে প্রলেপনম্ ॥

মুখপাকে অশ্বত্থের ত্বক্ ও পত্র বাঁটিয়া মধুর সহিত মিশাইয়া প্রলেপ দিবে।

পিপ্পলীত্রিফলাচূর্ণং ঘৃতক্ষৌদ্রপরিপ্লুতম্ ।
বালো রোদিতি যস্তস্মৈ লীঢ়ং দদ্যাৎ সুখাবহম্ ॥

শিশু যদি সর্ব্বদা রোদন করে, তাহা হইলে তাহাকে পিঁপুল, হরীতকী, আমলা ও বহেড়ার চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করাইবে।

হরীতকী বচাকুষ্ঠ কল্কং মাক্ষিকসংযুতম্ ।
পীত্বা কুমারঃ স্তন্যেন মুচ্যতে তালুকণ্টকাৎ ॥

হরীতকী, বচ ও কুড়চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করাইলে তালুকণ্টক রোগের শান্তি হয়।

ফলত্রিকং লোধ্রপুনর্নবে চ
সশৃঙ্গবেরং বৃহতীদ্বয়ঞ্চ ।
আলেপনং শ্লেষ্মহরং সুখোষ্ণং
কুকূণকে কার্য্যমুদাহরন্তি ॥

হরীতকী, আমলা, বহেড়া, লোধ, পুনর্নবা, শুঁঠ, বৃহতী ও কণ্টকারী এই সকল জলে বাঁটিয়া অল্প উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে কুকূণক রোগের শান্তি হয়।

দন্তপালীন্তু মধুনা চূর্ণেন প্রতিসারয়েৎ ।
ধাতকীপুষ্পপিপ্পল্যোর্ধাত্রীফলরসেন বা ॥

দন্তোদ্ভেদের লক্ষণ বুঝিলে দন্তপালীতে মধুর সহিত ধাইফুল ও পিঁপুলের চূর্ণ ঘর্ষণ করিবে। আমলকীর রসদ্বারা দন্তপালী মর্দ্দনও হিতকর।

দন্তোদ্ভবেষু রোগেষু ন বালমতিযন্ত্রয়েৎ ।
স্বয়মেবোপশাম্যন্তি জাতদন্তস্য তে গদাঃ ॥

দন্তোদ্ভেদ জন্য পীড়ায় বিশেষ চিকিৎসা অবলম্বন করিয়া শিশুকে অধিক যন্ত্রণা দিবার আবশ্যকতা নাই, দন্ত উঠিলে আপনা আপনিই সেই সকল উপসর্গের নিবৃত্তি হয়।

বিভীতকফলং কুষ্ঠং হরিতালং মনঃশিলা।
এভিস্তৈলং বিপক্তব্যং বালানাং পূতিকর্ণকে॥

বহেড়া, কুড়, হরিতাল ও মনছাল এই সকলের সহিত তৈল পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে পূতিকর্ণ রোগের শান্তি হয়।

স্বর্ণ গৈরিকস্যাপি চূর্ণানি মধুনা সহ।
লীঢ়্বা সুখমবাপ্নোতি ক্ষিপ্রং হিক্কার্দ্দিতঃ শিশুঃ॥

মধুর সহিত স্বর্ণগৈরিক চূর্ণ অবলেহনে শিশুর হিক্কা নিবারণ হয়।

পারিগর্ভিকরোগে তু পূজ্যতে বহ্নিদীপনম্॥

পারিগর্ভিকরোগে অগ্নিদীপক ঔষধ সকল ব্যবস্থেয়।

কণোষণসিতাক্ষৌদ্র সূক্ষ্মৈলাসৈন্ধবৈঃ কৃতঃ
মূত্রগ্রহে প্রয়োক্তব্যঃ শিশূনাং লেহ উত্তমঃ।

শিশুর মূত্ররোধ হইলে পিপুল, মরিচ, চিনি, মধু, ছোটএলাইচ ও সৈন্ধবলবণ এই সমুদায় দ্রব্য মধুযোগে অবলেহন করাইবে।

দুষ্টমন্নাদিভির্মাতুঃ স্তন্যং সংপিবতঃ শিশোঃ।
যদা প্রকুপিতং পিত্তং গুদং সমভিধাবতি।
তদা সঞ্জায়তে তত্র জলৌকোদরসন্নিভঃ।
ব্রণঃ সদাহো ব্যক্তোষ্মা তদাস্য স্যাজ্জ্বরঃ পরঃ॥
হরিতং পীতকং বাপি বর্চ্চস্তেন ভবেদ্ধ্রুবম্।
ব্রণঃ পশ্চাব্রুজো নাম ব্যাধিঃ পরমদারুণঃ॥

মাতার কদন্নাদি ভোজন জন্য বিকৃত স্তনদুগ্ধ পানহেতু শিশুর দেহস্থ পিত্ত প্রকুপিত হইয়া গুহ্যদেশে উপস্থিত হইয়া জোঁকের উদরের ন্যায় ব্রণ উৎপাদন করে। ইহাতে দাহ ও উষ্মার উদ্ভব ও জ্বর উপস্থিত হয় এবং পীত বা হরিতবর্ণ মল নির্গত হইতে থাকে। এই ব্যাধির নাম পশ্চারুজ, ইহা অতি কষ্টদায়ক পীড়া।

চন্দনং শারিবে দ্বে চ শঙ্খিনীতি সমাযুতৈঃ।
পশ্চারুজে প্রলেপোঽয়মবলেহশ্চ শস্যতে॥

পশ্চারুজরোগে রক্তচন্দন, অনন্তমূল, শ্যামালতা ও চোরকাঁচকী এই সমুদায়ের প্রলেপ ও অবলেহ ব্যবস্থেয়।

দাড়িমস্য চ বীজানি জীরকং নাগকেশরম্।
চূর্ণিতং শর্করাক্ষৌদ্রলীঢ়ং তৃষ্ণানিবারণম্॥

দাড়িমবীজ, জীরা ও নাগেশ্বর ইহাদের চূর্ণ চিনি ও মধুর সহিত অবলেহনে তৃষ্ণার শান্তি হয়।

বীক্ষ্য ব্যাধিঞ্চ দোষঞ্চ বহ্নেশ্চাপি বলাবলম্।
ভেষজানি প্রযুঞ্জীত বালেষু ভিষগুত্তমঃ॥

ব্যাধি, দোষ ও বহ্নির বলাবল দেখিয়া উপযুক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

বালযকৃদরিলৌহঃ।

সহস্রপুটিতঞ্চাভ্রং লৌহঞ্চৈব তথা রসঃ।
জম্বীরবীজাতিবিষে মূলং প্লীহাদিসম্ভবম্॥
রক্তচন্দন মশ্মঘ্নঃ প্রত্যেকশ্চ সমাংশকঃ।
গুড়ূচীস্বরসেনৈব ধান্যদ্বয়মিতা বটী॥
বালানাং যকৃতং ঘোরং জ্বরং প্লীহানমেব চ।
শোথং বিবন্ধং পাণ্ডুঞ্চ কাসং মুখগদং তথা॥
উদরং নাশয়েদাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা।
বালযকৃদরির্নাম লৌহঃ শ্রীশিবভাষিতঃ॥

সহস্র পুটিত অভ্র ও লৌহ, ষড়্গুণ বলিজারিত রস, আতইচ, জম্বীর বীজ, শরপুংখমূল, রক্তচন্দন ও পাষাণভেদী প্রত্যেক সমভাগ। গুলঞ্চের রসে মর্দ্দিত করিয়া অর্দ্ধ রতি মাত্রায় বটী করিবে। ইহা সেবনে বালকদিগের যকৃৎ, প্লীহা, জ্বর, শোথ ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ সমস্ত সত্বর প্রশমিত হয়।

অশ্বগন্ধাঘৃতং বালচাঙ্গের্য্যাখ্যং ঘৃতং তথা।
ঘৃতং কুমারকল্যাণ মষ্টমঙ্গলনামকম্॥
তৈলং লাক্ষাদিকং নাম রসো বালগদান্তকঃ।
এবমাদিন্যৌষধানি বালরোগহরাণি হি॥

অশ্বগন্ধাঘৃত, বালচাঙ্গেরীঘৃত, কুমার-কল্যাণ ঘৃত, অষ্টমঙ্গল ঘৃত, লাক্ষাদি তৈল ও বালরোগান্তক রস ইত্যাদি ঔষধ বালরোগ প্রশমক।

বলিশান্তীষ্টকর্ম্মাণি কার্য্যাণি গ্রহশান্তয়ে॥

গ্রহশান্তির জন্য বলি শান্তিকর্ম্ম প্রভৃতি দৈবানুষ্ঠান কর্ত্তব্য।

কুমারতন্ত্রকথিতাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাশ্চ কারয়েৎ॥

শিশুদিগের পীড়ায় কুমারতন্ত্রকথিত সমস্ত ক্রিয়া অনুষ্ঠেয়।

শক্রং মিত্রং ন জানাতি শুভং বাপ্যশুভঞ্চ যঃ।
তং শিশুং যত্নতো রক্ষেদ্বীক্ষ্য ধর্ম্মং সনাতনম্॥

যে আপনার হিতাহিত ও শক্র, মিত্র জানে না, এমন শিশুকে সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে। ইহার বিপরীতাচরণে অতি গুরুতর অধর্ম্ম হয়।

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ ক্ষুদ্ররোগাধিকারঃ।

অজগল্লিকায়া লক্ষণম্।

স্নিগ্ধাঃ সবর্ণা গ্রথিতা নীরুজো মুদ্গসন্নিভাঃ।
কফবাতোত্থিতা জ্ঞেয়া বালানামজগল্লিকাঃ॥

এই রোগে মুদ্গপ্রমাণ স্বাভাবিক বর্ণযুক্ত, স্নিগ্ধ, গ্রথিত, বেদনাশূন্য পিড়কা প্রকাশ হয়। ইহা কফবাতোত্থিত এবং প্রায় বালকদিগের হইয়া থাকে।

যবপ্রখ্যায়া লক্ষণম্।

যবাকারা সুকঠিনা গ্রথিতা মাংসসংশ্রিতা।
পীড়কা কফবাতাভ্যাং যবপ্রখ্যেতি সোচ্যতে॥

ইহাতে কঠিন যবাকার অর্থাৎ যবের ন্যায় মধ্যে স্থূল এবং মাংস সংশ্রিত পিড়কা হয়। ইহা কফবাতজ।

অন্ত্রালজ্যা লক্ষণম্।

ঘনামবক্ত্রাং পিড়কা মুন্নতাং পরিমণ্ডলাম্।
অন্ত্রালজী মল্পপূয়াং তাং বিদ্যাৎ কফবাতজাম্॥

এই পীড়ায় অপক্কডুম্বুর সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট অবক্র, গোলাকার, উন্নত, ঘন এবং মুখে অল্প পূয়যুক্ত পিড়কা হয়। ইহা কফবাতজ এবং স্নায়ু সংশ্রিত।

বিবৃতায়া লক্ষণম্।

বিবৃতাস্যাং মহাদাহাং পক্কোড়ুম্বরসন্নিভাম্।
পরিমণ্ডলাং পিত্তকৃতাং বিবৃতাং নাম তাং বিদুঃ॥

ইহাতে পক্ক উডুম্বরসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট গোলাকার অত্যন্ত দাহযুক্ত পিড়কা হয়। ইহা পিত্তজনিত এবং এইহেতু শীঘ্র পাকে ও ইহাদের মুখ বিবৃত থাকে।

কচ্ছপিকায়া লক্ষণম্।

গ্রথিতাঃ পঞ্চ বা ষড়্ বা দারুণাঃ কচ্ছপোপমাঃ।
কফানিলাভ্যাং পিড়কা জ্ঞেয়া কচ্ছপিকা বুধৈঃ॥

ইহাতে গ্রন্থিগুলি কচ্ছপাকৃতি অর্থাৎ মধ্যে উন্নত এবং প্রান্তে নিম্ন হয় এবং পাঁচ কিংবা ছয়টী একত্র গ্রথিত থাকে। এই রোগ কফবাতজ এবং অতি ভয়ানক।

বল্মীকস্য লক্ষণম্ ।

গ্রীবাংসকক্ষাকরপাদদেশে
সন্ধৌ গলে বা ত্রিভিরেব দোষৈঃ ।
গ্রন্থিঃ স বল্মীকবদক্রিয়াণাং
জাতঃ ক্রমেণৈব গতঃ প্রবৃদ্ধিম্ ॥
মুখৈরনেকৈঃ স্রুতি তোদবদ্ভি-
র্বিসর্পবৎ সর্পতি চোন্নতাগ্রৈঃ ।
বল্মীকমাহু র্ভিষজো বিকারং
নিষ্প্রত্যনীকং চিরজং বিশেষাৎ ॥
কক্ষা বাহুমূলম্ ।

এই রোগে গ্রীবা, স্কন্ধ, কক্ষ, হস্ত, পদ, গলা এবং সন্ধিস্থানে বল্মীকবৎ অর্থাৎ অবগাঢ় মূল এবং প্রচুর শিখরযুক্ত গ্রন্থি উৎপন্ন হয়। ইহা ত্রিদোষজ। ইহা অচিকিৎসিত থাকিলে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া অনেক মুখ দ্বারা বেদনার সহিত স্রাব নির্গত করে ও উন্নত অগ্রের দ্বারা বিসর্পের ন্যায় বিস্তৃত হয়। এই ব্যাধি দীর্ঘকালের হইলে অচিকিৎস্য হইয়া উঠে।

ইন্দ্রবিদ্ধায়া লক্ষণম্ ।

পদ্মকর্ণিকবন্মধ্যে পিড়কাভিঃ সমাচিতাম্ ।
ইন্দ্রবিদ্ধাস্তু তাং বিদ্যাদ্বাতপিত্তোত্থিতাং ভিষক্ ॥

যেরূপ পদ্মবীজকোষের বীজ সমূহ মণ্ডলাকারে সংস্থিত থাকে, সেইরূপ ত্বকের উপর এই রোগে পিড়কা উপচিত হয়। ইহা বাতপিত্ত সম্ভূত।

গর্দ্দভিকায়া লক্ষণম্ ।

মণ্ডলং বৃত্তমুৎসন্নং সরক্তং পীড়কাচিতম্ ।
রুজাকরীং গর্দ্দভিকাং তাং বিদ্যাদ্বাতপিত্তজাম্ ॥

ইহাতে রক্তবর্ণ বেদনাযুক্ত বর্ত্তুলাকার উৎসন্ন মণ্ডল প্রকাশ হয় এবং উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কা সমূহ দ্বারা আচিত থাকে। ইহা বাতপিত্তজ।

পাষাণগর্দ্দভস্য লক্ষণম্ ।

বাতশ্লেষ্মসমুদ্ভূতঃ শ্বয়থুর্হনুসন্ধিজঃ ।
স্থিরো মন্দরুজঃ স্নিগ্ধো জ্ঞেয়ঃ পাষাণগর্দ্দভঃ ॥

এই পীড়ায় হনুর সন্ধিস্থানে স্থির পাষাণবৎ কঠিন স্নিগ্ধ অল্প বেদনাযুক্ত শোথ হয়। ইহা বাতশ্লেষ্মজনিত।

পনসিকায়া লক্ষণম্ ।

কর্ণস্যাভ্যন্তরে জাতাং পিড়কা মুগ্রবেদনাম্ ।
স্থিরাং পনসিকাং তান্তু বিদ্যাদন্তঃপ্রপাকিনীম্ ॥

ইহাতে কর্ণের মধ্যে উগ্র বেদনাযুক্ত স্থির পিড়কা হয় এবং ইহা অন্তর্ভাগে পাকে।

জালগর্দ্দভস্য লক্ষণম্ ।

বিসর্পবৎ সর্পতি যঃ শোথস্তনুরপাকবান্ ।
দাহজ্বরকরঃ পিত্তাৎ স জ্ঞেয়ো জালগর্দ্দভঃ ॥

এই রোগে চর্ম্মের উপর দাহজনক শ্যাব বা রক্তবর্ণ পাতলা শোথ হয়। ইহা বিসর্পের ন্যায় বিস্তৃত হয়, কিন্তু পাকে না। এই রোগ পিত্তজ এবং ইহাতে অত্যন্ত জ্বর ও দাহ হয়। লোকে ইহাকে অগ্নিবাত কহে।

ইরিবেল্লিকায়া লক্ষণম্ ।

পিড়কা মুত্তমাঙ্গস্থাং বৃত্তামুগ্ররুজাজ্বরাম্ ।
সর্ব্বাত্মিকাং সর্ব্বলিঙ্গাং জানীয়াদিরিবেল্লিলাম্ ॥

ইহাতে জ্বর হইয়া মস্তকের উপর বর্ত্তুলাকার উগ্র বেদনাযুক্ত পিড়কা হয়। ইহা ত্রিদোষজ এবং কুপিত বাতাদির সর্ব্বলিঙ্গবিশিষ্ট।

বাহুপার্শ্বাংসকক্ষেষু কৃষ্ণস্ফোটাং সবেদনাম্।
পিত্তপ্রকোপ সম্ভূতাং কক্ষামিত্যভিনির্দ্দিশেৎ ॥

বাহু, পার্শ্ব, স্কন্ধ এবং কক্ষে কৃষ্ণবর্ণ বেদনান্বিত স্ফোটক হইলে তাহাকে কক্ষা কহা যায়। ইহা পিত্তজ।

গন্ধনাম্নো লক্ষণম্ ।

একামেতাদৃশীং দৃষ্ট্বা পিড়কাং স্ফোট সন্নিভাম্।
ত্বগ্‌গতাং পিত্তকোপেন গন্ধনামাং প্রচক্ষ্যতে ॥
গন্ধনামেতি তস্যাঃ প্রসিদ্ধিঃ।

কক্ষা সদৃশ একটী স্ফোটক ত্বকের উপর প্রকাশ হইলে তাহাকে গন্ধনামা কহে। উহা পিত্তজ।

অগ্নিরোহিণ্যা লক্ষণম্ ।

কক্ষভাগেষু যে স্ফোটা জায়ন্তে মাংসদারণাঃ।
অন্তর্দ্দাহ জ্বরকরা দীপ্তপাবকসন্নিভাঃ ॥
সপ্তাহাদ্বা দশাহাদ্বা পক্ষাদ্বা ঘ্নন্তি মানবম্।
তামগ্নিরোহিণীং বিদ্যাদসাধ্যাং সর্ব্বদোষজাম্ ॥

কক্ষে মাংস বিদারণকারী জলন্ত অগ্নি সদৃশ স্ফোটক হইলে উহাকে অগ্নিরোহিণী কহা যায়। ইহাতে অন্তর্দ্দাহ ও জ্বর হয় এবং এই রোগ চিকিৎসিত না হইলে সপ্তাহ দশাহ বা পক্ষ মধ্যে প্রাণ নষ্ট করে। ইহা ত্রিদোষজ।

চিপ্পস্য লক্ষণম্ ।

নখমাংসমধিষ্ঠায় বায়ুঃ পিত্তঞ্চ দেহিনাম্।
কুরুতে দাহপাকৌ চ তং ব্যাধিং চিপ্পমাদিশেৎ ॥

অঙ্গুলীর প্রান্তভাগে নখের সন্নিহিত মাংসে বায়ু ও পিত্তের দ্বারা দাহ এবং পাক উৎপন্ন হইলে উহাকে চিপ্প কহে। এই রোগ অঙ্গুলীবেষ্টক নামেও প্রসিদ্ধ আছে।

কুনখস্য লক্ষণম্ ।

তদেবাল্পতরৈর্দোষৈঃ পরুষং কুনখং বদেৎ ॥

ইহা চিপ্প অপেক্ষা দোষের অল্পত্ব হেতু নখ পরুষ এবং বিবর্ণ হইলে উহাকে কুনখ কহে।

অনুশয্যা লক্ষণম্ ।

গম্ভীরামল্পসংরম্ভাং সবর্ণামুপরিস্থিতাম্।
পাদস্যানুশয়ীং তাস্তু বিদ্যাদন্তঃপ্রপাকিনীম্ ॥

পদের উপরে গম্ভীর অল্প শোথযুক্ত অন্তঃপাকবিশিষ্ট স্বাভাবিকবর্ণ পিড়কাকে অনুশয়ী কহে।

বিদারিকায়া লক্ষণম্ ।

বিদারীকন্দবদ্‌বৃত্তাং কক্ষাবঙ্ক্ষণসন্ধিষু।
বিদারিকেতি তাং বিদ্যাৎ সর্ব্বজাং সর্ব্বলক্ষণাম্ ॥

কক্ষ এবং বঙ্ক্ষণ সন্ধিতে ভূমিকুষ্মাণ্ড সদৃশ কঠিন বর্ত্তুলাকার শোথ হইলে উহাকে বিদারী কহে। ইহা ত্রিদোষজ এবং সর্ব্ব লক্ষণ যুক্ত।

শর্করার্ব্বুদস্য লক্ষণম্ ।

প্রাপ্য মাংস শিরাস্নায়ু শ্লেষ্মামেদ স্তথানিলঃ ।
গ্রন্থিং করোত্যসৌ ভিন্নো মধুসর্পির্বসানিভম্ ॥
স্রবত্যাস্রাবমনিল স্তত্র বৃদ্ধিং পুনর্গতঃ ।
মাংসং সংশোষ্য গ্রথিতাং শর্করাং জনয়েত্ততঃ ॥
দুর্গন্ধি ক্লিন্নমত্যর্থং নানাবর্ণং ততঃ শিরাঃ ।
স্রবন্তি রক্তং সহসা তাং বিদ্যাচ্ছর্করার্ব্বুদম্ ॥

এই রোগে কফ এবং বায়ু কর্ত্তৃক মাংস, শিরা, স্নায়ু এবং মেদ দূষিত হইয়া গ্রন্থি উৎপন্ন হয়। ঐ গ্রন্থি বিদীর্ণ হইয়া মধু, ঘৃত এবং বসা সদৃশ স্রাব নির্গত করে। অতিস্রাব হেতু বায়ু পুনঃ বৃদ্ধি পাইয়া মাংস শোষণ করিয়া শর্করার ন্যায় কঠিন গ্রন্থি উৎপন্ন করে এবং তন্মধ্যস্থিত শিরাসমূহ হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ পচা নানাবর্ণবিশিষ্ট ক্লেদ নির্গত হয়, কখন বা সহসা রক্তস্রাব হয়।

পাদদার্য্যা লক্ষণম্ ।

পরিক্রমণশীলস্য বায়ুরত্যর্থ রুক্ষয়োঃ ।
পাদয়োঃ কুরুতে দারীং পাদদারীং তমাদিশেৎ ॥

যে সকল ব্যক্তি অধিক পদব্রজে ভ্রমণ করে, তাহাদের পাদদ্বয় অত্যন্ত রুক্ষ হইয়া বিদারিত হয় অর্থাৎ ফাটে। এই রোগকে পাদদারী কহে। বিপাদিকা কুষ্ঠ হইতে ইহার এই প্রভেদ। বিপাদিকাতে পা স্ফুটিত হয় ও তীব্র বেদনা জন্মে। ইহাতে বিদারণ মাত্র হইয়া থাকে। পদ ফাটিবার পূর্ব্বে স্ফোটক হয় না।

কদরস্য লক্ষণম্ ।

শর্করোন্মথিতে পাদে ক্ষতে বা কণ্টকাদিভিঃ ।
গ্রন্থিঃ কোলবদুৎসন্নো জায়তে কদরং হি তৎ ॥
শর্করাত্র বালুকা। উৎসন্নঃ উন্নতঃ ।

বালুকা বা কণ্টকাদির দ্বারা পদে আঘাত বা ক্ষত হইলে ক্ষুদ্র কুলের ন্যায় উচ্চ গ্রন্থি উৎপন্ন হয়। ইহাকে কদর কহে। ভোজ বলেন কদর হস্তেতেও হইয়া থাকে। ইহা অবগাঢ় খর, মাংসকীলের ন্যায় দৃশ্য হয় এবং শল্যের ন্যায় বেদনা উৎপন্ন করে।

অলসস্য লক্ষণম্ ।

ক্লিন্নাঙ্গুল্যন্তরৌ পাদৌ কণ্ডূদাহরুজান্বিতৌ।
দুষ্টকর্দ্দম সংস্পর্শাদলসং তং বিভাবয়েৎ ॥

ইহা দুষ্ট কর্দ্দমের সংস্পর্শ হেতু পদস্থিত অঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যভাগ, পচা মাংসযুক্ত, আর্দ্র কণ্ডূ, দাহ এবং বেদনা বিশিষ্ট হয়। এই রোগকে ভাষাতে পাঁকুই কহে।

ইন্দ্রলুপ্তস্য লক্ষণম্ ।

রোমকূপানুগং পিত্তং বাতেন সহ মূর্চ্ছিতম্ ।
প্রচ্যাবয়তি রোমাণি ততঃ শ্লেষ্মা সশোণিতঃ ॥
রুণদ্ধি রোমকূপাংস্ত ততোঽন্যেষামসম্ভবঃ ।
তদিন্দ্রলুপ্তং খালিত্যং রুজ্যেতে চ বিভাব্যতে ॥

বায়ুর সহিত পিত্ত কুপিত হইয়া রোমকূপ গত হইলে কেশ ক্ষরণ হয়, তদনন্তর শ্লেষ্মা এবং রক্ত রোমকূপ সমূহ বদ্ধ করে এবং এই হেতু অন্য রোম ঐ স্থানে জন্মে না। এই রোগকে ইন্দ্রলুপ্ত, খালিত্য এবং রুজ্যা কহা যায়, ভাষাতে ইহাকে টাক কহে।

দারুণকস্য লক্ষণম্ ।

দারুণা কণ্ডুরা রুক্ষা কেশভূমিঃ প্রপাট্যতে ।
কফমারুত কোপেন বিদ্যাদ্দারুণকন্ত তম্ ॥

এই রোগে কেশভূমি কঠিন, রুক্ষ ও কণ্ডুযুক্ত হয় এবং উহার উপরের ত্বক্ ফাটে।

ইহা কফবাতসম্ভব, লোকে ইহাকে রুসী অথবা খুষকী কহে।

অরুংষিকায়া লক্ষণম্।

অরুংষি বহুবক্ত্রাণি বহু ক্লেদীনি মূর্দ্ধি তু।
কফাসৃক্ ক্রিমিকোপেণ নৃণাং বিদ্যাদরুংষিকাম্॥

এই রোগে মস্তকের উপরে বহুমুখবিশিষ্ট এবং বহু ক্লেদযুক্ত ব্রণ সমূহ দৃষ্ট হয়। ইহা কফ, রক্ত ও ক্রিমিকোপ হইতে উৎপন্ন হয়।

পলিতস্য লক্ষণম্।

ক্রোধশোকশ্রমকৃতঃ শরীরোষ্মা শিরোগতঃ।
পিত্তঞ্চ কেশান্ পচতি পলিতং তেন জায়তে॥

ক্রোধ, শোক এবং শ্রমহেতু দেহস্থিত অগ্নি এবং পিত্ত শিরোগত হইয়া কেশকে শুক্লবর্ণ করে, ইহাকেই পলিত বা পাকা চুল কহে। এই নিদান কেবল অকালজাত পলিতের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বৃদ্ধাবস্থায় পলিত বয়সের স্বধর্ম্মে হইয়া থাকে।

মুখদূষিকায়া লক্ষণম্।

শাল্মলীকণ্টক প্রখ্যাঃ কফমারুতরক্তজাঃ।
যুবানপিড়কা যূনাং বিজ্ঞেয়া মুখদূষিকাঃ।
যুবানপিড়কা পৃষোদরাদিত্বান্নকারলোপঃ॥

যুবা ব্যক্তিদিগের মুখে শাল্মলীকণ্টক সদৃশ অর্থাৎ মূলে স্থূল এবং অগ্রে সূক্ষ্ম যে পিড়কা হয়, তাহাকে মুখদূষিকা কহা যায়। ইহা রক্ত কফ ও বাতাত্মক, ভাবাতে ইহাকে বয়োব্রণ কহে।

পদ্মিনীকণ্টকস্য লক্ষণম্।

কণ্টকৈরাচিতং বৃত্তং মণ্ডলং পাণ্ডু কণ্ডুরম্।
পদ্মিনীকণ্টকপ্রখ্যৈ স্তদাখ্যং কফবাতজম্॥

চর্ম্মের উপর বর্ত্তুলাকার, পাণ্ডুবর্ণ, কণ্ডুযুক্ত এবং পদ্মকণ্টকসদৃশ, কণ্টক দ্বারা আবৃত মণ্ডল নির্গত হইলে উহাকে পদ্মিনী-কণ্টক কহে। লোকে ইহাকে পদ্মকাঁটা কহে। ইহা কফবাতজ।

জতুমণের্লক্ষণম্।

সমমুৎসন্নমরুজং মণ্ডলং কফরক্তজম্।
সহজং লক্ষ্ম চৈকেষাং লক্ষ্যো জতুমণিস্তু সঃ॥

ত্বকের উপর কৃষ্ণবর্ণ কিঞ্চিদুন্নত মসৃণ মণ্ডলাকার চিহ্নকে জতুমণি কহে। উহা জন্মের সহিত উৎপন্ন হয়। কোন কোন পণ্ডিতের মতে অঙ্গবিশেষে উৎপত্তিভেদে ইহা শুভাশুভ ফলপ্রদ চিহ্নবিশেষ। ইহার প্রচলিত নাম জড়ুল।

মাষকস্য লক্ষণম্।

অবেদনং স্থিরঞ্চৈব যস্মিন্ গাত্রে প্রদৃশ্যতে।
মাষবৎ কৃষ্ণমুৎসন্নমনিলান্মাষকস্তু তম্॥

ইহাতে মাষকলায়সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ উন্নত বেদনারহিত অচল পিড়কা গাত্রে দৃশ্য হয়। এই রোগ বাতজ। ইহার বাঙ্গালা নাম আঁচিল।

তিলকালকস্য লক্ষণম্।

কৃষ্ণানি তিলমাত্রাণি নীরুজানি সমানি চ।
বাতপিত্ত কফোদ্রেকাৎ তান্ বিদ্যাত্তিলকালকান্॥

চর্ম্মে অনুন্নত, বেদনাহীন, কৃষ্ণবর্ণ তিল পরিমাণ চিহ্ন উৎপন্ন হইলে তাহাকে তিলকালক কহে। ইহা ত্রিদোষসম্ভব। ভাষাতে ইঁহাকে তিল কহে।

ন্যচ্ছস্য লক্ষণম্।

মহদ্বা যদি বা চাল্পং শ্যাবং বা যদি বা সিতম্।
নীরুজং মণ্ডলং গাত্রে ন্যচ্ছমিত্যভিধীয়তে॥

এই রোগে গাত্রের অনেক অংশ কখন বা স্বল্প অংশ ব্যাপিয়া শ্যাব অথবা কৃষ্ণবর্ণ বেদনাহীন মণ্ডল প্রকাশ হয় ইহাকে ন্যচ্ছ ছোত্র বা চুলি কহে।

ব্যঙ্গস্য লক্ষণম্।

ক্রোধায়াসপ্রকুপিতো বায়ুঃ পিত্তেন সংযুতঃ।
মুখমাসাদ্য সহসা মণ্ডলং বিসৃজত্যতঃ।
নীরুজং তনুকং শ্যাবং মুখব্যঙ্গং তদাদিশেৎ॥

ক্রোধ কিংবা অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু প্রকুপিত বায়ু পিত্তের সহিত যুক্ত এবং মুখে উপস্থিত হইয়া সহসা বেদনাশূন্য শ্যাববর্ণ মণ্ডলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্ন মুখে উৎপন্ন করে, এই রোগকে মুখব্যঙ্গ কহা যয়। লোকে ইহাকে মুখছোত্র কহে।

নীলিকায়া লক্ষণম্।

কৃষ্ণমেবং গুণং গাত্রে মুখে বা নীলিকাং বিদুঃ॥

উপরিউক্ত ব্যঙ্গের লক্ষণবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন বা দাগ গাত্রে অথবা মুখে প্রকাশ হইলে উহাকে নীলিকা কহে। লোকে ইহাকে কালিঞুর কহিয়া থাকে।

পরিবর্ত্তিকায়া লক্ষণম্।

মর্দ্দনাৎ পীড়নাদ্বাতি তথৈবাপ্যভিঘাততঃ।
মেঢ্রচর্ম্ম যদা বায়ুর্ভজতে সর্ব্বতশ্চরন্॥
তদা বাতোপসৃষ্টত্বাৎ তচ্চর্ম্ম পরিবর্ত্ততে।
মণেরধস্তাৎ কোষশ্চ গ্রন্থিরূপেণ লম্বতে॥
পরিবর্ত্তিকেতি তাং বিদ্যাৎ সরুজাং বাতসম্ভবাম্।
সকণ্ডুঃ কঠিনা বাপি সৈব শ্লেষ্মসমুত্থিতা॥

অতিমর্দ্দন, পীড়ন অথবা অভিঘাত হেতু প্রকুপিত ব্যান বায়ু, মেঢ্রচর্ম্মকে আশ্রয় করিলে ঐ চর্ম্ম স্ফীত এবং শিশ্নাগ্রে অধোভাগে গ্রন্থিরূপে লম্বমান হয়। এই রোগ বাতজ হইলে বেদনাযুক্ত এবং কফানুবন্ধ হইলে কঠিন ও কণ্ডু সমন্বিত হয়। ইতরভাষায় পরিবর্ত্তিকাকে মুদ কহে।

অবপাটিকায়া লক্ষণম্।

অল্পীয়ঃখাং যদা হর্ষাদ্বলাদ্গচ্ছেৎ স্ত্রিয়ং নরঃ।
হস্তাভিঘাতাদথবা চর্ম্মণ্যুদ্বর্ত্তিতে বলাৎ॥
যস্যাবপাট্যতে চর্ম্ম তাং বিদ্যাদবপাটিকাম্॥

অল্পায়তন বিশিষ্ট যোনিতে হর্ষ অথবা বলপূর্ব্বক গমন করিলে, অথবা হস্তাভিঘাত দ্বারা কিংবা বলপূর্ব্বক চর্ম্ম উল্টা করিয়া দিলে যদ্যপি মেঢ্রকোষ হইতে উর্দ্ধবর্ত্তি হইয়া থাকে অর্থাৎ মুদ্রিত না হয়, তবে উহাকে অবপাটিকা কহে।

নিরুদ্ধপ্রকশস্য লক্ষণম্।

বাতোপসৃষ্টে মেঢ্রে বৈ চর্ম্ম সংশ্রয়তে মণিম্।
মণিশ্চর্ম্মোপনদ্ধস্তু মূত্রস্রোতো রুণদ্ধি চ॥

নিরুদ্ধপ্রকশে তস্মিন্ মন্দধারং সবেদনম্।
মূত্রং প্রবর্ত্ততে জন্তো র্মণি র্বিব্রিয়তে ন চ।
নিরুদ্ধপ্রকশং বিদ্যাৎ সরুজং বাতসম্ভবম্॥
নিরুদ্ধপ্রকাশং ইত্যস্য স্থানে নিরুদ্ধপ্রকশং পদমার্ষম্।

এতাদৃশ অবপাটিকার চর্ম্ম যদ্যপি মণিকে দৃঢ়রূপে আশ্রয় এবং মূত্রস্রোতকে সংকোচ করে, তবে উহাকে নিরুদ্ধপ্রকশ কহা যায়। এই রোগে মূত্র মন্দধারে বেদনার সহিত বহির্গত হয় অথবা মণির মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া এককালে রুদ্ধ হয়। এই নিরুদ্ধপ্রকশ ব্যাধি কখন কখন স্বতন্ত্র বাতকর্ত্তৃক উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ প্রথমতঃ অবপাটিকা না হইয়া বায়ু কর্ত্তৃক মেঢ্রদ্বার ক্রমে সঙ্কুচিত হয় এবং রোগী শূলযুক্ত হইয়া কষ্টে মূত্র ত্যাগ করে।

সন্নিরুদ্ধগুদস্য লক্ষণম্।

বেগসন্ধারণাদ্বায়ু র্বিহতো গুদসংশ্রিতঃ।
নিরুণদ্ধি মহাস্রোতঃ সূক্ষ্মদ্বারং করোতি চ॥
মার্গস্য সৌক্ষ্ম্যাৎ কৃচ্ছ্রেণ পুরীষং তস্য গচ্ছতি।
সন্নিরুদ্ধগুদং ব্যাধিমেতং বিদ্যাৎ সুদারুণম্॥

মলবেগ বিধারণ হেতু অপান বায়ু, মলবাহিনী স্রোতকে রুদ্ধ করে এবং উহার দ্বারকে সঙ্কুচিত ও সূক্ষ্ম করে, গুহ্যদ্বারের সূক্ষ্মত্ব হেতু কষ্টে পুরীষ নির্গত হয়। এই দারুণ ব্যাধিকে সন্নিরুদ্ধগুদ কহে।

অহিপূতনস্য লক্ষণম্।

শকৃন্মূত্রসমাযুক্তেঽধৌতেঽপানে শিশোর্ভবেৎ।
স্বিন্নে বাস্নাপ্যমানে বা কণ্ডূ রক্তকফোদ্ভবা॥
কণ্ডূয়নাত্ততঃ ক্ষিপ্রং স্ফোটস্রাবশ্চ জায়তে।
একীভূতং ব্রণং ঘোরং তং বিদ্যাদহিপূতনম্॥

অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইয়া অথবা মলমূত্র লাগিয়া শিশুদিগের মলদ্বার নিরন্তর অপরিষ্কৃত থাকিলে এবং উহা স্নান বা ধৌত না করিলে, উহাতে রক্ত ও কফোদ্ভব কণ্ডূ জন্মে। উহা চুলকাইলে সহসা স্ফোটক উৎপন্ন হইয়া স্রাব নির্গত হয় এবং ক্ষত সমূহ একত্র মিলিত হইয়া যায়। এই ভয়ানক ব্যাধিকে অহিপূতন কহে।

বৃষণকচ্ছ্বা লক্ষণম্।

স্নানোৎসাদনহীনস্য মলো বৃষণসংস্থিতঃ।
যদা প্রক্লিদ্যতে স্বেদাৎ কণ্ডুং জনয়তে তদা॥
কণ্ডূয়নাত্ততঃ ক্ষিপ্রং স্ফোটাঃ স্রাবশ্চ জায়তে।
প্রাহু র্বৃষণকচ্ছূন্তাং শ্লেষ্মরক্তপ্রকোপজাম্।

যে সকল মনুষ্যেরা স্নান অথবা অঙ্গ পরিষ্কার না করে, তাহাদের অণ্ডকোষস্থিত মলা ঘর্ম্মের দ্বারা ক্লিন্ন হইয়া কণ্ডূ জন্মায়। উহা চুলকাইলে শীঘ্র স্ফোটক ও স্রাব নির্গত হয়, এই রোগকে বৃষণকচ্ছূ কহে। ইহা শ্লেষ্মরক্তজ।

গুদভ্রংশস্য লক্ষণম্।

প্রবাহনাতিসারাভ্যাং নির্গচ্ছতি গুদো বহিঃ।
রুক্ষদুর্ব্বলদেহস্য গুদভ্রংশং তমাদিশেৎ॥

অতিশয় কুন্থন এবং অধিক মলভেদ হেতু রুক্ষ ও দুর্ব্বলদেহ ব্যক্তির গুহ্যবলি বহির্গত হইলে তাহাকে গুদভ্রংশ কহা যায়। প্রবাহিকা এবং অতিসার রোগ অধিকদিন স্থায়ী হইলে প্রায় এই উপসর্গ ঘটিয়া থাকে।

শূকরদংষ্ট্রস্য লক্ষণম্।

সদাহো রক্তপর্য্যন্তস্ত্বক্পাকী তীব্রবেদনঃ।
কণ্ডূমান্ জ্বরকারী চ স স্যাচ্ছূকরদংষ্ট্রকঃ।

এইরোগে জ্বর, দাহ এবং চর্ম্মে কণ্ডূ তীব্র বেদনা ও পাকযুক্ত শোথ উৎপন্ন হয়। ইহা বিসর্পলক্ষণবিশিষ্ট এবং প্রান্তে রক্তিমাবর্ণ হইয়া থাকে। লোকে ইহাকে বরাহদাঁত কহে।

ক্ষুদ্ররোগাণাং চিকিৎসা।

তত্রাজগল্লিকামামাং জলৌকাভিরুপাচরেৎ।
শুক্তি সৌরাষ্ট্রিকা ক্ষার কল্কৈশ্চালেপয়েন্মুহুঃ॥
নবীন কণ্টকার্য্যাশ্চ কণ্টকৈর্বেধমাত্রতঃ।
কিমাশ্চর্য্যং বিপচ্যাশু প্রশাম্যত্যজগল্লিকাঃ॥

অজগল্লিকা রোগের অপকাবস্থায় জোঁক বসাইয়া রক্তমোক্ষণ এবং ঝিনুকচূর্ণ, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা ও যবক্ষার দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দেওয়া কর্ত্তব্য। তরুণ কণ্টকারী বৃক্ষের কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ করিলে উহা পাকিয়া শীঘ্র প্রশমিত হয়।

বৃষমূল বিশালাভ্যাং লেপো হন্ত্যজগল্লিকাম্॥

বাসকমূল ও রাখালশসার মূল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে অজগল্লিকা রোগ নষ্ট হয়।

কঠিনাং ক্ষারযোগৈশ্চ দ্রাবয়েদজগল্লিকাম্॥

অজগল্লিকা অতি কঠিন হইলে ক্ষারযোগে তাহা বিদীর্ণ করিবে।

শ্লেষ্মবিদ্রধি কল্কেন জয়েদনুশয়ীং ভিষক্।
বিবৃতামিন্দ্রবিদ্ধাঞ্চ গর্দ্দভীং জালগর্দ্দভম্॥
ইরিবেল্লিকাং গন্ধমালাং জয়েৎ পিত্তবিসর্পবৎ।
মধুরৌষধসিদ্ধেন সর্পিষা শময়েদ্ ব্রণম্॥

অনুশয়ী রোগে কফজ বিদ্রধির ন্যায় এবং বিবৃতা, ইন্দ্রবিদ্ধা, গর্দ্দভিকা, জালগর্দ্দভ, ইরিবেল্লিকা ও গন্ধমালা রোগে পিত্তবিসর্পের ন্যায় চিকিৎসা দ্বারা ক্ষত শুষ্ক করিবে।

রক্তাবসেকৈর্বহুভিঃ স্বেদনৈ রপতর্পণৈঃ।
জয়েদ্ বিদারিকাং লেপৈঃ শিগ্রু দেবদ্রুমোদ্ভবৈঃ॥
পনসিকাং কচ্ছপিকামনেন বিধিনা ভিষক্।
সাধয়েৎ কঠিনানন্যান্ শোথান্ দোষসমুদ্ভবান্॥

বিদারিকা রোগে পুনঃ পুনঃ রক্তমোক্ষণ, স্বেদপ্রদান, শোষণক্রিয়া এবং সজিনামূলের ছাল ও দেবদারুর প্রলেপ প্রদান করিবে। পনসিকা, কচ্ছপিকা এবং অন্যান্য কঠিন শোথে এই প্রণালীতেই চিকিৎসা করিবে।

অম্লালজীং কচ্ছপিকাং তথা পাষাণগর্দ্দভম্।
সুরদারুশিলাকুষ্ঠৈঃ স্বেদয়িত্বা প্রলেপয়েৎ।
কফমারুত শোথঘ্নো লেপঃ পাষাণগর্দ্দভে॥

অম্লালজী, কচ্ছপিকা ও পাষাণগর্দ্দভ রোগে দেবদারু, মনছাল ও কুড় বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। পাষাণগর্দ্দভে বাতশ্লৈষ্মিক শোথঘ্ন প্রলেপ প্রশস্ত।

শস্ত্রেণোদ্ধৃত্য বল্মীকং ক্ষারাগ্নিভ্যাং প্রসাধয়েৎ।
মনঃশিলাল ভল্লাত সূক্ষ্মৈলাগুরুচন্দনৈঃ॥
জাতীপল্লব কল্কৈশ্চ নিম্বতৈলং বিপাচয়েৎ।
বল্মীকং নাশয়েত্তদ্ধি বহুচ্ছিদ্রং বহুদ্রবম্॥
সশোথং ব্রণগন্ধঞ্চ প্রবৃদ্ধং মর্ম্মসু স্থিতম্।
হস্তপাদস্থিতঞ্চাপি বল্মীকং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

বল্মীক রোগ হইলে তাহা অস্ত্রদ্বারা উৎপাটন করিয়া ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ করিবে এবং মনছাল, হরিতাল, ভেলা, ছোট এলাইচ, অগুরু, রক্তচন্দন, জাতীপত্র এই সকলের কল্ক দ্বারা নিমের তৈল পাক করিয়া তাহা উহাতে লেপন করিবে। ইহাতে বহুচ্ছিদ্র ও বহুপূয়বিশিষ্ট বল্মীক নষ্ট হয়। শোথযুক্ত, দুর্গন্ধবিশিষ্ট অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, মর্ম্মোৎপন্ন এবং হস্ত বা পদে উৎপন্ন বল্মীক রোগ অপ্রতিকার্য্য।

পাদদারীষু তু শিরাং বেধয়েত্তলশোধিনীম্।
স্নেহস্বেদোপপন্নৌ তু পাদৌ চালেপয়েন্মুহুঃ।
মধুচ্ছিষ্ট বসা মজ্জ ঘৃতক্ষারৈর্বিমিশ্রয়েৎ॥

পাদদারী রোগে তলশোধিনী শিরা বিদ্ধ করিয়া স্নেহস্বেদ প্রদান এবং মোম, বসা, মজ্জা, ঘৃত ও ক্ষার দ্বারা প্রলেপ দিবে।

গুড় লবণ ঘৃতং চেন্তিন্তিড়ী যুক্তমেতদ্
দ্বিগুণমিহ বিদধ্যান্মূত্রমেকত্র কৃত্বা।
দিন কতিচিদখেদং কিঞ্চিদাশোষ্য লেপাৎ
স্ফুটিত পদতলং স্যাৎ পদ্মপত্রাভমাশু॥

গুড়, সৈন্ধব, ঘৃত ও তেঁতুলছাল প্রত্যেক ১ ভাগ, সমষ্টির দ্বিগুণ পরিমিত গোমূত্রে বাঁটিয়া কিঞ্চিৎ শুকাইয়া বিদীর্ণ স্থানে প্রলেপ দিবে, কিছুদিন এইরূপ করিলে আরোগ্য লাভ হয়।

সর্জাখ্য সিন্ধুভবয়োশ্চূর্ণং মধুঘৃতপ্লুতম্।
নির্ম্মথ্য কটুতৈলাক্তং হিতং পাদপ্রমার্জনম্॥

ধুনা ও সৈন্ধবলবণ, মধু ও কটুতৈলে মিশ্রিত করিয়া পায়ের বিদীর্ণস্থানে প্রলেপ দিবে।

উপোদিকা সর্ষপ নিম্ব মোচ-
কর্কারুকের্ব্বারুকভস্ম তোয়ে।
তৈলং বিপক্বং লবণং সকল্কং
তৎ পাদদারীং বিনিহন্তি শীঘ্রম্॥

পুঁইপত্র, শ্বেতসর্ষপ, নিমছাল, মোচা, কুমুড়া, কাঁকুড় এই সমুদায় ভস্ম করিয়া ক্ষারজল প্রস্তুত করিবে, সেই ক্ষারজলে লবণের সহিত তৈল পাক করিয়া তদ্বারা লেপন করিলে পাদদারী রোগ উপশমিত হয়।

অলসেঽম্লৈশ্চিরং সিক্তৌ চরণৌ পরিলেপয়েৎ।
পটোলারিষ্ট কাসীস ত্রিফলাভির্মুহুর্মুহুঃ॥

অলস রোগে অম্লদ্বারা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পা ভিজাইয়া রাখিয়া পটোলপত্র, হীরাকস ও ত্রিফলা বাঁটিয়া মুহুর্মুহুঃ প্রলেপ দিবে।

করঞ্জবীজং রজনী কাসীসং মধুকং মধু।
রোচনা হরিতালঞ্চ লেপোঽয়মলসে হিতঃ॥

করঞ্জবীজ, হরিদ্রা, হীরাকস, যষ্টিমধু, মধু, গোরোচনা, হরিতাল এই সমুদায়ের দ্বারা প্রলেপ দিলে অলস রোগ নষ্ট হয়।

লাক্ষাভয়ারসালেপঃ কার্য্যং রক্তস্য মোক্ষণম্।
বৃহতীরস সিদ্ধেন তৈলেনাভ্যজ্য বুদ্ধিমান্।
শিলা রোচন কাসীস চূর্ণৈর্ব্বা প্রতিসারয়েৎ॥

লাক্ষা ও হরীতকীর রস লেপন, রক্তমোক্ষণ, বৃহতীর রসে সিদ্ধ তৈল লেপন এবং মনছাল, গোরোচনা ও হীরাকস এই সমুদায়ের চূর্ণ দ্বারা ঘর্ষণ করিলে অলস রোগের উপশম হয়।

দহেৎ কদরমুদ্ধৃত্য তৈলেন দহনেন বা॥

কদররোগ হইলে উহা অস্ত্রদ্বারা উৎপাটন করিয়া উষ্ণতৈল কিংবা অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিবে।

চিপ্পমুষ্ণাম্বুনা স্বিন্ন মুৎকৃত্যাভ্যজ্য তং ব্রণম্।
দগ্ধা সর্জ্জরসং চূর্ণং বুদ্ধা ব্রণবদাচরেৎ॥

চিপ্পরোগে উষ্ণজলের স্বেদ, ঐ স্থান ছেদন এবং তৈলাদি লেপন করিয়া ধুনা চূর্ণ লাগাইয়া দিবে। পরে বিবেচনা করিয়া ব্রণ চিকিৎসা করিবে।

স্বরসেন হরিদ্রায়াঃ পাত্রে কৃষ্ণায়সেঽভয়াম্।
ঘৃষ্টাং তজ্জেন কল্কেন লিম্পেচ্চিপ্পং মুহুর্মুহুঃ॥

লৌহপাত্রে হরিদ্রার রস নিপীড়িত করিয়া তাহাতে হরীতকী ঘর্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা চিপ্পস্থানে বারংবার প্রলেপ দিবে।

নখকোটীপ্রবিষ্টেন টঙ্গনেন প্রশাম্যতি।
কুনখশ্চেৎ তদা ভ্রাতঃ শৈলোঽপি প্রবতে জলে॥

নখমধ্যে সোহাগাচূর্ণ প্রবেশ করাইলে কুনখ রোগ নিবারিত হয়।

কাশ্মর্য্যাঃ সপ্তভিঃ পত্রৈঃ কোমলৈঃ পরিবেষ্টিতঃ।
অঙ্গুলীবেষ্টকঃ পুংসো ধ্রুবমাশু ব্যপোহতি॥

গাম্ভারীবৃক্ষের ৭ টী কোমল পত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া বান্ধিয়া রাখিলে অঙ্গুলীবেষ্টক রোগের ধ্বংস হয়।

নিম্বোদকেন বমনং পদ্মিনীকণ্টকে হিতম্‌।
নিম্বোদক কৃতং সর্পিঃ সক্ষৌদ্রং পান মিষ্যতে॥

পদ্মিনীকণ্টক রোগে নিমছালের কাথ পান করাইয়া বমন করাইবে, ইহাতে নিমছালের কাথের সহিত ঘৃত পাক করিয়া তাহা মধুর সহিত পান করিতে দিবে।

পদ্মনাল কৃতঃ ক্ষারঃ পদ্মিনীং হন্তি লেপনাৎ।
নিম্বারগ্বধ কল্কৈ র্বা মুহুরুদ্বর্ত্তনং হিতম্‌॥

পদ্মের ডাঁটা দগ্ধ করিয়া সেই ক্ষার দ্বারা প্রলেপ দিলে অথবা নিমছাল ও সোঁদাল পত্র বাঁটিয়া তদ্দ্বারা পুনঃ পুনঃ মর্দ্দন করিলে পদ্মিনীকণ্টক রোগের উপশম হয়।

নীলী পটোলমূলাভ্যাং সাজ্যাভ্যাং লেপনং হিতম্‌।
জালগর্দ্দভ রোগে তু সদ্যো হন্তি চ বেদনাম্‌॥

নীলবৃক্ষ ও পটোলমূল বাঁটিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে জালগর্দ্দভ রোগের বেদনা দূর হয়।

অহিপূতনকে ধাত্র্যাঃ পূর্ব্বং স্তন্যং বিশোধয়েৎ।
ত্রিফলা খদির কাথৈ র্ব্রণানাং ধাবনং সদা।

অহিপূতন (শিশুর গুহ্যক্ষত) রোগে প্রথমতঃ ধাত্রীর (স্তন্যদায়িনী) স্তনদুগ্ধের দোষ সংশোধন করিবে এবং ত্রিফলা ও খদিরের কাথ দ্বারা বারংবার ক্ষত ধৌত করিয়া দিবে।

করঞ্জ ত্রিফলা তিক্তৈঃ সর্পিঃ সিদ্ধং শিশোর্হিতম্‌।
রসাঞ্জনং বিশেষেণ পানালেপনয়োর্হিতম্‌॥

করঞ্জবীজ, ত্রিফলা ও তিক্তদ্রব্যের সহিত ঘৃত পাক করিয়া অহিপূতন রোগে ব্যবহার করিবে। ইহাতে রসাঞ্জন অর্থাৎ রসোত সেবন করাইলে এবং তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে।

গুদভ্রংশে গুদং স্নেহৈরভ্যজ্যাশু প্রবেশয়েৎ।
প্রবিষ্টং স্বেদয়েচ্চাপি বন্ধং গোফণয়া ভৃশম্‌॥
গোফণাবন্ধনবিশেষঃ। মলনির্গমার্থং সচ্ছিদ্রেণ চর্ম্মণা কৌপীনবন্ধঃ কার্য্যঃ।

গুদভ্রংশ রোগে বহির্গত গুহ্যাংশে তৈল মর্দ্দন করিয়া উহা প্রবিষ্ট করিয়া দিবে, প্রবিষ্ট হইলে স্বেদ প্রদান করিয়া গোফণা-বন্ধন করিবে। গোফণা বন্ধনের অর্থ সচ্ছিদ্র চর্ম্মদ্বারা গুহ্যদেশে কৌপীন বন্ধন করা। ঐ ছিদ্র দ্বারা মল নির্গম হয়।

কোমলং নলিনীপত্রং যঃ খাদেচ্ছর্করান্বিতম্‌।
অচিরেণ শমং যাতি গুদভ্রংশো রুজান্বিতঃ॥

চিনির সহিত কোমল পদ্মপত্র ভক্ষণ করিলে শীঘ্র গুদভ্রংশ ও তজ্জন্য যাতনা নিবারণ হয়।

বৃক্ষাম্লানল চাঙ্গেরী বিশ্ব পাঠা যবাগ্রজম্‌।
ক্ষারেণ শীলয়েৎ পায়ুভ্রংশার্ত্তোঽনলদীপনম্‌॥

মহাদা, চিতামূল, আমরুল, শুঁঠ, আকনাদি, যবতণ্ডুল এই সমুদায় দ্রব্য যবক্ষারের সহিত মধ্যে মধ্যে সেবন করাইলে উপকার দর্শে।

গুদঞ্চ গব্যবসয়া ম্রক্ষয়েদবিশঙ্কিতঃ।
ক্ষুদ্রপ্রবেশো গুদভ্রংশো বিশত্যাশু ন সংশয়ঃ॥

গরুর বসা দ্বারা বহির্গত গুহ্যাংশ মর্দ্দন করিলে উহা শীঘ্র প্রবিষ্ট হয়।

মূষিকাণাং বসাভির্বা গুদে সম্যক্‌ প্রলেপনম্‌।
ছিন্নমূষিকমাংসেন অথবা স্বেদয়েদ্‌ গুদম্‌॥

ইন্দুরের বসা দ্বারা গুহ্যদেশে প্রলেপ দিলে অথবা ইন্দুরের মাংস সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ প্রদান করিলে উপকার দর্শে।

গোতৈলাভ্যক্ততঃ শীঘ্রং প্রবিশেন্নির্গতো গুদঃ ॥

গরুর বসাদ্বারা মর্দ্দন করিলে নির্গত গুহ্যাংশ শীঘ্র প্রবিষ্ট হইয়া যায়।

চাঙ্গেরীঘৃতম্।

চাঙ্গেরী কোল দধ্যম্ল নাগর ক্ষারসংযুতম্।
ঘৃত মুৎক্বথিতং পেয়ং গুদভ্রংশরুজাপহম্।
শুষ্ঠীক্ষারাবত্র কল্কৌ শিষ্টন্তু দ্রবমিষ্যতে।

ঘৃত ১ সের, আমরুলের রস ৪ সের, কুলশুঁঠের কাথ ৪ সের, অম্ল দধি ৪ সের। কল্কশুঁঠ ৵০ পোয়া, যবক্ষার /০ পোয়া। এই ঘৃত পান করিলে গুদভ্রংশ নিবারিত হয়।

মূষিকাদ্যং তৈলম্।

ক্ষীরে মহৎপঞ্চমূলং মূষিকামন্ত্রবর্জিতাম্।
পক্কা তস্মিন্ পচেত্তৈলং বাতঘ্নৌষধ সংযুতম্।
গুদভ্রংশমিদং তৈলং পানাভ্যঙ্গাৎ প্রসাধয়েৎ ॥

বৃহৎ পঞ্চমূল ও নিষ্কাশিতান্ত্র মূষিক, দুগ্ধে পাক করিয়া সেই দুগ্ধ এবং বাতঘ্ন ঔষধের সহিত সিদ্ধ তৈল গুহ্যদেশে মালিস এবং পান করিলে গুদভ্রংশ রোগ উপশমিত হয়।

চর্ম্মকীলং জতুমণিং মশকাংস্তিলকালকান্।
উৎকৃত্য শস্ত্রেণ দহেৎ ক্ষারাগ্নিভ্যামশেষতঃ ॥

চর্ম্মকীলক, জতুমণি, মশক ও তিলকালক শস্ত্রদ্বারা কর্ত্তন করিয়া ক্ষার ও অগ্নিদ্বারা নিঃশেষ রূপে দগ্ধ করিবে।

কম্বুনালাত্ত চূর্ণেন ঘর্ষো মশক নাশনঃ।
নির্ম্মোকভস্মঘর্ষাদ্বা মশঃ শান্তিং ব্রজেদ্দ্রুতম্ ॥

এরণ্ডনাল চূর্ণ অথবা সাপের খোলস ভস্ম দ্বারা ঘর্ষণ করিলে মশক রোগ নষ্ট হয়।

যুবানপিড়কাং স্বচ্ছ নীলিকা ব্যঙ্গ শর্করাঃ।
শিরাবেধৈঃ প্রলেপৈশ্চ জয়েদভ্যঙ্গনৈস্তথা ॥

প্রথমতঃ যৌবন কালীন মুখব্রণ, স্বচ্ছ, নীলিকা, ব্যঙ্গ ও শর্করা রোগে শিরাবেধ, প্রলেপ ও উপযুক্ত তৈলাদি মর্দ্দন ব্যবস্থা করিবে।

লোধ্র ধান্য বচা লেপস্তারুণ্যপিড়কাপহঃ।
তদ্বদ্ গোরোচনা যুক্তং মরিচং মুখলেপনম্।
বমনঞ্চ নিহন্ত্যাশু পিড়কাং যৌবনোদ্ভবাম্ ॥

যৌবন জাত মুখব্রণে লোধ, ধনিয়া, বচ এই সমুদায় কিম্বা গোরোচনা ও মরিচ চূর্ণ একত্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। ইহাতে বমন করাইলে বিশেষ উপকার হয়।

ব্যঙ্গেষু চার্জ্জুনত্বগ্ বা মঞ্জিষ্ঠা বা সমাক্ষিকা।
লেপঃ সনবনীতা বা শ্বেতাশ্বখুরজা মসী ॥

ব্যঙ্গ রোগে অর্জ্জুনছাল বা মঞ্জিষ্ঠা মধুর সহিত এবং শ্বেত অশ্বের খুর ভস্ম নবনীতের সহিত প্রলেপ দিবে।

রক্তচন্দন মঞ্জিষ্ঠা কুষ্ঠ লোধ্র প্রিয়ঙ্গবঃ।
বটাঙ্কুরা মসুরাশ্চ ব্যঙ্গঘ্না মুখকান্তিদাঃ ॥
বটাঙ্কুরাঃ বটস্য অভিনবপত্রমুকুলাঃ।

রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, লোধ, প্রিয়ঙ্গু, বটের অচিরোৎপন্ন পত্র (কুঁড়ি), মুসুরির ডাইল এই সমুদায় বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে মেচেতা দূরীকৃত হইয়া মুখের বর্ণ উজ্জ্বল হয়।

ব্যঙ্গানাং লেপনং শস্তং রুধিরেণ শশস্য চ।
দৃষ্টফলমেতৎ।

শশকের রক্ত লেপন করিলে মুখব্যঙ্গ দূরীকৃত হয়।

কেবলান্ পয়সা পিষ্ট্বা তীক্ষ্ণান্ শাল্মলিকণ্টকান্।
আলিপ্তং ত্র্যহমেতেন ভবেৎ পদ্মোপমং মুখম্ ॥

তীক্ষ্ণ শিমুল কাঁটা জলের সহিত বাঁটিয়া ৩ দিন প্রলেপ দিলে পদ্মের ন্যায় মুখের শ্রী হয়।

মসূরৈঃ সর্পিষা ভৃষ্টৈর্লিপ্তমাস্যং পয়োঽম্বিতৈঃ।
সপ্তরাত্রাদ্ ভবেৎ সত্যং পুণ্ডরীকদলপ্রভম্॥

মুসুরির ডাইল ঘৃতে ভাজিয়া দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া ৭ দিন মুখে লেপন করিলে মেচেতা প্রভৃতি দূরীকৃত হইয়া মুখের শ্রীবৃদ্ধি হয়।

মাতুলুঙ্গজটা সর্পিঃ শিলা গোশকৃতো রসঃ।
মুখকান্তিকরো লেপঃ পিড়কাতিলকালজিৎ॥

টাবালেবুর মূল, ঘৃত, মনছাল, টাট্‌কা গোবরের রস এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে মুখের ব্রণ ও তিলকালক রোগ নষ্ট হয়।

নবনীত গুড় ক্ষৌদ্র কোলমজ্জ প্রলেপনম্।
ব্যঙ্গজিদ্ বরুণত্বগ্ বা চ্ছাগক্ষীর প্রপেষিতা॥

নবনীত, গুড়, মধু ও কুলআঁটির শস্য এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া অথবা বরুণছাল ছাগদুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে ব্যঙ্গরোগ দূরীকৃত হয়।

জাতীফল কল্কলেপো নীলী ব্যঙ্গাদি নাশনঃ।
সায়ঞ্চ কটুতৈলেনাভ্যঙ্গো বক্ত্রপ্রসাধনঃ॥

জায়ফল বাঁটিয়া লেপন করিলে নীলিকা ও ব্যঙ্গাদিরোগ নিবারিত হয় এবং সায়ংকালে মুখে কটুতৈল মাখিলে মুখ উজ্জ্বল হয়।

কালীয়কোৎপলাময়দধিসর বদরাস্থিমধ্যকলিনীভিঃ।
লিপ্তং ভবতি হি বদনং শশিপ্রভং সপ্তরাত্রেণ॥

কালীয়ক (সুগন্ধি কাষ্ঠ বিশেষ অথবা দারুহরিদ্রা), উৎপল, কুড়, দধির সর, কুলআঁটির শস্য ও প্রিয়ঙ্গু এই সমুদায় বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে ৭ দিবসের মধ্যে মুখ অতিশয় সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট হয়।

তুষরহিত মসৃণ যবচূর্ণ সযষ্টীমধুক লোধ্রলেপেন।
ভবতি মুখং পরিনির্জ্জিতচামীকরচারুসৌভাগ্যম্॥

নিস্তুষ যবচূর্ণ, যষ্টিমধু, লোধ এই সমুদায় একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে পরম রমণীয় মুখজ্যোতিঃ উৎপন্ন হয়।

রক্তোত্থ শর্ব্বরীদ্বয় মঞ্জিষ্ঠা গৈরিকাজ্য বস্তপয়ঃ।
সিদ্ধৈন লিপ্তমাননমুদ্ভিদ্যিধু বিম্ববদ্ বিভাতি॥

শ্বেতসর্ষপ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, গেরীমাটী, ঘৃত ও ছাগদুগ্ধ এই সমুদায়ের দ্বারা প্রলেপ দিলে মুখের শোভা বৃদ্ধি হয়।

পরিণত দধিশরপুংখৈঃ কুবলয়দল কুষ্ঠ চন্দনোশীরৈঃ।
মুখকমল কান্তিকারী ভ্রূকুটী তিলকালকান্ জয়তি।

শরপুঙ্খ, নীলোৎপলপত্র, কুড়, চন্দন, বেণারমূল এই সমুদায় বাঁটিয়া মুখে মাখিলে তিলকালক প্রভৃতি রোগ দূর হইয়া মুখের শোভা বৃদ্ধি হয়।

অর্কক্ষীর হরিদ্রাভ্যাং মর্দ্দয়িত্বা বিলেপনাৎ।
মুখকার্ষ্ণ্যং শমং যাতি চিরকালোদ্ভবং ধ্রুবম্॥

আকন্দের আটা ও হরিদ্রা একত্রে পেষণ করিয়া মুখে প্রলেপ দিলে মুখের কৃষ্ণবর্ণ দূরীকৃত হয়।

হরিদ্রাদ্বয় যষ্ট্যাহ্ব কালীয়ক কুচন্দনৈঃ।
প্রপৌণ্ডরীক মঞ্জিষ্ঠা পদ্ম পদ্মক কুঙ্কুমৈঃ॥
কপিত্থ তিন্দুক প্লক্ষ বটপত্রৈঃ পয়োঽম্বিতৈঃ।
লেপয়েৎ কল্কিতৈরেভিস্তৈলঞ্চাভ্যঞ্জনং পচেৎ॥
পিপ্লবং নীলিকাং ব্যঙ্গাংস্তিলকান্ মুখদূষিকাম্।
নিত্যসেবী জয়েৎ ক্ষিপ্রং মুখং কুর্য্যান্মনোরমম্॥

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, কালীয়ক, রক্তচন্দন, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, কুঙ্কুম, কয়েতবেলের পত্র, গাবপত্র, পাকুড়-পত্র, বটপত্র এই সমুদায় দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া প্রত্যহ প্রলেপ দিলে অথবা এই সমুদায় কল্কের সহিত তৈল পাক করিয়া তাহা

লেপন করিলে পিপ্লব, নীলিকা, ব্যঙ্গ, তিলক ও মুখদূষিকা পীড়া প্রশমিত হয়।

সারিবাদি ক্বাথঃ, অর্কশ্চ।

সারিবাদ্বয়যষ্ট্যাহ্ব ত্রিবৃদেলা যমানিকাঃ।
তালমূলী বরী দ্রাক্ষা বিদারী কটুরোহিণী॥
ফলত্রয়ঞ্চ জীবন্তী কাথ এষাং রসায়নঃ।
রক্তদোষহরঃ সর্ব্বক্ষুদ্রাময়নিসূদনঃ॥
ময়ূরাখ্যেণ যন্ত্রেণ যন্ত্রেষাং স্রাব্যতে রসঃ।
স পীযূষনিভো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বব্যাধিহরঃ শুভঃ॥

শ্যামালতা, অনন্তমূল, যষ্টিমধু, তেউড়ী এলাইচ, যমানী, তালমূলী, শতমূলী, কিস্‌মিস্‌ ভূমিকুষ্মাণ্ড, কট্‌কী, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও জীবন্তী ইহাদের কাথ পান করিলে রসায়নক্রিয়া সাধিত, রক্তদোষ নিবারিত এবং সমস্ত ক্ষুদ্ররোগ প্রশমিত হয়।

ঐ সারিবাদি কয়েক দ্রব্যের রস যদি ময়ূরাখ্য যন্ত্রে চুয়াইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে উহা সর্ব্বব্যাধিনাশক এবং অমৃততুল্য উপকারী হয়। ইহাকে সারিবাদি অর্ক কহে।

কনকতৈলম্।

মধুকস্য কষায়েণ তৈলস্য কুড়বং পচেৎ।
কল্কৈঃ প্রিয়ঙ্গু মঞ্জিষ্ঠা চন্দনোৎপলকেশরৈঃ॥
কনকং নাম তত্তৈলং মুখকান্তিকরং পরম্॥
আভীরু নীলিকা ব্যঙ্গ শোধনং পরমর্চ্চিতম্॥

তিলতৈল অর্দ্ধ সের। কাথার্থ যষ্টিমধু ১ সের, জল ৮ সের, শেষ ২ সের। কল্কদ্রব্য প্রিয়ঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন ও পদ্মকেশর প্রত্যেক ২ তোলা। পাকার্থ জল ২ সের। এই তৈল লেপনে আভীরু, নীলিকা ও ব্যঙ্গ দূরীকৃত হইয়া মুখের কান্তি বৃদ্ধি হয়।

মঞ্জিষ্ঠাদ্যং তৈলম্।

মঞ্জিষ্ঠা মধুকং লাক্ষা মাতুলুঙ্গং সযষ্টিকম্
কর্ষপ্রমাণৈরেতৈস্তু তৈলস্য কুড়বং তথা॥
আজং পয়স্তদ্দ্বিগুণং শনৈ র্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
নীলিকা পিড়কা ব্যঙ্গানভ্যঙ্গাদেব নাশয়েৎ॥
মুখং প্রপদ্মোপচিতং বলীপলিত বর্জ্জিতম্।
সপ্তরাত্রং প্রয়োগেণ ভবেৎ কনকসন্নিভম্।

তিলতৈল অর্দ্ধ সের, ছাগদুগ্ধ ১ সের। কল্কার্থ মঞ্জিষ্ঠা, মউল, লাক্ষা, টাবালেবুর মূল, যষ্টিমধু প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা পান ও মর্দ্দন করিলে নীলিকা, পিড়কা ও ব্যঙ্গরোগ দূরীকৃত হয়।

কুঙ্কুমাদ্যং তৈলম্।

কুঙ্কুমং চন্দনং লাক্ষা মঞ্জিষ্ঠা মধুযষ্টিকা।
কালীয়ক মুশীরঞ্চ পদ্মকং নীলমুৎপলম্।
ন্যগ্রোধপাদাঃ প্লক্ষস্য মূলং পদ্মস্য কেশরম্।
দ্বিপঞ্চমূল সহিতৈঃ কষায়ৈঃ পলিকৈঃ পৃথক্॥
জলাঢকং বিপক্তব্যং পাদশেষমথোদ্ধরেৎ।
মঞ্জিষ্ঠা মধুকং লাক্ষা পত্তঙ্গ মধুযষ্টিকে॥
কর্ষপ্রমাণৈরেতৈস্তু তৈলস্য কুড়বং পচেৎ॥
অজাক্ষীরং দ্বিগুণিতং শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥
সম্যক্ পকং পরং হ্যেতন্মুখবর্ণ প্রসাদনম্।
নীলিকা পিড়কা ব্যঙ্গানভ্যঙ্গাদেব নাশয়েৎ॥
সপ্তরাত্র প্রয়োগেণ ভবেৎ কাঞ্চন সন্নিভম্।
কুঙ্কুমাদ্যমিদং তৈলমশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং পুরা॥

কষায়ার্থং পঠিতমপি কুঙ্কুমং সিদ্ধতৈলে প্রক্ষিপন্তি বৃদ্ধাঃ।

তিলতৈল অর্দ্ধ সের। কাথার্থ রক্তচন্দন, লাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কালিয়াকাষ্ঠ, বালার মূল, পদ্মকাষ্ঠ, নীলোৎপল, বটের ঝুরি, পাকুড় বৃক্ষের মূলের ছাল, পদ্মকেশর ও দশমূল প্রত্যেক ১ পল, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। কল্কার্থ মঞ্জিষ্ঠা, মউল, লাক্ষা,

রক্তচন্দন, যষ্টিমধু প্রত্যেক ২ তোলা। ছাগদুগ্ধ ১ সের। পাক সিদ্ধ হইলে কুঙ্কুম ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। এই তৈল মর্দ্দনে নীলিকা, পিড়কা ও ব্যঙ্গরোগ দূর হইয়া মুখজ্যোতিঃ পরম রমণীয় হয়।

কুঙ্কুমাদ্যং তৈলম্ ।

কুঙ্কুমং কিংশুকং লাক্ষা মঞ্জিষ্ঠা রক্তচন্দনম।
কালীয়কং পদ্মকঞ্চ মাতুলুঙ্গস্য কেশরম ॥
কুসুম্ভং মধুযষ্টি চ ফলিনী মদয়ন্তিকা।
নিশে দ্বে রোচনা পদ্মমুৎপলঞ্চ মনঃশিলা ॥
কাকোল্যাদি সমাযুক্তে রেতৈরক্ষসমৈর্ভিষক্ ।
লাক্ষা রস পয়োভ্যাঞ্চ তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥
কুঙ্কুমাদ্যমিদং তৈলমভ্যঙ্গাৎ কাঞ্চনোপমম্।
করোতি বদনং সদ্যঃ পুষ্টি লাবণ্য কান্তিদম্।
সৌভাগ্যলক্ষ্মী জননং বশীকরণ মুত্তমম্ ॥

তিলতৈল ৪ সের। লাক্ষার ক্বাথ ৮ সের, ছাগদুগ্ধ ৮ সের। কল্কার্থ কুঙ্কুম, পলাশপুষ্প, লাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কৃষ্ণ অগুরু, পদ্মকাষ্ঠ, টাবালেবু পুষ্পের কেশর, কুসুমপুষ্প, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, যূঁইপুষ্প, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গোরোচনা, পদ্মপুষ্প, সুঁদিপুষ্প, মনছাল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, জীবক, ঋষভক, মেদ ও মহামেদ প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা মুখে মাখিলে মুখের শোভা বৃদ্ধি হয়।

বর্ণকঘৃতম্ ।

মধুকং চন্দনং কঙ্গু সর্ষপং পদ্মকং তথা।
কালীয়কং হরিদ্রা চ লোধ্রমেভিশ্চ কল্কিতৈঃ।
বিপচেদ্ধি ঘৃতং বৈদ্যস্তৎপক্বং বস্ত্রগালিতম্।
পাদাংশং কুঙ্কুমং সিকথং ক্ষিপ্ত্বা মন্দানলে পচেৎ ॥
তৎ সিদ্ধং শিশিরে নীরে প্রক্ষিপ্যাকর্ষয়েত্ততঃ।
তদেতদ্বর্ণকং নাম ঘৃতং বক্ত্র প্রসাদনম্ ॥
অনেনাভ্যাসলিপ্তং হি বলীভূতমপি ক্রমাৎ।
নিষ্কলঙ্কেন্দুবিম্বাভং স্যাদ্বিলাসবতীমুখম্ ॥

কুঙ্কুম সিক্থয়োর্মিলিত্বা পাদাংশঃ। সিক্থকস্য দ্রবীকরণার্থং স্বল্প পাকং দত্ত্বা শীতল জলে কিয়ৎক্ষণং স্থাপয়িত্বা শীতলং সৎ অনুগুপ্তং নিধাপয়েৎ।

ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, কঙ্গু (ধান্য বিশেষ), শ্বেত সর্ষপ, পদ্মকাষ্ঠ, কৃষ্ণাগুরু, হরিদ্রা, লোধ, মিলিত ১ সের। যথানিয়মে পাক করিয়া বস্ত্রদ্বারা ঘৃত ছাঁকিয়া লইবে। পরে উহাতে কুঙ্কুম ৵০ পোয়া ও মোম ৵০ পোয়া প্রক্ষিপ্ত করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে, অতি অল্প পাক দিয়া কিয়ৎক্ষণ শীতল জলের উপর ঐ ঘৃতপাত্র স্থাপন করিয়া পরে নির্জ্জন স্থানে রাখিবে, মধ্যে মধ্যে এই ঘৃত লেপন করিলে বিলাসবতী রমণীর মুখ নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রবিম্ববৎ সৌন্দর্য্যশালী হয়।

অরুংষিকায়াং রুধিরেঽবসিক্তে
শিরাব্যধেনাথ জলৌকসা বা।
নিম্বাম্বুসিক্তে শিরসি প্রলেপো
দেয়োঽশ্ববর্চ্চোরসসৈন্ধবাভ্যাম্ ॥

অরুংষিকা (শিরোব্রণ) রোগে প্রথমতঃ শিরা বিদ্ধ করিয়া অথবা জোঁক বসাইয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। নিমছাল ৮ তোলা, ৪ সের জলে পাক করিয়া ১ সের থাকিতে নামাইয়া তদ্দ্বারা মস্তক ধৌত করিয়া অশ্ববিষ্ঠার রস এবং সৈন্ধবলবণ একত্র করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে। এই রোগের প্রথমে মস্তক মুণ্ডন করা আবশ্যক।

পুরাণমথ পিণ্যাকং পুরীষং কুক্কুটস্য বা।
মূত্রপিষ্টঃ প্রলেপোঽয়ং শীঘ্রং হন্ত্যরুংষিকাম্ ॥

পুরাতন সার্ষপ খইল অথবা কুক্কুটের বিষ্ঠা গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে শীঘ্র অরুংষিকা রোগ প্রশমিত হয়।

অরুংষীঘ্নং ভৃষ্টকুষ্ঠচূর্ণং তৈলেন সংযুতম্।
খোলকে কুষ্ঠং ভৃষ্ট্বা কটুতৈলেন সহভস্ম লেপঃ॥

খোলায় কুড় ভাজিয়া ভস্ম করিবে, ঐ ভস্ম কটুতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্রণস্থানে প্রলেপ দিবে, ইহাতে অরুংষিকা নষ্ট হয়।

দ্বিহরিদ্রাদ্যং তৈলম্।

হরিদ্রাদ্বয় ভূনিম্ব ত্রিফলারিষ্ট চন্দনৈঃ।
এতত্তৈলমরুংষীণং সিদ্ধমভ্যঞ্জনে হিতম্॥

কটুতৈল ৪ সের। কল্কার্থ হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চিরাতা, ত্রিফলা, নিমছাল, রক্তচন্দন প্রত্যেক ১ পল, জল ১৬ সের। এই তৈল মস্তকে লেপন করিলে অরুংষিকা রোগ উপশমিত হয়।

দারুণে তু শিরাং বিধ্যেৎ স্নিগ্ধস্বিন্নাং ললাটজাম্।
অবপীড়শিরোবস্তীনভ্যঙ্গাংশ্চাবচারয়েৎ॥

দারুণক রোগে ললাটদেশে স্নেহস্বেদ প্রদানানন্তর তত্রস্থ শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্ত মোক্ষণ করিবে, ইহাতে অবপীড়, শিরোবস্তি, ও তৈলাদি লেপন কর্ত্তব্য।

কোদ্রবাণাং তৃণক্ষারপানীয়ং পরিধাবনে॥

কোদধান্যের তৃণ ভস্ম করিয়া তাহা জলে গুলিয়া সেই ক্ষারজল দ্বারা মস্তক ধৌত করাইবে।

কার্য্যো দারুণকে মূর্দ্ধ্নি প্রলেপো মধুসংযুতঃ।
পিয়ালবীজ মধুক কুষ্ঠমাষৈঃ সসৈন্ধবৈঃ।
কাঞ্জিকস্থাস্ত্রিসপ্তাহং মাষা দারুণকাপহাঃ॥

দারুণক রোগে পিয়ালবীজ, যষ্টিমধু, কুড়, মাষকলাই ও সৈন্ধব একত্র পেষণ করিয়া মধুর সহিত প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে। কতকগুলি মাষকলাই ২১ দিন পর্য্যন্ত কাঁজিতে ভিজাইয়া রাখিয়া পরে তাহা বাঁটিয়া প্রলেপ দিলেও এই রোগ দূরীকৃত হয়।

সহ নীলোৎপলকেশর যষ্টিমধু তিল সমমামলকম্।
চিরজাতমপি শীর্ষে দারুণ রোগং শমং নয়তি॥

নীলোৎপলের কেশর, যষ্টিমধু, তিল, আমলা এই সমুদায় একত্রে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে দীর্ঘকালোৎপন্ন দারুণক রোগ উপশমিত হয়।

কেশদদ্রুরোগে ত্রিফলাদ্যং তৈলম্।

ত্রিফলায়োরজো যষ্টি মার্কবোৎপল শারিবৈঃ।
সসৈন্ধবৈঃ পচেত্তৈলমভ্যঙ্গাদ্রুক্ষিকাং জয়েৎ॥

তৈল ৪ সের। কল্কার্থ ত্রিফলা, লৌহ-চূর্ণ, যষ্টিমধু, ভৃঙ্গরাজ, নীলোৎপল ও অনন্তমূল সমদায়ে ১ সের। পাকের জল ১৬ সের। এই তৈল মর্দ্দন করিলে দারুণক রোগ নিবারণ হয়।

বহ্নিতৈলম্।

চিত্রকং দন্তীমূলঞ্চ কোষাতকী সমন্বিতম্।
কল্কং পিষ্ট্বা পচেত্তৈলং কেশদদ্রু বিনাশনম্॥

চিতামূল, দন্তীমূল, ঘোষালতা এই সমুদায় কল্কদ্রব্য দ্বারা যথানিয়মে তৈল পাক করিবে। তাহা মর্দ্দন করিলে কেশদাদ নষ্ট হয়।

গুঞ্জাতৈলম্।

গুঞ্জাফলৈঃ পচেত্তৈলং ভৃঙ্গরাজরসেন তু।
কণ্ডুদারুণজিৎ কুষ্ঠ কপাল ব্যাধিনাশনম্॥

তিলতৈল ৪ সের, ভীমরাজের রস ১৬ সের। কল্কার্থ কুঁচফল ১ সের। এই তৈল মর্দ্দনে কণ্ডূ ও দারুণক প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

স্বল্পভৃঙ্গরাজতৈলম্।

ভৃঙ্গরজ স্ত্রিফলোৎপল শারি
লৌহপুরীষ সমন্বিতকারি।
তৈল মিদং পচ দারুণহারি
কুঞ্চিত কেশ ঘন স্থির কারি॥

তিলতৈল ৪ সের। কল্কার্থ ভীমরাজ, ত্রিফলা, নীলোৎপল, অনন্তমূল, মণ্ডুর এই সমুদায়ে ১ সের। পাকের জল ১৬ সের। এই তৈল মাথায় মাখিলে দারুণক রোগ নষ্ট হইয়া কেশের সৌষ্ঠব সম্পাদিত হয়।

মহাভৃঙ্গরাজ তৈলম্।

আনূপদেশসম্ভূতং গৃহীত্বা মার্কবং শুভম্।
সুধৌতং জর্জ্জরীকৃত্য স্বরসং তস্য চাহরেৎ॥
চতুর্গুণেন তেনৈব তৈলং প্রস্থং বিপাচয়েৎ।
ক্ষীরপিষ্টৈরিমৈর্দ্রব্যৈঃ সংযোজ্য মতিমান্ ভিষক্॥
মঞ্জিষ্ঠা পদ্মকং লোধ্রং চন্দনং গৈরিকং বলা।
রজন্যৌ কেশরঞ্চৈব প্রিয়ঙ্গুর্মধুযষ্টিকা॥
প্রপৌণ্ডরীকং গোপী চ পলিকান্যত্র দাপয়েৎ।
সম্যক্ পক্বং ততো জ্ঞাত্বা শুভে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
কেশপাতে শিরোদুষ্টে মন্যাস্তম্ভে গলগ্রহে।
শিরঃ কর্ণাক্ষি রোগেষু নস্যেঽভ্যঙ্গে চ যোজয়েৎ॥
কুঞ্চিতাগ্রান্ স্থিরস্নিগ্ধান্ কচান্ কুর্য্যাৎ বহূংস্তথা।
খালিত্যমিন্দ্রলুপ্তঞ্চ তৈলমেতদ্ ব্যপোহতি॥

তিলতৈল ৪ সের। আনূপদেশোৎপন্ন সুধৌত ভৃঙ্গরাজের রস ১৬ সের। কল্কার্থ মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, রক্তচন্দন, গেরিমাটী, বেড়েলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, যষ্টিমধু, প্রপৌণ্ডরীক, শ্যামালতা প্রত্যেক ১ পল। কল্কদ্রব্য সকল দুগ্ধের সহিত কুটিয়া পাক করিবে। এই তৈল মাথায় মাখিলে কেশ পতন নিবারিত হয়। মন্যাস্তম্ভ, গলগ্রহ, শিরোরোগ, কর্ণরোগ ও চক্ষুরোগ প্রভৃতিতে ইহার নস্য ও অভ্যঙ্গে বিশেষ উপকার দর্শে। ইহা মর্দ্দনে ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) প্রভৃতি রোগ উপশমিত হইয়া কেশের সৌষ্ঠব সাধিত হয়।

প্রপৌণ্ডরীকাদ্যং তৈলম্।

প্রপৌণ্ডরীক মধুক পিপ্পলী চন্দনোৎপলৈঃ।
কার্ষিকৈস্তৈল কুড়ব স্তৈদ্বির্বামলকী রসঃ।
সাধ্যঃ স প্রতিমর্ষঃ স্যাৎ সর্ব্বশীর্ষ গদাপহঃ॥

তিলতৈল ॥০ সের, আমলকীর রস ১ সের। কল্কার্থ প্রপৌণ্ডরীক, যষ্টিমধু, পিপুল, রক্তচন্দন, নীলোৎপল প্রত্যেক ৪ তোলা। এই তৈলের নস্যে সকল প্রকার শিরোরোগ নষ্ট হয়।

মালত্যাদ্যং তৈলম্।

মালতী করবীরাগ্নি নক্তমাল বিপাচিতম্।
তৈলমভ্যঞ্জনে শস্ত মিন্দ্রলুপ্তাপহং পরম্।
ইদং হি ত্বরিতং হন্তি দারুণং দারুণং নৃণাম্।

তিলতৈল ১ সের। কল্কার্থ মালতীপত্র, করবীমূল, চিতামূল, ডহরকরঞ্জ বীজ প্রত্যেক ৪ তোলা, পাকের জল ৪ সের। এই তৈল মাথায় মাখিলে ইন্দ্রলুপ্ত ও দারুণক রোগ দূরীকৃত হয়।

ধাত্র্যাম্রমজ্জলেপাৎ স্যাৎ স্থিরোরুস্নিগ্ধকেশতা॥

আমলকী ও আম্রের মজ্জা বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে কেশ সকল স্থির, শ্রেষ্ঠ ও স্নিগ্ধ হয়।

ইন্দ্রলুপ্তে শিরাং বিদ্ধা শিলা কাসীস তুত্থকৈঃ।
লেপয়েৎ পরিতঃ কল্কৈ স্তৈলঞ্চাভ্যঞ্জনে হিতম্
কুটন্নট শিখী জাতী করঞ্জ করবীরজৈঃ॥

টাক রোগে তৎস্থানের শিরা বিদ্ধ করিয়া মনছাল, হীরাকস ও তুঁতিয়া এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিবে এবং কৈবর্ত্তমুতা, আপাঙ্গমূল, জাতীপত্র, ডহর-করঞ্জবীজ ও করবীমূল এই সমুদায় কল্কের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল দিয়া মালিশ করিবে।

অবগাঢ় পদঞ্চৈব প্রচ্ছয়িত্বা পুনঃ পুনঃ।
গুঞ্জাফলৈশ্চিরং লিম্পেৎ কেশভূমিং সমন্ততঃ॥

টাকস্থান ক্ষতবিক্ষত করিয়া গোমূত্র পিষ্ট রক্তবর্ণ গুঞ্জাফল দ্বারা প্রলেপ দিবে।

হস্তিদন্ত মসীং কৃত্বা মুখ্যঞ্চৈব রসাঞ্জনম্।
লোমান্যনেন জায়ন্তে নৃণাং পাণিতলেষ্বপি॥

পুটদগ্ধ হস্তিদন্ত ভস্ম ও রসাঞ্জন একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে টাকস্থানে পুনর্ব্বার কেশোদ্ভব হয়।

হস্তিদন্ত মসীং কৃত্বা তৈলেন সহ যোজয়েৎ।
হস্তেষ্বপি প্রজায়ন্তে কেশা নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥

হস্তিদন্তভস্ম তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে টাকরোগ দূরীকৃত হয়।

ভল্লাতক বৃহতীফল গুঞ্জামূল ফলেভ্য একেন।
মধু সহিতেন বিলিপ্তং সুরপতিলুপ্তং শমং যাতি॥

ভেলা, বৃহতীফল, কুঁচমূল বা কুঁচফল বাঁটিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে টাক নিবারণ হয়।

গুঞ্জা ফল রস পিষ্টং গুঞ্জামূল মিন্দ্রলুপ্তস্য।
কনকফল নিঘৃষ্টস্য সতোয়ং দাতব্যং প্রচ্ছিতস্য সদা॥

কুঁচের মূল কুঁচফলের রসের সহিত পেষণ করিয়া জলের সহিত টাকস্থানে প্রলেপ দিবে, প্রলেপ দিবার পূর্ব্বে ঐ স্থান ধুতুরাফল দিয়া ঘর্ষণ করিবে।

ঘৃষ্টস্য কর্কশৈঃ পত্রৈরিন্দ্রলুপ্তস্য গুণ্ডনম্।
চূর্ণিতৈর্মরিচৈঃ কার্য্যমিন্দ্রলুপ্ত বিনাশনম্॥

কর্কশ পত্র দ্বারা টাকস্থান ঘর্ষণ করিয়া সেই স্থানে মরিচ চূর্ণ ঘর্ষণ করিবে।

ছাগক্ষীর রসাঞ্জন পুটদগ্ধ গজদন্ত মসীলিপ্তাঃ।
জায়ন্তে সপ্ত দিনাৎ খল্যামপি কুঞ্চিতাশ্চিকুরাঃ॥

ছাগদুগ্ধ, রসাঞ্জন, পুটদগ্ধ গজদন্ত ভস্ম এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া ৭ দিন প্রলেপ দিলে টাকস্থানে পুনর্ব্বার কেশ উৎপন্ন হয়।

মধুকেন্দীবর মূর্ব্বা তিলাজ্য গোক্ষীর ভৃঙ্গলেপেন।
অচিরাদ্ ভবন্তি কেশা ঘনদৃঢ়মূলায়তানৃজবঃ॥

যষ্টিমধু, নীলোৎপল, মুগরা মূল, তিল, ঘৃত, দুগ্ধ, ভৃঙ্গরাজ এই সমুদায় একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে ঘন, দৃঢ়মূল, কৃষ্ণবর্ণ ও কুঞ্চিত কেশ উৎপন্ন হয়।

স্নুহ্যাদ্যং তৈলম্।

স্নুহীপয়ঃ পয়োঽর্কস্য মাকবো লাঙ্গলী বিসম্।
মূত্রমাজং সগোমূত্রং রক্তিকা সেন্দ্রবারুণী॥
সিদ্ধার্থং তীক্ষ্ণতৈলঞ্চ গর্ভং দত্ত্বা বিচক্ষণঃ।
বহ্নিনা মৃদুনা পক্বং তৈলং খালিত্য নাশনম্॥
কূর্ম্মপৃষ্ঠ সমানাপি রুক্ষা যা রোমতস্করী।
দিগ্ধা সানেন জায়েত ঋক্ষ শারীর লোমশা॥

কটুতৈল ৪ সের। ছাগমূত্র ৮ সের, গোমূত্র ৮ সের। কল্কার্থ সিজের আটা, আকন্দের আটা, ভৃঙ্গরাজ, ঈশলাঙ্গলা, মৃণাল, কুঁচ, রাখালসসার মূল, শ্বেত সর্ষপ প্রত্যেক ১ পল। এই তৈলের দ্বারা মালিশ করিলে টাক নিবারিত হয়।

বটাবরোহ কেশিক্যো শচ্ র্ণেনাদিত্য পাচিতম্।
গুড়ূচী স্বরসে তৈল মভ্যঙ্গাৎ কেশরোহণম্॥

সর্ষপতৈলের সহিত কিঞ্চিৎ গুলঞ্চের রস, বটের ঝুরি ও জটামাংসী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সূর্য্য পক্ব করিয়া লইবে। এই তৈল মর্দ্দনে কেশোদ্ভব হয়।

চন্দনাদ্যং তৈলম্।

চন্দনং মধুকং মূর্ব্বা ত্রিফলা নীলমুৎপলম্।
কান্তা বটাবরোহশ্চ গুড়ূচী বিসমেব চ॥
লৌহচূর্ণং তথা কেশী শারিবে দ্বে তথৈব চ।
মার্কবস্বরসেনৈব তৈলং মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥
শিরস্যুপচিতাঃ কেশা জায়ন্তে ঘন কুঞ্চিতাঃ।
স্নিগ্ধাশ্চ দৃঢ়মূলাশ্চ তথা ভ্রমরসন্নিভাঃ।
নস্যেনাকাল পলিতং নিহন্যাত্তৈল মুত্তমম্॥

তিলতৈল ৪ সের। ভৃঙ্গরাজ রস ১৬ সের। কল্কার্থ রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, মূর্ব্বামূল, ত্রিফলা, নীলোৎপল, প্রিয়ঙ্গু, বটের ঝুরি, গুলঞ্চ, মৃণাল, লৌহচূর্ণ, ভূতকেশী, শ্যামালতা, অনন্তমূল মিলিত ১ সের। ইহার নস্য লইলে ও কেশে লাগাইলে কেশ সকল ঘন, কুঞ্চিত, দৃঢ়মূল, কৃষ্ণবর্ণ ও বৃদ্ধিশীল হয়। ইহাতে কেশের অকাল পক্বতা নিবারিত হয়।

যষ্টীমধ্বাদ্যং তৈলম্।

তৈলং সযষ্টিমধুকৈঃ ক্ষীরে ধাত্রীফলৈঃ শৃতম্।
নস্যে দত্তং জনয়তি কেশান্ শ্মশ্রূণি চাপ্যথ॥

তৈল ১ সের। দুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ যষ্টিমধু ৮ তোলা, আমলকী ৮ তোলা। ইহার নস্য গ্রহণ ও মর্দ্দন করিলে কেশ ও শ্মশ্রু উৎপন্ন হয়।

কেশরঞ্জকঃ।

ত্রিফলা নিলীনীপত্রং লৌহ ভৃঙ্গরজঃ সমম্।
অবিমূত্রেণ সংযুক্তং কৃষ্ণীকরণ মুত্তমম্॥

ত্রিফলা, নীলবৃক্ষের পত্র, লৌহ ও ভীমরাজ এই সমুদায় সমানভাগে লইয়া মেষমূত্রের সহিত মর্দ্দন করিয়া কেশে মাখাইলে কেশ সকল অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ হয়।

ত্রিফলাচূর্ণ সংযুক্তং লৌহচূর্ণং বিনিক্ষিপেৎ।
ঈষৎ পক্বে নারিকেলে ভৃঙ্গরাজ রসান্বিতে॥
মাসমেকন্তু নিক্ষিপ্য সম্যগ্‌গর্ত্তাৎ সমুদ্ধরেৎ।
ততঃ শিরো মুণ্ডয়িত্বা লেপং দত্ত্বা ভিষগ্বরঃ॥
সংবেষ্ট্য কদলীপত্রৈ র্মোচয়েৎ সপ্তমে দিনে।
ক্ষালয়েৎ ত্রিফলা ক্বাথৈঃ ক্ষীরমাংসরসাশিনঃ।
কপাল রঞ্জনঞ্চৈতৎ কৃষ্ণীকরণমুত্তমম্॥

ঈষৎ পক্ব একটী নারিকেলের মধ্যে ভীমরাজের রস, লৌহ ও ত্রিফলাচূর্ণ নিহিত করিয়া গর্ত্তের মধ্যে এক মাস পুঁতিয়া রাখিবে। ইহাতে ঐ নারিকেলাদি পচিয়া যাইবে। পরে মস্তক মুণ্ডন করিয়া উহার দ্বারা প্রলেপ দিয়া কদলীপত্রে বেষ্টন করিয়া বান্ধিয়া রাখিবে। ৭ দিবসের পর ঐ প্রলেপ তুলিয়া ত্রিফলার ক্বাথে মস্তক ধৌত করিবে। উক্ত ৭ দিবস দুগ্ধ ও মাংসের যূষ পথ্য। ইহাতে কৃষ্ণবর্ণ কেশ উদ্ভূত হয়।

উৎপলং পয়সা সার্দ্ধং মাসং ভূমৌ নিধাপয়েৎ।
কেশানাং কৃষ্ণীকরণং স্নেহনঞ্চ বিধীয়তে॥

নীলোৎপল পুষ্প দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া এক মাস গর্ত্তে নিহিত করিয়া রাখিবে। ইহা কেশে মাখিলে কেশ সকল স্নিগ্ধ ও কৃষ্ণবর্ণ হয়।

ভৃঙ্গপুষ্পং জবাপুষ্পং মেষদুগ্ধ প্রপেষিতম্।
তেনৈবালোড়িতং লৌহপাত্রস্থং ভূম্যধঃ কৃতম্।
সপ্তাহাদুদ্ধৃতং পশ্চাদ্ ভৃঙ্গরাজ রসেন তু।
আলোড্যাভ্যেন চ শিরো বেষ্টয়িত্বা বসেন্নিশাম্॥

প্রাতস্তু ক্ষালণং কার্য্যমেবং স্যান্মূর্দ্ধ রঞ্জনম্।
এবং সিন্দুর বালাম্র শঙ্খ ভৃঙ্গরসৈঃ ক্রিয়া॥

ভীমরাজ পুষ্প ও জবাপুষ্প মেষদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পুনর্ব্বার তদ্দ্বারাই আলোড়ন করিয়া লৌহভাণ্ডে পুরিয়া ৭ দিবস গর্ত্তের মধ্যে নিহিত করিয়া রাখিবে। ৭ দিবসের পর গর্ত্ত হইতে তুলিয়া ভীমরাজের রস ও ঘৃতের সহিত আলোড়ন করিয়া মস্তকে লেপন করিয়া সমস্ত রাত্রি রাখিবে, প্রাতঃকালে মস্তক ধৌত করিয়া ফেলিবে। ইহাতে কেশ সকল লোহিত বর্ণ হয়। এইরূপ মেটেসিন্দুর, বালা, আম্রকেশী, শঙ্খচূর্ণ ও ভীমরাজের রস এই সমুদায়ের দ্বারা মস্তক লিপ্ত করিলে পূর্ব্বোক্ত ফল হয়।

দগ্ধপৌর শঙ্খচূর্ণ কাঞ্জিক রস সংযুতং হি সীসকং ঘৃষ্ট্বা।
লেপাৎকচানর্কদলাবদ্ধান্ শুভ্রান্ করোতিনীলতরান্॥

রামকর্পুরনামক তৃণভস্ম, শঙ্খচূর্ণ, সীসা এই সমুদায় কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া কেশে লেপন করিয়া আকন্দ পত্র দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিলে শুভ্র কেশ নীলবর্ণ হয়।

লৌহ মল কল্কৈঃ সজবাকুসুমৈর্নরঃ সদা স্নায়ী।
পলিতানীহ ন পশ্যতি গঙ্গাস্নায়ীব নরকাণি॥

প্রত্যহ স্নান কালে লৌহমল ও জবাপুষ্প একত্র পেষণ করিয়া মাথায় মাখিলে কেশের পক্বতা নিবারণ হয়।

নিম্বস্য বীজানি হি ভাবিতানি
ভৃঙ্গস্য তোয়েন তথাশনস্য।
তৈলন্তু তেষাং বিনিহন্তি নস্যাৎ
দুগ্ধাম্বুভোক্তুঃ পলিতং সমূলম্॥

ভীমরাজ ও অশনবৃক্ষের রসে নিমের বীজ ভাবনা দিয়া তাহা হইতে তৈল নিষ্পীড়ন করিয়া লইবে। এই তৈলের নস্য গ্রহণ ও দুগ্ধান্ন ভোজন করিলে কেশের পক্বতা নিবারণ হয়।

নিম্বস্য তৈলং প্রকৃতিস্থমেব
নস্যো নিষিক্তং বিধিনা যথাবৎ।
মাসেন গোক্ষীর ভুজো নরস্য
যবাগ্রভূতং পলিতং নিহন্তি॥

একমাস কেবল নিমের তৈলের নস্য গ্রহণ ও গব্য দুগ্ধ পান করিলে অতিশয় শুক্লবর্ণ কেশও পুনর্ব্বার কৃষ্ণবর্ণ হয়।

ক্ষীরাৎ সমার্কবরসাৎ দ্বিপ্রস্থে মধুকাৎ পলে।
তৈলস্য কুড়বং পক্বং তন্নস্যং পলিতাপহম্॥

তিলতৈল অর্দ্ধ সের, দুগ্ধ ৪ সের, ভীমরাজের রস ৪ সের। কল্কার্থ যষ্টিমধু ৮ তোলা। এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে কেশের পক্বতা নিবারণ হয়।

মহানীলতৈলম্।

আদানীবল্ল্যা মূলানি কৃষ্ণশৈরীয়কস্য চ।
সুরসস্য চ পত্রাণি ফলং কৃষ্ণশণস্য চ॥
মার্কবঃ কাকমাচী চ মধুকং দেবদারু চ।
পৃথক্ দশপলাংশানি পিপ্পল্যস্ত্রিফলাঞ্জনম্॥
প্রপৌণ্ডরীকং মঞ্জিষ্ঠা লোধ্রং কৃষ্ণাগুরুৎপলম্।
আম্রাস্থি কর্দ্দমঃ কৃষ্ণো মৃণালী রক্তচন্দনম্॥
নীলী ভল্লাতকাস্থীনি কাসীসং মদয়ন্তিকা।
সোমরাজ্যশনং শস্ত্রচূর্ণং পিণ্ডীত চিত্রকৌ॥
পুষ্পাণ্যর্জ্জুন কাশ্মর্য্যো রাম্রজম্বু ফলানি চ।
পৃথক্ পঞ্চপলৈর্ভাগৈঃ সুপিষ্টৈরাঢ়কং পচেৎ॥
বিভীতকস্য তৈলস্য ধাত্রীরস চতুর্গুণম্।
কুর্য্যাদাদিত্য পাকং বা যাবৎ শুষ্কো ভবেদ্রসঃ॥
লৌহপাত্রে ততঃ পূতং সংশুদ্ধ মুপযোজয়েৎ।
পানে নস্যক্রিয়ায়াঞ্চ শিরোহভ্যঙ্গে তথৈব চ।
এতচ্চক্ষুষ্য মায়ুষ্যং শিরসঃ সর্ব্বরোগনুৎ।
মহানীলমিতি খ্যাতং পলিতঘ্নমনুত্তমম্॥

বহেড়ার তৈল ১৬ সের। আমলকীর রস ৬৪ সের। কল্কার্থ ঘোষালতার মূল, কালকাঁটীর মূল, তুলসীপত্র, কৃষ্ণশণের ফল,

ভীমরাজ, কাকমাচী, যষ্টিমধু, দেবদারু প্রত্যেক ১০ পল, পিঁপুল, ত্রিফলা, রসাঞ্জন, প্রপৌণ্ডরীক, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, কৃষ্ণাগুরু, নীলোৎপল, 'আম্রকেশী, কৃষ্ণকর্দ্দম, মৃণাল, রক্তচন্দন, নীলকাষ্ঠ, ভেলার মুটী, হীরাকস, মল্লিকাপুষ্প, সোমরাজী, অশনছাল, লৌহচূর্ণ, মদনছাল, চিতামূল, অর্জ্জুনপুষ্প, গাম্ভারীপুষ্প, আম্রফল ও জামফল প্রত্যেক ৫ পল। যথাবিধানে পাক করিবে। অথবা সমুদায় রস শোষণ পর্য্যন্ত সূর্য্যপক করিয়া লইবে। পাক সম্পন্ন হইলে ছাঁকিয়া লৌহপাত্রে রাখিবে। পান, নস্য ও মস্তকে মর্দ্দনার্থ প্রয়োজ্য। ইহাতে সকল প্রকার শিরোরোগ ও কেশের অকাল পক্বতা নিবারণ হইয়া চক্ষুর তেজ ও আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হয়।

ভৃঙ্গরাজঘৃতম্।

ভৃঙ্গরাজ রসে পক্বং শিখিপিত্তেন কল্কিতম্।
ঘৃতং নস্যেন পলিতং হন্যাৎ সপ্তাহ যোগতঃ॥

ঘৃত ১ সের, ভীমরাজের রস ৪ সের। কল্কার্থ ময়ূরপিত্ত ১৬ তোলা। সপ্তাহ এই ঘৃতের নস্য গ্রহণ করিলে কেশের অকাল পক্বতা নিবারণ হয়।

কাঞ্জিক পিষ্ট শেলুফল মজ্জনি সচ্ছিদ্র লৌহগে।
যদর্ক পাতাৎ পতন্তি তৈলং তন্নস্য রক্ষণাৎ॥
কেশা নীলালিসংকাশাঃ সদ্যঃ স্নিগ্ধা ভবন্তি চ।
নয়ন শ্রবণ গ্রীবা দন্তরোগাংশ্চ হন্ত্যদঃ॥

বহুবার ফলের মজ্জা কাঁজিতে পেষণ করিয়া সচ্ছিদ্র লৌহপাত্রে রাখিবে, ঐ পাত্র রৌদ্রে ধরিলে তাহা হইতে যে তৈল চুয়াইয়া পড়িবে, তাহার নস্য ও অভ্যঙ্গ দ্বারা কেশ নীলবর্ণ এবং চক্ষু, কর্ণ, গ্রীবা ও দন্ত সম্বন্ধীয় পীড়া উপশমিত হয়।

কাসীসং রোচনা তুত্থ হরিতাল রসাঞ্জনৈঃ।
অম্লপিষ্টৈঃ প্রলেপোঽয়ং বৃষণকচ্ছুহিপূতয়োঃ॥

হীরাকস, গোরোচনা, তুঁতিয়া, হরিতাল, রসাঞ্জন এই সমুদায় দ্রব্য কাঁজিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বৃষণকচ্ছু ও অহিপূতন রোগ উপশমিত হয়।

পটোলপত্র ত্রিফলা রসাঞ্জন বিপাচিতম্।
পীতং ঘৃতং নাশয়তি কৃচ্ছ্রামপ্যহিপূতনাম্॥

পটোলপত্র, ত্রিফলা ও রসোত এই সমুদায় দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া তাহা পান করিলে অহিপূতন রোগ নষ্ট হয়।

রজনীমার্কবমূলং পিষ্টং শীতেন বারিণা তুল্যম্।
হন্তি বিসর্পং লেপাদ্ বরাহদশনাহ্বয়ং ঘোরম্॥

হরিদ্রা ও ভীমরাজের মূল শীতল জলের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে শূকরদংষ্ট্রক রোগ প্রশমিত হয়।

নাড়ীচবীজকল্কঃ পীতো গব্যেন সর্পিষা প্রাতঃ।
শময়তি শূকরদংষ্ট্রং সদাহপাকজ্বরং ঘোরম্॥

নালিতার বীজ বাঁটিয়া গব্য ঘৃতের সহিত প্রাতে সেবন করিলে শূকরদংষ্ট্রক রোগ উপশমিত হয়।

বিসর্পোক্তঃ প্রতীকারঃ কার্য্যঃ শূকরদংষ্ট্রকে॥

শূকরদংষ্ট্রক রোগে বিসর্পের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

মধুথাদি।

মধুখং ত্রিভাগং বসায়া দ্বিভাগং
তথা নারিকেলোদ্ভবং তৈলমেকম্।
অরালস্য ভাগং দ্রুতং বহ্নিতাপৈ-
স্ততো বস্ত্রগণ্ডে বিলগ্নং বিদধ্যাৎ।
ক্ষতং সর্ব্বরূপং নখোপক্ষ চিপ্পা-
ঙ্গুলী বেষ্টকৌ চ মধুথাদি হন্তি॥

মোম ৩ ভাগ, মেষের বসা ২ ভাগ, নারিকেল তৈল ১ ভাগ ও ধুনা ১ ভাগ এই সমস্ত একত্রে মৃদু অগ্নিসন্তাপে গলাইয়া লইবে। এই মলম বস্ত্রখণ্ডে লাগাইয়া ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলে নখকুনী, আঙ্গুলহাড়া ও সর্ব্বপ্রকার ক্ষত সত্বর প্রশমিত হয়।

ক্ষারঘৃতম্‌।

মুষ্ককং কুটজং গুঞ্জাং চিত্রকং কদলীং বৃষম্‌।
অর্কন্ন্যগ্রাবপামার্গমিশ্বমারং বিভীতকম্‌॥
পলাশং পারিভদ্রঞ্চ নক্তমালঞ্চ সন্দহেৎ।
ততঃ প্রস্থং সমাদায় ক্ষারস্য ষড়্‌গুণাম্ভসা॥
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো বিস্রাব্য পচেৎ সর্পিস্তদম্বুনা।
কল্কং ক্ষারত্রয়ং দত্ত্বা নাতিতীব্রেণ বহ্নিনা॥
ক্ষারসর্পিরিদং হন্যান্‌ মশকং তিলকালকম্‌।
পদ্মিনীকণ্টকং চিপ্পমলসং দদ্রু সিধ্মনী॥

ঘণ্টাপারুল, কুড়চি, কুঁচ, চিতা, কদলী, বাসক, আকন্দ, মনসাসিজ, আপাঙ্গ, করবী, বহেড়া, পলাশ, পাল্‌ধা ও করঞ্জ ইহাদের গাছ খণ্ড খণ্ড করিয়া সমান সমান ভাগে লইয়া একত্র দগ্ধ করিবে। পরে এই ভস্ম ২ সের, ১২ সের জলে গুলিয়া ক্রমান্বয়ে ১২ বার ছাঁকিবে। এই ১২ সের ক্ষারজল দ্বারা যবক্ষার, সাচিক্ষার ও সোহাগা মিলিত ১ সের কল্ক দিয়া ৪ সের গব্য ঘৃত পাক করিবে। অনতিতীব্র অগ্নিতে পাক কর্ত্তব্য। এই ঘৃতের মর্দ্দন মশক, তিলকালক, পদ্মিনীকণ্টক, চিপ্প, অলস, দদ্রু ও সিধ্ম রোগের শান্তি হয়।

অমৃতাঙ্কুরবটী।

অমৃতং পারদং গন্ধং লৌহমভ্রং শিলাজতু।
গুঞ্জামাত্রাং বটীং কুর্য্যান্মর্দ্দয়িত্বামৃতাম্ভসা॥
এষামৃতাঙ্কুরবটী পীতা ধাত্র্যম্ভসা সহ।
ক্ষুদ্ররোগানশেষাংস্তু গদান্‌ পিত্তাস্রকোপজান্‌॥
জ্বরং জীর্ণং প্রমেহঞ্চ কার্শ্যমগ্নিক্ষয়ং তথা।
নাশয়েজ্জনয়েৎ পুষ্টিং কান্তিং মেধাং শুভাং মতিম্‌॥

বিষ, পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও শিলাজতু এই সমুদায় সমান ভাগে লইয়া গুলঞ্চের রসে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান আমলকীর রস। ইহা সেবন করিলে বিবিধ ক্ষুদ্র রোগ, পিত্ত ও রক্তের প্রকোপ জন্য পীড়া, সমস্ত জীর্ণ জ্বর, প্রমেহ, কার্শ্য ও অগ্নিক্ষয় এই সমুদায়ের নিবৃত্তি হইয়া পুষ্টি, কান্তি, মেধা ও শুভ মতি উৎপন্ন হয়।

চন্দ্রপ্রভারসঃ।

চন্দ্রপ্রভাং তুগাক্ষীরীং সৈন্ধবঞ্চ শিলাজতু।
কৌশিকঞ্চাক্ষমানন্তু হেমারং রৌপ্যমভ্রকম্‌॥
মাক্ষিকং শাণমাত্রঞ্চ মধুনা পরিমর্দ্দয়েৎ।
ততো দ্বিবল্লমানেন বটিকাং পরিকল্পয়েৎ॥
অনুপান বিশেষেণ যোজিতোঽয়ং মহারসঃ।
সর্ব্বান্‌ ক্ষুদ্রগদান্‌ হন্তি প্রমেহানতি দুস্তরান্‌॥
বাতব্যাধীনশেষাংশ্চ পিত্তজান্‌ কফসম্ভবান্‌।
চিরপ্রনষ্টমগ্নিঞ্চ দীপয়েজ্জনয়েদ্‌ বলম্‌॥

সোমরাজী বীজ, বংশলোচন, সৈন্ধব লবণ, শিলাজতু ও গুগ্‌গুল প্রত্যেক ২ তোলা, স্বর্ণ, পিত্তল, রৌপ্য, অভ্র ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য মধুর সহিত মাড়িয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ব্যাধি ও দোষাদি বিবেচনা করিয়া অনুপান ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে বিবিধ ক্ষুদ্ররোগ এবং প্রমেহ প্রভৃতি নানা পীড়ার শান্তি হয়।

কুঙ্কুমাদি ঘৃতম্ ।

কুঙ্কুমেন নিশাভ্যাঞ্চ কণয়া বহ্নিবারিণা।
ঘৃতং পক্বং নিরাকুর্য্যান্নীলিকাং মুখদূষিকাম্ ॥
সিধ্মাদীংস্ত্বগ্‌গদান্ সর্ব্বান্ ব্যাধীন্ কফসমুদ্ভবান্ ।
শিরোঽর্ত্তিং নাশয়েচ্চাশু লাবণ্যং জনয়েৎ পরম ॥
জগতামুপকারায় দস্রাভ্যাং বিহিতন্ত্বিদম ।
পানেঽভ্যঙ্গে তথা নস্যে যুক্ত্যা যোজ্যং বিচক্ষণৈঃ ॥

মূর্চ্ছিত ঘৃত ১ সের। চিতামূলের ক্বাথ ৪ সের। কল্কার্থ কুঙ্কুম, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও পিঁপুল প্রত্যেক ৪ তোলা। এই ঘৃত ব্যবহারে নীলিকা, মুখদূষিকা, সিধ্ম প্রভৃতি ত্বগ্‌রোগ, কফজ ব্যাধি সমস্ত ও শিরোরোগ বিনষ্ট এবং মনোহর কান্তি উৎপন্ন হয়। ইহা বিবেচনা পূর্ব্বক পান, অভ্যঙ্গ ও নস্যে প্রয়োজ্য।

সপ্তচ্ছদাদিতৈলম্ ।

সপ্তচ্ছদস্য বাসায়াঃ পিচুমর্দ্দস্য চাম্ভসা ।
তৈলপ্রস্থং পচেৎ কল্কৈর্নিশাদার্ব্বী ফলত্রিকৈঃ ॥
ব্যোষেন্দ্রযব মঞ্জিষ্ঠা খদির ক্ষার সৈন্ধবৈঃ ।
পদ্মিনীকণ্টকং চিপ্পং কদরং ব্যঙ্গ নীলিকে ।
জালগর্দ্দভকঞ্চৈতৎ ত্বগ্ গদাংশ্চ বিনাশয়েৎ ॥

তিলতৈল ৪ সের। ছাতিমছাল, বাসক-ছাল ও নিমছাল ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথ ১৬ সের। কল্কার্থ হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, খদিরকাষ্ঠ, যবক্ষার ও সৈন্ধব মিলিত ১ সের। গোমূত্র ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিবে। ইহা মর্দ্দন করিলে পদ্মিনীকণ্টক, চিপ্প, কদর, ব্যঙ্গ, নীলিকা, জালগর্দ্দভ ও বিবিধ ত্বগ্‌রোগ নিবারিত হয়।

সহাচরঘৃতম্ ।

সহাচর তুলাক্বাথে ক্বাথে চ দশমূলজে
শিরীষস্য কষায়ে চ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥
কল্কান্ দত্ত্বা পঞ্চকোলং ক্রিমিঘ্নং পটুপঞ্চকম্ ।
ক্ষারত্রয়ং বৃশ্চিকালীং সিন্দূরমপি গৈরিকম্ ॥
হন্যাদেতদ্ ঘৃতং ন্যচ্ছং নীলিকাং তিলকালকম্ ।
অঙ্গুলীবেষ্টকং পাদদারীঞ্চ মুখদূষিকাম্ ॥

গব্য ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ পীত ঝাঁটী ১২॥৽ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দশমূল মিশ্রিত ১২॥৽ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। শিরীষছাল ১২॥৽ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, বিছাটীমূল, মেটেসিন্দূর ও গেরিমাটী মিশ্রিত ১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃতের মর্দ্দনে ন্যচ্ছ, নীলিকা, তিল-কালক, অঙ্গুলীবেষ্টক, পাদদারী ও মুখদূষিকা নিরাকৃত হয়।

ক্ষুদ্ররোগেষু পথ্যাপথ্যনির্ণয়ঃ ।

বাতানুলোমনং যচ্চ শকৃন্মূত্র প্রবর্ত্তনম্ ।
শোধনং শোণিতস্যাপি ত্রিদোষঘ্নানি যানি চ ॥
দ্রব্যাণি ক্ষুদ্ররোগেষু হিতান্যেবংবিধানি চ ।
বিপরীতানি সর্ব্বাণি বর্জ্জনীয়ানি যত্নতঃ ॥

বায়ুর অনুলোমক, মলমূত্রপ্রবর্ত্তক, রক্তশোধক এবং ত্রিদোষপ্রশমক দ্রব্য সকল ক্ষুদ্ররোগ সমস্তে হিতকর। ইহার বিপরীত অনিষ্টজনক।

দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

বিষাধিকারঃ।

তত্র বিষস্য দ্বৈবিধ্যমাহ।

স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব দ্বিবিধং বিষমুচ্যতে।
মূলাদ্যাত্মকমাদ্যং স্যাৎ পরং সর্পাদি সম্ভবম্॥

স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে বিষ দুই প্রকার। স্থাবর বিষ বিষাক্ত বৃক্ষের মূলাদি সম্ভূত এবং জঙ্গম বিষ সর্পাদি সম্ভূত।

স্থাবরবিষস্য দশাশ্রয়াঃ।

মূলং পত্রং ফলং পুষ্পং ত্বক্ ক্ষীরং সারমেব চ।
নির্য্যাসো ধাতবঃ কন্দঃ স্থাবরস্যাশ্রয়া দশ।

স্থাবর বিষের দশটী আশ্রয়, যথা মূল, পত্র, ফল, পুষ্প, ত্বক্, ক্ষীর, সার, নির্য্যাস ধাতু ও কন্দ।

মূলবিষস্য কার্য্যম্।

উদ্বেষ্টনং মূলবিষৈর্মোহঃ প্রলপনং তথা॥

মূলবিষ সেবন করিলে উদ্বেষ্টন, মোহ ও প্রলাপ উপস্থিত হয়।

পত্রবিষস্য কার্য্যম্।

জৃম্ভণং বেপনং শ্বাসো নৃণাং পত্রবিষৈর্ভবেৎ।

পত্র বিষদ্বারা জৃম্ভা, কম্প ও শ্বাস উপস্থিত হয়।

ফলবিষস্য কার্য্যম্।

মুষ্কশোথঃ ফলবিষৈর্দাহো দ্বেষশ্চ ভোজনে॥

ফলবিষদ্বারা অণ্ডকোষে শোথ, দাহ ও আহারে দ্বেষ হয়।

পুষ্পবিষস্য কার্য্যম্।

ভবেৎ পুষ্পবিষৈশ্ছর্দ্দিরাধ্মানং মূর্চ্ছনং তথা॥

পুষ্পবিষদ্বারা বমি, আধ্মান ও মূর্চ্ছা হয়।

ত্বক্সারনির্য্যাসবিষাণাং কার্য্যাণি।

ত্বক্সারনির্য্যাসবিষৈরুপভুক্তৈর্ভবন্তি হি।
আস্যদৌর্গন্ধ্যপারুষ্যশিরোরুক্কফসংস্রবাঃ॥

ত্বক্‌বিষ, সারবিষ ও নির্য্যাসবিষ সেবিত হইলে মুখদৌর্গন্ধ্য, পরুষতা, শিরোবেদনা ও কফস্রাব এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

ক্ষীরবিষস্য কার্য্যম্।

ফেনাগমঃ ক্ষীরবিষৈর্বিড্‌ভেদো গুরুজিহ্বতা॥

ক্ষীরবিষদ্বারা ফেননির্গম, মলভেদ ও জিহ্বার গুরুতা উপস্থিত হয়।

ধাতুবিষস্য কার্য্যম্।

হৃৎপীড়নং ধাতুবিষৈর্মূর্চ্ছা দাহশ্চ তালুনি।
প্রায়েণ কালঘাতীনি বিষাণ্যেতানি নির্দ্দিশেৎ॥
এতানি মূলাদি নববিধ বিষাণি।

ধাতুবিষদ্বারা হৃদয়ে পীড়া, মূর্চ্ছা ও তালুতে দাহ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই নয় প্রকার বিষ (মূল, পত্র, ফল, পুষ্প, ত্বক্, সার, নির্য্যাস, ক্ষীর ও ধাতুবিষ) সদ্যোমারক না হইয়া প্রায় কালঘাতী হইয়া থাকে। অর্থাৎ ইহারা সেবিত হইলে ক্রমশঃ দেহের হানি করিয়া কিছুকাল পরে প্রাণ নাশ করে।

কন্দবিষস্য কার্য্যম্ ।

কন্দজান্যুগ্রবীর্য্যাণি যান্যুক্তানি ত্রয়োদশ ।
সর্ব্বাণ্যেতানি কুশলৈর্জ্ঞেয়ানি দশভির্গুণৈঃ ॥
স্থাবরং জঙ্গমং বাপি কৃত্রিমঞ্চাপি যদ্বিষম্ ।
সদ্যো নিহন্তি তৎ সর্ব্বং গুণৈশ্চ দশভির্যুতম্ ॥

ত্রয়োদশ প্রকার কন্দবিষ অতি উগ্রবীর্য্য এবং দশ প্রকার গুণযুক্ত। স্থাবর, জঙ্গম বা কৃত্রিম বিষ যদি দশগুণযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহারা সদ্যো মারক হইয়া থাকে।

বিষস্য দশ গুণাঃ ।

রুক্ষমুষ্ণং তথা তীক্ষ্ণং সূক্ষ্মমাশু ব্যবায়ি চ ।
বিকাশি বিশদঞ্চৈব লঘ্বপাকি চ তে দশ ॥

রুক্ষ, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, আশু, ব্যবায়ি, বিকাশি, বিশদ, লঘু ও অপাকি এই দশটী বিষের গুণ।

তৈর্গুণৈর্বিষস্য কার্য্যমাহ ।

তদ্রৌক্ষ্যাৎ কোপয়েদ্বায়ুমৌষ্ণ্যাৎপিত্তং সশোণিতম্ ।
তৈক্ষ্ণ্যান্মতিং মোহয়তি মর্ম্মবন্ধাংশ্ছিনত্তি চ ॥
শরীরাবয়বান্ সৌক্ষ্ম্যাৎ প্রবিশেদ্বিকরোতি চ ॥
আশুত্বাদাশু তৎ প্রোক্তং ব্যবায়াৎপ্রকৃতিং হরেৎ ।
বিকাশিত্বাৎ ক্ষপয়তি দোষান্ ধাতূন্ মলানপি ।
অতিরিচ্যতে বৈশদ্যাদ্ দুশ্চিকিৎস্যঞ্চ লাঘবাৎ ।
দুর্জ্জরঞ্চাবিপাকিত্বাৎ তস্মাৎ ক্লেশয়তে চিরম্ ॥

বিষ রুক্ষগুণদ্বারা বায়ুকে এবং উষ্ণ গুণদ্বারা শোণিত ও পিত্তকে কুপিত করে। তীক্ষ্ণতাহেতু বুদ্ধির মোহ ও মর্ম্মবন্ধের শিথিলতা উপস্থিত করে। সূক্ষ্মতাহেতু দেহের অবয়ব সমস্তে প্রবেশ করিয়া বিকৃতি উৎপাদন করে। রাগত্বহেতু আশু ক্রিয়া করে এবং ব্যবায় গুণদ্বারা প্রকৃতি হরণ করে। বিকাশিত্বহেতু দোষ, ধাতু ও মলকে ক্ষয় করে। বৈশদ্যহেতু অতিবিরেচন করায় এবং লঘুত্বহেতু দুশ্চিকিৎস্য হয়। অবিপাকিত্বহেতু দুর্জ্জর হয় এবং দীর্ঘকাল ক্লেশ উৎপাদন করে।

স্থাবরবিষাণাং সামান্যং কার্য্যম্ ।

স্থাবরঞ্চ জ্বরং হিক্কাং দন্তহর্ষং গলগ্রহম্ ।
ফেনচ্ছর্দ্দ্যরুচিশ্বাসান্ মূর্চ্ছাঞ্চ কুরুতে বিষম্ ॥

স্থাবর বিষসমস্ত সামান্যতঃ জ্বর, হিক্কা, দন্তহর্ষ, গলরোধ, ফেনবমি, অরুচি, শ্বাস ও মূর্চ্ছা উপস্থিত করে।

জঙ্গমবিষাণাং কার্য্যম্ ।

নিদ্রাং তন্দ্রাং ক্লমং দাহমপাকং লোমহর্ষণম্ ।
শোথঞ্চৈবাতিসারঞ্চ জঙ্গমং কুরুতে বিষম্ ॥

জঙ্গম বিষ নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্লান্তি, দাহ, অপাক, লোমাঞ্চ, শোথ ও অতিসার উপস্থিত করে।

বিষলিপ্তশস্ত্রহতস্য লক্ষণম্ ।

সদ্যঃ ক্ষতং পচ্যতে যস্য জন্তোঃ
স্রবেদ্রক্তং পচ্যতে চাপ্যভীক্ষ্ণম্ ।
কৃষ্ণীভূতং ক্লিন্নমত্যর্থপূতি
ক্ষতান্মাংসং শীর্য্যতে চাপি যস্য ॥
তৃষ্ণা মূর্চ্ছা জ্বরদাহৌ চ যস্য
দিগ্ধাহতং তং পুরুষং ব্যবস্যেৎ ।
লিঙ্গান্যেতান্যেব কুর্য্যাদমিত্রৈ-
র্দত্তঃ ক্লেদো বা ব্রণে যস্য চাপি ॥

যাহার অঙ্গক্ষত সদ্যঃ পাকপ্রাপ্ত হয় এবং নিরন্তর রক্তস্রাব করে, ক্ষত হইতে কৃষ্ণবর্ণ পচা মাংস গলিত হইয়া পড়ে এবং

তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, জ্বর ও দাহ উপস্থিত হয়, সেই ব্যক্তিকে বিষলিপ্ত শস্ত্রদ্বারা আহত জানিবে। শত্রুকর্তৃক কৌশল ক্রমে কাহারও ক্ষতে বিষ প্রদত্ত হইলেও ঐ সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

বিষপীতস্য লক্ষণম্।

সশীতং গৃহধূমাভং পুরীষং যোঽতিসার্য্যতে।
ফেনমুদ্বমতে চাপি বিষপীতং তমাদিশেৎ॥

যে ব্যক্তির পীতবর্ণ বা ঝুলের ন্যায় বর্ণযুক্ত মল নিঃসারিত হয় এবং ফেনবমন হইতে থাকে তাহাকে, বিষপান করিয়াছে বলিয়া স্থির করিবে।

বিষদাতুর্লক্ষণম্।

ইঙ্গিতজ্ঞো মনুষ্যাণাং বাক্‌চেষ্টামুখবৈকৃতৈঃ।
জানীয়াদ্বিষদাতারমেভির্লিঙ্গৈশ্চ বুদ্ধিমান্॥
ন দদাত্যুত্তরং পৃষ্টো বিবক্ষুর্মোহমেতি চ।
অপার্থং বহু সঙ্কীর্ণং ভাষতে চাপি মূঢ়বৎ॥
অঙ্গুলীঃ স্ফোটয়েত্তুর্বীং বিলিখেৎ প্রহসেদপি।
বেপথুশ্চাস্য ভবতি ত্রাস্তশ্চৈকৈকমীক্ষতে॥
বিবর্ণবক্ত্রো ধ্যামশ্চ নখৈঃ কিঞ্চিচ্ছিনত্তি চ।
আলভেতাসকৃদ্দীনঃ করেণচ শিরোরুহান্।
নির্যিযাসুরপদ্বারৈর্বীক্ষতে চ পুনঃ পুনঃ॥
বর্ত্ততে বিপরীতঞ্চ বিষদাতা বিচেতনঃ।

ধ্যামো দগ্ধসমানবর্ণঃ। আলভেত স্পৃশেৎ। বিপরীতং যথা স্যাদেবং বর্ত্ততে।

শত্রুগণ, নরপতি বা অন্য শত্রুদিগের প্রাণনাশার্থ নানাপ্রকারে বিষপ্রয়োগ করে, বিষদাতাকে চিনিবার জন্য লক্ষণ সমস্ত লিখিত হইতেছে। বাক্য, চেষ্টা ও মুখের বিক্রিয়া দ্বারা উহাকে চিনিতে পারা যায়। বিষদাতা ব্যক্তিকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেয় না, বলিতে উপক্রম করিয়া মূর্চ্ছা যায়, মূঢ়বৎ হইয়া অর্থহীন অস্ফুট বহু বাক্য বলে, অঙ্গুলি স্ফুটিত করে, মৃত্তিকা-বিলেখন করে এবং অকারণে হাস্য করে। কাঁপিতে থাকে, ত্রস্ত হইয়া এক এক ব্যক্তিকে দর্শন করে, তাহার মুখ বিবর্ণ হয় ও দগ্ধ ব্যক্তির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয়। নখের দ্বারা কোন দ্রব্য ছেদন করে, পুনঃ পুনঃ হস্ত দ্বারা কেশস্পর্শ করে, অযথাদ্বার দিয়া নির্গমনেচ্ছু হইয়া পুনঃ পুনঃ সেইদিকে ও ইতস্ততঃ চাহিতে থাকে। এইরূপে বিষদাতা বিপরীত-রূপে বর্ত্তায় এবং অচেতন হইয়া পড়ে।

অথ সর্পাঃ।

বাতপিত্তকফাত্মানো ভোগিমণ্ডলিরাজিলাঃ।
যথাক্রমং সমাখ্যাতা দ্ব্যন্তরা দ্বন্দ্বরূপিণঃ॥
ফণিনো ভোগিনো জ্ঞেয়াঃ সংখ্যাতাস্তেঽত্র
বিংশতিঃ।
মণ্ডলৈর্বিবিধৈশ্চিত্রাঃ পৃথবো মন্দগামিনঃ॥
ষট্‌তে মণ্ডলিনো জ্ঞেয়া জ্বলনার্কবিষাঃ স্মৃতাঃ।
স্নিগ্ধা বিবিধবর্ণাভিস্তির্য্যগূর্দ্ধঞ্চ রাজিভিঃ।
বিচিত্রা ইব যে ভান্তি রাজিলাস্তে হি তেঽপি ষট্॥

এতে যথাক্রমং বাতপিত্তকফাত্মানঃ। দ্ব্যন্তরাঃ দ্বে অন্তরে ভেদৌ যেষাং তে দ্ব্যন্তরাঃ, তথা ভোগিনঃ কৃষ্ণসর্পাৎ মণ্ডলিন্যাং গোনস্যাং জাতাঃ মণ্ডলিনো গোনসাং ভোগিনাং ফণিন্যাং কৃষ্ণসর্প্যাং জাতাঃ এবমন্যেঽপি জাতিসঙ্করা উহ্যাঃ।

বিষধর সর্প প্রধানতঃ তিন প্রকার যথা, ভোগী, মণ্ডলী ও রাজিল। ভোগীসর্প ফণাবান্ ও সংখ্যায় ২০ প্রকার। যে সকল সর্প মণ্ডলাকার চিহ্ন সমূহদ্বারা চিত্রিত, স্থূলকায় ও মন্দগামী, তাহাদিগকে মণ্ডলী বলা যায়। মণ্ডলী সর্প ছয় প্রকার। ইহাদের বিষ অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন। যে

সকল সর্প উর্দ্ধ ও তির্য্যক্‌দিকে বিবিধবর্ণ রেখাদ্বারা চিত্রিত ও চিক্কণ তাহাদিগকে রাজিল বলে, ইহারাও ছয় প্রকার। ভোগীর অপর নাম ফণী বা কৃষ্ণসর্প, মণ্ডলীর নামান্তর গোক্ষুর বা গোখুরা এবং রাজিলের নামান্তর চিত্রসর্প। ভোগীসর্প বাতপ্রকৃতিক, মণ্ডলী-সর্প পিত্তপ্রকৃতিক এবং রাজিলসর্প কফ-প্রকৃতিক। ইহাদের পরস্পর সংযোগে বিবিধ সঙ্কর জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। সঙ্কর সর্প সকল দ্বন্দ্বপ্রকৃতিক, অর্থাৎ যে দুই প্রকারের যোগে উহাদের উৎপত্তি, সেই দুই প্রকারের প্রকৃতির মিলনই উহাদের প্রকৃতি জানিবে।

দংশলক্ষণমাহ।

দংশো ভোগিকৃতঃ কৃষ্ণঃ সর্ব্ববাতবিকারকৃৎ।
পীতো মণ্ডলিনঃ শোথো মৃদুঃ পিত্তবিকারবান্‌॥
রাজিলোত্থো ভবেদ্দংশঃ স্থিরশোথশ্চ পিচ্ছিলঃ।
পাণ্ডুঃ স্নিগ্ধোঽতিসান্দ্রাসৃক্‌ সর্ব্বশ্লেষ্মবিকারকৃৎ॥

ভোগীসর্পে দংশন করিলে দষ্টস্থান কৃষ্ণবর্ণ এবং বাতিক বিকৃতি সমস্ত সংঘটিত হয়। মণ্ডলিসর্পদষ্টস্থানে মৃদুশোথ ও পৈত্তিক বিকার সকল উপস্থিত হয়। রাজিলদষ্ট স্থানে কঠিন, পিচ্ছিল, পাণ্ডুবর্ণ ও চিক্কণ শোথ হয়, ঐ স্থানের রক্ত অতি গাঢ় হয় এবং সমস্ত প্রকার শ্লৈষ্মিক বিকৃতি উপস্থিত হইয়া থাকে।

দেশবিদেশে কালবিশেষে চ দষ্টস্যাসাধ্যত্বমাহ।

অশ্বত্থদেবায়তনশ্মশান-
বল্মীকসন্ধ্যাসু চতুষ্পথেষু।
যাম্যে চ পিত্র্যে পরিবর্জ্জনীয়া
ঋক্ষে নরা মর্ম্মসু যে চ দষ্টাঃ॥
যাম্যে ভরণ্যাং, পিত্র্যে মঘায়াম্‌।

অশ্বত্থমূলে, দেবগৃহে, শ্মশানে, বল্মীকে, চতুষ্পথে, সন্ধ্যাসময়ে, ভরণী ও মঘানক্ষত্রে এবং মর্ম্মস্থানে সর্পে দংশন করিলে জীবনাশা পরিত্যাজ্য।

দর্ব্বীকষাণাং বিষমাশু হন্তি
মেঘানিলোষ্ণে দ্বিগুণীভবতি।
সর্ব্বাণি বিষাণি দ্বিগুণীভবন্তি ইত্যর্থঃ।

উল্লিখিতরূপ স্থানে ও সময়ে দর্ব্বীকর সর্পে দংশন করিলে অতি শীঘ্র জীবননাশ হয়। মেঘোদয়ে, বায়ুপ্রবাহে ও উষ্ণকালে বিষ সকল দ্বিগুণ বীর্য্যসম্পন্ন হইয়া থাকে।

দর্ব্বীকরলক্ষণমাহ।

রথাঙ্গলাঙ্গলচ্ছত্রস্বস্তিকাঙ্কুশধারিণঃ।
জ্ঞেয়া দর্ব্বীকরাঃ সর্পাঃ ফণিনঃ শীঘ্রগামিনঃ॥

যে সকল ফণীর ফণে চক্র, লাঙ্গল, স্বস্তিক ও অঙ্কুশ চিহ্ন থাকে এবং যাহারা দ্রুতবেগে গমন করে, তাহাদিগকে দর্ব্বীকর বলা যায়।

অজীর্ণপিত্তাতপপীড়িতেষু
বালেষু বৃদ্ধেষু বুভুক্ষিতেষু।
ক্ষীণে ক্ষতে মেহিনি কুষ্ঠজুষ্টে
রুক্ষেঽবলে গর্ভবতীষু চাপি॥

অজীর্ণ, পিত্ত ও আতপদ্বারা পীড়িত ব্যক্তি, বালক, বৃদ্ধ, ক্ষুধিত, ক্ষীণদেহ, ক্ষতাঙ্গ, মেহরোগী, কুষ্ঠরোগী, রুক্ষদেহ, দুর্ব্বল ও গর্ভবতীনারী সর্পকর্ত্তৃক দষ্ট হইলে শীঘ্র জীবন ত্যাগ করে।

শস্ত্রক্ষতে যস্য ন রক্তমস্তি
রাজ্যো লতাভিশ্চ ন সম্ভবন্তি।
শীতাভিরদ্ভিশ্চ ন রোমহর্ষো
বিষাভিভূতং পরিবর্জ্জয়েত্তম্‌॥
জিহ্মং মুখং যস্য চ কেশপাতো
নাসাবসাদশ্চ সকণ্ঠভঙ্গঃ।

কৃষ্ণশ্চ রক্তঃ শ্বয়থুশ্চ দংশে
হন্বোঃ স্থিরত্বঞ্চ বিবর্জ্জনীয়ম্।

কেশপাতঃ আকর্ষণাৎ। নাসাবসাদঃ নাসায়া নতত্বম্। কণ্ঠভঙ্গঃ গ্রীবাধারণাশক্তিঃ। হন্বোঃ স্থিরত্বং হনুদ্বয়স্তম্ভঃ।

সর্পদষ্ট ব্যক্তির অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিলে যদি রক্তস্রাব না হয়, লতাদ্বারা বলে আঘাত করিলে রেখা উত্থিত না হয়, শীতল জলের ছিটায় লোমাঞ্চ না হয়, যাহার মুখ বক্রীভূত হইয়া যায়, আকর্ষণ করিলে কেশ খসিয়া আইসে, নাসিকা নত হইয়া পড়ে, মস্তক-ধারণের শক্তি থাকে না, দষ্টস্থানের শোথ কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ হয় এবং হনুদ্বয়ের স্তম্ভ হয়, তাহার মৃত্যু আসন্নতর জানিবে।

বর্ত্তির্ঘনা যস্য নিরেতি বক্ত্রাদ্
রক্তং স্রবেদূর্দ্ধমধশ্চ যস্য।
দংষ্ট্রানিপাতাংশ্চতুরশ্চ পশ্যেদ্
যস্যাপি বৈদ্যঃ পরিবর্জ্জনীয়ঃ॥

বর্ত্তির্ঘনেতি নানারূপা বর্ত্তিঃ। যস্য চ নাসা-মুখলিঙ্গগুদাদিভ্যো রক্তং স্রবেৎ। বৈদ্যঃ পশ্যে-দিত্যন্বয়ঃ। স পরিবর্জ্জনীয়ঃ ইত্যর্থঃ।

যাহার মুখদিয়া বর্ত্তিকাকার দৃঢ় পদার্থ সকল নির্গত হয়, নাসিকা, মুখ, লিঙ্গ ও গুহ্যাদি দ্বারা রক্ত নিঃসৃত হয়, অথবা দষ্টস্থানে চারিটী দন্তপাত দৃষ্ট হয়, তাহার মৃত্যু নিশ্চিত।

উন্মত্তমত্যর্থমুপদ্রুতং বা
হীনস্বরং বাপ্যথবা বিবর্ণম্।
সারিষ্টমত্যর্থমবেগিনঞ্চ
জ্ঞাত্বা নরং কর্ম্ম ন তত্র কুর্য্যাৎ॥

উন্মত্ত, নানা উপদ্রবে উপদ্রুত, হীনস্বর, কৃষ্ণীভূতদেহ, নাসাভঙ্গাদি অরিষ্ট লক্ষণযুক্ত ও বেগবর্জ্জিত দষ্টব্যক্তির জীবনাশা নাই।

দূষীবিষলক্ষণমাহ।

জীর্ণং বিষঘ্নৌষধিভির্হতং বা
দাবাগ্নিবাতাতপশোষিতং বা।
স্বভাবতো বা গুণবিপ্রহীনং
বিষং হি দূষীবিষতামুপৈতি॥

জীর্ণমতিপুরাণম্। বিষঘ্নৌষধিভির্হতং নির্বীর্য্যী-কৃতম্। স্বভাবতো বা গুণবিপ্রহীনং স্বভাবাদেব দশানাং গুণানাং মধ্যে একদ্বিত্র্যাদিগুণহীনম্।

স্থাবর বা জঙ্গম বিষ অতি পুরাণ হইলে, বিষঘ্ন ঔষধিদ্বারা হতবীর্য্য হইলে, দাবানল, বায়ু ও আতপদ্বারা শোষিত হইলে এবং যে বিষ স্বভাবতঃ পূর্ব্বোক্ত দশটী গুণের মধ্যে কোন এক, দুই, তিন বা ততোঽধিক গুণ-বিহীন, তৎসমস্তকে দূষীবিষ বলা যায়।

দূষীবিষস্য কার্য্যমাহ।

বীর্য্যাল্পভাবান্ন নিপাতয়েৎ তৎ
কফান্বিতং বর্ষগণানুবন্ধি।
তেনার্দ্দিতো ভিন্নপুরীষবর্ণো
বৈগন্ধ্যবৈরস্যযুতঃ পিপাসী।
মূর্চ্ছাং ভ্রমং গদ্গদবাগ্বমিঞ্চ
বিচেষ্টমানোঽরতিমাপ্নুয়াদ্ বা॥

ন নিপাতয়েৎ ন মারয়তি। কফান্বিতং কফেন মন্দীকৃতৌষ্ণ্যাদিগুণং। বর্ষগণানুবন্ধি কফেনাগ্নে-র্মান্দ্যাদিত্বাদপাকাচ্চিরস্থায়িত্বয়া। দূষীবিষজদদ্রু-রোগবতাং ভিন্নপুরীষবর্ণঃ ভিন্নপুরীষো দ্রুতমলঃ ভিন্নবর্ণে বিবর্ণঃ। বিচেষ্টমানঃ বিরুদ্ধাং চেষ্টাং কুর্ব্বন্ মূর্চ্ছাদীন্ ব্যাধীন্ লভতে।

দূষীবিষ অল্পবীর্য্য বলিয়া প্রাণনাশক হয় না। ইহার উষ্ণতাদিগুণ কফদ্বারা মন্দীভূত হয়, ইহা বহুবর্ষপর্য্যন্ত অনুবন্ধী থাকে। ইহার দ্বারা পীড়িত ব্যক্তির মল দ্রবত্ব প্রাপ্ত ও দেহের বর্ণ বিকৃত হয়। মুখে দুর্গন্ধ ও বিকৃত রস উৎপন্ন ও পিপাসা উপস্থিত হয়। ইহার

দ্বারা মূর্চ্ছা, ভ্রম, গদ্গদ বচন, বমি, বিকৃত দেহচেষ্টা ও বহু ব্যাধি উপস্থিত হইয়া থাকে।

আমাশয়স্থে কফবাতরোগী
পক্বাশয়স্থেঽনিলপিত্তরোগী।
ভবেৎ সমুদ্ধ্বস্তশিরোঽঙ্গরুটকো
বিলূনপক্ষস্তু যথা বিহঙ্গঃ॥

সমুদ্ধ্বস্তশিরোঽঙ্গরুট্‌কঃ সমুদ্ধ্বস্তাঃ শিরোরুহাঃ কেশাঃ অঙ্গরুহাণি লোমানি যস্য সঃ। এতদপি লিঙ্গং পক্বাশয়স্থে দূষীবিষে বোদ্ধব্যম্‌।

দূষীবিষ আমাশয়গত হইলে বাতশ্লৈষ্মিক রোগ সমস্ত সংঘটিত হয়, পক্বাশয় প্রাপ্ত হইলে বাতপৈত্তিক পীড়া সকলের উদ্ভব এবং কেশ ও লোম সকলের ক্ষয় হওয়াতে রোগী দেখিতে পক্ষহীন পক্ষীর ন্যায় হইয়া থাকে।

স্থিতং রসাদিম্বথ তদ্‌ যথোক্তান্‌
করোতি ধাতুপ্রভবান্‌ বিকারান্‌
যথোক্তান্‌ সুশ্রুতে ব্যাধিসমুদ্দেশীয়োক্তান্‌।

দূষীবিষ রস ও রক্ত প্রভৃতিকে আশ্রয় করিলে সুশ্রুত গ্রন্থের ব্যাধিসমুদ্দেশীয় নামক অধ্যায়ে কথিত লক্ষণ সমস্ত উপস্থিত হয়। যথা, রসস্থ হইলে অন্নে অশ্রদ্ধা, অপরিপাক, জ্বর, হৃল্লাস, গুরুতা, হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ ও অকালপলিত ইত্যাদি; রক্তগত হইলে কুষ্ঠ, বিসর্প, পিড়কা, নীলিকা, ইন্দ্রলুপ্ত, প্লীহা, বিদ্রধি, অর্শঃ, অর্ব্বুদ ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি; মাংসপ্রাপ্ত হইলে অধিমাংস, অর্ব্বুদ, অর্শঃ, গলশুণ্ডী, ওষ্ঠপ্রকোপ, গলগণ্ড ও গণ্ডমালা প্রভৃতি; মেদঃস্থ হইলে গ্রন্থি, বৃদ্ধি, গলগণ্ড, অর্ব্বুদ, ওষ্ঠরোগ, মধুমেহ ও অতিস্বেদ প্রভৃতি; অস্থিগত হইলে অধিদন্ত, অস্থিশূল কুনখ প্রভৃতি; মজ্জস্থ হইলে মূর্চ্ছা ও পর্ব্বগৌরব প্রভৃতি এবং শুক্রগত হইলে ক্লৈব্য, শুক্রাশ্মরী ও শুক্রমেহ প্রভৃতি পীড়া সকল উৎপন্ন হয়।

দূষীবিষস্য প্রকোপসময়মাহ।

কোপস্তু শীতানিলদুর্দ্দিনেষু
যাত্যাশু পূর্ব্বং শৃণু তস্য রূপম্‌॥

দূষীবিষ শীতবায়ুপ্রবাহকালে ও মেঘাচ্ছন্ন দিনে প্রকুপিত হয়।

কুপিতস্য দূষীবিষস্য পূর্ব্বরূপমাহ।

নিদ্রাগুরুত্বঞ্চ বিজৃম্ভণঞ্চ
বিশ্লেষহর্ষ বথবাঙ্গমর্দ্দঃ॥

প্রকুপিত দূষীবিষের পূর্ব্বরূপ এই সকল। যথা, নিদ্রাধিক্য, দেহভার, জৃম্ভা, গাত্রশৈথিল্য, লোমাঞ্চ ও অঙ্গমর্দ্দ।

তস্য রূপমাহ।

ততঃ করোত্যন্নমদাবিপাকা-
বরোচকং মণ্ডলকোঠজন্ম।
মাংসক্ষয়ং পাণিপদে প্রশোথং
মূর্চ্ছাং তথা ছর্দ্দিমথাতিসারম॥
দূষীবিষঃ শ্বাসতৃষাজ্বরাংশ্চ
কুর্য্যাৎ প্রবৃদ্ধিং জঠরস্য চাপি॥
অন্নে ভুক্তে পূগফলেনেব মদঃ।

দূষীবিষ পূর্ব্বরূপ ঘটাইয়া পশ্চাৎ অন্নমদ (আহারান্তে. গুবাকভক্ষণের ন্যায়) মদ, অন্নের অপরিপাক, অরুচি, মণ্ডল ও কোষ্ঠরোগ, মাংসক্ষয়, হস্তপদে শোথ, মূর্চ্ছা, বমি, অতিসার, শ্বাস, পিপাসা, জ্বর ও জঠরের বৃদ্ধি এই সকল উৎপাত উপস্থিত করে।

দূষীবিষভেদেন বিকারভেদমাহ।

উন্মাদমন্যজ্জনয়েৎ তথান্য-
দানাহমন্যৎ ক্ষপয়েচ্চ শুক্রম্‌।

গদগদত্বমন্যজ্জনয়েচ্চ কুষ্ঠং
তাংস্তান্ বিকারাংশ্চ বহুপ্রকারান্॥

অন্যদ্দূষীবিষং তাংস্তান্ বিকারান্ বিসর্প-বিস্ফোটকাদীন্।

কোন দূষীবিষ উন্মাদ, কোন দূষীবিষ আনাহ, কোন প্রকার দূষীবিষ শুক্রনাশ, কেহ গদ্গদতা, কেহ কুষ্ঠ এবং কোন প্রকার দূষীবিষ বা বিসর্প ও বিস্ফোট প্রভৃতি পীড়া উৎপাদন করে।

দূষীবিষস্য নিরুক্তিমাহ।

দূষিতং দেশকালান্নদিবাস্বপ্নৈরভীক্ষ্ণশঃ।
যস্মাৎ সন্দূষয়েদ্ধাতূংস্তস্মাদ্দূষীবিষং স্মৃতম্॥

দেশঃ আনূপাদিঃ। কালো দুর্দ্দিনাদিঃ। অন্নং কুলত্থতিলমসূরাদি। ধাতুদূষকত্বাদ্দূষীবিষম্।

অনূপাদি দেশ, দুর্দ্দিনাদি কাল, তিল মসূরাদি অন্ন এবং দিবানিদ্রা এই সকল কারণে নিত্য দূষিত হইয়া ধাতুসকলকে দূষিত করে বলিয়া এইরূপ বিষের নাম দূষীবিষ হইয়াছে।

দূষীবিষস্য সাধ্যত্বাদিকমাহ।

সাধ্যমাত্মবতঃ সদ্যো যাপ্যং সংবৎসরোত্থিতঃ।
দূষীবিষমসাধ্যং স্যাৎ ক্ষীণস্যাহিতসেবিনঃ॥

সত্ত্ববান্ ও চিকিৎসায় যত্নবান্ ব্যক্তির সেবিত দূষীবিষ প্রতীকার্য্য। বর্ষাভ্যন্তরীণ দূষীবিষ যাপ্য, ক্ষীণধাতু ও অহিতসেবী ব্যক্তির পক্ষে ইহা অসাধ্য জানিবে।

কৃত্রিমং বিষং দ্বিবিধম্ একং সবিষং দূষীবিষ-সংজ্ঞম্ অপরমবিষং তদেব গরসংজ্ঞম্। তথাচ কাশ্যপসংহিতায়াম্—

সংযোগজঞ্চ দ্বিবিধং দ্বিতীয়ং বিষমুচ্যতে।
দূষীবিষন্ত সবিষমবিষং গর উচ্যতে॥

কৃত্রিম বিষ দুই প্রকার। এক সবিষ, অপর নির্ব্বিষ। সবিষ কৃত্রিম বিষকে গর বলে।

তত্র দূষীবিষমভিধায় গরং দর্শয়িতুমাহ।

সৌভাগ্যার্থং স্ত্রিয়ঃ স্বেদরজোনানাঙ্গজান্ মলান্।
শত্রুপ্রযুক্তাংশ্চ গরান্ প্রয়চ্ছন্ত্যন্নমিশ্রিতান্॥

স্ত্রিয়ঃ সৌভাগ্যার্থং শত্রুপ্রযুক্ত্যা বা সবিষাবিষ-জন্তুনাং স্বেদাদিজাতান্ মলান্ অন্নেন প্রযচ্ছন্তি।

স্ত্রীলোকেরা সৌভাগ্যার্থ অর্থাৎ পুরুষকে বশ করিবার জন্য সবিষ বা নির্ব্বিষ জন্তুর স্বেদ, চূর্ণ ও নানাঅঙ্গের মল অন্নের সহিত অজ্ঞাতসারে স্বামীকে ভোজন করিতে দেয়। বৈরনির্য্যাতনের জন্যও ঐরূপ গর প্রদত্ত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা গাত্রের ঘর্ম্ম, ঋতুশোণিত ও অঙ্গের মলদ্বারাও পুরুষকে বশ করিবার চেষ্টা করে।

গরকার্য্যমাহ।

তৈঃ স্যাৎ পাণ্ডুঃ কৃশোঽল্পাগ্নির্গরশ্চাস্যোপজায়তে।
মর্ম্মপ্রধমনাধ্মানং হস্তয়োঃ শোথসম্ভবঃ॥
জঠরং গ্রহণীদোষো যক্ষ্মা গুল্মং ক্ষয়ো জ্বরঃ।
এবংবিধস্য চান্যস্য ব্যাধের্লিঙ্গানি দর্শয়েৎ॥

তৈঃস্বেদরজঃপ্রভৃতিভিঃ। গরশ্চাস্যোপজায়তে ইতি অন্নাপাকাৎ জঠরাবস্থিতস্বেদাদিরেব গরং। অতএব তস্যোদরাময়ঃ কিংবা বক্ষ্যমাণমর্ম্ম প্রধমনাদিলক্ষণো ব্যাধির্গরঃ। মর্ম্মপ্রধমনঃ মর্ম্ম-ব্যথা ক্ষয়ো ধাতুক্ষয়ঃ।

উল্লিখিত স্বেদরজঃ প্রভৃতি উদরগত হইলে অন্নের অপরিপাকহেতু গররূপে পরিণত হয়। ইহাতে পাণ্ডুরোগ, কৃশতা, অগ্নির অল্পতা, ঘর্ম্ম, বেদনা, আধ্মান, হস্তদ্বয়ে

শোথ, উদররোগ, গ্রহণীদোষ, যক্ষ্মা, গুল্ম, ধাতুক্ষয়, জ্বর এবং এইরূপ অন্যান্য পীড়া সমুদ্ভূত হইয়া থাকে।

লূতানামুৎপত্তিং নিরুক্তিং সংখ্যাঞ্চাহ।

যস্মাল্লূনং তৃণং প্রাপ্তা মুনেঃ প্রস্বেদবিন্দবঃ।
তেভ্যো জাতাস্তথা লূতা ইত্যাখ্যাতাস্ত ষোড়শ।

অত্র সুশ্রুতঃ।

বিশ্বামিত্রো নৃপবরঃ কদাচিদৃষিসত্তমম্।
বশিষ্ঠং কোপয়ামাস গত্বাশ্রমপদং কিল॥
কুপিতস্য মুনেস্তস্য ললাটাৎ স্বেদবিন্দবঃ।
অপতন্ দর্শনাদেব স্রুধস্তাৎ তীব্রবর্চ্চসঃ।
লূনে তৃণে মহর্ষেস্তু ধেন্বর্থে সম্ভৃতেঽপি চ।
ততো জাতাস্ত্বিমাঘোরা নানারূপা মহাবিষাঃ॥
তাসামষ্টৌ কষ্টসাধ্যা বর্জ্জ্যাশ্চাষ্টৌ চ কীর্ত্তিতাঃ॥

তত্র চিত্রমণ্ডলপ্রভৃতয়োঽষ্টৌ কষ্টসাধ্যাঃ সৌবর্ণিকপ্রভৃতয়োঽষ্টাবসাধ্যাঃ।

এইরূপ পৌরাণিক বৃত্তান্ত আছে, কোন সময়ে বিশ্বামিত্র রাজা, মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন করিয়া তাঁহার ক্রোধ উৎপাদন করেন, মহর্ষির ধেনুর ভক্ষণের জন্য কতকগুলি ছিন্ন তৃণ সঞ্চিত ছিল, ঐ লূন (ছিন্ন) তৃণসকলের উপর ক্রুদ্ধ ঋষি বশিষ্ঠের ললাট-হইতে স্বেদবিন্দু সকল নিপতিত হয়, পরে মহর্ষির দৃষ্টিপাতমাত্র তীব্রতেজাঃ কষ্টপ্রদ বিবিধাকৃতি মহাবিষসম্পন্ন জন্তুসকল উৎপন্ন হয়। উহাদের নাম লূতা (মাকড়সা)। লূতা ১৬ প্রকার। তন্মধ্যে চিত্রমণ্ডল প্রভৃতি ৮ প্রকারের বিষ কষ্টসাধ্য, অবশিষ্ট ৮ প্রকারের বিষ অপ্রতিকার্য্য।

লূতানাং দংশলক্ষণম্।

তাভির্দষ্টে দংশকোথঃ প্রবৃত্তিঃ ক্ষতজস্য চ।
জ্বরো দাহোঽতিসারশ্চ গদাঃ স্যুশ্চ ত্রিদোষজাঃ॥
পিড়কা বিবিধাকারা মণ্ডলানি মহান্তি চ।
শোথা মহান্তো মৃদবো রক্তাঃ শ্যাবাশ্চলাস্তথা।
সামান্যং সর্ব্বলূতানামেতদ্ দংশস্য লক্ষণম্॥

দংশকোথঃ দংশমধ্যে পূতিভাবঃ।

লূতায় (মাকড়সা) দংশন করিলে দষ্ট স্থানে পূতিভাব, রক্তস্রাব, জ্বর, দাহ, অতিসার, সান্নিপাতিক নানাপীড়া, বিবিধাকৃতি পিড়কা, বৃহৎ বৃহৎ মণ্ডলাকার চিহ্ন এবং বহুস্থানে শোথ হয়, ঐ শোথ সকল চলনশীল, কোমল, রক্ত বা শ্যাববর্ণ ও অতি বৃহৎ হয়।

দংশমধ্যে তু যৎকৃষ্ণং শ্যাবং বা জালকাবৃতম্।
দগ্ধাকৃতি ভৃশং পাকক্লেদশোথজ্বরান্বিতম্।
দূষীবিষাভিলূতাভিস্তদ্দষ্টমিতি নির্দ্দিশেৎ॥

দষ্ট অঙ্গ যদি কৃষ্ণ বা শ্যাববর্ণ, জালাবৃত ও দগ্ধবৎ হয় এবং অতিশয় পাক, ক্লেদ, শোথ ও জ্বর উপস্থিত হয়, তাহাহইলে লূতাতে দংশন করিয়াছে জানিবে।

সৌবর্ণকাদিদষ্টলক্ষণমাহ।

শোষং শ্বেতাসিতা রক্তা পীতা চ পিড়কা জ্বরঃ।
প্রাণান্তিকো ভবেদ্ দাহং শ্বাসহিক্কাশিরোগ্রহাঃ॥

সৌবর্ণিকাদি লূতায় দংশন করিলে শ্বেত, কৃষ্ণ, রক্ত বা পীতবর্ণ পিড়কার উৎপত্তি, জ্বর, শ্বাস, হিক্কা, শিরোগ্রহ বা শোষ এবং অতিশয় দাহ উপস্থিত হইয়া প্রাণনাশ হয়।

আখুবিষলক্ষণমাহ।

আদংশাচ্ছোণিতং পাণ্ডুমণ্ডলানি জ্বরোঽরুচিঃ।
লোমহর্ষশ্চ দাহশ্চাপ্যাখুদূষীবিষার্দ্দিতে।

মূষিকে দংশন করিলে দষ্টস্থান হইতে রক্তস্রাব, পাণ্ডুবর্ণ মণ্ডলোৎপত্তি, জ্বর, অরুচি, লোমাঞ্চ ও দাহ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

প্রাণহরমূষিকবিষকার্য্যমাহ।

মূর্চ্ছাঙ্গশোথবৈবর্ণ্যং ক্লেদশব্দাশ্রুতিজ্বরাঃ।
শিরোগুরুত্বং লালাসৃকছর্দ্দিশ্চাসাধ্যমূষকাৎ॥

অঙ্গশোথোঽত্র মূষকাকারো বোদ্ধব্যঃ।

প্রাণনাশক মূষিকে দংশন করিলে মূর্চ্ছা, মূষিকের ন্যায় অকৃতিবিশিষ্ট অঙ্গস্ফীতি, বর্ণের ব্যত্যয়, ক্লেদনির্গম, বধিরতা, জ্বর, মস্তকভার, লালাস্রাব ও রক্তবমন এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া প্রাণনাশ হয়।

কৃকলাসদষ্টস্য লক্ষণম্‌।

শোথস্য কার্শ্যমথবা নানাবর্ণত্বমেব চ।
মেহোঽথ বর্চ্চসো ভেদো দষ্টস্য কৃকলাসকৈঃ॥

কৃকলাসে দংশন করিলে নানাপ্রকার বর্ণযুক্ত মৃদুশোথ, মূর্চ্ছা ও মলভেদ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

বৃশ্চিকবিষস্য লক্ষণম্‌।

দহত্যগ্নিরিবাদৌ তু ভিনত্তীবোর্দ্ধমাশু চ।
বৃশ্চিকস্য বিষং যাতি পশ্চাদ্দংশেঽবতিষ্ঠতে॥

বৃশ্চিকের বিষ প্রথমে অগ্নির ন্যায় দাহ উপস্থিত করে এবং অগ্রে দ্রুতবেগে উর্দ্ধে যাইয়া পশ্চাৎ দষ্টস্থানে উপস্থিত হয়।

অসাধ্যবৃশ্চিকদষ্টস্য লক্ষণম্‌।

দষ্টোঽসাধ্যৈস্তু হৃদ্‌ঘ্রাণরসনোপহতো নরঃ।
মাংসৈঃ পতদ্ভিরত্যর্থং বেদনার্ত্তো জহাত্যসূন্‌॥

অসাধ্যৈর্বৃশ্চিকৈস্তেষামেবাসুবৃত্তেঃ। হৃদাদিষু উপহতঃ হৃদাদিকার্য্যরহিতো ভবতি। অত্যর্থং বেদনার্ত্ত ইত্যন্বয়ঃ।

অসাধ্য বৃশ্চিকে (বিচ্ছুতে) দংশন করিলে হৃদয়, নাসিকা ও জিহ্বার কার্য্যরোধ, মাংসস্খলন ও ঘোর যাতনা উপস্থিত হইয়া প্রাণনাশ হয়।

কণভদষ্টস্য লক্ষণম্‌।

বিসর্পঃ শ্বয়থুং শূলং জ্বরশ্ছর্দ্দিরথাপি বা।
লক্ষণং কণভৈর্দষ্টে দংশশ্চৈবাবশীর্য্যতে॥

কণভনামক কীটে দংশন করিলে বিসর্প, শোথ, শূল, জ্বর, বমি ও দষ্টস্থানের পচন এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

উচ্চিটিঙ্গদষ্টস্য লক্ষণম্‌।

কৃষ্ণলোমোচ্চিটিঙ্গেন স্তব্ধলিঙ্গো ভৃশার্ত্তিমান্‌।
দষ্টঃ শীতোদকেনেব সিক্তান্যঙ্গানি মন্যতে॥

কৃষ্ণলোমা অধিকতরকৃষ্ণরোমা উচ্চিটিঙ্গঃ কীটবিশেষঃ।

অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ লোমবিশিষ্ট উচ্চিটিঙ্গে দংশন করিলে অতিশয় যাতনা ও লিঙ্গের স্তব্ধতা উপস্থিত হয় এবং বোধহয় যেন অঙ্গ সকল শীতলজলে সিক্ত হইয়া আছে।

সবিষমণ্ডূকদষ্টস্য লক্ষণম্‌।

একদংষ্ট্রার্দ্দিতঃ শূনঃ সরুজঃ শীতকঃ সতৃট্‌।
সনিদ্রশ্ছর্দ্দিমান্‌ দষ্টো মণ্ডূকৈঃ সবিষৈর্ভবেৎ॥

একদংষ্ট্রার্দ্দিতঃ স্বভাবাদেকয়ৈব দংষ্ট্রয়া দষ্টো ভবতি।

সবিষ মণ্ডূক একটী দন্তদ্বারা দংশন করিলে দষ্ট ব্যক্তির অঙ্গে শোথ, অতিশয়

বেদনা, বর্ণ পীত, পিপাসা, অধিক নিদ্রা ও বমি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

মৎস্যবিষস্য কার্য্যমাহ।

মৎস্যাস্তু সবিষাঃ কুর্য্যুর্দাহং শোথং রুজং তথা॥

সবিষ মৎস্য দংশনে দাহ, শোথ ও বেদনা উপস্থিত করে।

জলৌকোবিষকার্য্যমাহ।

কণ্ডুং শোথং জ্বরং মূর্চ্ছাং সবিষাস্তু জলৌকসঃ॥

কুর্য্যুরিতি শেষঃ।

জলৌকার বিষদ্বারা কণ্ডূ, শোথ, জ্বর ও মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়।

গৃহগোধিকাবিষকার্য্যমাহ।

বিদাহং শ্বয়থুং তোদং প্রস্বেদং গৃহগোধিকাঃ॥

কুর্য্যুরিতি শেষঃ।

গৃহগোধিকা অর্থাৎ টিক্‌টিকীর বিষদ্বারা দাহ, শোথ, সূচীবেধবৎ যাতনা ও ঘর্ম্মনির্গম এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

শতপদীবিষকার্য্যমাহ।

দংশে স্বেদং রুজং দাহং কুর্য্যাচ্ছতপদীবিষম্॥

শতপদীর বিষদ্বারা দষ্টস্থানে স্বেদ ও বেদনা উপস্থিত হয়।

মশকবিষকার্য্যমাহ।

কণ্ডূমান্ মশকৈরীষচ্ছোথঃ স্যান্মন্দবেদনঃ॥

মশকদষ্টস্থানে কণ্ডূবিশিষ্ট, অল্প বেদনা-যুক্ত ঈষৎ শোথ উৎপন্ন হয়।

অসাধ্যমশকলক্ষণমাহ।

অসাধ্যকীটসদৃশমসাধ্যং মশকক্ষতম্॥

অসাধ্যকীটসদৃশম্ অসাধ্যৈঃ কীটৈর্লূতাদিভিঃ কৃতং যৎ ক্ষতং তৎসদৃশবেদনম্।

অসাধ্য লূতাদি কীটের দংশনের ন্যায় অসাধ্য মশকের দংশন জানিবে।

মক্ষিকাদংশলক্ষণমাহ।

সদ্যঃ সংস্রাবিণী শ্যাবা দাহমূর্চ্ছাজ্বরান্বিতা।

পিড়কা মক্ষিকাদংশে তাসান্তু স্থগিকাসুহৃৎ॥

তাসাং সুশ্রুতোক্তানাং ষণ্ণাং মক্ষিকাণাং মধ্যে স্থগিকানাম্নী মক্ষিকা অসুহৃৎ প্রাণনাশিনী শীঘ্রং জীবিতং হরতীত্যর্থঃ।

মক্ষিকায় দংশন করিলে দষ্টস্থান শ্যাববর্ণ স্রাববিশিষ্ট এবং দাহ, মূর্চ্ছা ও জ্বর উপস্থিত হয়। তন্মধ্যে স্থগিকানাম্নী মক্ষিকা শীঘ্র প্রাণনাশ করে।

ব্যাঘ্রাদিবিষাণাং কার্য্যমাহ।

চতুষ্পাদ্ভির্দ্বিপাদ্ভির্বা নখৈর্দন্তৈশ্চ যৎ কৃতম্।

শূয়তে পচ্যতে তত্তু স্রবতি জ্বরয়ত্যপি॥

চতুষ্পাদ্ভির্ব্যাঘ্রাদিভিঃ। দ্বিপাদ্ভিঃ বনমনুষ্যাদিভিঃ। শূয়তে শূনং ভবতি।

ব্যাঘ্রাদি: চতুষ্পদ জন্তু এবং বনমানুষাদি দ্বিপাদ জন্তুদিগের কৃত ক্ষত স্ফীত ও শোথবিশিষ্ট হয় এবং উহাহইতে স্রাব নির্গত ও জ্বর উপস্থিত হয়।

বিষোজ্‌ঝিতস্য লক্ষণম্।

প্রসন্নদোষং প্রকৃতিস্থধাতু-
মন্নাভিকামং সমমূত্রবিট্‌কম্।
প্রসন্নবর্ণেন্দ্রিয়চিত্তচেষ্টং
বৈদ্যোঽবগচ্ছেদবিষং মনুষ্যম্॥
প্রসন্নদোষং প্রকৃতিস্থদোষং শেষং সুগমম্।

দোষ ও ধাতুর প্রকৃতিতে অবস্থিতি অন্নাভিলাষ, স্বাভাবিক মলমূত্র নির্গম এবং বর্ণ, ইন্দ্রিয়, চিত্ত ও চেষ্টার প্রসন্নতা এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইলে মনুষ্যকে নির্ব্বিষ হইয়াছে বলিয়া জানিবে।

স্থাবরবিষস্য চিকিৎসা।

স্থাবরেণ বিষেণার্ত্তং নরং যত্নেন বাময়েৎ।
বমনেন সমং নাস্তি যতস্তস্য চিকিৎসিতম্॥
বিষমত্যর্থমুষ্ণঞ্চ তীক্ষ্ণঞ্চ কথিতং যতঃ।
অতঃ সর্ব্ববিষেষূক্তঃ পরিষেকশ্চ শীতলঃ॥
ঔষ্ণ্যাং তৈক্ষ্ণ্যাদ্বিশেষেণ বিষং পিত্তং প্রকোপয়েৎ।
বমিতং সেচয়েৎ তস্মাচ্ছীতলেন জলেন চ॥
পায়য়েন্মধুসর্পির্ভ্যাং বিষঘ্নং ভেষজং দ্রুতম্।
ভোক্তুমন্নং রসং দদ্যাৎ সিতয়া চ সমন্বিতম্॥

যে ব্যক্তি স্থাবরবিষ সেবন করে, তাহাকে বমন করাইবে, বমনের তুল্য বিষনিবারক ঔষধ আর নাই। বিষ স্বভাবতঃ অতিশয় উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ, অতএব সর্ব্বত্র শীতল সেচন ক্রিয়া কর্ত্তব্য। বিষ উষ্ণতা ও তীক্ষ্ণতা গুণদ্বারা পিত্তকে কুপিত করে, অতএব বমনান্তে শীতল জল সেচন হিতকর। মধু ও ঘৃতের সহিত বিষঘ্ন ঔষধ সেবন এবং চিনির সহিত অন্নরস ভোজন ব্যবস্থেয়।

যস্য যস্য চ দোষস্য পশ্যেল্লিঙ্গানি ভূরিশঃ।
তস্য তস্যৌষধৈঃ কুর্য্যাদ্বিপরীতগুণৈঃ ক্রিয়াম্॥

বিষসেবনকারী ব্যক্তির যে যে দোষের চিহ্ন দেখিবে, সেই সেই দোষের বিপরীত গুণসম্পন্ন ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

মূলত্বক্‌পত্রপুষ্পাণি বীজঞ্চেতি শিরীষতঃ।
গবাং মূত্রেণ সম্পিষ্টং লেপাদ্বিষহরং পরম॥

কোন অঙ্গে বিষ সংযোগ হইলে শিরীষ বৃক্ষের মূল, ছাল, পত্র, পুষ্প ও বীজ একত্র গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

দূষীবিষার্ত্তং সুস্নিগ্ধমূর্দ্ধ্বঞ্চাধশ্চ শোধনম্।
পায়য়েদগদং মুখ্যমিদং দূষীবিষাপহম্॥

দূষীবিষার্ত্ত রোগীকে স্নেহ প্রয়োগ করিয়া উর্দ্ধাধঃ শোধন ও অগদ সেবন ব্যবস্থা করিবে।

পিপ্পলীধ্যামকং মাংসী লোধ্রমেলা সুবর্চ্চিকা।
মরিচং বালকঞ্চৈলা তথা কনকগৈরিকম্।
ক্ষৌদ্রযুক্তং কষায়োঽয়ং দূষীবিষমপোহতি॥
ধ্যামকং রোহিষং তদভাবে উশীরং দেয়ম্। কনকগৈরিকমত্যন্তমারক্তং গৈরিকম্ সোনাগেরি ইতি লোকে।

পিঁপুল, রোহিষতৃণ, (অভাবে বেণার মূল), জটামাংসী, লোধ, ছোটএলাইচ, সৌবর্চ্চল, মরিচ, বালা, বড়এলাইচ ও স্বর্ণগেরি ইহাদের কাথ মধুর সহিত সেবন করাইলে দূষীবিষের শান্তি হয়।

জঙ্গমবিষস্য চিকিৎসা।

তত্রাদৌ সর্পবিষ চিকিৎসা।

সর্ব্বৈরেবাদিতঃ সর্পৈঃ শাখাদষ্টস্য দেহিনঃ।
দংশস্যোপরি বধ্নীয়াদরিষ্টাশ্চতুরঙ্গুলে।
ন গচ্ছতি বিষং দেহমরিষ্টাভির্নিবারিতম্॥

যে কোন বিষধরসর্পে হস্তে বা পদে দংশন করিলে তৎক্ষণাৎ দষ্টস্থানের চারি অঙ্গুলি উপরে অতিদৃঢ়রূপে তাগা বান্ধিবে।

ইহাতে বিষ, তাগা অতিক্রম করিয়া দেহে ব্যাপ্ত হইতে পারেনা।

দহেদ্ দংশমথোৎকৃত্য যত্র বন্ধো ন জায়তে।
আচুষণচ্ছেদদাহাঃ সর্ব্বত্রৈব তু পূজিতাঃ।

দষ্টস্থান উৎকর্ত্তন করিয়া তাগার কিছু নিম্ন হইতে দহন করিবে। অথবা ঐ স্থান সম্যক্‌রূপে চুষিয়া রক্তাদি বাহির করিবে। চুষণ, ছেদন ও দহন ক্রিয়া সর্ব্বত্র হিতকর।

দেবব্রহ্মর্ষিভিঃ প্রোক্তা মন্ত্রাঃ সত্যতপোময়াঃ।
ভবন্তি নান্যথা ক্ষিপ্রং বিষং হন্যুঃ সুদুস্তরম্।

দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি কর্ত্তৃক প্রোক্ত, সত্যতপোময় মন্ত্রসকল ব্যর্থ হয় না, মন্ত্রদ্বারা সুদুস্তর বিষ হত হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মন্ত্রাস্ত্ববিধিনা প্রোক্তা হীনা বা স্বরবর্ণতঃ।
যস্মান্ন সিদ্ধিমায়ান্তি তস্মাদ্ যোজ্যোঽগদক্রমঃ॥

কিন্তু মন্ত্রসকল অবিধিরূপে প্রোক্ত অথবা স্বর ও বর্ণহীন হইলে কার্য্যকর হয় না। অতএব কেবল মন্ত্রের উপর নির্ভর না করিয়া ঔষধ প্রয়োগে ও যত্নবান্ হইবে।

সমন্ততঃ শিরাদংশাদ্বিধ্যেত্তু কুশলো ভিষক্।
শাখাগ্রে বা ললাটে বা বেধ্যাস্তা বিস্যতে বিষে॥
রক্তে নির্হ্রিয়মাণে তু কৃৎস্নং নির্হ্রিয়তে বিষম্।
তস্মাদ্বিস্রাবয়েদ্রক্তং সাহস্য পরমা ক্রিয়া॥

দষ্টস্থানের চারিদিকে শিরাবেধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে, বিষ সর্ব্বদেহব্যাপ্ত হইলে শাখাগ্রের অথবা ললাটের শিরাসকল বিদ্ধ করা কর্ত্তব্য। রক্তনির্হৃত হইলে সমস্ত বিষ নির্হৃত হয়, অতএব সর্পদষ্ট ব্যক্তির প্রথমতঃ সর্ব্বপ্রযত্নে রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য। রক্তমোক্ষণ এবিষয়ে বিশেষ হিতকর।

সমন্তাদগদৈর্দংশং প্রচ্ছয়িত্বা প্রলেপয়েৎ
চন্দনোশীরযুক্তেন বারিণা পরিষেচয়েৎ।

দষ্টস্থান লেখন করিয়া অগদনামক ঔষধদ্বারা প্রলিপ্ত করিবে। চন্দন এবং বেণার মূল সংযুক্ত জলদ্বারা সেচন ক্রিয়াও কর্ত্তব্য।

পায়য়েদগদাংস্তাংস্তান্ ক্ষীরক্ষৌদ্র ঘৃতাদিভিঃ।
তদভাবে হিতা বা স্যাৎ কৃষ্ণা বল্মীকমৃত্তিকা॥

দুগ্ধ, মধু ও ঘৃত প্রভৃতির সহিত অগদ সকল সেবন করাইবে। অগদের অভাবে কৃষ্ণবর্ণ উইমৃত্তিকা সেবনীয়।

কোবিদারশিরীষার্ককটভীর্বাপি ভক্ষয়েৎ।
ন পিবেৎ তৈলকৌলত্থমদ্যসৌবীরকাণি চ॥
দ্রবমন্যত্তু যৎকিঞ্চিৎ পীত্বা পীত্বা তদুদ্বমেৎ।
প্রায়ো হি বমনেনৈব সুখং নির্হ্রিয়তে বিষম্।

রক্তকাঞ্চনের ছাল, শিরীষছাল, আকন্দমূলের ছাল এবং লতাফট্‌কী ইহাদের কাথ পানদ্বারা বমন কর্ত্তব্য। তিলতৈল, কুলথযূষ এবং সৌবীর বা অন্য প্রকার মদ্য পেয় নহে। অন্যান্য দ্রব বস্তুর পুনঃ পুনঃ পানদ্বারা পুনঃ পুনঃ বমন কর্ত্তব্য। যেহেতু প্রায় বমনদ্বারা অক্লেশে বিষ নির্হৃত হইয়া থাকে।

শিরীষপুষ্পস্বরসে ভাবিতং মরিচং সিতম্।
সপ্তাহং সর্পদষ্টানাং নস্যপানাঞ্জনে হিতম্॥

সজিনার বীজ অথবা শ্বেতবর্ণ মরিচ এক সপ্তাহ শিরীষ পুষ্পের স্বরসে ভাবনা দিয়া রাখিবে। ইহা নস্য, পান বা অঞ্জনার্থে প্রযুক্ত হইলে সর্পদষ্ট ব্যক্তি সুস্থ হয়।

কুলিকমূলনস্যেন কালদষ্টোঽপি জীবতি॥

কালিয়াকড়ার মূলের নস্যদ্বারা সর্পদষ্ট ব্যক্তি স্বাস্থ্যলাভ করে।

গৃহধূমো হরিদ্রে দ্বে সমূলং তণ্ডুলীয়কম্।
অপি বাসুকিনা দষ্টঃ পিবেদ্দধিঘৃতপ্লুতম্॥

গৃহের ঝুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা এবং সমূল নটিয়াশাক এই সমুদায় বাঁটিয়া দধি ও ঘৃতের সহিত সেবন করিলে সর্পবিষ নষ্ট হয়।

দ্বিপলং নতকুষ্ঠাভ্যাং ঘৃতক্ষৌদ্রচতুঃপলম্‌।
অপি তক্ষকদষ্টানাং পানমেতৎ সুখপ্রদম্‌॥

তগরপাদুকা ও কুড়চূর্ণ প্রত্যেক ১ পল এবং ঘৃত ও মধু প্রত্যেক ২ পল এই সমুদায় একত্র সেবন করিলে তক্ষকদষ্ট ব্যক্তিও স্বাস্থ্যলাভ করে।

বন্যকর্কোটজং মূলং ছাগমূত্রেণ ভাবিতম্‌।
নস্যং কাঞ্জিকসম্পিষ্টং দোসোপহতচেতসঃ॥

ছাগমূত্রে ভাবিত কাঁকরোলমূল কাঁজিদিয়া বাঁটিয়া তাহার নস্য প্রদান করিলে সর্পবিষ নষ্ট হয়।

জয়পালভবাং মজ্জাং ভাবয়েন্নিম্বুকদ্রবৈঃ।
একবিংশতিবেলন্তু ততো বর্ত্তিং প্রকল্পয়েৎ॥
মনুষ্যলালয়া ঘৃষ্ট্বা ততো নেত্রে তথাঞ্জয়েৎ।
সর্পদষ্টবিষং জিত্বা সঞ্জীবয়তি মানবম্‌॥

জয়পালের মজ্জা লেবুর রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি মনুষ্যের লালায় ঘর্ষণ করিয়া নেত্রে অঞ্জিত করিলে সর্পবিষ বিনষ্ট হইয়া রোগী স্বাস্থ্যলাভ করে।

বিসস্থ-বমনং পানে ত্বগ্‌যোগে সেচনাদিকম্‌॥

বিষপান করিলে বমনক্রিয়া এবং উহা ত্বকে লাগিলে সেচন ও লেপনাদি ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

কোষ্ঠদাহরুজাধ্মান মূত্রসঙ্গরুগন্বিতম্‌।
বিরেচয়েচ্ছকৃদ্বায়ুসঙ্গপিস্তাতুরং নরম্‌॥

কোষ্ঠে দাহ ও বেদনা, আধ্মান, মূত্ররোধ, মলরোধ ও অধোবায়ুর অপ্রবৃত্তি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে বিরেচন কর্ত্তব্য।

শূনাক্ষিকূটং নিদ্রার্ত্তং বিবর্ণাবিললোচনম্‌।
বিবর্ণঞ্চাপি পশ্যন্তমঞ্জনৈঃ সমুপাচরেৎ॥

নেত্রে শোথ, অধিক নিদ্রাবির্ভাব এবং চক্ষের আবিলতা ও বৈবর্ণ্য উপস্থিত হইলে অঞ্জন প্রয়োজ্য।

শিরোরুগ্‌গৌরবালস্যহনুস্তম্ভগলগ্রহে।
শিরো বিরেচয়েৎক্ষিপ্রং মন্যাস্তম্ভে চ দারুণে॥

শিরোবেদনা, গাত্রের গুরুতা, আলস্য, হনুস্তম্ভ, গলগ্রহ ও মন্যাস্তম্ভ উপস্থিত হইলে নস্য প্রয়োগ করিবে।

নষ্টসংজ্ঞং বিবৃত্তাক্ষং ভগ্নগ্রীবং বিরেচনৈঃ।
চূর্ণৈঃ প্রধমনৈস্তীক্ষ্ণৈর্বিষার্ত্তং সমুপাচরেৎ॥

বিষার্ত্ত ব্যক্তির সংজ্ঞানাশ, নেত্রবিবৃত্তি ও গ্রীবাভঙ্গ হইলে তীক্ষ্ণ প্রধমন নস্য প্রয়োগ করিবে।

তাড়য়েচ্চ শিরাঃ ক্ষিপ্রং তস্য শাখাললাটজাঃ।
তাস্বপ্স্বসিচ্যমানাসু মূর্দ্ধ্নি শস্ত্রেণ শস্ত্রবিৎ।
কুর্য্যাৎ কাকপদাকারং ব্রণমেবং স্রবন্তি তাঃ॥

সংজ্ঞানাশাদি হইলে শাখা ও ললাটের শিরাসকল বেধ করিবে, ইহাতে রক্তস্রাব না হইলে শস্ত্রদ্বারা মস্তকে কাকপদাকার ক্ষত করিবে, ইহাতে রক্তস্রাব হইবে।

বাদয়েচ্চাগদৈর্লিপ্তা দুন্দুভীস্তস্য পার্শ্বয়োঃ॥

তাহার দুই পার্শ্বে অগদলিপ্ত দুন্দুভিসকল বাজাইবে।

লব্ধসংজ্ঞং পুনশ্চৈনমূর্দ্ধ্বাধশ্চ শোধয়েৎ॥

এইরূপ ক্রিয়া সকলদ্বারা সংজ্ঞালাভ হইলে পুনর্ব্বার বমন ও বিরেচন করাইবে।

নিঃশেষং নির্হরেচ্চাপি বিষং পরমদুর্জ্জয়ম্‌।
অল্পমপ্যবশিষ্টং হি ভূয়ো বেগায় কল্পতে॥

বিষ অতিদুর্জ্জয় বস্তু, অতএব ইহাকে নিঃশেষরূপে নির্হরণ করাই কর্ত্তব্য। কারণ অল্পমাত্র বিষ অবশিষ্ট থাকিলেও উহা পুনর্ব্বার বেগবান্‌ হইয়া উঠে।

কুর্য্যাদ্বা সাদবৈবর্ণ্য জ্বরকাসশিরোরুজঃ।
শোথশোষপ্রতিশ্যায় তিমিরারুচিপীনসান্‌॥
তেষু চাপি যথাদোষং প্রতিকর্ম্ম প্রয়োজয়েৎ।
বিষার্ত্তোপদ্রবাংশ্চাপি যথাস্বং সমুপাচরেৎ॥

ঐ অবশিষ্ট অল্প বিষ প্রাণনাশকও হইতে পারে অথবা দেহের অবসন্নতা, বৈবর্ণ্য, জ্বর, কাস, শিরোরোগ, শোথ, প্রতিশ্যায়, তিমির, অরুচি ও পীনস এই সকল পীড়াও উপস্থিত করিতে পারে। ঐ ঘটনা হইলে যথাদোষ চিকিৎসা ও উপদ্রব সকলের নিবারণ করিবে।

এবং ক্রিয়াক্রমৈর্ম্মন্ত্রৈরোসধীভিশ্চ যত্নতঃ।
বিষে হৃতগুণে দেহাদ্ যদা দোসঃ প্রকুপ্যতি॥
তদা পবনমূদ্ধৃত্তং স্নেহাদ্যৈঃ সমুপাচরেৎ।
তৈলমৎস্যকুলত্থাম্লবর্জ্জৈর্মারুতনাশনৈঃ॥
পিত্তজ্বরহরৈঃ পিত্তং কষায়ৈঃ স্নেহবস্তিভিঃ।
কফমারগ্বধাদ্যেন সক্ষৌদ্রেণ গণেন তু।
শ্লেষ্মঘ্নৈরগদৈশ্চাপি তিক্তরুক্ষৈশ্চ ভোজনৈঃ॥

এইরূপ ক্রিয়া সমস্তদ্বারা, মন্ত্রদ্বারা ও ঔষধিদ্বারা বিষ নির্হৃত হইলেও যদি দোষ প্রকুপিত হয়, তাহাহইলে তাহার যথাবিধি চিকিৎসা করিবে। বায়ু কুপিত হইলে স্নেহাদিদ্বারা এবং তৈল, মৎস্য, কুলত্থ ও অম্ল ভিন্ন বায়ুনাশক দ্রব্যদ্বারা, পিত্ত কুপিত হইলে পিত্তজ্বরঘ্ন কষায় ও স্নেহবস্তিদ্বারা এবং কফ কুপিত হইলে মধুযুক্ত আরগ্বধাদিগণ, কফঘ্ন ঔষধ ও তিক্ত, রুক্ষ ভোজনদ্বারা চিকিৎসা করিবে।

মহাগদাঃ।

ত্রিবৃদ্বিশল্যে মধুকং হরিদ্রে
রক্তা নরেন্দ্রো লবণশ্চ বর্গঃ।
কটুত্রিকং চৈব বিচূর্ণিতানি
শৃঙ্গে নিদধ্যান্মধুসংযুতানি॥
এষোঽগদো হন্তি বিষং প্রযুক্তঃ।
পানাঞ্জনাভ্যঞ্জননস্যযোগৈঃ।
অবার্য্যবীর্য্যো বিষবেগহন্তা
মহাগদো নাম মহাপ্রভাবঃ॥

তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, যষ্টিমধু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুঁচ, সোঁদালআঠা, পঞ্চলবণ ও ত্রিকটু প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া গোশৃঙ্গে রাখিয়া ও গোশৃঙ্গদ্বারা আবৃত করিয়া এক পক্ষ রাখিবে। সর্পদষ্ট বা বিষপীত ব্যক্তিকে এই ঔষধ পান, অঞ্জন, অভ্যঙ্গ ও নস্যার্থে প্রয়োগ করিবে। ইহার বীর্য্য ও প্রভাব অতি বলবান্। ইহার দ্বারা বিষবেগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধের নাম মহাগদ।

অজিতাগদঃ।

বিড়ঙ্গপাঠাত্রিফলাজমোদা-
হিঙ্গূনি বক্রং ত্রিকটূনি চৈব।
সর্ব্বশ্চ বর্গো লবণস্য সূক্ষ্মঃ
সচিত্রকঃ ক্ষৌদ্রযুতো নিধেয়ঃ॥
শৃঙ্গে গবাং শৃঙ্গময়েণ চৈব
প্রচ্ছাদিতঃ পক্ষমুপেক্ষিতশ্চ।
এষোঽগদঃ স্থাবরজঙ্গমানাং
জেতা বিষাণামজিতো হি নাম্না॥

বিড়ঙ্গ, আকনাদি, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বনযমানী, হিঙ্গু, তগরপাদুকা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, পঞ্চলবণ ও চিতামূল প্রত্যেক সমভাগ সূক্ষ্মচূর্ণ। এই সমুদায় মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া এক পক্ষ কাল পূর্ব্ববৎ গোশৃঙ্গে রাখিবে। এই ঔষধ দ্বারা স্থাবর ও জঙ্গম ও সমস্ত বিষ বিনষ্ট হয়। ইহার নাম অজিতাগদ।

তার্ক্ষ্যাগদঃ।

প্রপৌণ্ডরীকং সুরদারুমুস্তা-
পুন্নাগতালীশসুবর্চ্চিকাশ্চ॥
স্থৌণেয়কধ্যামকপদ্মকানি
পুন্নাগতালীশসুবর্চ্চিকাশ্চ॥

কুটন্নটৈলাসিতসিন্ধুবারাঃ
শৈলেয়কুষ্ঠে তগরং প্রিয়ঙ্গু ।
রোধ্রং জলং কাঞ্চনগৈরিকঞ্চ
সমাগধং চন্দনসৈন্ধবঞ্চ ॥
সূক্ষ্মাণি চূর্ণানি সমানি কৃত্বা
শৃঙ্গে নিদধ্যান্মধুসংযুতানি ।
এষোঽগদস্তার্ক্ষ্য ইতি প্রদিষ্টো
বিষং নিহন্যাদপি তক্ষকস্য ॥

পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, দেবদারু, মুতা, কালিয়াকাষ্ঠ, কট্‌কী, থুনিয়া, গন্ধতৃণ, পদ্মকাষ্ঠ, পুন্নাগপুষ্প, তালীশপত্র, স্বৰ্জ্জিকাক্ষার, কেশুর, এলাইচ, কৃষ্ণনিসিন্দা, শৈলজ, কুড়, তগরপাদুকা, প্রিয়ঙ্গু, লোধ, বালা, স্বর্ণগেরি, পিঁপুল, শ্বেতচন্দন ও সৈন্ধব প্রত্যেক সমভাগ সূক্ষ্মচূর্ণ মধুসংযুক্ত করিয়া পূর্ব্ববৎ গোশৃঙ্গে রাখিবে। এই ঔষধ দ্বারা তক্ষকেরও বিষ বিনষ্ট হয়। ইহার নাম তার্ক্ষ্যাগদ।

দশাঙ্গাগদঃ।

বচাহিঙ্গুবিড়ঙ্গানি সৈন্ধবং গজপিপ্পলী ।
পাঠাপ্রতিবিষাব্যোষং কাশ্যপেন বিনির্ম্মিতম্ ।
দশাঙ্গমগদং পীত্বা সর্ব্বকীটবিষং জয়েৎ ॥

বচ, হিং, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, গজপিঁপুল, আকনাদি, আতইচ, শুঁঠ, পিঁপুল ও মরিচ প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ। ইহার নাম দশাঙ্গ অগদ। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার কীটের বিষ বিনষ্ট হয়।

কীটবিষ চিকিৎসা ।

সমূলপুষ্পাঙ্কুরবল্কবীজাৎ
কাথঃ শিরীষাৎ ত্রিকটুপ্রগাঢ়ঃ ।
সসৈন্ধবঃ ক্ষৌদ্রযুতোঽথ পীতো
বিশেষতঃ কীটবিষং নিহন্তি ॥

শিরীষবৃক্ষের মূল, পুষ্প, অঙ্কুর, বন্ধল ও বীজ ইহাদের কাথে মধু, সৈন্ধবলবণ ও ত্রিকটুচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কীটবিষ নষ্ট হয়।

ইন্দুরবিষ চিকিৎসা ।

অগারধূমমঞ্জিষ্ঠারজনীলবণোত্তমৈঃ ।
লেপো জয়ত্যাখুবিষং শোণিতস্রবণং তথা ॥

ঝুল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও সৈন্ধবলবণ এই সমুদায়ের প্রলেপ ও রক্তমোক্ষণ দ্বারা ইন্দুরের বিষ নষ্ট হয়।

কুষ্ঠং ত্রিকটুকং দার্ব্বী মধুকং লবণদ্বয়ম্ ।
মালতীনাগপুষ্পঞ্চ সর্ব্বাণি মধুরাণি ॥
কপিত্থরসপিষ্টোঽয়ং শর্করাক্ষৌদ্রসংযুতঃ ।
বিষং হন্ত্যগদঃ সর্ব্বং মূষিকাণাং বিশেষতঃ ॥

কুড়, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, দারুহরিদ্রা, যৌলছাল, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, মালতীপুষ্প, নাগেশ্বরপুষ্প ও জীবনীয়গণ এই সমুদায় দ্রব্য কয়েতবেলের রসে পেষণ করিয়া চিনি ও মধুর সহিত সেবন করিলে ইন্দুরের বিষ নষ্ট হয়।

বৃশ্চিকবিষ চিকিৎসা ।

উষ্ণং গব্যঘৃতঞ্চাপি সৈন্ধবেন সমন্বিতম্ ।
বৃশ্চিকস্য বিষং হন্তি লেপনাৎ পর্ব্বতাত্মজে ॥

উষ্ণ গব্য ঘৃত সৈন্ধবসংযুক্ত করিয়া দংশনস্থানে লেপন করিলে বৃশ্চিকের বিষ বিনষ্ট হয়।

স্নুহীক্ষীরসমাযোগাদ্ বিষং বৃশ্চিকজং হরেৎ ॥

মনসাসিজের আটা বৃশ্চিক দষ্টস্থানে ২।১ ফোঁটা লাগাইলেই বৃশ্চিকবিষ জ্বালা নষ্ট হয়।

কুক্কুরবিষ চিকিৎসা।

শিরীষস্য তু বীজং বৈ স্নুহীক্ষীরেণ ঘর্ষিতম্।
তল্লেপেন মহাদেবি নশ্যেৎ কুকুরজং বিষম্॥

কুকুরে কামড়াইলে সিজের আটায় শিরীষবীজ ঘষিয়া দংশনস্থানে লেপন করিবে।

শৃগালাদিবিষকার্য্যং তচ্চিকিৎসা চ।

শৃগালাশ্বতরক্ষ্বৃক্ষব্যাঘ্রাদীনাং যদানিলঃ।
শ্লেষ্মপ্রদুষ্টো মুষ্ণাতি সংজ্ঞাং সংজ্ঞাবহাশ্রিতঃ॥
তদা প্রস্রস্তলাঙ্গূলহনুস্কন্ধোঽতিলালবান্।
অত্যর্থবধিরোঽন্ধশ্চ সোঽন্যোন্যমভিধাবতি॥
তেনোন্মত্তেন দষ্টস্য দংষ্ট্রিণা সবিষেণ তু।
সুপ্ততা জায়তে দংশে কৃষ্ণঞ্চাতিস্রবত্যসৃক্॥
দিগ্ধবিদ্ধস্য লিঙ্গেন প্রায়শশ্চোপলক্ষিতঃ।
যেন চাপি ভবেদ্দষ্টস্তস্য চেষ্টারুতং নরঃ॥
বহুশঃ প্রতিকুর্ব্বাণঃ ক্রিয়াহীনো বিনশ্যতি।
দংষ্ট্রিণা যেন দষ্টশ্চ তদ্রূপং যদি পশ্যতি॥
অপ্সু বা যদি বাদর্শে রিষ্টং তস্য বিনির্দ্দিশেৎ।
ত্রস্যত্যকস্মাদ্ যোঽভীক্ষ্ণং শ্রুত্বা দৃষ্ট্বাপি বা জলম্॥
জলত্রাসন্তু বিদ্যাৎ তং রিষ্টং তদপি কীর্ত্তিতম্।
অদষ্টো বা জলত্রাসী ন কথঞ্চন সিধ্যতি।
প্রসুপ্তোঽথোত্থিতো বাপি স্বস্থস্ত্রস্তো ন সিধ্যতি।

শৃগাল, কুক্কুর, তরক্ষু, ভল্লুক ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুর বায়ু কুপিত ও কফ কর্ত্তৃক দুষ্ট হইয়া সংজ্ঞাবহা নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া সংজ্ঞার বৈলক্ষণ্য উপস্থিত করিলে উহারা লাঙ্গূলাদি স্রস্ত করিয়া অত্যন্ত বধির ও অন্ধপ্রায় হইয়া লালানিঃসারণপূর্ব্বক বেগে ধাবমান হয়। ঐ উন্মত্ত সবিষ শৃগালাদিতে দংশন করিলে দষ্টস্থানের স্পর্শশক্তির হানি ঐ স্থান হইতে কৃষ্ণবর্ণ শোণিতস্রাব এবং বিষলিপ্ত শস্ত্রাহতের লক্ষণ সমস্ত উপস্থিত হয়। যে জন্তুতে দংশন করে, দষ্টব্যক্তি ঐ জন্তুর চেষ্টা ও স্বরের পুনঃ পুনঃ অনুকরণ করিয়া ক্রিয়াহীন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে। জলে বা দর্পণে দংশনকারী জন্তুর রূপ দর্শন করিলে মৃত্যু নিশ্চিত। যে ব্যক্তি জল দেখিয়া বা জলের নাম শুনিয়া ভীত হইয়া উঠে, তাহারও মৃত্যু ধ্রুব। এই অরিষ্ট লক্ষণকে জলত্রাস বলে। কোন জীবের দংশন ব্যতিরেকেও যদি অকস্মাৎ জলত্রাস উপস্থিত হয়, তাহাও মরণের কারণ জানিবে। কোন সুস্থ ব্যক্তিও যদি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া অকস্মাৎ অত্যন্ত ভয় পায়, তাহাও মৃত্যুর হেতু বলিয়া স্থির করিবে।

বিস্রাব্য দংশং তৈর্দষ্টে সর্পিষা পরিদাহিতম্।
প্রদিহ্যাদগদৈঃ সর্পিঃ পুরাণং বাপি পায়য়েৎ॥
অর্কক্ষীরযুতঞ্চাস্য দদ্যাচ্ছীর্ষবিরেচনম্।
শ্বেতাং পুনর্নবাঞ্চাস্য দদ্যাদ্ধুস্তূরকাযুতম্॥

ঐ সকল জন্তুতে দংশন করিলে দষ্টস্থান হইতে রক্তস্রাব করিয়া উষ্ণ ঘৃতদ্বারা দাহ করিয়া অগদদ্বারা প্রলেপ দিবে এবং পুরাতন ঘৃত পান করাইবে। আকন্দের আঠার সহিত মিশ্রিত তীক্ষ্ণ দ্রব্যের নস্য দিলে এবং শ্বেতপুনর্নবার মূল ও ধুতুরার মূল একত্র সেবন করাইলে ঐ সকল জন্তুর বিষ নষ্ট হয়।

কুপীলুবিজয়াসর্পিঃসেবনাদ্দৈবকর্ম্মণা।
উন্মত্তজম্বুকাদীনাং বিষমাশু বিনশ্যতি।

কুঁচিলা, সিদ্ধি ও ঘৃতসেবনদ্বারা এবং দৈবকর্ম্মদ্বারা উন্মত্ত শৃগালাদির বিষ বিনষ্ট হয়।

পললং তিলতৈলঞ্চ রূপিকায়াঃ পয়ো গুড়ঃ।
নিহন্তি বিষমালর্কং মেঘবৃন্দমিবানিলঃ॥

তিলচূর্ণ, তিলতৈল, শ্বেত আকন্দের আঠা ও পুরাতন গুড় এই সমুদায় দ্বারা উন্মত্ত কুক্কুরের বিষ নষ্ট হয়।

যদা যস্য চ দোষস্য প্রকোপঃ পরিলক্ষ্যতে।
তদা তং প্রতিকুর্ব্বীত পায়য়েদগদাংস্তথা॥

যখন যে দোষের প্রকোপ লক্ষিত হইবে, তখন তাহার যথাবিধি প্রতিকার করিবে এবং পূর্ব্বোক্ত অগদ সকল সেবন করাইবে।

বিষস্য সমবলচিকিৎসাবিধিঃ।

তদন্যৎ তৎসমবলং দ্রব্যং তদ্ধি বিনাশয়েৎ।
নতু হীনবলং দ্রব্যং বারয়েদ্বলবত্তরম্‌॥
আহুঃস্ম মুনয়ঃ সর্ব্বে ভিষজশ্চ পুরাতনাঃ।
প্রতিযোগিনমালক্ষ্য প্রতিযোগী নিবর্ত্ততে॥
প্রতিযোগ্যত্র সমবলবিরোধী।

তদ্ভিন্ন অথচ তত্তুল্য বলবিশিষ্ট দ্রব্য তাহাকে বিনাশ করিতে পারে। কিন্তু হীনবল দ্রব্য বলবত্তর দ্রব্যকে বিনাশ করিতে পারে না। পূর্ব্বতন ঋষি ও চিকিৎসকগণ বলিয়াছেন যে, সমবল বিরোধীকে দেখিয়া সমবল বিরোধী নিবৃত্ত হয়।

মনে কর, কাহাকেও সর্পে দংশন করিয়াছে, তাহার বিষকে নষ্ট করিতে হইবে। ঐ বিষকে নষ্ট করিতে হইলে তাহার তুল্য বলবিশিষ্ট দ্রব্যের প্রয়োজন, বিষই ঐ বিষের সমান বলশালী। তবে কি তাহাকে পুনর্ব্বার সর্পদ্বারা দংশন করাইতে হইবে? কারণ বিষই বিষের তুল্য বলবান্‌। কিন্তু তাহাতে বিষের প্রতিকার হইবে না, তাহাতে অনিষ্টের দ্বৈগুণ্যই ঘটিবে। যদিও ঐ বিষ পূর্ব্ববিষের ন্যায় বলবিশিষ্ট বটে, কিন্তু তদন্য অর্থাৎ তদ্ভিন্নজাতীয় নহে। সর্পবিষ দারুবিষ (সেঁকো) দ্বারা নিবারিত হইতে পারে। কারণ, দারুবিষ, সর্পবিষ হইতে ভিন্নজাতীয়, অথচ সর্পবিষের ন্যায় বলসম্পন্ন। অতএব তদ্ভিন্নজাতীয় অথচ তত্তুল্য বলবিশিষ্ট দ্রব্যদ্বারা তদ্বস্তুর বিনাশ হয়।

হরিণা হন্যতে হস্তী হরিণেন কদাপি ন।
জম্বুকাঃ পরিভূয়ন্তে শ্বভিরুগ্রৈস্তুজৈর্নহি॥

হস্তীকে বধ করিতে সিংহই সমর্থ, হরিণ কদাচ নহে। শৃগালগণ, উগ্রকুক্কুর সমূহ কর্ত্তৃক পরিভূত হয়, ছাগসমূহদ্বারা নহে।

বিষমেকবিধং হন্যাদ্বিষমন্যৎ তথাগুণম্‌।
অতো ভিষগ্‌ভিরুদ্দিষ্টং বিষস্য বিষমৌষধম্‌॥

একজাতীয় বিষকে, তাহার তুল্য গুণবিশিষ্ট অন্যজাতীয় বিষ, বিনাশ করে। অতএব চিকিৎসকগণ স্থির করিয়াছেন যে, বিষের ঔষধই বিষ।

সন্নিপাতজ্বরে ঘোরে বিষং বপুষি জায়তে।
তদ্বিষস্য বিনাশায় কৃষ্ণসর্পবিষং ক্ষমম্‌॥

ঘোর সান্নিপাতজ্বরে ব্যাধি প্রভাবে দেহে বিষ উৎপন্ন হয়। ঐ উৎপন্ন বিষকে কৃষ্ণসর্পবিষ বিনাশ করিতে সমর্থ।

স্বয়মুৎপদ্যতে দেহে বিষং ব্যাধিপ্রভাবতঃ।
তল্লক্ষণস্য জনকং বিষং তদ্বিনিবারয়েৎ॥

ব্যাধিপ্রভাবে দেহমধ্যে স্বয়ং বিষ উৎপন্ন হয়, যে বাহ্য বিষ ঐ উৎপন্ন বিষের ন্যায় লক্ষণ উপস্থিত করে, তদ্দ্বারা উহা বিনষ্ট হয়।

যান্যেকং জনয়েদ্দ্রব্যং লক্ষণানি ততোঽপরম্‌।
কুরুতে যদি তান্যেব দ্বয়ং সমবলং মতম্‌॥

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সমবল তদন্য দ্রব্যদ্বারা তদ্বস্তুর বিনাশ হয়। এক্ষণে সমবল কাহাকে বলে কথিত হইতেছে। কোন দ্রব্য যে সকল লক্ষণ উপস্থিত করে, তদ্ভিন্ন অপর দ্রব্য যদি সেই সকল লক্ষণ উপস্থিত করে, তাহা হইলে ঐ উভয় দ্রব্যকে সমবল বলা যায়।

একং দেহসমুৎপন্নমন্যদ্বাহ্যং বিষং যদি।
সমং প্রকুরুতে লিঙ্গং তদ্দ্বয়ং সমশক্তিকম্‌॥

ব্যাধিপ্রভাবে দেহে উৎপন্ন বিষ এবং কোন বাহ্য বিষ যদি তুল্য লক্ষণের জনক

হয়, তাহাহইলে উহারাও সমবল বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

অতোঽতৎসেবিনো ব্যাধির্যঃ কশ্চিদভিজায়তে।
তদ্ব্যাধের্জনয়িত্রাসৌ তদন্যেন হি বার্য্যতে ॥

কোনদ্রব্য সেবন করিলে যে ব্যাধি উপস্থিত হয়, সেই ব্যাধি যদি কাহারও সেইদ্রব্য সেবন না করিয়া হইয়া থাকে, তাহাহইলে সেইদ্রব্য সেবনে তাহার সেই ব্যাধির শান্তি হইবে। কারণ সমবল তদন্য দ্রব্যদ্বারা তদ্বস্তুর বিনাশ হয়।

যদ্ দ্রব্যং নিঃসরেদ্দেহাৎ তচ্ছীলেনেতরেণ হি।
প্রবৃত্তিঃ তস্য রুধ্যেত বিধিরেব সনাতনঃ ॥
বিপরীতং তদাকর্ষি সমং তদ্বিনিবারকম্।
নিয়মোঽব্যভিচার্য্যেষ জগত্যাঃ পরিদৃশ্যতে ॥

যে দ্রব্য দেহ হইতে নিঃসৃত হয়, তাহার তুল্যগুণসম্পন্ন অন্য দ্রব্য দেহসংযুক্ত হইলে সেইদ্রব্যের নিঃসরণরোধ হয়। কোন দ্রব্য তৎসংযুক্ত বিপরীত দ্রব্যকে আকর্ষণ করে, সমদ্রব্য তাহার আকর্ষক না হইয়া প্রতিরোধক হইয়া থাকে। ইহা অব্যভিচারী নিয়ম।

যুক্ত্যানয়ৈব বপুষি যদভাবঃ প্রজায়তে।
তদভাবস্য জনকং তদভাবং নিবারয়েৎ ॥

ঠিক্ যুক্তিদ্বারাই সিদ্ধ হইতে পারে যে, শরীরে যে দ্রব্যের অভাব হয়, সেই অভাবের জনক বাহ্য বস্তুদ্বারা ঐ অভাব নিবারিত হইতে পারে। তবে ঐ দ্রব্য তদন্য অথচ তৎসমবল হওয়া চাই।

জলের সহিত জল বা জলার্দ্র বস্তু সংযুক্ত হইলে উহা ঐ জলকে আকর্ষণ করিতে পারে না, কিন্তু শুষ্কবস্তু ভস্মাদি উহাকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। জলার্দ্র বস্ত্র শুষ্ক বায়ুতে থাকিলে ঐ বায়ু বস্ত্রস্থ জলসকলকে আকর্ষণ করে, জলাণুপূর্ণ বায়ু তদ্রূপ পারে না। পাকযন্ত্র হইতে অম্ল নিঃসরণ রোগ হইলে যদি অম্লের বিপরীত গুণযুক্ত ক্ষার সেবন করাযায়, তাহা হইলে ঐ ক্ষারদ্বারা পাকযন্ত্রের অম্ল নিঃসরণরোধ না হইয়া বৃদ্ধিই হইবে, তবে ক্ষারের সহিত নির্গত অম্ল সকল মিশ্রিত ও ভাবান্তরাপন্ন হইয়া তৎকালে যাতনার নিবৃত্তি হইবামাত্র, প্রকৃতপক্ষে পীড়ার শান্তি না হইয়া বৃদ্ধিই হইবে। অতএব ক্ষার পদার্থ অম্লরোগের ঔষধ নহে, আশু যাতনা নিবারক মাত্র। আমলকী প্রভৃতির রস যাহা পাকযন্ত্র হইতে নিঃসৃত অম্লের সমধর্ম্মী, তাহাই ঐরূপ অম্ল নিঃসরণের নিবারক। কারণ সমধর্ম্মী পদার্থ সমধর্ম্মীকে আকর্ষণ করেনা। অতএব অম্ল গুণযুক্ত আমলকী প্রভৃতির রস অম্ল রোগের ঔষধ। কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে গাত্রে পিপীলিকাদির গতির ন্যায় কণ্ডূবিশেষ উপস্থিত হয়, সহজ দেহে কুঁচিলা সেবন করিলেও ঐরূপ কণ্ডূ হইতে দেখাযায়। অতএব দেহে যে বিষ স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া কণ্ডূ উপস্থিত করে, কুঁচিলা তাহার সমানধর্ম্মী, কারণ কুঁচিলাদ্বারাও ঐরূপ কণ্ডূ উপস্থিত হয়। অতএব কুঁচিলা সেবন করিলে ঐ অবস্থায় পীড়ার শান্তি হইবে। ভল্লাতক সেবনে গাত্রে কণ্ডূ ও শোথ বিশেষ উপস্থিত হয়, অতএব ঐরূপ কণ্ডূজনক ও শোথোৎপাদক কুষ্ঠরোগের ভল্লাতকই ঔষধ। কারণ সমবল তদন্য পদার্থের দ্বারা তৎপদার্থের বিনাশ হয়।

ঐ ঔষধ দ্রব্য সকল অতি অল্প মাত্রায় ব্যবহার্য্য। কারণ দেহ ঐ সকল পদার্থ অধিক সহ্য করিতে পারে না। ঐ সকল সমবল ঔষধদ্রব্য দেহে ক্রমশঃ অল্প অল্প সংযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ দেহের তত্তদ্বিধ নিঃসারণ

প্রবণতা অর্থাৎ রোগ প্রবণতা নিবারণ করিবে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য কি মাত্রায় উহা ব্যবহার্য্য ? মনে কর, অহিফেন সেবন করিলে প্রাণনাশ হয়, কিন্তু আবার এত অল্প মাত্রায় সেবন করা যাইতে পারে যে তাহাতে কিছুমাত্র ক্লেশ উপস্থিত হয় না। কোন যুবা ব্যক্তি অর্দ্ধ সর্ষপ পরিমাণে অহিফেন সেবন করিলে, তাহাতে তাহার কিছুমাত্র দেহবিকৃতি হইল না, কোনদিন এক সর্ষপ মাত্রায় সেবন করিলে, তাহাতেও বিকৃতি অনুভূত হইল না ; কিন্তু এক সর্ষপ অপেক্ষা অত্যল্প মাত্র অধিক সেবন করিয়াই কিছু ভাবান্তর অনুভূত হইল। এইরূপ হইলে এক সর্ষপ পরিমিত অহিফেন, উহার পক্ষে মাত্রা জানিবে। অর্থাৎ যে পরিমাণে দ্রব্য সেবন করিলে কিছুমাত্র বিকৃতি অনুভূত হয় না, অথচ তাহা অপেক্ষা অণুমাত্র অধিক হইলেই বিকৃতির অনুভব হয়, তাহাই সেই দ্রব্যের মাত্রা। মাত্রা, বালক, বৃদ্ধ, যুবা এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে একরূপ নহে। জাতি, অবস্থা, বাসস্থান ও দেহপ্রকৃতি প্রভৃতির অনুসারে মাত্রার তারতম্য হইয়া থাকে।

কচিৎ সমগুণা কার্য্যা বিপরীতাত্মিকা কচিৎ।
চিকিৎসা দ্বিবিধা চাপি কালভেদে প্রশস্যতে॥

কোথাও সমবল চিকিৎসা, কোথাও বা বিপরীতাত্মিকা চিকিৎসা করিবে। উভয়ই প্রয়োজনীয় ও কার্য্যকারক। বিপরীতগুণা চিকিৎসা আশু যন্ত্রণা নিবারক এবং সমবল চিকিৎসা প্রকৃত রোগনাশক।

বহুনা যেন যৎকার্য্যং সাধ্যতে তস্য চাণুশঃ।
সাধ্যতে বিপরীতং হি সর্ব্বত্রৈষ বিনিশ্চয়ঃ॥

যে দ্রব্য বহু পরিমাণে সেবিত হইলে যে কার্য্য সাধিত হয়, সেই দ্রব্য অণু পরিমাণে সেবিত হইলে তাহার বিপরীত কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে।

অহিফেন অধিক পরিমাণে সেবিত হইলে মলরোধক হয়, উহাই আবার অত্যল্প পরিমাণে সেবিত হইলে মলের প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে। যখন মলরোধ হইয়াছে, তখন অবশ্যই জানিতে হইবে যে, অহিফেনের সমধর্ম্মী কোন বিষময় পদার্থ শরীরে উৎপন্ন হওয়াতেই ঐরূপ ঘটনা হইয়াছে, ঐ বিষের নিবারক অহিফেন। অহিফেন অণুমাত্রায় দেহস্থ হইলে মলের রোধ হয় না, অথচ দেহোৎপন্ন বিষের নাশ করিয়া দেহকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন করিলে আপনা আপনি মল প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

দুর্নিবারং কোষ্ঠরোধং ফণিফেনো নিবারয়েৎ।
জয়পালভবং বীজং মলভেদে মহৌষধম্॥

দুর্নিবার কোষ্ঠরোধ অহিফেনদ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে। অধিক মলভেদে জয়পালের বীজ মহৌষধ। যে পরিমাণ ব্যবহারে ভেদ হইয়াছে, সেইরূপ নিয়মে অতি অল্পমাত্রায় ব্যবহার্য্য।

শৈত্যযোগেন সন্তাপো বিনির্যাতি শরীরতঃ।
উষ্ণবস্ত্রাদিযোগেন তদ্গতিঃ প্রতিরুধ্যতে॥

উষ্ণতার বিপরীত ধর্ম্মযুক্ত শৈত্যযোগে দেহের উষ্ণতা বহির্গত হয়, কিন্তু উষ্ণ বস্ত্রাদিদ্বারা উহার গতিরুদ্ধ হয়।

জ্বরেণ দেহে সন্তপ্তে তৈলতোয়নিষেবনম্।
ন প্রোক্তং মুনিভিঃ পূর্ব্বৈঃ স্বেদস্তত্র সুখাবহঃ॥

জ্বরে দেহ উষ্ণ হইলে তৈল ও জলসেচন বিহিত নহে, উহাতে স্বেদক্রিয়াই হিতকারী।

ইতি দার্শনিকী যুক্তিশ্চিকিৎসায়াঃ প্রদর্শিতা।
এতামাশ্রিত্য মতিমান্ বিচরেদিহ কর্ম্মসু॥

চিকিৎসা সম্বন্ধে এই দার্শনিক যুক্তি প্রদর্শিত হইল, বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া সর্ব্বত্র ক্রিয়ানুষ্ঠান করিবেন।

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ক্ষপমুমূর্ষু চিকিৎসা।

শ্বাসরোধো মতো হেতুর্মরণে মজ্জনাদিনা।
অতঃ শ্বাসে সমানীতে প্রাণী প্রাণিতি যত্নতঃ॥
উষ্ণঃ কায়োঽস্তি যে যাবদঙ্গানি শিথিলানি চ।
তাবচ্চিকিৎসা কর্ত্তব্যা প্রায়ো দণ্ডান্ততো মৃতিঃ॥

জলমজ্জনাদি দ্বারা যে মৃত্যু হয়, তাহার প্রধান কারণ শ্বাসরোধ। অতএব ঐরূপে মুমূর্ষু ব্যক্তির কৌশলে শ্বাস পুনরানয়ন করিয়া যথোচিত সেবা করিলে ঐ ব্যক্তি পুনর্জীবিত হইতে পারে। যাবৎ দেহ উষ্ণ ও অঙ্গসকল শিথিল থাকে, তাবৎ চিকিৎসা কর্ত্তব্য। একদণ্ড অতীত হইলে প্রায় আর জীবনাশা থাকে না।

জলমগ্নং সমুত্থাপ্য বাবলম্ব্যোর্দ্ধবপু চ।
মুখান্নিঃসারয়েত্তোয়ং কফং লালাঞ্চ নিহ্বরেৎ।
জনতাং বারয়েৎ তত্র যথা বায়ুর্ন দুষ্যতি॥

জলমগ্ন ব্যক্তিকে জল হইতে উত্থাপিত ও তাহার উর্দ্ধদেহ অবনামিত করিয়া মুখ দিয়া সমস্ত জল এবং কফ ও লালা নিঃসারণ করিবে। ঐ স্থানের বায়ু দূষিত না হয়, এইজন্য তথায় জনতা নিবারণ করিবে।

লুপ্তশ্বাসস্য পুনরানয়নবিধিঃ।

শায়িতস্যাস্য পার্শ্বে তু তীব্রনস্যং নসি ক্ষিপেৎ।
অঙ্গুল্যা সংস্পৃশেৎ কণ্ঠং শ্লক্ষ্ণেন দারুণাথবা॥
অনেন বিধিনা বেগে ক্ষবস্য বমনস্য বা।
জাতে শ্বাসঃ সমায়াতি বিপন্নশ্চাপি জীবতি॥

মুখং বক্ষশ্চ সংঘৃষ্য তত্র শীতাম্বুসেচনম্।
কুর্য্যাচ্ছ্বাসস্তথায়াতি বিপন্নশ্চাপি জীবতি॥

বিপন্ন ব্যক্তিকে পার্শ্বশায়িত করিয়া তাহার নাসিকায় তীব্র নস্য প্রদান এবং অঙ্গুলি বা মসৃণ কাষ্ঠিকা দ্বারা তাহার কণ্ঠদেশ স্পর্শ করিবে। ইহাতে হাঁচি বা বমনের উপক্রম হইলে শ্বাসক্রিয়া আগত ও রোগী জীবিত হয়।

অথবা উহার মুখ ও বক্ষঃস্থল উত্তমরূপে ঘর্ষণদ্বারা উষ্ণ করিয়া হঠাৎ তাহাতে শীতল জল সেচন করিলে শ্বাসক্রিয়া পুনঃপ্রবৃত্ত ও বিপন্ন ব্যক্তি জীবিত হইতে পারে।

এবং শ্বাসো নচেদায়াস্তিষক্ কুর্য্যাৎ ক্রিয়ামিমাম্
শ্বাসক্রিয়া প্রবৃত্ত্যর্থং জিতহস্তঃ কৃতক্রিয়ঃ॥

এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা শ্বাসপ্রবৃত্তি না হইলে নিম্নলিখিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে।

কৃত্বাবাক্‌শায়িনং বৈদ্যস্তথোপধানবক্ষসম্।
পার্শ্বে ততঃ শায়য়িত্বা তদ্‌যুগ্মং পরিপীড়য়েৎ॥
ষড়্‌ধা বা সপ্তধা কুর্য্যাৎ পলমধ্যে ক্রিয়ামিমাম্।
যাবচ্ছ্বাসো ন চায়াতি নাথবা মৃত্যুনিশ্চয়ঃ॥

রোগীকে অগ্রে উপুড় করিয়া শয়ন করাইয়া তাহার বক্ষের নীচে বালিশ দিবে, পরে আবার পার্শ্বশায়ী করিয়া হস্তদ্বারা পার্শ্বদ্বয় পরিপীড়ন করিবে, পলমধ্যে এইরূপ ৬।৭ বার করিবে। যাবৎ শ্বাসপ্রবৃত্তি অথবা মৃত্যুনিশ্চয় না হয়, তাবৎ অবিরামে এইরূপ ক্রিয়া করিবে।

কৃত্বোপধানপৃষ্ঠং বা তমুত্তানং প্রশায়য়েৎ।
ততশ্চাকর্ষয়েজ্জিহ্বাং কর্ষেদ্বাহূ স্বয়ং তথা॥
শীর্ষ্ণঃ সমীপ আসীনঃ কুর্য্যাদ্ধস্তাবুরোগতৌ।
ষট্‌কৃত্বঃ সপ্তকৃত্বো বা পলে কুর্য্যাৎ ক্রিয়ামিমাম্।
যাবচ্ছ্বাসো ন চায়াতি নাথবা মৃত্যুনিশ্চয়ঃ॥

আর এক প্রকারে শ্বাসক্রিয়ার আনয়ন করা যাইতে পারে। যথা, রোগীর পৃষ্ঠদেশের নীচে ব'লিশ দিয়া তাহাকে উত্তানভাবে শয়ন করাইয়া কোন ব্যক্তিদ্বারা তাহার জিহ্বা আকর্ষণ করাইয়া স্বয়ং তাহার মস্তকের দিকে বসিয়া তাহার বাহুদ্বয় টানিয়া লইবে এবং পুনর্ব্বার ফিরাইয়া লইয়া ঐ হস্তদ্বয় তদীয় বক্ষঃস্থলে স্থাপিত করিবে। যাবৎ শ্বাসপ্রবৃত্তি অথবা মৃত্যুনিশ্চয় না হয়, তাবৎ প্রতিপলে ৬।৭ বার করিয়া এইরূপ ক্রিয়া অবিরামে করিতে থাকিবে।

শ্বাসো নায়াতি যদ্যেবং বাহূ সক্‌থী চ যত্নতঃ।
বিমর্দ্দ্য নিম্নতশ্চোর্দ্ধং রুক্ষস্বেদঞ্চ কারয়েৎ॥
নিখিলৈঃ কর্ম্মভিশ্চৈবং শ্বাসে বৃত্তে চ জীবতি।
বিপন্নে পায়য়েদেতং সুরাং সলিলসংযুতাম্।
নিদ্রাবেগে স্বাপয়েচ্চ পথ্যেনাতশ্চ বর্ত্তয়েৎ॥

ইহাতেও যদি শ্বাসপ্রবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার বাহু ও উরুদ্বয়ের নিম্নদিক্ হইতে উপরদিকে উত্তমরূপে চুঁচিয়া উষ্ণ বালুকাস্বেদ দিবে। এইরূপ ক্রিয়া সকলের দ্বারা শ্বাস আগত ও বিপন্নব্যক্তি পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিলে তাহাকে কিঞ্চিৎ সজল সুরা পান করাইবে এবং নিদ্রার বেগ হইলে নিদ্রা যাইতে দিবে। অতঃপর উহাকে কিছুদিনের জন্য সুপথ্য ভোজন ও সাবধানে রাখিবে।

অনেনৈব বিধানেন চিকিৎসেৎ কুশলো ভিষক্।
উদ্বন্ধনবিমুক্তঞ্চ শ্বাসস্থানয়নাদিনা॥
রজ্জুং কণ্ঠস্য সংছিদ্য সর্পিষোষ্ণেন মর্দ্দয়েৎ।
সম্যগ্‌বাতপ্রবাহার্থং তালবৃন্তং প্রচালয়েৎ॥
চৈতন্যে পুনরায়াতে দ্রবং পথ্যং প্রদাপয়েৎ।
যাবৎ সম্যগ্ বলং ন স্যাচ্ছ্রমাদিভ্যশ্চ বারয়েৎ॥

অবিকল এইরূপ শ্বাসসংস্থাপনাদি বিধিতে উদ্বন্ধনমুক্ত ব্যক্তির চিকিৎসা করিবে। উহার কণ্ঠরজ্জু শীঘ্র ছেদন করিয়া ঐস্থানে উষ্ণ ঘৃত মর্দ্দন করিবে এবং অবিরত পাখার বাতাস করিতে থাকিবে। এইরূপ ক্রিয়ার দ্বারা চৈতন্য পুনরাগত হইলে তরল আহার দিবে এবং যাবৎ না সম্যক্ বললাভ হয়, তাবৎ পরিশ্রমাদি বারণ করিবে।

ভয়াদত্যুৎকটাদ্বাপি বজ্রাগ্নিপরিতাপতঃ।
নষ্টসংজ্ঞং চিকিৎসেচ্চ পূর্ব্বরীত্যনুসারতঃ।
বজ্রাগ্নিপরিতপ্তস্য হিতাতিশীতলা ক্রিয়া।
বৃক্ষাদিপতিতঞ্চাপি চিকিৎসেদেবমেব হি॥

অতি উৎকট ভয় বা বজ্রাগ্নির প্রচণ্ড তাপহেতু কোন ব্যক্তি নষ্টসংজ্ঞ হইলে ঐ নিয়মেই চিকিৎসা করিবে। বজ্রতপ্ত ব্যক্তির পক্ষে অতিশয় শীতল ক্রিয়া আবশ্যক। বৃক্ষাদি হইতে পতিত ব্যক্তির চিকিৎসাও পূর্ব্ববৎ।

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

বীর্য্যস্তম্ভাধিকারঃ।

শূরণং তুলসীমূলং তাম্বূলৈঃ সহ ভক্ষয়েৎ।
ন মুঞ্চতি নরো বীর্য্যমেকেকেন ন সংশয়ঃ॥

ওল বা তুলসীর মূল তাম্বূলের সহিত ভক্ষণ করিলে বীর্য্যস্তম্ভন হয়।

কৃষ্ণমার্জ্জার সব্যাঙ্ঘ্রি সম্ভবাস্থি রতোদ্যমে।
দক্ষিণে ধ্রিয়তে যেন তস্য বীর্য্যস্য ন চ্যুতিঃ॥

কাল বিড়ালের বামপদের অস্থি দক্ষিণাঙ্গে ধারণ করিয়া রতিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলে বীর্য্য ক্ষরণ হয় না।

চটকাণ্ডস্ত সংগৃহ্য নবনীতেন পেষয়েৎ।
তেন লেপয়তঃ পাদৌ শুক্রস্তম্ভঃ প্রজায়তে।
যাবন্ন স্পৃশতে ভূমিং তাবদ্বীর্য্যং ন মুঞ্চতি॥

চড়ুই পক্ষীর ডিম্ব নবনীতের সহিত পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা পাদদ্বয় লেপন করিয়া রতিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলে যাবৎ ভূমিস্পর্শ না করা যায়, তাবৎ বীর্য্যপাত হয় না।

নীলোৎপল সিতপঙ্কজকেশর মধুশর্করাবলিপ্তেন।
সুরতে সুচিরং রমতে দৃঢ়লিঙ্গো নাভিবিবরেণ॥

নীলোৎপল, শ্বেতপদ্মকেশর, মধু ও চিনি এই সমুদায় নাভিরন্ধ্রে লেপন করিয়া স্ত্রীসঙ্গে প্রবৃত্ত হইলে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত শক্তিলোপ হয় না।

সিদ্ধং কুসুম্ভতৈলং ভূমিলতাচূর্ণ মিশ্রিতং কুরুতে।
চরণাভ্যঙ্গেন রতে বীজস্তম্ভং দৃঢ়ং লিঙ্গম্॥

কুসুম্ভ তৈল ১ সের, কিঞ্চুলুক (কেঁচোচূর্ণ) ১ পোয়া, পাকার্থ জল ৪ সের। এই তৈল পাদদ্বয়ে মর্দ্দন করিয়া রতিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলে বীর্য্যস্তম্ভ হয়।

অহিফেন প্রয়োগেণ বীর্য্যস্তম্ভো ভবেদ্ধ্রুবম্॥

রতিক্রিয়ার পূর্ব্বে এক বা অর্দ্ধ রতি মাত্রায় অহিফেন সেবন করিলে বীর্য্য-স্তম্ভন হয়।

গোরেকোন্নতশৃঙ্গত্বগ্ভব চূর্ণেন ধূপিতং বস্ত্রম্।
পরিধায় ভজত ললনাং নৈকান্তো ভবতি হর্ষান্তঃ॥

গোরুর উন্নত শৃঙ্গের ত্বক্ চূর্ণ দ্বারা ধূপিত বস্ত্র পরিধান করিয়া রতিকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে বীর্য্যপাত হয় না।

যোগজবরাঙ্গবন্ধং মথিতেন ক্ষালিতং হন্তি॥

তক্রদ্বারা যোনি ধৌত করিলে দুষ্টব্যক্তি কৃত স্ত্রীলোকের রতি শক্তি প্রতিবন্ধ নিবারণ হয়।

উন্মুখগোশৃঙ্গোদ্ভবলেপো যোগজধ্বজভঙ্গহরঃ॥

দুষ্ট স্ত্রীলোক প্রভৃতিদ্বারা যদি পুরুষের পুরুষত্বের হানি হয়, তাহা হইলে উন্নত গোশৃঙ্গ চূর্ণদ্বারা লেপন করিলে পুনর্ব্বার শক্তিলাভ হয়।

শক্রবল্লভো রসঃ।

রস গন্ধক লৌহাভ্ররৌপ্যহেমানি মাক্ষিকম্।
শাণমানেন সংগৃহ্য তুগাক্ষীরীঞ্চ কার্ষিকীম॥
পলপ্রমাণং বিজয়াবীজঞ্চৈকত্র মর্দ্দয়েৎ।
বিজয়া বারিণা পশ্চান্মাষমাণাং বটীং চরেৎ॥
একৈকা ভক্ষণীয়ৈষা পেয়ঞ্চানু পয়ঃ পলম্।
শ্রীশক্রবল্লভো নাম রসো বাজীকরঃ পরঃ॥
বীর্য্যস্তম্ভকরোঽত্যর্থং প্রমদামদনাশনঃ।
গতো হ্যপ্সরসাং শক্রো বাল্লভ্যং যৎপ্রসাদতঃ॥

শোধিত পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, স্বর্ণ ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা, বংশলোচন ২ তোলা এবং সিদ্ধিবীজ ৮ তোলা এই সমুদায় সিদ্ধির কাথে মাড়িয়া ১ মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। শয়নের এক বা অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে একটি বটিকা সেবনীয়। অনুপান দুগ্ধ অর্দ্ধ পোয়া। ইহাতে বীর্য্যস্তম্ভন হয়।

অর্জ্জকাদি বটী নাগবল্ল্যাদ্যং চূর্ণমেব চ।
কামিনীদ্রাবণরসো রসশ্চ শক্রবল্লভঃ॥
ভেষজান্যেবমাদীনি বীর্য্যস্তম্ভ করাণি হি॥

শক্রবল্লভ রস, অর্জ্জকাদি বটিকা, নাগবলাদি চূর্ণ এবং কামিনীবিদ্রাবণ রস প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহারে বিশেষ ফললাভ হয়।

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

রসায়নাধিকারঃ।

রসায়নস্য লক্ষণম্।

যজ্জরা ব্যাধিবিধ্বংসি বয়ঃস্তম্ভকরং তথা।
চক্ষুষ্যং বৃংহণং বৃষ্যং ভেষজং তদ্রসায়নম্॥

অন্যচ্চ । যজ্জরাব্য ধিবিধ্বংসি ভেষজং তদ্রসায়নম্।
পূর্ব্বে বয়সি মধ্যে বা শুদ্ধকায়ঃ সমাচরেৎ ॥

যে ঔষধ জরা ও ব্যাধিকে নষ্ট করে, বয়ঃক্রমে সমানভাবে রাখে অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধি হইলেও তাহার লক্ষণ উপস্থিত হইতে দেয় না, চক্ষুকে সুস্থ রাখে, দেহের পুষ্টিসাধন করে এবং রতিশক্তি বর্দ্ধিত করে, তাহার নাম রসায়ন। প্রথমবয়সে এবং মধ্যবয়সে শুদ্ধদেহ হইয়া রসায়ন সেবন করা কর্ত্তব্য।

নাবিশুদ্ধশরীরস্য যুক্তো রাসায়নো বিধিঃ।
ন ভাতি বাসসি ক্লিষ্টে রঙ্গযোগ ইবাহিতঃ ॥

অগ্রে বিরেচনাদি দ্বারা দেহ শোধন করিয়া পশ্চাৎ রসায়ন সেবন করা উচিত। যেরূপ মলিনবস্ত্রে রঙ্গযোগ কার্য্যকর হয় না, সেইরূপ অবিশুদ্ধদেহে রসায়ন সেবন করিলেও উপকার দর্শে না।

দীর্ঘমায়ুঃ স্মৃতিং মেধামারোগ্যং তরুণং বয়ঃ।
দেহেন্দ্রিয়বলং কান্তিং নরো বিন্দেদ্রসায়নাৎ ॥

রসায়ন সেবন করিলে দীর্ঘ আয়ুঃ, স্মৃতি, মেধা, আরোগ্য, তরুণবয়স, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের বলবৃদ্ধি ও মনোহর কান্তি উপস্থিত হয়।

নিত্যগ্রাম্যাহারবিহারসেবিনাং রসায়নস্যাবশ্যকতা।

সর্ব্বে শরীরদোষা ভবন্তি গ্রাম্যাদাহারাৎ। অম্ল লবণ কটুক ক্ষার শুষ্ক শাক মাষ তিল পলল পিষ্টান্ন ভোজিনাং, বিরূঢ় নব শূক শমীধান্য বিরুদ্ধাসাত্ম্য রুক্ষ ক্ষারাভিষ্যন্দি ভোজিনাং, ক্লিন্ন গুরু পূতি পর্য্যুষিত ভোজিনাং, বিষমাধ্যশন দিবাস্বপ্ন স্ত্রী মদ্য নিত্যানাং, বিষমাতিমাত্র ব্যায়াম সংক্ষোভিত শরীরাণাং, ভয় ক্রোধ শোক লোভ মোহায়াস বহুলানাং। অতো নিমিত্তং হি শিথিলীভবন্তি মাংসানি, বিমুচ্যন্তে সন্ধয়ো, বিদহ্যন্তে রক্তং, নিষ্যন্দতে চানল্পং মেদো ন সন্ধীয়তেঽস্থিষু মজ্জা, শুক্রং ন প্রবর্ত্ততে, ক্ষয়মুপৈত্যোজঃ। স এবংভূতো গ্লায়তি সীদতি নিদ্রা তন্দ্রালস্য সমন্বিতো নিরুৎসাহঃ শ্বসিতি, অসমর্থঃ চেষ্টানাং শরীর মানসানাং, নষ্ট স্মৃতিবুদ্ধিচ্ছায়ো রোগাণামধিষ্ঠানভূতো ন সর্ব্বমায়ুরবাপ্নোতি। তস্মাদেতান্ দোষান্ অবেক্ষ্যমাণঃ যথোক্তানহিতানপাস্যাহারবিহারান্ রসায়নানি চ প্রযোক্তু মর্হতি।

আহারোঽত্র উপলক্ষণং বিহারোঽপি। আয়াসো যত্নঃ শারীরিকো মানসিকশ্চ।

বহুকালাবধি গ্রাম অথবা নগরাদিতে বাস করতঃ নিরন্তর অপরিমিত আহার ও অযথা বিহারাদি সেবন করিলে মানবগণের শারীরিক ও মানসিক সর্ব্বপ্রকার রোগ জন্মিয়া থাকে। যাঁহারা নিয়ত অধিক পরিমাণে অম্ল, লবণ, কটু, ক্ষার, শুষ্কদ্রব্য, শাক, মাষকলাই, তিল, মাংস, অপূপাদি পিষ্টক, নূতন শমীধান্যের অন্ন, শাস্ত্র নিষিদ্ধ দেহধারণের অনুপযোগী রুক্ষ, ক্ষারপ্রধান, অভিষ্যন্দি, ক্লিন্ন, গুরুপাক, দুর্গন্ধযুক্ত ও পর্য্যুষিত অন্ন ভোজন এবং অপরিমিত ও অতিরিক্ত, পূর্ব্বভুক্ত অন্ন জীর্ণ না হইতে হইতেই পুনর্বার ভোজন করেন, দিবাভাগে নিদ্রা যান, যাঁহারা স্ত্রী অর্থাৎ বারাঙ্গনা ও মদ্যাদি মাদকদ্রব্যে অত্যাসক্ত, অপরিমিত ব্যায়ামহেতু ক্ষুব্ধদেহ, সর্ব্বদা ভয়, শোক, ক্রোধ, মোহ ও শারীরিক এবং মানসিক উভয়বিধ প্রযত্ন বশতঃ অতিশয় ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের অঙ্গের মাংস ক্রমে লোল ও সন্ধি সকল শিথিল হয় এবং শোণিত অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া দেহে ঘোরতর অসহ্য সন্তাপ উপস্থিত করে। অধিক পরিমাণে মেদঃক্ষয় হয়, মজ্জা অস্থি সকলে সংলগ্ন হয় না; শুক্র প্রবর্ত্তিত হয় না এবং বল ও বীর্য্য ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায়।

এইরূপ উৎকট অসম্যক্ শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হওয়াতে মানবগণ সর্ব্বদা বিষণ্ণ, অবসন্নচিত্ত, নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্যপরতন্ত্র, হইয়া সর্ব্বকার্য্যে নিরুৎসাহ এবং দৌর্ব্বল্য বশতঃ অনায়াসসাধ্য কার্য্যসাধনেও অসমর্থ হইয়া পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকেন। শারীরিক ও মানসিক প্রযত্ন সাধনে একেবারে অসমর্থ হইয়া পড়েন। মেধা, বুদ্ধি ও দেহের কান্তি একেবারে বিলুপ্তপ্রায় হয়। সুতরাং সমস্ত রোগের আকরস্বরূপ হইয়া পরমায়ুর সমগ্র অংশ ভোগ করিতে না পারিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। অতএব এই সমস্ত দোষের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উল্লিখিত অহিতকর আহার বিহারাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধদেহে রসায়ন ঔষধ সেবন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

শীতোদকং পয়ঃ ক্ষৌদ্রং ঘৃতমেকৈকশো দ্বিশঃ।
ত্রিশঃ সমস্তমথবা প্রাক্ পীতং স্থাপয়েদ্বয়ঃ॥

শীতলজল, দুগ্ধ, মধু ও ঘৃত এই চারিটীর একটী, দুইটী, তিনটী অথবা চারিটিই প্রাতঃ-কালে সেবন করিলে বয়স স্থির থাকে।

মাক্ষিকেণ তুগাক্ষীরী পিপ্পল্যা লবণেন চ।
ত্রিফলা সিতয়া বাপি যুক্তা সিদ্ধং রসায়নম্॥

মধু, পিপুলচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণের সহিত বংশলোচন অথবা চিনির সহিত ত্রিফলা সেবন করিলে রসায়নকার্য্য সাধিত হয়।

মণ্ডূকপর্ণ্যাঃ স্বরসঃ প্রভাতে
ক্ষীরেণ যষ্টিমধুকস্য চূর্ণম্।
রসো গুড়ূচ্যাস্তু সমূলপুষ্প্যাঃ
কল্কঃ প্রয়োজ্যঃ খলু শঙ্খপুষ্প্যাঃ॥

মণ্ডূকপর্ণী ব্রাহ্মী তদলাভে মঞ্জিষ্ঠা গ্রাহ্যা তস্যাপি রসায়নত্বাৎ।

ব্রহ্মীশাকের অভাবে মঞ্জিষ্ঠার রস দুগ্ধের সহিত যষ্টিমধুচূর্ণ, গুলঞ্চের রস এবং মূল ও পুষ্পের সহিত চোরকাঁচকির কল্ক এইগুলি প্রাতঃকালে সেবিত হইলে রসায়নকার্য্য সাধিত হয়।

অন্তসঃ প্রসৃতানষ্টৌ রবাবনুদিতে পিবন্।
বাতপিত্তগদান্ হত্বা জীবেদ্বর্ষশতং নরঃ॥

প্রত্যূষে নিশাজল পান করিলে বায়ু ও পিত্তজন্য রোগ সকলের নাশ এবং আয়ুর্বৃদ্ধি হয়।

যে মাসমেকং স্বরসং পিবন্তি
দিনে দিনে ভৃঙ্গরজঃ সমুত্থম্।
ক্ষীরাশিনস্তে বলবর্ণযুক্তাঃ
সমাঃ শতং জীবিতমাপ্নুবন্তি॥

একমাস ব্যাপিয়া প্রত্যহ ভৃঙ্গরাজের রস সেবন ও উপযুক্ত পরিমাণে দুগ্ধপান করিলে বললাভ, বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয়।

পীতাশ্বগন্ধা পয়সার্দ্ধমাসং
ঘৃতেন তৈলেন সুখাম্বুনা বা।
কৃশস্য পুষ্টিং বপুষো বিধত্তে
বালস্য শস্যস্য যথাম্বু বৃষ্টিঃ॥

একপক্ষ ব্যাপিয়া দুগ্ধ, ঘৃত, তিলতৈল বা উষ্ণজলের সহিত অশ্বগন্ধা সেবন করিলে দেহের পুষ্টি হয়।

মহানীলকণ্ঠ রসঃ।

পলৈকং নাগভস্মাথ ভাবয়েত্তিমিপিত্ততঃ।
তন্নাগং সমৃতং স্বর্ণং তোলৈকং বাপি মিশ্রয়েৎ॥
দ্বিপলং ভস্ম সূতস্য ত্রিপলং মৃতমভ্রকম্।
ত্রিপলং লৌহভস্মাথ সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ॥
ভাবয়েচ্চ পৃথক্ কন্যা ব্রহ্মী নির্গুণ্ডিকা শমী।
মুণ্ডী শতাবরী ছিন্না কোকিলাক্ষস্য বীজকৈঃ॥
মুষলী বৃদ্ধদারোঽগ্নি দ্রবৈরেভির্ভিষগ্বরঃ।
ততঃ সংচূর্ণয়েৎ সর্ব্বং তুল্য মেকাদশাভিধম্॥

বরা ব্যোষাব্দ বহ্ন্যেলা জাতীফল লবঙ্গকম্ ।
পূজয়েৎ বৃষপুষ্পাদ্যৈর্নীলকণ্ঠং মহেশ্বরম্ ॥
দ্বিগুঞ্জং ভক্ষয়েদস্য মৃত্যুঞ্জয়মনুস্মরন্ ।
ক্ষয়মেকাদশবিধাং গ্রহণীং রক্তপিত্তকম্ ॥
বিবিধান্ বাতজান্ রোগান্ চত্বারিংশচ্চ পৈত্তিকান্ ।
হন্তি সর্ব্বাময়ানেষ কামিনীনাং শতং ব্রজেৎ ।
একবিংশতি রাত্রঞ্চ পরিহার্য্যং ত্যজেদিহ ।
যথেষ্টাহারচেষ্টো হি কন্দর্পসদৃশো নরঃ ॥
মেধাবী বলবান্ প্রাজ্ঞো বহ্বাশী ভীমবিক্রমঃ ।
পুত্রার্থিনী তথা নারী দিব্যং পুত্রং প্রসূয়তে ॥
জ্ঞানাত্যৈতস্য মাহাত্ম্যং নীলকণ্ঠো ন চাপরঃ ॥

তিমি অভাবে রোহিত মৎস্যের পিত্তে ভাবিত সীসক ১ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, রসসিন্দূর ১৬ তোলা এবং অভ্র ২৪ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারী, ব্রাহ্মী, নিসিন্দা, শমী, মুণ্ডিরী, শতমূলী, গুলঞ্চ, কুলেখাড়া, তালমূলী, বিদ্ধড়ক ও চিতা ইহাদের প্রত্যেকের রসে বা কাথে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া পরে ত্রিফলা, ত্রিকটু, মুতা, চিতামূল, এলাইচ, লবঙ্গ ও জায়ফল প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল মিশ্রিত করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান দুগ্ধ ও মধু। ইহা ক্ষয়াদি বিবিধ রোগ নিবারক, মেধা ও বলকারক এবং শুক্র-বর্দ্ধক। ইহা সেবনে পুরুষের শক্তিবর্দ্ধিত এবং স্ত্রীলোকের জরায়ুর সকল দোষ খণ্ডন হইয়া দিব্য পুত্র উৎপন্ন হয়।

ঋতুহরীতকী।

সিন্ধুত্থশর্করাশুণ্ঠী কণামধুগুড়ৈঃ ক্রমাৎ ।
বর্ষাদিষভয়া সেব্যা রসায়নগুণৈষিণা ॥

বর্ষাঋতুতে সৈন্ধবলবণের সহিত, শরৎ ঋতুতে চিনির সহিত, হেমন্তে শুণ্ঠীর সহিত, শীতঋতুতে পিপুলের সহিত, বসন্তে মধুর সহিত এবং গ্রীষ্মে গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করিলে রসায়ন ক্রিয়া সাধিত হয়। ইহার নাম ঋতুহরীতকী।

ব্যাধয়ো বিনিবর্ত্তন্তে ধাতুসাম্যঞ্চ জায়তে ।
তার্ক্ষ্যস্যেব ভবেদ্দৃষ্টিস্ত্রিফলায়া নিষেবণাৎ ॥

প্রত্যহ ত্রিফলা সেবন করিলে সর্ব্বব্যাধির নিবৃত্তি, ধাতু সকলের সাম্য এবং চক্ষের জ্যোতিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

শ্রীসিদ্ধমোদকশ্চৈব বসন্তকুসুমাকরঃ ।
পূর্ণচন্দ্ররসো লক্ষ্মীবিলাসাখ্যো রসস্তথা ॥
ত্রৈলোক্যচিন্তামণিরষ্টবক্রো
রসশ্চ সিদ্ধো মকরধ্বজশ্চ ।
নিগু্ণ্ডীকল্পোঽমৃতবর্ত্তিকা চ
মহারসো লক্ষ্মীবিলাসনামা ॥
বারিসাররসশ্চৈব রসাভ্রগুড়িকা তথা ।
ভেষজান্যেবমাদীনি রসায়নবরাণি হি ॥

সিদ্ধমোদক, বসন্তকুসুমাকর রস, পূর্ণচন্দ্র রস, লক্ষ্মীবিলাস রস, ত্রৈলোক্যচিন্তামণি রস ও অষ্টবক্র রস, সিদ্ধমকরধ্বজ নিগু্ণ্ডীকল্প, অমৃতবর্ত্তিকা ও মহালক্ষ্মীবিলাস রস প্রভৃতি ঔষধ উৎকৃষ্ট রসায়ন।

ত্রিফলাদি বটী।

ত্রিফলাং পর্পটং কট্বীং ত্রায়ন্তীং চ সমাংশিকাম্ ।
সর্ব্বৈঃ সমং কুপীলুঞ্চ রক্তিদ্বয়মিতা বটী ॥
নাশয়েচ্ছুক্রতারল্যং শোধয়েচ্ছোণিতং ভৃশম ।
হরেদিন্দ্রিয়শৈথিল্যং বলং বহ্নিঞ্চ বর্দ্ধয়েৎ ॥

ত্রিফলা, ক্ষেতপাপড়া, কট্কী ও বলাডুমুর প্রত্যেক সমভাগ। সর্ব্বসমান শোধিত কুচঁলে। একত্রে জল দিয়া মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান দুগ্ধ বা জল। ইহা সেবনে শুক্রতারল্য ও ইন্দ্রিয়শৈথিল্য নষ্ট হয় এবং রক্ত বিশোধিত, বল ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

সিদ্ধমকরধ্বজঃ ।

পলমানং রসং সম্যগ্ বহুসংস্কার-সংস্কৃতম্ ।
তথা পলদ্বয়ং গন্ধং শুদ্ধং হেম দ্বিকার্ষিকম ॥
কৈলাসাচলসম্ভূতে সুদৃঢ়ে চ সুচিক্বণে ।
শোণপ্রস্তরজে খল্লে সর্ব্বং সংস্থাপ্য মিশ্রয়েৎ ॥
মর্দ্দয়েদ্ যত্নতো বৈদ্যো যামানষ্টৌ নিরন্তরম্ ।
রক্তকার্পাসপুষ্পস্য শ্বেতাঙ্কোঠফলস্য চ ॥
কুমার্য্যাশ্চ রসৈঃ সম্যগ্ ভাবয়িত্বা পৃথক্ পৃথক্ ।
স্থাপয়িত্বা কাচকূপীমধ্যে সর্ব্বং প্রযত্নতঃ ॥
রক্তাঙ্গ-সাল সরল খদির শ্রীফলোদ্ভবাম্ ।
কাষ্ঠেনান্যতমেনৈব নীরসেন প্রতাপয়েৎ ॥
মৃদুনানলযোগেন প্রাগ্ যাম দ্বিতয়ং পচেৎ ।
পুনর্যামদ্বয়ং পাচ্যং মধ্যতাপেন বহ্নিনা ॥
অগ্নিনা প্রখরেণৈব ততো যামদ্বয়ং পচেৎ ।
ভূয়ো মন্দাগ্নিনা পাচ্যমবশিষ্টদ্বিযামকম্ ॥
স্বাঙ্গশীতমথোদ্ধৃত্য নবচূতদলোপমম্ ।
ভঙ্গুরং লোহিতং পিষ্টে দাড়িম্বকুসুমোপমম্ ।
ততোঽবতার্য গন্ধেন দ্বিগুণেন বিমর্দ্দয়েৎ ।
ভাবয়েৎ পূর্ব্ববদ্ ভূয়ঃ পাচয়েচ্চ প্রযত্নতঃ ॥
এবং বারদ্বয়ং কুর্য্যাৎ সম্যক্ গৌরধসিদ্ধয়ে ।
সন্নিপাতং জ্বরং ঘোরং মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্ ।
আমশূলং কটীশূলং হৃচ্ছূলং পক্তিশূলকম্ ॥
কাসং শ্বাসঞ্চ যক্ষ্মাণং শূলং কুষ্ঠমশেষতঃ ।
গলোত্থানগ্রবৃদ্ধিঞ্চ তথাতীসারমেব চ ॥
শ্লীপদং কফবাতোত্থং চিরজং কুলজং তথা ।
নাড়ীব্রণং ব্রণং ঘোরং গুদাময় ভগন্দরম্ ॥
বায়ুং বহুবিধং হন্তি ধ্বজভঙ্গং বিশেষতঃ ।
সেবনাদস্য নশ্যন্তি সর্ব্বে রোগা ন সংশয়ঃ ॥
করোত্যগ্নিং বলং বীর্য্যং বলীপলিতনাশনঃ ।
বিধিবৎ সেবিতো হ্যেষ মুমূর্ষুমপি জীবয়েৎ ॥
স্বেচ্ছাহারবিহারোঽপি ন কদাচিৎ বিপদ্যতে ।
মেধায়ুঃ কান্তিজননঃ কামোদ্দীপনকৃন্মহান্ ॥
বৃদ্ধোঽপি তরুণস্পর্দ্ধী স্ত্রীষু চাপি বৃষায়তে ।
সেবনাদস্য সম্রাজো গচ্ছন্তি প্রমদাশতম্ ॥
ত্রৈলোক্যে শুভদং শ্রীমদেতদেব মহৌষধম্ ।
মৃত্যুঞ্জয়ো যথাভ্যাসাদমৃতং জয়তি দেহিনাম্ ॥
তথায়ং সাধকেন্দ্রস্য জরামরণনাশনঃ ।
স্বয়ং ত্রৈলোক্যনাথেন ত্রৈলোক্যহিতমিচ্ছতা ॥
সমর্পিতোঽয়ং সিদ্ধেভ্যঃ করুণার্দ্রেণ বৈ যতঃ ।
অতোঽয়ং ভুবনে খ্যাতঃ শ্রীসিদ্ধমকরধ্বজঃ ॥
ভাস্বান্ যথা তমো হন্তি কেশরী করিণং যথা ।
তূলসংঘং যথা বহ্নিস্তথা রোগানসৌ হরেৎ ॥

যথাবিধি পরিশোধিত পারদ ৮ তোলা শোধিত গন্ধক ১৬ তোলা ও বিশুদ্ধ সুবর্ণ ভস্ম ৪ তোলা একত্রিত করিয়া কৈলাস-গিরিসম্ভূত সুকঠিন ও সুচিক্বণ রক্তপ্রস্তর-নির্ম্মিত খলে ৮ প্রহর মর্দ্দন করিয়া পরে শ্বেত আঁকোড় ফলের রস, রক্তকার্পাস পুষ্পরস ও ঘৃতকুমারীর রসে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া একটী সমতল বোতলের মধ্যে স্থাপিত করিবে। পরে সাল, সরল খদির ও বিল্ব ইহাদের মধ্যে যে কোন শুষ্ককাষ্ঠ দ্বারা অনবরত ৮ প্রহর কাল জ্বাল দিবে। প্রথম ২ প্রহরে মৃদু জ্বাল, পরে ২ প্রহর মধ্যম জ্বাল, আর ২ প্রহর খরজ্বাল ও শেষ ২ প্রহর পুনর্ব্বার মৃদু জ্বাল দিয়া নামাইবে। (মৃদু জ্বাল হাঁড়ির তলে, মধ্যজ্বাল তলা হইতে কিছু ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত এবং হাঁড়ির গলদেশ ছাড়াইয়া উঠিলে তাহাকে খরজ্বাল বলে)। পরে শীতল হইলে বোতলের মধ্য হইতে ঔষধ বহিষ্করণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার উহাতে দ্বিগুণ গন্ধক দিয়া পূর্ব্ববৎ একত্র মর্দ্দন ও পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যের রসে ভাবনা দিয়া বোতলের মধ্যে রাখিয়া পূর্ব্ববৎ বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। এইরূপ আর দুইবার মর্দ্দন, ভাবনা ও পাক করিয়া শীতল হইলে সিদ্ধ মকরধ্বজ প্রস্তুত হইবে। উৎকৃষ্ট মকরধ্বজ আম্রের নবপল্লব সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট ও ভঙ্গুর অর্থাৎ হাত লাগিলেই ভাঙ্গিয়া যায় এবং মর্দ্দন করিলে দাড়িম্ব কুসুমের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। ইহা অনুপান বিশেষের

সহিত সেবন করিলে সর্ব্বরোগই বিনষ্ট হয়। এই মহৌষধ সেবনে রোগী যথেচ্ছ আহার বিহার করিলেও কোন ক্ষতি হয় না। ইহা ধ্বজভঙ্গের একমাত্র মহৌষধ। যদি কোন ঔষধকে মহৌষধ আখ্যা দিতে হয়, তবে ইহাই সেই অদ্বিতীয় মহৌষধ আখ্যা পাইবার যোগ্য। অদ্যাপি এতাদৃশ উপকারক আশু ফলপ্রদ অব্যর্থ মহৌষধ আর দ্বিতীয় প্রকাশ হয় নাই। স্বয়ং ত্রিলোকনাথ মৃত্যুঞ্জয় এই ঔষধ প্রকাশ করিয়া সিদ্ধলোকদিগকে প্রদান করেন, তজ্জন্য ইহার নাম সিদ্ধমকরধ্বজ হইয়াছে। ইহা সেবনে জ্বর, সন্নিপাত, গ্রহণী, মেহ, অরুচি, অম্লপিত্ত, শূল, বিবিধ স্ত্রীরোগ, শিশু ও বৃদ্ধদিগের রোগ প্রভৃতি ব্যাধি সত্বর প্রশমিত হয়। ইহা সেবনে বলীপলিত নষ্ট, বল, বীর্য্য, আয়ুঃ ও মেধা প্রভৃতি পরিবর্দ্ধিত হয়।

ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

বাজীকরণাধিকারঃ।

বাজীকরণস্য লক্ষণম্ ।

যেন নারীষু সামর্থ্যং বাজিবল্লভতে নরঃ।
যেন বাপ্যধিকং বীর্য্যং বাজীকরণমেব তৎ ॥

বাজং শুক্রং তদস্যাস্তীতি বাজী, অবাজী বাজী-ক্রিয়তেঽনেনেতি বাজীকরণম্। অথবা রতৌ বাজীব ক্রিয়তেঽনেনেতি বাজীকরণম্।

যে দ্রব্য সেবন দ্বারা পুরুষ বাজী অর্থাৎ অশ্বের ন্যায়, স্ত্রীতে প্রবৃত্ত হইতে পারে এবং যদ্দারা অত্যন্ত শুক্রবৃদ্ধি হয়, তাহার নাম বাজীকরণ। বাজীকরণের অপর নাম বৃষ্য।

এতদকরণে দোষাঃ ।

গ্লানিঃ কম্পোঽবসাদস্তদনু চ কৃশতা ক্ষীণতা চেন্দ্রিয়াণাং
শোষোচ্ছ্বাসোপদংশজ্বরগুদজগদাঃ ক্ষীণতা সর্ব্বধাতৌ।
জায়ন্তে দুর্নিবারাঃ পবনপরিভবাঃ ক্লীবতা লিঙ্গভঙ্গো
বামাবশ্যাতিযোগাত্ত্বজত ইহ সদা বাজিকর্ম্মচ্যুতস্য ॥

যদি অধিক স্ত্রীসঙ্গম করাযায়, অথচ বাজীকর ঔষধ সেবন না করা যায়, তাহা হইলে গ্লানি, কম্প, অবসন্নতা, কৃশতা, ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য, শোষ, উচ্ছ্বাস, উপদংশ, জ্বর, অর্শঃ, ধাতুসকলের ক্ষীণতা, দুর্নিবার বায়ুপ্রকোপ, ক্লীবতা, লিঙ্গভঙ্গ ও স্ত্রীর অপ্রিয়তা এই সকল ঘটনা উপস্থিত হয়।

চিন্তয়া জরয়া শুক্রং ব্যাধিভিঃ কর্ম্মকর্ষণাৎ।
ক্ষয়ং গচ্ছত্যনশনাৎ স্ত্রীণাঞ্চাতিনিষেবণাৎ ॥

চিন্তা, জরা, ব্যাধি, ক্লেশজনক কর্ম্ম, উপবাস এবং অধিক স্ত্রীসঙ্গম দ্বারা শুক্রক্ষয় হয়।

যৎ কিঞ্চিন্মধুরং স্নিগ্ধং জীবনং বৃংহণং গুরু।
হর্ষণং মনসশ্চৈব সর্ব্বং তদ্বৃষ্যমুচ্যতে ॥

যে সকল দ্রব্য মধুর, স্নিগ্ধ, আয়ুষ্য, ধাতুপোষক, গুরু ও চিত্তের আহ্লাদজনক সেই সকলকে বৃষ্য বা বাজীকর বলা যায়।

অথ বৃষ্যাণি ।

ঘৃতভৃষ্টমাষবিদলং দুগ্ধসিদ্ধঞ্চ শর্করাবিমিশ্রম্।
ভুক্ত্বা সদৈব কুরুতে তরুণীশতমৈথুনং পুরুষঃ ॥

মাষকলায় ঘৃতে ভাজিয়া দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া চিনির সহিত ভক্ষণ করিলে রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়।

শতাবরীশৃতং ক্ষীরং প্রপিবেৎ সিতয়া যুতম্।
রমমাণস্য বিরতিং মৃদুতাং যাতি নেন্দ্রিয়ম্ ॥

শতমূলী ২ তোলা, দুগ্ধ ১৬ তোলা, জল ৬৪ তোলা, শেষ ১৬ তোলা। ইহা চিনির সহিত পান করিলে রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

বৃদ্ধশাল্মলিতোয়স্য শর্করাসহিতস্য চ।
প্রয়োগাদেব সপ্তাহাজ্জায়তে রেতসোঽবৃধিঃ॥

পুরাতন শিমুলবৃক্ষের মূলের রস চিনির সহিত ৭ দিন সেবন করিলে অত্যন্ত শুক্রবৃদ্ধি হয়।

লঘুশাল্মলিমূলেন তালমূলীং সুচূর্ণিতাম্।
সর্পিষা পয়সা পীত্বা রতৌ চটকবদ্ভবেৎ॥

ক্ষুদ্র শিমুলের মূল ও তালমূলীচূর্ণ ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে রতিক্ষমতার আধিক্য হয়।

বিদারীকন্দচূর্ণঞ্চ ঘৃতেন পয়সা পিবেৎ।
উড়ুম্বররসেনৈব বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে॥

ভূমিকুষ্মাণ্ডের মূলচূর্ণ, দুগ্ধ, ঘৃত বা যজ্ঞডুমুরের রসের সহিত সেবন করিলে বৃদ্ধ ব্যক্তিরও যুবার ন্যায় রতিসামর্থ্য উৎপন্ন হয়।

সপ্তধামলকীচূর্ণমামলাম্বুবিভাবিতম্।
ঘৃতেন মধুনা লীঢ়া পিবেৎ ক্ষীরপলং নরঃ।
বাজীকরণযোগোঽয়মুত্তমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

আমলকীচূর্ণ আমলকীরই রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিয়া ৵০ অর্দ্ধ পোয়া গব্য দুগ্ধ পান করিলে রতিশক্তি প্রবল হয়।

পিপ্পলীলবণোপেতৌ বস্তাণ্ডৌ ক্ষীরসর্পিষা।
সাধিতৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স গচ্ছেৎ প্রমদাশতম্॥

পিপুলচূর্ণ, সৈন্ধবলবণ, দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত পক্ব ছাগকোষদ্বয় ভক্ষণ করিলে রতিশক্তির অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

বীর্য্যহীনকর দ্রব্যাণি।

অত্যন্তমুষ্ণং কটু তিক্ত কষায়মম্লং
ক্ষারঞ্চ শাকমথবা লবণাধিকঞ্চ।
কামী সদৈব রতিমান্ বনিতাভিলাষী
নো ভক্ষয়েদিতি সমস্ত জনপ্রসিদ্ধিঃ॥

অত্যন্ত উষ্ণ, কটু, তিক্ত, কষায়, অম্ল, ক্ষার, শাক বা লবণ এই সকল দ্রব্য নিরন্তর ও অধিক পরিমাণে ভোজন করিলে বীর্য্যহানি হয়।

চূর্ণঞ্চ নরসিংহাখ্যং গোধূমাদ্যঘৃতং তথা।
অশ্বগন্ধাঘৃতঞ্চৈব গুড়কুষ্মাণ্ডকং তথা॥
শতাবরী মোদকশ্চ শ্রীকামেশ্বর মোদকঃ॥
কামাগ্নি সন্দীপনকঃ কামিনী মদভঞ্জনঃ।
খণ্ডাভ্রকং মন্মথাভ্ররসশ্চ মকরধ্বজঃ॥
কামধেনুরসশ্চৈব স্বর্ণসিন্দুরক স্তথা;
তথৈব লক্ষ্মণালৌহং গুড়িকা সুরসুন্দরী॥
তৈলং পল্লবসারাখ্যং শ্রীগোপালাভিধং তথা।
এবমন্যানি তৈলানি মৃতসঞ্জীবনী সুধা॥
ভেষজান্যেবমাদীনি শ্রেষ্ঠবাজীকরাণি হি।
বহুভার্য্যৈঃ ক্ষীণশুক্রৈঃ সেব্যানি পুরুষৈঃ সদা॥

নরসিংহ চূর্ণ, গোধূমাদ্য ঘৃত, অশ্বগন্ধা ঘৃত, গুড়কুষ্মাণ্ড, শতাবরী মোদক শ্রীকামেশ্বর মোদক, কামাগ্নিসন্দীপন মোদক, কামিনীমদভঞ্জন, খণ্ডাভ্র, মন্মথাভ্র রস, মকরধ্বজ রস, কামধেনু রস, স্বর্ণসিন্দুর রস, লক্ষ্মণালৌহ, সুরসুন্দরী গুড়িকা, পল্লবসার-তৈল, শ্রীগোপাল তৈল ও মৃতসঞ্জীবনী সুধা প্রভৃতি ঔষধ সকল বাজীকর। বহুভার্য্যা-সম্পন্ন ও ক্ষীণশুক্র ব্যক্তিদিগের পক্ষে সর্ব্বদা বাজীকর ঔষধ সেবন করা উচিত।

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

শাতাতপোক্ত মহাপাতকানি তদ্ভব রোগাশ্চ ।

ব্রহ্মহত্যা স্থরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ ।
মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ ॥
কুষ্ঠঞ্চ রাজযক্ষ্মা চ প্রমেহো গ্রহণী তথা ।
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরী কাসা অতিসার ভগন্দরৌ ॥
দুষ্টব্রণং গণ্ডমালা পক্ষাঘাতোঽক্ষিনাশনং ।
ইত্যেবমাদয়ো রোগা মহাপাতোদ্ভবাঃ স্মৃতাঃ ।
বাধন্তে ব্যাধিরূপেণ সপ্তজন্মসু বৈ নৃণাম্ ॥

ব্রহ্মহত্যা, মদ্যপান, চৌর্য্য ও গুরুপত্নী গমন এই চারিপ্রকার পাপকে মহাপাতক বলে। এই সকল পাপকারি ব্যক্তিগণের সহিত সংসর্গ করিলেও মহাপাতক উৎপন্ন হয়। অতএব শাস্ত্রে পাঁচ প্রকার মহাপাতক বর্ণিত হইয়াছে। মহাপাতককারি ব্যক্তির কুষ্ঠ, রাজযক্ষ্মা, প্রমেহ, গ্রহণী, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, কাস, অতিসার, ভগন্দর, দুষ্টব্রণ, গণ্ডমালা, পক্ষাঘাত ও চক্ষুনাশ এই কয়টীর মধ্যে একটী রোগ হইয়া থাকে। অর্থাৎ এই সকল রোগের যে কোনটীর দীর্ঘকাল ভোগ হইলে সেই রোগীকে মহাপাতকী বলিয়া স্থির করিবে। এই সকল ব্যাধি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা প্রশমিত হয়। প্রায়শ্চিত্ত না করিলে ক্রমান্বয়ে সাত জন্ম পর্য্যন্ত ক্লেশ দেয়।

উপপাতকজ রোগাঃ ।

জলোদর যকৃৎ প্লীহ শূলরোগ ব্রণানি চ ।
শ্বাসাজীর্ণ জ্বরচ্ছর্দ্দি ভ্রম মোহ গলগ্রহাঃ ।
রক্তার্ব্বুদবিসর্পাদ্যা উপপাতোদ্ভবা গদাঃ ॥

জলোদর, যকৃৎ, প্লীহা, শূল, ব্রণ, শ্বাস, অজীর্ণ, জ্বর, ছর্দ্দি, ভ্রম, মোহ, গলগ্রহ, রক্তার্ব্বুদ ও বিসর্প আদি রোগ উপপাতক হইতে উৎপন্ন জানিবে।

পাতকজ রোগাঃ ।

দণ্ডাপতানকশ্চিত্রবপুঃ কম্প বিচর্চ্চিকাঃ ।
বল্মীক পুণ্ডরীকাদ্যা রোগাঃ পাপসমুদ্ভবাঃ ॥

দণ্ডাপতানক, চিত্রবপুঃ, কম্প, বিচর্চ্চিকা, বল্মীক ও পুণ্ডরীকাদি রোগ পাপ সমুৎপন্ন।

অতিপাতকজ রোগাঃ ।

অর্শ আদ্যা নৃণাং রোগা অতিপাতাদ্ভবন্তি হি ।
অন্যে চ বহুধা রোগা জায়ন্তে রোগসঙ্করাঃ ॥

আদ্যা ইতি পদেন বহ্বঙ্গব্যাপি শ্বিত্রং বা গলৎকুষ্ঠং জ্ঞেয়ং। কুষ্ঠ্যতিপাতকী অর্শোবাংশ্চেতি প্রয়োগাৎ ॥

অর্শরোগ ও বহু অঙ্গব্যাপি শ্বেতকুষ্ঠ ও গলৎকুষ্ঠ এইগুলি অতিপাতক হইতে উৎপন্ন হয়। এবং অন্যপ্রকার অনেক রোগ রোগসঙ্কর হইতে উৎপন্ন হয়।

ন পাপেন বিনা দুঃখং ব্যাধয়ো দুঃখদা যতঃ ।
অতো রোগা হি নিখিলাঃ পাপাদেব ভবন্তি হি ॥

পাপ ব্যতীত জীবের দুঃখ হয় না। দুঃখ সকল, ব্যাধি হইতেই উৎপন্ন হয়। অতএব যাবতীয় রোগ পাপ হইতেই উৎপন্ন হয় জানিবে।

বিহিতস্যাননুষ্ঠানাৎ নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ ।
অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি ।

শাস্ত্র বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিলে, শাস্ত্র নিষিদ্ধ কার্য্যের আচরণ করিলে এবং ইন্দ্রিয় সকলের দমন না করিলে মানবের পাপ উৎপন্ন হয়।

খ্যাপনেনানুতাপেন তপসাধ্যয়নেন চ।
পাপকৃন্মুচ্যতে পাপাৎ তথা দানেন চাপদি॥

পাপকারী ব্যক্তি, "আমি অমুক পাপ করিয়াছি" এইরূপে নিজকৃত পাপ স্বীকার করিলে এবং অনুতাপ করিলে, বেদাদি শাস্ত্র বিহিত মন্ত্রাদি পাঠকরিলে, এবং আপৎকালে যথাশাস্ত্র যথাসাধ্য দান করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে।

যে রোগা নৈব সাধ্যন্তে ভেষজৈর্বিবিধৈরপি।
তে প্রাক্ পাতকজাঃ জ্ঞেয়া প্রায়শ্চিত্ত নিবর্হণাঃ॥
প্রায়শ্চিত্তং বিধায়াথ কার্য্যা ভেষজকল্পনা।
এবং ঝটিতি রোগাণাং শান্তিঃ স্যান্নাত্র সংশয়ঃ।

যে সকল রোগ বহুবিধ ঔষধেও আরোগ্য না হয়, তাহাদিগকে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাতক হইতে উৎপন্ন জানিবে। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহারা নিশ্চই আরোগ্য হইবে। অতএব এরূপ অবস্থায় প্রথমে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ঔষধ সেবন করিতে হইবে। তাহা হইলে নিশ্চয়ই শীঘ্র ব্যাধির নাশ হইবে।

পরিশিষ্টম্।

ওজোমেহাধিকারঃ। *

অভিঘাতাগ্নিমান্দ্যামবাতাজীর্ণবিসূচিকা।
বিষমজ্বরশোথার্শোযক্ষ্মকাসাদিভি স্তথা॥
বৃক্কয়োঃ শোণিতস্রোতোবিকৃতেরপ্রদোষতঃ।
লসিকাশুক্র পূয়াস্রৈর্যুক্তে মূত্রে তথা নৃণাম্॥
স্ত্রীণাং গর্ভাগমে চৈব কটুকক্ষারবর্জ্জিতৈঃ।
মধুরৌজস্করদ্রব্যভক্ষণৈ রতিমাত্রতঃ॥
গুরুপর্য্যুষিতান্নাঞ্চ ভোজনাদতিভোজনাৎ।
নবধান্যাদিগোধূম হংসডিম্বাতিসেবনাৎ॥
দূষিতে শীতলে তোয়ে স্নানপানাবগাহনাৎ।
এভির্নিদানৈরন্যৈশ্চ দূষিতাদোজসো ভবেৎ॥
ওজোমেহঃ স বিজ্ঞেয় আয়ুর্বলনিকৃন্তনঃ।
শারীরাতিশ্রমবশাৎ তথান্যেনৈব হেতুনা॥
দ্রুতং শোণিতসঞ্চারাৎ প্রবৃদ্ধেশ্চ বিপর্য্যয়াৎ।
ওজো বিকৃতিমাপন্নং হংসাণ্ডশ্বেতভাগবৎ॥
পিষ্টতুল্যবদ্বাথ সহ মূত্রেণ সংস্রবেৎ।
মেহঃক্ষয়ো ভবেত্তত্র অরারোচকয়োস্তথা॥
শোথেঽগ্নিমান্দ্যে সঞ্জাতে গদোঽসাধ্যো ন সংশয়ঃ।
অন্যথা কৃচ্ছ্রসাধ্যোঽসৌ যত্নাদ্ জীবতি মানবঃ।

অভিঘাত, অগ্নিমান্দ্য অজীর্ণ, বিসূচিকা, বিষমজ্বর, আমবাত, কাস, যক্ষ্মা ও শোথাদি পীড়া হইতে এবং রক্তদুষ্টি, বৃক্কদ্বয়ে রক্ত-সঞ্চালনের বিকৃতি, মূত্রের সহিত লসিকা, রক্ত, পূয় ও শুক্র প্রভৃতির যোগ হইলে, স্ত্রীদিগের গর্ভাবস্থা, কটু ও লবণরস ত্যাগ করিয়া কেবল ওজস্কর মধুর দ্রব্য ভোজন ও অতিমাত্র হংসাদি ডিম্বভক্ষণ এবং নূতন তণ্ডুল বা যব গোধূমাদি, গুরু ও পর্য্যুষিত দ্রব্য ভক্ষণ, বিষমাশন, দূষিত ও অতি শীতল জলে স্নান, পান ও অবগাহন প্রভৃতি কারণে ওজোধাতু দূষিত হইয়া ওজোমেহের উৎপত্তি হয়। অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম প্রভৃতি কারণে দ্রুত রক্তসঞ্চলন হইলে শুক্র ও ওজের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, কিন্তু মেদের বৃদ্ধি হয় না। ওজঃ বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়া হংসডিম্বের শুক্লাংশ ও পিষ্ট (পিটুলি) অথবা

---

* ৩৫৪ পৃষ্ঠা ২য় স্তম্ভে মেহাধিকারের পর।

এই ঘোর দেবাসুর যুদ্ধে দিতির বহু পুত্রগণ মৃত হওয়াতে দৈত্যমাতা

তাৎপর্য্যার্থ।

এবং ভেদ-জ্ঞান বিনষ্ট না হইলে অর্থাৎ ঐ বাহ্য বিভিন্নতার মধ্যে একত্ব-জ্ঞানরূপ অমৃতের সঞ্চার না হইলে, জগৎ দুঃখে দগ্ধ হয়। কিন্তু ভেদ-বুদ্ধির রাহিত্য হইলেই যে, মন্থন কার্য্য অর্থাৎ সংসারের দ্রব্য-বিচারণ-কার্য্য সুনির্ব্বাহিত হইতে পারে, তাহা নহে। অভেদ বোধের সাক্ষাৎ প্রথম ফল এই যে, স্বর্গ সম্বন্ধীয় যে ভাবের আলম্বনে কার্য্যারম্ভ হইয়াছিল, সেই ভাবটী অপকর্ষ প্রাপ্ত হয়—অর্থাৎ মন্দর স্বয়ং পাতালে প্রবেশ করিতে থাকে। তখন ভগবান্ স্বয়ং এই সংসারে বিরাজ করিতেছেন, এবং স্বর্গসম্বন্ধীয় উৎকর্ষ ভাবগুলির উদ্ধাধোরূপ অবলম্ব হইয়া আছেন, এই প্রতীতি দৃঢ় না হইলে আর কোন যত্নই হয় না—অর্থাৎ পালনকর্ত্তা বিষ্ণু কমঠরূপে মন্দরের অধো-ভাগ এবং স্বহস্ত দ্বারা তাহার উদ্ধদেশ ধারণ না করিলে, মন্থনকার্য্য চলিতে পারে না।

পরন্তু, ভগবান্ সংসারে আছেন, এবং স্বর্গ সম্বন্ধীয় বোধ সকল তাঁহাবই হস্তধৃত অতএব অলীক নহে—এইরূপ জ্ঞান দৃঢ় হইয়া বস্তুগুণের বিচার চলিতে থাকিলে সকল শিল্প-শাস্ত্রের শিরোভূত যে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র তা-হার জন্ম হয়, অর্থাৎ 'ধন্বন্তরি উঠেন'—তিনি তপস্যাপরায়ণ এবং ব্রহ্ম-চারী– অস্ত্র চিকিৎসাযন্ত্ররূপ দণ্ড এবং ভেষজপাত্ররূপ কমণ্ডলু তাঁহার হস্তস্থিত। তাহাব পর অতি তরল ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল ও 'অপ্সরা'রূপে উঠে। তদনন্তর 'উচ্চৈঃশ্রবা' অথবা সংসারে যশের চিরস্থায়িত্ব এবং 'কৌস্তুভ' অথবা কৃতপুণ্য কর্ম্মের অবিনশ্বরত্ব অনুভূত হইয়া যায়। মনের হর্ষ, প্রহর্ষ বা মদ্যও উপস্থিত হয়। উহা দেবতারা অর্থাৎ যাঁহারা জগতের স্থিতি-পক্ষপাতী, তাঁহা-রাই গ্রহণ করেন, অসুরেরা অর্থাৎ যাঁহারা মুক্তি পাইবার জন্য সচেষ্ট, তাঁহারা সংসার মন্থন-জনিত আনন্দের উপভোগে রত হয়েন না। কিন্তু প্রকৃত অমৃত বা মুক্তি যাহা সংসার মন্থনেই লভ্য, অসুরেরা তাহাও প্রাপ্ত হয় না; 'রাক্ষ-সেরা' অর্থাৎ মোহধর্ম্ম সকল আসিয়া তাহাদিগের সহিত যোগ দেয়—অর্থাৎ তাহারা মুক্তিমাত্র পাইবার নিমিত্ত নিষ্ক্রিয় এবং অলস ও ভীত এবং প্রমাদ-যুক্ত হইয়া পড়ে। সংসারকার্য্য সমূহ হইতে মুক্তিকে পৃথকভূত জ্ঞান

দিতি (১) দুঃখার্ত্তা হইয়া স্বপতি ক
করিলেন -- ভগবন্ ! মহাভাগ্যবান
হইয়াছি। আমি ইন্দ্রকে নাশ করিতে পারে, এমন পুত্র পাইতে বাঞ্ছা করি। আমি তপশ্চরণ করিব, আপনি পুত্রদানে অনুমত হউন। কশ্যপ উত্তর করিলেন —যদি পূর্ণ সহস্র বৎসর শুচি থাকিতে পার, তাহা হইলে তোমাব অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। পরে কশ্যপ তপস্যা করিতে গেলেন। দিতি এই দেশে ঘোর তপস্যা করিতে লাগিলেন, এবং ইন্দ্র (৩) অতি সাবধানে তাঁহার পরিচর্য্যারম্ভ করিলেন। তিনি অগ্নি এবং সমিধ ও কুশ, জল, ফল, মূল প্রভৃতি আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য সকল তৎক্ষণাৎ উপস্থিত করেন, আর পরিশ্রান্তি শমতার্থ গাত্র সম্বাহনাদিও করেন। সহস্র বৎসরের কিছুমাত্র অবশেষ থাকিতে, দিতি অতি হর্ষযোগে ইন্দ্রকে বলিলেন, আমার তপশ্চরণের অবশেষ দশ বৎসর মাত্র আছে, তাহার পর তুমি তোমার ভ্রাতাকে দেখিবে, যাহাকে আমি তোমার নিমিত্ত ধারণ করিতেছি। হে পুত্র! তুমি সেই ত্রৈলক্য-বিজয় তোমার ভ্রাতার সহিত পরম সুখে ত্রৈলোক্য রাজ্য ভোগ করিবে। পরে কোন দিবস সম্পূর্ণ মধ্যাহ্ন সময়ে, দিতি নিদ্রাপরবশতায় শয্যার পাদ-স্থানে মস্তক এবং মস্তকের স্থানে চরণ রাখিয়া নিদ্রিতা হইলেন। এই বিপরীত শয়ন

তাৎপর্য্যার্থ।

করা, অর্থাৎ মুক্তিকে একটী খণ্ডপদার্থ মনে করা ভগবানের মোহনা মায়া। সেই মায়া কর্তৃক সংগোপিতা হইয়া মুক্তি বা অমৃত ভগবান্ বিষ্ণুর নিকটেই থাকে। সমুদায়ের সার কথা এই—আপনাকে জীবন্মুক্ত বা অমৃত বোধ পূর্ব্বক সংসার কার্য্য নির্ব্বাহ করাই মুক্তি পাইবার এক মাত্র পথ। উচ্চৈঃশ্রবা বা যশঃ ইন্দ্রের বাহন হইয়া দেবকার্য্যে অর্থাৎ সংসারের রক্ষাকার্য্যে, এবং পুণ্যকর্ম্ম সমুদায় কৌস্তুভরূপে অর্থাৎ জগন্ময় ভগবানের বক্ষঃদেশে চিরকাল বিরাজ করিতে থাকে।

১। দিতি—দো ষ চ্ছেদে ধাতুঃ, খণ্ডবস্তু, যথা সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন। পৃথিবী দ্বারা খণ্ডিত আকাশভাগকেও দিতি শব্দে বুঝা যায়।

২। কশ্যপঃ—কশ্যং মদ্যং আনন্দং পিবতি ইতি কশ্যপো জীবাত্মা।

৩। ইন্দ্রঃ—ইদি ঐশ্বর্য্যে, সর্ব্ব দেবশক্তিঃ, প্রকরণ বশাৎ অগ্নিশক্তিঃ।

হার উদর মধ্যে প্রবেশানন্তর বজ্রদ্বারা গর্ভকে সপ্ত খণ্ড করিলে গর্ভ রোদনারম্ভ করিল; তাহাতে দিতির নিদ্রাভঙ্গ হইল, এবং ইন্দ্র গর্ভের প্রতি মারুদঃ মারুদঃ বলিতে বলিতে ঐ সপ্ত খণ্ডের প্রত্যেককে পুনঃ সপ্ত খণ্ড করিলেন। দিতি হনন করিও না, হনন করিও না, পুনঃ পুনঃ বলাতে ইন্দ্র দিতি বাক্যের গৌরব রক্ষা করিয়া উদর হইতে বহিরাগমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুট হইয়া কহিলেন, আপনি অশুচি হইয়া নিদ্রিতা হইয়াছিলেন, এই ছিদ্র পাইয়া, যুদ্ধে ইন্দ্রহন্তা হইবে বলিয়া যে গর্ভধারণ করিয়াছিলে, তোমার সেই গর্ভকে সপ্তখণ্ড করিয়াছি, এই অপরাধ ক্ষমা করুন। দিতি ইন্দ্রকে অতি দুর্দ্ধর্ষ জানিয়া পরম দুঃখিত মনে বিনয়-বাক্যে কহিলেন—আমার দোষেই গর্ভ খণ্ডিত হইল, এ বিষয়ে তুমি অপরাধী নহ। এক্ষণে এই কর্ম্ম যাহাতে তোমার এবং আমার উভয়ের প্রীতিজনক হয়, তাহা করা যাউক। সপ্ত মরুতের সপ্ত ভাগে উৎপন্ন উনপঞ্চাশৎ মরুৎ তোমার স্থান-পালক হউক। সপ্তমরুৎ বাতস্কন্ধরূপ হইয়া স্বর্গে পর্য্যটন করুক এবং মারুত নামে খ্যাত হইয়া দেবরূপ হউক। সপ্তধা বিভক্ত এক বাতস্কন্ধ, ব্রহ্ম-লোকে, (৪) দ্বিতীয় বাতস্কন্ধ, ইন্দ্রলোকে (৫) তৃতীয় বাতস্কন্ধ, অন্য স্বর্গে (৬) এবং আকাশে (৭) আর চারি বাতস্কন্ধ, চতুর্দ্দিকে তোমার বাক্ প্রয়োগাধীন হইয়া বিচরণ করুক। ইহারা মরুতনামা হইল। ইন্দ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া কহি-লেন—আপনি যাহা যাহা আজ্ঞা করিলেন তাহা সকলই হইবে। তোমার এই সন্তান গুলি দেবরূপে পর্য্যটন করিবে। দিতি এবং ইন্দ্র উভয়ে কৃতার্থ হইয়া স্বর্গযাত্রা করিলেন। এই দেশ ইন্দ্রের পরিচর্য্যা ভূমি। (১)

তাৎপর্য্যার্থ।

৪। ব্রহ্মলোক—শিরোদেশ।

৫। ইন্দ্রলোক—জঠরাগ্নি স্থান।

৬। অন্যস্বর্গ—শিরোদেশ এবং জঠরদেশ ভিন্ন শরীরের অপরাপর অংশ।

৭। আকাশ—হৃদয়স্থান।

১। কাম্য বা নিষ্কাম কোন তপস্যা অঙ্গ ভঙ্গে সর্ব্বতোভাবে বিফল হয় না। বায়ুর দিতি-সন্তানতা প্রযুক্ত দৈত্যত্ব উচিত। পরন্তু ব্রত-ভঙ্গ প্রযুক্ত

ইক্ষ্বাকু হইতে অলম্বুষা নাম্নী গন্ধর্ব্বীতে বিশাল নামক পুত্র জন্মেন। তিনি এই প্রদেশে বিশালাপুরী প্রকাশ করেন। বিশালাবাসী রাজগণ দীর্ঘায়ুঃ এবং মহাত্মা ও বীর্য্যবান ও সুধার্ম্মিক। এই স্থানে এক নিশা সুখে যাপন করিয়া পরদিন পূর্ব্বাহ্লে জনক রাজার সহিত সাক্ষাৎ করা উচিত।

বিশালার রাজা সুমতি, বিশ্বামিত্র মহর্ষি নিকট প্রাপ্ত হইয়াছেন শুনিয়া উপাধ্যায় এবং বান্ধববর্গের সহিত আগমনপূর্ব্বক বিশ্বামিত্রের অত্যুৎকৃষ্ট পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুট হইয়া মঙ্গল জিজ্ঞাসানন্তর কহিলেন—ভগবন্! অদ্য আমার রাজ্য মধ্যে আপনাকে দর্শনগোচর করায় আমি আপনার অনুগৃহীত হইয়া ধন্য হইলাম, পরে নানা কথান্তে বলিলেন—ভগবন্! এই দুই সুকুমার সাক্ষাৎ দেবপরাক্রমী, ইহাঁরা ধীর অথচ দ্রুত-স্বচ্ছন্দ-গতি-বিশিষ্ট, পদ্মদলের ন্যায় আয়ত চক্ষু, খড়্গ, তূণ, ধনুর্দ্ধারী, সাক্ষাৎ অশ্বিনীকুমারের ন্যায়, উপস্থিত যৌবনাবস্থ, দেবলোক হইতে কোন ইচ্ছাবশতঃ পৃথিবী-লোক-প্রাপ্ত দুই দেবতার ন্যায়, কোন্ কারণে, কি প্রকারে এই দেশে পাদচারে আগত হইয়া যেমন চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশকে শোভিত করেন, তদ্রূপ পৃথি-

তাৎপর্য্যার্থ।

উহার দৈত্যত্বের ব্যাঘাত হইল। উহার সংসার নাশক ধর্ম্ম হইল না। উহার লোক-পালনত্ব বর্ণনে দেবত্ব কথিত হইল। উনপঞ্চাশৎ খণ্ডে খণ্ডিত হইলেও যে মৃত হইল না, তাহাতে তপশ্চরণের ফল কথিত হইল।

ফলতঃ বায়ুতে দেবত্ব এবং দৈত্যত্ব উভয় ধর্ম্মই বিদ্যমান। উহা ইন্দ্র কর্ত্তৃক বিভাজিত, সুতরাং রোদনশীল এবং চঞ্চল এবং চাঞ্চল্য প্রযুক্ত অস্থির-তাজনক, সুতরাং সমাধির ব্যাঘাতক। ইহাতেই বায়ুর দেবত্ব।—কিন্তু প্রাণায়ামদ্বারা উহাকে দমন করিয়া স্থির করিতে পারিলে, যোগসিদ্ধি হওয়াতে বায়ুর দৈত্যত্বও নির্দ্ধারিত হয়। এই প্রকরণ হইতে উল্লিখিত ফলিতার্থ ভিন্ন, বাহ্য ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে অধিকতর উপলব্ধি এই হয় যে, দিতি বা আকাশ হইতে বায়ুর জন্ম এবং সেই আকাশের মধ্যে মেঘবর্ত্ম বা ইন্দ্রের পথ হওয়াতেই মরুদ্বর্ত্ম বা বায়ুপথ বিভিন্ন হইয়া সপ্ত সপ্তধা হইয়া গিয়াছে। এক একটী বাতস্কন্ধ, এক একটী আকাশ-ভাগ বিশেষ।

শরীরসৌষ্ঠব এবং আশা ও তদ্ব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গী দ্বারা পরস্পর পরস্পরেরই সমান। অর্থাৎ ইহাঁদিগের সমান ব্যক্তি নাই। কি কারণে অতি প্রশস্তাস্ত্রধারী এই দুই মহাপুরুষ এই দুর্গম পথে উপস্থিত, তাহা জানিতে ঔৎসুক্য হইতেছে। রাজবাক্য শ্রবণানন্তর মহামুনি শ্রীরাম লক্ষ্মণের জন্মাবধি তাড়কা এবং সুবাহুর বধ, মারীচ-নিরাকরণ, যজ্ঞ-রক্ষাদি তাবৎ বৃত্তান্ত কহিলে, সুমতি রাজা অতি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দশরথ-পুত্রদ্বয়কে পরমাতিথি জানিয়া যথাবিধি পূজা করিলেন। বিশ্বামিত্রের সহিত শ্রীরাম লক্ষ্মণ পরমাদৃত হইয়া সেই স্থলে রাত্রি যাপনান্তে পর দিন মিথিলা গমন করিলেন। মুনিগণ জনক রাজার পুরী দর্শন করিয়া বহু সাধুবাদ দ্বারা তাহার প্রশংসা করিলেন।

সেই সময়ে মিথিলা নগরের উপবন মধ্যে প্রাচীন এবং জনশূন্য অতি মনোহর একটী আশ্রম দেখিয়া শ্রীরাম জিজ্ঞাসা কনিলেন—এই স্থল, আশ্রম-তুল্য—কিন্তু মুনিবর্জ্জিত; ইহা কাহার পূর্ব্বাশ্রম তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। বিশ্বামিত্র কহিলেন—এই আশ্রম গৌতম (১) মুনির। কোপপারবশ্যে তাঁহাকর্ত্তৃক ইহা অভিশপ্ত হইয়া আছে। গৌতম ঋষি স্বভার্য্যা অহল্যার (২) সহিত এই আশ্রমে বহুকাল পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়াছিলেন। ইন্দ্র (৩) এক দিন আশ্রমটীকে মুনিরহিত দেখিয়া স্বয়ং গৌতমের বেশ ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন—রে অহল্যে! রতিমাত্র প্রার্থক জনেরা ঋতুকালের (৪) প্রতীক্ষা করে না, আমি এক্ষণে তোমার সঙ্গ বাঞ্ছা করি। অহল্যা, দেবরাজ আমাতে অভিলাষ করেন, এই আনন্দে ইন্দ্রকে চিনিতে পারিয়াও তাঁহার প্রার্থনায় সন্মত হইল এবং আপনাকে কৃতার্থ মানিয়া দেবরাজকে কহিল—আপনি কৃতকার্য্য হইলেন, এক্ষণে আশ্রম হইতে গমন করুন, এবং আপনাকে ও আমাকে মুনির অভিসম্পাত হইতে রক্ষা করিবার উপায় করুন।

তাৎপর্য্যার্থ।

১। গৌতম—অতিশয়েন গৌ—অর্থাৎ অতি প্রবল অনড্বান।
২। অহল্যা—হলেন অকৃষ্টা ভূমিঃ যে ভূমিতে হলচালন হয় নাই। অনূপভূমি।
৩। ইন্দ্রঃ—মেঘবাহনঃ মেঘ।
৪। ঋতুকালঃ—বর্ষণের প্রকৃত কালঃ প্রাবৃটকালঃ

ইন্দ্র পর্ণশালা হইতে নির্গমন সময়ে
মুনি প্রবেশ করিতেছেন। দেবরা
হইলেন। পরে সদাচারসম্পন্ন গৌতমমুনি দুরাচারসম্পন্ন ইন্দ্রকে কহিলেন—ইন্দ্র! তুমি অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছ, অতএব তুমি অফল (৫) হও। এই অভিশাপবাণীর উক্তি হইবামাত্র দেবরাজ ইন্দ্রের মুষ্ক নির্গত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল।

অনন্তর গৌতমঋষি অহল্যার প্রতি বলিলেন—তুমি বহুদিন পর্য্যন্ত অন্ন আহার রহিত হইয়া কেবল বায়ু মাত্র ভক্ষণ করিয়া ভস্মাচ্ছাদিতার ন্যায় সকল লোকের অদৃশ্যা এবং ক্ষুধাক্লেশে ক্লিষ্টা হইয়া তপশ্চরণ কর। যখন দশরথের পুত্র শ্রীরাম এই ঘোর বনে আগমন করিবেন, তখন লোভ, মোহ রহিত হইয়া তাঁহার আতিথ্য করিলে, পূনর্ব্বার স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হইবে এবং আমার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া আহ্লাদপ্রাপ্ত হইবে। গোতম এইরূপে শাপ এবং শাপান্তোক্তি করিয়া হিমালয়ের কোন উচ্চতম প্রদেশে তপস্যা করিতে গেলেন।

ইন্দ্র মুনিশাপে অফল এবং ভীত হইয়া অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের প্রতি কহিলেন—মহাত্মা গোতম ঋষির তপোবিঘ্নার্থ আমি তাঁহার ক্রোধোৎপত্তি করিয়া তপোভঙ্গ রূপ দেবকার্য্য করাতে, তাঁহার শাপে অফল হইয়াছি, অতএব আপনারা আমাকে সফল করুন। ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া অগ্ন্যাদি দেবতারা পিতৃগণের সহিত ঐক্য হইলে, অগ্নি কহিলেন—এই মেষটী (৬) সমুষ্ক, ইহার মুষ্ক লইয়া ইন্দ্রকে দিউন; কিন্তু বিনা কারণে মেষ নির্মুষ্ক হয়, অতএব বিধি হউক, যে তোমাদের প্রীত্যর্থে যে ব্যক্তি মুষ্করহিত মেষের বলি দিবে, তোমরা তাহাকে বহুতর অক্ষয় ফল প্রদান করিবে। অগ্নির এই বর প্রদান বাক্য শুনিয়া মেষের বৃষণোৎপাটন পূর্ব্বক উহা ইন্দ্র শরীরে নিবিষ্ট হইল। ইন্দ্র সেই অবধি মেষ (৭) বৃষণ হইলেন। বিশ্বামিত্র কহিলেন—

তাৎপর্য্যার্থ।

৫। অফল—শস্যাদি প্রসবে অসমর্থ।

৬। মেষ—মেষরাশি বোধক। বৈশাখ মাস

৭। মেষবৃষণ—বৈশাখ বর্ষণ অফল নহে।

পবিত্র করুন। তুমি তাঁহার আশ্রমে আগমন
। মুনিবাক্য শ্রবণানন্তর সলক্ষ্মণ শ্রীরাম বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর তপস্যাদ্বারা অত্যন্ত প্রভাবতী পরন্তু ধূমদ্বারা ব্যাপ্ত সর্ব্বাঙ্গা অগ্নিশিখার ন্যায় এবং হিম-ব্যাপ্ত অথবা স্বল্পমেঘ-ব্যাপ্ত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় রূপবতী অহল্যাকে জল মধ্যে দেখিলেন। ইনি গৌতমশাপবশতঃ সকলেরই অদৃশ্যা ছিলেন; এক্ষণে শাপান্তকাল প্রাপ্ত হওয়াতে বিশ্বামিত্রাদি সকলের দৃষ্টা হইলেন। শ্রীরাম-লক্ষ্মণ অহল্যার দুই পাদ গ্রহণ করিলে, অহল্যা গৌতম বাক্য স্মরণ করত তাঁহাদিগকে আতিথ্যে গ্রহণ করিলেন, এবং যথাবিধি পাদ্যাদি প্রদানপূর্ব্বক শ্রীরামের পূজা করিলেন। সেইকালে গৌতম আগত হইয়া অহল্যা সহযোগে সুখী হইলেন এবং শ্রীরামের সম্যক্ পূজা পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। শ্রীরাম তাঁহাদিগের পূজা গ্রহণান্তে মিথিলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। (১)

পরে সলক্ষ্মণ শ্রীরাম বিশ্বামিত্রকে অগ্রসর করিয়া ঈশানদিঙ্মুখে গমন পূর্ব্বক মিথিলা যজ্ঞভূমির সমীপবর্ত্তী হইলেন। পরে শ্রীরাম লক্ষ্মণ মহা-মুনিকে কহিলেন—মহাত্মা জনক রাজার কি প্রশংসনীয় যজ্ঞ বিস্তার! নানা-দেশবাসী বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণদিগের আবাসস্থল সকল বহু শকটে ব্যাপ্ত হইয়া

তাৎপর্য্যার্থ।

১। বিঘ্নকারী দেবগণ স্ত্রীর দ্বারা প্রলোভন এবং তাহাতে দুষ্ক্রিয়া প্রবর্ত্তন করিয়াও সাধকের ক্রোধাদি উদ্ভাবন দ্বারা তপোহানি করেন।

দেবতারা ইন্দ্রকে মেষ-বৃষণ করিলেন—অর্থাৎ মেষে বা সৌর বৈশাখ মাসে বৃষ্টি অফল হয় না।

অহল্যার অর্থাৎ অনুপভূমির শ্রীরাম লক্ষ্মণ স্পর্শ হওয়াতে, অর্থাৎ তাহাতে পরমাত্মার অনুগ্রহ বশাৎ জীবের প্রবেশ হওয়াতে, তাহার অনুপত্ব নিবৃত্তি হয়, অর্থাৎ তাহাতে দূর্ব্বা কাশ এবং জলজ পুষ্পাদি জন্মে এবং সেই সকল জন্মিলে উহার সহিত গোতম সঙ্গ হয়, অর্থাৎ উহাতে গোচারণ এবং হলকর্ষণাদি কার্য্য চলে, তাহাই ঈশ্বরের উৎকৃষ্ট পূজা।

দৃষ্ট হইতেছে! এক্ষণে আমা
বাক্য শ্রবণে বিশ্বামিত্র, ঋষির
দিগের বাসস্থান স্থির করিলেন। জনক রাজা বিশ্বামিত্র মহর্ষির আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শতানন্দ নামক পুরোহিত এবং অর্ঘপাত্র সহিত ঋত্বিকৃবর্গ সমভিব্যাহারে অতি বিনয়পূর্ব্বক সত্বরে উপস্থিত হইলেন এবং বিধিপূর্ব্বক অর্ঘ প্রদান করিলেন। মহামুনি ঐ পূজা গ্রহণানন্তর রাজাকে তাঁহার এবং যজ্ঞের মঙ্গলাদি জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক উপাধ্যায় পুরোহিত এবং মুনিবর্গের যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিলেন। পরে জনক রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া বিশ্বামিত্রের প্রতি কহিলেন—ভগবন্। ঋষিবর্গের সহিত এই আসনে উপবেশন করুন। বিশ্বামিত্র আসন পরিগ্রহ করিলে ঋত্বিক্, পুরোহিত ও মন্ত্রিগণ সহিত রাজা, মহর্ষির চতুষ্পার্শ্বে যথারীতি উপবিষ্ট হইলেন। রাজা বলিলেন—দেবগণ অদ্য আমার এই যজ্ঞবিস্তার সফল করিলেন, আপনকার দর্শনলাভবশতঃ অদ্য যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইলাম। পণ্ডিতগণ এই যজ্ঞ-দীক্ষার কাল দ্বাদশাহ কহেন; তৎপরে যজ্ঞভাগার্থী দেবগণকে দেখা যায়। পরে রাজা অতি প্রফুল্লমুখে কহিলেন, ভগবন্! সাক্ষাৎ দেব-পরাক্রমী অশ্বিনীকুমার-তুল্য এই দুইটী কুমার, কি কারণে পাদুকাদি দ্বারা অনাবৃত চরণে এ-স্থলে আগত হইয়াছেন? ইহাঁরা যৌবনের ঈষৎ পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত,—ইহাঁরা উভয়েই তুল্য—ইহাঁরা কাহার পুত্র? যেমন চন্দ্র সূর্য্য আকাশকে ভূষিত করেন, ইহাঁরা সেইরূপে এই দেশকে ভূষিত করিতেছেন। বিশ্বামিত্র কহিলেন, ইহাঁরা রাজা দশরথের পুত্র—সিদ্ধাশ্রমে বাস—ইহাঁরা মারীচ নিরাস এবং সুবাহু প্রভৃতি রাক্ষসের বিনাশ করিয়া অকুতোভয়ে এ স্থলে আগমন করিয়াছেন। ইহাঁরা বিশালা দর্শন করিয়া অহল্যার শাপ মোচনপূর্ব্বক গৌতম সম্ভাষণ করিয়া এক্ষণে রুদ্রধনুর সার জানিবার জন্য এস্থলে আগমন করিয়াছেন। মহামুনি এই পর্য্যন্ত কহিয়া মৌনী হইলেন।

বিশ্বামিত্রবাক্য শুনিয়া এবং শ্রীরামকে দর্শন করিয়া শতানন্দনামা গৌতমের জ্যেষ্ঠ পুত্র রোমাঞ্চিতবিগ্রহ হইয়া পরম বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে শ্রীরাম লক্ষ্মণকে সুখোপবিষ্ট দেখিয়া বিশ্বামিত্র সমীপে নিবেদন করিলেন—ভগবান্

আমার মাতা অহল্যাকে শ্রীরামচন্দ্রের দৃষ্টিগোচর করাইয়াছেন; এবং আমার মাতা বন্য উপহার দ্বারা সর্ব্বদেহীর মাননীয় শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করিয়াছেন; আমার মাতার প্রতি ইন্দ্রদেবের অনুষ্ঠিত দুষ্ক্রিয়া কি শ্রীরামকে বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছিল? হে মুনিশ্রেষ্ঠ! শ্রীরাম দর্শনানন্তর মাতা কি আমার পিতার সহিত মিলিতা হইয়াছেন? আমার পিতৃপ্রদত্ত পূজা গ্রহণানন্তরই কি শ্রীরাম এ স্থলে আগমন করিয়াছেন?

বিশ্বামিত্র কহিলেন—হে শতানন্দ! সে স্থলে যাহা যাহা কর্ত্তব্য ছিল, তাহার কিঞ্চিন্মাত্রেরও ব্যতিক্রম করা হয় নাই। এক্ষণে অহল্যা, গৌতম-সমভিব্যাহারিণী হইয়াছেন।

বিশ্বামিত্রের উক্ত বাক্য শ্রবণানন্তর শতানন্দ শ্রীরামের প্রতি কহিলেন—হে শ্রীরাম! এই বিশ্বামিত্র তোমার রক্ষক, অতএব তোমা হইতে ইহ জগতে মান্যতম অপর কেহ নাই। এক্ষণে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের যেমন বল এবং যেরূপ যাথার্থ্য, তাহা কহিতেছি শ্রবণ করুন্।

ব্রহ্মার পুত্র কুশ, তাহার পুত্র কুশনাভ, তৎপুত্র গাধি, এবং তস্য পুত্র এই মহামুনি বিশ্বামিত্র। ইনি ধর্ম্মজ্ঞ এবং বিদ্যাবান্ এবং বহুকাল পর্য্যন্ত প্রজাবর্গের হিতৈষী হইয়া রাজ্যপালন করিয়াছিলেন। কোন সময়ে ইনি বহু অনুচর-পরিবৃত হইয়া নানা নগর, গ্রাম, নদী, পর্ব্বত, আশ্রমস্থানাদি পর্য্যটনপূর্ব্বক নানা পুষ্পিত লতাবৃক্ষপূর্ণ, পরস্পর হিংস্রভাবপরিশূন্য, নানা মৃগগণ-ব্যাপ্ত, এবং পার্শ্ববর্ত্তিদেবাসুর কিন্নর-শোভিত, কলস্বর-পক্ষিগণ-সেবিত, ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষিগণ ব্যাপ্ত, তপশ্চরণদ্বারা সিদ্ধ তেজে অগ্নিতুল্য বহু মাহাত্ম্য পরিপূর্ণ, ব্রহ্মাপেক্ষায় ঈষন্ন্যূন মাত্র মাহাত্ম্যযুক্ত, কেহ কেহ কেবল বায়ুভোজী, কেহ বা জলমাত্রপায়ী, কেহ বা গলিত পত্র রস-মাত্র-ভোজী, ফল মূল ভোজী, সকল দোষ-রহিত, জিতেন্দ্রিয় ও জিতান্তঃকরণ জপ-হোম-পরায়ণ মহাত্মা ঋষিবর্গে এবং রাত্রিভোজী প্রভৃতি অন্যান্য মহাব্রতিবর্গে পরিপূর্ণ, দ্বিতীয় ব্রহ্মলোকস্বরূপ বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমস্থান দর্শন করেন। সেই আশ্রম স্থান দর্শনে হৃষ্ট হইয়া বিনয় পুরঃসর বশিষ্ঠ মহর্ষিকে যথাবিধি প্রণাম করিলে মহামুনি স্বাগত কহিয়া

বিশ্বামিত্রকে উপবিষ্ট করিলেন, ফল মূল প্রদান করিলেন এবং আত্ম-বিষয়ক কুশল জিজ্ঞাসানন্তর রাজ্য এবং ভৃত্যবর্গ সম্বন্ধীয় কুশল প্রশ্ন করিলেন। বিশ্বামিত্র সর্ব্বত্র মঙ্গল কহিলেন। অনেক কথার পর ভগবান বশিষ্ঠ সহাস্যবদনে বিশ্বামিত্রের প্রতি কহিলেন—মহারাজ! তুমি শ্রেষ্ঠ অতিথি, অতি পূজনীয়, অতএব সেনাবর্গ সহিত তোমার আতিথ্য করিতে ইচ্ছা করি, তুমি আতিথ্য স্বীকার কর। বিশ্বামিত্র কহিলেন—আপনার আশ্রমে যে সকল ফল মূল উৎপন্ন হয়, তাহার দ্বারা এবং পাদ্য আচমনীয়—বিশেষতঃ আপনার সাক্ষাৎকার লাভ দ্বারা, আমার সম্যক্ আতিথ্য হইয়াছে, আপনি সর্ব্বথা পূজাপাত্র, আপনকার দ্বারা আমি অতি সম্মানিত হইয়াছি, এক্ষণে যাত্রা করি, আপনি মিত্রদৃষ্টিক্রমে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। ভগবান বশিষ্ঠ এই কথা শুনিয়াও পুনঃ পুনঃ আতিথ্যে নিমন্ত্রণ করিলে, বিশ্বামিত্র, আপনকার যাহা অভিরুচি তাহাই হউক, এই কথা বলিয়া আতিথ্য স্বীকার করিলেন। বশিষ্ঠ তখন্ স্বীয় হোমধেনু কল্মাষী শবলা (১) যাহার অপর নাম নন্দিনী (২)—সেই কামধেনুকে (৩) আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন—হে শবলে! শীঘ্র আইস, আমার কথা রক্ষা কর—যথাযোগ্য সামগ্রীদ্বারা সসৈন্য এই রাজার আতিথ্য করিবার অভিলাষ করিয়াছি, তুমি তাহা সম্পন্ন কর; ছয় রসের মধ্যে যাহার যাহাতে ইচ্ছা, তাহাকে সেই সকল দ্রব্যের দ্বারা পূজিত কর। হে শবলে! ত্বরাবতী হও। অন্ন, পানীয় দ্রব্য, লেহ্য, চচূষ্যরূপ খাদ্যদ্রব্য, রাশি রাশি সৃষ্ট কর। বশিষ্ঠানুমতিক্রমে শবলা কামধেনু তৎ-

তাৎপর্য্যার্থ।

১। শবলা—।—নানাবর্ণা অর্থাৎ ভূত-সংহতি।

২। নন্দিনী—অর্থাৎ হোম আতিথ্যাদি সমস্ত ধর্ম্ম্য ক্রিয়া নির্ব্বাহ জন্য আহ্লাদজননী।

৩। কামধেনু—অর্থাৎ বৈষয়িক কামপূরণে ক্ষমতা, মিলিত-ভূত-পঞ্চকের যোগেই হয়, অতএব শবলা কামধেনু।

ক্ষণাৎ অভিলাষানুরূপ ইক্ষু, ইক্ষুবিকৃত নানা বস্তু, মধু ও মধুসাধিত দ্রব্য, লাজ ও মৈরেয়, ধাত্রী (ধাতকী গুড় এবং জল দ্বারা কৃত মাদকবিশেষ) অতি উপাদেয় পানীয় দ্রব্য নানা প্রকার ব্যঞ্জন, পিষ্টক, সুপরিষ্কৃত উষ্ণ অন্নের পর্ব্বত প্রমাণ রাশি, সূপ, দধিকুল্যা ও দুগ্ধকুল্যা সহস্রের উৎপাদন করিলেন; তাহার দ্বারা রাজসমভিব্যাহারী সৈনিকগণ অতি সন্তুষ্ট এবং পুষ্টহৃষ্ট হইল; এবং ব্রাহ্মণবর্গ, পুরোহিত, অমাত্য, মন্ত্রী ও ভৃত্যবর্গ সহিত রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ভোজনদ্বারা পরম হৃষ্ট হইয়া কহিলেন—আপনি সদা পূজার্হ; আপনকার কর্ত্তৃক আমি অতি সংকৃত হইলাম এক্ষণে কিঞ্চিৎ কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি আপনাকে লক্ষ গো দিতেছি, আপনি আমাকে শবলা প্রদান করুন। হে ভগবন! শবলা রত্ন, এবং রাজাই রত্ন-গ্রাহী; অতএব শবলা ধর্ম্মতঃ আমার ভাগ। এই কথা শ্রবণ করিয়া বশিষ্ঠ উত্তর করিলেন—আমি কোটি শত গো কিম্বা পর্ব্বত প্রমাণ রজত রাশি প্রাপ্ত হইলেও শবলাকে ত্যাগ করিতে পারিব না। এই শবলা আমার চিরকীর্ত্তি। হব্য, কব্য, প্রাণযাত্রা-নির্ব্বাহ, অগ্নিহোত্র, বলি, হোম, স্বাহাকার, বষট্‌কার প্রভৃতি সকলই ইহা হইতে হয়। শবলা আমার প্রীতি-জননী—আমার সর্ব্বস্ব। সহস্র কারণ উপস্থিত হইলেও আমি ইহাকে ত্যাগ করিব না। বিশ্বামিত্র এই কথা শুনিয়াও নিতান্ত আগ্রহ সহকারে কহিলেন—আমি চতুর্ব্বিংশ সহস্র হস্তী দিতেছি—যাহাদের মধ্যবন্ধনশৃঙ্খল ঘণ্টাযুক্ত এবং সুবর্ণময়; এবং স্বর্ণবিকৃত অষ্ট শতরথ,—যাহাদের প্রত্যেককে শ্বেতাশ্বচতুষ্টয় বহন করে; আর মহাবগবান্ দশ সহস্র অশ্ব; এবং নানাবর্ণের এক এক দলে বিভক্ত নূতনবয়স্কা কোটি সংখ্যক গো; আর অন্য রত্ন, যাহা ইচ্ছা হয়, তাহা দিতেছি, আমাকে শবলা প্রদান করুন। বশিষ্ঠ বলিলেন—হে মহারাজ! এই শবলা আমার রত্ন, এই আমার ধন, এই আমার সর্ব্বস্ব, এই আমার জীবন, দর্শপৌর্ণমাস-যাগ এবং অন্য অন্য যজ্ঞ, সকলই শবলা। ইহা হইতেই আমার সমস্ত ক্রিয়া কলাপ। মহারাজ! বহু ব্যর্থ বাক্ প্রয়োগে কি প্রয়োজন? আমি কামপূরিণীকে ত্যাগ করিব না। তখন বিশ্বামিত্র শবলাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। শোকমগ্না শবলা রোদন করত চিন্তা করিলেন, আমি কি মহর্ষি কর্ত্তৃক

সতর্কীকরণ।

এই পুস্তকের কাপিরাইট আইন অনুসারে রেজিষ্টরী করা হইয়াছে। আমাদিগের অনুমতি ব্যতিরেকে কেহ ইহা বা ইহার কোন অংশ মুদ্রিত করিলে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবেন।

বিজ্ঞাপন।

আয়ুর্ব্বেদবিজ্ঞানের চতুর্থ খণ্ড মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইহাতে রোগসকলের নিদান, সম্প্রাপ্তি, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয়, অনুপশয়, চিকিৎসা ও পথ্যাপথ্য বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। ফলতঃ ইহাতে চিকিৎসাসম্বন্ধে অবশ্যজ্ঞাতব্য কোন বিষয়ই পরিত্যক্ত হয় নাই। চরকাদি বিবিধ গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ইহা লিখিত হইয়াছে। এতদ্দেশ-প্রচলিত চিকিৎসাগ্রন্থ সমস্ত ভিন্ন বহু দূরদেশ হইতে বহু যত্নে ও আয়াসে বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ আনয়ন করিয়া তৎসমস্ত হইতে নূতন নূতন বিষয়সকল ইহাতে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। এতদ্দেশ-প্রচলিত কোন গ্রন্থেই তৎসমুদায়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। আয়ুর্ব্বেদীয় নানা গ্রন্থ নানা কারণে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে, কতকগুলির কিয়দংশ মাত্র পাওয়া যায়। যেখানে যে গ্রন্থ বা যে গ্রন্থের যে অংশ পাওয়া যায়, তাহা বহুব্যয়ে ও বহু চেষ্টায় আনয়ন করা হইয়াছে। তৎসমুদায়ের সংগ্রহজন্য অনেক সময় অতীত হইয়াছে এবং যখন যাহা পাওয়া গিয়াছে, তখনই তাহা হইতে আবশ্যক অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। একবারে সমস্ত গ্রন্থ প্রাপ্ত হইলে যে স্থানে যে বিষয় সন্নিবিষ্ট করা উচিত, তাহা যথাযথ হইতে পারিত, তাহা না হওয়ায় ইহার বিষয়সকলের শ্রেণীবন্ধন ভাল হয় নাই এবং অনেক বিলম্ব হইয়াছে। শ্রেণীবন্ধন যেরূপ হওয়া উচিত, তাহা গ্রন্থের আদিতে কয়েকটী শ্লোকে লিখিত হইয়াছে, পুনর্ম্মুদ্রণকালে সেইরূপ ক্রমানুসারে বিষয় সকলের সন্নিবেশ করা যাইবে।

কিরূপে ঔষধ প্রস্তুত করিতে হয় এবং কোন্ ঔষধের উপাদান কি? তাহা মৎ-প্রকাশিত ভৈষজ্যরত্নাবলী গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভৈষজ্যরত্নাবলীতে প্রকাশিত হয় নাই, এরূপ ঔষধও অনেকগুলি ইহাতে উক্ত হইয়াছে এবং সেইগুলির উপাদানাদিও ইহাতে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে যে সকল ঔষধের নামোল্লেখমাত্র হইয়াছে, সেই সকলের উপাদানাদি ভৈষজ্যরত্নাবলীতে দৃষ্টি করিলেই জানিতে পারা যাইবে।

আয়ুর্ব্বেদবিজ্ঞানের সংগ্রহে ও অনুবাদে প্রাণপণ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছি, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। এক্ষণে ইহা সহৃদয় সুবিজ্ঞ পাঠকমহাশয়গণের প্রীতিজনক হইলেই আমার সমস্ত শ্রম সার্থক হইবে।

আমার পিতৃব্য আয়ুর্ব্বেদ মহাচার্য্য পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন গুপ্ত কবিরাজ মহাশয় ইহার সঙ্কলনকালে দুরূহ সংস্কৃতার্থের ব্যাখ্যা করিয়া ও অনুবাদটী আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়া আমাকে ইহা প্রকাশ করিতে অনুমতি প্রদান করেন। বলা বাহুল্য যে, আমি পিতৃব্যদেবের কৃপাতেই ইহার প্রচারে সাহসী হইয়াছি।

এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে আমার চিরসুহৃৎ আয়ুর্ব্বেদপারদর্শী চিকিৎসক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগীন্দ্রকুমার বিদ্যাবিনোদ মহাশয় আমার অপর সমস্ত গ্রন্থের ন্যায় ইহারও সঙ্কলন ও অনুবাদাদি সমস্ত বিষয়ে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে সম্বদ্ধ করিয়াছেন তাঁহার নাম আমার সমস্ত গ্রন্থে চিরসংলগ্ন রহিল।

কলিকাতা
আদি-আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।
বৈশাখ ১৮০৯ শক।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

আয়ুর্ব্বেদবিজ্ঞান চতুর্থ খণ্ড দ্বিতীয়বার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। প্রথমবার অপেক্ষা এবার কতিপয় রোগের নিদান ও বহুবিধ ঔষধ বিবিধ তন্ত্রাদি শাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া ইহাতে সন্নিবদ্ধ করা গেল। গ্রন্থের প্রথমপত্রোক্ত ক্রমসূচক শ্লোকানুসারে রোগ সমুদায় যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইল। সংশোধনবিষয়ে বিশেষ যত্ন করা হইয়াছে, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। কিমধিকমিতি।

কলিকাতা
আদি-আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।
ভাদ্র ১৮১১ শক।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত।

তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানের চতুর্থখণ্ড তৃতীয় বার মুদ্রিত হইল পূর্ব্ববারে যে সকল বিষয় যথাস্থানে সন্নিবেশিত ছিল না, এবারে তাহা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এবারে কয়েকটী নূতন ঔষধের সন্নিবেশ করা হইয়াছে। ইহার সংশোধনে বিশেষ যত্ন করা গিয়াছে কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। পাঠকগণের নিকট সানুনয়ে প্রার্থনা যে, যদি এই পুস্তকের কোনস্থানে কোন ত্রুটী থাকে অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে বাধিত হইব। আমি আমার পরমারাধ্য পিতামহ মহাশয়ের এবং পরমারাধ্য পিতৃদেব মহাশয়ের পদানুসরণপূর্ব্বক তাঁহাদের প্রসাদে এই দুষ্কর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। এস্থানে ইহাও বক্তব্য যে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামগোপাল কবিরত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহার সংশোধন বিষয়ে বিশেষ শ্রমস্বীকার করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন ইতি।

কলিকাতা
আদি-আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।
সন ১৩২৩ সাল।

শ্রীপুলিনকৃষ্ণ সেন গুপ্ত।